পবিত্র বাইবেল

নয়া নিয়ম | রংপুরী ভাষা

The New Testament in Rangpuri

মথি

১ বাছাই করা রাজা যীশুর গুষ্টির তালিকা; রাজা যীশু দায়ূদের গুষ্টির, আর দায়ূদ অব্রাহামের গুষ্টির মানষি।

২ অব্রাহামের বেটা ইসহাক, ইসহাকের বেটা যাকব, যাকবের বেটা যিহূদা আর যিহূদার ভাইলা,

৩ যিহূদার বেটালা পেরস আর সেরহা, (এই দুই জনের মাও হইলেক তামরা) পেরসের বেটা হিষ্রোণ, হিষ্রোণের বেটা রাম,

৪ রামের বেটা অমীনাদব, অমীনাদবের বেটা নহশোন, নহশোনের বেটা সল্মোন,

৫ সল্মোনের বেটা বোয়স, (বোয়সের মাও হইলেক রাহবা) বোয়সের বেটা ওবেদ, (ওবেদের মাও হইলেক রূত) ওবেদের বেটা যিশয়,

৬ যিশয়ের বেটা রাজা দায়ূদ। দায়ূদের বেটা শলোমন, (শলোমনের মাও উরিয়ের বিধুয়া বউ)

৭ শলোমনের বেটা রহবিয়াম, রহবিয়ামের বেটা অবিয়, অবিয়র বেটা আসা,

৮ আসার বেটা যিহোশাফট, যিহোশাফটের বেটা যোরাম, যোরামের বেটা উষিয়া,

৯ উষিয়ার বেটা যোথমা, যোথমার বেটা আহস, আহসের বেটা হিস্কিয়া,

১০ হিস্কিয়ের বেটা মনঃশি, মনঃশির বেটা আমোন, আমোনের বেটা যোশিয়,

১১ যোশিয়ের বেটা যিকনিয় আর যিকনিয়ের ভাইলা, (ইমারলার জন্ম হয় যে্যেলা ইস্রায়েল জাতিক বন্দী করি বাবিল নামের দেশত নিয়া গেইলেক)।

১২ বাবিল দেশত নিয়া যাবার পাছত যিকনিয়ের বেটা শল্টীয়েলের জন্ম হয়, শল্টীয়েলের বেটা সরুব্বাবিল,

১৩ সরুব্বাবিলের বেটা অবীহূদ, অবীহূদের বেটা ইলিয়াকীম, ইলিয়াকীমের বেটা আসোর,

১৪ আসোরের বেটা সাদোক, সাদোকের বেটা আখীম, আখীমের বেটা ইলীহূদা,

১৫ ইলীহূদার বেটা ইলিয়াসর, ইলিয়াসরের বেটা মত্তন, মত্তনের বেটা যাকব,

১৬ যাকবের বেটা যোষেফ, এই যোষেফ হইলেক মরিয়মের সোয়ামি, আর মরিয়মের গর্ভত যীশুর জন্ম হয়। উয়াক বাছাই করা রাজা কওয়া হয়।

১৭ এই জন্মের হাইলচার নাকান অব্রাহাম থাকি দায়ূদ পর্যন্ত চৌদ্দ গুষ্টি, দায়ূদের পর থাকি বাবিলত নিয়া যাওয়া পর্যন্ত চৌদ্দ গুষ্টি,

আর বাবিলত নিয়া যাওয়ার পাছত থাকি রাজা যীশুর আইসা পর্যন্ত চৌদ্দ গুষ্টি।

১৮ রাজা যীশু খ্রীষ্টের জন্ম এই নাকান করি হইলেক। যোষেফের সোদে যীশুর মাও মরিয়মের বিয়ার নিরক্ষণ হইচে। কিন্তুক উমরা দুইজনে সোয়ামি-ভার্জা হিসাবে একটে থাকির আগতে পবিত্র আত্মার শক্তিতে মরিয়ম গাওভারী হয়।

১৯ এই বাদে নিরক্ষণ করা মরিয়মক যোষেফ গোপনে ছাড়ি দিবার চাইলেক। ক্যেনেনা উয়ায় ধার্মিক মানষি আছিলেক আর মানষিলারটে মরিয়মক নিন্দাত ফ্যেলের চাইলেক না।

২০ যোষেফ য্যেলা এই নাকান চিন্তা ভাবনা করির ধরচে, স্যেলা পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত স্বপনে দেখা দিয়া কইলেক, "দায়ূদ বংশের যোষেফ, মরিয়মক বিয়াও করির ভয় না খাইস। ক্যেনেনা উয়ার গর্ভত যে ছাওয়া আছে, ঐটা পবিত্র আত্মার শক্তির মইদ্ধো দিয়া সিজ্জন হবার ধরচে।

২১ দেখ, মরিয়ম একটা চ্যেংড়া ছাওয়ার জন্ম দিবে, ছাওয়াটার নাম থুবু যীশু। ক্যেনেনা এই যীশুই উয়ার নিজের মানষিলাক পাপ থাকি মুক্তি দিবে।"

২২ এইলা ঘটিলেক যে, ম্যেলা বছর আগত ভাববাদীর মইদ্ধো দিয়া যেইলা কতা ভগবান কইচে সেইলা পূরণ হয়:

২৩ এক জন কুমারী চ্যেংড়ি গাওভারী হবে, আর উয়ার একটা চ্যেংড়া ছাওয়া হবে। উয়াক ইম্মানূয়েল কয়া ড্যেকাবে। (এই

নামের মানে হইলেক, “হামার সাথত ভগবান।”)

[২৪] আর যোষেফ নিন থাকি উঠিয়া প্রভুর স্বর্গদূত যে নাকানে করির কইলেক, ঐ নাকানে করিলেক। উয়ায় মরিয়মক বিয়াও করিয়া বাড়ি নিয়া গেইলেক।

[২৫] কিন্তুক মরিয়মের গর্ভের ছাওয়াটার জন্ম না হওয়া পর্যন্ত যোষেফ মরিয়মের সাথত সহবাস করিলেক না। আর ছাওয়াটার জন্ম হবার পাছত যোষেফ নাম থুইলেক যীশু।

২ যেলা হেরোদ যিহূদীয়া প্রদেশের রাজা আছিলেক, সেই সমায় বৈৎলেহেম গেরামত যীশুর জন্ম হয়। আর পূবপাকের দেশ থাকি কয়েক জন পন্ডিত যীশুর খোজ করির আসিলেক। উমরা যিরূশালেম গঞ্জত আসিয়া পুছিলেক,

[২] “যিহূদী মানষিলার যে রাজা জন্ম হইচে, উয়ায় কোটে? ক্যেনেনা পূব পাকে দ্যাওয়াত উয়ার চিন হিসাবে হামরা একটা তারা দেখিচি। উয়াক ভক্তি করির আসচি।”

[৩] এই কতা শুনিয়া রাজা হেরোদ আর যিরূশালেমের সউগ মানষিলার মন অস্থির হইলেক।

[৪] হেরোদ সউগ প্রধান বামনলাক আর যিহূদী আইন কানুনের পন্ডিত মানষিলাক ড্যেকেয়া পুছিলেক, “বাছাই করা রাজাটা কোটে জন্ম হবার পারে?”

৫ উমরা উয়াক কইলেক, “যিহূদীয়া প্রদেশের বৈৎলেহেম গেরামত জন্ম নিবে, ক্যেনেনা ভগবানের আগের কালের ভাববাদী এই নাকানে নেখি গেইচে,

৬ হে বৈৎলেহেমের গেরাম, যিহূদা প্রদেশের গেরামলার মইদ্ধোত তুই কোন মতেই ছোট না হইস, ক্যেনেনা তোর মইদ্ধো থাকিই এমন এক জন শাসনকর্তা আসিবে যায় মোর ইস্রায়েল জাতিক লালন-পালন করিবে।”

৭ হেরোদ স্যেলা পন্ডিতলাক একখান গোপন জাগাত ড্যেকেয়া জানি নিলেক যে, ঠিক কোন সমায় তারাটা দেখা গেইছিলেক।

৮ এইটা জানিয়া উমারলাক কইলেক, “তোমরা যায়া ভাল করি ছাওয়াটাক খোজেন। উয়াক খুজি পাইলে মোক জানাবেন, যাতে মুইও ছাওয়াটারটে যায়া ভক্তি দিবার পাং।”

৯ রাজার কতা শুনিয়া পন্ডিতলা চলিয়া গেইলেক। উমরা পূব দেশ থাকি দ্যাওয়ার যেই তারাটা দেখছিলেক, ঐ তারাটা উমার আগে আগে যাবার নাগিলেক। ছাওয়াটা যেটে আছিলেক, ঐ ঘরের উপরাত আসিয়া তারাটা থামিলেক।

১০-১১ তারাটা দেখিয়া পন্ডিতলা আল্লাদে আত্তহারা হয়া ঐ ঘরটাত সোন্দেয়া ছাওয়াটাক আর ছাওয়াটার মাও মরিয়মক বগলত দেখির পাইলেক। উমরা স্যেলা হাংকুড়া পাড়িয়া ছাওয়াটাক ভক্তি দিলেক। আর উমার বাক্স খুলিয়া সোনা, গন্ধরস, আতর উপহার দিলেক।

[১২] ইয়ার পাছত ভগবান পন্ডিতলাক স্বপন দেখেয়া সাবধান করি দিলেক, যাতে উমরা হেরোদেরটে আর ফিরি না আইসে। আর উমরা অইন্য ঘাটা দিয়া নিজের দেশত ফিরি গেইলেক।

[১৩] পন্ডিতলা যাবার পাছত পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত স্বপনে যোষেফক দেখা দিয়া কইলেক, “ওঠেক! ছাওয়াটা আর ছাওয়াটার মাক নিয়া মিশর দেশ পালেয়া যা। আর যত দিন মুই না কং, ততদিন পর্যন্ত ওটেকোনা থাকেক। ক্যেনেনা ছাওয়াটা মারি ফ্যেলের বাদে রাজা হেরোদ ছাওয়াটাক চান্দাবে।”

[১৪-১৫] স্যেলা যোষেফ উঠিয়া ছাওয়াটা আর ছাওয়াটার মাক নিয়া রাতি বেলা মিশর দেশ চলি গেইলেক। আর হেরোদ না মরা পর্যন্ত ওটে রইলেক। এই ঘটনাটা ঘটিলেক যাতে যে কতা ভগবানের আগের কালের ভাববাদীটার মইদ্ধো দিয়া কওয়া হইচে, সেইলা পূরণ হয়। প্রভু কইলেক, “মুই মিশর থাকি মোর বেটাক ড্যেকেয়া আনলুং।”

[১৬] হেরোদ জানির পাইলেক যে, পন্ডিতলা উয়াক ঠকাইচে। এই বাদে উয়ায় খুব রাগ হইলেক। পন্ডিতলারটে থাকি যে সমায়ের কতা জানির পাইচে, সেই সমায়ের হিসাব মতন দুই বছর আরো উয়ার কম বয়স থাকি শুরু করি যত চ্যেংড়া ছাওয়া বৈৎলেহেমের বগলা-বগলি জাগাত আছিলেক, সৌগলাকে মারি ফ্যেলের হুকুম দিলেক।

[১৭] স্যেলা ভগবানের ভাববাদী যিরমিয়র এই কতা পূরণ হইলেক,

১৮ রামায় গঞ্জত দারুন কান্দন শোনা গেইলেক, রাহেল উয়ার ছাওয়ালার বাদে কান্দির ধরচে, কিছুতেই ঝিত হবার ধরচে না, ক্যেনেনা উমরা আর কাঙো বত্তি নাই।

১৯ হেরোদ মরি যাবার পাছত পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত মিশর দেশত যোষেফক স্বপনে দেখা দিয়া কইলেক,

২০ "ওঠেক, এই ছাওয়াটাক আর উয়ার মাক সাথত নিয়া ইস্রায়েল দেশত ফিরি যা, ক্যেনেনা উমরা যায় যায় এই ছাওয়াটাক মারি ফ্যেলের চেষ্টা করচে উমরা সগায় মরি গেইচে।"

২১ যোষেফ স্যেলা উঠিয়া ছাওয়াটা আর ছাওয়াটার মাক ইস্রায়েল দেশ নিয়া গেইলেক।

২২ কিন্তু যোষেফ য্যেলা শুনিলেক যে যিহূদীয়া প্রদেশের হেরোদের বেটা আর্খিলা রাজা হইচে, স্যেলা উয়ায় ওটে ফিরি যাবার ভয় খাইলেক। পাছত স্বপনে সাবধান হওয়ার বাণী পায়া গালীল প্রদেশত গেইলেক।

২৩ আর নাসারত নামে একটা গেরামত যায়া বসবাস করির নাগিলেক। ম্যেলা দিন আগত ভগবানের ভাববাদী কইচে যে, "উয়াক নাসারতীয় কয়া ড্যেকা হবে।" এই কতা পূরণ হবার বাদে ঘটনাটা ঘটিলেক।

৩ সেই সমায় দীক্ষাদাতা যোহন যিহূদীয়া প্রদেশত আসিয়া নিধুয়া পাথারত যায়া প্রচার করির নাগিলেক;

[২] স্যেলা উয়ায় কইলেক, “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা বগলত আসচে! পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরান!”

[৩] যোহনের সমন্ধে ভগবানের আগের কালের ভাববাদী যিশাইয় কইচিলেক, নিধুয়া পাথারত এক জন চিকিরিয়া কবার ধরচে, পরম প্রভু আসির নাগচে, এই বাদে ভ্যেকরা ঘাটা ঠিক কর, উয়ার ঘাটা সোজা কর!

[৪] যোহন উটের লোমের কাপড় পিন্দির ছিলেক, আর উয়ার কমড়ত আছিলেক চামড়ার পেট্টি। উয়ায় খাবার খাইচে বড় বড় কুকতি আর জঙলের মধু।

[৫] স্যেলা গোটায় যিহূদীয়া, যিরূশালেম আর যর্দন নদীর চাইরো পাক থাকি মানষিলা উয়ার বগল যাবার নাগিলেক।

[৬] য্যেলা মানষিলা নিজ নিজ পাপ স্বীকার করিলেক, স্যেলা যোহন উমারলাক যর্দন নদীত দীক্ষা দিলেক।

[৭] কিন্তু দীক্ষা দেওয়া কালে ম্যেলা ফরীশী আর সদ্দূকী দলের ধর্মগুরুও আসিচে। এই দেখিয়া যোহন উমারলাক কইলেক, “কিরে কাল সাপের গুষ্টির ঘর! ভগবানের শাস্তি নামি আসির ধরচে, এই থাকি পালেবার বুদ্ধি কায় তোমারলাক দিলেক?

[৮] তোমরালা যে পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরাইচেন, তার সঠিক ফল দেখাও।

[৯] মনে করেন যে, ভগবান এই শিললা থাকি অব্রাহামের বাদে বংশ সিজ্জন করির পায়। এই বাদে তোমরা না কন যে, ‘হামরা

মহাপুরুষ অব্রাহামের বংশ বুলিয়া কিছু দোষ হবার না হয়।’

১০ ভগবান এলাও বিচারের বাদে গছের শিপাত কুড়াল নাগে দিয়ায় আছে, আর যে গছত ভাল ফল ধরে না, ঐলা গছক কাটিয়া অগুনত ছোবা দেওয়া হবে।

১১ তোমরালা পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরাইচেন বুলিয়া মুই তোমারলাক জল দিয়া দীক্ষা দিবার ধরচুং। মোর পাছত যায় আসির ধরচে উয়ায় মোর থাকি শক্তিবান, উয়ার ঠ্যাংএর জুতা উবিবার যোগ্যতা মোর নাই। উয়ায় তো তোমারলাক পবিত্র আত্মা আর অগুন দিয়া দীক্ষা দিবে।

১২ উয়ায় খোলান থাকি ফসলের পাতান পরিস্কার করির বাদে তৈরি হয়া আছে। বাতাসত বাও দিয়া একপাকে পাতান অইন্য পাকে ফসল যুদা করি গোলাত তুলিবে। কিন্তু যেই অগুন কোন দিন নিভে না সেই অগুনত পাতান ছোবা দিবে।”

১৩ সেই সমায় যীশু দীক্ষা নিবার বাদে গালীল থাকি যর্দন নদীত যোহনেরটে আসিলেক।

১৪ যোহন উয়াক দীক্ষা দিবার চাইলেক না। যোহন কইলেক, “এইটা ঠিক না হয়। বরং মোর তোমারটে দীক্ষা নেওয়া উচিত, আর তোমরা আসচেন মোরটে!”

১৫ যীশু কইলেক, “এলা এই নাকানে হবার দেও! ক্যেনেনা প্রভুর ইচ্ছা এই নাকান করি হামারলার পূরণ করা উচিত।” স্যেলা যোহন দীক্ষা দিবার রাজি হইলেক।

[১৬] দীক্ষা নিয়া য্যেলা যীশু জল থাকি উঠিয়া আসিলেক, স্যেলায় স্যেলায় স্বর্গের দুয়ার খুলি গেইলেক। উয়ায় ভগবানের আত্মাক কইতরের রূপ ধরিয়া উয়ার উপরাত নামি আসির দেখিলেক।

[১৭] স্যেলা স্বর্গ থাকি ভগবানের আওয়াজ শোনা গেইলেক, "তুইয়ে মোর বেটা, মোর মনের এক জন। তোর উপরাত মুই খুশি আছং।"

৪ ইয়ার পাছত পবিত্র আত্মা যীশুক নিধুয়া পাথারত নিয়া গেইলেক, যাতে শয়তান অসুর পাপত ফ্যেলের পরীক্ষা করির পায়।

[২] ওটে যীশুক চল্লিশ দিন চল্লিশ রাতি উপাস থাকির পাছত ভোগ নাগিলেক।

[৩] স্যেলা শয়তান অসুর আসিয়া কইলেক, "তুই যদি পরমপ্রভুর বেটা হইস, তাইলে এই শিললাক রুটি হবার কঃ।"

[৪] যীশু কইলেক, "শাস্ত্রত নেখা আছে, মানষি খালি রুটিতেই বত্তি রয় না, কিন্তু ভগবানের মুখের পতিটা বাইক্যতেই বত্তি রয়।"

[৫] স্যেলা শয়তান অসুর যীশুক পবিত্র গঞ্জ যিরূশালেম মন্দিরের চূড়াত নিয়া যায়া কইলেক,

৬ “তুই যদি পরমপ্রভুর বেটা হইস তাইলে নিচাত ঝাপাও, ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে যে, তোর কোন ক্ষতি যাতে না হয়, উয়ায় স্বর্গদূতলাক আদেশ দিবে, উমরা তোক হাতের তালাত ধরিবে, যাতে তোর ঠ্যাংয়ত শিলের চোট না নাগে।”

৭ যীশু শয়তান অসুরক কইলেক, “শাস্ত্রত নেখা আছে, তোমার পরমপ্রভুর পরীক্ষা করেন না।”

৮ শয়তান অসুর স্যেলা উয়াক খুব উচা একটা পাহাড়ত নিয়া গেইলেক আর সউগ রাজ্যের ধন সম্পদ দেখাইলেক।

৯ শয়তান কইলেক, “তুই যদি মাটিত উবুরি হয়া মোক ভক্তি করিস, তাইলে এইলা সউগে মুই তোক দিম।”

১০ স্যেলা যীশু উয়াক কইলেক, “দূর হঃ শয়তান! ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে, পরমপ্রভুই তোর ভগবান। তুই খালি উয়াকে ভক্তি করিবু, আর উয়ারে সেবা করিবু।”

১১ স্যেলা শয়তান অসুর উয়াক ছাড়িয়া চলি গেইলেক, আর স্বর্গের দূতলা আসিয়া যীশুর সেবা করির নাগিলেক।

১২ যীশু শুনিলেক যে যোহনক জেলত বন্দী করি থোয়া হইচে। এই বাদে উয়ায় যিহূদীয়া প্রদেশ ছাড়িয়া গালীল প্রদেশত চলি গেইলেক।

১৩ পইলাতে নাসারত গেরাম গেইলেক। তার পাছত কফরনাহূম গঞ্জত যায়া রইলেক। এই গঞ্জটা হইলেক গালীল সাগরের বগলত, সবূলূন আর নপ্তালি এলাকার একটা গঞ্জ।

১৪ এইটা হইলেক যাতে আগের কালের ভাববাদী যিশাইয়র কতা পূরণ হয়:

১৫ যর্দন নদীর পশ্চিম পাকে, সবূলূন আর নপ্তালি দেশ! গালীল দেশের সাগরের পারত, যেটেকোনা অযিহূদীলার বসবাস।

১৬ ওটেকার যেই মানষিলা আন্ধারত বসবাস করে, উমরা ভইভইয়া আলো দেখির পাইচে। যায় মরণের আন্ধারের দেশত রয়, উমারটে বেলা উঠিচে।

১৭ ঐ সমায় যীশু প্রচার করা শুরু করিলেক, "তোমরা মন ফিরান, ক্যেনেনা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা বগলত আইসচে।"

১৮ এক দিন যীশু গালীল সাগরের বগল দিয়া যাবার ধরছিলেক। উয়ায় দুই জন জালুয়াক দেখির পাইলেক। উমারলার নাম শিমোন (যাক পিতর কওয়া হয়) আর উয়ার ভাই আন্দ্রিয়। উমরা সাগরত জাল ফ্যেলেয়া মাছ ধরির ছিলেক।

১৯ যীশু উমাক কইলেক, "মোর সাথত চল, মুই তোমাক শিখাইম, ক্যেমন করি ভগবানের ঘাটাত মানষিক আনিবেন।"

২০ আর স্যেলায় স্যেলায় উমরা জাল ফ্যেলে থুইয়া যীশুর পাছত গেইলেক।

২১ ওটে থাকি আগে যায়া যীশু আরো দুই জন মানষিক দেখির পাইলেক। উমরা হইলেক সিবদিয়ের বেটালা যাকব আর যোহন। যীশু দেখিলেক একখান নৌকাত বসিয়া উমরা বাপের সাথত জাল সিলাই করির ধরচে। যীশু উমাকও ড্যেকাইলেক,

২২ আর স্যেলায় স্যেলায় উমরা নাও আর বাপক ছাড়িয়া যীশুর নগত গেইলেক।

২৩ তার পাছত যীশু গালীলের সউগ জাগাত ঘুরিয়া ঘুরিয়া যিহূদীলার উপাসনা ঘরলাত যায়া শিক্ষা দিবার নাগিলেক, আর স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার ভাল খবর প্রচার করিলেক। আর উয়ায় মানষিলার সউগ নাকানের অসুখ ভাল করির নাগিলেক।

২৪ সুরিয়া দেশের সউগ জাগাত উয়ার কতা ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক। এই বাদে নানা নাকানের ম্যেলা অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করির বাদে উয়ারটে নিয়া আসিলেক। উমরা হইলেক বাত বিষে জরাজির্ণ, অপদেবতা ধরা, মৃগী রুগী, নুলা রুগী। আর যীশু উমারলাক সগাকে ভাল করিলেক।

২৫ ম্যেলা মানষি গালীল থাকি, ডিকাপলি থাকি, যিরূশালেম থাকি, যিহূদীয়া থাকি আরো যর্দনের ঐপার থাকি আইসা মানষিলাও যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

৫ মানষির ভিড় দেখিয়া যীশু পাহাড়ের উপরা চড়িলেক। আর উয়ায় পাহাড়ত বসিতে কালে শিষ্যলা উয়ার বগলত আসিলেক।

২ স্যেলা উয়ায় শিষ্যলাক এই শিক্ষা দিবার নাগিলেক,

৩ “যায় যায় নিজ অন্তরত গরীবের মতন নত-নম্র, ভগবান উমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা উমারলারে।

[৪] যায় যায় শোক করে, উমাকে ভগবান এই আশুর্বাদ করে যে, উমরালায় সান্তনা পাবে।

[৫] যার যার স্বভাব নম্র, ভগবান উমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, দুনিয়া উমারলারে হবে।

[৬] যায় যায় মনে-পরানে ভগবানের ইচ্ছা পালন করি চলির চায়, উমাকে ভগবান এই আশুর্বাদ করে যে, উমারলার ইচ্ছা পূরণ হবে।

[৭] যায় যায় দয়ালু, ভগবান উমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, উমরালা দয়া পাবে।

[৮] যার যার অন্তর খাটি, ভগবান উমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, উমরালা ভগবানক দেখির পাবে।

[৯] যায় যায় মানষির জীবনত শান্তি আনিবার বাদে পরিশ্রম করে, ভগবান উমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, উমারলাক ভগবানের ছাওয়া কয়া ড্যেকা হবে।

[১০] ভগবানের ইচ্ছা পালন করির যায়া যায় যায় অইত্যাচার সহ্য করে, ভগবান উমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা উমারলার।

[১১-১২] "মোর শিষ্য হবার বাদে, মানষিলা য্যেলা তোমারলাক মিথ্যাবাদী কয়া নানা গেলানি আর অইত্যাচার করে, স্যেলা ভগবান তোমাকে এই আশুর্বাদ করে যে, স্বর্গত তোমার ম্যেলা পুরুস্কার আছে। এই বাদে খুশি হয়া আমোদ করো। আর আগের

কালের যে ভাববাদীলা আছিলেক, মানষিলা এই নাকান করি উমারলাকও অইত্যাচার করির ছিলেক।”

১৩ “তোমরা দুনিয়ার নুন। নুনের নোন্তা স্বাদ যদি হারে যায়, তাইলে ক্যেংকরি ঐ স্বাদ ফিরি আনিবেন? বিনা স্বাদের নুন কোনো কামত নাগে না। ঐলা বায়রাত ফ্যেলে দেওয়া হয়, আর মানষি ঠ্যেং দিয়া খচে।

১৪ “তোমরা দুনিয়ার আলো। পাহাড়ের উপরাত কোনো গঞ্জ থাকিলে নুকি রবার পায় না।

১৫ কাঙোয় গচা জ্বলে ডেলি দিয়া ঢাকি থোয় না, কিন্তু গচা জ্বলেয়া ঠগার উপরাত থোয়। ঠগার উপরাত থুইলে ঘরের সউগ মানষি আলো পায়।

১৬ একে নাকান করি তোমারলার আলো মানষিলার আগত জ্বলুক, যাতে তোমারলার ভাল কাম দেখিয়া তোমারলার স্বর্গের বাপের গুণকিত্তন করে।”

১৭ স্যেলা যীশু কইলেক, “মুই যে মোশির বিধান আর আগের কালের ভাববাদীলার নেখা বাতিল করির আসচুং, এই নাকানে চিন্তা করেন না! মুই এইলা পূরণ করির আসিচুং, বাতিল করির আইসং নাই।

১৮ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, দ্যাওয়া-দুনিয়া যত দিন থির থাকে, বিধানের সউগ কতা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত, ঐ বিধানের এক তিল কি কোনো কিছু মুছি যাবে না।

১৯ এই বাদে কাঙোয় যদি আদেশলার মইদ্ধো থাকি কোনো একটা ছোট্ট আদেশ পালন না করে, বা কোনো আদেশ মানি না নিবার শিক্ষা দেয়, তাইলে উয়াক স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত সউগ চায়া ছোট্ট কওয়া হবে। কিন্তু কাঙো যদি আদেশলা পালন করে আরো শিক্ষা দেয়, উয়াক স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত বড় কওয়া হবে।

২০ মুই তোমারলাক শিখাং যে, পন্ডিত আর ফরীশীলা যেমন করি বিধির বিধান পালন করে, উমারলার চায়া আরো ভাল করি পালন না করলে, তোমরালা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত কোনো দিন সোন্দের পাবেন না।”

২১ “তোমরা এই কতা শুনিচেন, হামার বাপ ঠাকুরদাক কওয়া হইচে যে, ‘মানষিক খুন করেন না’, আর ‘কাঙো যদি খুন করে উয়ায় বিচারত দন্ড পাবে।’

২২ কিন্তু মুই তোমারলাক শিখাং যে, কাঙোয় যদি উয়ার ভাই-বইনির উপরা গোসা করে উয়ায় বিচারের দন্ডত পড়িবে। কাঙোয় যদি উয়ার ভাই-বইনিক গালি পাড়ে উয়ায় দশের সভাত দন্ড পাবে। আর কাঙোয় যদি উয়ার ভাই-বইনিক কয় তুই গেয়ান-বুদ্ধিহীন, উয়ায় নরকের অগুনত পড়িয়া ছোবা যাবে।

২৩ “যেলা তুই যজ্ঞের থানত নিজের দান সঁপে দিবু, সেলা যদি ঐ জাগাত তোর ফম পরে যে তোর বিরুদ্ধে তোর ভাই-বইনির কোনো কতা আছে,

২৪ স্যেলায় স্যেলায় তুই দান যজ্ঞ থানের বগলত থুইয়া চলিয়া যা, আর ভাই-বইনির নগত বিষয়টা মিটিয়া নিয়া ফিরিয়া আসিয়া তোর দান সঁপে দে।

২৫ “তোর বিরুদ্ধে কাঙোয় যদি মামলা করে, তুই ঘাটাত পচ-পচে কাচারি যাবার আগত মিমাংসা করেক। আর ঐ কাম না করিলে তোক বিচারকের হাতত দিবার পারে। আর বিচারক কি করিবে? উয়ায় তোক পুলিশের হাতত দিবার পারে। স্যেলা পুলিশ তোক জেলত ভরে থুবে।

২৬ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, পুরা টাকা-পাইসা বুঝি না দেওয়া পর্যন্ত ওটে থাকি তুই কোন মতে রেহাই পাবু না।”

২৭ যীশু কইলেক, “তোমরা শুনিচেন আর এই কতা কওয়া হইচে, ‘ব্যভিচার করেন না,’

২৮ কিন্তু মুই তোমারলাক শিখাং যে, কাঙো যদি বেটিছাওয়ার ভিতি কাম ভাব নিয়া দেখে, উয়ায় স্যেলায় স্যেলায় মনে মনে উয়ার সোদে ব্যভিচার করিলেক।

২৯ “একে নাকান তোমারলার ডাইন চোখু যদি পাপের ঘাটাত টানি নিয়া যায়, তাইলে ঐ চোখুটাক তুলিয়া ফ্যেলে দেও, ক্যেনেনা গোটায় দেহা নরকত যাবার থাকি একটা অঙ্গ ক্ষতি করা ভাল।

৩০ যদি তোমার ডাইন হাতও পাপের ঘাটাত নিয়া যায় তাইলে একে নাকান করিয়া, হাত কাটিয়া ফ্যেলে দেও। তোমার গোটায়

দেহা নরকত যাবার থাকি একটা অঙ্গ ক্ষতি করা ভাল।”

৩১ যীশু কইলেক, “এইটাও কওয়া হইচে যে ‘আপন মাইয়াক কাঙো যদি ছাড়ি দেয়, উয়ায় একখান চিঠিত নেখি ছাড়িয়া দেউক।’

৩২ কিন্তু মুই তোমারলাক শিখাং যে, কাঙো যদি আপন মাইয়াক ব্যভিচারের দোষ ছাড়া অইন্য কোন কারনে ছাড়িয়া দেয়, তাইলে উয়ায় ব্যভিচারিণী হবার ঘাটাত নামে দেয়। আর যে কাঙো ঐ মাইয়াক বিয়াও করে, উয়ায়ও ব্যভিচার করে।”

৩৩ “তোমরা এই কতা শুনিচেন, হামার বাপ ঠাকুর দাদালাক কওয়া হইচে যে, ‘কিরা কাটিয়া ভাঙেন না, ভগবানের আগত যেইলা কিরা কাটেন, সেইলা সউগ পূরণ করেন।’

৩৪ কিন্তু মুই তোমারলাক শিখাং যে, কোনো কিরা কাটেন না। স্বর্গের নামে কিরা কাটেন না, ক্যেনেনা এইটা হইলেক ভগবানের সিংহাসন।

৩৫ দুনিয়ার নামেও কিরা কাটেন না, ক্যেনেনা এই দুনিয়া উয়ার ঠ্যেং থুবার জাগা। আর যিরূশালেমের নামেও কিরা কাটেন না, ক্যেনেনা এই গঞ্জটা মহারাজার।

৩৬ এমন কি তোমার মাথার নামেও কিরা কাটেন না, ক্যেনেনা তোমার মাথার একটা চুলি তোমারলার সাদা কি কালা করির হিম্মদ নাই।

৩৭ তোমরা ‘হ্যে’ কইলে ‘হ্যে’ হউক, আর ‘না’ কইলে ‘না’ হউক, ইয়ার বেশী যেইটা, সেইটা শয়তানেরটে থাকি আইসে।”

৩৮ “তোমরা শুনিচেন আর এই কতা কওয়া হইচে যে, ‘দাতের বদলে দাঁত, চোখুর বদলে চোখু,’

৩৯ কিন্তু মুই তোমারলাক শিখাং, কাঙোয় যদি তোমারলার নগত বেয়া আচরন করে উয়ার বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধ নেন না। যে কাঙোয় তোমারলার ডাইন গালত চর মারে, উয়াক দোসরা গাল পাতিয়া দেও।

৪০ আর যে কাঙো তোমারলার জামার বাদে মামলা করে, উয়াক তোমার দেহার গিলাপখানও দিয়া দেও।

৪১ কাঙো যদি উয়ার বোঝা ধরিয়া তোমারলাক এক মাইল যাবার বাধ্য করে, উয়ার সাথত দুই মাইল যাও।

৪২ তোমারলারটে কাঙো কোনো কিছু চাইলে দিয়া দেও, আর যে কাঙো তোমারলারটে ধার চায়, ‘উয়াক না দিম’ কয়া অস্বীকার করেন না।”

৪৩ “তোমরা শুনিচেন আর এই কতা কওয়া হইচে যে, ‘তোমরা পাড়া-পড়শিক পিরিত’ করো ‘আর শত্রুক ঘিন খান,’

৪৪ কিন্তু মুই তোমাক শিখাং, শত্রুলাক তোমরা পিরিত করো। যায় যায় তোমারলাক অইত্যাচার করে উমার বাদে প্রার্থনা কর।

৪৫ মানষিলা যেন দেখির পায়, তোমরালা সচাং করি স্বর্গের বাপের ছাওয়া। উয়ায় তো ভাল বেয়া সগারে উপরাত বেলার আলো দেয়। যায় ধার্মিক আর যায় অধার্মিক, সগাকে ঝরি দেয়।

৪৬ যায় যায় তোমারলাক পিরিত করে তোমরা খালি উমাকে পিরিত করেন, তাইলে তোমরা ক্যেংকরিয়া পুরুস্কার পাবেন? মিথ্যাবাদী মাসুল আদায়কারীলাও তো একে নাকান করে!

৪৭ আর তোমরা খালি তোমার নিজের ভাই-বইনির মঙ্গল কামনা করিলে, তোমরা অইন্য মানষির থাকি এমন কি বেশী ভাল করিলেন? অবিশ্বাসীলাও তো এই নাকান করে।

৪৮ এই বাদে কবার ধরচুং, তোমারলার স্বর্গের বাপ যেমন খাটি, তোমরালাও একে নাকান খাটি হন।”

৬ “সাবধান হন! মানষিক দেখা ভগবানের ধর্ম-কর্ম করেন না, যদি করেন, স্বর্গের বাপেরটে থাকি কোন পুরুস্কার পাবেন না।

২ “এই বাদে তুই যে্যেলা গরীব মানষিক দান করিবু, স্যেলা ঢাক ঢোল বাজেয়া দান করিস না। ভন্ড মানষিলা তো মানষির প্রশংসা পাবার বাদে উপাসনা ঘরলাত আর ঘাটায় ঘাটায় ঢাক-ঢোল বাজেয়া দান করে। মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, উমরালা তো উমারলার পুরুস্কার পায়া গেইচে।

৩ কিন্তু যে্যেলা তুই গরীব মানষিক দান করিবু, স্যেলা তোর ডাইন হাত কি করির ধরচে, সেটা বাও হাতক জানির দিস না।

৪ এই বাদে তোমরা যা কিছু দান করিবেন সেটা যেন গোপনে হয়। তাইলে তোমার স্বর্গের বাপ, যায় গোপনে সউগ দেখে, উয়ায় তোক পুরুস্কার দিবে।”

৫ “তোমরালা যেলা প্রার্থনা করেন, স্যেলা ভন্ডলার নাকান করি প্রার্থনা করেন না। ক্যেনেনা উমরা মানষিক দেখেবার বাদে উপাসনা ঘরলাত, ঘাটার মোড়ে মোড়ে খাড়া হয়া প্রার্থনা করির ভাল পায়। মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, উমরা আপন আপন পুরুস্কার পায়া গেইচে।

৬ কিন্তু তুই যেলা প্রার্থনা করিস, স্যেলা তোর ঘর সোন্দেয়া দুয়ার ঝাপেয়া তোর স্বর্গের বাপ যাক দেখা যায় না উয়ারটে প্রার্থনা করেক। তাইলে তোমার স্বর্গের বাপ, যায় গোপনে সউগ দেখে, উয়ায় তোক পুরুস্কার দিবে।

৭ “আর তোমরা প্রার্থনা করির সমায় অবিশ্বাসীলার নাকান ফাউকসালি কতা বার বার মুখত আনেন না। অবিশ্বাসীলা মনে করে বেশী বেশী কতা কইলে ভগবান উমারলার প্রার্থনা শোনে।

৮ এই বাদে তোমরা উমারলার মতন হন না। ক্যেনেনা তোমারলার যা যা দরকার, সেইলা চাওয়ার আগত তোমারলার স্বর্গের বাপ জানে।

৯ এই বাদে তোমরা এই নাকান করি প্রার্থনা কর: হে হামারলার স্বর্গের বাপ, তোর নাম পবিত্র বুলিয়া মানা হোক।

১০ তোর শাসন ব্যবস্থা আসুক, তোর ইচ্ছা যেই নাকান স্বর্গত ঐ নাকান দুনিয়াত হোক।

১১ হামারলার দরকার মতন খোরাক হামারলাক আজি দে।

১২ যায় যায় হামারলার উপরত অন্যায় করে, হামরা যেই নাকান উমারলার অন্যায় ক্ষমা করচি, তুইও হামারলার সউগ অন্যায় ক্ষমা করেক।

১৩ তুই হামারলাক কোন লোভত পরির না দিস, কিন্তু শয়তানের হাত থাকি রক্ষা করেক।

১৪ “তোমরা যদি অইন্য জনের দোষ ক্ষমা করেন, তাইলে তোমার স্বর্গের বাপ তোমারলার দোষ ক্ষমা করিবে।

১৫ কিন্তু তোমরা যদি অইন্য জনের দোষ ক্ষমা না করেন, তাইলে তোমার স্বর্গের বাপ তোমারলার দোষ ক্ষমা করিবে না।”

১৬ “আর তোমরা যেলা উপাসে থাকিবেন, স্যেলা ভন্ডলার নাকান মুখ কালা করিয়া রন না। উমরা তো মানষিক দেখেবার বাদে মুখ কালা করে। মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, উমার পুরুস্কার উমরা পাইচে।

১৭ কিন্তু তোমরা যেলা উপাসে থাকিবেন, স্যেলা মুখ ধুইয়া মাথাত তেল দিয়া উপাস রন।

১৮ তোমরা উপাস করির ধরচেন, এইটা যেন অইন্য মানষি জানির না পায়। ইয়াতে তোমার স্বর্গের বাপ যাক দেখা যায় না,

উয়ায় তো গোপনে দেখিবে। আর তোমার স্বর্গের বাপ যায় গোপনে সউগ দেখে, উয়ায় তোমাক পুরুস্কার দিবে।”

১৯ “তোমরালা নিজের বাদে এই দুনিয়াত ধন-দৌলত জমা করেন না। ঐলাত পোকা ধরে আর জং ধরিয়া নষ্ট হয়, আর চোরেও সিধ খুড়িয়া ঐ ধন-দৌলত চুরি করে।

২০ কিন্তুক তোমরা স্বর্গত ধন-দৌলত জমা করো। ওটে পোকাও খাবে না, জংও ধরিবে না, চোরও চুরি করিবে না।

২১ ক্যেনেনা তোমারলার ধন যেটে থাকিবে, মনও ওটে থাকিবে।

২২ “চোখু হইলেক দেহার বাতি, চোখু যদি ভাল হয় তাইলে তোমার গোটায় দেহা আলোত পরিপূর্ণ হইবে।

২৩ কিন্তু তোমার চোখু যদি বেয়া হয় তাইলে তোমার গোটায় দেহা আন্ধারে পরিপূর্ণ হইবে। এই বাদে, তোমার মইদ্ধোত যেইটা আলো আছে, সেইটা যদি ঘুট ঘুটা আন্ধার হয় তাইলে সেই আন্ধার কি মারাত্মক!

২৪ “কাঙোয় দুই জন মালিকের সেবা করির পায় না। ক্যেনেনা এক জনক ঘিন খাবে অইন্য জনক পিরিত করিবে। উয়ায় এক জনার প্রতি ধ্যান দিবে, অইন্য জনাক তুচ্ছ মনে করিবে। তোমরা ভগবান আর ধন-দৌলতের সেবা এক সাথে করির পারেন না।

২৫ “এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, বত্তি রবার বাদে কি খাবেন, আর কি পিন্দিবেন, এই নিয়া চিন্তা না করেন। ক্যেনেনা

খাবার জিনিসের চায়া পরানটা দামী, কাপড় চোপড়ের চায়া দেহাটার দাম বেশী কি না?

২৬ তোমরালা পখিলার ভিতি দেখ, উমরা বিচন ফ্যেলায় না, ফসলো কাটে না। আর গোলা ঘরত জমাও করে না। তাঙো তোমারলার স্বর্গের বাপ উমাক খাবার দেয়। এই পখিলার চায়া তোমরা কি অনেক বেশী দামী না হন?

২৭ তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো চিন্তা-ভাবনা করিয়া নিজের আয়ু এক ঘণ্টা বাড়ের পায়?

২৮ "কাপড়-চোপড়ের বাদে ক্যেনে চিন্তা করেন? ভুইয়ের ফুললার কতা চিন্তা কর ক্যেংকরিয়া ফুটিয়া বড় হবার ধরচে। উমরা পরিশ্রম করে না, পোশাকও বানায় না।

২৯ কিন্তু মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, রাজা শলোমন খুব জাকজমকে থাকিয়াও, ঐ ফুললার নাকান করি নিজক সাজের পায় নাই।

৩০ ভুইয়োত যেইলা ঘাস আজি আছে, কালি ঐলাক অগুনের ভিড়াত ছোবা দেওয়া হবে। ভগবান ঐলাক সুন্দর করি সাজায়, তাইলে হে অল্প বিশ্বাসীর ঘর! তোমারলাক কি ভগবান আরো সুন্দর করি সাজাবে না?

৩১ এই বাদে 'কি খামু, কি পিন্দিমু' বুলিয়া চিন্তা না করেন।

৩২ অবিশ্বাসীলা এইলা চিন্তা-ভাবনা করির চেষ্টা করে। কিন্তু তোমার স্বর্গের বাপ তো সউগ জানে, তোমারলার কি কি দরকার

আছে।

৩৩ তোমরালা আগত ভগবানের শাসন ব্যবস্থা আর উয়ার ইচ্ছা পালন করিবার চেষ্টা করো। তাইলে তোমারলার যা দরকার, দেওয়া হবে।

৩৪ কালিকার চিন্তা না করেন, কালিকার চিন্তা কালি দেখা যাবে। দিনের কষ্ট দিনের বাদে যথেষ্ট।”

৭ “তোমরা অইন্যের দোষ খোজেন না, তাইলে তোমারও দোষ খোজা হবে না।

২ ক্যেনেনা যেই নাকান করি তোমরা অইন্যের দোষ খোজেন ঐ নাকান করি তোমারলারও দোষ খোজা হবে। আর যে নাকান করি তোমরা মাপি দেন ঐ নাকান করি তোমারলাকও মাপি দেওয়া হবে।

৩ “তোর ভাইয়ের চোখুত খোচা আছে, এইটায় দেখিবার ধরচিস। কিন্তু তোর নিজের চোখুত তো একটা গছের ডুম আছে, আর ঐটা দেখির পাইস না ক্যেনে?

৪ যেহেতু তোর নিজের চোখুত একটা গছের ডুম আছে, তাইলে ক্যেমন করি তোর ভাইয়ক কবার ধরচিস, ‘ভাই আইসেক, তোর চোখু থাকি খোচা খান নিকিলিয়া দেং।’

৫ ভন্ড কোটেকার! পইলা তোর নিজের চোখু থাকি গছের ডুমটা নিকলাও! পাছত ভাল করি দেখিয়া ভাইয়ের চোখু থাকি

খোচাখান নিকিলির পাবু।

৬ "কোনো পবিত্র জিনিস কুকুরক না দেন। আর শুয়োরের আগত মুক্তা ছিটান না, ছিটাইলে ঠ্যেং দিয়া খচিয়া নষ্ট করিবে। আরো তোমার পাকে দৌড়ি আসিয়া কামড়েয়া ছিড়ি ফ্যেলাবে।"

৭ "তোমরালা চাও, দেওয়া হবে। চান্দান, পাবেন। দুয়ার খট-খটান, দুয়ার খোলে দেওয়া হবে।

৮ ক্যেনেনা যায় চায় উয়ায় পায়। যায় চান্দায় উয়ায় পায়, আর যায় দুয়ার খট খটায় উয়ার বাদে দুয়ার খোলে দেওয়া হবে।

৯ তোমারলার মইদ্ধোত এমন কাঙো আছে যে উয়ার বেটাক রুটি চাইলে শিল দিবে?

১০ যদি ছাওয়াটা মাছ চায় তাইলে কি উয়ার হাতত একটা সাপ তুলি দিবে? না কোন দিনও না হয়।

১১ তোমরা বেয়া হয়াও তোমারলার ছাওয়ালাক যেইলা ভাল, সেইলা দিবার জানেন। একে নাকান তোমার স্বর্গের বাপেরটে চাইলে যেইলা ভাল, সেইলা নিশ্চয় দিবে।

১২ এই বাদে তোমরা অইন্য মানষিরটে যেই নাকান ভাল ব্যবহার আশা করেন, তোমরাও উমার নগত ঐ নাকান ব্যবহার করেন। এইটায় হইলেক মোশির বিধান আর ভাববাদীলার শিক্ষার মূল কতা।"

১৩ "সরু দুয়োর দিয়া সোন্দান ক্যেনেনা যেই ঘাটা ধ্বংসের পাকে নিয়া যায়, উয়ার দুয়োর বড় আর ঘাটাটা ওসার। আর

ম্যেলা মানষি ঐ দুয়ার দিয়া সোন্দায়।

[১৪] কিন্তু যেই ঘাটা অমৃত জীবনের পাকে নিয়া যায় ঐ দুয়োর ছোট, ঘাটাও সরু। আর কম মানষি ঐটা খুজিয়া পায়।”

[১৫] “ভন্ড ভাববাদীলা হাতে সাবধান হন। উমরা তোমারটে অবলা নিরীহ জীব ভেড়ার রূপ নিয়া আইসে, কিন্তু ভিতরত হিংস্র নেকড়ে বাঘের নাকান।

[১৬] উমারলার জীবনের ফল দেখিয়া তোমরা চিনির পাবেন। কাটাঝোপত কি আংগুরের ফল আর খুড়িয়া কাটাত কি ডুমুরের ফল ধরির পারে?

[১৭] একে নাকান ভাল গছত ভাল ফল ধরে, আর বেয়া গছত বেয়া ফল ধরে।

[১৮] ভাল গছত বেয়া ফল আর বেয়া গছত ভাল ফল ধরির পারে না।

[১৯] যেইলা গছত ভাল ফল না ধরে, সেইলা কাটিয়া অগুনত ফ্যেলে দেওয়া হয়।

[২০] এই বাদে মুই তোমাক কবার ধরচুং, ভন্ড ভাববাদীলার জীবনের ফল দেখিয়া তোমরা উমাক চিনির পাবেন।

[২১] “যায় যায় মোক ‘হে দয়াল গুরু, হে দয়াল গুরু’ কয়, উমরা যে সগায় স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দাবে এমন না হয়। কিন্তু যায় মোর স্বর্গের বাপের ইচ্ছা পালন করিবে, উয়ায় সোন্দের পাবে।

[২২] সেই দিন ম্যেলা মানষি কবে, ‘হে দয়াল গুরু! হে দয়াল প্রভু! তোমার নামে হামরা কি ভাববাণী কই নাই? তোমার নামে হামরা কি ভূতলাক খ্যেদাই নাই? তোমার নামে কি অচানক কাম করি নাই?’

[২৩] স্যেলা মুই উমারলাক খোলাখুলি কইম, ‘মুই তোমাক চেনং না। বদমাইসের দল! মোর এটে হাতে দূর হন।’”

[২৪] “যদি কাঙোয় মোর শিক্ষা শুনিয়া পালন করে, উয়ায় এই নাকান এক জন বুদ্ধিমান ঘর বানা মিস্ত্রি, যায় একটা ঘর বানের বাদে মাটির নিচাত খাল খুড়িয়া শক্ত করি ভিটি বানাইলেক।

[২৫] স্যেলা ঝরি পড়িয়া বাতাস বয়া নদীর বানা আসিয়া ঘরত ধাক্কা মারিলেও ঘরটাক ভাঙির পাইলেক না। ক্যেনেনা ঘরটা ভাল করি গড়া হইচে।

[২৬] কিন্তু যায় মোর কতা শুনিয়া পালন না করে, উয়ায় এই ধরনের বুদ্ধিহীন ঘর বানা মিস্ত্রির নাকান, যায় বালার উপরত ভিটি ছাড়া ঘর বানাইলেক।

[২৭] স্যেলা ঝরি পড়িয়া, বাতাস বয়া, নদীর বানা আসিয়া ঐ ঘরটাক স্যেলায় স্যেলায় ভাঙিয়া সর্বনাশ করিলেক।”

[২৮] য্যেলা যীশুর শিক্ষা দেওয়া শ্যেষ হইলেক, স্যেলা উয়ার শিক্ষাত মানষিলা অচানক হইলেক।

[২৯] ক্যেনেনা যীশু যিহূদী আইন কানুনের পন্ডিত মানষিলার নাকান শিক্ষা দেয় নাই। উয়ায় শিক্ষা দিছিলেক এক জন অধিকার

পাওয়া মানষির নাকান।

৮ যীশু যে্যলা পাহাড় থাকি নামি আসিলেক সে্যলা মে্যলা মানষি উয়ার পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

২ সেই সমায় এক জন কুষ্ঠ রুগী যীশুর বগলত আসিয়া হাংকুড়া পাড়ি ভক্তি দিয়া কইলেক, "গুরু, তোমার যদি ইচ্ছা হয়, মোক ভাল করি দিবার পান।"

৩ সে্যলা যীশু কুষ্ঠ রুগীটাক হাত বাড়েয়া নারিয়া কইলেক, "হ্যে, মুই এই নাকানে চাং, তুই শুদ্ধি হয়া ভাল হয়া যা।" আর সে্যলায় সে্যলায় উয়ার কুষ্ঠ রোগ ভাল হয়া গেইলেক।

৪ যীশু উয়াক কইলেক, "এই ঘটনাটা কাঙোকে কবু না। তুই খালি বামনোক যায়া দেহাখান দেখাও, যে তোর রোগ ভাল হয়া গেইচে। আর মহাপুরুষ মোশির বিধান মতে কুষ্ঠ রোগ ভাল হইলে যেইলা পূজা করার দরকার, সেইলা করেক। ইয়াতে সমাজের মানষি জানির পাইবে তুই শুদ্ধি হয়া গেইচিস।"

৫ ইয়ার পাছত যীশু কফরনাহূম গঞ্জত সোন্দাইলেক। সে্যলা এক জন রোমের সেনাপতি উয়াক কাউলা কাউলি করি কইলেক,

৬ "গুরু, মোর চাকরটা অবশ রোগে কাহিল হয়া বিছনাত পরি আছে। উয়ায় খুব কষ্ট পাবার ধরচে।"

৭ যীশু উয়াক কইলেক, "মুই যায়া উয়াক ভাল করিম।"

৮ সেনাপতিটা কইলেক, “গুরু মুই অধম! তোমরা মোর বাড়িত সোন্দান এমন যোগ্যতা মোর নাই। তোমরা খালি মুখ দিয়া কন তাতে মোর চাকর ভাল হয়া যাবে।

৯ ক্যেনেনা মুইও তো কাঙোরো অধীনে কাম করং, আর সেনালাও মোর অধীনে কাম করে। আর মুই কাঙোকো যদি কং, ‘তুই যা’, স্যেলায় উয়ায় যায়। যদি কং ‘তুই আয়’, স্যেলায় উয়ায় আইসে। আর মোর চাকরক যদি মুই কং, ‘তুই এই কামটা করেক’, স্যেলায় উয়ায় কামটা করে।”

১০ যীশু এই কতা শুনিয়া অচানক হইলেক, আর যেইলা ভিড়ের মানষি উয়ার পাছে পাছে আসিবার ধরচে, উমারলার ভিতি ঘুরিয়া যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, ইস্রায়েলী মানষিলার মইদ্ধোত কাঙোরো এত বড় বিশ্বাস মুই কোন দিনও দেখির পাং নাই।

১১ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, পূব-পশ্চিম পাক থাকি ম্যেলা মানষি আসিবে, আর স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত ঐ মানষিলা অব্রাহাম, ইসহাক, আর যাকবের সোদে এক সাথে খাবার বসিবে।

১২ কিন্তু যে মানষিলা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত থাকির কতা, উমারলাক বাইরা আন্ধারত ফ্যেলে দেওয়া হবে। ওটেকোনা মানষিলা কান্দিবে আর যন্তনাত দাঁতে দাঁত কিড়মিড়াবে।”

১৩ পাছত যীশু ওই সেনাপতিটাক কইলেক, “তুই যা। যেই নাকান বিশ্বাস করিচিস ঐ নাকানে হবে।” আর স্যেলায় স্যেলায়

উয়ার চাকরটা ভাল হয়া গেইলেক।

১৪ ইয়ার পাছত যীশু পিতরের বাড়ি যায়া দেখিলেক, পিতরের শশুড়ি জ্বরতে বিছনাত শুতিয়া আছে।

১৫ স্যেলা যীশু উয়ার হাত নাড়িলেক আর ইয়াতে উয়ার জ্বর ছাড়িয়া গেইলেক। স্যেলা উয়ায় বিছনা থাকি উঠিয়া যীশুর বাদে খাবার জোগার করির নাগিলেক।

১৬ আর সইন্ধা বেলা মানষিলা ম্যেলা অপদেবতা আত্মা ধরা মানষিক যীশুর বগলত আনিলেক। আর উয়ায় মুখের কতা দিয়ায় ওই অপদেবতা আত্মালাক খ্যেদাইলেক। যায় যায় অসুকিয়া আছিলেক উমারলাকও ভাল করিলেক।

১৭ এইলা ঘটনা ঘটিলেক আর ইয়াতে ভাববাদী যিশাইয়র কতালা পূরণ হইলেক, উয়ায় হামারলার সউগ দুর্বল অবস্থা তুলি নিলেক, আর হামারলার অসুখ ভাল করিলেক।

১৮ যীশুর চাইরো পাকে ম্যেলা মানষির ভিড় দেখিয়া শিষ্যলাক সাগরের অইন্য পারত যাবার আদেশ দিলেক।

১৯ সেই সমায় এক জন পন্ডিত মানষি আসিয়া কইলেক, “গুরু, তোমরা যেটেকোনা যাবেন, ওটেকোনা মুইও তোমার নগত যাইম।”

২০ যীশু মানষিটাক কইলেক, “শিয়ালের খাল আছে, পখিরও ভাসা আছে, কিন্তু বাছাই করা মানষিটার মাথা থুবার জাগা নাই।”

[২১] শিষ্যলার মইদ্ধো থাকি আর এক জন আসিয়া কইলেক, “গুরু, আগত মোর বাপক সমাধিত থুইয়া আসির দেও।”

[২২] যীশু স্যেলা কইলেক, “যায় অমৃত জীবন পায় নাই, উমরায় মরা মানষিলাক সমাধিত থুক। কিন্তু তুই মোর সাথত আইসেক।”

[২৩] ইয়ার পাছত যীশু একখান নাওয়োত উঠিলেক, আর উয়ার সোদে শিষ্যলাও গেইলেক।

[২৪] অচমকায় সাগরত দারুন হুড়কা উঠিলেক, আর নাও জলের ঢেউওত ডোবং ডোবং হইলেক। স্যেলা কিন্তু যীশু নিন গেইচে।

[২৫] স্যেলা শিষ্যলা যীশুক জাগনা করি কইলেক, “হে গুরু! হামরা যে মরি যাবার নাগচি, হামাক রক্ষা করেক!”

[২৬] যীশু শিষ্যলাক কইলেক, “অল্প বিশ্বাসীর ঘর, ক্যেনে তোমরা ভয় খাবার ধরচেন?” ইয়ার পাছত উয়ায় উঠিয়া বাতাস আর সাগরক ধমক দিলেক। আর সউগ ঝিত হইলেক।

[২৭] ইয়াতে শিষ্যলা অচানক হয়া কইলেক, “ইয়ায় কায়! যে বাতাস আর সাগরও ইয়ার কতা শুনে।”

[২৮] ইয়ার পাছত যীশু সাগরের অইন্য পারত গেরাসেনী এলাকাত গেইলেক। স্যেলা অপদেবতা ধরা দুই জন মানষি সমাধি বাড়ি থাকি বাইর হয়া যীশুর বগলত আসিলেক। উমরা এত ভয়ংকর আছিলেক যে, ঐ ঘাটা দিয়া কাঙোয় যাবার পায় না।

২৯ উমরা চিকিরিয়া কইলেক, "হ্যে বাহে, মহান ভগবানের বেটা যীশু, হামাক নিয়া কি করির চাইস? তুই কি ঠিক করা সমায়ের আগত হামাক যন্তনা দিবার আসচিস?"

৩০ ওটে থাকি অল্প খানিক দূরত একপাল শুয়োর চরে ব্যেড়ের ধরছিলেক।

৩১ স্যেলা অপদেবতালা যীশুক কাউলা কাউলি করি কইলেক, "তোমরা যদি হামাক খ্যেদেয়া দিবার চান, তাইলে ঐ শুয়োরের পালত হামারলাক সোন্দের অনুমতি দেও।"

৩২ যীশু কইলেক, "ঐ নাকানে কর।" অপদেবতালা মানষিটার ভিতিরা হাতে বিরি যায়া শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দাইলেক। এই বাদে শুয়োরের পাল পাহাড়ের বগল থাকি জোরে দৌড়ি যায়া সাগরের জলত পড়িয়া ডুবি মরিলেক।

৩৩ এই ঘটনা দেখিয়া যায় যায় শুয়োর চরের ধরচে, উমরা ভয়ে দৌড়ি পালেয়া বগলা বগলি গঞ্জের মানষিলাক অপদেবতা ধরা মানষিলার বিষয় কইলেক।

৩৪ স্যেলা গঞ্জের সউগ মানষিলা যীশুক দেখির বাদে আসিলেক। উমরা উয়ার দেখা পায়া কাউলা-কাটি করি কবার নাগিলেক, যাতে যীশু উমার এলাকা ছাড়ি চলি যায়।

৯ ইয়ার পাছত যীশু নাওয়োত চড়িয়া সাগর পার হয়া নিজের গঞ্জত ফিরি আসিলেক।

২ আর কয়েক জন মানষি দাগিলা কেতাত করিয়া একটা নুলা রুগী যীশুর ওটে ধরি আসিলেক। উমারলার এই নাকান বিশ্বাস দেখিয়া যীশু নুলা রুগীটাক কইলেক, “বাউ, সাহস করেক, তোর সউগ পাপ ক্ষমা করা হইলেক।”

৩ এই কতা শুনিয়া কয়েক জন পন্ডিত মনে মনে কবার নাগিলেক, “আরে! মানষিটা ক্যেনে এই নাকান কতা কবার ধরচে? উয়ায় তো ভগবানের নিন্দা করির ধরচে। ভগবান ছাড়া কায় পাপ ক্ষমা করিবার পায়?”

৪ যীশু উমারলার মনের কতা বুঝির পায়া কইলেক, “ক্যেনে তোমরা মনে মনে বেয়া চিন্তা-ভাবনা করির ধরচেন?

৫-৬ মুই যদি কং ‘তোর পাপ ক্ষমা করা হইলেক’, এই কামটা হয় কি না হয়, দেখির পাবেন না। কিন্তুক নুলা রুগীটা হাটিবার পায় না। মুই যদি উয়াক হাটিবার কং, আর উয়ায় স্যেলায় স্যেলায় হাটে, তাইলে ইয়াতে বুঝির পাইবেন মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা আর মোর দুনিয়াত পাপ ক্ষমা করিবার অধিকার আছে।” এই কতা কয়া নুলা রুগীটার পাকে ফিরিয়া কইলেক, “ওঠেক, তোর দাগিলা কেতা নিয়া বাড়ি চলি যা।”

৭ স্যেলা রুগীটা উঠিয়া বাড়ি চলি গেইলেক।

৮ মানষিলা এই ঘটনা দেখিয়া ভয় খাইলেক। আর ভগবান মানষিক এমন ক্ষমতা দিচে দেখিয়া ভগবানের গুণগান করিবার নাগিলেক।

৯ যীশু ওটে থাকি চলি যাবার সমায় এক জন মানষিক দেখিলেক, মাসুল আদায় করার ঘরত বসিয়া আছে। উয়ার নাম মথি, যীশু উয়াক কইলেক, “মোর সোদে আইসেক, মোর শিষ্য হঃ।” আর স্যেলায় স্যেলায় উঠিয়া উয়ার সাথত গেইলেক।

১০ তার পাছত যীশু মথির বাড়িত খাবার বসিলেক, ওটেকোনা ম্যেলা মাসুল আদায়কারী আর পাপী মানষিলার নগত যীশু শিষ্যলার সাথত একটে খাবার বসিলেক।

১১ এই দেখিয়া ফরীশী দলের মানষিলা যীশুর শিষ্যলাক কইলেক, “তোমারলার গুরু মাসুল আদায়কারী আর পাপী মানষিলার নগত ক্যেনে খাওয়া-দাওয়া করে?”

১২ এই কতা শুনিয়া যীশু কইলেক, “যার অসুখ নাই, উমার ডাক্তারের দরকার নাই, কিন্তুক যার অসুখ আছে, উমারে ডাক্তারের দরকার আছে।

১৩ ‘মুই তোমারলার দয়া দেখির চাং, পশু সঁপে না হয়।’ এইলা খুজিয়া বাইর কর। ক্যেনেনা মুই ধার্মিক মানষিক ড্যেকের আইসং নাই, মুই পাপী মানষিক ড্যেকের আসচুং।”

১৪ ইয়ার পাছত দীক্ষাদাতা যোহনের শিষ্যলা যীশুরটে আসিয়া পুছিলেক, “হামরা আর ফরীশীলা উপাস করি, কিন্তুক ক্যেনে তোমার শিষ্যলা উপাস করে না?”

১৫ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “বর নগত থাকিতে, বরযাত্রী উপাস করির পায় কি? বর নগত থাকিতে উমরা উপাস

করির পায় না। উমরা আনন্দ করিবে। কিন্তুক এমন এক দিন আসিবে, যেয়েলা বরক নিয়া যাওয়া হইবে, স্যেলা বরযাত্রীলা উপাস করিবে।

১৬ "কাঙোয় বুড়া জামাত নয়া কাপড়ের তালি দেয় না, যদি দেয় ধুবার সমায় নয়া তালিটা টান ধরিয়া ছিড়িয়া যাবে। আর ইয়াতে ছেড়া জাগাখান আরো ওসার হইবে।

১৭ সেই নাকান, বুড়া চামড়ার ঝোলাত কাঙোয় টাটকা আংগুরের রস থোয় না। থুইলে টাটকা রস পচিয়া রস বাড়ি যায়া ঝোলা ছিড়ি যায়। ইয়াতে ঝোলা আর রস দুইটায় নষ্ট হয়। সেই বাদে টাটকা রস নয়া ঝোলাত থোয়া খায়, তাতে দুইটায় রক্ষা হয়।"

১৮ যেয়েলা যীশু মানষিলাক এইলা কতা কবার ধরচে, স্যেলা এক জন যিহূদী দলের সমাজপতি যীশুরটে আসিয়া হাংকুড়া পাড়ি ভক্তি দিয়া কইলেক, "মোর বেটিটা এলায় মরি গেইলেক, তোমরা আসিয়া, উয়ার দেহাত হাত দিয়া নাড়িয়া যাও, ইয়াতে উয়ায় বত্তি উঠবে।"

১৯ স্যেলা যীশু উঠিয়া শিষ্যলার নগত সমাজপতির বাড়ি গেইলেক।

২০ ঘাটা দিয়া যাবার সমায় এক জন বেটিছাওয়া পাছ পাক থাকি যীশুর গিলাপের কিনারটা নাড়িলেক। ক্যেনেনা উয়ায় বারো বছর হাতে অক্তস্রাবের অসুখে ভুগিবার ধরছিলেক।

২১ বেটিছাওয়াটা মনে মনে ভাবির ধরছিলেক, “যদি মুই যীশুর গিলাপের কিনার নাড়ির পাং, তাইলে মুই ভাল হয়া যাইম।”

২২ যীশু ঘুরিয়া উয়াক দেখির পায়া কইলেক, “মাই তুই সাহস করেক, তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া ভাল হয়া গেচিস।” স্যেলা বেটিছাওয়াটা একেবারে ভাল হয়া গেইলেক।

২৩ যীশু সমাজপতির বাড়ি যায়া দেখিলেক, যেই মানষিলা বাঁশী বাজায় উমরা ঐটে আছে, আর অইন্য মানষিলা হৈচৈ করির ধরচে।

২৪ এই বাদে যীশু কইলেক, “তোমরা বায়রাত যাও। চ্যেংড়িটা মরে নাই, উয়ায় নিন পাড়ির ধরচে।” এই কতা শুনিয়া মানষিলা হাসা-হাসি করির নাগিলেক।

২৫ মানষিলাক ঘর থাকি বাইর করি দিয়া যীশু চ্যেংড়িটার হাত ধরিলেক। ইয়াতে চ্যেংড়িটা উঠিয়া বসিলেক।

২৬ এই ঘটনার কতা ঐ অঞ্চলের সউগ জাগাত রটিয়া গেইলেক।

২৭ আর যেলা যীশু ঐ জাগা ছাড়িয়া চলি যাবার ধরচে, স্যেলা দুই জন কানা মানষি যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক। উমরা চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “হ্যে বাহে দায়ূদের বেটা, হামাক দয়া করেক।”

২৮ যীশু একটা বাড়িত সোন্দাইলেক আর ঐ কানা মানষি দুই জন যীশুর বগলত আসিলেক। স্যেলা যীশু উমাক কইলেক,

“তোমরা কি বিশ্বাস করেন যে মুই তোমারলার দৃষ্টিশক্তি ফিরি দিবার পাইম?” কানা মানষি দুইটা কইলেক, “হ্যে গুরু, হামরা বিশ্বাস করি।”

২৯ স্যেলা উয়ায় উমারলার চোখু নাড়িয়া কইলেক, “তোমরালা যে নাকান বিশ্বাস করিচেন, তোমারলার ঐ নাকানে হউক।”

৩০ আর স্যেলায় স্যেলায় উমরা দেখির পাইলেক। যীশু উমাক সাবধান করি কইলেক, “দেখেন, এই কতা যাতে কাঙোয় জানির না পায়।”

৩১ কিন্তু উমরা ওটে চলি যায়া সউগ জাগার মানষিলাক যীশুর সমন্ধে কবার নাগিলেক।

৩২ স্যেলা ঐ কানা মানষি দুই জন চলি যাবার পাছত এক জন অপদেবতা ধরা মানষিক যীশুরটে আনিলেক। উয়ায় কতা কবার পায় নাই।

৩৩ যীশু বোবা মানষিটার ভিতিরা থাকি অপদেবতাটাক খ্যেদেবার পাছত মানষিটা কতা কবার নাগিলেক। এই দেখিয়া সউগ মানষিলা অচানক হইলেক, “ইস্ত্রায়েল দেশত কোন দিন এই নাকান দেখা যায় নাই।”

৩৪ কিন্তুক ফরীশীলা কবার নাগিলেক, “উয়ায় অপদেবতালার রাজার শক্তি দিয়া অপদেবতাক খ্যেদায়।”

৩৫ যীশু ঐ অঞ্চলের সউগ গেরাম-গঞ্জ ঘুরিয়া যিহূদীলার উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিবার আর স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার ভাল খবর

প্রচার করির নাগিলেক। আর উয়ায় সউগ নাকানের অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করির নাগিলেক।

৩৬ মানষিলার ভিড় দেখিয়া যীশুর খুব মায়া হইলেক, ক্যেনেনা উমরা রাখোয়াল ছাড়া ভেড়ার নাকান হাপসিয়া আরো অসহায় হয়া আছিলেক।

৩৭ স্যেলা যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "ফসল ম্যেলা কিন্তু কাম করির মানষি কম।

৩৮ এই বাদে তোমরা ফসলের মালিকেরটে প্রার্থনা কর যাতে ফসল কাটির কামলা প্যেঠেয়া দেয়।"

১০ যীশু উয়ার বারো জন শিষ্যক বগলত ড্যেকেয়া উমারলাক অপদেবতা খ্যেদেবার আরো সউগ নাকানের অসুখ ভাল করির ক্ষমতা দিলেক।

২ এই বারো জন খবরিয়া হইলেক, পইলা হইলেক শিমোন যাক পিতর কওয়া হয়। তার পাছত উয়ার ভাই আন্দ্রিয়, সিবদিয়ের বেটা যাকব, উয়ার ভাই যোহন,

৩ ফিলিপ আর বর্থলময়, থোমাস, মাসুল আদায়কারী মথি, আলফেয়ের বেটা যাকব, আর থদ্দেয়,

৪ মৌলবাদী শিমোন, আর যীশুক যায় শত্রুলার হাতত ধরে দিছিলেক, উয়ায় হইলেক ইস্কোরিয়োতের যুদাস।

[৫] যীশু এই বারো জন খবরিয়াক এই আদেশ দিয়া প্যেঠাইলেক, “তোমরালা অযিহূদীলার অঞ্চলত আর শমরীয়লার কোন গঞ্জত যান না,

[৬] বরং তোমরালা ইস্রায়েল জাতির হারে যাওয়া ভেড়ালার ঐটে যান।

[৭] উমারটে যায়া প্রচার করেন যে, স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা বগলত আসিচে।

[৮] অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করো, মরা মানষিক বত্তে তোল, কুষ্ঠ রুগীলাক ভাল করো, মানষিলার ভিতিরা থাকি অপদেবতালাক খ্যেদাও। তোমরা এইলা কাম বিনা পাইসায় করেন। ক্যেনেনা এই ক্ষমতা তোমরা বিনা পাইসায় পাইচেন।

[৯] যাবার সমায় তোমরালা টাকা-পাইসা, সোনা-রূপা কমড়ত বান্দিয়া নিয়া যান না।

[১০] ঘাটা দিয়া যাত্রার সমায় তোমরা বাড়তি জামা কাপড় ঝোলা এমন কি জুতা, নাটি নেন না। ক্যেনেনা যায় কাম করে উয়ায় মজুরি পাবার যোগ্য।

[১১] “যে্যলা তোমরা কোন গেরাম-গঞ্জে যাবেন, ওটেকোনা এমন এক জন উপযুক্ত মানষি খুজি বাইর করো যাক বিশ্বাস করির পান। অইন্য কোনটে না যাওয়া পর্যন্ত উয়ারে বাড়িত থাকেন।

[১২] তোমরা যে্যলায় কোন বাড়িত সোন্দাবেন উমার মঙ্গল কামনা করি কন, তোমার শান্তি হউক।

[১৩] সেই বাড়ির মানষিলা যদি উপযুক্ত হয় তাইলে তোমারলার শান্তি ঐ মানষিলার উপরত নামি আসুক। কিন্তুক ঐ বাড়ি যদি উপযুক্ত নোয়ায়, তাইলে তোমারলার শান্তি তোমারটে ফিরি আসুক।

[১৪] কোনো জাগার মানষি যদি তোমারলাক গ্রহন না করে, কিবা তোমারলার কতা না শুনে, তাইলে ঐ বাড়ি থাকি চলি আসির সমায় ঠেংএর ধূলা ঝাড়িয়া ফেলাইবেন ইয়াতে উমরা জানির পাবে ভগবানের গোসা উমার উপরাত আছে।

[১৫] মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, বিচারের দিনত ঐ গেরামের চায়া সদোম আর ঘমোরা গঞ্জের অবস্থা অনেকটা সহ্য করার নাকান হবে।”

[১৬] “শুন! মুই তোমারলাক নেকড়ে বাঘের মইদ্ধোত ভেড়ার নাকান করি প্যেঠেবার ধরচুং। এই বাদে তোমরা সাপের নাকান চালাক আর কইতরের নাকান সরল হও।

[১৭] কিন্তু তোমরা মানষিলা থাকি সাবধান থাকেন, ক্যেনেনা উমরা তোমাক ধরিয়া সভাত তুলিবে। আর উপাসনা ঘরত নিয়া যায়া চাবুক দিয়া ডাঙাইবে।

[১৮] ক্যেনেনা তোমরা মোর শিষ্য হবার বাদে রাজ্যপাল আর রাজার দরবারের আগত হাজির করা হবে। তোমরা এই নাকান করি উমারলারটে আর অইন্য জাতির মানষিলারটে মোর বিষয় কবার সুযোগ পাবেন।

[১৯] উমরা যে্যলা তোমারলাক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে, স্যেলা ক্যেমন করি কি কবার নাগিবে এই নিয়া কোনো চিন্তা করেন না। কি কবার নাগিবে তোমারলাক কয়া দেওয়া হবে।

[২০] তোমরা ফম থোন, তোমরা নিজেই কতা কবেন না। কিন্তুক ভগবানের আত্মা তোমারলার মইদ্ধো দিয়া কতা কবে।

[২১] "ভাই ভাইয়োক আর বাপ বেটাক মারি ফ্যেলের বাদে ধরে দিবে। বেটা-বেটিলা বাপ মাওয়ের বিরুদ্ধে খারা হয়া মারি ফ্যেলের চাবে।

[২২] মোর নামের বাদে সগায় তোমাক ঘিন খাবে, কিন্তু যায় শ্যেষ পর্যন্ত থির থাকিবে উয়ায়ে রক্ষা পাবে।

[২৩] কোন গেরামের মানষি যে্যলা তোমাক অইত্যাচার করিবে, স্যেলা অইন্য গেরামত পালেয়া যান। মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, বাছাই করা মানষিটা ফিরি না আইসা পর্যন্ত ইস্রায়েলের তামান গঞ্জত তোমার কাম শ্যেষ করির পাবেন না।

[২৪] "শিষ্য উয়ার গুরুর থাকি বড় না হয়, আর চাকর উয়ার মালিকের থাকি বড় না হয়।

[২৫] শিষ্য যদি গুরুর মত হবার পায় আর চাকর যদি মালিকের নাকান হয়া উঠির পায়, তাইলে যথেষ্ট। বাড়ির কর্তাক উমরা যদি 'অসুর বেলসবূল' কয়, তাইলে বাড়ির অইন্য মানষিলাক আরো কত কি কবে?"

২৬ “এই বাদে উমারলাক ভয় না খান, ক্যেনেনা নুকি থোয়া সউগ কিছু নিকলি আনা হবে, গোপনে থাকা সউগে জানে দেওয়া হবে।

২৭ মুই যেইলা আন্ধারত কবার ধরচুং, সেইলা তোমরা দিনের আলোত কন। তোমরা যেইলা কানে কানে শুনিচেন, সেইলা ছাদের উপর থাকি চিকরি কন।

২৮ যায় তোমারলার দেহাটাক মারি ফ্যেলের পায়, কিন্তু আত্মাটাক মারি ফ্যেলের পায় না, উমাক ভয় না খান। যায় দেহা আত্মা দুইটায় নরকত ধ্বংস করির পারে উয়াকে ভয় কর।

২৯ দুইটা চোচ পখি কি খুব কম দামে বেচা হয় না? তাঙো তোমারলার স্বর্গের বাপের অনুমতি ছাড়া একটাও মাটিত পড়ে না।

৩০ এমন কি তোমারলার মাথার চুলিলাও গনা আছে।

৩১ এই বাদে তোমরা ভয় না খান। অনেকলা চোচ পখির তুলনায় তোমারলার দাম ম্যেলা।

৩২ “যে কাঙো মানষির আগত মোক স্বীকার করে, মুইও মোর স্বর্গের বাপেরটে উয়াক স্বীকার করিম।

৩৩ যে কাঙো মোক মানষির আগত মানি না নেয়, মুইও মোর স্বর্গের বাপের আগত মানি নিম না।”

৩৪ “তোমরা কি ভাবিবার নাগচেন, এই দুনিয়াত মুই শান্তি দিবার আসচুং? এইটা মনে করেন না। মুই শান্তি দিবার আইসং নাই ক্যেনেনা মুই তোমারলাক এক জন আরের জনার বিরুদ্ধে খাড়া করির আসচুং।

৩৫ মুই এই ঘটনা ঘটেবার আসচুং: ‘বাপ বেটার বিরুদ্ধে, বেটা বাপের বিরুদ্ধে, বেটি মাওয়ের বিরুদ্ধে, মাও বেটির বিরুদ্ধে, বউ শাশুড়ির বিরুদ্ধে, শাশুড়ি বউ-এর বিরুদ্ধে খাড়া করির আসচুং।

৩৬ এক জন মানষির উয়ার নিজের পরিবারের মানষিলায় শত্রু হইবে।’

৩৭ “যদি কোন মানষি মোর পাছত আসির চায়, আর উয়ায় উয়ার মাও-বাপ, বেটা-বেটি, এমন কি উমার চায়া মোক বেশী পিরিত না করে, তাইলে উয়ায় মোর শিষ্য হবার যোগ্য না হয়।

৩৮ যায় নিজের ক্রুশের কষ্টের বোঝা ঘাড়ত নিয়া মোর পাছে পাছে না আইসে, উয়ায় মোর শিষ্য হবার যোগ্য না হয়।

৩৯ যে কাঙো নিজের জীবন লাভ করির চায়, উয়ায় জীবন হারাবে, কিন্তু যায় মোর বাদে জীবন সঁপে দেয় উয়ায় রক্ষা পাবে।”

৪০ “যে কাঙো তোমারলাক মানি নেয়, উয়ায় মোকে মানি নেয়, আর যায় যায় মোক মানি নেয়, উয়ায় যায় মোক প্যেঠাইচে সেই স্বর্গের বাপকও মানি নেয়।

৪১ কাঙো যদি কোন ভগবানের ভাববাদীক এক জন ভাববাদী হিসাবে মানি নেয়, তাইলে সেই ভাববাদী যে পুরুস্কার পাবে, উয়াও সেই পুরুস্কার পাবে। এক ভগবান ভক্ত মানষিক কাঙো যদি ভগবান ভক্ত মানষি কয়া মানি নেয়, তাইলে ভগবান ভক্ত মানষিটা যে পুরুস্কার পাবে, ঐ মানষিটাও একে পুরুস্কার পাবে।

৪২ যে কাঙো এই সাধারন মানষিলার মইদ্ধে কাঙোকো মোর শিষ্য মনে করি এক গিলাস ঠাণ্ডা জল দেয়, মুই সচাং করি কবার ধরচুং উয়াও পুরুস্কার পাবে।”

১১ যীশু উয়ার বারো জন শিষ্যক আদেশ দেওয়া শ্যেষ করিলেক। তার পাছত যীশু গেরামে গেরামে শিক্ষা আর প্রচার করির বাদে ওটে থাকি চলি গেইলেক।

২ দীক্ষাদাতা যোহন জেলখানার ভিতিরা থাকি ভগবানের বাছাই করা রাজাটার কামের কতা শুনির পাইলেক। স্যেলা উয়ার শিষ্যলাক যীশুরটে প্রশ্ন পুছিবার প্যেঠাইলেক।

৩ শিষ্যলা যীশুক পুছিলেক, “যায় আসির কতা, তোমরায় কি সেই মানষিটা, না হামরা অইন্য কাঙোরো বাদে বাচ্চে রমু?”

৪ যীশু কইলেক, “তোমরা যেইলা দেখিচেন আর শুনিচেন সেইলায় যোহনক যায়া কন।

৫ কানা মানষি দেখির পাবার নাগচে, খোড়া মানষি হাটির ধরচে, কুষ্ঠ রুগী শুদ্ধি হয়া ভাল হবার নাগচে, টসা শুনির ধরচে, মরা

মানষি বত্তি উঠির ধরচে, আর গরীব মানষিলারটে ভাল খবর প্রচার করা হবার ধরচে।

৬ মোক মানি নিবার বাদে যায় বাধা মনে না করে, ভগবান উয়াক আশুর্বাদ করিবে।”

৭ যোহনের শিষ্যলা চলি যাবার ধরচে, স্যেলা যীশু মানষিলারটে যোহনের বিষয় কওয়া শুরু করিলেক, “তোমরা নিধুয়া পাথারত কি দেখির গেইচেন? নেলফ্যেলা একটা বেত গছ হাওয়াতে ঢুলিবার ধরচে, এইটা কি?

৮ নাঃ! তা না হইলে কি দেখির গেইচেন? খুব ভাল দামী জামা-কাপড় পেন্দা একটা বেটাছাওয়াক? যায় যায় ভাল জামা-কাপড় পেন্দে, উমরা তো রাজবাড়িত থাকে।

৯ তা না হইলে কি দেখির গেইচেন? এক জন ভগবানের ভাববাদীক? হ্যে, তোমরা যাক দেখিচেন উয়ায় এক জন ভাববাদীর চায়াও মহান!

১০ যোহনে সেই মানষিটা যার সমন্ধে শাস্ত্রত নেখা আছে, দেখ, তোর আইসার আগত মোর খবরিয়াক প্যেঠাইচুং। উয়ায় তোর আগত যায়া তোর বাদে ঘাটা বানাবে।

১১ “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার নাগচুং, কোন বেটিছাওয়ার গর্ভত জন্ম নেওয়া, সউগ মানষির মইদ্ধে দীক্ষাদাতা যোহনের চায়া বড় আর কাঙো নাই। তাঙো কোন মানষি যদি

স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত সউগ চায়া ছোট, উয়ায় তো যোহনের চায়া মহান।

১২ দীক্ষাদাতা যোহনের সমায় থাকি আজি পর্যন্ত স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা দারুন বাধা পাবার ধরচে। যায় যায় শক্তিশালী উমরা জোর করি আকড়ে ধরির চেষ্টা করির ধরচে।

১৩ যোহন আইসার আগত পর্যন্ত সউগ ভাববাদী আর মহাপুরুষ মোশির বিধানও কইচে ভবিষ্যতে যেইলা ঘটিবে।

১৪ তোমরা যদি এই কতা বিশ্বাস করির রাজি আছেন তাইলে শুনেন। যায় আসির কতা আছিলেক, এই যোহনেই সেই ভাববাদী এলিয়।

১৫ যার শুনির কান আছে তায় শুনুক।

১৬ "মুই এই যুগের মানষিলাক কিসের সাথত তুলনা করিম? উমরা এমন চ্যেংড়া চ্যেংড়ির নাকান, যে খেলার সঙ্গী সাথীক ড্যেকেয়া কয়,

১৭ হামরা তোমার বাদে বাঁশী বাজাইলোং, তোমরা তো নাচিলেন না, শোকের গান গাইলোং, তোমরা তো কপাল চাপড়াইলেন না।

১৮ "যোহন অইন্য মানষির নাকান খাওয়া-দাওয়া করিলেক না, এই বাদে মানষিলা কইলেক, 'উয়াক অপদেবতা ধরচে।'

১৯ আর বাছাই করা মানষিটা আসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিলেক, এই বুলিয়া মানষিলা কবার ধরচে, 'ঐ দেখ, এক জন পেটুক আর মদখোর। মাসুল আদায়কারী আর পাপী মানষির সখা।' কিন্তু

কাঙো যে সচাং জ্ঞানী সেইটা উয়ার কামের মইদ্ধো দিয়া প্রমাণ করিবে।”

[20] যীশু যেইলা গেরাম-গঞ্জে বেশী করি অচানক কাম করিচিলেক, ওটেকার মানষিলা ভাল ঘাটাত মন ফিরায় নাই। এই বাদে ঐ জাগালাক যীশু ধিক্কার দিয়া কইলেক,

[21] “ধিক্কার কোরাসীন বাসী, ধিক্কার বৈৎসৈদা বাসী! তোমারলার ভয়ংকর দুর্দশা হবে! তোমারলার ওটে যে অচানক কাম মুই করিচুং, এইলা যদি সোর আর সীদোনত করা হইলেক হয়, তাইলে ওটেকার মানষিলা অনেক দিন আগতে পাপের বাদে পস্তেয়া চিন হিসাবে চটের কাপড় পিন্দিয়া কপালত ছাই মাখিয়া মন ফিরাইলেক হয়।

[22] মুই সচাং করি কবার ধরচুং! বিচারের দিনত সোর আর সীদোন গঞ্জের বিধর্মীয় মানষিলার চায়া তোমারলার বেশী সাজা হইবে!

[23] ও বাহে! কফরনাহূম বাসী, তোমারলাক কি কইম? তোমরা স্বর্গের মহান হবার চান, কোন দিনও হবার পাবেন না। তোমারলাক নরকত ফ্যেলে দেওয়া হইবে। যেইলা অচানক কাম তোমারলার মইদ্ধোত করা হইচে, সেইলা যদি সদোমত করা হইলেক হয়, তাইলে আজিও টিকি রইলেক হয়।

[24] মুই তোমাক কবার ধরচুং, বিচারের দিনত সদোমের অবস্থা তোমারলার চায়া ভাল হবে।”

২৫ ইয়ার পাছত যীশু কইলেক, “স্বর্গ আর দুনিয়ার পরম প্রভু মোর স্বর্গের বাপ, মুই তোর গুণকিত্তন করং, ক্যেনেনা জগতের জ্ঞানী আর পন্ডিতলারটে এইলা তত্ত্ব নুকি থুচিস, আর ছাওয়ার নাকান সাদা-সিদা মানষিলারটে তুই বাইর করিচিস।

২৬ হ্যে মোর স্বর্গের বাপ! তোর ইচ্ছা মতন এইটা হইচে।

২৭ “মোর বাপ সউগ কিছুই মোর হাতত সঁপে দিচে। বাপ ছাড়া কাঙোয় জানে না, বেটা কায়। আর বেটা ছাড়া কাঙো জানে না, বাপ কায়। খালি বেটাটার ইচ্ছাতে অইন্য কাঙোকে এইটা জানে দেওয়া যায়, বাপ কায়।

২৮ “তোমরা যায় যায় হাপসিয়া বোঝা উবিয়া বেড়েবার ধরচেন, তোমরা সগায় মোরটে আইসো মুই তোমাক জিরান দিম।

২৯-৩০ মোর জোঙাল তোমার ঘাড়ত তুলি নেও। মোরটে শেখো, ক্যেনেনা মোর স্বভাব শান্ত নম্র। ইয়াতে তোমারলার অন্তরত শান্তির জিরান পাবেন, ক্যেনেনা মোর জোঙাল উবি বেড়া সহজ আর বোঝা হালকা।”

১২ যীশু এক দিন যিহূদী নিয়মে জিরানের দিন, আবাদ বাড়ির আল্লি দিয়া হাটি যাবার ধরছিলেক। শিষ্যলাক ভোগ নাগিচে, এই বাদে ফসলের শিষ ছিড়িয়া খাবার নাগিলেক।

২ এই দেখিয়া ফরীশীলা যীশুক পুছিলেক, “দেখ! ধর্মের নিয়মে জিরানের দিন যা করা উচিত না হয়, তোমার শিষ্যলা সেইলায়

করির ধরচে।”

[৩-৪] যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক যে, “এইটা কি তোমরা শাস্ত্রত পড়েন নাই? মহারাজা দায়ূদ আর উয়ার সঙ্গী-সাথীলাক য্যেলা ভোগ নাগছিলেক, স্যেলা ভগবানের ঘরত যে পবিত্র রুটি আছিলেক, কিন্তু দায়ূদ ঐ রুটি নিয়া নিজে খাইলেক, উয়ার সঙ্গী-সাথীলাকও খাবার দিলেক। সেই রুটি বামন ছাড়া কারো খাবার নিয়ম আছিলেক না।

[৫] এইলা ছাড়া তোমরা কি মোশির বিধানত পড়েন নাই যে, মন্দিরের বামনলা জিরানের দিনের বিধান ভাঙিলে উমারলার কোন দোষ না হয়।

[৬] মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, যিহুদীলার দশংগতি মন্দিরের থাকিও মহান এক জন এটেকোনা আছে।

[৭] ‘মুই তোমারলার দয়া দেখির চাং, পশু বলি না হয়।’ এইলা খুজিয়া বাইর কর। সনাতন শাস্ত্রের মানে যদি তোমরা বুঝিলেন হয়, তাইলে নির্দোষীলাক দোষী করিলেন না হয়।

[৮] ফম থোন! বাছাই করা মানষিটায় জিরানের দিনের মালিক।”

[৯] ইয়ার পাছত যীশু ঐ জাগাখান ছাড়িয়া যিহুদীলার উপাসনা ঘর গেইলেক।

[১০] ওটে একটা মানষি আছিলেক, যার একটা হাত শুকি গেইছিলেক। ফরীশীলা যীশুক দোষ দিবার বাদে পুছিলেক,

“যিহূদী ধর্মের নিয়মে জিরানের দিনত কাঙোকে কি ভাল করা উচিত?”

[১১] যীশু উমারলাক কইলেক, “মনে কর, তোমারলার মইদ্ধে কারো একটা ভেড়া আছে, সেই ভেড়াটা যদি জিরানের দিনত খালত পড়ি যায়, তাইলে কি তোমরা খাল থাকি তুলিবেন না?

[১২] আর ভেড়ার চায়া মানষির দাম তো অনেক বেশী। তাইলে দেখা যায়, মোশির বিধান মতে জিরানের দিনে ভাল কাম করা কোন দোষ না হয়।”

[১৩] ইয়ার পাছত যীশু মানষিটাক কইলেক, “তোর হাত বাড়েয়া দে।” উয়ায় হাতটা বাড়ে দিলেক, আর সেই হাতটা ভাল হয়া অইন্য হাতের নাকান হইলেক।

[১৪] স্যেলা ফরীশীলা বায়রাত যায়া যীশুক মারি ফ্যেলের বাদে চক্রান্ত করির নাগিলেক।

[১৫] এই ঘটনার কতা জানির পায়া যীশু ওটে থাকি চলি গেইলেক। স্যেলা ম্যেলা মানষি ওটে থাকি যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক। আর উমার মইদ্ধে যার যার অসুখ আছিলেক, উমাক সগাকে ভাল করিলেক।

[১৬] আর উমারলাক সাবধান করি দিয়া কইলেক উয়ায় কায় আছিলেক অইন্য মানষিক না কন।

[১৭] আর এই নাকান করি ভগবানের ভাববাদী যিশাইয়ের মইদ্ধো দিয়া কওয়া ভগবানের বাণী পূরণ হইলেক,

১৮ “ইয়ায় মোর চাকর, ইয়াক মুই বাছাই করিচুং। মোর মনের এক জন, ইয়ার উপরাত মুই খুশি আছং। মুই উয়ার উপরাত মোর আত্মা দিম, আর উয়ায় অইন্য জাতির মানষিলারটে ন্যায়নীতির বাণী প্রচার করিবে।

১৯ উয়ায় ঝগড়া বা চেকরা চিকরি করিবে না। মানষিলা পথে ঘাটে উয়ার গালার স্বর শুনির পাবে না।

২০ যত দিন ন্যায় নীতি জয় না হয়, ততদিন থেতলে যাওয়া নল খাগড়া ভাঙিবে না, আর মিট মিট করি জ্বলিতে থাকা সলতা নিভবে না।

২১ সউগ জাতির মানষি উয়ার উপরাত আশা করিবে।”

২২ সেই সমায় মানষিলা অপদেবতা ধরা এক জন মানষিক যীশুরটে নিয়া আসিলেক। মানষিটা কানা আর বোবা আছিলেক। যীশু উয়াক ভাল করিলেক। ইয়াতে মানষিটা দেখির আর কতা কবার নাগিলেক।

২৩ এই দেখিয়া মানষিলা অচানক হয়া কইলেক, “ইয়ায় কি দায়ূদ বংশের ছাওয়া?”

২৪ ফরীশীলা এই কতা শুনিয়া কইলেক, “ইয়ায় তো অপদেবতালার রাজা বেলসবূলের শক্তিতে অপদেবতালাক খ্যেদায়।”

২৫ যীশু ফরীশীলার মনের কতা বুঝির পায়া উমারলাক কইলেক, “যেই রাজ্য ঝগড়া করি খন্ড খন্ড হয়া যায়, সেই রাজ্য

ধ্বংস হয়। কোন গঞ্জ বা পরিবার যদি নিজের মইদ্ধোত ঝগড়া করে তাইলে উমরা আর টিকি থাকির পায় না।

২৬ শয়তান অসুর যদি নিজের শক্তি দিয়া নিজের মইদ্ধোত নড়াই করে তাইলে, উমরা যুদা হয়। আর উয়ার রাজ্য ক্যেমন করি টিকিবে?

২৭ মুই যদি শয়তান অসুরের শক্তি নিয়া অপদেবতালাক খ্যেদাং, তাইলে তোমার সাথীলা কোটে থাকি শক্তি পায়া অপদেবতালাক খ্যেদায়? তোমরা ঠিক কতা কইচেন কি না, তোমার সাথীলায় সেইটা বিচার করিবে।

২৮ কিন্তু মুই যদি ভগবানের আত্মা দিয়া অপদেবতালাক খ্যেদাং, তাইলে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা তো তোমার মইদ্ধোত আসিচে।

২৯ "এক জন শক্তিশালী মানষিক না বান্দিয়া কাঙো কি উয়ার বাড়িত ঢুকি সউগ কিছু লুটপাট করির পারে? উয়াক বান্দি থুবার পাছত সউগ কিছু লুটপাট করির পারিবে।

৩০ "যে মানষি মোর পক্ষে না হয়, উয়ায় মোর বিরুদ্ধে। আর যায় মোর কামত ঢোকা না দেয়, উয়ায় মোর কামের বাধা দেয়।

৩১ এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, মানষির সউগ পাপ আর ভগবানের বিরুদ্ধে নিন্দা ক্ষমা করা হবে। কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে অপমানের কতা ক্ষমা করা হবে না।

৩২ বাছাই করা মানষির বিরুদ্ধে কাঙো কোনো কতা কইলে ক্ষমা করা হবে, কিন্তু পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে কতা কইলে ইহকাল আর

পরকাল কোন কালেও ক্ষমা করা হবে না।”

৩৩ “ভাল ফল পাবার বাদে ভাল গছ থাকা দরকার, কিন্তু খারাপ গছ থাকলে তোমরা খারাপ ফল পাবেন। ক্যেনেনা ফল দেখিয়া গছ চিনা যায়।

৩৪ তোমরা কালসাপ! তোমরালা বেয়া মানষি হয়া ক্যেমন করি ভাল কতা কবার পান? মানষির অন্তরত যেইলা দিয়া ভরতি আছে মুখ দিয়া সেইলায় বাইর হয়।

৩৫ ভাল মানষির অন্তর থাকি ভাল কতা বিরিয়া আইসে। আর বেয়া মানষির অন্তর থাকি বেয়া কতা বিরায়।

৩৬ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, মানষি যেইলা বাজে কতা কয়, বিচারের দিনত উয়াক পতিটা কতার হিসাব দিবার নাগিবে।

৩৭ তোমারলার কতার মইদ্ধো দিয়ায় তোমাক নির্দোষ কওয়া হবে, আরো তোমারলার কতার মইদ্ধো দিয়ায় দোষী করা হবে।”

৩৮ ইয়ার পাছত কয়জন পন্ডিত মানষি আর কয়জন ফরীশী যীশুক কইলেক, “হ্যে গুরু, তোমারটে হাতে হামরা একটা অচানক কামের চিন দেখির চাই।”

৩৯ যীশু উমারলাক কইলেক, “এই কালের অবিশ্বস্ত আর পাজি মানষিলা খালি কামের চিন চান্দায়। কিন্তু ভগবানের ভাববাদী যোনার চিন ছাড়া আর কোন চিন উমারলাক দেখা হবে না।

৪০ যোনা যেই নাকান করি একটা বড়মাছের পেটত তিন দিন তিন রাতি আছিলেক, বাছাই করা মানষিটাও একে নাকান করি

তিন দিন তিন রাতি মাটির তলাত থাকিবে।

[৪১] বিচারের দিনত নীনবী গঞ্জের মানষিলা উঠি আসিয়া এই কালের মানষিলার বিরুদ্ধোত দোষ দেখেয়া দিবে। ক্যেনেনা নীনবী গঞ্জের মানষিলা যোনার প্রচারের ফলে পাপ থাকি মন ফিরাইচে। আর দেখ, যোনার চায়া আরো মহান এক জন এটেকোনা আছে।

[৪২] বিচারের দিনত দক্ষিন দেশের রাণী উঠি আসিয়া এই কালের মানষিলাক দোষী সাব্যস্ত করিবে। ক্যেনেনা শলোমন রাজার জ্ঞানের কতা শুনির বাদে উয়ায় দুনিয়ার শ্যেষ সীমনা থাকি আসছিলেক। আর দেখ, এটেকোনা শলোমনের চায়া এক জন মহান আছে।

[৪৩] “য্যেলা কোন মানষির ভিতিরা থাকি অপদেবতা বিরিয়া যায়, স্যেলা সেই অপদেবতাটা জিরিবার বাদে কোন এক শুনশান জাগা চান্দায়। কিন্তুক জিরিবার জাগা না পায়া কয়,

[৪৪] ‘মুই যেই মানষিরটে থাকি বিরিয়া গেইচোং, উয়ার ভিতিরাত আরো সোন্দাইম।’ আর ফিরি আসিয়া দেখে যে, ঐ মানষির জীবন খুব ঝকঝকা আরো সাজা গোছা ঘরের নাকান আছে।

[৪৫] স্যেলা উয়ায় যায়া, উয়ার চায়া বেয়া আরো সাতটা অপদেবতাটাক ড্যেকে নিয়া আসিয়া ঐ ঘরত সোন্দেয়া রয়। এই বাদে মানষিটার পইলা দশার চায়া শ্যেষ দশা আরো বেশী বেয়া হয়। এই কালের বেয়া মানষিলার অবস্থাও একে নাকান হবে।”

৪৬ যীশু যে্যেলা মানষিলার নগত কতা কবার ধরছিলেক স্যেলা উয়ার মাও আরো ভাইলা উয়ার সাথত কতা কবার বাদে বায়রাত বাচ্চে আছিলেক।

৪৭ সেই সমায় এক জন মানষি যীশুক কইলেক, “দেখ, তোমার মাও আর ভাইলা তোমার সোদে কতা কবার বাদে বায়রাত খাড়া হয়া আছে।”

৪৮ স্যেলা যীশু উয়াক কইলেক, “কায় মোর মাও? আর কায় বা মোর ভাইলা?”

৪৯ তার পাছত যীশু উয়ার শিষ্যলাক দেখেয়া কইলেক, “দেখ! ইমরায় মোর মাও আর ভাই।

৫০ হ্যে, যে কাঙো মোর স্বর্গের বাপের ইচ্ছা পালন করে, উমরায় মোর মাও, ভাই, আর বইনি।”

১৩ ঐ দিনে যীশু ঘর থাকি বিরিয়া সাগরের পারত যায়া বসিলেক।

২ আর উয়ার চাইরো পাকে ম্যেলা মানষি আসিয়া জোটো হইলেক। এই বাদে যীশু একখান নাওত উঠিয়া বসিলেক। আর জোটো হওয়া মানষিলা সাগরের পারত খাড়া হয়া রইলেক।

৩ যীশু উমারলাক ড্যেকেয়া গল্পের নাকান করি কইলেক, “শোন! এক জন চাষা ভুইয়ত বিচন ছিটিবার গেইলেক।

[4] বিচন ছিটাইতে ছিটাইতে কতলা বিচন ঘাটার বগলোত পড়িলেক, আর সেইলা পখি খায়া নিলেক।

[5] কতলা বিচন পড়িলেক শিলবাড়ির ভুইয়ত, আর মাটি বেশী নিচাত না থাকায় পচ-পচে গাজেয়া উঠিলেক।

[6] শিপা ভাল করি না হবার বাদে, বেলা উঠিলে বিচন গছলা বেলার রৌদের ঝালাত ঝেমড়ি যায়া মরি গেইলেক

[7] আর কতলা বিচন পড়িলেক কাটা ঝোপের মাঝত, আর কাটা ঝোপ বাড়িয়া বিচনলাক চিপি ধরিলেক।

[8] কতলা বিচন পড়িলেক ভাল ভুইয়ত। ভাল ভুইয়ত যেইলা পড়িচে, সেইলা তো বড় হয়া ফসল ফলিলেক। ফসল কাটি আনিয়া দেখিলেক যে, কোনো ভুইয়ত হইচে দশ মন, আর কোনো ভুইয়ত হইচে বিশ মন, আর সগারে থাকি যেইলা ভাল ভুই, সেইলাত হইচে তিরিশ মন, যার তুলনা করা যায় না।”

[9] গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, “কাঙোরো শুনিবার মন আছে, তাইলে উয়ায় শুনুক!”

[10] ভিড় কমি যাবার পাছত শিষ্যলা যীশুক আসিয়া কইলেক, “তোমরা গল্পের মইদ্ধো দিয়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার ধরচেন ক্যেনে?”

[11] যীশু কইলেক, “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত নুকি থাকা বিষয়লা তোমাক জানির দেওয়া হইচে। কিন্তু উমাক জানির দেওয়া হয় নাই।

[১২] ক্যেনেনা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার বিষয়োত যার বুঝিবার মন আছে, উয়াক আরো বুঝি দেওয়া হবে। কিন্তু যার বুঝিবার মন নাই, উয়ার মন থাকি ভগবানের বাইক্যের সউগ কিছু কাড়ি-কুড়ি নেওয়া হবে।

[১৩] এই বাদে মুই গল্পের উপমা দিয়া উমাক কং, উমরা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না, আর বুঝিয়াও বোঝে না।

[১৪] এই নাকান ঘটনার মইদ্ধো দিয়া ভাববাদী যিশাইয়ের কতা পূরণ হইলেক, তোমরা শুনিবেন কিন্তু বুঝিবেন না, চায়া দেখিবেন কিন্তু দেখির পাবেন না।

[১৫] এই মানষিলার অন্তর পাষান হয়া গেইচে, কান আছে কিন্তু শুনির পায় না, উমরা চোখু মুজিয়া আছে, যাতে দেখির না পায়, আর কান দিয়া শুনির না পায়, অন্তর দিয়া বুঝির না পায়, আর ভাল হবার বাদে মোরটে ফিরিয়া না আইসে।

[১৬] "কিন্তু তোমরা ভগবানের আশুর্বাদ পাইচেন, ক্যেনেনা তোমারালা চোখু দিয়া দেখির পান, কান দিয়াও শুনির পান।

[১৭] মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরা যেইলা দেখিচেন, শুনিচেন, সেইলা ম্যেলা ভাববাদী আর ভগবান ভক্ত মানষিলা দেখির চায়াও দেখির পায় নাই। তোমরা যেইলা শুনিচেন, সেইলা শুনির চায়াও উমরা শুনির পায় নাই।"

[১৮-১৯] "এলা তোমরা চাষার গল্প শুন, বিচন ছিটা, ইয়ার মানে এই নাকান যে, বিচন হইলেক স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার কতা।

বিচনলা যে ঘাটার বগলত পড়িচে, ইয়ার মানে যেইলা মানষি স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার কতা, শুনিয়াও বোঝে না, স্যেলা শয়তান-অসুর উমার অন্তর থাকি সেই বাইক্য কাড়ি নেয়।

২০ "আর যেইলা বিচন শিলবাড়ির ভুইয়োত পড়িচে, ইয়ার মানে এই নাকান মানষিক বুঝায়, যায় যায় ভগবানের বাইক্য শুনতে কালে আনন্দে মানি নেয়।

২১ কিন্তু উয়ার শিপা মাটির বেশী তলত না যাবার বাদে অল্প দিন বিশ্বাসী হয়া রয়, ক্যেনেনা ভগবানের বাইক্য মানি নিবার বাদে দুঃখ-কষ্ট তাড়না আসিলে পাছত পচপচে পড়ি যায়।

২২ "কাটাঝোপত যে বিচন পড়িচে, ইয়ার মানে যে মানষিটা বাইক্য শোনে, কিন্তু সংসারের চিন্তা ভাবনায়, আরো ধন সম্পত্তির মায়াত ঐলাক চিপি ধরে। এই বাদে উমারলার জীবনত কোন ফল দেখা যায় না।

২৩ "ভাল ভুইয়োত বিচন পড়া মানে হইলেক, যায় যায় ভগবানের বাইক্য শুনিয়া মন-পরান দিয়া পালন করিয়া শক্ত করি ধরি রয়। উমার জীবনত ভগবানের বাইক্যের ভাল ফল দেখা দেয়। কোন ভুইয়োত হইচে দশ মন, কোন ভুইয়োত বিশ মন আর সগারে থাকি যেইলা ভাল ভুই সেইলাত তিরিশ মন, যার তুলনা করা যায় না।"

২৪ এলা যীশু মানষিলাক শিক্ষা দিবার বাদে আরেকটা গল্প কইলেক, "স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা এই নাকানের এক জন মানষির

মতো, যায় নিজের ভুইয়োত ভাল বিচন ছিটাইলেক।

২৫ কিন্তু মানষিলা যেলা সগায় নিন গেইলেক, স্যেলা সেই মালিকের শত্রু আসিয়া গমের ভুইয়োত অগাছার বিচন ছিটিয়া চলি গেইলেক।

২৬ আর গমের চারা বড় হয়া ফল ধরিলেক স্যেলা অগাছাও দেখা গেইলেক।

২৭ এই দেখিয়া বাড়ির চাকরলা ভুইয়ের মালিকোক আসিয়া কইলেক, 'মালিক, তোমরা কি ভুইয়ত ভাল বিচন ফ্যেলান নাই? তাইলে গম বারিত অগাছা কোটে থাকি আসিলেক?'

২৮ "উয়ায় উমাক কইলেক, 'নিশ্চয় এইটা কোন শত্রুর কাম।' চাকরলা কইলেক, 'তোমরা কি চান হামরা যায়া অগাছালা উকরি ফ্যেলাই?'

২৯ "উয়ায় কইলেক, 'না, ক্যেনেনা তোমরা অগাছা উকরির যায়া অগাছার নগত গমও উকরি ফ্যেলাবেন।

৩০ ফসল কাটার সমায় না হওয়া পর্যন্ত ঐলাক বড় হবার দেও। পাছত ফসললা কাটার সমায় মুই কামলাক কইম, পইলা তোমরা ঘাসলাক অগুনত পুড়িবার বাদে একটে জোটো করি আটি বান্দো, আর তার পাছত গম গোলাত তোল।'"

৩১ যীশু উমারলাক আর একটা গল্প কইলেক, "স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হইলেক একটা সইষ্যা দানার নাকান। এক জন মানষি এই দানাটা জমিত ফ্যেলাইলেক।

৩২ যতলা শাকের বিচি আছে, সগারে চায়া এইটা ছোট। কিন্তুক এইটা বুনিয়া যে্যেলা বড় হয়, সে্যেলা অইন্য শাকের চাইতে বড় গছ হয়। আর দেখা যায় কি, ইয়ার ঠাইলত পখিও ভাসা বান্দিয়া রবার পায়।”

৩৩ যীশু উমাক আরেকটা গল্প কইলেক, “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হইলেক সোডার নাকান, কোন এক জন বেটিছাওয়া আঠারো কেজি ময়দাত যদি অল্প সোডা মিশায় তাইলে সউগ ময়দায় ফাপিয়া ফুলি ওঠে।”

৩৪ মানষিলাক উপদেশ দিবার সমায় যীশু পেরায় গল্প দিয়া শিক্ষা দিবার ধরছিলেক। গল্পের উপমা ছাড়া অইন্য কোন শিক্ষা দেয় নাই।

৩৫ আর এইটা হইলেক ভগবান যে উয়ার ভাববাদীর মইদ্ধো দিয়া কতা কইচে সেইটা পূরণ হইলেক, মুই গল্পের উপমা দিয়া কতা কইম, দুনিয়া সিজ্জন থাকি এলা পর্যন্ত যেইলা বিষয় গোপন আছে সেইলা বাইর করিম।

৩৬ পাছত যীশু মানষিলাক বিদায় দিয়া ঘরত সোন্দাইলেক। সে্যেলা উয়ার শিষ্যলা আসিয়া যীশুক কইলেক, “সেই অগাছার গল্পটা হামারলাক বুঝি দেও।”

৩৭ ইয়ার উত্তরে যীশু উমারলাক কইলেক, “যায় ভাল বিচন ফে্যেলায়, উয়ায় বাছাই করা মানষিটা।

৩৮ ভুই হইলেক এই দুনিয়া, স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার মানষিলা হইলেক ভাল বিচন। আর যেইলা শয়তান মানষি, সেইলা হইলেক অগাছা।

৩৯ বিচনের মইদ্ধোত যে শত্রু অগাছার বিচন ছিটি দিয়া গেইচে, উয়ায় হইলেক শয়তান অসুর। আর ফসল কাটার সমায় হইলেক, এই কালের শ্যেষ সমায়। যেইলা কামলা ফসল কাটিবে উমরা হইলেক স্বর্গদূত।

৪০ অগাছা জোটো করিয়া অগুনত ছোবা দেওয়া হয়। এই দুনিয়ার শ্যেষ সমায়ও ঠিক একে নাকান হবে।

৪১ বাছাই করা মানষি উয়ার স্বর্গদূতলাক প্যেঠেয়া দিবে। যায় যায় অইন্য মানষিলাক পাপ করায়, আর নিজেও পাপ করে, উমার সগাকে পরমপ্রভুর দূতলা বাছাই করা মানষিটার শাসন ব্যবস্থার মইদ্ধো থাকি একে সাথে জোটো করিয়া,

৪২ জ্বলন্ত অগুনত ফ্যেলেয়া দিবে। ওটে মানষিলা যাতনা ভোগ করিবে আর দাঁতে দাঁত কিড়মিড়াবে।

৪৩ ইয়ার পাছত যায় যায় ধার্মিক বুলিয়া গন্য হইচে, উমরা স্বর্গের বাপের শাসন ব্যবস্থাত বেলার নাকান চকচকা দেখা যাবে। যার শুনিবার মন আছে, উয়ায় শুনুক।”

৪৪ “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হইলেক ভুইয়োত নুকি থোয়া ধনের নাকান। এক জন মানষি সেইটা খুজিয়া পায়া আরো ভুইয়োত

নুকিয়া থুইলেক। ইয়াতে এত খুশি হইলেক যে ওটে থাকি যায়া উয়ার সউগ কিছু বেচেয়া ওই ভুইখান কিনিলেক।

৪৫ “আর স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হইলেক এক জন ব্যবসায়ীর নাকান, যায় ভাল মুক্তা চান্দাইছিলেক।

৪৬ যেয়েলা উয়ায় একটা দামী মুক্তা চান্দে পাইলেক, স্যেলা উয়ায় যায়া উয়ার সউগ কিছু বেচেয়া সেই মুক্তাটা কিনিলেক।

৪৭ “আর স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হইলেক একখান বড় জালের নাকান। যেয়েলা সাগরত ফেয়েলা হইলেক, স্যেলা সউগ নাকানের মাছ জালত ফান্দিলেক।

৪৮ জাল ভত্তি হয়া মানষিলা ডাঙাত টানিয়া তুলিলেক। আর ভাল মাছলা বাছাই করিয়া বড় খলাইয়ত থুইলেক, বেয়ালা ফেয়েলেয়া দিলেক।

৪৯ দুনিয়ার শেষে কালত এই নাকানে হবে। স্বর্গদূতলা আসিয়া ধার্মিক মানষিলার মইদ্ধো থাকি পাপী মানষিলাক যুদা করিয়া জ্বলন্ত অগুনত ফেয়েলেয়া দিবে।

৫০ ওটেকোনা মানষিলা কান্দিবে আর দাঁতে দাঁত কিড়মিড়াবে।”

৫১ যীশু উয়ার শিষ্যলাক পুছিলেক, “তোমরা কি এইলা গল্পের মানে বুঝিলেন?” উমরা উয়াক কইলেক, “হেয়ে, হামরা বুঝিচি।”

৫২ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা সমন্ধে পন্ডিতলা শিক্ষা পাইচে, উমরা সগায় এই গারোস্তের

নাকান, যায় উয়ার ভান্ডার থাকি নয়া আর পুরান সউগ জিনিসে বাইর করিলেক।”

৫৩ যীশু গল্প কবার পাছত ওটে থাকি চলি গেইলেক।

৫৪ নিজের গেরাম নাসারত আসিয়া উপাসনা ঘরত যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক। উয়ার কতা শুনিয়া মানষিলা অচানক হয়া কবার নাগিলেক, “এই গেয়ান উয়ায় কোটে থাকি পাইলেক, আর মহাশক্তির কাম কোটে থাকি করির ধরচে?

৫৫ ইয়ায় তো খুটার মিস্ত্রির বেটা! মরিয়মের বেটা! যাকব, যোষেফ, যুদাস আর শিমোনের ভাই, না হয় কি?

৫৬ উয়ার বইনিলাও হামারলার এটেকোনা আছে, কি না? তাইলে কোটে থাকি উয়ায় এইলা পাইলেক?”

৫৭ এই নাকান করি যীশুক নিয়া মানষিলার মনত বড় সমস্যা আসিবার নাগিলেক। আর উয়াক বিশ্বাস করির পারিলেক না। স্যেলা যীশু মানষিলাক কইলেক, “নিজের বাড়ি আর নিজের গেরাম ছাড়া ভগবানের ভাববাদীলা সউগ জাগাতে সন্মান পায়।”

৫৮ উয়ার প্রতি মানষিলার অবিশ্বাস দেখিয়া উয়ায় ওটেকোনা বেশী অচানক কাম করিলেক না।

১৪ সেই সমায় গালীল প্রদেশের রাজ্যপাল আছিলেক হেরোদ, যীশুর বিষয় শুনিয়া উয়ায় উয়ার কর্মচারীলাক কইলেক, “ইয়ায়

দীক্ষাদাতা যোহন, ইয়ায় মরিয়া বত্তি উঠিচে। এই বাদে উয়ায় অচানক কাম করির ধরচে।”

৩ এই হেরোদ নিজের ভাই ফিলিপের মাইয়াক খুশি করির বাদে যোহনক শিকল দিয়া বান্দিয়া জেলখানাত থুইলেক। ক্যেনেনা হেরোদ উয়ার ভাইয়ের মাইয়াক হেরোদিয়াক বিয়াও করিচিলেক।

৪ এই বাদে যোহন হেরোদক বার বার কবার ধরছিলেক, “তোর ভাইয়ের মাইয়াক বিয়াও করা ঠিক হয় নাই।”

৫ এই বাদে যোহনক মারি ফ্যেলের চাইছিলেক, কিন্তু উয়ায় মানষিলার ভয় খাইছিলেক। ক্যেনেনা মানষিলা যোহনক ভগবানের ভাববাদী বুলি মানির ধরছিলেক।

৬ হেরোদের জন্মদিনত হেরোদিয়ার বেটি মানষিলার আগত নাচিয়া হেরোদক খুব খুশি করিলেক।

৭ এই বাদে হেরোদ কিরা-কাটি কইলেক, ছাওয়াটা যা চাবে, উয়ায় সেইটায় দিবে।

৮ ছাওয়াটা উয়ার মাওয়ের পরামর্শ মতন কইলেক, “থালাত করি দীক্ষাদাতা যোহনের মাথাটা মোক আনিয়া দেও।”

৯ যদিও রাজা হেরোদ দুঃখ পাইলেক, কিন্তু যে মানষির সোদে খাবার বসিছিলেক উমারলার আগত কিরা কাটিচে, এই বাদে সন্মানের কতা ভাবিয়া উয়ায় ঐ নাকানে হুকুম দিলেক।

১০ উয়ায় মানষিক প্যেঠেয়া জেলখানার ভিতিরাত যোহনের মাথা কাটিলেক।

[১১] তার পাছত থালাত করি আনিয়া চেংড়িটাক দেওয়া হইলেক, আর ধরি যায়া চেংড়িটা উয়ার মাক দিলেক।

[১২] ইয়ার পাছত যোহনের শিষ্যলা আসিয়া যোহনের মরা দেহাটা নিয়া যায়া সমাধি দিলেক। স্যেলা উমরা যায়া খবরটা যীশুক দিলেক।

[১৩] যীশু যোহনের মরণের কতা শুনিয়া একলায় একখান নাওয়োত চড়িয়া নির্জন জাগাত চলিয়া গেইলেক। মানষিলা এই কতা শুনিয়া নানান গেরাম থাকি হাটিয়া উয়ার পাছ ধরিলেক।

[১৪] যীশু নাও থাকিয়া নামিয়া দেখিলেক যে, ম্যেলা মানষি জোটো হইচে, স্যেলা উয়ার মায়া হইলেক। উমারলার মইদ্ধে যায় যায় অসুস্থ আছিলেক উমারলাক ভাল করিলেক।

[১৫] য্যেলা বেলা ডোবোং ডোবোং স্যেলা শিষ্যলা উয়ার বগল আসিয়া কইলেক, “জাগাখান হইলেক নিধুয়া পাথার, বেলা ডোবোং ডোবোং হইচে। মানষিলাক বিদায় করি দেও, উমরা যাতে নিজের বাদে গেরামত যায়া খাবার কিনির পায়।”

[১৬] যীশু উমারলাক কইলেক, “উমারলাক যাবার দরকার নাই, তোমরা উমারলাক খাবার দেও।”

[১৭] স্যেলা শিষ্যলা উয়াক কইলেক, “হামারটে খালি পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ ছাড়া কিছুই নাই।”

[১৮-১৯] যীশু কইলেক, “ঐলা মোর এইটে ধরি আইসো।” ইয়ার পাছত মানষিলাক ঘাসের উপরাত বসিবার কইলেক। যীশু স্যেলা

ঐ পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ হাতত ধরিয়া, স্বর্গের ভিতি দেখিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক। তার পর মানষিলাক খাবার দিবার বাদে, রুটি ছিড়িয়া শিষ্যলার হাতত দিলেক। শিষ্যলা ভাগ করিয়া সগাকে দিলেক।

২০ উমরা সগায় প্যেট ভরেয়া খাইলেক। আর যেই খাবারলা বাঁচিলেক, সেই খাবারলা শিষ্যলা বারোটা ডেলি ভরতি করি থুইলেক।

২১ যায় যায় খাইচে, উমারলার মইদ্ধে বেটিছাওয়া আর ছোট ছাওয়া ছাড়া সংখ্যায় পাঁচ হাজার আছিলেক।

২২ যীশু শিষ্যলাক তাগদা দিবার নাগিলেক, যাতে উমরা উয়ার আগত নাওত করিয়া অইন্য পারত যায়। ইয়ার পাছত যীশু মানষিলাক বিদায় দিবার নাগিলেক।

২৩ মানষিলাক বিদায় করিয়া পাহাড়ের উপরাত প্রার্থনা করির গেইলেক। সইন্ধা হয়া আসিলেও উয়ায় তাঙো একলায় ওটেকোনা রইলেক।

২৪ শিষ্যলার নাওখান ঘাট থাকি অনেক দূরত গেইচে। উল্টা পাকের বাতাসের ধাক্কাতে নাওখান দুলির নাগিলেক।

২৫ ভোর রাতি যীশু সাগরের উপর দিয়া হাটিয়া শিষ্যলার বগলত আসির নাগিলেক।

২৬ শিষ্যলা যীশুক সাগরের উপর দিয়া হাটিয়া আসির দেখিয়া দারুন ভয় খাইলেক। ভয়ে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “ভূত!

ভূত!”

[২৭] স্যেলায় স্যেলায় যীশু কইলেক, “এই মুই! ভয় না খান, তোমরা সাহস কর।”

[২৮] পিতর কইলেক, “গুরু যদি তোমরায় হন, তাইলে জলের উপর দিয়া তোমারটে হাটি যাবার অনুমতি মোক দেও।”

[২৯] যীশু কইলেক, “আইসেক।” স্যেলা পিতর নাও থাকি নামিয়া জলের উপর দিয়া হাটিয়া যীশুরটে আসির ধরিলেক।

[৩০] কিন্তু দারুন বাতাস দেখিয়া ভয় খায়া ডুবি যাবার নাগিলেক, আর চিকরিয়া কইলেক, “গুরু মোক বাঁচান!”

[৩১] যীশু স্যেলায় হাত বাড়েয়া পিতরক ধরিয়া কবার নাগিলেক, “কিরে অল্প বিশ্বাসী! তুই ক্যেনে এত সন্দেহ করিলু?”

[৩২-৩৩] যীশু আর পিতর নাওত উঠিতে কালে বাতাস থামি গেইলেক। যায় যায় নাওত আছিলেক, উমরা যীশুক ভক্তি দিয়া কইলেক, “সচাং করি তোমরায় ভগবানের বেটা।”

[৩৪] ইয়ার পাছত উমরা সাগর পার হয়া গিনেষরৎ এলাকাত আসিলেক।

[৩৫] সেই এলাকার মানষিলা যীশুক চিনির পায়া সউগ এলাকাত যীশুরটে আসিবার খবর রটেয়া দিলেক। স্যেলা মানষিলা উমার মইদ্ধোত যায় যায় অসুকিয়া আছিলেক উমারলাক যীশুরটে নিয়া আসিলেক।

৩৬ উমরা যীশুক কাউলা কাউলি করি কবার নাগিলেক, যাতে অসুকিয়া মানষিলা যীশুর গিলাপের কিনারটা নারির পায়। আর যত জন নারিলেক সগায় ভাল হইলেক।

১৫ যিরূশালেম থাকি কয়েক জন ফরীশী আর পন্ডিত যীশুর নগত দেখা করির আসিলেক। উমরা যীশুক পুছিলেক,

২ "হামার বাপ ঠাকুরদা থাকি যে নিয়ম মানি আসির ধরচি, ক্যেনে তোমার শিষ্যলা সেইলা মানিয়া চলে না? খাবার আগত উমরা হাত ধোয় না।"

৩ যীশু কইলেক, "তোমরা ভগবানের আদেশ ছাড়িয়া মানষির বানা নিয়ম-নীতি মানিবার ধরচেন।

৪ পরম প্রভু কইচে, 'তোমরা বাপ-মাওক সন্মান দেও, কাঙো নিজের বাপ-মাওয়ের অপমান করিলে উয়াক মারি ফ্যেলা হবে।'

৫ কিন্তু তোমরা মানষিক কয়া থাকেন, কাঙো যদি মাও-বাপক কয় যে, 'মুই তোমাক কোনো কিছুই সাহায্য করির পাইম না, যা কিছু তোমারলার সাহায্য করির বাদে আছিলেক, সেইলা মুই ভগবানক গতে দিচুং।'

৬ তাইলে মাও-বাপের প্রতি কোনো কর্তব্য রইলেক না এইটা তো তোমারে শিক্ষা। এই বাদে তোমরা নিজের নিয়ম চালু করির যায়া ভগবানের বাইক্য বাতিল করিচেন।

[৭] তোমরা হইলেন ভন্ড! ভগবানের ভাববাদী যিশাইয় তোমারলার সমন্ধে ঠিকেই নেখিচে,

[৮] এই মানষিলা মুখতে খালি মোর সন্মান করির নাগচে, কিন্তুক উমারলার অন্তরের টান মোর এদি নাই।

[৯] উমরা ফাকোতে মোর গুণগান গায়, উমরা খালি মানষির বানা নিয়ম-কানুন ভগবানের নিয়ম কয়া শিক্ষা দেয়।”

[১০] ইয়ার পাছত যীশু মানষিলাক ড্যেকেয়া কইলেক, “মুই যেইলা কং, সেইলা শুনিয়া বুঝেন।

[১১] মানষি যেইলা খায় সেইলা মানষিক অশুদ্ধি করির পায় না। কিন্তু মুখের ভিতিরা থাকি যেইলা বিরি আইসে, সেইলায় মানষিক অশুদ্ধি করে।”

[১২] স্যেলা শিষ্যলা যীশুক আসিয়া কইলেক, “তোমার এই কতা শুনিয়া ফরীশীলা অপমান বোধ করির ধরচে, সেটা তোমরা কি জানেন?”

[১৩] ইয়ার উত্তরে যীশু কইলেক, “যেই চারালা মোর স্বর্গের বাপ গাড়ে নাই, সেইলা উকুরি ফ্যেলা হবে।

[১৪] এই বাদে উমারলার কতা ছাড়ি দেও। উমরা নিজে কানা! উমরা আরো অইন্য কানাক ঘাটা দেখের ধরচে, কানা হয়া কানাক ঘাটা দেখের গেইলে দুইজনে খালত পড়িবে।”

১৫ স্যেলা পিতর যীশুক কইলেক, “তোমরা যেইলা গল্প কইলেন, তার মানে হামারলাক বুঝিয়া দেও।”

১৬ যীশু কইলেক, “তোমরা কি এলাও অবুঝ আছেন?

১৭ তোমরা কি বুঝেন না, যেইলা মুখ দিয়া প্যেটত সোন্দায় সেইলা শ্যেষত মল হিসাবে বাইর হয়া যায়।

১৮ কিন্তুক যেইলা মুখ দিয়া বাইর হয়া আইসে, সেইলা অন্তর থাকি বাইর হয়া আইসে, আর সেইলা মানষিক অশুদ্ধি করে।

১৯ অন্তর থাকি বেয়া চিন্তা, খুন, সউগ নাকানের ব্যভিচার, বেশ্যাগিরি, চুরি, মিছা সাক্ষী, গেলানি বাইর হয়া আইসে।

২০ এইলায় মানষিক অশুদ্ধি করে, কিন্তু হাত না ধুইয়া খাইলে মানষি ছুয়া হয় না।”

২১ ইয়ার পাছত যীশু ঐ জাগা ছাড়িয়া সোর আর সীদোন এলাকাত চলি গেইলেক।

২২ ওটেকার এক জন কনান দেশের বেটিছাওয়া আসিয়া চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হে দয়াল গুরু, দায়ূদের বেটা, তুই মোক দয়া করেক। মোর বেটিটাক অপদেবতা ধরচে, এই বাদে উয়ায় খুব কষ্ট পাবার ধরচে।”

২৩ কিন্তু যীশু উয়াক একটাও কতা কইলেক না, স্যেলা শিষ্যলা আসিয়া কাউলিয়া কইলেক, “উয়াক বিদায় করো, ক্যেনেনা উয়ায় হামার পাছে পাছে চিকরির ধরচে।”

২৪ যীশু কইলেক, "মোক খালি ইস্রায়েল বংশের হারে যাওয়া ভেড়ালারটে প্যেঠা হইচে।"

২৫ স্যেলা বেটিছাওয়াটা যীশুরটে আসিয়া হাংকুড়া পাড়ি ভক্তি দিয়া কইলেক, "গুরু, দয়া করি মোক উপকার কর।"

২৬ যীশু কইলেক, "ছাওয়া-ছোটর খাবার নিয়া কুকুরের আগত ফ্যেলা ভাল না হয়।"

২৭ বেটিছাওয়াটা কইলেক, "হে গুরু, তোমরা ঠিকেই কইচেন, মালিকের টেবিল থাকি যেইলা আইটা গুড়া গাড়া খাবার পড়ে সেইলা কুকুরে খায়।"

২৮ স্যেলা যীশু উয়াক কইলেক, "বাঃ তোর তো ভাল বিশ্বাস! তুই যেই নাকান চাইছিস, ঐ নাকানে হউক।" আর স্যেলায় স্যেলায় চেংড়ি ছাওয়াটা ভাল হয়া গেইলেক।

২৯ তার পাছত যীশু গালীল সাগরের বগল দিয়া যায়া একখান পাহাড়ত চড়িয়া বসিলেক।

৩০ আর ম্যেলা মানষি আসিয়া একটে জোটো হইলেক। ঐ মানষিলার সোদে কানা, খোড়া, বোবা, নুলা আরো ম্যেলা মানষিক সাথত আনিলেক। উমরা ঐ মানষিলাক যীশুর ঠ্যাংএর বগলত থুইলেক। আর যীশু উমাক সগাকে ভাল করিলেক।

৩১ মানষিলা স্যেলা দেখিলেক, বোবা কতা কবার ধরচে, নুলা শক্তি পায়া হাটিবার ধরচে, খোড়ালা হাটাচলা করির ধরচে, কানা মানষি দেখির পাবার ধরচে, এই দেখিয়া উমরালা অচানক

হইলেক। আর ইস্রায়েলীলার ভগবানের গুণকিত্তন করির নাগিলেক।

৩২ ইয়ার পাছত যীশু শিষ্যলাক ড্যেকেয়া কইলেক, “এই মানষিলার বাদে মোর খুব মায়া নাগির ধরচে, ক্যেনেনা আজি থাকি তিন দিন হইলেক, এই মানষিলা মোর নগত আছে। ইমারলারটে কোন খাবার নাই। এই নাকান অবস্থায় মুই বিদায় দিবার পাং না। উমরালা ঘাটাত অজ্ঞান হয়া পরিবে।”

৩৩ শিষ্যলা কইলেক, “এই নিধুয়া পাথারত এত মানষির খাবার হামরা কোটে পামো?”

৩৪ যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমারলারটে কয়খান রুটি আছে?” উমরা কইলেক, “সাতখান রুটি আর কয়েকটা ছোট ছোট মাছ আছে।”

৩৫-৩৬ মানষিলাক বসির কয়া যীশু সেই সাতখান রুটি আর মাছলা নিলেক। আর ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া সেই রুটিলা টুকরা করি শিষ্যলার হাতত দিলেক। আর শিষ্যলা মানষিলাক দিলেক।

৩৭ মানষিলা সগায় প্যেট ভরেয়া খাইলেক। আর গুড়া-গাড়া যেইলা পড়ি রইল সেইলা আরো সাত ডেলি হইলেক।

৩৮ যেই মানষিলা খাইলেক উমারলার মইদ্ধে ছাওয়া আর বেটিছাওয়া বাদ দিয়া বেটাছাওয়ার সংখ্যা আছিলেক চার হাজার।

৩৯ ইয়ার পাছত যীশু মানষিলাক বিদায় দিয়া নাওত চড়ি মগদন এলাকাত ফিরি গেইলেক।

১৬ ইয়ার পাছত কয়েক জন ফরীশী আর সদ্দূকী আসিয়া যীশুক যাচাই করির চাইলেক। এই বাদে দ্যাওয়া থাকি ঐশ্বরিক শক্তির অচানক চিনের কাম করির কইলেক।

২ যীশু কইলেক, "সইন্ধা হইলে তোমরা কন 'দিনটা পরিস্কার থাকিবে, ক্যেনেনা দ্যাওয়াটা নাল হইচে।'

৩ আর সাকাল হইলে কন যে, 'আজি হুরকা হবে ক্যেনেনা দ্যাওয়াটা নাল আর আন্ধার হইচে।' তোমরা দ্যাওয়ার অবস্থা ভাল করির বুঝির পান, অথচ এই কালের চিন বুঝির পান না।

৪ এই কালের অবিশ্বাসী আর পাজি মানষিলা চিন চান্দায়, কিন্তু যোনার চিন ছাড়া আর অইন্য কোন চিন দেখা হবার না হয়।" পরে যীশু উমারলাক ছাড়িয়া চলি গেইলেক।

৫ সাগরের অইন্য পারত যাবার সমায় শিষ্যলা রুটি নিবার ভুলি গেইলেক।

৬ যীশু উমারলাক কইলেক, "তোমরা ফরীশী আর সদ্দূকীলার সোডা থাকি সাবধান হন।"

৭ ইয়াতে শিষ্যলা নিজের মইদ্ধোত কওয়াকুয়ি করিবার নাগিলেক, "হামরা রুটি আনি নাই বুলিয়া গুরু এই নাকানের

কতা কবার ধরচে?”

[৮] উমার কতা বুঝির পায়া যীশু কইলেক, “অল্প বিশ্বাসী কোটেকার, তোমরা ক্যেনে কওয়াকুয়ি করির নাগচেন যে রুটি আনেন নাই?

[৯] তোমরা কি এলাও বুঝেন না বা তোমার কি ফম নাই, সেই পাঁচ হাজার মানষির বাদে পাঁচ খান রুটির কতা আর তার পাছত কত ডেলি কুড়াইলেন?

[১০] আর চার হাজার মানষির বাদে সাতখান রুটির কতা, কত ডেলি তোমরা কুড়াইচেন?

[১১] তোমরা ক্যেনে বুঝির পান না যে, মুই রুটির বিষয় কং নাই? মুই তোমারলাক কইচুং, ফরীশী আর সদ্দূকীলার সোডা থাকি সাবধান হন।”

[১২] স্যেলা উমরা বুঝির পাইলেক যে, সোডা দেওয়া রুটি হাতে সতর্ক হবার কয় নাই। কইচে উমরা যাতে ফরীশী আর সদ্দূকীলার শিক্ষা থাকি সাবধান থাকে।

[১৩] ইয়ার পাছত যীশু কৈসরিয়া ফিলিপী অঞ্চলত গেইলেক, আর শিষ্যলাক পুছিলেক, “বাছাই করা মানষিটা কায় এই বিষয়ে মানষি কি কয়?”

[১৪] উমরা কইলেক, “কাঙো কাঙো কয় তোমরা দীক্ষাদাতা যোহন, কাঙো কাঙো কয় ভগবানের ভাববাদী এলিয়, আরো

কাঙো কাঙো কয় যিরমিয় বা অইন্য ভগবানের ভাববাদীলার মইদ্ধোত এক জন।”

১৫ স্যেলা উয়ায় কইলেক, “তোমরা কি কন, মুই কায়?”

১৬ শিমোন-পিতর কইলেক, “তোমরা হইলেন বাছাই করা রাজা, জীবন্ত ভগবানের বেটা।”

১৭ যীশু কইলেক, “যোনার বেটা শিমোন। তুই আশুর্বাদ পাওয়া কোন মানষিরটে এই কতা জানিস নাই, কিন্তুক মোর স্বর্গের বাপ তোক এই কতাটা জানাইচে।

১৮ মুই তোক কবার ধরচুং, তুই পিতর আর এই শিলের উপরাত মুই মোর সমিতি বানাইম। নরকের কোন শক্তি উয়ার উপরাত জয় লাভ করির পায় না।

১৯ মুই তোক স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার চাবিলা দিম, আর এই দুনিয়াত যেইলা বান্দিবু স্বর্গত সেইলা বান্দি থোয়া হবে। দুনিয়াত যেইলা খুলি দিবু সেইলা স্বর্গত খুলি দেওয়া হবে।”

২০ ইয়ার পাছত উয়ায় শিষ্যলোক সাবধান করি কইলেক, “এই কতাটা তোমরা কাঙোকে না কন, মুই যে বাছাই করা রাজা।”

২১ সেই সমায় থাকি যীশু শিষ্যলাক জানেবার নাগিলেক যে উয়াক যিরূশালেম যাবার নাগিবে, আর যিহূদী নেতালা, প্রধান বামনলা আর পন্ডিত মানষিলার হাতত উয়াক ধরে দিবে। স্যেলা খুব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির নাগিবে। তার পাছত উয়াক মারি

ফ্যেলা হবে আর তিন দিনের দিন মরণক জয় করি ফির বত্তি উঠির নাগিবে।

[২২] স্যেলা পিতর অল্প দূরত ড্যেকেয়া অবজ্ঞা করি কইলেক, "গুরু, এইলা থাকি ভগবান তোমাক বাঁচাউক। এই নাকান তোমার উপরাত না হউক।"

[২৩] যীশু পিতরের ভিতি ঘুরিয়া কইলেক, "মোর এইটে থাকি দূর হঃ শয়তান! তুই মোর ঘাটার কাটা! তুই মানষির দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া এই চিন্তা ভাবনা করির ধরচিস, যেইলা ভগবানের না হয়, সেইলায় তুই ভাবিস।"

[২৪] ইয়ার পাছত যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, "যদি কাঙো মোর ঘাটাত চলির চায়, তাইলে উয়ার নিজের ইচ্ছা মতন ঘাটা চলা বন্ধ করুক। আর নিজের ক্রুশের বোঝা ঘাড়ত নিয়া মোর পাছত আসুক।

[২৫] যে কাঙো নিজের বাদে বত্তি থাকির চায়, উয়ায় মরিবে। কিন্তু মোর বাদে যায় জীবন হারায়, উয়ার জীবন রক্ষা পাবে।

[২৬] কাঙো যদি গোটায় দুনিয়া লাভ করিয়া উয়ার জীবন হারায়, তাইলে উয়ার কি লাভ? জীবন ফিরি পাবার বাদে উয়ার দিবার মতন কি আছে?

[২৭] বাছাই করা মানষিটা উয়ার স্বর্গদূতলাক সাথত নিয়া স্বর্গের বাপ জাকজমকত আসিবে। স্যেলা উয়ায় প্রতিটা মানষিক উয়ার কামাই অনুসারে ফল দিবে।

২৮ মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, এটে এমন কয়জন মানষি আছে, উমারলাক বাছাই করা মানষিটা রাজা হিসাবে দেখা না দেওয়া পর্যন্ত উমরা কোন মতে মরিবে না।”

১৭ ইয়ার ছয় দিন পাছত যীশু, পিতর, যাকব আর উয়ার ভাই যোহনক সাথত নিয়া একখান উচা পাহাড়ের উপরা যায়া উঠিলেক।

২-৩ আর শিষ্যলার আগত যীশুর চেহারা বদলি গেইলেক। উয়ার মুখ বেলার নাকান ঝকমক, উয়ার পোশাকলা আলোর মত সাদা। অচমকায় শিষ্যলা দেখির পাইলেক ভগবানের ভাববাদী এলিয় আর মহাপুরুষ মোশি যীশুর সোদে কতা কবার ধরচে।

৪ স্যেলা পিতর যীশুক কইলেক যে, “গুরু! হামরালার এইটে থাকা ভাল, তোমরা যদি চান, তাইলে মুই তোমার বাদে এইটে তিনটা তাম্বু বানাং, একটা তোমার, একটা মহাপুরুষ মোশির, আর একটা ভগবানের ভাববাদী এলিয়র বাদে।”

৫ এই কতা কইতে নাই কইতে, একখান ধপ-ধপা সাদা ম্যেঘ আসিয়া ঐ জাগাখান ঢাকি নিলেক। আর ঐ ম্যেঘ থাকি একটা আওয়াজ শোনা গেইলেক, “ইয়ায় মোর বেটা, মোর মনের এক জন। ইয়ার উপরত মুই খুব সন্তুষ্ট, তোমরা ইয়ার কতা শোন।”

৬ এই কতা শুনিয়া শিষ্যলা ভয়ে মাটিত উবুড়ি হয়া পড়িলেক।

৭ স্যেলা যীশু আসিয়া উমারলাক নাড়িয়া কইলেক, “ওঠো, ভয় না খান।”

৮ স্যেলা উমরা মুখ তুলি দেখিলেক, আর ওটে যীশুক ছাড়া কাঙোকে দেখির পাইলেক না।

৯ য্যেলা উমরা পাহাড় থাকি নামি আসিলেক, স্যেলা যীশু উমাক আদেশ দিলেক, “তোমরা যেইলা দেখিলেন, সেইলা বাছাই করা মানষিটা মরণ থাকি বত্তি না ওঠা পর্যন্ত কাঙোকে কন না।”

১০ শিষ্যলা উয়াক পুছিলেক, “তাইলে ক্যেনে পন্ডিতলা কবার ধরচে যে, বাছাই করা রাজাটার আগত এলিয় আইসা দরকার?”

১১ যীশু কইলেক, “এ কতা সচাং, ভগবানের ভাববাদী এলিয় আসিয়া সউগ কিছু ঠিক ঠাক করিবে, বাছাই করা রাজাটার বাদে।

১২ কিন্তু মুই তোমাক কবার ধরচুং, এলিয়র মত এক জন আসিচে আর মানষি উয়াক চিনির পায় নাই। মানষিলা উয়ার উপরা যা ইচ্ছা তাই করিচে। এই নাকান করি বাছাই করা মানষিটাকও দুঃখ ভোগ করির নাগিবে।”

১৩ স্যেলা শিষ্যলা বুঝির পাইলেক যে, উয়ায় হামাক দীক্ষাদাতা যোহনের বিষয় কবার ধরচে।

১৪ যীশু আর উয়ার শিষ্যলা য্যেলা মানষিলারটে ফিরি আসিলেক, স্যেলা একটা মানষি হাংকুড়া পাড়ি কইলেক,

১৫ “গুরু, মোর বেটাটাক তোমরা দয়া কর। উয়ার মৃগী অসুখ হইচে আর উয়ায় খুব কষ্ট পাবার ধরচে। পেরায় পেরায় উয়ায় অগুনত আর জলত পড়ি যায়।

১৬ মুই উয়াক তোমার শিষ্যলারটে আনিছিলুং, কিন্তু উমরা উয়াক ভাল করির পায় নাই।”

১৭ যীশু কইলেক, “অবিশ্বাসীর গুষ্টি! দুষ্ট মানষিলা! মুই কত কাল তোমার সোদে থাকিম? কত দিন মুই তোমারলাক উবিয়া নিয়া বেরাইম? চ্যাংড়াটাক মোর এটে আনো।”

১৮ যীশু স্যেলা অপদেবতাটাক ধমক দিলেক, আর চ্যাংড়াটার ভিতিরা থাকি অপদেবতাটা বাইর হয়া গেইলেক, স্যেলায় স্যেলায় চ্যাংড়াটা ভাল হয়া গেইলেক।

১৯ তার পাছত শিষ্যলা গোপনে যীশুরটে আসিয়া পুছিলেক, “হামরা ক্যেনে অপদেবতাক খ্যেদেবার পাইলুং না?”

২০-২১ যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমারলার বিশ্বাস কম এই বাদে পান নাই। মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং যদি তোমারলার একটা ছোট সরিষা দানার নাকান বিশ্বাস থাকে আর তোমরা এই পাহাড়টাক কন, ‘এটে থাকি সারি যা’ তাইলে ওটে থাকি সারি যাবে। তোমারলারটে কোনটাও অসম্ভব হবার না হয়।”

২২ তার পাছত যীশু গালীল সাগরের পারত শিষ্যলার নগত একটে হয়া কইলেক, “বাছাই করা মানষিটাক শত্রুর হাতত ধরে

দেওয়া হবে।

২৩ মানষিলা উয়াক মারি ফ্যেলাবে আর তিন দিনের দিন উয়ায় মরণক জয় করি বত্তি উঠিবে।” ইয়াতে শিষ্যলা খুব দুঃখ পাইলেক।

২৪ তার পাছত যীশু আর উয়ার শিষ্যলা য্যেলা কফরনাহূম গেইলেক, স্যেলা মন্দিরের মাসুল আদায়কারীলা আসিয়া পিতরক কইলেক, “তোমার গুরু কি মন্দিরের মাসুল দেয় না?”

২৫ পিতর কইলেক, “হ্যে, দেয়।” ইয়ার পাছত পিতর ঘরত আসিয়া কিছু কবার আগতেই যীশু কইলেক, “শিমোন, তোর কি মনে হয়? এই দুনিয়ার রাজালা কারটে থাকি মাসুল আদায় করে? উমরা কি উমার নিজের ছাওয়া ছোটলার থাকি মাসুল আদায় করে, না বায়রার মানষিলারটে থাকি মাসুল আদায় করে?”

২৬ পিতর কইলেক, “উমরা অইন্য মানষিলারটে থাকি মাসুল আদায় করে।” স্যেলা যীশু কইলেক, “তাইলে নিজের ছাওয়া ছোটলা রেহাই পাইচে।

২৭ কিন্তু হামরা যাতে ঐ মাসুল আদায়কারিলার অপমানের বাধা হয়া খাড়া না হই। এই বাদে তুই সাগরত যায়া বড়শি ফ্যেলাও, আর যে মাছটা পইলাতে উঠিবে উয়ার মুখ ম্যেলাইলে একটা রূপার টাকা পাবু। ঐটা দিয়া তোর আর মোর মাসুল মিটি দেক।”

১৮ সেই সমায় শিষ্যলা যীশুর বগল আসিয়া কইলেক, “গুরু, স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত কায় বড়?”

২ স্যেলা যীশু একটা ছাওয়াক ড্যেকে আনিয়া উমার আগপাকে খাড়া করিয়া কইলেক,

৩ “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যত দিন তোমরা মন বদলেয়া এই ছাওয়ার নাকান না হন, ততদিন তোমরা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দের পাবেন না।

৪ যে কাঙো নিজের মন নত-নম্র করিয়া ছাওয়ার নাকান সাদাসিদা হয়, উয়ায় স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত সউগ চায়া বড়।

৫ আর যে কাঙো মোর নামে এই ছাওয়াটাক গ্রহন করে, উয়ায় মোকে গ্রহন করে।”

৬ “এই ছাওয়ালা যে মোর উপরা বিশ্বাস করে, উমারলার সমন্ধে মনে করেন। কাঙো যদি উমারলার একজনের বিশ্বাসের বাধা হয়া পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, ঐ নাকানের মানষি বড় দন্ড পাইবে। ঐ দন্ডর তুলনায় উয়ার গালাত একটা বড় শিল বান্দিয়া সাগরের জলত ডুবি মরা খুব ভাল।

৭ অবশ্য দুনিয়াত লোভ-নালসা আসিতেই থাকিবে। কিন্তুক যার মইদ্ধো দিয়া ঐ লোভ-নালসা আইসে, মুই উয়াকে ধিক্কার জানাং।

৮ “আর তোমারলার হাত বা ঠ্যাং যদি তোমাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, তাইলে ঐটাক কাটি ফেল্যান। ক্যেনেনা দুই হাত-ঠ্যাং

নিয়া চিরকাল নরকের অগুনত যাওয়ার চায়া, নেংড়া হয়া অমৃত জীবন পাওয়া খুব ভাল।

[৯] তোমার চোখু যদি তোমাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, ঐ চোখুটা উকরিয়া ফ্যেলে দেও। ক্যেনেনা দুই চোখু নিয়া নরকত যাওয়ার চায়া, কানা হয়া অমৃত জীবন পাওয়া খুব ভাল।”

[১০] “দেখেন, তোমরা মোর এই নত-নম্র মানষিলার মইদ্ধোত একজনকও তুচ্ছ মনে করেন না। ক্যেনেনা মুই তোমাক কবার ধরচুং যে, স্বর্গত উমারলার দূতলা সউগ সমায় মোর স্বর্গের বাপের মুখের ভিতি চায়া আছে।

[১১] “যেইলা হারেয়া গেইচে, সেইলা খুজির বাদে বাছাই করা মানষিটা আসচে।

[১২] মনে কর, তোমারলার কাঙোরো একশটা ভেড়া আছে, যদি ঐ ভেড়ার দলের মইদ্ধো থাকি একটা হারেয়া যায়, তাইলে কি করিবেন? ঐ নিরানব্বইটা ভেড়া মাঠত থুইয়া হারে যাওয়া ভেড়াটাক চান্দেবার যাবেন কি না?

[১৩] মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যেলা হারে যাওয়া ভেড়াটা খুজিয়া পাবেন, যেই নিরানব্বইটা ভেড়া ভুল ঘাটাত যায় নাই, ঐলার চায়া হারে যাওয়া ভেড়াটা চান্দে পায়া বেশী আনন্দ করিবেন।

[১৪] একে নাকান করি, স্বর্গের ভগবানও চায় না, এই নত-নম্র মানষিলা এক জনও ধ্বংস হউক।”

[১৫] “তোমার ভাই যদি তোমার বিরুদ্ধে দোষ করে, য্যেলা উয়ার বগলত কাঙো থাকিবে না, স্যেলা যায়া উয়ার দোষ দেখে দেও। যদি উয়ায় তোর কতা শোনে, তাইলে তোর ভাইয়ক তুই ফিরি পালু।

[১৬] কিন্তু যদি তোর কতা না শোনে, তাইলে দুই এক জনক সাথত নিয়া যাও, যাতে দুই তিন জন সাক্ষীর কতাত এইলা বিষয় সচাং কয়া প্রমাণ হয়।

[১৭] উয়ায় যদি উমার কতা না শোনে তাইলে খ্রীষ্টিয় সমিতির মানষিলাক জানাও। আর উয়ায় যদি খ্রীষ্টিয় সমিতির কতা না শোনে, তাইলে তোরটে অবিশ্বাসী বা মাসুল আদায়কারীলার মত হউক।

[১৮] “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, এই দুনিয়াত যা বান্দি থুবেন সেইলা স্বর্গতও বান্দি থোয়া হবে। আর দুনিয়াত যেইলা খোলাবেন সেইলা স্বর্গতও খোলা হবে।

[১৯] “মুই তোমারলাক আরো কবার ধরচুং, এই দুনিয়াত দুই জন যদি একমত হয়া কোন বিষয় নিয়া প্রার্থনা করেন, তাইলে হামার স্বর্গের বাপ উমারলার বাদে সেইলা পূরণ করিবে।

[২০] ক্যেনেনা যেটে দুই বা তিন জন মোর নামে একটে হয়, ওটেকোনা মুই উমার মইদ্ধোত আছং।”

[২১] স্যেলা পিতর যীশুরটে আসিয়া কইলেক, “গুরু, মোর ভাই মোর বিরুদ্ধে দোষ করিলে মুই কতবার ক্ষমা করিম? সাত বার

কি?”

২২ যীশু উয়াক কইলেক, “খালি সাত বার না হয়, কিন্তু সত্তরক সাত দিয়া গুন করিলে যত হয় ততবার।”

২৩ “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা এই নাকান করি তুলনা করা যায়, যেই নাকান এক জন রাজা উয়ার কর্মচারীলারটে হিসাব চাইলেক।

২৪ যেলা উয়ায় হিসাব নেওয়া শুরু করিলেক, সেলা এমন এক জন কর্মচারী আনা হইলেক, যায় রাজারটে দুই লাখ হাজার বছরের হাজিরার কোটি কোটি টাকা ধার নিচে।

২৫ কিন্তু উয়ার ধার শোধ করিবার ক্ষমতা আছিলেক না। রাজা সেলা হুকুম দিলেক, সেই মানষিক আর উয়ার বউ, বেটা-বেটিক আরো যা কিছু আছে সউগ বেচেয়া পাওনা আদায় করা হউক।

২৬ ইয়াতে কর্মচারীটা হাংকুড়া পাড়ি ঠ্যাং ধরিয়া কইলেক, ‘রাজা মশায় দয়া করি আর কয়েকটা দিন ধৈর্য ধর, মুই তোমার সউগ পাওনা শোধ করি দিম।’

২৭ সেলা এই কতা শুনি রাজার মায়া হইলেক, আর সেই কর্মচারীটাক ছাড়ি দিয়া উয়ার দেনা মুকুব করি দিলেক।

২৮ “কিন্তু সেই কর্মচারীটা ছাড়া পায়া বাইর হয়া গেইলে এক সঙ্গীর দেখা পাইলেক। উয়ারটে একশ দিনের হাজিরার টাকা ধার আছিলেক। উয়ায় সঙ্গীটার গালা চিপিয়া ধরি কইলেক, ‘তুই যে টাকা দেনা করিচিস সেই টাকা শোধ করেক।’

২৯ “সঙ্গীটা স্যেলা ঠ্যেংয়ত পড়িয়া কাউলিয়া কইলেক, ‘দয়া করি মোক আর কয়েকটা দিন সমায় দেও সউগ দেনা শোধ করি দিম।’

৩০ কিন্তু উয়ায় রাজি হইলেক না, আর দেনা শোধ না করা পর্যন্ত সঙ্গীটাক জেলখানাত আটকে থুইলেক।

৩১ “এই ঘটনা দেখিয়া উয়ার অইন্য কর্মচারীলা খুব দুঃখ পাইলেক। উমরা যায়া সউগ ঘটনালা রাজাটাক কইলেক।

৩২ স্যেলা রাজাটা কর্মচারীটাক ড্যেকেয়া কইলেক, ‘পাজি কোটেকার! তুই মোক কাউলা-কাউলি করিলু বুলিয়া মুই তোর সউগ দেনা মুকুব করিয়া দিলুং।

৩৩ মুই যে নাকান তোর প্রতি দয়া করিলুং সেই নাকান তোরও তোর সঙ্গীর প্রতি করা উচিত ছিল কি না?’

৩৪ স্যেলা রাজাটা রাগ হয়া উয়ার সউগ দেনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উয়াক শাস্তি দিবার বাদে জেলখানাত থুইলেক।

৩৫ “তোমরালা সগায় যদি তোমারলার ভাইলাক অন্তর দিয়া ক্ষমা না করেন, তাইলে মোর স্বর্গের বাপও তোমারলার প্রতি একে নাকান ব্যবহার করিবে।”

১৯ এইলা কতা কওয়া শ্যেষ করি যীশু গালীল প্রদেশ ছাড়িয়া যর্দন নদীর অইন্য পারত যিহূদীয়া প্রদেশত গেইলেক।

২ ম্যেলা মানষি উয়ার পাছে পাছে যাবার নাগিলেক, আর উয়ায় ওটেকোনা মানষিলার অসুখ ভাল করিলেক।

৩ স্যেলা কয়েক জন ফরীশী আসিয়া যীশুক ফান্দোত ফ্যেলের বাদে পুছিলেক, “মহাপুরুষ মোশির আইন-কানুন মতে, কোন কারনে বিয়ার মাইয়াক ছাড়ি দেওয়া কি উচিত?”

৪ যীশু কইলেক, “তোমরা কি শাস্ত্রত পড়েন নাই যে, সিজ্জনকর্তা পইলাতে তোমারলাক বেটাছাওয়া-বেটিছাওয়া করি সিজ্জন করিচে আর কইচে,

৫ এই বাদে মানষি বাপ-মাওক ছাড়িয়া মাইয়ার সোদে এক হবে, আর উমার দুই জনের এক দেহা হবে।

৬ এই বাদে উমরা দুই জন আলাদা না হয়, এক দেহা। ভগবান যাক মিলন করিচে, মানষি উমাক যুদা না করুক।”

৭ স্যেলা ফরীশীলা উয়াক কইলেক, “তাইলে মহাপুরুষ মোশি ক্যেনে চিঠি নেখি মাইয়াক ছাড়ি দিবার আদেশ দিচে।”

৮ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমারলার মন কঠুর এই বাদে মোশি মাইয়াক ছাড়ি দিবার বিধান দিচে, কিন্তুক পইলাতে এই নাকান আছিলেক না।

৯ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং যে, যদি কাঙো ব্যভিচারের দোষ ছাড়া অইন্য কোন কারনে মাইয়াক ছাড়ি দিয়া অইন্যক বিয়াও করে, তাইলে উয়ায় ব্যভিচার করে।”

[১০] সে্যেলা উয়ার শিষ্যলা যীশুক কইলেক, “সোয়ামি আর মাইয়ার সমন্ধ যদি এই নাকানের হয়, তাইলে বিয়াও না করা ভাল।”

[১১] যীশু কইলেক, “সগায় এই কতা মানি নিবার পায় না, খালি যাক এই ক্ষমতা দেওয়া হইচে উমরায় এইটা মানি নিবার পায়।

[১২] কোন কোন মানষি মাওয়ের গর্ভ থাকি জন্মিয়া বিয়াও করির অক্ষম হয়। আর এমন কিছু মানষি আছে যাক মানষি বিয়াও করির অক্ষম বানাইচে। আরো এমন কিছু মানষি আছে যে, উমরা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার সেবা করির বাদে বিয়াও করে না। যায় এই শিক্ষা মানি নিবার পায়, উয়ায় মানি নেউক।”

[১৩] ইয়ার পাছত মানষিলা ছোট ছোট ছাওয়ালাক যীশুর বগলত আনিলেক, যাতে উয়ায় ছাওয়ালার মাথাত হাত থুইয়া প্রার্থনা করে। কিন্তু শিষ্যলা মানষিলাক ধমকাইলেক।

[১৪] যীশু সে্যেলা শিষ্যলাক কইলেক, “ছাওয়ালাক মোরটে আসির দেও, উমারলাক মানা করেন না ক্যেনেনা স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা এই নাকান মানষির বাদে।”

[১৫] তার পর যীশু সউগ ছাওয়ালার মাথাত হাত থুইয়া প্রার্থনা করিয়া ওটে থাকি চলি গেইলেক।

[১৬] এক দিন একটা মানষি আসিয়া যীশুক কইলেক, “গুরু, অমৃত জীবন পাবার বাদে মোক কোন ভাল কাম করির নাগিবে?”

১৭ যীশু উয়াক কইলেক, “কোনটা ভাল এই কতা ক্যেনে তুই মোক পুছির ধরচিস? ভাল খালি এক জনে আছে, উয়ায় ভগবান। তুই যদি অমৃত জীবন পাবার চাইস, তাইলে উয়ার সউগ আদেশ পালন কর।”

১৮ মানষিটা কইলেক, “কোন কোন আদেশ?” যীশু কইলেক, “খুন করিস না, ব্যভিচার করিস না, চুরি করিস না, আর মিছাং সাক্ষ্য দিস না,

১৯ তোর বাপ-মাওক সন্মান করেক, আর পাড়া-পড়শিক নিজের নাকান পিরিত করেক।”

২০ স্যেলা গাবুর চ্যেংড়াটা কইলেক, “মুই তো এইলা সউগ পালন করি আসির ধরচুং, মোক আর কি করির নাগিবে?”

২১ যীশু উয়াক কইলেক, “যদি তুই নিখুঁত খাটি হবার চাইস, তাইলে তোর সম্পত্তি বেচেয়া গরীবলাক দান করি দেক। তাতে তুই স্বর্গত ধন পাবু। আর মোর পাছে পাছে আইসেক।”

২২ এই কতা শুনিয়া গাবুর চ্যেংড়াটা মুখ কালা করি চলি গেইলেক, ক্যেনেনা উয়ার ম্যেলা ধন-সম্পত্তি আছিলেক।

২৩ যীশু স্যেলা উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, এক জন ধনী মানষির পক্ষে স্বর্গের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দা খুব কঠিন।

২৪ মুই তোমারলাক আরো কবার ধরচুং একটা উটের সুইয়ের ফোড়ং দিয়া সোন্দা খুব সহজ কিন্তুক এক জন ধনী মানষির

ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দা খুব কঠিন।”

২৫ এই কতা শুনিয়া শিষ্যলা অচানক হয়া কইলেক, “তাইলে পাপ থাকি কায় অমৃত জীবন পাবার পায়।”

২৬ যীশু শিষ্যলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “যেইটা মানষিরটে অসাইধ্য, কিন্তুক ভগবানের সউগলায় করির সাইধ্য আছে।”

২৭ পিতর স্যেলা কইলেক, “হামরা সউগ কিছু ছাড়ি দিয়া তোমার পাছ ধরচি, তাইলে হামরা কি পামু?”

২৮ যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরা যায় যায় মোর পাছ ধরিচেন, য্যেলা এই দুনিয়ার সউগ কিছু নয়া হবে, বাছাই করা মানষিটা জাকজমকের সাথত সিংহাসনত বসিবে, স্যেলা তোমরাও বারোটা সিংহাসনত বসিবেন। আর ইস্রায়েলের বারোটা গোষ্ঠির বিচার করিবেন।”

২৯ যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যে কাঙো মোক মানি নিয়া বাড়ি-ঘর, নিজের মাও-বাপ, ভাই-বইনি, ছাওয়া-ছোট, জাগাজমি, ছাড়ি দেয় উয়ায় একশগুন বেশী পাবে, আর অমৃত জীবন পাইবে।

৩০ কিন্তু যায় যায় এলা উচা পদত আছে, পরে উমরা নিচা পদ পাবে, আর যায় নিচা পদত আছে উমরা উচা পদ পাবে।”

২০ আরেকটা গল্প কইলেক, “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা হইলেক এক জন জমিদারের নাকান। এই জমিদার এক দিন খুব ভোর বেলা

আবাদ বাড়িত কাম করেবার বাদে কামলা খুজির গেইলেক।

২ উয়ায় কামলালাক এক দিনের হাজিরার টাকা দিবে বুলিয়া ঠিক করিয়া আংগুর বাড়িত উমারলাক প্যেঠেয়া দিলেক।

৩ পেরায় নয়টার সমায় উয়ায় বাড়ির বায়রাত গেইলেক আর বাজারত যায়া দেখিলেক কয়েক জন মানষি কাম না করিয়া খাড়া হয়া আছে।

৪ উয়ায় উমারলাক কইলেক, ‘তোমরাও মোর আংগুর বাড়িত কাম করির যাও, মুই তোমারলাক তোমার পাওনা হাজিরা দিম।’

৫ স্যেলা উমরাও আংগুর বাড়িত কাম করির গেইলেক। এই জমিদারটা পেরায় বারোটা আর তিনটার সমায় বাড়ির বাইরা যায়া ঐ একে নাকান করি কামলালাক কামত প্যেঠাইলেক।

৬ “পেরায় পাঁচটার সমায় উয়ায় আরো বাইরা যায়া দেখিলেক, আরো অইন্য কয়জন মানষি খাড়া হয়া আছে। উয়ায় উমারলাক কইলেক, ‘ক্যেনে তোমরা সারা দিন কোন কাম না করিয়া খাড়া হয়া আছেন?’

৭ “উমরা উয়াক কইলেক, ‘কাঙো হামাক কামত নাগায় নাই।’ “উয়ায় ওই মানষিলাক কইলেক, ‘তোমরাও যায়া মোর আংগুর বাড়িত কাম করো।’

৮ “দিনের শ্যেষত ক্ষেতের মালিক উয়ার কর্মচারীক ড্যেকেয়া কইলেক, ‘কামলালাক ড্যেকেয়া উমারলাক সগাকে উমার হাজিরা মিটি দেও। কিন্তুক যে কামলা পাঁচটার সমায় কামত

ধরচে উয়ার হাজিরা পইলাতে মিটি দেও, আর যে কামলা দিনের শুরুতে কামত ধরচে উয়ার হাজিরা শ্যেষত মিটি দেও।’

৯ “বিকাল পাঁচটার সমায় যেই কামলালা কামত ধরচে, উমরালা সগায় এক দিনের হাজিরার টাকা নিয়া গেইলেক।

১০ পইলাতে যাক যাক কামত নাগা হইচে, উমরা বেশী পাবে বুলিয়া আশা করচে। কিন্তুক উমরালাও সগায় এক দিনের হাজিরার টাকা পাইলেক।

১১ এই বাদে উমরা মালিকের বিরুদ্ধে গোসা হয়া কবার নাগিলেক,

১২ ‘হামরা সারা দিন রৌদত ছোবা যায়া কাম করচি। কিন্তু যাক যাক শ্যেষত কামত নাগা হইচে, উমরা মাত্র এক ঘণ্টা কাম করিচে, আর উমারলাক তোমরা হামার সমান হাজিরা দিলেন।’

১৩ “স্যেলা মালিকটা উমারলার মইদ্ধে এক জনক কইলেক, ‘সখা, মুই তোমার উপরাত কোন অন্যায় করং নাই। তুই কি এক দিনের হাজিরার টাকায় কাম করির রাজি হইস নাই?

১৪ তোমার পাওনা নিয়া চলি যাও। তোমাক যেমন দিচুং, পাছত যায় আসচে উয়াকও একে নাকান দিবার মোর ইচ্ছা।

১৫ যেইলা মোর নিজের, সেইলা মোর খুশি মতন ব্যবহার করিবার অধিকার কি নাই? নাকি মুই দয়ালু বুলিয়া তোমার চোখু টাটের ধরচে?’”

১৬ গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, “একে নাকান করি যায় যায় শ্যেষত আছে উমরালা পইলাত হবে, আর যায় যায় পইলাত উমরালা শ্যেষত পড়িবে।”

১৭ ইয়ার পাছত যীশু বারো জন শিষ্যক নিয়া যিরূশালেমত যাত্রা করিলেক। ঘাটাত উয়ায় এক নিরিবিলি জাগাত উমারলাক ড্যেকেয়া কইলেক,

১৮ “দেখ, হামরালা এলা যিরূশালেম যাবার ধরচি। ওটেকোনা বাছাই করা মানষিটাক প্রধান বামন আর পন্ডিতলার হাতত ধরে দেওয়া হবে, উমরালা উয়ার বিচার করিয়া মরণ দন্ডের রায় দিবে।

১৯ উয়াক তামশা করির বাদে চাবুক মারির আর ক্রুশত দিবার বাদে অইন্য জাতির মানষিলার হাতত তুলি দিবে। তার পাছত তিন দিনের দিন উয়ায় মরণক জয় করি বত্তি উঠিবে।”

২০ পাছত সিবদিয়ের দুই বেটাক সাথত নিয়া উমারলার মাও যীশুরটে আসিলেক। আর উমারলার মাও হাংকুড়া পাড়ি ভক্তি দিয়া কইলেক, “মোর বাদে কিছু কর।”

২১ যীশু কইলেক, “তুই কি চাইস?” উয়ায় কইলেক, “তোমরা মোক কতা দেও যাতে তোমার শাসন ব্যবস্থাত মোর এই দুই বেটা এক জন তোমার ডান পাকে আর এক জন বাও পাকে বসির জাগা পায়।”

২২ যীশু ইয়ার উত্তরে কইলেক, "তোমরা কি চাবার নাগচেন, সেইটা জানেন না। মুই দুঃখ-কষ্টের নোটাত খাবার যাবার ধরচুং ঐটাতে কি তোমরা খাবার পাবেন?" উমরা কইলেক, "হ্যে, হামরা পামো।"

২৩ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, "সচাংয়ে তোমরা খাবার পাবেন কিন্তুক ডাইন পাকে আর বাঁও পাকে বসির দিবার অধিকার মোর নাই। মোর স্বর্গের বাপ, যার যার বাদে সেই জাগা ঠিক করি থুইচে উমরায় পাবে।"

২৪ এই কতা শুনিয়া বাকি দশ জন শিষ্য দুই ভাইয়ের উপরাত রাগ হয়া গেইলেক।

২৫ যীশু স্যেলা উমারলাক নিজের বগলত ড্যেকেয়া কইলেক, "তোমরা জানেন যে, জগতের অইন্য জাতির মানষিলা যায় যায় দেওয়ানী হয়া শাসন করে, উমরালা ক্ষমতা দিয়া মানষিক ডাবে থুইয়া অইত্যাচার করে।

২৬ কিন্তুক তোমারলার মাঝত এই নাকান হওয়া ঠিক না হয়। তোমারলার মাঝত যায় বড় হবার চায়, উয়াক সেবাকারী হবার নাগিবে।

২৭ যায় আগত থাকির চায় উয়াক সগারে চাকর হবার নাগিবে।

২৮ মনত থোন, মুই যে বাছাই করা মানষিটা, সেবা পাবার বাদে আইসোং নাই, মুই সেবা করির বাদে আসচুং। আর অইন্য

পরানের বদলে নিজের পরান দিয়া ম্যেলা মানষির মুক্তির দাম চুকাইম।”

২৯ যীশু আর উয়ার শিষ্যলা যিরীহো গঞ্জ ছাড়ি যাবার সমায় ম্যেলা মানষি পাছে পাছে যাবার ধরচে।

৩০ ঐ ঘাটার বগলত দুই জন কানা মানষি বসিয়া আছিলেক। যীশু ঐ ঘাটা দিয়া যাবার ধরচে শুনিয়া উমরা চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “ও বাহে দায়ূদের বংশধর যীশু, হামাক দয়া কর।”

৩১ উমরা যাতে চুপ করি রয় এই বাদে মানষিলা ধমক দিলেক। কিন্তু উমরা আরো জোরে চিকরিয়া কইলেক, “হে প্রভু, দায়ূদের বংশধর হামাক দয়া করেক।”

৩২ স্যেলা যীশু থামিলেক আর উমারলাক ড্যেকেয়া কইলেক, “তোমরা কি চান? মুই তোমার বাদে কি করিম?”

৩৩ উমরা যীশুক কইলেক, “গুরু, হামরা যেনে দেখির পাই।”

৩৪ যীশুর স্যেলা উমার প্রতি মায়া হইলেক। উয়ায় উমার চোখু নারিলেক, আর সেলায় সেলায় উমরা দেখির পাইলেক আর উয়ার পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

২১

যীশু আর উয়ার শিষ্যলা যিরূশালেমের বগলা বগলি জলপই পাহাড়ের বগলত বৈৎফগী গেরামত আসিয়া পৌছিলেক। স্যেলা দুই জন শিষ্যক এই কয়া প্যেঠাইলেক,

২ “তোমরা বগলের ঐ গেরামটাত যাও। ঐটে যাইতে কালে দেখির পাবেন যে, একটা গাধা বান্দা আছে, আর উয়ার একটা বাচ্চাও উয়ার সোদে আছে। ওই দুইটাক হোসকেয়া মোরটে নিয়া আইসো।

৩ কাঙোয় যদি তোমারলাক কোনো কিছু পুছে, স্যেলা কন, ‘প্রভু চাইচে, পাছত উয়ায় দুইটাকে ফিরিয়া দিবে।’”

৪ এই নাকান হইলেক যাতে, ভগবানের ভাববাদীর মইদ্ধো দিয়া যে কতালা কওয়া হইচে, সেইলা পূরণ হয়,

৫ তোমরা সিয়োন কইন্যাক কন, দেখ, তোর রাজা তোরটে আসির ধরচে। উয়ায় নম্র, উয়ায় একটা গাধার বাচ্চার পিটিত চড়িয়া আসির ধরচে।

৬ যীশু শিষ্যলাক যেই নাকান করি কইচে উয়ার শিষ্যলা যায়া ঐ নাকানে করিলেক।

৭ গাধা আর গাধার বাচ্চাটাক আনিয়া উমরা ঐটার পিটির উপরাত উমারলার নিজের দেহার গিলাপ পাড়িয়া দিলেক, তার পাছত যীশু বসিলেক।

৮ ম্যেলা মানষি সন্মান জানের বাদে উমার দেহার গিলাপ ঘাটাত পাতিয়া দিলেক। আর অইন্য মানষিলাও গছের ডাল কাটিয়া ঘাটাত বিছিয়া দিলেক।

৯ যায় যায় যীশুর আগে পাছে যাবার ধরচে, উমরালা চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “দায়ূদের বংশের জয় হউক! ধন্য! ভগবানের

নামে যায় আসির ধরচে, উয়ায় ধন্য! স্বর্গের মহান ভগবানের জয় হউক।”

১০ যেলা যীশু যিরূশালেম সোন্দাইলেক, স্যেলা গোটায় গঞ্জটাত হুলস্থূল পড়ি গেইলেক। সগায় পুছির নাগিলেক, “ইনায় কায়?”

১১ মানষিলা কবার নাগিলেক, “উয়ায় হইলেক, গালীল প্রদেশের নাসারত গেরামের ভগবানের ভাববাদী যীশু।”

১২ ইয়ার পাছত যীশু দশংগতি মন্দিরত সোন্দেয়া ওটেকোনা যায় যায় কেনা বেচা করির ধরছিলেক, উমারলাক সগাকে খ্যেদেয়া দিলেক। যায় যায় টাকা বদলি করির বাদে টেবিল সাজেয়া বসিয়া আছিলেক, আর যায় যায় কইতোর বেচেবার আইসচে, উমারলার টেবিল আর বসিবার জাগা উল্টিয়া ফ্যেলেয়া দিলেক।

১৩ যীশু উমারলাক কইলেক, “শাস্ত্রত নেখা আছে, ‘মোর ঘর হবে প্রার্থনার ঘর।’ কিন্তুক তোমরা এইটাক বানাইচেন ‘চোর ডাকুর আড্ডাখানা।’”

১৪ ইয়ার পাছত ম্যেলা কানা আর নেংড়া মানষি মন্দিরের ওটেকোনা আসিলেক আর যীশু উমাক ভাল করিলেক।

১৫ প্রধান বামনলা আর পন্ডিত মানষিলা যীশুক ম্যেলা অচানক কাম করির দেখিলেক। আর দেখিলেক যে দশংগতি মন্দিরত চ্যেংড়া চ্যেংড়িলা চিকিরিয়া কবার নাগচে, “দায়ূদের বংশধর

যীশুর জয় জয়কার হউক।” এইলা দেখিয়া শুনিয়া উমরালা গোসা হয়া যীশুক কইলেক, “উমরালা কি কবার ধরচে,

[১৬] তুই কি শুনির পাবার ধরচিস?” যীশু কইলেক, “হ্যে, পাবার ধরচুং, শাস্ত্রত তোমরা কি কোনো দিন পড়েন নাই? ওটেকেনা নেখা আছে, চ্যাংড়া চ্যাংড়িলাক আর দুধ খাওয়া ছাওয়া-ছোটলাক গুণকিত্তন করির শিখাইচিস।”

[১৭] ইয়ার পাছত যীশু উমারলাক ছাড়িয়া গঞ্জের বায়রাত বৈথনিয়া গেরামত চলি গেইলেক। আর ওটেকোনায় রাতি কাটাইলেক।

[১৮] পরের দিন সাকালে যীশু য্যেলা যিরূশালেম ফিরি আসিলেক স্যেলা যীশুক ভোগ নাগিলেক।

[১৯] উয়ায় ঘাটার বগলত একটা ডুমুর গছ দেখির পায়া গছটার ওটেকোনা গেইলেক, কিন্তুক গছটাত পাত ছাড়া কোন কিছুই দেখির পাইলেক না। স্যেলা উয়ায় গছটাক কইলেক, “আর কোনো দিনও তোর ফল না ধরুক।” আর স্যেলায় ডুমুর গছটা শুকি গেইলেক।

[২০] এই ঘটনাটা দেখিয়া শিষ্যলা অচানক হয়া কইলেক, “ক্যেমন করি এত তাড়াতাড়ি ডুমুর গছটা শুকি গেইলেক?”

[২১] ইয়ার উত্তরে যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরা সন্দেহ না করিয়া যদি বিশ্বাস করেন তাইলে মুই ডুমুর গছটাক যেই নাকান করচুং তোমরাও তা করির পাবেন।

খালি এই নাকানে না হয়, তোমরা যদি ঐ পাহাড়টাক কন উঠি যায়া সাগরত পড়েক, আর তাইলে এই নাকানে হবে।

২২ তোমরা যদি বিশ্বাস করিয়া প্রার্থনা করেন তাইলে যা চাবেন তাই পাবেন।”

২৩ যীশু য্যেলা মন্দিরত যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার ধরছিলেক, সেই সমায় প্রধান বামনলা আর যিহূদী নেতালা আসিয়া কইলেক, “তোমরা এইলা কোন অধিকারে করির ধরচেন? এইলা অধিকার তোমাক কায় দিচে?”

২৪ যীশু উমারলাক কইলেক, “মুইও তোমারলাক একটা কতা পুছিম। তোমরা যদি তার উত্তর দেন তাইলে মুইও তোমারলাক কইম যে, কোন অধিকারে মুই এইলা করির ধরচুং।

২৫ কন দেখি, দীক্ষা দিবার অধিকার যোহন কোটে থাকি পাইচে? ভগবানেরটে থাকি না মানষিরটে থাকি?” স্যেলা উমরা একে অইন্যের নগত কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, “হামরা যদি কই ভগবানেরটে থাকি, তাইলে উয়ায় হামারলাক কবে, তাইলে ক্যেনে তোমরা যোহনক বিশ্বাস করেন নাই?

২৬ কিন্তু হামরা যদি কই, মানষিরটে থাকি, তাইলেও মানষিলারটে হামার ভয় আছে। ক্যেনেনা মানষিলা যোহনক ভগবানের ভাববাদী বুলিয়া মানে।”

২৭ এই বাদে উমরা কইলেক, “হামরা জানিনা।” স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “তাইলে মুইও তোমারলাক কইম না, এইলা

কোন অধিকারে করির ধরচুং।”

২৮ তার পাছত যীশু কইলেক, “আচ্ছা, এই বিষয়ে তোমরালা কি মনে করেন? ধরি নেও, এক জন মানষির দুইটা বেটা আছিলেক। উয়ায় উয়ার বড় বেটারটে যায়া কইলেক, ‘বাউ, আজি তুই আংগুর বাড়িত যায়া কাম করেক।’

২৯ বেটাটা কইলেক, ‘মুই যাইম না।’ কিন্তু পাছত উয়ায় মন বদলেয়া কামত গেইলেক।

৩০ ইয়ার পাছত মানষিটা উয়ার অইন্য বেটাটারটে যায়া একে কতা কইলেক। এই বেটাটা কইলেক, ‘ঠিক আছে বাবা, মুই অল্প পাছত যাবার ধরচুং,’ কিন্তুক গেইলেক না।

৩১ উমার দুই জনের মইদ্ধোত কায় বাপের ইচ্ছা পালন করিলেক?” স্যেলা ধর্মীয় নেতালা কইলেক, “পইলা জন।” যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, মাসুল আদায়কারীলা আর বেশ্যালা তোমারলার আগতে ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দাবে।

৩২ ক্যেনেনা যোহন জীবনের সঠিক ঘাটা দেখেবার বাদে তোমালারটে আসছিলেক। আর তোমরালা উয়াক বিশ্বাস করেন নাই। কিন্তু মাসুল আদায়কারী আর বেশ্যালা উয়াক বিশ্বাস করিচে। এইলা দেখিয়াও তোমরালা মন ফিরান নাই আর উয়াক বিশ্বাসও করেন নাই।”

৩৩ “আর একটা গল্প কং, শোন। এক জন জোতদার আংগুর খ্যেত নাগেয়া উয়ার চাইরো পাকে বেড়া দিলেক। পাছত ঐ খ্যেতত আংগুর রস করিবার বাদে একটা খাল খুড়িলেক। আর পাহারা দিবার বাদে একটা উচা টং বানাইলেক। ইয়ার পাছত জোতদারটা কয়জন চাষারটে ঐ খ্যেতখান আধি দিয়া বিদেশ চলি গেইলেক।

৩৪ য্যেলা আংগুর পাকির সমায় হইলেক, স্যেলা উয়ায় সেই ফললার ভাগ নিবার বাদে উয়ার চাকরলাক ঐ আধিয়ারলারটে প্যেঠাইলেক।

৩৫ আধিয়ারলা উয়ার চাকরলার এক জনক ধরি ডাঙাইলেক, এক জনক খুন করিলেক, অইন্য আর এক জনক শিল দিয়া ঢ্যেলেয়া মারি ফ্যেলাইলেক।

৩৬ ইয়ার পাছত উয়ায় পইলা বারের চায়া আরো ম্যেলা চাকরক দিয়া প্যেঠাইলেক। কিন্তুক ঐ আধিয়ারলা চাকরলার নগত একে নাকান ব্যবহার করিলেক।

৩৭ আংগুর খ্যেতের মালিক শ্যেষত নিজের বেটাক প্যেঠাইলেক। উয়ায় চিন্তা করিলেক, উমরা অন্ততঃ উয়ার বেটাক সন্মান দিবে।

৩৮ কিন্তুক আধিয়ারলা য্যেলা মালিকের বেটাক আইসা দেখিল, স্যেলা উমরা নিজের মইদ্ধোত কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক,

‘আরেঃ ইয়ায় হবে আইন মতন সম্পত্তির মালিক। চল হামরা উয়াক মারি ফ্যেলাই। ইয়াতে হামরায় সম্পত্তির মালিক হমু।’

৩৯ এই কয়া উমরা বেটাটাক ধরিয়া আংগুর খ্যেতের বায়রাত নিয়া যায়া মারি ফ্যেলাইলেক।

৪০ তাইলে কন দেখি, আংগুর খ্যেতের মালিক য্যেলা ফিরি আসিবে, স্যেলা ঐ আধিয়ারলাক নিয়া কি করিবে?”

৪১ ঐ যিহূদী ধর্মীয় নেতালা যীশুক কইলেক, “উয়ায় ঐ পাজি মানষিলাক একে বারে নাশ করিবে। আর যেই চাষালা উয়াক সমায় মত ফলের ভাগ দিবে উমারলাকে ঐ আংগুর খ্যেতখান আধি দিবে।”

৪২ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক, “তোমরালা কি শাস্ত্রের এই অংশটা পড়েন নাই? রাজ মিস্ত্রিলা যেই খুটিটা বাতিল করি দিচে, ঐটায় হইলেক ঘরের মূল খুটি। এই কামটা প্রভুই করিলেক। এই বাদে এইটা হামার চোখুত অচানক নাগে।

৪৩ “এই বাদে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা তোমারলারটে থাকি নিয়া নেওয়া হবে। আর এই নাকান মানষিলাক দেওয়া হবে, যার জীবনত সেই শাসনের উপযুক্ত ফল দেখা যাবে।

৪৪ “কাঙো যদি এই খুটির উপরাত পড়ে তাইলে উয়ায় টুকরা টুকরা হয়া যাবে, আর যার উপরাত ঐ খুটি পড়িবে উয়ায় গুড়া হয়া যাবে।”

৪৫ প্রধান বামনলা আর ফরীশীলা যীশুর দেওয়া এই গল্পলা শুনিয়া বুঝির পাইলেক যে, যীশু উমারে বিষয়ে কতালা কইচে।

৪৬ এই বাদে উমরা যীশুক ধরির চাইলেক, কিন্তুক ভিড়ের মানষিলার ভয়ে ধরিলেক না। ক্যেনেনা মানষিলা উয়াক ভাববাদী বুলি মনে করির ধরছিলেক।

২২ যীশু শিক্ষা দিবার বাদে ধর্ম গুরুলাক আর একটা গল্প কইলেক,

২ “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা এক জন রাজার নাকান, উয়ায় উয়ার বেটার বিয়াও বাড়ির খাবার জোগার করিয়া থুইলেক।

৩ ঐ ব্যাপারের বাড়িত নিমন্তন পাওয়া মানষিলাক ড্যেকেবার চাকরলাক প্যেঠাইলেক, কিন্তু উমরা আসির চাইলেক না।

৪ স্যেলা রাজা আরো দোসরা চাকরলাক প্যেঠেয়া কইলেক, নিমন্তন পাওয়া মানষিলারটে যায়া উমারলাক কন যে, হামার খাবার জোগার আছে, খাবারের বাদে ভাল ভাল পশুলা মারা হইচে, আর সউগলায় জোগার আছে। তোমরালা খাবার আইসো।

৫ “কিন্তু নিমন্তন পাওয়া মানষিলা চাকরলার কতা না শুনিয়া কাঙো নিজের ক্ষেতত আর কাঙো নিজের কামত চলি গেইলেক।

৬ আর দোসরা মানষিলা রাজার চাকরলাক ধরিয়া অপমান করিয়া ডাঙেয়া মারি ফ্যেলাইলেক।

[৭] স্যেলা এই কতা শুনিয়া রাজা খুব রাগ হয়া গেইলেক, উয়ায় সৈন্য-সামন্ত প্যেঠে দিয়া খুনীলাক মারি ফ্যেলাইলেক, আর সৈন্যলা উমার গঞ্জটাও ছোবা দিলেক।

[৮] পাছত রাজা চাকরলাক কইলেক, ‘বিয়াও বাড়ির খাবার রান্দা হইচে কিন্তু যে সাগাই-সোদরলাক নিমন্তন করা হইচে, উমরা ইয়ার যোগ্য না হয়।

[৯] এই বাদে তোমরালা ঘাটার মোড়ে মোড়ে যাও, আর যত মানষির দেখা পাবেন সগাকে বিয়াও বাড়িত খাবার বাদে আব্দার করি ডাকে আনো।’

[১০] স্যেলা চাকরলা ঘাটার মোড়ে মোড়ে ভাল-বেয়া যাক যাক পাইলেক, উমারলাক সগাকে ডাকে আনিলেক। আর এই বাদে বিয়াও বাড়ির খাবার ঘর নিমন্তনিয়া দিয়া ভরি গেইলেক।

[১১] “আর রাজা সাগাই-সোদরলাক দেখির বাদে ভিতিরা গেইলেক, কিন্তু ভিতিরা যায়া দেখির পাইলেক যে, এক জন মানষি বিয়াও বাড়ির পোশাক না পিন্দিয়া খাবার আইসচে।

[১২] স্যেলা রাজা উয়াক পুছিলেক, ‘তুই ক্যেমন করি বিয়াও বাড়ির পোশাক না পিন্দিয়া এটেকোনা সোন্দালু?’ কিন্তু উয়ায় উত্তর না দিয়া ঝিত করি রইলেক।

[১৩] স্যেলা রাজা চাকরলাক কইলেক, ‘ইয়াক হাত ঠ্যেং বান্দিয়া বাইরা আন্ধারত ফ্যেলেয়া দেও, আর ঐটে মানষি কান্দিবে আর যন্তনাত দাঁতে দাঁত কিড়মিড়াবে।’”

১৪ গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, “ম্যেলা মানষিক ড্যেকা হইচে, কিন্তু অল্প মানষিক বাছাই করা হইচে।”

১৫ স্যেলা ঐটে থাকি ফরীশীলা চলি গেইলেক, যীশুর কতা দিয়া উয়াক ক্যেংকরি ফ্যেসাদত ফ্যেলা যায়, ফন্দি করির নাগিলেক।

১৬ আর ফরীশীলা নিজের দলের কয়জন মানষির নগত হেরোদের দলের কয়জন মানষিক নিয়া যীশুর ঐটে প্যেঠাইলেক। “গুরু, হামরা জানি তোমরা এক জন সৎ মানষি, ভগবানের ঘাটা সমন্ধে ভাল শিক্ষা দেন। মানষি কায় কি কবে সেটার ধার ধারেন না আর মানষি কি ভাবিবে সেইটাও কিছুই মনে করেন না।

১৭ এই বাদে তোমরায় কন, মোশির আইন-কানুন মতে রোমের মহারাজাক কি মাসুল দেওয়া ঠিক? তোমরা কি মনে করেন?”

১৮ যীশু উমার বেয়া চিন্তা-ভাবনা বুঝির পায়া কইলেক, “ভন্ডের দল! ক্যেনে মোক ফ্যেসাদত ফ্যেলের ফন্দি করির ধরচেন?

১৯ যে টাকা মাসুল দিবার বাদে ব্যবহার করা হয়, সেটা মোক দেখান।” উমরালা একটা টাকা যীশুক দেখাইলেক।

২০ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “এই টাকার উপরা ফটক আর নামটা কার?”

২১ উমরা কইলেক, “রোমের মহারাজার।” স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “যেটা রোমের মহারাজার সেইটা মহারাজাক দেও। আর যেটা ভগবানের সেটা ভগবানক দেও।”

২২ উমরা এই কতা শুনিয়া অচানক হইলেক। স্যেলা উয়াক থুইয়া ওটে থাকি চলি গেইলেক।

২৩ যায় যায় কয় মরা মানষি ফির বত্তি ওঠে না, সেই সদ্দূকী দলের কিছু মানষি ঐ দিন যীশুর বগলত আসিয়া উয়াক একটা কতা পুছিলেক।

২৪ আর উমরা কইলেক, "গুরু, মহাপুরুষ মোশি কইচে যদি কোনো মানষি আটকুড়া হয়া মরি যায়, তাইলে উয়ার ভাই ঐ বিধুয়াক বিয়াও করিবে আর উয়ার ভাইয়ের বংশ বাড়াবে।

২৫ একটা পরিবারের সাত ভাই আছিলেক। পইলা জন বিয়াও করিলেক, পাছত উয়ায় মরি গেইলেক। আর উয়ায় আটকুড়া হওয়াতে, উয়ার ভাই ঐ বিধুয়াক বিয়াও করিলেক।

২৬ এই নাকান করি পইলা থাকি সাত জন পর্যন্ত ঐ মাইয়াক বিয়াও করিলেক আর সগায় মরি গেইলেক।

২৭ শ্যেষত ঐ মাইয়াটাও মরি গেইলেক।

২৮ এলা হামারলার প্রশ্ন হইলেক, ফির সেই সাত ভাই বত্তি ওঠার পাছত ঐ মাইয়া কার হবে, ক্যেনেনা সগায় উয়াক বিয়াও করিচিলেক?"

২৯ স্যেলা যীশু উমারলাক উত্তর দিয়া কইলেক, "তোমরালা ভুল করির ধরচেন, ক্যেনেনা তোমরালা শাস্ত্র জানেন না, জানেন না ভগবানের আত্মিক শক্তির কতা।

৩০ ফম থোন, মরা মানষি ফির বত্তি ওঠার পাছত বিয়াও করে না আর উমাক বিয়াও দেওয়া হবে না। এই বাদে উমরা স্বর্গদূতের নাকান হবে।

৩১ মরা মানষির বত্তি ওঠার সমন্ধে ভগবান তোমারলাক যে কতা কইচে, সেই কতা তোমরা কি পবিত্র শাস্ত্রত পড়েন নাই?

৩২ শাস্ত্রত নেখা আছে, 'মুই মহাপুরুষ অব্রাহামের ভগবান, ইসহাকের ভগবান, আর যাকবের ভগবান।' ভগবান মরা মানষির ভগবান না হয়, ভগবান হইলেক বত্তা মানষির ভগবান।"

৩৩ স্যেলা জোটো হওয়া মানষিলা এই শিক্ষা শুনিয়া অচানক হইলেক।

৩৪ য্যেলা ফরীশীলা শুনির পাইলেক যে, যীশু সদ্দূকীলার মুখ বন্ধ করি দিচে, স্যেলা উমরা দল বান্দিয়া যীশুর বগল আসিলেক।

৩৫ উমার মইদ্ধো থাকি এক জন শাস্ত্র জানা পন্ডিত যীশুক ফান্দোত ফ্যেলের বাদে পুছিলেক,

৩৬ "গুরু, মোশির আইন-কানুনের মইদ্ধে সউগ থাকি বড় আদেশ কোনটা?"

৩৭ স্যেলা যীশু উয়াক কইলেক, " 'তোর সউগ অন্তর, সউগ মন, সউগ পরান দিয়া তোর দয়াল ভগবানক পিরিত করেক।'

৩৮ এইটায় হইলেক পইলা সউগ চায়া মহান আদেশ।

৩৯ আর দ্বিতীয় আদেশটা পইলা আদেশের নাকান, ‘তোর নিজের দেহার নাকান করি তোর পাড়া-পড়শীকও পিরিত করেক।’

৪০ মোশির সউগ আইন-কানুন আর ভগবানের ভাববাদীলা সউগ শিক্ষা এই দুইটা আদেশের উপরত নির্ভর করে।”

৪১ সে্যেলাও ফরীশীলা ঐটে হাজির ছিলেক, এমন সমায় যীশু উমারলাক পুছিলেক,

৪২ “বাছাই করা রাজার সমন্ধে তোমরা কি মনে করেন? উয়ায় কার বংশের?” উমরা কইলেক, “উয়ায় দায়ূদের বেটা।”

৪৩ সে্যেলা যীশু কইলেক, “তায় দায়ূদ ক্যেংকরি পবিত্র আত্মার চালনায় বাছাই করা রাজাক ‘মালিক’ বুলিয়া ড্যেকাইচে? দায়ূদ কইচিলেক,

৪৪ ‘পরম প্রভু মোর মালিকোক কইলেক, যতক্ষণ মুই তোর শত্রুলাক তোর ঠ্যাংএর তলাত না থোং, অতক্ষণ মোর ডাইন পাকে বইসেক।’

৪৫ দায়ূদ যদি বাছাই করা রাজাক ‘মালিক’ বুলি ড্যেকাইচে, তাইলে ক্যেংকরি উয়ায় দায়ূদের ছাওয়া হবার পায়?”

৪৬ কিন্তু কাঙোয় কোনো উত্তর দিবার পাইলেক না, আর সেই দিন থাকি উয়াক কাঙোয় কোনো কিছু পুছিবার সাহস পাইলেক না।

২৩ ইয়ার পাছত যীশু মানষিলাক আর উয়ার শিষ্যলাক কইলেক,

২ “মহাপুরুষ মোশির বিধানত শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে পন্ডিতলাক আর ফরীশীলাক অধিকার দেওয়া হইচে।

৩ তারে বাদে উমরালা যেইলা আদেশ দেয়, তোমরাও সেইলা মানি চল। কিন্তু উমরালা যেইলা করে, তোমরা সেইলা না করেন। মুই এই কতা কবার ধরচুং, ক্যেনেনা উমরালা খালি মুখ দিয়া কয়, কিন্তুক সেইলা করে না।

৪ উমরালা বড় বড় বোঝা বান্দিয়া মানষির ঘাড়ত চাপে দেয়, কিন্তু উমরালা উবি নিয়া যাওয়ার বাদে হাত না নাগায়।

৫ উমরালা যেইলায় করে সউগলায় মানষিক দেখেবার বাদে, পবিত্র শাস্ত্রের নেখা পদলাক বড় করিয়া কবজ বানায় আর গিলাপত লম্বা লম্বা ঝুল নাগেয়া পিন্দে।

৬ উমরালা খাবারের সমায় ভাল জাগাত আর উপাসনা ঘরত মানিগুনী মানষিলার বাদে যে আসন থাকে, ঐ আসনত বসির ভাল পায়।

৭ উমরালা হাট-বাজারত মানষিলারটে সন্মান খুজি বেড়ায় আর চায় মানষিলা যাতে উমাক গুরু কয়া ড্যেকায়।

৮ “কাঙো তোমারলাক গুরু কয়া ড্যেকাউক এইটা তোমরা না চান, ক্যেনেনা তোমারলার গুরু এক জনেই আছে, আর

তোমরালা সগায় হইলেন ভাই বইনি।

[৯] এই দুনিয়াত কাঙোকে বাপ কয়া না ড্যেকান ক্যেনেনা তোমারলার বাপ এক জনেই আছে, উয়ায় স্বর্গত আছে।

[১০] কাঙো তোমারলাক গুরু কয়া ড্যেকাউক এইটা তোমরা না চান, ক্যেনেনা তোমারলার এক জনেই গুরু আছে। উয়ায় 'বাছাই করা রাজা।'

[১১] তোমারলার মইদ্ধোত সগার থাকি বড় যায়, তায় তোমারলার চাকর হউক।

[১২] যে কাঙো নিজক বড় মনে করে, উয়াক ছোট করা হবে। যায় নিজক ছোট মনে করে উয়াক বড় করা হবে।

[১৩] "ছিঃ! পন্ডিত আর ফরীশীর দল তোমরালা ভন্ড, তোমরালা মানষিলার বাদে স্বর্গের শাসন ব্যবস্থার দুয়োর বন্ধ করি থুইচেন। তোমরা নিজেও সোন্দাবেন না আর যায় যায় সোন্দের চেষ্টা করির ধরচে উমাকও সোন্দের দিবার ধরচেন না।"

[১৪] "ছিঃ! পন্ডিত আর ফরীশীর দল তোমরালা ভন্ড, তোমরালা মানষিক দেখের বাদে লম্বা লম্বা প্রার্থনা করেন। অইন্য পাকে বিধুয়ার সম্পত্তি দখল করেন। এই বাদে তোমারলার শাস্তি আরো বেশী হবে।

[১৫] "ছিঃ পন্ডিত আর ফরীশীর দল তোমরালা ভন্ড, তোমরা এক জন মানষিক নিজের ধর্মত আনির বাদে তোমরা দুনিয়ার নানান জাগাত ঘুরি বেড়ান। আর য্যেলা কাঙোয় তোমার ধর্মত আইসে

স্যেলা তোমরা নিজেরলার চায়া উয়াক বেশী নরকের উপযুক্ত করেন।

১৬ “ছিঃ তোমারলাক! তোমরালা ঘাটা দেখাইয়ালা কানা। তোমরালা কয়া থাকেন মন্দিরের নামে কিরা কাটিলে উয়াতে কোন কিছু না হয়, কিন্তু কাঙো যদি দশংগতি মন্দির ঘরের সোনার নামে কিরা কাটে তাইলে ঐটা পূরণ করির নাগিবে।

১৭ কানা মূর্খের দল, কোনটা বড়? সোনা, না সেই দশংগতি মন্দির, যেই সোনাক ভগবানের বাদে আলদা করি থোয়া হয়।

১৮ তোমরা আরো এই কতাও কন, যজ্ঞ বেদীর নামে কিরা কাটিলে কোন কিছুই হয় না। কিন্তু কাঙো যদি বেদীর উপরাত যে দান আছে তার নামে কিরা কাটে সেইটা পূরণ করির নাগিবে।

১৯ কানার দল কোনটা বড়? দান, না বেদী যেইলা ভগবানের বাদে আলদা করি থোয়া হয়।

২০ কাঙো যদি যজ্ঞ বেদীর নামে শপথ করে আর তাইলে এই যজ্ঞ বেদীর উপরাত যেইলা আছে সউগ কিছুর নামে কিরা কাটে।

২১ কাঙো যদি যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরের নামে কিরা কাটে তাইলে সেই মন্দিরের ভিতিরাত যায় থাকে তারও নামে কিরা কাটে।

২২ কাঙো যদি স্বর্গের নামে কিরা কাটে যেইটা ভগবানের সিংহাসন তাইলে যায় এই সিংহাসনত বসিয়া আছে তারও নামে কিরা কাটে।

২৩ “ছিঃ! ভন্ড পন্ডিত আর ফরীশীলাক! তোমরালা পুদিনা, মৌরি আর জিরার দশ ভাগের এক ভাগ দেন। কিন্তু ন্যায় দয়া আরো বিশ্বস্ততা যেইলা মোশির বিধানের দরকারি বিষয়লা সেইলা বাদ দিচেন। আগেরলা পালন করির সাথে সাথে পরেরলাও পালন করা উচিত।

২৪ তোমরা ঘাটা দেখাইয়ালা কানা। তোমরালা একটা ছোট পোকা ছাকনি করেন কিন্তু উট গিলি খান।

২৫ “ভন্ড পন্ডিতলা আর ফরীশীলা, ছিঃ ধিক্কার দেং তোমারলাক! তোমরালা থালি খুরির বায়রাখান মাঞ্জি থোন, তোমারলার অন্তর জোর জুলুম আর লোভের ফল দিয়া ভরতি।

২৬ ফরীশীলা তোমরালা আগত থালি খুরির ভিতরখান মাঞ্জো, তাইলে বায়রাখান আপনে মাঞ্জা হবে।

২৭ “ছিঃ পন্ডিত আর ফরীশীর দল তোমরালা ভন্ড! তোমরালা চুন দিয়া রং করা সমাধির নাকান, যার বায়রাখান সুন্দর কিন্তু ভিতরটা মরা মানষির হাড্ডি আর পচা জিনিসে ভরা আছে।

২৮ ঠিক একে নাকান তোমরালা মানষির চোখুত ধার্মিক কিন্তুক ভিতরখান ভন্ডামি আর পাপে ভরতি।

২৯ “ছিঃ পন্ডিত আর ফরীশীর দল তোমরালা ভন্ড! এক পাকে তোমরালা ভগবানের ভাববাদীলার সমাধি বানান আরো ভগবান ভক্ত মানষিলার সমাধি সাজান।

৩০ তোমরা কয়া থাকেন যদি হামরা পূর্বপুরুষের সমায় বত্তি রইলং হয়, তাইলে আগের কালের ভাববাদীলাক খুন করির দিলং না হয়।

৩১ এই ভাববাদীলাক খুন করিয়া তোমরালা তোমরা নিজের বিরুদ্ধে এইটা প্রমাণ করির ধরচেন যে, তোমরালা উমার বংশধর।

৩২ তোমরালা এলায় যাও! তোমার পূর্বপুরুষলা যেইলা বেয়া কাম শুরু করি গেইচে বাকি কামলা তোমরালা শ্যেষ কর।

৩৩ "কি রে সাপের দল, কাল সাপের গুষ্টি! তোমরা ক্যেংকরি নরকের শাস্তি থাকি রেহাই পাবেন?

৩৪ এই বাদে মুই তোমারলারটে ভাববাদী, পন্ডিত মানষি আর ধর্মগুরুলাক প্যেঠেবার ধরচুং। তোমরা উমারলার মইদ্ধো থাকি কয়জনক খুন করিবেন, আর কয়জানক ক্রুশত খুটাত টাঙেয়া মারিবেন, কয়জনক উপাসনা ঘরত নিয়া যায়া চাবুক দিয়া ডাঙাবেন। তোমরালা উমারলাক এক গেরাম থাকি আরেক গেরাম পিট্টিয়া নিয়া বেরাবেন।

৩৫ ইয়ার ফল হইলেক, এই দুনিয়াত যতলা ধার্মিক মানষির খুন করা হইচে, উমার খুনের বাদে দোষী তোমরালা। হ্যে মুই তোমাক কবার ধরচুং, হেবেলের খুন থাকি আরম্ভ করিয়া বরখিয়ের বেটা ভাববাদী সখরিয়ক খুন করা পর্যন্ত (উয়াক ভগবানের বেদী আর

মন্দিরের পবিত্র জাগার মইদ্ধোত মারি ফ্যেলাইচেন), এইলা তামান ধার্মিক মানষিলার অক্তের দায়ী তোমরালা।

৩৬ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং এই কালের মানষিলা এই তামান অক্তের দায়ী হবে।”

৩৭ “ঐ যিরূশালেম! যিরূশালেম! তোমরা ভগবানের আগের কালের ভাববাদীলাক খুন করেন, তোমারটে যাক প্যেঠা হয়, উমারলাক শিল দিয়া ঢ্যেলান। আর মুরগী যেই নাকান করি উয়ার বাচ্চাক পাখার তলত একটে করি থোয় ঐ নাকান করি মুইও তোমারলাক কতবার একটে করির চেষ্টা করিচুং, কিন্তুক তোমরালা রাজি নাই হন।

৩৮ হ্যে যিরূশালেমত থাকা মানষিলা, তোমারলার বাড়ি খালি পড়ি রবে।

৩৯ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, যত দিন পর্যন্ত তোমরা না কন, ধন্য যায় ভগবানের নামে আসির ধরচে, ততদিন তোমরা আর মোক দেখির পাবেন না।”

২৪ যীশু য্যেলা দশংগতি মন্দির থাকি বাইরা যাবার ধরছিলেক, সেই সমায় শিষ্যলা আসিয়া মন্দির ঘরের দালান ঘরলা দেখেবার বাদে উয়ারটে আসিলেক।

২ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমরা এইলা দেখির ধরচেন, কিন্তু মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, এইটে

একটা শিল আরেকটা শিলের উপরাত থাকিবে না, এইলা সউগ ভাঙি ফ্যেলা হবে।”

[৩] য্যেলা যীশু জলপই পাহাড়ের উপরাত বসিয়া ছিলেক, সেই সমায় শিষ্যলা গোপনে আসিয়া কইলেক, “হামারলাক কন, কোন সমায় এইলা ঘটিবে, আর কি নাকানের চিন দেখিয়া জানির পামো তোমার আসির সমায় আর যুগের শেষকাল হইচে।”

[৪] যীশু উমারলাক কইলেক, “সাবধান থাকেন! তোমারলাক যাতে কাঙো না ঠকায়।

[৫] মুই তোমারলাক কবার ধরচুং ম্যেলা মানষি ভন্ডামির বেশ ধরিয়া মোর নাম নিয়া কবে ‘মুইয়ে বাছাই করা রাজা।’ উমরালা ম্যেলা মানষিক ঠকাবে।

[৬] তোমারলার কানত যুদ্ধের আওয়াজ আসিবে, আর যুদ্ধের খবরা-খবর শুনির পাবেন। কিন্তু এইলা শুনিয়া ভয় না খান। ক্যেনেনা ঐলা ঘটনা ঘটিবে, কিন্তু বিনাশের সমায় নাই হয়।

[৭] এক জাতি অইন্য জাতির বিরুদ্ধে, এক রাজ্য অইন্য রাজ্যের বিরুদ্ধে নড়াই করিবে। ম্যেলা জাগাত মংগা আর ভৈচাল দেখা দিবে।

[৮] এইলা দেখিয়া তোমরা জানির পাবেন যে, যন্তনা শুরু হইচে।

[৯] “সেই সমায় মানষিলা তোমাক কষ্ট দিবার বাদে ধরিয়া দিবে আর খুন করিবে। মোর শিষ্য হইচেন এই বাদে সউগ মানষিলা তোমারলাক ঘিন খাবে।

১০ সেই সমায় ম্যেলা মানষি বিশ্বাস থাকি সারি যাবে। উমরা এক জন আরেক জনক ঘিন খায়া শাসনকর্তার হাতত ধরে দিবে।

১১ ম্যেলা ভন্ড ভাববাদী আসিয়া মানষিলাক ঠকাবে।

১২ অধর্ম বাড়িয়া যাবার বাদে মানষিলার মইদ্ধো থাকি প্রেম পিরিতি কমি যাবে।

১৩ কিন্তু শ্যেষ পর্যন্ত যায় বিশ্বাসে থির থাকিবে, উয়ায় রক্ষা পাবে।

১৪ দুনিয়ার সউগ জাতিরটে সাক্ষী হিসাবে সউগ জাগাতে শাসন ব্যবস্থার ভাল খবর প্রচার করা হবে। তার পাছত শেষকাল আসিবে।"

১৫ "তোমরা দেখেন যে, ভগবানের ভাববাদী দানিয়েলের মইদ্ধো দিয়া মন্দিরের পবিত্র জাগাত একটা সর্বনাশা ছুয়া জিনিস দেখিবেন। (যে কাঙো এই কতাটা পড়ে উয়ায় ভাল করি বুঝুক।)

১৬ সেই সমায় যায় যায় যিহূদীয়া প্রদেশত আছে, উমরা পাহাড়ের এলাকাত পালে যাউক।

১৭ যায় ঘরের ছাদের উপরাত আছে, উয়ায় উয়ার জিনিস নিবার বাদে নিচা না নামুক,

১৮ আর যায় আবাদ বাড়িত কাম করির ধরচে, উয়ায় উয়ার গিলাপ নিবার বাদে ফিরি না আসুক।

[১৯] হায় ঐ দিনলাত যায় যায় গাওভারী বেটিছাওয়া আছে, আর যেই যেই বেটিছাওয়া ছাওয়াক দুধ খোয়া পোয়াতি, উমারলার অবস্থা খুবে বেয়া হবে।

[২০] এই বাদে প্রার্থনা কর, জারের দিন বা জিরানের দিনত যাতে তোমারলাক পালেবার না নাগে।

[২১] ঐ দিনলাত দারুন কষ্ট হবে, দুনিয়া সিজ্জনের সমায় থাকি এলা পর্যন্ত এই নাকান কষ্ট হয় নাই আর হবারো না হয়।

[২২] ভগবান যদি এই কষ্টের দিনলা কমে না দিলেক হয়, তাইলে কাঙো বত্তিলেক না হয়। কিন্তু উয়ার বাছাই করা মানষিলার বাদে ঐ দিনলা কমে দিচে।

[২৩] "সেই সমায় কাঙোয় যদি তোমারলাক কয়, 'দেখ বাছাই করা রাজাটা এটেকোনা!' বা 'ওটেকোনা' তাইলেও তোমরা বিশ্বাস না করেন।

[২৪] সেই সমায় ম্যেলা ভন্ড বাছাই করা রাজা আর ভন্ড ভাববাদীলা ম্যেলা অচানক অচানক কামের চিন দেখাবে। পাইলে ভগবানের বাছাই করা মানষিলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবে।

[২৫] মুই আগত থাকি তোমারলাক কয়া থুলুং।

[২৬] এই বাদে তোমারলাক যদি কয়, 'দেখ বাছাই করা রাজাটা নিধুয়া পাথারত আছে!' তোমরা না যান। যদি কয় 'ঘরের ভিতিরাত আছে,' তোমরা বিশ্বাস না করেন।

[২৭] দ্যাওয়ার ঝিলিক যেই নাকান পূব পাক থাকি দেখা দিয়া পশ্চিম পাক পর্যন্ত চিলকি ওটে, এই নাকান করি বাছাই করা মানষিটাক আসির দেখিবেন।

[২৮] যেটে কোনা মরা পরি রয়, ওটে শকুন আসিয়া জোটো হবে।"

[২৯] "সেই সমায় কষ্টের ঠিক পাছত 'বেলা আন্ধার হয়া যাবে, চান আলো দিবে না। তারালা দ্যাওয়া হাতে খসি খসি পরিবে। চান-বেলা, তারা আর থির থাকিবে না।'

[৩০] সেই সমায় দ্যাওয়াত বাছাই করা মানষিটার চিন দেখা যাবে। স্যেলা দুনিয়ার সউগ মানষি দুঃখে কপাল চাপড়াবে। সেই সমায় ম্যেঘের উপরাত মহাশক্তি নিয়া জাকজমকের সাথত বাছাই করা মানষিটাক আসির দেখিবেন।

[৩১] খুব জোরে জোরে শিংগা বাজিবে স্যেলায় স্যেলায় বাছাই করা মানষিটা উয়ার স্বর্গদূতলাক প্যেঠেয়া দিবে। এই দূতলা দুনিয়ার এক সীমনা থাকি আরেক সীমনা পর্যন্ত বাছাই করা মানষিলাক জোটো করিবে।

[৩২] "ডুমুর গছ দেখিয়া শিক্ষা নেও, যে্যলা গছটার ঠাইল দিয়া কুশি বিরায়, স্যেলা বুঝা যায় গরম কাল আসিচে।

[৩৩] একে নাকান করি এইলা ঘটনা দেখিলে বুঝির পাবেন, বাছাই করা মানষিটা বগলত আসিচে, এমন কি, দুয়ারত আসিচে।

৩৪ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যে্যলা এই ঘটনালা ঘটিবে, সে্যলাও এই কালের কিছু মানষি বত্তি রবে।

৩৫ দ্যাওয়া দুনিয়া শে্যষ হবে, কিন্তু মোর কতা চিরদিন রবে।”

৩৬ “সেই দিন আর সেই সমায়ের কতা কাঙো না জানে, স্বর্গের দূতলাও না জানে, ভগবানের বেটাও না জানে খালি স্বর্গের বাপেই জানে।

৩৭ নোহের সমায় যেই নাকান অবস্থা হইচে, বাছাই করা মানষিটা আসিবার সমায় ঠিক একে নাকান অবস্থা হবে।

৩৮ বানা আইসার আগত নোহ জাহাজত না সোন্দা পর্যন্ত মানষিলা খাওয়া-দাওয়া করিচে। বেটা বেটিক বিয়াও দিচে, বিয়াও করিচে।

৩৯ যতক্ষণ না বানা আসিয়া উমারলাক ভাসেয়া নিয়া যায়, ততক্ষণ পর্যন্ত উমরা কি ঘটিবার ধরচে, কিছুই জানির পাইলেক না। বাছাই করা মানষিটার আইসার সমায় একে নাকান হবে।

৪০ সেই সমায় দুই জন মানষি ভুই বাড়িত কাম করিবে, এক জনক নিয়া যাওয়া হবে, আরেক জন ওটে রবে।

৪১ দুই জন বেটিছাওয়া একখান জাতা ঘুরাবে, এক জনক নিয়া যাওয়া হবে, আরেক জন ওটে রবে।

৪২ “এই বাদে তোমরা সজাগ থাকেন, ক্যেনেনা প্রভু কোন দিন আসিবে, তোমরা জানেন না।

৪৩ তাঙো এই কতা ফম থোন যে, ঘরের মালিক যদি জানির পাইলেক হয়, চোর কোন সমায় আসিবে, তাইলে জাগনা থাকিয়া চোরক সোন্দের দিলেক না হয়।

৪৪ এই বাদে তোমরা তৈরি থাকো, ক্যেনেনা যেই সমায়ের কতা ভাবিবেন না, সেই সমায়ে বাছাই করা মানষিটা আসিবে।”

৪৫ “বিশ্বস্ত আর বুদ্ধিমান চাকর কায়, যার উপর মালিক বাড়ির অইন্য অইন্য চাকরলার ঠিক সমায় খাবার দিবার ভাড় দিচে?

৪৬ সেই চাকর ভাগ্যবান, যার মালিক ফিরি আসিয়া বিশ্বস্ত মত চাকরক কাম করির দেখিবে।

৪৭ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, উয়ায় সেই চাকরক উয়ার সউগ সম্পত্তির দেখাশুনার ভার দিবে।

৪৮ কিন্তু ধরি নেও, কোন চাকর যদি পাজি হয় আর মনে মনে ভাবিলেক, ‘মোর মালিক আসির দেড়ি আছে।’

৪৯ এই সুযোগে অইন্য সঙ্গী চাকরলাক ডাঙামারি করিয়া মাতাললার নগত খাওয়া-দাওয়া করিয়া মদ খাবার নাগিলেক।

৫০ কিন্তু যেদিন আর যে সমায়ের কতা চাকর চিন্তা করে না, জানেও না, সেই দিন আর সেই সমায় উয়ার মালিক আসিয়া হাজির হবে।

৫১ স্যেলা উয়ার মালিক কঠুর শাস্তি দিবে, সেই ভন্ডলার মইদ্ধোত উয়ার জাগা হবে। যেটে মানষিলা দাঁতে দাঁত

কিড়মিড়িয়া কান্দে।”

২৫ “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা ক্যেমন হবে, দশ জন কইন্যার সোদে তুলনা করা যায়। উমরা সখীর বরক বরণ করি আনির বাদে বাতি নিয়া গেইলেক।

২ উমার মইদ্ধে পাঁচজন বুদ্ধিমতী, পাঁচজন বুদ্ধিহীন।

৩ বুদ্ধিহীন কইন্যালা বাতি নিলেক, কিন্তু নগত ত্যেল নিলেক না।

৪ বুদ্ধিমতী কইন্যালা বাতির নগত ত্যেলও নিলেক।

৫ বর আসির দেরি হওয়াতে সগায় নিন্দোতে টুপির নাগিলেক।

৬ “পরে মইদ্ধো রাতিত সোরগোল শোনা গেইলেক। ‘ঐ দেখ বর আসির ধরচে, বরণ করির বাদে আগেয়া যাও।’

৭ স্যেলা কইন্যালা উঠিয়া বাতি নাগাইলেক।

৮ বুদ্ধিহীন কইন্যালা কইলেক, ‘তোমারলার থাকি হামারলাক ত্যেল দেও, ক্যেনেনা হামার বাতি নিভি যাবার নাগচে।’

৯ “বুদ্ধিমতী কইন্যালা কইলেক, ‘না! হামার যে ত্যেল আছে, তোমারলাক দিলে কুলাবে না। তোমরালা বরং দোকান যায়া ত্যেল কিনি আনো।’

১০ যে্যলা বুদ্ধিহীন কইন্যালা ত্যেল কিনির গেইলেক, স্যেলায় স্যেলায় বর আসি গেইলেক। স্যেলা যেই কইন্যালা সাজিয়া

আছিলেক, উমরা বরের সোদে বিয়াও বাড়িত সোন্দাইলেক। আর দুয়ার বন্ধ করা হইলেক।

[১১] “তার পাছত বুদ্ধিহীন কইন্যালা আসিয়া কইলেক, ‘মালিক, ও মালিক! হামার বাদে দুয়ার খুলি দেও।’

[১২] বর কইলেক, ‘সচাং কবার ধরচুং, মুই তোমারলাক চেনং না।’”

[১৩] গল্পের পাছত যীশু কইলেক, “এই বাদে তোমরা সজাগ থাকেন, ক্যেনেনা সেই দিন সেই সমায়ের কতা তোমরা জানেন না, কোন দিন বাছাই করা মানষিটা ফিরি আসিবে।”

[১৪] “স্বর্গের শাসন ব্যবস্থা এমন এক জন মানষির নাকান, যায় ভিন দেশ যাবার আগত উয়ার চাকরলাক ড্যেকেয়া সউগ সয়-সম্পত্তির ভার দিয়া গেইলেক।

[১৫] এই চাকরলার ক্ষমতা অনুসারে এক জনক পাঁচ ঝোলা টাকা এক জনক দুই ঝোলা আরো এক জনাক এক ঝোলা টাকা দিয়া বিদেশ চলি গেইলেক।

[১৬] যায় পাঁচ ঝোলা টাকা পাইলেক, উয়ায় ঐ টাকা দিয়া ব্যবসা করিয়া আরো পাঁচ ঝোলা টাকা লাভ করিলেক।

[১৭] যায় দুই ঝোলা টাকা পাইলেক, উয়ায় একে নাকান ব্যবসা করিয়া আরো দুই ঝোলা টাকা লাভ করিলেক।

[১৮] কিন্তু যায় এক ঝোলা টাকা পাইলেক, উয়ায় যায়া মাটিত খাল খুড়িয়া উয়ার মালিকের টাকা ঐ খালত পোতেয়া থুইলেক।”

[১৯] “ম্যেলা দিন পাছত মালিক আসিয়া ঐ চাকরলারটে হিসাব চাইলেক।

[২০] যায় পাঁচ ঝোলা টাকা পাইচে, উয়ায় আরো পাঁচ ঝোলা টাকা নিয়া আসিয়া কইলেক, ‘তোমরা মোক বিশ্বাস করিয়া পাঁচ ঝোলা টাকা দিচেন। দেখ, মুই আরো পাঁচ ঝোলা টাকা লাভ করিচুং।’

[২১] “স্যেলা মালিক উয়াক কইলেক, ‘বাঃ বেশ ভাল করিচিস, তুই ভাল বিশ্বস্ত চাকর। তুই অল্প বিষয়ে বিশ্বস্ত বুলিয়া মুই তোক ম্যেলা বিষয়ের ভার দিম। আইসেক মোর নগত আনন্দ করেক।’

[২২] “ইয়ার পাছত যায় দুই ঝোলা টাকা পাইচে উয়ায় আসিয়া কইলেক, ‘তোমরা মোক দুই ঝোলা টাকা দিচেন, দেখ মুই আরো দুই ঝোলা টাকা লাভ করিচুং।’

[২৩] স্যেলা মালিক কইলেক, ‘বাঃ বেশ ভাল করিচিস। তুই ভাল বিশ্বস্ত চাকর। তুই অল্প বিষয় বিশ্বস্ত বুলিয়া মুই তোক অনেক বিষয়ের ভার দিম। আইসেক মোর নগত আনন্দ করেক।’

[২৪] “কিন্তু এক ঝোলা টাকা যায় পাইচে উয়ায় আসিয়া মালিকেরটে কইলেক, ‘মালিক মুই জানং তোমরা কঠুর মানষি। যেইলা থোন নাই ঐলা ফিরিয়া চান, যেইলা আবাদ নাই করেন ঐলা আবাদ কাটেন।

[২৫] এই বাদে মুই ভয়ে তোমার টাকা মাটিত খাল খুড়িয়া নুকিয়া থুইচোং। এই দেখ, তোমার টাকা তোমারে আছে।’

২৬ “মালিক কইলেক, ‘পাজি আলসিয়া কোটেকার! তুই তো জানিস মুই যেইলা নাই থোং সেইলা ফিরিয়া চাং যেইলা আবাদ নাই করং ঐলা চাং।

২৭ তাইলে মোর টাকা তুই মহাজনেরটে জমা থুইস নাই ক্যেনে? থুইলে সেই টাকা মুই কড়ায় গন্ডায় সুদে আসলে বুঝিয়া পালুং হয়।’

২৮ তার পাছত উয়ায় অইন্য মানষিলাক কইলেক, ‘উয়ারটে হাতে টাকালা নিয়া যার দশ ঝোলা টাকা আছে তাক দেও।

২৯ যার আছে উয়াক আরো দেওয়া হবে, তাতে উয়ার ম্যেলা হবে। কিন্তু যার নাই উয়ার যেকিনা আছে ওকিনাও নিয়া নেওয়া হবে।

৩০ তোমরালা ঐ অকর্মন্য চাকরক বায়রাত আন্ধারত ফ্যেলে দেও, ওটেকোনা মানষি দাঁতে দাঁত কিড়মিড়াবে আর যন্তনাতে কান্দিতে থাকিবে।’”

৩১ “বাছাই করা মানষিটা তামান স্বর্গদূতলাক নিয়া নিজের জাকজমকে আসিবে। স্যেলা উয়ায় রাজা হিসাবে উয়ার সিংহাসনত মহিমার সাথত বসিবে।

৩২ তামান জাতির মানষিলা উয়ার আগত জড়ো হবে। রাখোয়াল যেই নাকান করি ভেড়া ছাগল যুদা করে ঐ নাকান করি উয়ায় মানষিলাক দুই ভাগে যুদা করিবে।

৩৩ উয়ায় নিজের ডাইন পাকে ভেড়া আর বাওপাকে ছাগললাক থুবে।

৩৪ “ইয়ার পাছত রাজা ডাইন পাকের মানষিলাক কবে, ‘তোমরা যায় যায় মোর স্বর্গের বাপের আশুর্বাদ পাইচেন, আইসো! দুনিয়া সিজ্জনের শুরুতে যে রাজ্য শাসন ব্যবস্থা তোমারলার বাদে গড়ে থোয়া হইচে উয়ার অধিকারী হও।

৩৫ য্যেলা মোক ভোগ নাগিচে স্যেলা তোমরা মোক খাবার দিচেন, য্যেলা টিস্সা নাগিচে স্যেলা জল দিচেন, য্যেলা মুই বিদেশী হয়া তোমারটে গেইচোং স্যেলা মোক জাগা দিচেন।

৩৬ য্যেলা মোর পিন্দিবার কাপড় আছিলেক না, স্যেলা তোমরা মোক কাপড় পেন্দাইচেন। মুই অসুখত আছিনু তোমরা মোর দেখাশুনা করিচেন। আর মুই য্যেলা জেলখানাত আছিনু স্যেলা তোমরা মোক দেখির গেইচেন।’

৩৭ “আর যায় যায় ধার্মিক উমরা কবে, ‘প্রভু হামরা কোন সমায় তোমাক ভোগ নাগচে দেখিয়া খাবার দিচি। তোমার টিস্সা দেখিয়া জল দিচি?

৩৮ কোন দিনেই বা তোমাক বিদেশী হিসাবে জাগা দিচি। আর উদাং দেহা দেখিয়া কাপড় পেন্দাইচি?

৩৯ কোন দিনেই বা তোমার অসুখ আর জেলখানাত আছেন জানির পায়া হামরা তোমাক দেখির গেইচি?’

৪০ “ইয়ার উত্তরত রাজাটা কবে, ‘মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, মোর সউগ চায়া ছোট ভাইলার মইদ্ধোত কাঙোরো বাদে তোমরা যেৢলা এই নাকান করিচেন, স্যেলা মোর বাদে তোমরা করিচেন।’

৪১ “তার পাছত রাজা বাঁও পাকের মানষিলাক কবে, ‘কিরে অভিশাপ পাওয়া মানষিলা মোর এটে থাকি দূর হও। শয়তান আর উয়ার দূতলার বাদে যে চিরকালের নরকের অগুন জ্বলা হইচে উয়ার মইদ্ধোত যাও।

৪২ যেৢলা মোক ভোগ নাগিচে স্যেলা তোমরা মোক খাবার দেন নাই, যেৢলা মোক টিস্সা নাগিচে তোমরা জল দেন নাই।

৪৩ বিদেশী হয়া গেইচোং মোক জাগা দেন নাই। যেৢলা খালি দেহায় আছিনু মোক কাপড় দেন নাই। যেৢলা অসুখে আর জেলখানাত আছিনু মোক দেখির যান নাই।’

৪৪ “উমরা কবে, ‘প্রভু কোন দিন তোমাক ভুখা আর টিস্সা আরো বিদেশী হয়া আইসা দেখিয়া যতন নাই করি? যেৢলা অসুখে আরো জেলখানাত বন্দী আছিলেন জানির পায়া সাহায্য নাই করি?’

৪৫ “ইয়ার উত্তরে রাজা কবে, ‘মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, তোমরা যেৢলা এই সামান্য মানষিলার এক জনারও এইলা করেন নাই স্যেলা মোর বাদে করেন নাই।’”

৪৬ তার পাছত যীশু কইলেক, “এই মানষিলা চিরদিনের শাস্তি পাবার বাদে যাবে। কিন্তু ধার্মিক মানষিলা অমৃত জীবন ভোগ করির যাবে।”

২৬ এইলা কতা শ্যেষ করিয়া যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক,

২ “তোমরা জানেন, আর দুই দিন পাছত মুক্তি ভোজ পার্বন, আর স্যেলা বাছাই করা মানষিটাক ক্রুশ খুটাত টাঙের বাদে শত্রুলার হাতত ধরে দেওয়া হবে।”

৩ সেই সমায় মহাবামন কাইফার বাড়িত প্রধান বামনলা আর যিহূদী নেতালা একটে হইলেক,

৪ উমরা গোপনে যীশুক ধরি আনিয়া মারি ফ্যেলেবার চক্রান্ত করিলেক।

৫ উমরা কইলেক, “মুক্তি ভোজ পার্বনের সমায় এই কাম করা যাবে না, করলে তো মানষিলার মইদ্ধোত গন্ডগোল হবার পারে।”

৬-৭ যীশু য্যেলা বৈথনিয়ার কুষ্ঠ অসুকিয়া শিমোনের বাড়িত ছিলেক। সেই সমায় এক জন বেটিছাওয়া যীশুরটে আসিলেক। ঐ বেটিছাওয়াটা একটা সাদা শিলের বোতলত করি খুব দামী আতর আনিচে। আর যীশু য্যেলা খাবার বসিচে সেই সমায় উয়ায় ঐ আতর যীশুর মাথাত ঢালি দিলেক।

৮ এই দেখিয়া শিষ্যলা গোসা হয়া কইলেক, “এই দামী জিনিসটা নষ্ট করা হইলেক ক্যেনে?

৯ এইটা বেচাইলে তো ম্যেলা টাকা হইলেক হয়। আর এই টাকা গরীব মানষিলাক দান করা গেইলেক হয়।”

১০ যীশু এই কতা বুঝির পায়া শিষ্যলাক কইলেক, “তোমরা এই বেটিছাওয়াটাক দুঃখ দিবার নাগচেন ক্যেনে? উয়ায় তো মোর বাদে ভাল কাম করিচে।

১১ ক্যেনেনা গরীব মানষিলা সউগ সমায় তোমার নগত থাকিবে কিন্তুক মুই তো তোমার নগত সউগ সমায় থাকিম না।

১২ মরি যাওয়ার পাছত মোর দেহা সমাধিত থোয়া হবে এই বাদে উয়ায় মোক আতর ঢালি দিয়া আগতে সাজাইচে।

১৩ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, দুনিয়ার যেটেকোনায় ভগবানের দেওয়া ভাল খবর প্রচার করা হবে ওটেকোনায় এই বেটিছাওয়াটার কতা মনে করি দিবার বাদে উয়ার এই কামের কতাও কওয়া হবে।”

১৪ স্যেলা বারো জন শিষ্যর মইদ্ধোত এক জন ইস্কোরিয়োতের যুদাস নামে শিষ্য উয়ায় প্রধান বামনলারটে যায়া কইলেক,

১৫ “মুই যদি যীশুক তোমারলার হাতত ধরে দেং, তাইলে তোমরালা মোক কি দিবেন কন?” স্যেলা প্রধান বামনলা ত্রিশটা রূপার টাকা গনেয়া যুদাসক দিলেক।

১৬ সেলা থাকি যুদাস যীশুক ধরে দিবার বাদে সুযোগ খুজির নাগিলেক।

১৭ বিশেষ রুটি পার্বনের পইলা দিনে শিষ্যলা যীশুরটে আসিয়া কইলেক, “তোমার বাদে মুক্তি ভোজ পার্বনের ব্যবস্থা হামরা কোটে করিমু?”

১৮ যীশু কইলেক, “তোমরা ঐ গঞ্জত যায়া মোর জানাশুনা মানষিটাক কও, ‘গুরু কইচে, মোর ঠিক করা সমায় হয়া আইসচে। মোর শিষ্যলার সাথত তোমার বাড়িত মুক্তি ভোজ পার্বন পালন করিম।’”

১৯ যীশু যেই নাকান করি আদেশ দিয়া কইলেক, শিষ্যালা ঐ নাকান করি মুক্তি ভোজ পার্বন বানাইলেক।

২০ সইন্ধার সমায় যীশু বারো জন শিষ্য নিয়া খাবার বসিলেক,

২১ খাবার সমায় যীশু কইলেক “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমারলার মইদ্ধো থাকি এক জন মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে।”

২২ ইয়াতে শিষ্যলা মনের দুঃখে এক জন এক জন করি আসিয়া পুছিলেক, “প্রভু মুই কি?”

২৩ যীশু কইলেক, “যায় মোর নগত একে থালত হাত দিবার ধরচে, উয়ায় মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে।

২৪ বাছাই করা মানষিটার সমন্ধে শাস্ত্রত যেমন নেখা আছে, ঐ নাকান করি উয়াক মরির নাগিবে। কিন্তুক ছিঃ যেই মানষিটা, বাছাই করা মানষিটাক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে! ঐ মানষিটার উবজন না হইলে উয়ার বাদে ভাল হইলেক হয়।”

২৫ যায় যীশুক শত্রুক হাতত ধরে দিবার যাবার ধরছিলেক, ঐ যুদাস কইলেক, “গুরু নিশ্চয় মুই না হং?” যীশু কইলেক, “তুই ঠিকেই কইচিস।”

২৬ খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সমায় যীশু রুটি নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক। আর ঐ রুটি টুকরা টুকরা করি শিষ্যলাক দিয়া কইলেক, “এই নেও খাও, এইখান মোর দেহা।”

২৭ ইয়ার পাছত নোটা নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া ঐ নোটাটা শিষ্যলাক দিয়া কইলেক, “নোটার এই আংগুরের রস তোমরা সগায় খাও,

২৮ ক্যেনেনা এই মোর নয়া নিয়মের অক্ত এইলা থাকি ম্যেলা মানষির পাপের ক্ষমার বাদে দেওয়া হবে। ইয়াতে মানষির মুক্তির নয়া চুক্তির চিন শুরু হইলেক।

২৯ মুই তোমাক কবার ধরচুং এলা থাকি মুই এই আংগুর রস আর খাইম না। কিন্তুক মোর স্বর্গের বাপের শাসন ব্যবস্থাত নয়া করি খাইম।”

৩০ ইয়ার পাছত উমরা একটা গান করিতে করিতে জলপই পাহাড়ত চলি গেইলেক।

৩১ তার পর যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "আজি রাতিত মোক নিয়া তোমারলার মনত বিশ্বাস হারেয়া ফ্যেলাবেন। শাস্ত্রত নেখা আছে, 'মুই রাখোয়াল মারি ফ্যেলাইম। উয়ার মরণ হইলে পালের ভেড়ালা চাইরো পাকে ছড়াছড়ি হয়া পড়িবে।'

৩২ "কিন্তুক মোক মরণ থাকি বত্তে তোলার পাছত মুই তোমারলার আগত গালীল যাইম।"

৩৩ পিতর উয়াক কইলেক, "তোমাক নিয়া সগায় বিশ্বাস হারে ফ্যেলালেও কিন্তুক মুই বিশ্বাস হারের না হং।"

৩৪ যীশু উয়াক কইলেক, "মুই তোক সচাংয়ে কবার ধরচুং, আজি ভোর বেলা মুরগা ড্যেকার আগত তুই মোক চিনিস না কয়া তিন বার অস্বীকার করবু।"

৩৫ কিন্তু পিতর উয়াক কইলেক, "মুই তোমাক চেনং না এই কতা মুই কোন দিনও কইম না, মুই তোমার নগত মরিরও রাজি আছং।" অইন্য শিষ্যলা একে নাকান কতা কইলেক।

৩৬ ইয়ার পাছত যীশু গেৎশিমানী নামে একখান জাগাত যায়া উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, "মুই ওটে কোনা যতক্ষণ প্রার্থনা করং তোমরা এটেকোনা ততক্ষণ বসি রন।"

৩৭ এই কয়া উয়ায় পিতর আর সিবদিয়ের দুই বেটাক সাথত নিয়া গেইলেক। যাইতে যাইতে উয়ার মন দুঃখ-কষ্টে ভরি উঠির নাগিলেক।

৩৮ স্যেলা যীশু কইলেক, “দুঃখে মোর পরান বিরি যাবার নাগচে। তোমরা এটে কোনা রন আর মোর সাথত জাগনা থাকেন।”

৩৯ ইয়ার পাছত যীশু খানেক দূরত যায়া মাটিত উবুর হয়া প্রার্থনা করির নাগিলেক, “মোর স্বর্গের বাবা, বাপধন মোর, তোরটে সউগে সম্ভব, এই দুঃখের বোঝ মোরটে হাতে তুই নিয়া যা। তাঙো মোর ইচ্ছায় না হউক, তোরে ইচ্ছাতে হউক।”

৪০ প্রার্থনা শ্যেষ করি যীশু শিষ্যলারটে আসিয়া দেখিলেক, উমরা নিন যাবার ধরচে। উয়ায় পিতরক কইলেক, “এইটা কি ব্যাপার! মোর নগত এক ঘণ্টাও জাগনা থাকির পারলেন না?

৪১ জাগিয়া থাক প্রার্থনা কর যাতে তোমরালা পাপের ফান্দোত না পড়েন। তোমারলার অন্তরত ইচ্ছা আছে কিন্তুক দেহা দুর্বল।”

৪২ উয়ায় যায়া আর-একবার প্রার্থনা করিলেক, “হে মোর বাপধন এই দুঃখের বোঝ মুই না উঠাইলে যদি দুঃখ দূর না হয়, তাইলে তোর ইচ্ছা মতন হউক।”

৪৩ ইয়ার পাছত ফিরি আসিয়া দেখিলেক শিষ্যলা চোখু নিন্দে ঢুলির আরো নিন যাবার ধরচে।

৪৪ উয়ায় আরো উমারলাক ছাড়ি যায়া তিন বারের বার একে নাকান প্রার্থনা করিলেক।

৪৫ তার পাছত শিষ্যলারটে আসিয়া কইলেক, “তোমরা এলাও নিন্দোতে আছেন, জিরির ধরচেন? সমায় হয়া আসির ধরচে,

বাছাই করা মানষিটাক পাপী মানষিলার হাতত তুলি দেওয়া হইচে।

৪৬ ওঠো, চল হামরা যাই! যায় মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে উয়ায় আসিচে।”

৪৭ যীশু স্যেলাও কতা কবার ধরচে, এমন সমায় যুদাস ওটেকোনা আসিলেক। উয়ায় বারো জন শিষ্যলার মইদ্ধে এক জন। উয়ার নগত ম্যেলা মানষি ছোরা নাটি নিয়া আসিলেক। প্রধান বামন আর যিহূদী নেতালা ইমারলাক প্যেঠাইচে।

৪৮ যীশুক শত্রুলার হাতত ধরে দিবার বাদে যুদাস একটা চিন ঠিক করি দিছিলেক। “মুই যার চুমা খাইম, উয়ায় সেই মানষিটা, তোমরা যায়া উয়াক ধরিবেন।”

৪৯ ইয়ার পাছত যুদাস যীশুরটে যায়া কইলেক, “গুরু, দন্ডবোদ,” এই কয়া চুমা দিলেক।

৫০ যীশু উয়াক কইলেক, “সখা যা করির আসচেন কর।” স্যেলায় স্যেলায় মানষিলা আসিয়া যীশুক জাপটে ধরিলেক।

৫১ ঐ সমায় যীশুর সঙ্গীলার মইদ্ধো থাকি এক জন ছোরা বাইর করিলেক আর মহাবামনের চাকরের একটা কান কাটি ফ্যেলাইলেক।

৫২ যীশু স্যেলা উয়াক কইলেক, “তোর ছোরা খাপত থো। যায় যায় ছোরা চালায় উমরা ছোরার গুতাতে মরিবে।

৫৩ তোমরা কি মনে করেন যে মুই মোর স্বর্গের বাপক ড্যেকাইলে এলায় হাজারে হাজারে স্বর্গদূত প্যেঠেয়া কি দিবে না?

৫৪ কিন্তুক তাইলে পবিত্র শাস্ত্রের কতা ক্যেমন করি পূরণ হবে? কিন্তুক শাস্ত্রত যেমন নেখা তেমন ঘটিবে। এইলা সউগ এই নাকানে হওয়া দরকার।”

৫৫ স্যেলা যীশু ভিরের মানষিলাক কইলেক, “মুই কি ডাকু যে তোমরা মোক নাটি ছোরা নিয়া ধরির আসচেন? মুই প্রত্যেক দিন মন্দিরত বসিয়া শিক্ষা দিবার ধরচিলুং, স্যেলা তোমরা মোক ধরেন নাই ক্যেনে?

৫৬ কিন্তু এইলা ঘটির ধরচে যাতে ভগবানের ভাববাদীলার নেখা পূরণ হয়।” স্যেলা উয়ার শিষ্যলা সগায় যীশুক থুইয়া পালেয়া গেইলেক।

৫৭ যায় যায় যীশুক ধরচে উমরা মহাবামন কাইফার বাড়িত যীশুক নিয়া আসিলেক। ওটেকোনা পন্ডিতলা আর নেতালা এক সাথে জোটো হইচে।

৫৮ পিতর দূর থাকি যীশুর পাছে পাছে মহাবামনের আগিনা পর্যন্ত গেইলেক। পাছত কি হয় এইটা দেখির বাদে ভিতরাত সোন্দেয়া পাহারাদারলার মইদ্ধোত বসিলেক।

৫৯ যীশুক মারি ফ্যেলের বাদে প্রধান বামনলা আর যিহূদী মহাসভার সউগ মানষিলা মিথ্যা সাক্ষী খুজির নাগিলেক।

৬০ ম্যেলা মানষি মিছাং সাক্ষী দিবার আসছিলেক, তাঙো উমরা ঠিক নাকানের সাক্ষী পাইলেক না। শ্যেষত দুই জন মানষি আগেয়া আসিয়া কইলেক,

৬১ "এই মানষিটা কইলেক 'ভগবানের মন্দিরটা ভাঙিয়া তিন দিনের দিন আরো বানেয়া দিবার পারং।'"

৬২ স্যেলা মহাবামন উঠিয়া যীশুক কইলেক, "তুই কি কোন জবাব দিবু না? ইমরা তোর বিরুদ্ধে এইলা কি সাক্ষী দিবার ধরচে?"

৬৩ যীশু কিন্তু চুপ করি রইলেক। স্যেলা মহাবামন আরো কইলেক, "তুই জীবন্ত ভগবানের কিরা দিয়া হামারলাক কঃ যে, তুইয়ে কি সেই বাছাই করা রাজা, ভগবানের বেটা?"

৬৪ যীশু স্যেলা কইলেক, "হ্যে, তোমরা ঠিক কতা কইচেন। তাঙো মুই একটা কতা কং ইয়ার পাছত তোমরালা বাছাই করা মানষিটাক ম্যেঘের মইদ্ধো দিয়া আসির আর ভগবানের ডাইন পাকে বসির দেখিবেন।"

৬৫ স্যেলা মহাবামন উয়ার কাপড় ছিড়ি ফ্যেলেয়া বিরক্ত হয়া কইলেক, "ইয়ায় ভগবানক নিন্দা করিলেক! আর হামার সাক্ষী কি দরকার? এলায় তো তোমরা শুনিলেন যে উয়ায় ভগবানক নিন্দা করিলেক।

৬৬ তোমরালা কি মনে করেন?" উমরা কইলেক, "ইয়ায় মরণ দন্ড পাওয়ার যোগ্য।"

[৬৭] উমরা স্যেলা যীশুর মুখত ছ্যেপ দিলেক উয়াক চড় আরো ঘুসি মারিলেক।

[৬৮] উমরা কইলেক, “কিরে বাছাই করা রাজা কঃ দেখি তোক কায় ডাঙাইলেক।”

[৬৯] সেই সমায় পিতর আগিনাত বসিয়া আছিলেক, স্যেলা এক জন চাকরানী আসিয়া পিতরক কইলেক, “তুইও তো গালীলের যীশুর নগত আছিলু।”

[৭০] কিন্তু পিতর সগার আগত অস্বীকার করিয়া কইলেক, “তুই কি কবার ধরছিস মুই কিছুই জানং না।”

[৭১] তার পাছত পিতর বায়রার দুয়ারত গেইলেক, স্যেলা আরেক জন চাকরানী ওটেকার মানষিলাক কইলেক, “এই মানষিটাও নাসারতীয় যীশুর সাথত আছিলেক।”

[৭২] পিতর আরো কিরা কাটিয়া অস্বীকার করিলেক, “মুই ঐ মানষিটাক একেবারে চেনং না।”

[৭৩] ইয়ার খানেক পাছত ওটেকার খাড়া হওয়া মানষিলা পিতরক আসিয়া কইলেক, “নিশ্চয় তুই উমারলার এক জন, ক্যেনেনা তোর কতার ধরন শুনিয়া তোক বুঝা যাবার ধরচে।”

[৭৪] স্যেলা পিতর নিজক অভিশাপ দিলেক, আর কিরা কাটিয়া কবার নাগিলেক, “মুই ঐ মানষিটাক একেবারে চেনং না।” আর স্যেলায় মুরগা ডাকিলেক।

৭৫ স্যেলা পিতরের মনে পড়িলেক যীশু কইচিলেক, “মুরগা ডাকির আগত তুই তিন বার কবু যে, তুই মোক চিনিস না।” আর পিতর বায়রাত যায়া খুব কান্দির নাগিলেক।

২৭ ভোর বেলা প্রধান বামনলা আর নেতালা সগায় মিলিয়া যীশুক মারি ফ্যেলের চক্রান্ত করিলেক।

২ উমরা উয়াক বান্দিয়া রোমের রাজ্যপাল পীলাতেরটে নিয়া গেইলেক।

৩ যীশুক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিছিলেক, সেই যুদাস য্যেলা দেখিলেক যে যীশুক দোষী সাব্যস্ত করা হইচে, স্যেলা উয়ার মনত খুব দুঃখ হইলেক। উয়ায় প্রধান বামনলারটে আর নেতালার ওটে যায়া সেই ত্রিশটা রূপার টাকা ফিরিয়া দিয়া কইলেক,

৪ “মুই এক জন নির্দোষীক মারি ফ্যেলের বাদে ধরে দিয়া পাপ করিচুং।” উমরালা কইলেক, “তাতে হামার কি? তোর সমস্যা তুই সমাধান করেক।”

৫ স্যেলা যুদাস সেই রূপার টাকালা নিয়া মন্দিরত ঢ্যেলেয়া ফ্যেলে দিলেক আর তার পাছত বায়রাত যায়া নিজে ফাঁসি নাগেয়া মরিলেক।

৬ প্রধান বামনলা ঐ রূপার টাকালা কুড়ি নিয়া কইলেক, “মন্দিরের তহবিলত এই টাকালা থোয়া ঠিক হবার না হয়, ক্যেনেনা এইটা খুনের টাকা।”

৭ এই বাদে উমরা আলোচনা করিয়া ঐ টাকা দিয়া কুমোরলারটে থাকি জমিন কিনি নিলেক, যাতে যিরূশালেমত যেইলা বিদেশী মরিবে উমাক ওটেকোনা সমাধি দেওয়া যায়।

৮ এই বাদে ঐ জমিক আজিও কয় "অক্তের জমি।"

৯ ইয়াতে ভগবানের ভাববাদী যিরমিয়ের কওয়া কতা পূরণ হইলেক। "উমরালা ত্রিশটা রূপার টাকার দাম নিলেক, ইস্রায়েলী মানষিলা উয়ার এই দাম ঠিক করিচিলেক।

১০ আর ভগবানের আদেশ মতন উমরালা ঐ টাকা দিয়া কুমোরের জমি কিনছিলেক।"

১১ এই পাকে যীশুক রাজ্যপাল পীলাতের আগত হাজির করিলেক। পীলাত উয়াক পুছিলেক, "তুই কি যিহূদীলার রাজা?" যীশু কইলেক, "তোমরা ঠিকেই কইচেন।"

১২ প্রধান বামনলা আরো যিহূদী নেতালা যীশুক ম্যেলা দোষ দিলেক কিন্তু যীশু কোন উত্তর দিলেক না।

১৩ রাজ্যপাল পীলাত স্যেলা উয়াক কইলেক, "উমরা তোক কত দোষ দিবার ধরচে তুই কি শুনির পাচিস না?"

১৪ কিন্তু যীশু একটা কতারও জবাব দিলেক না। ইয়াতে পীলাত অচানক হইলেক।

১৫ রাজ্যপালের নিয়ম মতন প্রত্যেক বছর মুক্তি ভোজ পার্বনের সমায় মানষিলার পছন্দ করা এক জন করি কয়েদীক ছাড়ি দিবার

ধরছিলেক।

[১৬] সেই সমায় বারাব্বা নামে কুখ্যাত কয়েদী জেলখানাত আছিলেক।

[১৭] মানষিলা যেলা একটে জড়ো হইলেক, পীলাত মানষিলাক পুছিলেক, “তোমরালা কি চান? তোমারলার বাদে মুই কাক ছাড়ি দিম? বারাব্বাক, না যাক বাছাই করা রাজা কয়, সেই যীশুক?”

[১৮] পীলাত জানির পাইচে যে মানষিলা হিংসা করি যীশুক ধরেয়া দিচে।

[১৯] পীলাত যেলা বিচার করির জাগাত বসিয়া আছিলেক, সেই সমায় উয়ার বউ কয়া পেঠাইলেক, “ঐ নির্দোষী মানষিটাক তোমরা কোন করেন না, ক্যেনেনা আজি রাতিত স্বপনে উয়ার বিষয় যেইলা দেখিচুং এই বাদে আজি মুই কষ্ট পাবার ধরচুং।”

[২০] কিন্তু প্রধান বামন আর বুড়া নেতালা মানষিলাক উসকি দিলেক উমরা যাতে বারাব্বাক চায়া নেয় আরো যীশুক মারি ফ্যেলের দাবি করে।

[২১] স্যেলা প্রধান রাজ্যপাল উমাক পুছিলেক, “এই দুই জনের মইদ্ধে তোমারলার বাদে কাক ছাড়ি দিবার চান?” উমরা কইলেক, “বারাব্বাক!”

[২২] পীলাত স্যেলা উমারলাক কইলেক, “যাক বাছাই করা রাজা কওয়া হয় সেই যীশুক নিয়া মুই কি করিম?” উমরা সগায় কইলেক, “উয়াক ক্রুশ খুটাত টাঙা হউক।”

২৩ পীলাত কইলেক, “ক্যেনে? উয়ায় কি দোষ করিচে?” কিন্তুক উমরালা স্যেলা আরো জোরে জোরে চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “উয়াক ক্রুশ খুটাত টাঙান, ক্রুশ খুটাত টাঙান!”

২৪ পীলাত যেয়েলা দেখিলেক যে উয়ায় কোন কিছুই করির পাবার ধরচে না, আরো বেশী করি গন্ডগোল হবার ধরচে, স্যেলা দোষ এরের বাদে উয়ায় জল নিয়া মানষিলার সামনাত হাত ধুইয়া কইলেক, “এই মানষিটার অক্তের দায়ী মুই নোয়াং, এইটা তোমরালায় বুঝিবেন।”

২৫ এই কতার উত্তরে মানষিলা সগায় কইলেক, “হামরালা আর হামারলার ছাওয়া-ছোটলা উয়ার অক্তের দায়ী হমু।”

২৬ স্যেলা পীলাত বারাব্বাক মানষিলারটে ছাড়ি দিলেক, কিন্তু যীশুক খুব চাবুক মারিয়া ক্রুশত টাঙের বাদে সঁপে দিলেক।

২৭ ইয়ার পাছত রাজ্যপাল পীলাতের সৈন্যলা যীশুক উয়ার রাজবাড়িত সেনালা যেটে রয় ওটে নিয়া গেইলেক আর সউগ সৈন্যলাক যীশুর চাইরো পাকে জোটো করিলেক।

২৮ উমরালা যীশুর কাপড়লা খুলি নিয়া উয়াক একখান নাল রংগের কাপড় পেন্দাইলেক।

২৯ পাছত কাটার-লতা দিয়া একটা মটুক বানেয়া উয়ার মাথাত পেন্দে দিলেক, আর উয়ার ডাইন হাতত একটা নাটি দিলেক। আরো উয়ার আগত হাংকুড়া পাড়ি ঠাট্টা করি উয়াক কবার নাগিলেক, “যিহূদী রাজার জয় হউক!”

৩০ উমরালা যীশুর মুখত ছ্যেপ দিলেক আর উয়ার নাটিটা নিয়া উয়ার মাথাত ডাঙের নাগিলেক।

৩১ এই নাকান করি তামশা করিবার পাছত ঐ কাপড়লা খুলি নিয়া উয়ার নিজের কাপড়লা আরো পেন্দে দিলেক, ইয়ার পাছত উয়াক ক্রুশত টাঙের বাদে নিয়া যাবার নাগিলেক।

৩২ সৈন্যলা যেুলো যীশুক গঞ্জের বায়রাত নিয়া যাবার ধরচে। স্যেলা ঘাটাত কুরীণী গঞ্জের শিমোন নামে এক জন মানষির দেখা পাইলেক। সৈন্যলা উয়াক যীশুর ক্রুশ খুটাটা উবিবার বাদে জোর করি বাধ্য করিলেক।

৩৩ পাছত উমরা "গলগথা" নামের একখান জাগাত আসিয়া পৌছিলেক (গলগথা মানে মাথার খাপড়া)।

৩৪ ওটেকোনা আসিয়া উমরালা যীশুক তিতা জাতিয় বিষ কমেবার ওষুধত আংগুরের রস মিশিয়া খাবার দিলেক। কিন্তুক উয়ায় অল্প মুখত দিয়ায় আর খাবার চাইলেক না।

৩৫ যীশুক ক্রুশত দিবার পাছত সৈন্যলা উয়ার জামা কাপড় নিজের মইদ্ধোত নটারি করি ভাগ করি নিলেক।

৩৬ আর ওটেকোনা বসিয়া যীশুক পাহারা দিবার নাগিলেক।

৩৭ উয়ার বিরুদ্ধে আনা একখান দোষ-নামা মাথার উপরাত ক্রুশত নটকেয়া থুইলেক, "এই যীশু, যিহূদীলার রাজা।"

৩৮ উমরালা দুই জন ডাকুকো যীশুর নগত ক্রুশত দিলেক। এক জনক ডাইন পাকে আরেক জনাক উয়ার বাম পাকে।

৩৯ সেই সমায় যেই মানষিলা ঐ ঘাটা দিয়া যাবার ধরছিলেক, উমরালা মাথা টকটকেয়া ঠাট্টা করি কইলেক,

৪০ "তুই না মন্দির ভাঙিয়া তিন দিনের মইদ্ধে বানে দিবার পারিস! তাইলে এলা নিজক বাঁচাও। তুই যদি ভগবানের বেটা হইস তাইলে ক্রুশ থাকি নামি আইসেক।"

৪১ একে নাকান করি প্রধান বামনলা, পন্ডিতলা আর যিহূদী নেতালাও ঠাট্টা করি কইলেক,

৪২ "ইয়ায় অইন্য মানষিক বাঁচাইচে কিন্তুক নিজক বাঁচের পারে না! উয়ায় তো ইস্রায়েলের রাজা, এলা উয়ায় ক্রুশ থাকি নামি আসুক, তাইলে হামরা উয়ার উপরাত বিশ্বাস করিমু।

৪৩ ঐ মানষিটা ভগবানের উপরাত নির্ভর করে, এলা ভগবান যদি উয়ার উপরাত খুশি থাকে তাইলে উয়াক মুক্তি দেউক। উয়ায় তো নিজক ভগবানের বেটা কবার ধরছিলেক।"

৪৪ যীশুর সাথত যে দুই জন ডাকুক ক্রুশত দেওয়া হইছিলেক উমরাও একে নাকান কতা কয়া উয়াক ঠাট্টা করির নাগিলেক।

৪৫ সেই দিন বেলা বারোটা থাকি বিকাল তিনটা পর্যন্ত গোটায় দেশ আন্ধারে ঢাকি নিলেক।

৪৬ পেরায় তিনটার সমায় যীশু খুব জোরে চিকরিয়া কইলেক, “এলি, এলি লামা শবক্তানী?” যার মানে হইলেক, “হে মোর দয়াল ভগবান, হে মোর দয়াল ভগবান, তুই মোক ক্যেনে ছাড়ি দিচিস?”

৪৭ ওটে কোনা যায় যায় খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলার মইদ্ধে কয়েক জন এই কতা শুনিয়া কবার নাগিলেক, “উয়ায় এলিয়ক ড্যেকের ধরচে।”

৪৮ উমারলার মইদ্ধে একটা মানষি স্যেলায় দৌড়ি যায়া জল চুষি নেয়, এই নাকান জিনিসত ট্যেঙা ফলের রস ভিজিয়া একটা নাটির মাথাত নাগেয়া যীশুক খাবার দিলেক।

৪৯ কিন্তু অইন্য মানষিলা কবার নাগিলেক, “আরে! ছাড়ি দেও, দেখি এলিয় উয়াক বাঁচের আইসে কি না?”

৫০ যীশু আরো একবার জোরে চিকরিয়া শ্যেষ উকাস নিয়া জিউ ছাড়িলেক।

৫১ সাথে সাথে দশংগতি মন্দিরের মইদ্ধের পর্দাখান উপরা থাকি নিচা পর্যন্ত চিরিয়া দুই ভাগ হয়া গেইলেক। আর ভৈচাল হয়া বড় বড় শিললা ফাটি গেইলেক।

৫২ গুহার সমাধিলার মুখ খুলি গেইলেক, আর ভগবানের মানষি যেইলা মরি গেইচে এমন ম্যেলা মানষি ফির বত্তি উঠিলেক।

৫৩ উমরালা সমাধি থাকি বিরাইলেক আর যীশু ফির বত্তি উঠার পাছত পবিত্র যিরূশালেম গঞ্জত গেইলেক। উমরালা ওটেকোনা

ম্যেলা মানষিক দেখা দিলেক।

[৫৪] ক্রুশের বগলত প্রধান সেনাপতি আর উয়ার সাথী যেইলা যীশুক পাহারা দিবার ধরছিলেক, উমরা ভৈচাল আর অইন্য ঘটনালা দেখি খুব ভয় পায়া কইলেক, “মাইরি, ইয়ায় ভগবানের বেটা আছিলেক।”

[৫৫] ওটেকোনা ম্যেলা বেটিছাওয়া দূরত খাড়া হয়া সউগ কিছুই দেখির ধরছিলেক। এই বেটিছাওয়ালা গালীল থাকি যীশুর দেখাশুনা করির বাদে উয়ার নগত আসছিলেক।

[৫৬] উমার মইদ্ধে আছিলেক মগ্দলিনী মরিয়ম, যাকব আরো যোষেফের মাও মরিয়ম, সিবদিয়ের বেটা যাকব আরো যোহনের মাও।

[৫৭] সইন্ধা হবার ধরচে এমন সমায় আরিমাথিয়া গেরামের যোষেফ নামে এক জন ধনী মানষি যিরূশালেমত আসিলেক। উয়ায় ছিলেক যীশুর শিষ্য।

[৫৮] যোষেফ পীলাতেরটে যায়া যীশুর মরা দেহাটা চাইলেক। স্যেলা পীলাত উয়াক দেহাটা দিবার আদেশ দিলেক।

[৫৯] যোষেফ দেহাটা নিয়া পরিস্কার একখান কাপড়ত গোটো করিলেক।

[৬০] ইয়ার পাছত সেই দেহাটা নিয়া যায়া উয়ায় নিজের বাদে পাহাড়ত যে নতুন সমাধিটা খুড়িয়া থুইছিলেক, দেহাটা ওটে

থুইলেক। তার পাছত সমাধির মুখখান বন্ধ করির বাদে বড় একটা শিল গড়গড়েয়া নিয়া যায়া বন্ধ করি দিয়া উয়ায় চলি গেইলেক।

৬১ কিন্তু মগ্দলিনী মরিয়ম আরো অইন্য মরিয়ম সমাধির আগপাকে বসিয়া রইলেক।

৬২ পরের দিন মানে জোগার করা পার্বনের, পরের দিন, প্রধান বামনলা আর ফরীশীলা পীলাতের নগত দেখা করিলেক।

৬৩ উমরা কইলেক, "হুজুর, হামার ফম পড়িচে, সেই ঠকবাজটা বত্তি থাকিতে কইচিলেক, মুই তিন দিনের দিন বত্তি উঠিম।

৬৪ এই বাদে তোমরা হুকুম দেও যাতে তিন দিন পর্যন্ত সমাধিটা পাহারা দেওয়া হয়। তা না হইলে উয়ার শিষ্যলা আসিয়া উয়ার দেহাটা চুরি করি নিয়া যায়া মানষিলাক কবে, উয়ায় মরণক জয় করি বত্তি উঠিচে। তাইলে পইলা ছলনার চায়া শ্যেষ ছলনাটা আরো বেয়া হবে।"

৬৫ পীলাত স্যেলা উমারলাক কইলেক, "পাহারা দারলাক নিয়া যায়া যত ভাল করি পারেন পাহারা দিবার ব্যবস্থা করেন।"

৬৬ স্যেলা উমরা যায়া সমাধির মুখের শিলটার উপরাত সীলমোহর মারিলেক। আরো পাহারা দারলাক থুইয়া ওটেকোনা সমাধিটা কড়াকড়ি করি পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিলেক।

২৮

জিরানের দিনের পর হাপ্তাহের পইলা দিন ভোর বেলা মগ্দলিনী মরিয়ম আর এক জন মরিয়ম সমাধিটা দেখির

গেইলেক।

২ স্যেলা অচমকায় ভৈচাল হইলেক, ক্যেনেনা পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত স্বর্গ থাকি নামি আসিলেক। আর সমাধিটার মুখের শিলটা সরেয়া দিয়া উয়ার উপরাত বসিলেক।

৩ স্বর্গদূতটার চেহারা আলোর ঝিলিকের নাকান। উয়ার কাপড় চোপড় একেবারে সাদা ধপধপা।

৪ উয়ার ভয়ে পাহারাদারলা কাপিতে কাপিতে মরার মত হয়া গেইল।

৫ স্বর্গদূত ঐ বেটিছাওয়ালাক কইলেক, “তোমরা ভয় না খান, ক্যেনেনা মুই জানং যেই যীশুক ক্রুশত দেওয়া হইচে তোমরা উয়াকে চান্দের ধরচেন।

৬ উয়ায় এটেকোনা নাই। উয়ায় যেই নাকান কইচিলেক, ঐ নাকান করি বত্তি উঠিচে। আইসো যেটেকোনা উয়াক থাকেয়া থোয়া হইচে ঐ জাগাখান দেখ।

৭ তোমরা পচপচে যায়া উয়ার শিষ্যলা কন যে উয়ায় মরণক জয় করি ফির বত্তি উঠিচে। আর তোমারলার আগে আগে উয়ায় গালীল যাবার ধরচে। তোমরা উয়াক ওটেকোনা দেখির পাবেন। দেখেন এই কতাটা মুই তোমারলাক জানেয়া দিলুং।”

৮ ঐ বেটিছাওয়ালা ভয় পাইছিলেক তাঞো উমরা আনন্দে সমাধিটার ওটে থাকি যীশুর শিষ্যলাক খবর দিবার বাদে দৌড়ির নাগিলেক।

[৯] এমন সমায় যীশু অচমকায় বেটিছাওয়ালার আগপাকে আসিয়া খাড়া হয়া কইলেক, "তোমারলার মঙ্গল হউক।" স্যেলা ঐ বেটিছাওয়ালা যীশুর বগল যায়া ঠ্যেং ধরিয়া ভক্তি দিলেক।

[১০] যীশু উমারলাক কইলেক, "ভয় না খান, তোমরা যায়া মোর ভাইলাক গালীল যাবার কন ওটেকোনা উমরা মোক দেখির পাবে।"

[১১] ঐ বেটিছাওয়ালা য্যেলা যাবার ধরছিলেক, স্যেলা পাহারাদারলার কয়কজন গঞ্জত যায়া কি কি ঘটনা হইছিলেক ঐলা প্রধান বামনলাক কইলেক।

[১২] প্রধান বামনলা যিহূদী নেতালার নগত দেখা করিয়া একটা ফন্দি করিলেক। উমরা পাহারা দারলাক ম্যেলা টাকা দিয়া কইলেক,

[১৩] "তোমরা মানষিলাক কও, হামরা য্যেলা রাইতোত নিন যাবার ধরচিলুং সেই সমায় যীশুর শিষ্যলা আসিয়া দেহাটা চুরি করি নিয়া গেইচে।

[১৪] এই কতা যদি রাজ্যপাল শুনির পায় তাইলে হামরা উয়াক বুঝামু আর তোমারলাক শাস্তির হাত থাকি বাঁচামো।"

[১৫] পাহারাদারলা ঐ টাকা নিয়া উমাক যেমন কওয়া হইছিলেক ঐ নাকানে কইলেক। আজিও যিহূদীলার মুখত ঐ কতাটা ছড়াছড়ি হয়া আছে।

১৬ যীশু গালীলত যেই পাহাড়ত শিষ্যলাক যাবার কইচে, ঐ এগারো জন শিষ্য ঐ পাহাড়ত গেইলেক।

১৭ উমরা যীশুক দেখি ভক্তি দিলেক, কিন্তু কয়েক জন সন্দেহ করিলেক।

১৮ স্যেলা যীশু আসিয়া উমাক কইলেক, “স্বর্গের আর দুনিয়ার সউগ অধিকার মোক দেওয়া হইচে।

১৯ এই বাদে তোমরা যাও, তোমরা যায়া সউগ জাতির মানষিলাক মোর শিষ্য বানান। বাপ, বেটা আর পবিত্র আত্মার নামে দীক্ষা দেও।

২০ মুই তোমারলাক যেইলা আদেশ দিচুং সেইলা পালন করির উমারলাক শিক্ষা দেও। দেখ, যুগে যুগে প্রতিদিন তোমারলার সোদে শ্যেষ পর্যন্ত আছং॥”

মার্ক

১ ভগবানের একটা ভাল খবর কবার চাং। এই খবরটা হইলেক ভগবানের বাছাই করা রাজার সমন্ধে। উয়ার নাম হইলেক যীশু আর উয়ায় হইচে ভগবানের বেটা। এই ভাল খবরটা এই নাকান করি শুরু হইচে।

২ যীশুর আইসার ম্যেলা দিন আগত উয়ার সমন্ধে যিহূদী ভাববাদীলা শাস্ত্রত এই নাকান নেখিচে। ভগবান উয়ার বেটাক কয়, "দেখ, তোর আইসার আগত মোর খবরিয়াক প্যেঠেবার ধরচুং। উয়ায় তোর আগত যায়া তোর বাদে ঘাটা বানাবে। যাতে তোক সগায় মানি নেয়।" ভাববাদী যিশাইয়ও নেখিলেক যে,

৩ "নিধুয়া পাথারত এক জন চিকিরিয়া কবার নাগচে: পরম প্রভু আসিবার বাদে মনের ঘাটা ঠিক কর! ঘাটাটা সোজা কর!"

৪ ঐ খবরিয়াটা হইলেক যোহন। উয়ায় নিধুয়া পাথারত দীক্ষাদাতা হয়া আসিলেক, আর ঢোলাই দিবার নাগিলেক যে, "পাপের ঘাটা হাতে মন ফিরান, আর জল দিয়া দীক্ষা নেও! স্যেলা ভগবান তোমারলার পাপ ক্ষমা করিবে।"

৫ এই বাদে যিহূদীয়া প্রদেশের আর যিরূশালেম গঞ্জের সগায় বিরিয়া যোহনের-টে আসির ধরিলেক। উমরা নিজের নিজের পাপ স্বীকার করির পাছত যর্দন নামের নদীত যোহন উমারলাক জল দিয়া দীক্ষা দিলেক।

৬ যোহনের পিন্দিবার কাপড় আছিলেক উটের লোমের, আর উয়ার কমড়ত আছিলেক চামড়ার পেট্টি। উয়ায় খাবার খাইচে বড় বড় কুকতি আর জঙলের মধু।

৭ যোহন আরো ঢোলাই দিলেক যে, "মোর পাছত এক জন আসির ধরচে। উয়ায় মোর চায়া শক্তিবান। ছাপরিয়া উয়ার জুতা খুলি দিবারও মোর যোগ্যতা নাই।

৮ মুই তোমারলাক জল দিয়া দীক্ষা দিলুং কিন্তুক উয়ায় তোমারলাক পবিত্র আত্মা দিয়া দীক্ষা দিবে।"

৯ এক দিন যীশু গালীল প্রদেশের নাসারত গেরাম থাকি যোহনের-টে আসিলেক। ওটেকোনা যোহন যীশুক যর্দন নদীত নিয়া যায়া জল দিয়া দীক্ষা দিলেক।

১০ আর যীশু যেলা জল থাকি ডুবিয়া উঠির ধরচে, স্যেলায় স্যেলায় দেখিলেক দ্যাওয়া দুই ফাইল্টা হয়া, ভগবানের আত্মা কইতোরের ঢক ধরি উয়ার উপরাত নামি আসিলেক।

১১ আর দ্যাওয়া হাতে একটা শব্দ শোনা গেইলেক, "তুইয়ে মোর বেটা, মোর মনের এক জন। তোর উপর মুই খুশি আছং।"

১২ ইয়ার পাছত যীশুক ভগবানের আত্মা চালনা করি নিয়া গেইলেক নিধুয়া পাথারত।

১৩ আর ওটেকোনা যীশু চল্লিশ দিন থাকিলেক। কিন্তুক শয়তান-অসুর যীশুক নানা নাকান পাপের ফান্দত ফ্যেলেবার চেষ্টা

করিলেক। ঐ নিধুয়া পাথারত জংলি জীব-জন্তুও আছিলেক কিন্তুক স্বর্গদূতলা যীশুর যতন করির নাগিলেক।

১৪ পাছত য্যেলা যোহন জেলখানাত বন্দী হইলেক, স্যেলা যীশু গালীল প্রদেশত আসিলেক। ওটেকোনা ভগবানের দেওয়া ভাল খবর নানান জাগাত ঢোলাই দিবার নাগিলেক।

১৫ উয়ায় কইলেক যে, "ভগবান যেই সমায়টা ঠিক করিচে, ঐ সমায়টা হয়া গেইচে। উয়ার রাজ্য বগলা-বগলি আসিচে! তোমরালা পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরান আর ভাল খবরটা বিশ্বাস করো।"

১৬ এক দিন যীশু গালীল সাগরের পার দিয়া বেড়েবার ধরিলেক আর উয়ায় দেখির পাইলেক শিমোন আর শিমোনের ভাই আন্দ্রিয়, সাগরত জাল ফ্যেলেয়া মাছ ধরির নাগচে। উমরা মাছুয়া আছিলেক।

১৭ উমাক দেখিয়া যীশু কইলেক, "বাহে, তোমরা মোর এটেকোনা আইসো! তোমরা আগত মাছ মারিয়া আনিবার ধরিলেন, এলা হাতে মুই তোমাক ভগবানের ঘাটাত মানষিক আনিবার শিখাইম।"

১৮ আর স্যেলায় উমরা জাল ফ্যেলে থুইয়া যীশুর পাছত আসিলেক।

১৯ খানেক দূর যাবার পাছত সিবদিয়ের দুই বেটাক, যাকব আর যোহনক দেখির পাইলেক। উমরা একখান নাওয়োত বসিয়া জাল

সিলাই করির ধরচে।

২০ আর যীশু উমারলাক দেখিতে কালেই ড্যেকেয়া কইলেক, “তোমরা মোর এটেকোনা আইসো।” আর স্যেলা উমরা উমারলার বাপক কামলার নগত নাওয়োত থুইয়া যীশুর পাছে পাছে চলি গেইলেক।

২১ ইয়ার পাছত যীশু আর উয়ার চেলালা কফরনাহূম গঞ্জত গেইলেক। আর যিহূদী নিয়মের জিরানের দিনত যীশু উপাসনা ঘরত যায়া শিক্ষা দিবার ধরিলেক।

২২ এই শিক্ষা শুনিয়া সউগ মানষিলা অচানক হইলেক, ক্যেনেনা উয়ায় যিহূদী আইন কানুনের পন্ডিতের নাকান শিক্ষা না দেয়। উয়ায় ভগবানের অধিকার পাওয়া মানষির নাকান শিক্ষা দেয়।

২৩ অচমকায় ঐ উপাসনা ঘরত একটা অপদেবতা ধরা মানষি আসিলেক।

২৪ আর অপদেবতাটা যীশুক দেখিয়া চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হ্যে বাহে! মোর নগত তোমার কি দরকার, কন তো, নাসারতের যীশু? তোমরা কি হামারলাক সর্বনাশ করির আসচেন? মুই জানং তোমরা কায়, তোমরা তো ভগবানের সেই পবিত্র মানষি, ভগবানের আপনজন।”

২৫ যীশু স্যেলা অপদেবতাটাক দাবরেয়া কইলেক, “চুপ করি রঃ, আর উয়ার ভিতিরা থাকি তুই বিরিয়া যা।”

২৬ আর উয়ায় একেবারে চিকিরিয়া গাও মোচড়েয়া বিরিয়া গেইলেক।

২৭ এই দেখিয়া মানষিলা অচানক হয়া নিজের মানষির মাঝত ফুসুর-ফাসার করিবার নাগিলেক, “আরে এইটা কি ব্যাপার? এই নয়া শিক্ষার এত ক্ষমতা! অপদেবতাও উয়ার কতা শুনির বাদ্ধ হয়!”

২৮ আর এই নাকান করি যীশুর কতা খুব পচ করি গালীল প্রদেশত ছড়া-ছড়ি হয়া পড়িলেক।

২৯ উপাসনা ঘর হাতে বিরিয়া যাকব আর যোহনক নিয়া যীশু শিমোন আর আন্দ্রিয়-এর বাড়িত গেইলেক।

৩০ শিমোনের শশুড়ি জ্বরত ভুগিয়া চাংড়াত শুতিয়া আছে, আর যীশু আইসতে কালেই উয়াক জ্বরের কতা কইলেক।

৩১ যীশু উয়ার-টে যায়া হাত ধরি তুলিলেক। স্যেলা কি হইলেক? উয়ার জ্বর স্যেলায় স্যেলায় পালে গেইলেক, আর উয়ায় উমারলার বাদে খাবারের যোগাড় করিবার নাগিলেক।

৩২ ঐ দিন য্যেলা বেলা ডুবিয়া জিরানের দিন চলি গেইলেক, স্যেলা ওটেকার মানষিলা সউগ অসুকিয়া আর অপদেবতা ধরা মানষিলাক যীশুর-টে আনিলেক।

৩৩ বাড়ির আগপাকে খোলান বাড়িত, কফরনাহূমের ম্যেলা মানষি আসিয়া হাটের নাকান ভিড় করিলেক।

৩৪ যীশু নানা ঢকের অসুকিয়া মানষিক ভাল করিলেক। অপদেবতা ধরা মানষিলার ভিতিরা থাকি ঐলাক খ্যেদাইলেক। কিন্তুক ঐলাক কতা কবার দিলেক না, ক্যেনেনা উমরা জানে উয়ায় কায়।

৩৫ পরের দিন খুব ভোর সাকালে যীশু নিন থাকি উঠিয়া নিধুয়া পাথারত যায়া প্রার্থনা করিবার নাগিলেক।

৩৬ শিমোন আর উয়ার সঙ্গীলা যীশুক খুজিবার নাগিলেক।

৩৭ চান্দেয়া য্যেলা পাইলেক, স্যেলা যীশুক কইলেক, "প্রভু, সগায় তোমাক খুজিবার ধরচে।"

৩৮ যীশু উমারলাক কইলেক, "হাটো, হামরালা বগলা-বগলি গেরামলাত যাই, ওটেকোনাও যাতে মুই প্রচার করির পাং। এই বাদেই তো মুই আসচুং।"

৩৯ এই নাকান করি যীশু গালীল প্রদেশের উপাসনা ঘরলাত প্রচার করিয়া, মানষির ভিতিরা হাতে অপদেবতালাক খ্যেদেয়া, ঘুরি বেড়েবার নাগিলেক।

৪০ এমন সমায় একটা কুষ্ঠ রুগী যীশুর-টে আসিয়া হাংকুড়া পাড়ি মিনতি করি কবার নাগিলেক, "ও বাহে যীশু, তোমরা ইচ্ছা করিলে মোক শুদ্ধি করিয়া ভাল করির পান।"

৪১ এই কতা শুনিয়া মানষিটার বাদে যীশুর খুব মায়া হইলেক। যীশু হাত বাড়েয়া অশুদ্ধি রুগীটাক নারিয়া কইলেক, "মুই এইটায় চাং। তুই শুদ্ধি হয়া যা।"

[৪২] স্যেলায় কুষ্ঠ রোগ ছাড়ি গেইলেক আর মানষিটা শুদ্ধি হইলেক।

[৪৩-৪৪] যীশু হুকুম দিয়া কইলেক, “এই ঘটনাটা কাঙোকে কবু না। তুই খালি বামনোক যায়া দেহাখান দেখাও যে তোর অসুখ ভাল হয়া গেইচে। আর মহাপুরুষ মোশির বিধান মতে কুষ্ঠ রোগ হাতে ভাল হইলে, যেইলা পূজা করার দরকার, সেইলা করেক। ইয়াতে সমাজের মানষি জানির পাইবে তুই শুদ্ধি হয়া গেইচিস।” এই কতালা কয়া যীশু উয়াক বিদায় করিলেক।

[৪৫] মানষিটা কিন্তুক এই ঘটনাটা ম্যেলা মানষিক কয়া বেরেবার ধরিলেক। এই বাদে ভিড়টা আরো এমন বাড়ি গেইলেক যে, যীশু কোনো গঞ্জত খোলা-মেলা করি বেড়ের পাইলেক না। খালি নিধুয়া পাথারত থাকির নাগিলেক, কিন্তুক ওটেকোনাও চাইরো পাক হাতে মানষি আসির ধরিলেক।

২

কয় দিন পাছোত যীশু কফরনাহূম গঞ্জত ফিরিয়া আসিলেক, আর ওটেকার মানষি জানির পাইলেক উয়ায় ঘরত আছে।

[২] স্যেলা ওটেকোনা এতলা মানষি একটে হইলেক যে, ঘর ঠাসাঠাসি হয়াও দুয়ারতও জাগা ধরে না। আর যীশু উমারলাক ভগবানের কতা প্রচার করির ধরচে।

[৩] ঐ সমায় একদল মানষি আসির ধরচে। উয়ারে মাঝত চাইর জন মানষি একটা নুলা রুগীক ওটেকোনা দাগিলাত করিয়া

উবিয়া আনির ধরচে।

৪-৫ কিন্তুক ভিড়ের বাদে রুগীটাক যীশুর-টে নিয়া যাবার পাইলেক না। আর যীশু যেই ঘরত বসিয়া আছে, সেই ঘরের চাল ফাকা করিয়া নুলা রুগীটাক দাগিলা সুদায় যীশুরটে নামেয়া দিলেক। উমারলার এই নাকান বিশ্বাস ছিলেক যে রুগীটাক যীশুর-টে নিয়া গেইলে ভাল হইবে। এই দেখিয়া রুগীটাক যীশু কইলেক, "বাউ, তোর তামান পাপ ক্ষমা করা হইল।"

৬ ওটেকোনা কয়জন পন্ডিত কিন্তুক বসিয়া আছে। উমরা মনে মনে ভাবিবার নাগচে,

৭ "আরে! মানষিটা এই নাকান কতা ক্যেনে কবার ধরচে? উয়ায় তো ভগবানের নিন্দা করে! ভগবান ছারা কাঙো কি পাপ ক্ষমা করিবার পায়?"

৮ উমরা যেইলা কতা মনে মনে ভাবির ধরচে, সেইলা কতা যীশু সাথে সাথে অন্তরত বুঝির পাইলেক। উমারলাক পুছিলেক, "এই নাকান কতা ক্যেনে ভাবির নাগচেন?

৯-১০ মুই যদি কং 'তোর পাপ ক্ষমা করা হইলেক', এই কামটা হয় কি না হয় দেখির পাইবেন না। কিন্তুক নুলা রুগীটা হাটিবার পায় না। মুই যদি উয়াক হাটিবার কং, আর উয়ায় স্যেলায় স্যেলায় হাটে, তাইলে ইয়াতে বুঝির পাইবেন মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা। এই বাদে, দুনিয়াত পাপ ক্ষমা করিবার অধিকার মোরে আছে।"

[১১] স্যেলা যীশু কি করিলেক? রুগীটার ভিতি ঘুরি দেখিয়া কইল, “বাউ ওঠেক! তোর দাগিলা তুলিয়া তুই বাড়ি চলি যা।”

[১২] স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা সগারে চোখুর আগত খাড়া হয়া দাগিলা তুলিয়া বায়রাত চলি গেইলেক। সগায় অচানক হয়া কইলেক, “হামরা এই নাকান ঘটনা কোনো দিন দেখি নাই!” এইটা কইতে কইতে ভগবানের মহিমা করিলেক।

[১৩] পাছত যীশু গালীল সাগরের পারোত আরো গেইলেক। স্যেলা ওটেকোনা ম্যেলা মানষি হইল আর উয়ায় উমারলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

[১৪] হাটি যাইতে যাইতে দেখিলেক আলফেয়ের একটা বেটা আছে। উয়ায় মাসুল আদায়কারীর ঘরত বসিয়া আছে, ক্যেনেনা উয়ায় এক জন মাসুল আদায়কারী। উয়ার নাম লেবি। যীশু উয়াক কইলেক, “তুই মোর এটেকোনা আয়, আর মোর চেলা হঃ।” আর স্যেলায় স্যেলায় লেবি উঠিয়া যায়া চেলা হইলেক।

[১৫] পাছত যীশু আর উয়ার চেলালা লেবির বাড়িত খাওয়া-দাওয়া করির বসিলেক। আর ওটেকোনা ম্যেলা মাসুল আদায়কারী আর অইন্য নাকান বেয়া নজরে দেখা মানষিলার নগত খাবার ধরচে। ক্যেনেনা এই নাকানের মানষিলা যীশুক গুরু ভজিলেক।

[১৬] এই দেখিয়া অইন্য মানষিলা, যায় যায় ফরীশী দলের পন্ডিত, উমরা পুছিলেক যীশুর চেলালাক, “আরে! যীশু মাসুল

আদায়কারী আর বেয়া মানষির নগত খাওয়া-দাওয়া করে ক্যেনে?”

১৭ এই কতাটা যীশু শুনির পায়া উমারলাক কইলেক যে, “ভাল মানষির ডাক্তারের দরকার নাই। যায় রুগী, যায় অসুকিয়া, উমারে ডাক্তারের দরকার আছে। মুই ধার্মিক মানষিক ড্যেকেবার আইসং নাই। মুই পাপী মানষিক ড্যেকেবার বাদে আসচুং।”

১৮ এক সমায় দীক্ষাদাতা যোহনের চেলালা আর ফরীশীলা উপাস করির ধরিলেক। এই দেখিয়া কয়জন মানষি আসিয়া যীশুক পুছিলেক যে, “যোহনের চেলালা আর ফরীশীলার চেলালা তো উপাস করে, কিন্তুক তোমার চেলালা উপাস করে না ক্যেনে?”

১৯ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক যে, “বর নগত থাকিতে, বরযাত্রী উপাস করির পায় কি? বর নগত থাকিতে উমরা উপাস করির পায় না। উমরা আনন্দ করিবে।

২০ কিন্তুক এমন এক দিন আসিবে য্যেলা বরক নিয়া যাওয়া হইবে, আর স্যেলা বরযাত্রীলা উপাস করিবে।

২১ “কাঙোয় বুড়া জামাত নয়া কাপড়ের তালি দেয় না। যদি দেয় ধুবার পাছত নয়া তালিটা টান ধরিয়া ছোট হয়া যাবে, আর ইয়াতে ছেড়া জাগাখান আরো ওসার হইবে।

২২ “সেই নাকান, বুড়া চামড়ার ঝোলাত কাঙোয় টাটকা আংগুরের রস থোয় না। যদি থোয় স্যেলা টাটকা রস পচিয়া রস

বাড়ি যায়া অল্পতে ঝোলা ছিড়ি যায়। ইয়াতে ঝোলা আর রস দুইটায় নষ্ট হয়। সেই বাদে টাটকা রস নয়া ঝোলাত থুবার নাগে।”

২৩ এক দিন, যিহূদী নিয়মের জিরানের দিনত, যীশু আর উয়ার চেলালা ডাবরির মাঝিলা দিয়া যাবার ধরিলেক। যাইতে যাইতে, চেলালা খাবার বাদে শিষ ছিড়িবার নাগিলেক।

২৪ এই দেখিয়া ফরীশীলা যীশুক কইলেক যে, “ধর্মের বেনিয়ম করিয়া, পবিত্র জিরানের দিনে যেইলা করা উচিত নোয়ায়, তোমার চেলালা সেইলায় ক্যেনে করির ধরচে?”

২৫-২৬ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক যে, “এইটা কি তোমরা শাস্ত্রত পড়েন নাই? অবিয়াথর নামের এক জন য্যেলা মহাবামন আছিলেক, স্যেলা চৌদ্দ গুষ্টির মহারাজা দায়ূদক একবার ভোগ নাগছিল। স্যেলা ভগবানের বাড়িত সোন্দেয়া মহারাজা দায়ূদ কি করিলেক? ভগবানের বাড়িটার যে পবিত্র রুটি আছিলেক, সেই রুটি বামন ছাড়া কারো খাবার নিয়ম আছিলেক না। কিন্তুক দায়ূদ ঐ রুটি নিয়া নিজে খাইলেক, উয়ার সঙ্গীলাকো খাবার দিলেক।

২৭ “এই দেখিয়া হামরা জানির পাই যে, জিরানের দিনের সেবা করির বাদে মানষির সিজ্জন হয় নাই। মানষিক আশুর্বাদ দিবার বাদে তো জিরানের দিনের সিজ্জন হইচে।

২৮ আর মুইয়ে তো হইলুং জিরানের দিনের মালিক, সেই বাছাই করা মানষিটা।”

৩ হাপ্তার পবিত্র জিরানের দিনে যীশু যিহূদী উপাসনা ঘরত আসিলেক আর ওটেকোনা স্যেলা মানষি হইলেক। উমারলার মাঝত একটা মানষি আছিলেক যার এক হাত শুকি গেইচে।

২ কিন্তুক ফরীশীলা দোষ দিবার বাদে যীশুক ভাল করি নজর দিবার ধরিলেক। পবিত্র জিরানের দিনে যীশু অসুকিয়া মানষিটাক ভাল করে কি না, উমরা দেখিবার ধরিলেক।

৩ যীশু স্যেলা ঐ শুকান হাতওলা মানষিটাক কইলেক, "তুই সগারে আগত আসিয়া খাড়া হঃ।"

৪ মানষিটা যেলা আসিয়া খাড়া হইলেক, যীশু ফরীশীলাক পুছিলেক, "মোশির বিধানত কি নেখা আছে? পবিত্র জিরানের দিনটা কিসের বাদে? ভাল কামাই না বেয়া কামাই করির বাদে? জিউ বত্তেবার, না মারি ফ্যেলেবার বাদে?" কিন্তুক ফরীশীলা কোনো উত্তর দিলেক না।

৫ যীশু ফরীশীলার এই নাকান কঠুর হিয়া দেখিয়া দুঃখ পাইলেক। গোসা হয়া চোখু পাকেয়া চাইরো পাকে দেখিয়া ঐ মানষিটাক কইলেক, "তোর হাত বাড়েয়া দে।" মানষিটা কি করিলেক? উয়ার শুকান হাত বাড়ে দিলেক, আর একেবারে ভাল হয়া গেইলেক!

৬ এই ঘটনা দেখতে কালে ফরীশীর ঘর উপাসনা ঘরের ভিতিরা হাতে বাইরা চলি গেইলেক। আর স্যেলায় স্যেলায় যীশুক

ক্যেংকরি মারি ফ্যেলা যায়, উমরা হেরোদ রাজার মানষিলার নগত ফন্দি করির নাগিলেক।

৭-৮ ইয়ার পাছত ভিড় থাকি যীশু উয়ার চেলালাক নগত নিয়া সাগরের বগলত গেইলেক। কিন্তুক ওটেকোনাও উয়ার পাছে পাছে ম্যেলা মানষি আসিলেক। ক্যেনেনা যীশু যে ভাল কাম করির ধরচে, এই নামটা চাইরো পাকে ছড়ি গেইচে। নানান জাগা হাতে, ভাইল্লা মানষি আসিলেক। কোটে হাতে আসিলেক? আসিলেক গালীল আর যিহূদীয়া প্রদেশ হাতে, যিরূশালেম, ইদোম, যর্দন নদীর ওপার থাকি, আর সোর, সীদোন, নানান জাগা হাতে।

৯ ঠাসা-ঠাসি ভিড়ের বাদে যীশু উয়ার চেলালাক কইলেক একখান ছোট নাও ঠিক করি থুবার, মানষির ভিড় যাতে উয়ার দেহার উপরাত না পড়ে।

১০ যীশু ম্যেলা রুগীক ভাল করিচে, এই বাদে অসুকিয়া মানষিলা ভিড়ের ঠাসা-ঠাসিতে উয়াক নাড়িবার চেষ্টা করির ধরচে।

১১ যেলায় কোনো অপদেবতা ধরা মানষি যীশুক দেখিচে, স্যেলায় এই নাকান হইলেক যে, উয়ায় যীশুর ঠ্যাংএর ওটেকোনা পড়িয়া, চিকিরিয়া কবার ধরিলেক, “তুইয়ে ভগবানের বেটা!”

১২ কিন্তুক যীশু স্যেলা কি করিলেক? উয়ায় অপদেবতালাক দাবরেয়া কইলেক, উয়ায় যে ভগবানের বেটা, এই কতাটা যাতে

কাঙোকে না কয়।

১৩ ইয়ার পাছত যীশু পাহাড়ের উপরাত আসিলেক আর উয়ায় উয়ার নিজের মন মতন কতলা মানষিক ড্যেকে নিলেক, আর উমরা আসিলেক।

১৪-১৫ স্যেলা উমারলার মাঝত বারোজনক অধিকার পাওয়া খবরিয়া ঠিক করিলেক, উমরা য্যেনে যীশুর নগত থাকে, আর অপদেবতা ছাড়েবার ক্ষমতা দিয়া প্রচার করিবার বাদে উমারলাক প্যেঠেবার পায়।

১৬ উয়ায় যে বারোজনক ঠিক করিলেক, উমারলার নাম হইলেক: শিমোন (যীশু যাক নাম দিলেক পিতর, যার মানে "শিল");

১৭ সিবদিয়ের দুইটা বেটা যাকব আর যোহন (উমারলার নাম দিলেক বোয়া-নের্গিস, যার মানে "ম্যেঘের আওয়াজের বেটা," কারন উমারলার স্বভাব এই নাকান);

১৮ আন্দ্রিয়, ফিলিপ, বর্থলময়, মথি, থোমাস, আলফেয়ের বেটা যাকব, থদ্দেয়, মৌলবাদী শিমোন;

১৯ আর এক জন আছিলেক ইস্কোরিয়োতের যুদাস, যায় পাছত যীশুক শত্রুর হাতত দিলেক।

২০ এক দিন যীশু একটা বাড়িত সোন্দাইলেক। স্যেলা ওটেকোনা এতলা মানষি জড়ো হইলেক যে, যীশু আর উয়ার চেলালা খাবারে সমায় পাইলেক না।

[২১] এই খবরটা যীশুর বাড়ির মানষি শুনির পায়া উয়াক নিয়া যাবার আসিলেক। উমরা মানষিক কবার নাগিলেক যে যীশু বোধ হারা হয়া গেইচে।

[২২] আরো সেই সমায় যিরূশালেম গঞ্জ থাকি কতলা পন্ডিত আসিয়া উমরা দোষ দিবার নাগিলেক যে, যীশুক অপদেবতার রাজা বেলসবূল-অসুর ধরচে! আর অসুরের ক্ষমতা দিয়া অপদেবতাক খ্যেদায়।

[২৩] যীশু স্যেলা ধর্মগুরুলাক ড্যেকেয়া গল্পের নাকান করি কইলেক যে, “এইটা ক্যেংকরি হবার পায়? নিজেই অসুর নিজেকেই কি খ্যেদায়?

[২৪] কোনো রাজ্য যদি খন্ড-খন্ড ভাগ হয়া যায়, সেই রাজ্যটা টিকির না পায়।

[২৫] কোনো সংসারত যদি দন-ঝগড়া নাগে, ঝগড়া করি বেগল হয়া যায়, তাইলে সেই পরিবারত ভাঙন দেখা দিবেই।

[২৬] আর অসুর যদি উয়ার নিজের ক্ষমতার বিরুদ্ধে ভাঙন ধরায়, তায় টিকির পাইবে না। শ্যেষ হয়া যাবেই।

[২৭] অসুর হয় এক জন শক্তিশালী মানষির নাকান। উয়ার বাড়িত সোন্দেয়া উয়াক বান্দি না থোয়া পর্যন্ত কাঙো মাল পত্র নিয়া যাবার পাইবে না। কিন্তুক উয়াক বান্দিয়া মাল পত্র নিয়া যাবার পাইবে।

২৮ মুই তোমারলাক সচাং করি কং, মানষির সউগ পাপ, তামান নিন্দা, ক্ষমা করা হইবে।

২৯ কিন্তুক পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করিলে, কোনো দিনও ক্ষমা করা হবার নোয়ায়। সেই নিন্দার পাপ চিরকাল ধরি থাকিবে।”

৩০ যীশু এই কতাটা কইলেক কারন ধর্মগুরুলা কবার নাগচে যে উয়াক অপদেবতা ধরচে।

৩১ ইয়ার পাছত যীশুর মাও আর ভাইলা ঐ বাড়ির ওটেকোনা আসিলেক। আর উয়াক ড্যেকেবার বাদে এক জনক প্যেঠাইলেক।

৩২ স্যেলা যীশু যেটেকোনা বসিয়া আছে ওটেকোনা ম্যেলা মানষি আছিলেক, যীশুর চাইরো পাকে বসিয়া। উমরা যীশুক কইলেক যে, “তোর মাও ভাইলা বায়রাত তোক ড্যেকেবার ধরচে।”

৩৩ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক যে, “কায় মোর মাও? কায় মোর ভাইলা?”

৩৪ আর ওইটে যেই মানষিলা বসিয়া আছিলেক, উমারলার চাইরো পাকে দেখিয়া কইলেক যে, “দেখেন! ইমরায় মোর মাও! ইমরায় মোর ভাই!

৩৫ যায় যায় ভগবানের ইচ্ছা পালন করে, উমরায় মোর ভাই, বইনি, মাও।”

৪ যীশু আরো গালীল সাগরের পারত যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার শুরু করিলেক, আর ওটেকোনা ম্যেলা মানষি হইলেক। ভিড়ের বাদে মানষিলাক ডাঙাত থুইয়া যীশু জলের উপরাত একখান নাওয়োত চড়িয়া বসিলেক।

২ ভাইল্লা বিষয়ের উপরাত গল্পের নাকান করি শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

৩ "শোন! এক জন চাষা ভুইয়ত বিচন ছিটিবার গেইলেক।

৪ বিচন ছিটাইতে ছিটাইতে কতলা বিচন ঘাটার বগলোত পড়িলেক, আর সেইলা পখি খায়া নিলেক।

৫ কতলা বিচন পড়িলেক শিলবাড়ির ভুইয়ত আর মাটি বেশী নিচত না থাকাতে পচপচ করি গাজেয়া উঠিলেক।

৬ শিপা ভাল করি না হবার বাদে, বেলা উঠিয়া বিচন গছগুলা ঝেমড়ি যায়া মরি গেইলেক বেলার ঝালাত।

৭ আরো কতলা বিচন পড়িলেক কাটা ঝোপের মাঝত, আর কাটা ঝোপ বাড়িয়া ঐলা চিপি ধরিলেক। ঐ গছগুলা বড় হবার পাইলেক না, ফলোনো হইলেক না।

৮ "তার পাছত আরো কতলা বিচন পড়িলেক ভাল ভুইয়ত। ভাল ভুইয়ত যেইলা পড়িচে, সেইলা তো বড় হয়া ফসল ফলিলেক। ফসল কাটি আনিয়া দেখিলেক যে কোনো ভুইয়ত হইচে দশ মন,

আর কোনো ভুইয়ত হইচে বিশ মন, আর সগারে থাকি যেইলা ভাল ভুই, সেইলাত হইচে তিরিশ মন, যার তুলনা করা যায় না।”

৯ গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, “যদি কাঙোরো শুনিবার মন আছে, তাইলে উমরা শুনুক!”

১০ ভিড় কমিয়া যাওয়ার পাছত কয়জন মানষি আর বারো জন চেলা যীশুক পুছিলেক, “গল্পটার মানে কি?”

১১ যীশু উমারলাক উত্তর দিলেক, “ভগবানের রাজ্যের নুকি থাকা বিষয়লা তোমারলাক জানে দেওয়া হইচে। কিন্তুক অইন্য মানষিলাক এই নাকান গল্প দিয়া কওয়া হয়।

১২ যাতে, ‘উমরা দেখিবে কিন্তুক ভাব বুঝির পাইবে না, উমরা শুনিবে কিন্তুক মানে বুঝির পাইবে না। ইয়াতে উমরা ভগবানের পাকে ঘুরি আসির না পায় আর উমারলার পাপ ক্ষমা করা যায় না।’”

১৩ ইয়ার পাছত যীশু উমারলাক পুছিলেক যে, “তোমরালা এই গল্পটার মানে বুঝিচেন কি না? না বুঝিলে অইন্য গল্পের মানে ক্যেংকরি বুঝির পাইবেন?

১৪ বিচন হইলেক ভগবানের বাইক্য। আর বিচন ছিটাইয়াটা হইলেক ভগবানের বাইক্য প্রচার করাইয়া।

১৫ কতলা বিচন ঘাটার বগলত পড়িচে। ইয়ার মানে হইলেক সেইলা মানষি যেইলার ভিতিরাত ভগবানের বাইক্য গাড়িয়া

দেওয়া যায়। কিন্তুক শোনার নগতে নগতে শয়তান-অসুরটা উমারলার অন্তর হাতে সেই বাইক্য উকুরি ফ্যেলায়।

[১৬] আর কতলা বিচন শিলা ভুইয়ত পড়িচে। এই শিলা ভুইয়ের মানে যায় বাইক্য পায়া আনন্দের নগত বাইক্যটা মানি নিলেক।

[১৭] কিন্তুক উয়ার শিপা মাটির বেশী তলাত না যায়া অল্প দিন থির থাকে। বাইক্য মানি নিবার বাদে নানা নাকান দুঃখ-কষ্ট আর নাঞ্চনা আইসে। ইয়াতে উয়ায় পচপচে ভগবানের প্রতি বিশ্বাস হারে ফ্যেলায়।

[১৮] আর কতলা বিচন কাটাঝোপত পড়িচে। কাটাঝোপত পড়ি থাকা বিচনের মানে হইলেক যায় বাইক্যটা শুনিচে।

[১৯] কিন্তুক সংসারের চিন্তা-ভাবনা, টাকা-পাইসার মায়ামোহ, নানা নাকান হাবিলাস মনত ধরিয়া ঐলা কাটা ঝোপের নাকান করি বিচন-গছক চিপিয়া ধরে। তার বাদে বিচনের গছ বাড়িয়া উঠিবার না পায়।

[২০] শ্যেষত আরো কিছু বিচন ভাল ভুইয়ত পড়িচে। তার মানে যায় যায় বাইক্য পায়া মানি নেয়। মানি নিয়া কাঙো দেয় ভাইল্লা ফল, আর কাঙো দেয় আরো ভাইল্লা। আর কাঙো দেয় এত ফল যে তুলনা করা যায় না, সগারে চাইতেও ভাল!”

[২১] যীশু আরো কইলেক যে, “কাঙো কি গচা জ্বলেয়া ডেলি দিয়া ঢাকিয়া থোয়? বা চাংরার তলাত থোয়? গচা তো ঠগার উপরাত থুবার নাগে। ঠগার উপরাত জ্বলায় কি না?

২২ কোনো জিনিস যদি নুকিয়া থোয়া হয়, তাইলে সেইটা বির করির বাদে। আর কোনো জিনিস যদি ঢাকা দিয়া থোয়া হয়, সেইটা ঢাকা উদলিবার বাদে।

২৩ যদি কাঙোরো শুনিবার মন আছে, তাইলে উমরা শুনুক!

২৪ ভাল করি শোন এই কতাটা! তোমার যেই নাকান করি বুঝিবার মন আছে, ঐ নাকান করি বুঝি দেওয়া হইবে। বেশী ভাল করি বুঝি দেওয়া হইবে।

২৫ যার বুঝিবার মন আছে, উয়াক আরো বুঝির দিবার নাগিবে, কিন্তুক যার বুঝিবার মন নাই, উয়ার মন থাকি সউগলা কাড়ি-কুড়ি নেওয়া হইবে।”

২৬ যীশু উমারলাক কইলেক যে, “ভগবানের রাজ্য এই নাকান। একটা মানষি ভুইয়ত কিছু বিচন ছিটাইলেক।

২৭ বিচন ছিটি আসিয়া নিন গেইলেক। নিন থাকি উঠি আরো নিন গেইলেক। এংকরি দিন-রাতি কাটাইলেক। আর বিচন নিজে নিজে গাজেয়া উঠিলেক। কিন্তুক মানষিটা জানিলেক না যে, বিচন গছ ক্যেংকরি বড় হইলেক।

২৮ জমি নিজে নিজেই চারা জন্মেয়া সেই চারা-গছ বড় হয়া শিষ হইলেক। শিষ পুরাট হয়া পাকি গেইলেক।

২৯ আর মানষিটা স্যেলা কি করিলেক? কাচি নিয়া ফসল কাটির গেইলেক। ক্যেনেনা ফসল পাকি যায়া কাটির সমায় হয়া গেইচে।”

৩০ যীশু উমারলাক পুছিলেক যে, “তোমারলাক মুই কি দিয়া ভগবানের রাজ্যের তুলনা করিম? কিসের গল্প দিয়া মুই বুঝাইম?

৩১ তাইলে মুই একটা সইষ্যা দানার গল্প কইম। ভগবানের রাজ্য হইলেক এই নাকান, একটা ছোট সইষ্যা দানার নাকান। যতলা শাকের বিচি আছে, সগারে চায়া এইটা ছোট।

৩২ কিন্তুক এইটা বুনিয়া যে্যলা বড় হয়, সে্যলা অইন্য শাকের চাইতে বড় গছ হয়। আর দেখা যায় কি, ইয়ার ঠাইলত পখিও ভাসা বান্দিয়া রবার পায়।”

৩৩ ভিড়ের মানষিলা যে্যংকরি বুঝির পায়, অংকরি মে্যলা গল্প দিয়া যীশু উমারলাক ভগবানের বাইক্য শুনাইলেক।

৩৪ ভিড়ত উয়ায় যত বার যত নাকান বাইক্য কইচে, গল্প ছাড়া কিছুই কয় নাই। কিন্তুক গোপনে নিজের চেলালাক তামান কতালা পই-পই করি বুঝিয়া দিলেক।

৩৫ যীশু সেই দিন সইন্ধার সমায় উয়ার চেলালাক কইলেক যে, “চলো! হামরা সাগরের ঐ পারত যাই।”

৩৬ তায় চেলালা মানষিলাক ওটেকোনা থুইয়া যীশু যেই নাওখানত বসিয়া আছিলেক সেইখানত উঠিয়া রওনা দিলেক। উমারলার নগত আরো অইন্য নাও যাবার ধরিলেক।

৩৭ আর খানেক বাদে খুব হুরকা উঠিলেক। হুরকাতে সাগরের বড় বড় ঢেউ নাও-এর উপরাত আছড়ে পড়ির নাগিলেক। এদি কোনা নাওখান জলে ভত্তি হয়া যাবার নাগিলেক।

৩৮ যীশু কিন্তুক নাও-এর পাছপাকে একটা বালিশত সিতান দিয়া নিন্দোত আছিলেক। আর এই হুরকা দেখি হাতাস খায়া চেলালা যীশুক ড্যেকে তুলিয়া কইলেক, “ও গুরু! হামরা মরি যাবার ধরচি! তোমার কি কোনো চিন্তা নাই?”

৩৯ স্যেলা যীশু উঠিয়া হুরকা আর সাগরক দাবরেয়া কইলেক যে, “থাম! ঝিত হঃ!” আর স্যেলায় স্যেলায় হুরকা থামিয়া, নিঝুম হয়া গেইলেক।

৪০ উয়ায় চেলালাক কইলেক, “কি রে! তোমরালা এত ভয়পাদুরা ক্যেনে? এলাও কি তোমারলার বিশ্বাস হয় নাই?”

৪১ চেলালা বেশী করি ভয় খায়া এক জন আর এক জনক কবার নাগিলেক, “ইয়ায় কায়? আরে! বাতাস, সাগরও ইয়ার কতা মানিয়া চলে!”

৫ গালীল সাগরের ঐ পারত যায়া, উমরা গেরাসেনী নামের দেশত পৌছি গেইলেক।

২ যীশু নাও হাতে নামতে কালেই একটা অপদেবতা ধরা মানষি সমাধি বাড়ি থাকি বিরিয়া যীশুর-টে আসিলেক।

৩ উয়ায় সমাধি বাড়ির ওটেকোনা থাকে, আর কোনো কিছু দিয়া উয়াক বান্দি থোয়া যায় না। শিকোল দিয়াও কাণ্ডোয় উয়াক বান্দিবার পায় না।

৪ উয়াক ম্যেলা বার শিকোল আর বেড়ি নাগেয়া বান্দিয়া থুবার ধরিলেক। কিন্তুক উয়ায় শিকোল আর বেড়ি ছিড়িয়া চুরমার করিলেক। কাঙোয় উয়াক সামাল দিবার পাইলেক না।

৫ উয়ায় দিন রাতি পাহাড় হাতে পাহাড়, সমাধি বাড়ি সমাধি বাড়ি, চিকরিয়া বেড়ায়। আর উয়ায় নিজের দেহাত নিজে চোকা শিল দিয়া কাটাছিড়া করিবার ধরিলেক।

৬ উয়ায় দূর থাকি যীশুক দেখিয়া দৌড়ি আসিয়া, যীশুর ঠ্যেংয়ত হাংকুড়া পাড়ি ভক্তি দিবার নাগিলেক।

৭-৮ যীশু অপদেবতাটাক কইলেক, "মানষিটাক ছাড়ি দিয়া চলি যা।" অপদেবতাটা কিন্তুক জোরে জোরে চিকিরিয়া কইলেক, "হ্যে বাহে! মহান ভগবানের বেটা যীশু! মোর নগত তোর দরকার কিসের? মুই ভিক্ষা চাং, তোমরা ভগবানের নামে কিরা কাটি কন, মোক জ্বালা-যাতনা দিবেন না!"

৯ যীশু উয়াক পুছিলেক, "তোর নাম কি?" উয়ায় উত্তর দিলেক, "শতপতি। ক্যেনেনা, এই মানষিটার ভিতিরাত হামরা হাজার হাজার অপদেবতা আছি।"

১০ অপদেবতালা বারে-বারে কাউলাকাটি করির নাগিলেক, যীশু যাতে উমারলাক ঐ দেশ থাকি খ্যেদেয়া না দেয়।

১১ ঐ সমায় পাহাড়ের বগলের জাগাখানত একটা শুয়োরের বড় পাল চরেবার ধরিলেক।

[১২] অপদেবতালা কাউলিয়া যীশুক কইলেক যে, “হামারলাক ঐ শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দেবার প্যেঠেয়া দেও।”

[১৩] যীশু উমারলাক সোন্দের দিবার রাজি হইতে কালেই, অপদেবতালা বিরিয়া শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দাইলেক। ঐ বাদে সউগ শুয়োরে পাহাড় হাতে দৌড়ি নামিয়া সাগরত ডুবিয়া মরিলেক। ঐ নাকান করি কম করি দুই হাজার শুয়োর মরিলেক।

[১৪] যায় যায় শুয়োর চরেবার ধরচে, উমরা স্যেলা দৌড়ি পালেয়া যায়া বগলা-বগলি গেরামলাত আর গঞ্জের মানষিলাক খবর দিলেক। মানষিলা খবর পায়া কি ঘটনা হইচে, উমরা দেখিবার বাদে আসিলেক।

[১৫] যীশুর-টে আসিয়া দেখিলেক যেই মানষিটাক অপদেবতার শতপতি ধরছিলেক, উয়ার মাথা ভাল হয়া, কাপড় পিন্দিয়া, ওটেকোনা বসিয়া আছে। এই দেখিয়া উমরা সগায় ভয় খাইলেক।

[১৬] যায় যায় এই ঘটনাটা দেখিচে উমরা অইন্য মানষিলাক এইটা কবার ধরচে।

[১৭] ভিড়ের মানষিলা যীশুক কাউলা-কাউলি করিলেক যে, “তোমরা হামার দেশ ছাড়িয়া অইন্য জাগা চলি যাও।”

[১৮] যীশু নাওয়োত উঠিতে কালেই ঐ মানষিটা যাক অপদেবতা ধরছিলেক, উয়ায় যীশুর নগত যাবার কাউলা-কাউলি করিলেক।

১৯ কিন্তুক যীশু উয়াক যাবার না দিয়া, এই কয়া বিদায় করিলেক, “তুই তোর বাড়ি ফিরি যা। পরম প্রভু তোর বাদে কত বড় কাম করিচে, তোর উপরাত কত দয়া করিচে, এইলা তোর বাড়ির মানষিক যায়া ক।”

২০ মানষিটা স্যেলা চলি গেইলেক, আর যীশু উয়ার বাদে কত বড় কাম করিচে, ঐ কতা ওটেকার ডিকাপলি এলাকাত কয়া বেড়েবার নাগিলেক। এই শুনিয়া সউগ মানষি অচানক হইলেক।

২১ তার পাছত যীশু সাগরের ঐ পার হাতে নাওয়োত করি এই পারত আসিলেক। স্যেলায় যীশুর ওটেকোনা ম্যেলা মানষির ভিড় হইলেক।

২২ সেই সমায় যায়ীর নামের এক জন উপাসনা ঘরের দেওয়ানী ওটেকোনা আসিয়া যীশুক দেখিয়া উয়ার ঠ্যেংয়ত উবুরি হয়া পড়িলেক।

২৩ উয়ায় কাউলা-কাউলি করি কইলেক, “হে দয়াল বাবা! মোর বেটিটা মরি যাবার নাকান হইচে! তোমরা আইসো, উয়ার দেহাত হাত দিয়া নাড়িয়া যাও, ইয়াতে উয়ায় বাঁচি যাবে।”

২৪ স্যেলা যীশু উয়ার নগত চলি গেইলেক, আর ম্যেলা মানষি চাইরো পাকে ভিড় করি উমারলার নগত যাবার ধরিলেক।

২৫ ভিড়ের মাঝত একটা বেটিছাওয়া আছিলেক, যার বারো বছর হাতে অক্ত স্রাব অসুখ হইছিলেক।

২৬ ম্যেলা বৈদ্য কবিরাজের-টে গেইচে কিন্তুক উমারলাক দিয়া জ্বালা-যাতনা আরো বাড়ি গেইচে। বৈদ্য কবিরাজক টাকা দিতে দিতে ফতুর হয়া গেইচে। কোনো উপকার তো হয় নাই। আরো কাহিল হয়া পড়িচে।

২৭ যীশুর কতা শুনিয়া উয়ায় ভিড়ের মইদ্ধো হাতে যীশুর পাছপাকে আসিয়া চুপ করি কাপড়খান নাড়িলেক।

২৮ উয়ায় মনে মনে চিন্তা ভাবনা করিচে, "যদি মুই উয়ার কাপড়খানও নাড়ির পাং, তাইলে মুই ভাল হয়া যাইম।"

২৯ যীশুর কাপড়খান নাড়িলেক স্যেলায় স্যেলায় উয়ার অক্ত স্রাব বন্ধ হয়া গেইলেক। উয়ায় নিজে নিজে বুঝিবার পাইলেক যে, উয়ার অসুখ ভাল হয়া গেইচে।

৩০ যীশু স্যেলায় স্যেলায় টের পাইলেক যে, উয়ার অসুকিয়া মানষিক ভাল করার যে মহাশক্তি আছিলেক, ঐ মহাশক্তি উয়ার ভিতিরা থাকি বিরি গেইচে। আর ভিড়ের চাইরো পাকে দেখিয়া পুছির নাগিলেক, "মোর কাপড় কায় নাড়িলেক?"

৩১ উয়ার চেলালা উত্তর দিলেক যে, "এত ভিড়ের মানষি তোমাক ঠেলা ঠেলি করির ধরচে, চাইরো পাক থাকি। তোমরা তো দেখির ধরচেন। তাঙো তোমরা পোছেন, 'মোর কাপড় কায় নাড়িলেক?'"

৩২ কিন্তুক এই কামটা কায় করিচে, জানিবার বাদে যীশু চাইরো পাকে দেখির নাগিলেক।

৩৩ সে্যলা বেটিছাওয়াটা উয়ার জীবনত কি হইচে, এইটা বুঝির পায়া ভয়ে কাপতে কাপতে যীশুর ঠ্যেংয়ত পড়িলেক। আর সউগ ঘটনা কবার নাগিলেক।

৩৪ যীশু উয়াক কইলেক, “মাই, তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া ভাল হচিস। যা, শান্তিতে চলিয়া যা। তোর আর এই নাকান কষ্ট না হউক।”

৩৫ যীশু এই কতা কইতে কালেই যায়ীরের ঘর থাকি কয়জন মানষি আসিয়া যায়ীরক কইলেক, “তোর বেটিটা মরিয়া গেইচে। গুরুদেবক আর কষ্ট না দেন।”

৩৬ কিন্তুক ঐলা মানষির কতা শুনিয়া, যীশু যায়ীরক কইলেক, “ভয় না খাইস, মোক বিশ্বাস করেক খালি।”

৩৭ যীশু সে্যলা ভিড়ের মানষিলাক যাবার না দিয়া, খালি পিতর, যাকব, আর যাকবের ভাই যোহনক নগত নিয়া গেইলেক।

৩৮ ইয়ার পাছত যায়ীরের বাড়িত আসিয়া দেখিলেক ওটেকোনা খুব কাউকাসাং নাগচে। মানষিলা শোকের কান্দন কান্দিবার নাগচে।

৩৯ যীশু বাড়ির ভিতিরাত যায়া মানষিলাক কইলেক, “কিসের এত কাউকাসাং? কিসের এত কান্দন? ছাওয়াটা তো মরে নাই, নিন্দোত আছে।”

৪০ এই কতা শুনিয়া মানষিলা হাসা-হাসি করির নাগিলেক। সে্যলা যীশু সউগ মানষিলাক ঘরের বায়রাত যাবার কইলেক।

খালি চেংড়িটার মাও-বাপ আর চেলা তিনজনক নিয়া যেই ঘরত মরা চেংড়িটা আছে ওটেকোনা গেইলেক।

৪১ চেংড়িটার হাত ধরি যীশু নিজের ভাষাতে কইলেক, “টালিথা কুম,” যার মানে, “মাই, তোক কবার ধরচুং, ওঠেক!”

৪২ আর স্যেলায় চেংড়িটা উঠিয়া হাটি বেরেবার ধরিলেক। (চেংড়িটার বয়স আছিলেক বারো বছর।) ইয়াতে উমরা দারুন অচানক হয়া গেইলেক।

৪৩ এই ঘটনা কাঙোকে না জানেবার বাদে, উমারলাক কড়াকড়ি হুকুম দিলেক। আরো ছাওয়াটাক কোনো কিছু খাবার দিবার কইলেক।

৬ ইয়ার পাছত যীশু ঐ জাগাখান ছাড়িয়া নিজের বাপ মাওয়ের জাগাত নাসারত গেরামত গেইলেক। উয়ার নগত চেলালাও গেইলেক।

২ যিহূদী নিয়মের জিরানের দিনে উপাসনা ঘরত যায়া যীশু শিক্ষা দিবার ধরিলেক। আর ওটেকোনা ম্যেলা মানষি এই শুনিয়া সগায় অচানক হইলেক। উমরা কবার ধরিলেক যে, “এই মানষিটা আরো এইলা গেয়ান কোটে হাতে পাইলেক? ক্যেংকরি গেয়ানী হইলেক? আর ক্যেংকরি মহাশক্তির কাম করির ধরচে?” আরো কবার ধরিলেক,

৩ “ইয়ায় তো খুটার মিস্ত্রি! মরিয়মের বেটা! যাকব, যোষেফ, যুদাস আর শিমোনের ভাই, না কি? উয়ার বইনিলা হামারলার এটেকোনা আছে, কি নাই?” এই নাকান করি যীশুক নিয়া মানষিলা নানা নাকান কওয়া-কয়ি করিয়া, মনত সন্দেহ হবার নাগিলেক। এই বাদে উমরা ব্যেজার হয়া উয়াক বিশ্বাস করিলেক না।

৪ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “নিজের গেরাম, নিজের সাগাই-সোদর, নিজের বাড়ি ছাড়া সউগ জাগাতে ভাববাদী সন্মান পায়।”

৫ ইয়াতে উয়ায় কয়েক জন অসুকিয়া মানষির মাথাত হাত থুইয়া ভাল করা ছাড়া মহাশক্তির কাম করির পাইলেক না।

৬ ক্যেনেনা মানষিলা উয়াক বিশ্বাস করিলেক না। এই বাদে যীশু অচানক হইলেক। ইয়ার পাছত যীশু গেরামে গেরামে যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

৭ পাছোত উয়ার বারো জন চেলাক উয়ায় ড্যেকাইলেক, আর উমারলাক কইলেক, “তোমরা দুই জন দুই জন করিয়া প্রচার করিবার বাদে যাও।” আরো অপদেবতা যাতে উমরা ছাড়েবার পায় সেই ক্ষমতা দিলেক।

৮ উমারলাক হুকুম দিলেক, “যাত্রার সমায় তোমরা একটা নাটি ছাড়া আর কিছুই না নেন।” উমারলাক রুটি, ঝোলা, টাকা-পাইসা নিবার না দিলেক।

৯ জুতা পিন্দিবার দিলেক, কিন্তুক একটার বেশী জামা পিন্দিবার না দিলেক।

১০ উয়ায় আরো কইলেক, “তোমরা যেই বাড়িত সোন্দাবেন, ঐ গেরাম না ছাড়া পর্যন্ত ঐ বাড়িতে থাকিবেন।

১১ কোনো জাগার মানষি যদি তোমারলাক গ্রহন না করে, কিবা তোমারলার কতা না শুনে, তাইলে তোমরা যাবার সমায় ঠ্যাংএর ধূলা ঝাড়িয়া ফ্যেলে যাবেন। আর এই ধূলা উমারলাক জানে দিবে যে, উমরালা ভগবানের রাজ্যের বায়রাত আছে।”

১২ স্যেলা চেলালা প্রচার করির নাগিলেক আর মানষিলাক কইলেক, “তোমরা পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরান।”

১৩ উমরা ম্যেলা অপদেবতা খ্যেদাইলেক। ম্যেলা অসুকিয়া মানষিক মাথাত ত্যেল দিয়া উমারলাক ভাল করিলেক।

১৪ যীশুর নাম চাইরো পাকে ছড়িয়া পড়িলেক বুলিয়া, হেরোদ রাজা যীশুর কতা শুনির পাইলেক। কোনো কোনো মানষি যীশুর সমন্ধে কবার নাগচে যে, “ইয়ায় দীক্ষাদাতা যোহন, যায় মরি গেইচে আরো বত্তি উঠিচে। এই বাদে উয়ায় মহাশক্তির কাম করির ধরচে।”

১৫ কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, “উয়ায় সেই পুরান দিনের ভগবানের ভাববাদী এলিয়।” আরো কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, “পুরানা ভাববাদীলার নাকান উয়ায় এক জন।”

১৬ আর এই কতা শুনিয়া হেরোদ রাজা কইলেক যে, “না, উয়ায় হইলেক যোহন। মুই যার মাথা কাটি ফ্যেলেবার হুকুম দিচিলুং, উয়ায় বত্তি উঠিচে।”

১৭-২০ এই ঘটনা হইলেক এই নাকান। ইয়ার আগত হেরোদ উয়ার ভাই ফিলিপের মাইয়া হেরোদিয়াক নিকা করিলেক। ভাববাদী যোহন কিন্তুক বারে বারে হেরোদ রাজাক কইচে যে, “তোর ভাইয়ের মাইয়াক তোর নিকা করা ঠিক হয় নাই।” আর এই কতা কবার বাদে হেরোদিয়া যোহনের উপর তুষের অগুনের নাকান রাগ হইলেক। হেরোদিয়ার বাদে রাজাটা মানষিক প্যেঠেয়া যোহনক হাজোতোত ধরিয়া থুইলেক। হেরোদিয়া যোহনক মারি ফ্যেলের চাইচে, কিন্তুক পায় নাই। ক্যেনেনা রাজাটা যোহনক ভয় খাইচে। যোহন এমন এক জন, ভগবানের ভক্ত আর পবিত্র মানষি আছিলেক। সেইটা জানিয়া রাজাটা যোহনক বিপদের হাত থাকি রক্ষা করিলেক। যোহনের কতা শুনি, মনে মনে অস্থির হইলেক। কিন্তুক তাঙো শুনিবার ইচ্ছা আছিলেক।

২১-২২ এক দিন শ্যেষত হেরোদিয়া একটা সুযোগ পাইলেক। হেরোদ নিজের জন্মদিনত বড় বড় মানষিলা ডাকিয়া উমারলার বাদে একটা ভোজ দিলেক। আর ওটেকোনা হেরোদিয়ার বেটি নাচন দেখাইলেক। ঐ নাচোত ম্যেলা বড় বড় মানষি আসছিলেক যেমন, রাজকর্মচারী, সেনাপতি আর গালীল দেশের প্রধান প্রধান মানষিলা। উমরা হেরোদিয়ার বেটির নাচন দেখিয়া খুব খুশি হইলেক। স্যেলা সগারে আগত হেরোদ রাজা চেংড়িটাক

কইলেক, “তোর নাচন দেখিয়া মুই খুব খুশি হইচোং। তুই কি চাইস?

[২৩] মুই কিরা কাটি কবার ধরচুং, যা চাইস তায় দিম। মোর রাজ্যের অদ্ধেকখান যদি চাইস তাঙো দিম।”

[২৪] স্যেলা হেরোদিয়ার বেটি যায়া উয়ার মাওয়োক পুছিলেক যে, “মা, পুরুস্কার হিসাবে কি চাইম?” হেরোদিয়া কইলেক যে, “তুই দীক্ষাদাতা যোহনের মাথাটা চাবু।”

[২৫] স্যেলা উয়ায় হেরোদ রাজার ওটেকোনা টপকরি যায়া কইলেক যে, “একখান থালাত মোক দীক্ষাদাতা যোহনের মাথাটা এলায় দেও।”

[২৬] কিন্তুক, এই কতাটা শুনিয়া হেরোদ রাজা মনে মনে খুব দুঃখ পাইলেক। আর এই ভোজের সমায় মানষির আগত কিরা করি কইচে বুলিয়া চেংড়িটাক ঘুরিয়া দিবার পাইলেক না।

[২৭-২৮] স্যেলায় স্যেলায় যোহনের মাথা কাটি আনিবার বাদে, জল্লাদক হুকুম দিলেক। জল্লাদ কি করিলেক? হাজোত খানাত যায়া যোহনের মাথাটা কাটি আনিয়া একখান থালাত করি চেংড়িটার হাতোত মাথাটা পুরুস্কার হিসাবে তুলি দিলেক। আর চেংড়িটা নিয়া উয়ার মাওয়োক দিলেক।

[২৯] এই খবরটা পায়া যোহনের চেলালা আসিয়া যোহনের দেহাটা সমাধিত নিয়া থুইলেক।

[৩০] যীশু যে বারো জন অধিকার পাওয়া খবরিয়াক প্যেঠাইচে, উমরা ঘুরি আসিলেক। আর ওটেকোনা কি কি করিচে, কি কি শিক্ষা দিলেক, সউগ আসিয়া যীশুক কইলেক।

[৩১] ঐ সমায় ম্যেলা মানষি ওটেকোনা আইসা যাওয়া করির ধরিলেক, এই বাদে যীশু আর উয়ার চেলালা খাবার সমায় পাইলেক না। যীশু উমারলাক কইলেক, "তোমরা আইসো। মোর নগত কোনো একখান নিরিবিলি জাগাত, খানেক জিরাই।"

[৩২] আর উমরা একটা নাও নিয়া নিধুয়া পাথারত গেইলেক।

[৩৩] কিন্তুক উমারলাক যাবার দেখিয়া ম্যেলা মানষি চিনির পাইলেক। আর বগলা-বগলি গেরামের মানষিলা দৌড়ি যায়া উমারলার আগত পৌছিলেক।

[৩৪] যীশু নাও হাতে নামিয়া ভাইল্লা মানষিক দেখির পাইলেক। আর ঐ মানষিলাক দেখিয়া যীশুর খুব মায়া হইলেক। ক্যেনেনা উয়ায় মনে করিলেক যে উমারলার অবস্থা আখোয়াল ছাড়া ভেড়ার নাকান হইচে। এই বাদে যীশু উমারলাক নানা নাকান বিষয় শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

[৩৫] সেই দিন সইন্ধা বেলা চেলালা আসিয়া যীশুক কইলেক, "জাগাখান নিরিবিলি, বেলাও একেবারে ডুবি গেইচে।

[৩৬] মানষিলাক বিদায় করি দেও, যাতে উমরা বগলা-বগলি গেরামলাত যায়া খাবার কিনিবার পায়।"

৩৭ যীশু কইলেক, “তোমরায় উমারলাক খাবার দেও।” আর চেলালা কইলেক, “এত মানষিক খাবার দিলে আট মাসের বেতনের টাকা নাগিবে। এত টাকা হামরা কোটে পামো?”

৩৮ যীশু উমারলাক পুছিলেক, “তোমার-টে কয়খান রুটি আছে? যায়া দেখ।” চেলালা যায়া দেখি আসিলেক, যীশুক কইলেক যে, “পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ আছে।”

৩৯ আর যীশু উমারলাক কইলেক যে, “তামান মানষিলাক দলে দলে বসেয়া দেও, এই সবুজ ঘাসের উপরাত।”

৪০ মানষিলা একশ একশ, পঞ্চাশ পঞ্চাশ জন করিয়া সারি সারি বসিয়া গেইলেক।

৪১ যীশু স্যেলা ঐ পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ হাতত ধরিয়া, স্বর্গের ভিতি চায়া দেখিলেক। ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া, মানষিলাক খাবার দিবার বাদে, রুটি ছিড়িয়া চেলালার হাতত দিতেই আছে। ঐ দুইটা মাছও ভাগ করিয়া সগাকে দিলেক।

৪২ উমরা সগায় প্যেট ভরেয়া খাইলেক।

৪৩ ইয়ার পাছত যেইলা খাবার বাঁচিলেক, চেলালা সেইলা বারোটা ডেলি ভরতি করি থুইলেক।

৪৪ যায় যায় খাইচে, উমারলার মইদ্ধে বেটাছাওয়ার সংখ্যা পাঁচ হাজার আছিলেক।

৪৫ ইয়ার পাছত যীশু চেলালাক আদেশ দিলেক যে, “তোমরা এলায় নাওয়োত করিয়া বৈৎসৈদা গেরামত চলিয়া যাও।” আর উয়ায় ভিড়ের মানষিলাক বিদায় দিবার নাগিলেক।

৪৬ বিদায়ের পাছত প্রার্থনা করিবার বাদে উয়ায় পাহাড়ত গেইলেক।

৪৭ যেয়লা সইন্ধা হইলেক স্যেলা চেলালা সাগরের মাঝত নাওখানত আছিলেক, আর যীশু একলায় ডাঙাত আছিলেক।

৪৮ যীশু দেখিলেক, এই চেলালা খুব কষ্ট করিয়া নাও-এর হাল বয়েবার ধরচে। ক্যেনেনা বাতাস নাও-এর উল্টা পাকে আসিবার ধরচে। পেরায় রাতির শ্যেষ হইচে, এই সমায় যীশু কি করিলেক? জলের উপর দিয়া হাটিয়া চেলালার ওটেকোনা আসিলেক আর উমারলাক থুইয়া আগেয়া যাবার চাইলেক।

৪৯-৫০ কিন্তুক এই দেখিয়া চেলালা ভূত মনে করিয়া ভয়ে চিকিরিয়া উঠিলেক। সগায় ভয় খাইলেক। স্যেলায় স্যেলায় যীশু উমারলাক কতা কইলেক, “মুই আছং, তোমরা ভয় করেন না, সাহস করো।”

৫১ যীশু চেলালার নাওখানত উঠিতে কালেই বাতাস থামি গেইলেক। আর এই দেখিয়া চেলালা খুব অচানক হয়া গেইলেক।

৫২ উমরা অচানক হইলেক ক্যেনে? কারন, যদিও উমরা সেই আগের অচানক রুটি খাবার ব্যাপারটা দেখিচে, তাঙো উমরা

বোঝে নাই যে যীশু কায়। স্যেলাও উমারলার মন কঠুর আছিলেক।

৫৩ যীশু আর উয়ার চেলালা সাগর পার হয়া গিনেষরৎ নামের এলাকাত য্যেলা আসিলেক, নাওখান ওটেকোনা বান্দিলেক।

৫৪ উমরা নাওখান হাতে নামতে নামতেই, মানষিলা যীশুক চিনির পাইলেক।

৫৫ মানষিলা ঐ এলাকার মইদ্ধোত দৌড়া দৌড়ি করির নাগিলেক যাতে যীশু যেটেকোনা আছে ওটেকোনা দাগিলাত করিয়া রুগী মানষিলাক উবিয়া আনিবার পায়।

৫৬ গেরামত, গঞ্জত, পাড়াত যেটেকোনায় যাবার ধরিলেক, মানষিলা রুগীক বাজারত আনিয়া জড়ো করিবার নাগিলেক। আর উমরা যীশুক কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক য্যেনে রুগীলা উয়ার গিলাপের আচলের কিনারটাও নাড়িবার পায়। যায় এই গিলাপের আচলের কিনারটা নাড়িলেক, উমরা সগায় ভাল হয়া গেইলেক।

৭ এক দিন কয়েক জন ফরীশী দলের পন্ডিত আর অইন্য পন্ডিতলা যিরূশালেম হাতে যীশুর ঐটে আসিয়া একটে হইলেক।

২ আর উমরা দেখিলেক যীশুর চেলালার মাঝত কয়েক জন নিয়ম মতন হাত না ধুইয়া ছুয়া হাতত খাবার বসিচে।

৩ (ফরীশীলা আর সউগ যিহূদী মানষিলা তিনপুরানি দিনের ধর্মগুরুলার নিয়ম মানিয়া আসির ধরচে। সেই নিয়ম এই নাকান, উমরা ভালকরি হাত না ধুইয়া খায় না।

৪ এমন কি বাজার থাকি আসিয়াও হাত ঠ্যাং না ধুইয়া উমরা খাবার খায় না। এই নাকান উমারলার আরো ম্যেলা নিয়ম আছে, যেমন গিলাস, ঘটি-বাটি, খুরি ধুইয়া শুদ্ধি করে।)

৫ এই বাদে ফরীশীলা আর পন্ডিতলা যীশুক পুছিলেক যে, “তোমার চেলালা পুরানি দিনের ধর্মগুরুলার নিয়ম নীতি, সেইলা মানে না ক্যেনে? উমরা তো হাত না ধুইয়া ছুয়া হাতে খাবার খায়।”

৬ যীশু উমারলাক উত্তর দিলেক যে, “তোমরালা ভন্ড! ঐ পুরান দিনের ভাববাদী যিশাইয় তোমারলার সমন্ধে শাস্ত্রত ঠিকেই নেখিচে। উয়ার বইয়ত ভগবান এই নাকান কইচে যে, ‘এই মানষিলা মুখতে খালি মোর সন্মান করির নাগচে, কিন্তুক উমারলার অন্তরের টান মোর এদি নাই।

৭ উমরা ফাকের মোর গুণগান গায়, উমরা মানষির বানা নিয়ম নীতিলা ভগবানের নিয়ম কয়া শিক্ষা দেয়।’

৮ “আসলে তোমরা ভগবানক মানেন না, তোমরা ভগবানের আদেশ ছাড়িয়া মানষির বানা নিয়ম নীতি মানিবার ধরচেন।”

৯ যীশু আরো কইলেক, “তোমরা এমনি চালাক হইচেন! নিজের বানা নিয়ম নীতি টেকেবার বাদে তোমরালা ভগবানের আদেশ

ছাড়িলেন।

১০ যেই নাকান, মহাপুরুষ মোশি কইচে, ‘মাও বাপক তোমরা সন্মান করো,’ আর, ‘কাঙো নিজের মাও বাপক শাও দিলে, উয়াক মারি ফ্যেলান।’

১১ কিন্তুক তোমরা ফরীশীলা মাও বাপক সেবা না করির মানষিলাক বুদ্ধি দিবার নাগচেন। যাতে করি উমরা মাও বাপক কবে, ‘মুই তোমাক সাহায্য করির না পাং। যেইটা তোমারলার সাহায্য করির বাদে আছিলেক, সেইটা মুই ভগবানক গতে দিলুং।’

১২ হে ফরীশীলা! মানষি যাতে উয়ার গরীব মাও বাপের সাহায় করির পায়, এই কামটা তোমরালা করির দেন না।

১৩ ইয়াতে তোমারলার নিজের নিয়মে চলিয়া ভগবানের বাইক্য বাতিল করিচেন। আর এই নাকান ম্যেলা বেয়া কাম করির ধরচেন।”

১৪ ইয়ার পাছত যীশু ভিড়ের মানষিলাক ড্যেকেয়া কইলেক, “তোমরা সউগ মানষিলা মোর কতা শুনো আর বোঝো!

১৫-১৬ বাইরা হাতে যেইলা জিনিস দেহার ভিতিরাত যায়, সেইলা মানষিক ছুয়া করির না পায়। কিন্তুক অন্তরের ভিতিরা হাতে যেইলা বিরি আইসে, সেইলায় মানষিক ছুয়া করে।”

১৭ ইয়ার পাছত যীশু ভিড়ের মানষিলাক ছাড়িয়া আরো ঘরত সোন্দাইলেক। স্যেলা উয়ার চেলালা উয়াক পুছির নাগিলেক যে, “এই গল্পটার মানে কি?”

১৮ যীশু উমারলাক কইলেক যে, “তোমরালাও এত অবুঝ? এই শিক্ষাটার মানেও কি বুঝেন না? যেইটা বাইরা হাতে মানষির দেহার ভিতিরাত যায়, সেইটা মানষিক ছুয়া করির না পায়।

১৯ কারন, সেইটা তো প্যেটত সোন্দায় আর প্যেট থাকি বিরিয়া যায়, কিন্তুক অন্তরত সোন্দায় না।” এই শিক্ষাটাতে যীশু উমারলাক বুঝিয়া দিলেক যে, যত নাকান খাবার আছে, কোনো খাবারে মানষিক ছুয়া করির পায় না। সউগ খাবারে শুদ্ধ।

২০ যীশু উমারলাক আরো কইলেক, “মানষির অন্তর থাকি যেইলা বিরিয়া আ ইসে, সেইলা মানষিক ছুয়া করে।

২১-২২ ক্যেনেনা কুচিন্তা মানষির অন্তর হাতে বিরিয়া আইসে এইলা কামের মইদ্ধো দিয়া: ব্যভিচার, চুরি, মানষিক খুন, মাগিবাজি, লোভ নালসা, অবডাঙি, ছলচাতুরামি, উবঝাউটা, কু নজরে দেখা, অইন্যের গেলানি করা, দর্প আর আজিলি ভাব।

২৩ এই কু জিনিসলা মানষির অন্তর হাতে বির হয়া মানষিক ছুয়া করে।”

২৪ ইয়ার পাছত যীশু নিজের ইস্রায়েল দেশ ছাড়িয়া সোর নামের এলাকাত গেইলেক, আর উয়ায় একটা ঘরত সোন্দাইলেক। যীশু চাইলেক, উয়ায় এটেকোনা আছে, এই কতাটা মানষিলা যাতে জানিবার না পায়। কিন্তুক এই নাকান হইলেক না।

২৫-২৬ উয়ায় যেটেকোনা গেইলেক, ওটেকোনা একটা বেটিছাওয়া আছিলেক আর উয়ার বেটিক অপদেবতা ধরচে। এই বেটিছাওয়াটা যীশুর সমন্ধে শুনির পাইলেক। যীশুর-টে আসিয়া হাংকুড়া পাড়ি মিনতি করিলেক যাতে যীশু উয়ার বেটির মইদ্ধো হাতে অপদেবতাটা খ্যেদেয়া দিবে। বেটিছাওয়াটা আছিলেক অযিহূদী, উয়ায় সুর দেশের ফৈনীকিয়া নামের এলাকাত জন্ম নিচে।

২৭ বেটিছাওয়াটাক কইলেক যে, "আগত ছাওয়া-ছোটক প্যেট ভরে খাবার খাউক। ক্যেনেনা ছাওয়া-ছোটর খাবার আগত, উমারলার খাবার নিয়া কুকুরের আগপাকত ফ্যেলা ঠিক নোয়ায়।"

২৮ ইয়াতে বেটিছাওয়াটা কইলেক যে, "হ্যে মালিক, তোমরা ঠিকেই কইচেন। কিন্তুক ছাওয়া-ছোটর খাবারের ফ্যেলা-চেলা আটুয়াও কুকুরে খায়।"

২৯ যীশু স্যেলা বেটিছাওয়াটাক কইলেক, "বা! এই তো তুই ভাল বুঝিয়া ভাল কতা কবার ধরচিস। যা! এলা বাড়ি যায়া দেখেক, তোর বেটির ভিতিরা হাতে অপদেবতা বিরিয়া গেইচে।"

৩০ আর স্যেলা বেটিছাওয়াটা বাড়ি যায়া দেখিলেক যে, উয়ার বেটি বিছনাত শুতিয়া আছে, আর উয়ার ভিতিরা হাতে অপদেবতা বিরি গেইচে।

৩১ যীশু সোর এলাকা ছাড়িয়া সীদোন এলাকার মইদ্ধো দিয়া গালীল সাগরের ওটেকোনা ডিকাপলি এলাকাত গেইলেক।

৩২ আর ওটেকোনা কয়েক জন মানষি একটা টসা তোতলাক নিয়া আসিলেক যীশুর-টে। আর উমরা কাউলা-কাউলি করির নাগিলেক যে, মানষিটাক ভাল করির বাদে উয়ার উপরাত যীশু যাতে হাত ছুইয়া দেয়।

৩৩ যীশু ভিড়ের মইদ্ধো হাতে মানষিটাক এক পাকে নিয়া যায়া মানষিটার দুই কানত নগুল দিলেক। আর যীশু ছ্যেপ ফ্যেলে ছ্যেপ নিয়া তোতলার জিবাখান নাড়িলেক।

৩৪ স্যেলা দ্যাওয়ার ভিতি দেখিয়া একটা দীঘল নিকাশ ফ্যেলাইলেক, মানষিটাক কইলেক, “এপফাথা,” ইয়ার মানে, “খুলিয়া যা।”

৩৫ আর স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা ভাল হয়া গেইলেক। উয়ার কান দুইটা খুলি গেইলেক, আর উয়ার জিবাখান ঠিক হয়া ভাল করি কতা কবার পাইলেক।

৩৬ যীশু এই ঘটনাটা মানষিলাক কাঙোকে কবার না কইলেক। কিন্তুক কতাটা কবার না কওয়াতে মানষিলা আরো বেশী করি কবার নাগিলেক।

৩৭ এই নাকান কাম দেখিয়া ওটেকার মানষিলা সগায় একেবারে অচানক হইলেক। আর কবার নাগিলেক যে, “ইয়ায় একেবারে

নিখুঁত কাম করে! ইয়ায় বোবাক কতা কওয়ায়, টসা মানষিক ভাল করি শুনির শক্তি দেয়।”

৮ পাছত আরো এক দিন যীশুর ওটেকোনা খুব ভিড় হইলেক, আর এই মানষিলার-টে কোনো খাবার আছিলেক না। স্যেলা যীশু উয়ার চেলালাক ড্যেকেয়া কইলেক যে,

২ “মানষিলাক দেখিয়া মোর খুব মায়া হইচে। ক্যেনেনা ইমরা তিন দিন মোর নগত আছে, আর ইমারলার-টে কোনো খাবার নাই।

৩ কাণ্ডো কাণ্ডো অনেক দূর হাতে আসিচে বুলিয়া মুই যদি প্যেঠেয়া দেং, তাইলে ঘাটাত বেহুস হয়া পড়িবে।”

৪ চেলালা কইলেক, “এই শুনপাথারত এতলা মানষির খাবার কায় কোটে থাকি পাইবে?”

৫ যীশু স্যেলা উমারলাক পুছিলেক যে, “তোমারলার-টে কয়খান রুটি আছে?” চেলালা কইলেক, “সাতখান।”

৬ মানষিলাক মাটিত বসির কইলেক। আর সাতখান রুটি নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া মানষিলাক খাবার দিবার বাদে, রুটি ছিড়িয়া চেলালার হাতত দিতেই আছে।

৭ চেলালার-টে কয়টা ছোট মাছও আছিলেক। যীশু ঐ মাছলা নিয়া ধন্যবাদ দিয়া ঐলাও দিবার কইলেক।

[৮-৯] কম-বেশী চাইর হাজার মানষি সগায় প্যেট ভরেয়া খাইলেক। আর যেইলা টুকরা পড়িয়া আছিলেক, ঐলা ডেলিত করি কুড়াইলেক, আর ঐলা সাত ডেলি হইলেক। খাবার পাছত যীশু মানষিলাক বিদায় করিয়া

[১০] চেলালার নগত নাওয়োত করিয়া দলমনুথা নামের এলাকাত চলিয়া গেইলেক।

[১১] ওটেকার ফরীশী দলের ধর্মগুরুলা আসিয়া যীশুর নগত নিয়াই শুরু করিয়া দিলেক। ফরীশীলা উয়াক পরীক্ষা করিবার নাগিলেক যে, "স্বর্গ হাতে একটা চিন-এর নমুনা দেখাও।"

[১২] ইয়াতে যীশু একটা দীঘল নিকাশ ফ্যেলেয়া কইলেক, "আজি কালিকার মানষিলা খালি চিন চান্দায় ক্যেনে? মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমারলাক কোনো চিন না দেখাইম।"

[১৩] ইয়ার পাছত যীশু উমারলাক ছাড়ি দিয়া নাওয়োত করি সাগরের অইন্য পারত চলি গেইলেক।

[১৪] চেলালা সাথত করি রুটি আনিবার একেবারে ভুলি গেইচে। আর নাওয়োত উমারলার একনা রুটি ছাড়া কিছুই আছিলেক না।

[১৫] যাইতে যাইতে যীশু উমারলাক হুকুম দিলেক, "এই তোমরা চেতন থাকেন! ফরীশীলার আর হেরোদ রাজার সোডা হাতে সাবধান হন।"

[১৬] আর চেলালা নিয়াই করির নাগিলেক যে, "হামারলার-টে রুটি নাই বুলিয়া এই নাকান কতা কবার নাগচে।"

[১৭] চেলালা কি কবার নাগচে, এইটা যীশু বুঝির পায়া কইলেক, “তোমরা ক্যেনে কবার নাগচেন যে, তোমারলার-টে রুটি নাই? তোমরালা এলাও জানেন না? বুঝেন না? তোমারলার অন্তর কি পাষানের নাকান হইচে?

[১৮] তোমারলার চোখু আছে, তাঙো কি দেখির না পান? কান আছে, তাঙো কি শুনির না পান? মনত কি পড়ে না,

[১৯] মুই য্যেলা পাঁচখান রুটি ছিড়িয়া পাঁচ হাজার মানষিক খোয়ালুং, স্যেলা কয় ডেলি কুড়িয়া জমা করিলেন?” চেলালা কইলেক, “বারো ডেলি।”

[২০] যীশু আরো কইলেক, “মুই য্যেলা সাতখান রুটি ছিড়িয়া চাইর হাজার মানষিক খোয়ালুং, স্যেলা কয় ডেলি কুড়াইলেন?” আর চেলালা কইলেক, “সাত ডেলি।”

[২১] যীশু পুছিলেক, “তাঙো, তোমরা এলাও কি বুঝেন না?”

[২২] ইয়ার পাছত যীশু চেলালার নগত বৈৎসৈদা গেরামত গেইলেক। আর ওটেকোনা কয়েক জন মানষি মিলিয়া এক জন কানা মানষিক উমরা নিয়া আসিলেক। মানষিলা স্যেলা খুব কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, যাতে যীশু ঐ কানা মানষিটার দেহাত হাতটা ছুইয়া দেয়।

[২৩] যীশু কানা মানষিটার হাত ধরি একেবারে গেরামের বায়রাত নিয়া গেইলেক। ওইটে যায়া যীশু কানা মানষিটার চোখুত ছ্যেপ

নাগেয়া দিলেক। আর উয়াক নাড়িয়া পুছিলেক, “তুই এলা কি দেখির পাচিস?”

২৪ মানষিটা দেখিয়া কবার নাগিলেক, “মুই এলা মানষিলাক দেখির পাবার নাগচুং। মানষিলা গছের নাকান ঝাপসা দেখা যাবার নাগচে। ঐলা হাটিয়া বেরেবার ধরচে।”

২৫ যীশু আরো একবার মানষিটার চোখুত হাত দিলেক, ইয়াতে উয়ার চোখু একেবারে ভাল হয়া দেখিবার শক্তি ফিরি পাইলেক। উয়ায় ঝকঝকা করি সউগ দেখির পাবার নাগিলেক।

২৬ যীশু মানষিটাক বাড়িত প্যেঠেয়া দিবার সমায় উয়াক কইলেক, “তুই বৈৎসৈদা গেরামত যাইস না।”

২৭ ইয়ার পাছত যীশু চেলালাক নিয়া কৈসরিয়া ফিলিপী গঞ্জের অগল বগল গেরামলাত যাবার নাগিলেক। যাইতে যাইতে ঘাটাত যীশু চেলালাক পুছির নাগিলেক, “মুই কায়, এই নিয়া মানষিলা কি কোনো কতা কয়?”

২৮ চেলালা কইলেক যে, “কাঙো কাঙো কয় দীক্ষাদাতা যোহন, কাঙো কয় তোমরা সেই পুরান দিনের ভগবানের ভাববাদী এলিয়; আরো কাঙো কাঙো কয় তোমরা অইন্য কোনো ভাববাদী।”

২৯ স্যেলা যীশু উমারলাক পুছিলেক যে, “তোমরালা মোক নিয়া কি কন? মুই কায়?” পিতর স্যেলা উত্তর দিলেক, “তোমরা হইলেন ভগবানের বাছাই করা রাজা।”

৩০ যীশু উমারলাক সাবধান করি দিয়া কইলেক, “এই কতাটা কাঙোকে না কন।”

৩১ পাছত যীশু চেলালাক এই কয়া শিক্ষা দিবার নাগিলেক, “মুই বাছাই করা মানষি হং বুলিয়া, মোক ম্যেলা দুঃখ-কষ্ট ভুগিবার নাগিবে। যিহূদী নেতালা, প্রধান বামনলা, আরো পন্ডিতলা, মোক মানি নিবার না হয়। মোক মারি ফ্যেলা হইবে। তিন দিনের দিন মোক মরণক জয় করি বত্তি উঠির নাগিবে।”

৩২ এই কতালা গোপন না থুইয়া উয়ায় ভাল করি বুঝিয়া কইলেক। স্যেলা পিতর যীশুক অল্প দূরত নিয়া যায়া দোষ দিবার নাগিলেক।

৩৩ কিন্তুক যীশু মুখ ঘুরিয়া চেলালার পাকে দেখিয়া পিতরক ধমক দিয়া কইলেক, “শয়তান-অসুর! তুই মোর এইটে হাতে দূর হয়া যা! ভগবানের যেইলা, সেইলা ভাবিস না। মানষির যেইলা, সেইলা ভাবিস।”

৩৪ ইয়ার পাছত যীশু চেলালাক আর অইন্য মানষিলাক বগলত ড্যেকেয়া কইলেক, “যায় মোর পাছত আসিবার চায়, উমরা নিজের ইচ্ছা মতন ঘাটা চলা বন্ধ করুক। নিজের কষ্টের বোঝ ঘাড়ত তুলি নিয়া মোর পাছত আসুক।

৩৫ তোমরা নিজের বাদে বত্তি থাকির চাইলে, জীবন হারাবেন। কিন্তুক মোর চেলা হয়া ভগবানের ভাল খবরটা মানি নিয়া তোমার জীবন গতে দিলে সচাং জীবন পাইবেন।

৩৬ কাঙো যদি সউগ দুনিয়া জয় করে, আর সচাং জীবনটা হারে ফ্যেলায়, তাইলে কোনো লাভ নাই।

৩৭ সচাং জীবন ফিরি পাবার বাদে উয়ার দিবার নাকান কি আছে?

৩৮ "আজি কালিকার ছেচরা আর পাপী মানষিলার মাঝত মোক নিয়া শরম না খান! মোর শিক্ষালাও নিয়া শরম না খান! যদি খান, তাইলে মুইয়ে বাছাই করা মানষি, মুইও অংকরিয়া তোমারলাক শরম খাইম। যেদিন স্বর্গের বাপের-টে থাকি জাকজমকের সাথে পবিত্র স্বর্গদূতলার নগত আসিম, ঐ দিন মুইও তোমারলাক শরম খাইম।"

৯ যীশু আরো কইলেক যে, "মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং। এটেকোনা এই নাকান কয়জন মানষি আছে, যায় যায় ভগবানের রাজ্যের মহাশক্তি না দেখা পর্যন্ত, উমরা কোনো মতেই মরিবে না।"

২ ইয়ার ছয় দিন পাছত যীশু খালি পিতর, যোহন আর যাকবক নগত করি নিয়া একখান উচা পাহাড়ের উপরাত গেইলেক। আর চেলালার আগত যীশুর চেহারা পালটি গেইলেক।

৩ উয়ার কাপড়-চোপড়ও বদলি গেইলেক, একেবারে সাদা ধপ-ধপা। এই দুনিয়ার কোনো মানষি ঐ নাকান কাপড় ধুবার সাধ্য হইবে না।

[৪] চেলালা দেখির পাইলেক ভাববাদী এলিয় আর মহাপুরুষ মোশি যীশুর নগত কতা কবার ধরচে।

[৫] স্যেলা পিতর যীশুক কইলেক যে, "গুরু, ভালে হইচে হামরালা যেই কয়জন এটেকোনা আছি। তোমারলার বাদে ছোট করি তিনটা তাম্বু বানাই বানাই, একটা তোমার, একটা মহাপুরুষ মোশির, আর একটা ভাববাদী এলিয়-এর।"

[৬] কিন্তুক কি কওয়ার নাগিবে, সেইটা পিতর ভাবিয়া কুল-কিনারা পাইলেক না, ক্যেনেনা উয়ায় ভয় খাইচে।

[৭] স্যেলা একখান ম্যেঘ দেখা যায়া ঐ জাগাখান ছায়া দিয়া ঢাকি নিলেক। আর ঐ ম্যেঘ থাকি একটা আওয়াজ শোনা গেইলেক, "ইয়ায় মোর বেটা, মোর মনের এক জন। তোমরা ইয়ার কতা শোন।"

[৮] স্যেলায় স্যেলায় চেলালা চাইরো পাকে চায়া দেখিয়া যীশুক ছাড়া কাঙোকেই দেখির পাইলেক না।

[৯] পাছত যীশু পাহাড় থাকি নামি আইসার সমায় উমারলাক হুকুম দিলেক, "তোমরা যেইলা দেখিলেন, মুই বাছাই করা মানষিটা মরিয়া বত্তি না ওঠা পর্যন্ত, তোমরা এই কতাটা কাঙোকে কবেন না।"

[১০] চেলালা যীশুর এই কতা পালন করিলেক, কিন্তুক "মরিয়া বত্তি ওঠা," ইয়ার মানেটা কি, উমরা এই কতাটা নিয়া নিজের মানষির মাঝত কওয়া-কয়ি করিবার নাগিলেক।

১১ স্যেলা উমরা যীশুক পুছিবার ধরিলেক, “পন্ডিতলা ক্যেনে কবার ধরচে, ‘বাছাই করা রাজার আগত এলিয় আসির দরকার আছে।’”

১২ যীশু উমারলাক কইলেক, “হ্যে, এইটা সচাং। বাছাই করা রাজার আগত ভাববাদী এলিয় আসিয়া সউগ কিছু ঠিক করির ধরচে। কিন্তুক এই নিয়া মনে করেন। শাস্ত্রত ক্যেনে নেখা আছে যে, বাছাই করা মানষিটাক খুব দুঃখ-কষ্ট ভুগিবার নাগিবে। আর ক্যেনে নেখা আছে যে, মানষিলা উয়াক অবহেলা করিয়া বাতিল করিবে।

১৩ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার নাগচুং। শাস্ত্রত য্যেংকরিয়া নেখা আছে, ভাববাদী এলিয় অংকরিয়া আসি গেইচে, কিন্তুক মানষিলা নিজের ইচ্ছা মতন উয়ার উপরাত বেয়া কামাই করিচে।”

১৪ যীশু আর তিন জন চেলা পাহাড় হাতে নামি আসিয়া দেখিলেক, অইন্য চেলালার-টে ম্যেলা মানষি একটে হইচে। আর কয়জন পন্ডিত চেলালার নগত নিয়াই করিবার নাগচে।

১৫ যীশুক দেখিতে কালেই ওটেকার তামান মানষিলা অচানক হইলেক, আর দৌড়ি যায়া উয়াক সন্মান জানাইলেক।

১৬ যীশু উমারলাক পুছিলেক, “তোমরা ইমারলার নগত কি বিষয় নিয়া নিয়াই করির নাগচেন?”

১৭ ভিড়ের মাঝিলা হাতে একটা মানষি যীশুর কতার উত্তর দিয়া কইলেক, "গুরু! মোর বেটাক ভাল করির বাদে তোমার এটেকোনা আনিচুং। উয়াক অপদেবতায় ধরচে বুলিয়া কতা কবার পায় না।

১৮ অপদেবতাটা উয়াক যে্যেলা ধরে স্যেলা আছড়ে ফ্যেলে দেয়। উয়ার দাঁতে দাঁত কিড়মিরিয়া মুখ দিয়া ফ্যাপনা বিরিয়া দেহাটা টট্টরা হয়া যায়। মুই তোমার চেলালাক কইলুং উয়ার অপদেবতাটা খ্যেদেয়া দেও। কিন্তুক উমরা পাইলেক না।"

১৯ স্যেলা যীশু কইলেক, "বিশ্বাসহীন মানষিলা! মুই আর কত দিন তোমারলার নগত থাকিম? কত দিন তোমারলার এই নাকান কাম সহ্য করিম? চেংড়াটাক মোর এটেকোনা নিয়া আইসো।"

২০ মানষিলা স্যেলা যীশুর এটেকোনা চেংড়াটাক নিয়া আসিলেক। আর যীশুক দেখিতে কালেই অপদেবতাটা মোচড়েবার ধরিলেক। আর মুখ দিয়া ফ্যাপনা বিরিয়া আসিলেক খুব করি মাটিত গড়া-গড়ি দিবার নাগিলেক।

২১ যীশু চেংড়াটার বাপক পুছিলেক, "কত দিন হাতে চেংড়াটা এই নাকান?" মানষিটা কইলেক, "উয়ার এইটা ছাওয়া কাল থাকি।

২২ ইয়াক মারিবার বাদে ম্যেলা বার অগুনত আর জলত ফ্যেলেয়া দিচে। কিন্তুক তোমরা যদি সাহায্য করির পান, দয়া করি করো।"

[২৩] যীশু স্যেলা পুছিলেক, "'যদি সাহায্য করির পান' মানে কি? যায় বিশ্বাস করিবে, উয়ার বাদে সউগ সম্ভব।"

[২৪] আর চেংড়াটার বাপ জোরে চিকিরিয়া কইলেক, "মুই বিশ্বাস করিচুং, আর মোর মাঝত যে অবিশ্বাস আছে, তা দূর করি দেও।"

[২৫] আর ম্যেলা মানষি দৌড়ি আসির ধরচে দেখিয়া, যীশু অপদেবতাটাক দাবরেয়া কইলেক, "হে টসা বোবা আত্মা, মুই তোক হুকুম দিবার নাগচুং। তুই ইয়ার ভিতিরা হাতে বিরিয়া যা! ইয়ার মাঝত আর কোনো দিন সোন্দাবু না।"

[২৬] স্যেলায় স্যেলায় অপদেবতাটা চিকিরিয়া, চেংড়াটাক মোচড়েয়া, উয়ার ভিতিরা হাতে বিরিয়া গেইলেক। বিরি যাবার পাছত চেংড়াটা মরার মতন ওটেকোনা পড়ি রইলেক। সগায় কবার নাগিলেক যে মরি গেইচে।

[২৭] যীশু কিন্তুক চেংড়াটাক হাত ধরি তুলিলেক আর উয়ায় খাড়া হইলেক।

[২৮] ইয়ার পাছত যীশু য্যেলা ঘরের ভিতিরা গেইলেক, স্যেলা চেলালা গোপনে যীশুক পুছির নাগিলেক, "হামরালা অপদেবতাটাক ছাড়েবার পাইলুং না ক্যেনে?"

[২৯] আর যীশু কইলেক, "প্রার্থনা ছাড়া এই নাকান অপদেবতাক কোনো মতেই খ্যেদা যায় না।"

৩০ আর উমরা ঐ জাগাখান ছাড়িয়া গালীল প্রদেশের মাঝিলা দিয়া চলি যাবার ধরচে। কিন্তুক যীশু চাইচে এই কতাটা যাতে কাঙোয় জানিবার না পায়।

৩১ ক্যেনেনা উয়ায় চেলালাক শিক্ষা দিবার ধরচে যে, “মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা, মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দেওয়া হইবে। আর উমরা মোক মারি ফ্যেলাইবে। মারি ফ্যেলার পাছত তিন দিনের দিন মুই বত্তি উঠিম।”

৩২ চেলালা কিন্তুক যীশুর কতার মানে বুঝির পাইলেক না, আর উয়াক পুছিবারও উমারলার ভয় হইলেক।

৩৩ ইয়ার পাছত যীশু কফরনাহূম গঞ্জত গেইলেক। যীশু ঘরত সোন্দেয়া চেলালাক পুছির নাগিলেক যে, “তোমরা ঘাটাত কি নিয়া নিয়াই করির নাগচেন?”

৩৪ উমরা চুপ করি রইলেক, ক্যেনেনা সগারে থাকি কায় বড় এই নিয়া তর্কা-তর্কি করির নাগিলেক।

৩৫ যীশু বসিয়া বারো জন চেলাক নিজের বগলত ড্যেকেয়া কইলেক, “কাঙো যদি বড় হবার চায়, তাইলে উয়াক ছোট হয়া সগারে সেবা করির নাগিবে। কাঙো যদি কর্তা হবার চায়, তাইলে উয়াক সগারে পাছত থাকিবার নাগিবে।”

৩৬ যীশু একটা ছোট ছাওয়াক নিয়া সগারে আগপাকে আনিয়া খাড়া করিলেক। ছাওয়াটাক কোলাত নিয়া কইলেক,

৩৭ “মোর শিক্ষা মানিয়া যে কাঙোয় এই নাকান ছাওয়াক গ্রহন করে, উয়ায় মোকে গ্রহন করে। আর যায় মোক গ্রহন করে উয়ায় খালি মোক গ্রহন করে না, মোক যায় প্যেঠে দিচে, তাকো গ্রহন করে।”

৩৮ চেলা যোহন যীশুক কইলেক, “গুরু, হামরা দেখিলুং একটা মানষি তোমার নাম নিয়া অপদেবতা খ্যেদেবার ধরচে। হামরা কিন্তুক মানা করি দিচি, ক্যেনেনা উয়ায় হামার দলের মানষি নোয়ায়।”

৩৯ যীশু কিন্তুক কইলেক যে, “ঐ নাকান মানষিক মানা করি দেন না। মোর নাম নিয়া কাঙো মহাশক্তির কাম করিলে, সহজে মোর নিন্দা করির পাইবে না।

৪০ ক্যেনেনা যায় মোর বিপক্ষে নোয়ায়, উয়ায় মোর পক্ষে আছে।

৪১ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমারলাক বাছাই করা রাজাটার বান্ধব কয়া কাঙো এক গিলাস জলও খাবার দেয়, উয়ায় কোনো মতনে উয়ার পুরুস্কার হারেবার না হয়।”

৪২ “মোর উপরা বিশ্বাস করা কোনো ছাওয়াক, কাঙো যদি পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, উয়ার অবস্থা এই নাকান হইবে। উয়ার কামাইয়ের শাস্তির বদলে উয়ার গালাত একটা বড় শিল বান্দিয়া সাগরের জলত ধাক্কে ফ্যেলে দিলে, উয়ার অবস্থা ভাল হয়।

[৪৩-৪৪] তোমার হাত যদি তোমাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, স্যেলায় স্যেলায় ঐ হাতটা কাটিয়া ফ্যেলেয়া দেও! ক্যেনেনা পাপের হাত নিয়া নরকত যাওয়ার থাকি এক হাতিয়া হয়া অমৃত জীবনত সোন্দা অনেক ভাল। মনত থোন যে, নরকের অগুন কোনো দিন নিভিবার না হয়।

[৪৫-৪৬] তোমার ঠ্যেং যদি পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, স্যেলায় স্যেলায় ঐ ঠ্যাংটা কাটিয়া ফ্যেলেয়া দেও! ক্যেনেনা পাপের ঠ্যেং নিয়া নরকত যাওয়ার থাকি ন্যাংরা হয়া অমৃত জীবনত সোন্দা অনেক ভাল।

[৪৭] তোমার চোখু যদি তোমাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়, ঐ চোখুটা উকরিয়া ফ্যেলে দেও। ক্যেনেনা দুই চোখু নিয়া নরকত যাওয়ার থাকি আধা কানা হয়া ভগবানের রাজ্যত সোন্দা অনেক ভাল।

[৪৮] ফম করেন যে, ‘নরকত যেইলা পোকা মানষিক খায় ঐলা পোকা কোনো দিনও মরে না, আর নরকের অগুন কোনো দিনও নিভে না।’

[৪৯] “যেই নাকান করি গতে দেওয়া জিনিসের উপরাত নুন ছিটিয়া শুদ্ধি করে ঐ নাকান করি পতিটা মানষিক অগুন দিয়া শুদ্ধি করা হইবে।

[৫০] “নুন যদিও ভাল জিনিস, কিন্তুক নুনের স্বাদ যদি হারে যায়, স্যেলা ক্যেংকরি নোন্তা করা যাবে? তোমারলার অন্তরত নুনের

নাকান পবিত্র স্বাদ থোন, তোমরা এক জন অইন্য জনের নগত শান্তিতে থাকো।”

১০ পাছত যীশু কফরনাহূম গঞ্জ ছাড়িয়া দক্ষিন পাকে যায়া যিহূদীয়া প্রদেশ আর যর্দন নদীর ওপার গেইলেক। ম্যেলা মানষি আর একবার উয়ার-টে আসিয়া একটে হইলেক। স্যেলা ঐ মানষিলাক যীশু যেই নাকান করি শিক্ষা দিয়া আসির ধরচে, ঐ নাকান করি শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

২ ঐ সমায় ওটেকোনা কয়েক জন ফরীশী দলের ধর্মগুরু আসিয়া যীশুক ফান্দোত ফ্যালেবার চেষ্টা করিয়া কইলেক, “বিয়াও করা মাইয়াক ছাড়ি দিবার মোশির বিধানত আছে কি না?”

৩ যীশু পুছিলেক, “মহাপুরুষ মোশি তোমারলাক কি হুকুম দিচে?”

৪ উমরা কইলেক, “বিয়াও করা মাইয়াক একখান চিঠি নেখি ছাড়ি দেওয়া যায়, এই নাকান আইনত নেখিচে।”

৫ যীশু স্যেলা কইলেক, “তোমারলার মন কঠুর দেখিয়া মহাপুরুষ মোশি তোমারলাক এই নাকান করি কইচে।

৬ কিন্তুক দুনিয়ার সিজ্জনের গোড়াতে ‘ভগবান মানষিক বেটাছাওয়া বেটিছাওয়া করিয়া সিজ্জন করিচে।’

৭ ‘ঐ বাদে মানষি আপন বাপ-মাওক ছাড়িয়া মাইয়া ভাতার একসোদে থাকিবে,

৮ আর উমরা দুইটা দেহা একমন হয়া একটা দেহা হইবে।’ ইমরা এলা দুই নাই, এক হইলেক।

৯ ভগবান যে দুইজনক জুড়ি দিচে মানষি ঐ দুইজনক যুদা না করুক।”

১০ ইয়ার পাছত ঘর সোন্দেয়া চেলালা যীশুক আরো ঐ বিষয়ে পুছির নাগিলেক।

১১ উয়ায় উমারলাক কইলেক, “কাঙো যদি নিজের মাইয়াক ছাড়ি দিয়া অইন্য বেটিছাওয়াক বিয়াও করে, তাইলে উয়ায় নিজের মাইয়ার বিরুদ্ধে ব্যভিচার করে।

১২ আর মাইয়া ভাতারক ছাড়ি দিয়া অইন্য মানষিক বিয়াও করে, এইটাও মাগিবাজি।”

১৩ পাছত মানষিলা যীশুর ওটেকোনা ছোট ছোট ছাওয়ালাক নিয়া আসির নাগিলেক যাতে উয়ায় ছাওয়ালাক আশুর্বাদ করে। কিন্তুক চেলালা মানষিলাক গালি দিবার নাগিলেক।

১৪ আর এই দেখিয়া যীশু বেজার হয়া চেলালাক কইলেক, “ছাওয়া-ছোটলাক মোর এটেকোনা আসিবার দেও, মানা করেন না। ক্যেনেনা এই ছাওয়ালা যেই নাকান করি মোর এটেকোনা আসির চায়, ঐ নাকান মনের মানষিলা ভগবানের রাজ্যত আসির পায়।

[১৫] মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, ছাওয়ার নাকান করি ভগবানের রাজ্য মানি না নিলে কোনো দিনও ওটেকোনা আসিবার পাইবেন না।”

[১৬] তার পাছত যীশু ছোট ছাওয়ালাক কোলাত তুলি নিলেক আর মাথাত হাত দিয়া আশুর্বাদ করিলেক।

[১৭] যীশু য্যেলা ঘাটাত বেড়েবার নাগিলেক ঐ সমায় একটা মানষি দৌড়ি আসিয়া হাংকুড়া পাড়ি যীশুক কইলেক, “হে বাহে গুরু, তোমরায় এক জন ভাল মানষি। মোক কবেন তোমরা, অমৃত জীবন লাভ করির বাদে মোক কি করির নাগিবে?”

[১৮] যীশু স্যেলা কইলেক, “মোক তোমরা ভাল কবার নাগচেন ক্যেনে? এক মাত্র ভগবান ছাড়া কাঙোয় ভাল নাই।

[১৯] তুই তো হুকুমলা জানিস, খুন করেন না, ব্যভিচার করেন না, চোর করেন না, মিছাং সাক্ষী দেন না, কাঙোকো ঠকান না, বাপ-মাওক তোমরা সন্মান করো।”

[২০] মানষিটা যীশুক কইলেক, “গুরু, ছাওয়া কাল হাতে মুই ঐলা সউগে মানি আসির ধরচুং।”

[২১] উয়ার পাকে চায়া দেখি যীশুর খুব মায়া হইলেক আরো কইলেক, “তোর একনা কাম করির বাকি আছে। যা তুই, তোর সউগ ধন সম্পত্তি বেচেয়া কাঙালক বিলিয়া দে। ইয়াতে তুই স্বর্গত ধন পাবু। স্যেলা তুই মোর এটেকোনা আসিয়া মোর চেলা হঃ।”

[২২] এই কতাটা শোনার সাথে সাথে মানষিটার মুখ কালা হয়া গেইলেক, ক্যেনেনা উয়ার ম্যেলা ধন সম্পত্তি আছিলেক। এই বাদে উয়ায় বেজার হয়া চলি গেইলেক।

[২৩] স্যেলা যীশু চাইরো পাকে দেখিয়া চেলালাক কবার নাগিলেক, "ধনী মানষির ভগবানের রাজ্যের প্রজা হওয়া খুব কঠিন!"

[২৪] চেলালা যীশুর কতা শুনিয়া অচানক হইলেক। যীশু আরো কইলেক, "ছাওয়ার ঘর, ভগবানের রাজ্যের প্রজা হওয়া খুব কঠিন!

[২৫] একটা বিন্দির ফোড়ং দিয়া একটা উটের সোন্দা সোজা কাম, কিন্তুক ভগবানের রাজ্যত ধনী মানষির সোন্দা খুব কঠিন।"

[২৬] এই কতাটা শুনিয়া চেলালা খুব অচানক হইলেক, আর নিজের মাঝত কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, "তাইলে কায় পাপ হাতে উদ্ধার পাবার পায়?"

[২৭] যীশু স্যেলা উমারলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, "মানষির-টে যেইটা অসম্ভব সেইটা ভগবানেরটে সম্ভব। ভগবানেরটে সউগ কাম করা সম্ভব।"

[২৮] পিতর স্যেলা যীশুক কইলেক যে, "তোমরা দেখেন। হামরা কিন্তুক সউগ কিছু ছাড়ি দিয়া তোমার-টে আসচি।"

[২৯] যীশু কইলেক, "মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং। মোর চেলা হয়া ভগবানের ভাল খবরটা মানি নিয়া যায় জাগা-

জমিন, বাড়ি-ঘর, ভাই-বইনি, মাও-বাপক, বেটা-বেটিক ছাড়ি দেয়,

৩০ উয়ায় এই যুগের একশ গুন বেশী পাইবে, ঘর-বাড়ি, ভাই-বইনি, মাও, ছাওয়া-ছোট, জাগা-জমি পাইবে। সাথে সাথে নাঞ্চনা ভোগ করিবে। উয়ায় আইসা কালের যুগত অমৃত জীবন লাভ করিবে।

৩১ রাজা হইবে ফকির, ফকির হইবে রাজা।”

৩২ উমরালা স্যেলা ঘাটা দিয়া যিরূশালেম গঞ্জত যাবার নাগচে। যীশু আগপাকে হাটিবার নাগচে আর চেলালা অচানক হয়া পাছে পাছে যাবার নাগচে। উমারলার পাছত অইন্য মানষিলাও ভয়ে ভয়ে হাটিবার নাগচে। যীশু স্যেলা উয়ার বারো জন চেলাক ড্যেকেয়া আর এক বার বুঝি দিচে যে, নগতে নগতে মানষিলা উয়ার উপরাত কি কি করিবে।

৩৩ “এলা হামরা যিরূশালেমত যাবার ধরচি। বাছাই করা মানষিটাক (মানে মোক) প্রধান বামনলা আর পন্ডিতলার হাতত ধরে দেওয়া হইবে। উমরা মোর বিচার করি মারি ফ্যেলের দন্ড দিয়া বিধর্মী মানষিলার হাতত তুলি দিবে।

৩৪ আর এই বিধর্মীলা মোক ঠাট্টা টিটকারি করিয়া মোর দেহাত ছ্যেপ দিয়া খুব করিয়া চাবুক মারিবে। মোক মারি ফ্যেলাইবে, আর তিন দিনের দিন মুই মরণক জয় করি বত্তি উঠিম।”

৩৫ পাছত সিবদিয়ের বেটা যাকব আর যোহন যীশুর বগলত আসিয়া কইলেক, "গুরু, হামরা যা ইচ্ছা চামু, তা কি হামার বাদে করিবেন?"

৩৬ যীশু কইলেক, "তোমার বাদে মুই কি করিম? তোমরা কি চান?"

৩৭ আর উমরা কইলেক, "তোমরা যে্যলা মহাশক্তি নিয়া রাজার আসনত বসিবার আসিবেন, সে্যলা হামরা দুইজনাক, এক জনক ডাইন পাকে এক জনক বাঁও পাকে, বসিবার জাগা করি দেন।"

৩৮ যীশু কইলেক, "তোমরা কি চাবার নাগচেন, সেইলা জানেন না। মানষিলা নদীর জলত দীক্ষা নেয়, কিন্তুক মুই দুঃখ-কষ্টের সাগরত দীক্ষা নিম। তোমরা কি মোর নাকান ঐ দুঃখ-কষ্টের দীক্ষা নিয়া সহ্য করির পাইবেন?"

৩৯ উমরা কইলেক, "হে্য, হামরা পামো।" যীশু উমারলাক কইলেক, "মুই যে দুঃখ-কষ্টের দীক্ষা নিম, সেই দীক্ষাটা তোমরালাও নিবেন।

৪০ কিন্তুক ডাইন পাকে আর বাঁও পাকে বসির দেওয়া মোর কাম নোয়ায়। ঐ জাগালা যার যার বাদে ঠিক করা হইচে ঐ জাগালাত উমরায় বসিবে।"

৪১ সে্যলা বাকি দশ-জন চেলা এই কতা শুনিয়া যাকব আর যোহনের উপরাত গোসা হইলেক।

৪২ এই বাদে যীশু সগাকে একটে ড্যেকেয়া কইলেক, “তোমরা জানেন যে, জগতের বিধর্মীলাক যায় যায় দেওয়ানী হয়া শাসন করে, উমারলার ক্ষমতা দিয়া মানষিক ডাবে থুইয়া অইত্যাচার করে।

৪৩ কিন্তুক তোমারলার মাঝত এই নাকান হবেই না। তোমারলার মাঝত যায় বড় হবার চায়, উয়াক সেবাকারী হবার নাগিবে।

৪৪ যায় আগত থাকির চায় উয়াক সগারে চাকর হবার নাগিবে।

৪৫ মনত থোন, মুই যে বাছাই করা মানষিটা, মুই সেবা পাবার বাদে আইসোং নাই, সেবা করির বাদে আসচুং। আর অইন্য পরানের বদলে নিজের পরান দিয়া ম্যেলা মানষির মুক্তির দাম চুকাইম। এই বাদে আসচুং।”

৪৬ যীশু আর উয়ার চেলালা যিরীহো নামের গঞ্জত আসিয়া ঘাটাত চলি যাবার ধরচে, ম্যেলা মানষির নগত। ঐ গঞ্জ থাকি বিরিবার সমায়, স্যেলা ঘাটার বগলত তীময়ের বেটা বরতীময় নামের এক জন কানা ভিক্ষা আলা বসিয়া আছিলেক।

৪৭ উয়ায় শুনির পাইলেক নাসারতের শ্রী যীশু আইসচে। স্যেলা উয়ায় চিকিরিয়া কইলেক, “ও বাহে, দায়ূদের বংশধর যীশু! মোক তুই দয়া করেক!”

৪৮ ম্যেলা মানষি উয়াক ঝিত করি থাকির বাদে ধমকেবার নাগিলেক। উয়ায় কিন্তুক আরো জোরে জোরে চিকরিবার নাগিলেক, “হে দায়ূদের বংশধর যীশু! তুই মোক দয়া করেক!”

৪৯ যীশু সাথে সাথে থামিয়া কানা মানষিটাক ড্যেকেবার কইলেক। মানষিলা স্যেলা কানা মানষিটাক ড্যেকে আনিয়া আরো কইলেক, “ভয় না খাইস, ওঠেক! উয়ায় তোক ড্যেকেবার নাগচে।”

৫০ স্যেলা উয়ায় দেহার গিলাপখান ফ্যেলে দিয়া ঝাপ্পে উঠিলেক আর যীশুর বগলত গেইলেক।

৫১ যীশু উয়াক পুছিলেক, “মুই তোর বাদে কি করিম? তুই কি চাইস, ক।” কানা মানষিটা কইলেক, “গুরু, মুই দেখির চাং।”

৫২ যীশু স্যেলা কইলেক, “যা, তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া, ভাল হয়া গেইচিস।” আর স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা দেখির পাবার নাগিলেক, আর ঘাটা দিয়া যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

১১ যিরূশালেমের বগলা-বগলি আসিয়া যীশু আর উয়ার চেলালা জলপই পাহাড়ের বৈৎফগী আর বৈথনিয়া গেরামলার-টে আইসচে। যীশু দুই জন চেলাক ড্যেকেয়া প্যেঠেয়া দিলেক,

২ “তোমরা ঐ বগলের গেরামটাত যাও। সোন্দাইতে কালে একটা বান্দি থোয়া গাধার বাচ্চা দেখির পাইবেন। উয়ার পিটিত কাঙো কোনো দিনও চড়ে নাই। ঐটা খসেয়া এটেকোনা নিয়া আইসো।

৩ আর কাঙো যদি পুছে, ‘ক্যেনে এইটা নিয়া যাবার নাগচেন?’ তাইলে কবেন, ‘এইটা প্রভুর দরকার আছে। উয়ায় এইটা পচকরি

ফিরি দিবে।’”

৪ স্যেলা উমরা যায়া দেখিলেক যে, ঘাটার বগলত বাড়ির দুয়ারের ওটেকোনা একটা গাধার বাচ্চা বান্দা আছে। উমরা গাধাটার দড়িখান হোসকাইলেক।

৫ আর ওটেকার যেইলা মানষি খাড়া হয়া আছিলেক উমরা কইলেক, “কিরে, গাধাটার দড়িখান ক্যেনে হোসকেবার নাগচেন?”

৬ যীশু উমাক য্যেংকরিয়া কবার কইচে, অংকরিয়া চেলালা মানষিলাক কইলেক। স্যেলা মানষিলা গাধাটাক নিয়া যাবার দিলেক।

৭ ইয়াতে চেলালা গাধার বাচ্চাটা যীশুর-টে আনিয়া উয়ার উপরা দেহার গিলাপখান পাতিলেক, আর যীশু বসিলেক।

৮ ম্যেলা মানষি যীশুর আগত উমারলার দেহার গিলাপ ঘাটাত পাড়িয়া দিবার নাগচে, আরো অইন্য মানষিলা জঙল হাতে কলার পাতের নাকান পাত কাটি আনিয়া গোটায় ঘাটাত পাড়িয়া দিবার নাগচে।

৯ যেইলা মানষি যীশুর আগপাকে পাছপাকে যাবার নাগচে, উমরা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “জয়, ভগবানের জয়! যায় পরমপ্রভুর নামে আসিবার নাগচে, উয়ার জয় হউক!

১০ হামারলার চৌদ্দ গুষ্টির মহারাজা দায়ূদের রাজ্য আসির নাগচে, ভগবান এইটাত আশুর্বাদ করুক! ভগবানের জয়

জয়কার হউক!”

১১ যীশু যিরূশালেম যায়া যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত সোন্দাইলেক। সোন্দেয়া চাইরো পাকে ভাল করি দেখিবার নাগিলেক। কিন্তুক বেলা যায়া সইন্ধা হইচে, এই বাদে উয়ায় বারো জন চেলাক নিয়া বৈথনিয়া গেরামত চলি গেইলেক।

১২ পরের দিন সাকালে যীশু যেলা বৈথনিয়া গেরাম ছাড়িয়া চলি যাবার ধরিলেক, সেই সমায় উয়াক ভোগ নাগচে।

১৩ দূর হাতে একটা পাতওলা ডুমুর গছ দেখির পাইলেক। গছটাত ফল আছে কি নাই, যীশু দেখিবার গেইলেক। গছটার ওটেকোনা আসিয়া দেখিলেক, পাত ছাড়া আর কোনো ফলে নাই। ক্যেনেনা ঐ সমায়টা ডুমুর গছের ফল পাকির সমায় আছিলেক না।

১৪ এই বাদে গছটাক কইলেক যে, “আজি হাতে তোর ফল যাতে আর কোনো দিন কাঙো না খায়।” চেলালা যীশুর এই কতাটা শুনির পাইলেক।

১৫ যিরূশালেম পৌছিয়া যীশু দশংগতি মন্দিরটাত সোন্দেয়া যায় যায় বলি দিবার পশু-পখি বেচা-কেনা করির ধরচে, উমারলাক খ্যেদেয়া দিলেক। যায় যায় টাকা-পাইসা দেওয়া-নেওয়া করে, উমারলার টেবিল চেয়ার উল্টা-পাল্টা করি ফ্যেলাইলেক। যায় যায় কইতোর ঘুঘু বেচায়, উমারলার বসিবার জাগা গোটায় উল্টি ফ্যেলাইলেক।

[১৬] আর দশংগতি মন্দিরটার মাঝিয়ার মইদ্ধো দিয়া কোনো জিনিস-পাতি আনা-নেওয়া করির দিলেক না।

[১৭] স্যেলা যীশু মানষিলাক শিক্ষা দিয়া কইলেক, “শাস্ত্রত এই নাকান কতা কি নেখা নাই? ‘মোর ঘরটাক কওয়া হইবে, সউগ জাতির প্রার্থনার ঘর।’ কিন্তুক তোমরা এইটাক কি বানাইচেন ‘চোর ডাকুর আড্ডাখানা!’”

[১৮] প্রধান বামনলা আর পন্ডিতলা এই কতা শুনিয়া যীশুক মারি ফ্যেলেবার বাদে সুযোগ খুজিবার নাগিলেক। উমরা উয়াক ভয় করিলেক ক্যেনেনা ভিড়ের মানষিলা যীশুর শিক্ষা শুনিয়া উমারলার মন আরো শুনিবার বাদে আকুল হয়া যায়।

[১৯] য্যেলা সইন্ধা হইলেক, স্যেলা যীশু চেলালাক নিয়া গঞ্জের বায়রাত চলি গেইলেক।

[২০] পরের দিন সাকাল বেলা ঐ ঘাটা দিয়া আসিবার সমায় চেলালা দেখিলেক যে, ঐ ডুমুর গছের শিপা সুদায় মরি গেইচে।

[২১] আগের দিনের যীশুর কতা পিতরের মনত পড়িলেক। অচানক হয়া যীশুক কইলেক, “গুরু দেখ! যে ডুমুর গছটাক তোমরা শাও দিচেন সেইটা মরিয়া শুকি গেইচে।”

[২২] স্যেলা যীশু চেলালাক কইলেক, “ভগবানের উপরাত বিশ্বাস থোন।

[২৩] মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং। যদি কাঙো অন্তরত সন্দেহ না রাখে, আর বিশ্বাস করিয়া ঐ পাহাড়টাক কয়,

‘এইটে হাতে উঠি যায়া সাগরত পড়ুক!’ তাইলে ঐ নাকান হইবে।

[২৪] মোর কতা তোমরা শোন! বিশ্বাসের নগত প্রার্থনা করিয়া যে কোনো কিছু চান, তা পাইবেন।

[২৫-২৬] তোমরা যেয়েলা প্রার্থনা করেন, সেয়েলা কাঙোরে বিরুদ্ধে দোষ থাকিলে, উয়াক ক্ষমা করি দেন। ইয়াতে তোমার স্বর্গের বাপ তোমারও পাপ ক্ষমা করি দিবে।”

[২৭] পাছত যীশু উয়ার চেলালা আরো যিরূশালেম গেইলেক, আর উয়ায় দশংগতি মন্দিরত হাটি বেড়েবার নাগচে। এই নাকান সমায় প্রধান বামনলা, পন্ডিতলা, যিহূদী নেতালা, উয়াক আসিয়া পুছিবার নাগিলেক,

[২৮] “তুই কোন অধিকারে এই নাকান করিবার নাগচিস? কায় তোক এই অধিকার দিচে?”

[২৯] ইয়ার উত্তরত যীশু কইলেক, “মুইও তোমারলাক একনা প্রশ্ন পুছিবার চাং। তোমরা যদি এইটার উত্তর দেন তাইলে মুইও কইম কোন অধিকারে এইলা করিবার নাগচুং।

[৩০] তোমরা কন দেখি, জল দিয়া দীক্ষা দিবার অধিকার যোহন কারটে হাতে পাইচে? মানষির-টে হাতে, না ভগবানেরটে হাতে?”

[৩১] সেয়েলা উমরা এক জন অইন্য জনের নগত কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, “হামরা যদি কই ‘ভগবানেরটে,’ তাইলে উয়ায় কবে, ‘তোমরা যোহনক বিশ্বাস করেন নাই ক্যেনে?’

৩২ আরো যদি কই ‘মানষির-টে হাতে’ তা হইলেও?” উমরা মানষিলাক ভয় করির নাগিলেক, ক্যেনেনা সউগ মানষিলা যোহনক ভাববাদী কয়া মানি আসির নাগিলেক।

৩৩ আর এই বাদে উমরা কইলেক, “হামরা জানিনা।” স্যেলা যীশু কইলেক, “তাইলে মুইও কইম না, কোন অধিকারে এইলা করিবার নাগচুং।”

১২ ইয়ার পাছত যীশু গল্পের নাকান করি উমারলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক, “এক জন চাষা একখান আংগুর খ্যেতের আবাদ করিয়া চাইরো পাকে বেড়া দিলেক। আংগুর রস করিবার জইন্যে একটা শিলোত খাল খুড়িলেক। পাহারা দিবার বাদে উচা করি একটা টং বানাইলেক। “পাছত জমিখান দেখাশুনা করির বাদে মানষিলাক আধি দিয়া বিদেশত চলি গেইলেক।

২ যেলা আংগুর ফল পাকি গেইলেক, ঠিক ঐ সমায় ভাগ নিবার জইন্যে উয়ার চাকরক প্যেঠেয়া দিলেক।

৩ কিন্তুক আধিয়ারলা চাকরটাক ডাঙেয়া খালি হাতে প্যেঠেয়া দিলেক।

৪ উয়ার পাছত খ্যেতের মালিক আর এক জন চাকরক প্যেঠেয়া দিলেক। আধিয়ারলা চাকরটার মাথাত ডাঙাইলেক। উয়ার নগত খুব বেয়া আচরন করিলেক।

৫ ইয়ার পাছত মালিক আরো এক জনক প্যেঠেয়া দিলেক। উয়াক মারি ফ্যেলাইলেক। ইয়ার পাছত আরো ম্যেলা চাকরক প্যেঠেয়া দিলেক। উমারলাক একে নাকান করিয়া কয়েক জনাক ডাঙাইলেক, কয়েক জনাক মারি ফ্যেলাইলেক।

৬ “এলা ওটেকোনা প্যেঠে দিবার বাদে পরানের একনায় আপন বেটা আছে। শ্যেষত মালিক উয়াক প্যেঠে দিলেক। আর মনে করিলেক যে, ‘মুই যদি মোর একনায় আপন বেটাক প্যেঠেয়া দেং, তাইলে উমরা সন্মান করিবে।’

৭ আধিয়ারলা কিন্তুক চিন্তা ভাবনা করিবার নাগিলেক, ‘আরে! উয়ায় তো একনায় বেটা, পাছত মালিক মরি গেইলে সম্পত্তির মালিক ইয়ায় হইবে। তাইলে চলো! ইয়াক হামরা মারি ফ্যেলাই। আর ইয়াক মারিলে সম্পত্তির মালিক হামরা নিজে হমো।’

৮ উমরা মালিকের বেটাক ধরি মার-ধর করিয়া আংগুর খ্যেতের বায়রাত মরাটাক ফ্যেলে দিলেক।”

৯ যীশু ধর্মগুরুলাক পুছিলেক, “তাইলে তোমরা এলা কন দেখি, এই আংগুর খ্যেতের মালিক কি করিবে? উয়ায় আসিয়া আধিয়ারলাক মারি ফ্যেলাইবে, আর আংগুরের জমিখান দখল করি নিয়া অইন্য মানষিক দিবে।

১০ তোমরা কি এই কতাটা পবিত্র শাস্ত্রত পড়েন নাই? ‘মিস্ত্রিলা যেই খুটিটা বাতিল করিচে, ঐটায় হইচে ঘরের মূল খুটি।

১১ এইটা পরমপ্রভুর কাম, আর হামারলাক খুব অচানক নাগে।’”

১২ স্যেলা ধর্মের নেতালা যীশুক ধরির চাইলেক। উমরা বুঝির পাইলেক যে গল্পটা উমারলার বিরুদ্ধে কইচে। কিন্তুক উমরা মানষির ভয়ে যীশুক ছাড়ি দিলেক।

১৩ পাছত যিহূদী ধর্মের নেতালা যীশুর এটেকোনা কয়েক জন ফরীশী দলের ধর্মগুরু আর হেরোদ দলের মানষিক প্যেঠেয়া দিলেক যাতে যীশুক কতা কওয়ার মইদ্ধো দিয়া ফান্দোত ফ্যেলেবার পায়।

১৪ উমরা আসিয়া কবার নাগিলেক যে, “গুরু, হামরা ভাল করি জানি তোমরা এক জন সৎ মানষি। মানষি কি মনে করিলেক, কি না করিলেক, এইলা নিয়া তোমরা চিন্তা করেন না। তোমরা মুখ চিনি মুগের ডাইল দেন না। কোনো মানষিক ভয় করেন না। তোমরা ভগবানের বিষয়োত সচাং শিক্ষা দেন। তাঙো, হামারলাক কন যে, রোমের মহারাজাক মাসুল দেওয়া ঠিক হয়, কি না?

১৫ হামরা উয়াক মাসুল দিমু কি দিমু না?” যীশু উমারলার ভন্ডামি বুঝির পায়া কইলেক, “তোমরালা ক্যেনে মোক পরীক্ষা করিবার নাগচেন? মোক একটা পাইসা আনি দেখান।”

১৬ আর উমরা একটা পাইসা আনিয়া যীশুক দিলেক। যীশু উমারলাক পুছিলেক, “পাইসাত এই ফটক কার? ইয়ার নাম কি?” উমরা কইলেক, “এই ফটক হইলেক রোমের মহারাজার।”

১৭ যীশু কইলেক, “তাইলে যেইটা মহারাজার, সেইটা মহারাজাক দেও। যেইটা ভগবানের, সেইটা ভগবানক দেও।” যীশুর এই কতা শুনিয়া উমরা সগায় অচানক হইলেক।

১৮ কয়েক জন সদ্দূকী দলের ধর্মগুরু যীশুর বগলত আসিলেক। এই সদ্দূকীলার বিশ্বাস মরি যাওয়া মানষি কোনো দিন বত্তি উঠিবার নোয়ায়।

১৯ এই বাদে উমরা যীশুক ঠাট্টা করি পুছির নাগিলেক, “গুরু, মহাপুরুষ মোশি হামার বাদে এই কতা শাস্ত্রত নেখি দিচে। যদি কাঙোরো ভাই আটকুরা হয়া মরি যায়, তাইলে ঐ মরা ভাইয়ের মাইয়াক উয়ার বিয়াও করা খায়, যাতে মরা ভাইয়ের বংশ বত্তি থাকিবে।

২০ বেশ ভাল: উমরা সাত ভাই আছিলেক। পইলা জন বিয়াও করি আটকুরা হয়া মরি গেইলেক।

২১ দ্বিতীয় জনও ঐ বিধুয়া বেটিছাওয়াটাক বিয়াও করিয়া আটকুরা হয়া মরিলেক। তৃতীয় জন ঐ একে নাকান করি মরি গেইলেক।

২২ আর সাত জনের কারো ছাওয়া-ছোট হইলেক না। শ্যেষত ঐ বিধুয়া মাইয়া মরি গেইলেক।

২৩ সউগ মরা মানষিলা যে্যলা ভগবান বত্তে তুলিবে স্যেলা ঐ বেটিছাওয়াটা কার মাইয়া হইবে? ক্যেনেনা সাতজনে উয়াক বিয়াও করিচে।”

২৪ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক, “তোমরা ভুল করিবার নাগচেন, ক্যেনেনা তোমরা পবিত্র শাস্ত্র জানেন না, আর ভগবানের যে ক্ষমতা আছে, সেইটাও জানেন না।

২৫ মরা মানষি য্যেলা বত্তি উঠিবে স্যেলা উমরা বিয়াও করিবে না, বিয়াও দিবার নাগিবে না, উমরা স্বর্গদূতের নাকান হইবে।

২৬ কিন্তুক ভগবান মরা মানষিক বত্তে তোলে কি না, এই বিষয় তোমরা কি শাস্ত্রত পড়েন নাই? মহাপুরুষ মোশির নেখা বইয়ত ভগবানের কাটা ঝোপের মইদ্ধো হাতে আওয়াজ দিয়া নিজেই পরিচয় দিলেক যে, ‘মুইয়ে অব্রাহাম, ইসহাক, যাকবের ভগবান।’

২৭ ভগবান কি মরা মানষির, না বত্তা মানষির ভগবান? উয়ায় তো বত্তি থাকা মানষির ভগবান তোমরা খুব ভুল করিবার নাগচেন।”

২৮ এক জন পন্ডিত আসিয়া উয়ায় তর্কা-তর্কি শুনিবার নাগিলেক। যীশু যে ঠিক উত্তর দিচে পন্ডিতটা জানির পায়া যীশুক পুছিলেক, “মোশির দেওয়া বিধানের মাঝিলাত সগারে চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম কোনটা?”

২৯ ইয়ার উত্তরত যীশু কইলেক, “সউগ চাইতে গুরুত্বপূর্ণ হুকুম হইলেক এই, ‘হে ইস্রায়েলী জাতির মানষি, তোমরা শুনেন! পরমপ্রভুই হামারলার ভগবান, উয়ায় ছাড়া আর কাঙো নাই।

৩০ তোমারলার সউগ মন-পরান, গেয়ান, শক্তি সঁপে দিয়া পরম প্রভু ভগবানক পিরিত করো।’

৩১ “দোসরা গুরুত্বপূর্ণ হুকুম হইলেক এই, ‘নিজের দেহাক যেংকরিয়া তোমরা যতন করিয়া পিরিত করেন, অংকরিয়া তোমরা পাড়াপড়শিক পিরিত করো।’ “এই দুইটা সউগ চাইতে বড় হুকুম। আর বেশী বড় হুকুম নাই।”

৩২ স্যেলা পন্ডিতটা যীশুক কইলেক, “গুরু, বেশ ভাল কতা। তোমরা সচাং করি কইচেন যে, ‘একটায় ভগবান আছে, উয়ায় ছাড়া আর কোনো ভগবান নাই।’

৩৩ আর সচাং কতা আছে যে, ‘সউগ মন-পরান, গেয়ান, শক্তি সঁপে দিয়া পরম প্রভু ভগবানক পিরিত করির নাগে।’ আরো আছে যে, ‘নিজের দেহাক যেংকরিয়া তোমরা যতন করিয়া পিরিত করেন, অংকরিয়া পাড়াপড়শিক পিরিত করির নাগে’। সউগ পূজা পার্বনের চায়া এইলা বেশী গুরুত্বপূর্ণ।”

৩৪ ধর্মগুরুটা যে বেশ বুদ্ধিমানের নাকান করি উত্তর দিচে, যীশু এইটা দেখিয়া কইলেক, “ভগবানের রাজ্য হাতে তুই বেশী দূরত নাই।” স্যেলা হাতে কাঙোয় যীশুক আর কোনো কিছু পুছিবার সাহস পাইলেক না।

৩৫ যীশু যিহূদী দশংগতি মন্দিরত শিক্ষা দিবার সমায় পুছিলেক, “পন্ডিতলা ক্যেংকরি কয় যে ভগবানের বাছাই করা রাজাটায় মহারাজা দায়ূদের বংশধর?

৩৬ দায়ূদ তো পবিত্র আত্মা দিয়া কইচে, ‘পরম প্রভু মোর মালিকোক কইলেক, যতক্ষণ মুই তোর শত্রুলাক তোর ঠ্যাংএর

তলাত না থোং, অতক্ষণ মোর ডাইন পাকে বইসেক।’

৩৭ “দায়ূদ নিজেই বাছাই করা রাজাটাক ‘মোর মালিক’ কয়া ড্যেকাইলেক, তাইলে ক্যেংকরি উয়ায় দায়ূদের বেটা বা বংশধর হবার পায়?” ম্যেলা মানষি খুশি মনে যীশুর কতা শুনিলেক।

৩৮ উয়ায় আরো শিক্ষা দিয়া কইলেক, “পন্ডিতলার সমন্ধে সাবধান থাকেন। উমরা গেরুয়া বসন পিন্দিয়া হাট বাজারত ঘুড়ি বেড়েয়া সন্মান পাবার চায়।

৩৯ উমরা উপাসনা ঘরের প্রধান জাগাত, ভোজের সমায় সন্মানের জাগাত বসির চায়।

৪০ এক পাকে ইমরা মানষিক দেখেবার বাদে অনেকক্ষণ ধরি প্রার্থনা করে। আর অইন্য পাকে বিধুয়ার ধন সম্পত্তি দখল করে। এইলা মানষির সউগ চাইতে বেশী শাস্তি হইবে।”

৪১ পাছত যীশু মন্দিরত দান বাস্কোর বগলত বসিয়া মানষিলা যে দান করিবার নাগচে, ঐলা দেখিবার নাগিলেক। ম্যেলা ধনী মানষি ম্যেলা টাকা-পাইসা দান করিবার নাগিলেক।

৪২ পাছত এক জন গরীব বিধুয়া আসিয়া খালি দুই পাইসা দান করিলেক।

৪৩ স্যেলা যীশু চেলালাক ড্যেকেয়া কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং। এই গরীব বিধুয়া সগারে থাকি বেশী দান করিচে।

৪৪ অইন্য মানষিলা উমারলার ম্যেলা ধন থাকি দান করিচে। কিন্তুক বেটিছাওয়াটা উয়ার সম্বল বুলিতে যা আছিলেক সেইটায় দান করিচে।”

১৩

যীশু দশংগতি মন্দির হাতে বিরাইতে কালেই এক জন চেলা আসিয়া উয়াক কইলেক, “গুরু, দেখেন তো, কত সুন্দর সুন্দর বড় বড় শিল অচানক অচানক মন্দির!”

২ যীশু উয়াক কইলেক, “তুই বড় বড় মন্দির দেখিবার নাগচিস তো। কিন্তুক ইয়ার একটা শিল আরেকটা শিলের উপরাত থাকিবে না! সউগ ভাঙিয়া ফ্যেলা হইবে।”

৩ যীশু দশংগতি মন্দিরের উল্টা পাকে জলপই পাহাড়ত বসিলেক। স্যেলা পিতর, যাকব, যোহন, আর আন্দ্রিয় গোপনে পুচ করিবার নাগিলেক,

৪ “তোমরা হামারলাক কন। কোন সমায় এই ঘটনাটা ঘটিবে? কি নাকান চিন দেখিয়া হামরা বুঝিবার পামো যে এইলা পূরণ হয়া আসির ধরচে?”

৫ যীশু উমারলাক কইলেক, “সাবধান! কাঙো যাতে তোমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া না যায়।

৬ ম্যেলা মানষি ভন্ডামি করি মোর নাম নিয়া আসিয়া কবে, ‘মুইয়ে সেই বাছাই করা রাজাটা।’ আর ছলনা করি ম্যেলা মানষিক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবে।

[৭] তোমরা যুদ্ধের খবরা-খবর শুনির পাইবেন, বগলতে হউক আর দূরত হউক, এইলা হবেই। কিন্তুক তোমরা ভয় করেন না। বিনাশের সমায় হয় নাই।

[৮] এক জাতি অইন্য জাতির বিরুদ্ধোত, এক রাজ্য অইন্য রাজ্যের বিরুদ্ধোত, নড়াই হবেই ম্যেলা জাগাত। ভৈচাল আর খুব মঙ্গা দেখা দিবে। এইলা দেখিয়া তোমরা জানির পাইবেন যে, যন্তনা শুরু হইচে, আর বিনাশের সমায় আসির নাগচে।

[৯] "তোমরা নিজের ব্যাপার নিয়া সজাগ থাকেন! মানষি তোমারলাক বিচারের সভাত মানষির হাতত ধরেয়া দিবে। উপাসনা ঘরলাত মানষি ধরিয়া তোমারলাক ডাঙাইবে। মোর বাদে তোমারলাক দেশের রাজ্যপাল, রাজার আগত খাড়া হবার নাগিবে। উমারলার আগত মোর চেলা হয়া সাক্ষী দিবার নাগিবে।

[১০] আর বিনাশের আগত সউগ জাতির-টে ভগবানের দেওয়া ভাল খবর প্রচার করির নাগিবে।

[১১] "উমরা য্যেলা তোমারলাক ধরিয়া শত্রুর হাতত দিবে, স্যেলা কি কবার নাগিবে এই নিয়া কোনো চিন্তা করেন না। ক্যেনেনা নিজেই কতা কবেন না, ভগবানের পবিত্র আত্মা তোমারলাক কয়া দিবে, সেইটায় কবেন।

[১২] ঐ সমায় ভাই ভাইক, বাপ বেটাক, শত্রুর হাতত তুলি দিবে মারি ফ্যেলের বাদে। ছাওয়ালা মাও বাপের বিরুদ্ধোত খাড়া হয়া উমাক মারি ফ্যেলাবে।

[১৩] মোর চেলা হবার বাদে সউগ মানষি তোমারলাক ঘিন করিবে। পইলা যেই নাকান অন্তর দিয়া বিশ্বাস করিচেন, শ্যেষ পর্যন্ত থির হয়া থাকিলে, উদ্ধার পাইবেন।

[১৪] "এমন দিনও আসির ধরচে যেলা মন্দিরের পবিত্র জাগাত একটা সর্বনাশা ছুয়া জিনিস দেখিবেন।" (যে কাঙোয় এই কতাটা পড়ে উয়ায় ভালকরি বুঝুক।) "ঐ দিনত যায় যায় যিহূদীয়া প্রদেশত আছে, উমরা পাহাড়ের এলাকাত পালেয়া যাউক!

[১৫] যায় ঘরের বারান্দাত আছে, উমরা কোনো কিছু নিবার বাদে ঘরত না সোন্দাউক!

[১৬] যে কোনো মানষি ডাবরিত আছে, উয়ায় ঘুরিয়া জামা নিবার না আসুক!

[১৭] ঐ দিনলাত যেইলা গাওভারী বেটিছাওয়া আছে, আর যেইলা ছাওয়াক দুধ খোয়ায়, উমারলার অবস্থা কত না বেয়া হইবে!

[১৮] প্রার্থনা করেন যাতে এইলা ঘটনা জারের দিনত না হয়।

[১৯] ক্যেনেনা দুনিয়া সিজ্জনের সমায় থাকি এলা পর্যন্ত এই নাকান কষ্ট হয় নাই। ইয়ার পাছত আর হবারো নোয়ায়।

[২০] পরম প্রভু যদি সেই দিনলা কমে না দিলেক হয়, তাইলে কাঙোয় বত্তিলেক না হয়। কিন্তুক নিজের বাছাই করা মানষিলার বাদে ঐ দিনলা কমেয়া দিচে।

[২১] সেই কষ্টের সমায় যদি কাঙো তোমারলাক কয়, ‘দেখ! বাছাই করা রাজাটা এটেকোনা!’ বা, ‘ওটেকোনা!’ স্যেলা তোমরা বিশ্বাস না করেন।

[২২] ক্যেনেনা ভন্ড বাছাই করা রাজালা আর ভন্ড ভাববাদীলা অনেক অচানক অচানক কাম করিবে। পাইলে ভগবানের বাছাই করা মানষিলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবে।

[২৩] তোমরা কিন্তুক সজাগ থাকেন রে! মুই তো আগতে তোমারলাক এইলা কয়া থুলুং।

[২৪] কষ্টের ঠিক অল্প পাছত বেলা আন্ধার হয়া যাবে, চান আর আলো দিবার নোয়ায়।

[২৫] সউগলা তারা দ্যাওয়া হাতে খসি খসি পড়ি যাবে। দেওয়াত যেইলা মহাশক্তি আছে, ঐলা আর থির থাকির পাবার নোয়ায়।

[২৬] সেই সমায় ম্যেঘের উপরাত, মহাশক্তি নিয়া জাকজমকের সাথে বেলার ঝিলিকের নাকান করি, সগায় বাছাই করা মানষিটাক আইসা দেখিবে।

[২৭] এক সীমনা হাতে আরেক সীমনা পর্যন্ত, চাইরো পাকে মুই বাছাই করা মানষিটা, স্বর্গদূতলাক প্যেঠেয়া বাছাই করা মানষিলাক জড়ো করিম।

[২৮] “এলা তোমরা ডুমুর গছ দেখিয়া শেখেন। য্যেলা উয়ার ঠাইল নরম হয়া যায়, স্যেলা উয়ার কুশি বিরায়। স্যেলা তোমরা জানির পাইবেন গরম কাল বগলত আইসচে।

২৯ আর এই নাকান করি, তোমরা য্যেলা দেখিবেন মোর কতার নাকান সউগ ঘটিবার নাগচে, স্যেলা বুঝির পাইবেন ঐ সমায়টা বগলা-বগলি আসি গেইচে।

৩০ আর মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং যে, এইলা না ঘটা পর্যন্ত এই বংশের শ্যেষ হবার নোয়ায়।

৩১ দ্যাওয়া দুনিয়া ধ্বংস হইবে, কিন্তুক মোর কতা চিরদিন থাকিবে।”

৩২ “কিন্তুক কোন দিন কোন সমায় ভগবানের বাছাই করা দিন আসিবে, এইটা কাঙোয় জানে না। স্বর্গদূতলাও জানে না, ভগবানের বেটা মুইও জানং না, খালি স্বর্গের বাপেই জানে।

৩৩ সাবধান হন! সজাগ থাকেন! ক্যেনেনা ঐ দিন কোন সমায় আসিবে, তোমরা জানেন না।

৩৪ সেই দিনটা এই নাকান করি আসিবে যেমন কাঙো বিদেশ যাবার নাগচে। বাড়ি ছাড়ি যাবার আগত চাকরক সউগ দায়িত্ব দিলেক। পতিজন চাকরক আপন আপন কামের দায়িত্ব বুঝিয়া দিলেক। পাহারাদারক জাগিয়া থাকির কইলেক।

৩৫-৩৬ এই নাকান করি জাগিয়া থাক যাতে উয়ায় আসিয়া না দেখে তোমরা নিন্দোত আছেন। ক্যেনেনা তোমরা জানেন না বাড়ির মালিক কোন সমায় আসিবে। সইন্ধা সমায়, না মইদ্ধো রাতিত? মুরগা ডাকির সমায়, না ভোরের বেলাত? তোমরা জানেন না। কিন্তুক উয়ায় আসিবেই।

৩৭ যেই নাকান করি মুই তোমারলাক কইলুং ঐ নাকান করি সগাকে কং। জাগিয়া থাকো!”

১৪ যিহূদী পার্বনের “ভেড়ার বলি দেওয়ার ভোজ” দুই দিন বাকি। ঐ ভোজের পাছত যিহূদীলা সাত দিন খামি ছাড়া বিশেষ এক ধরনের রুটি খাওয়ার পার্বন করে। ঐ সমায় প্রধান বামনলা আর পন্ডিতলা চুপ করি যীশুক ধরিয়া মারি ফেলের চেষ্টা করির নাগিলেক।

২ উমরা কিন্তুক কইলেক, “পার্বনের সমায় উয়াক ধরির পামো না। ধরিলে মানষিলার মাঝত গন্ডগোল উবজন হবার পায়।”

৩ ঐ সমায় বৈথনিয়া গেরামত শিমোন (যার কুষ্ঠ রোগ আছিলেক), উয়ার বাড়িত যীশু বসি আছিলেক। যীশু যেলা খাবার ধরিলেক, স্যেলা একটা বেটিছাওয়া সাদা শিলের বানা শিশিত করি খুব দামী আর খাটি আতর আনিলেক। আর ঐ শিশিটা ভাঙিয়া বেটিছাওয়াটা কি করিলেক? যীশুর মাথার উপরাত আতর ঢালি দিলেক।

৪ স্যেলা ওটেকোনা যায় যায় আছিলেক উমরা খুব গোসা হয়া কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, “কি রে! আতরটা বেকার নষ্ট করিলেক ক্যেনে?

৫ এইটা বেচাইলে তো ম্যেলা দাম হইলেক হয়। নাই করি একটা মানষির এক বছরের কামাইয়ের টাকা। এই টাকা গরীব মানষিক

দেওয়া গেইলেক হয়।” এই নাকান করি কয়া বেটিছাওয়াটাক গালি দিবার নাগিলেক।

৬ স্যেলা যীশু কইলেক, “তোমরা থামো। ক্যেনে উয়াক দুঃখ দিবার নাগচেন? উয়ায় তো মোর বাদে ঠিকেই কাম করিচে।

৭ গরীব মানষিলা সউগ সমায় তোমারলার মাঝত থাকিবে, যে্যলা ইচ্ছা স্যেলা উমারলাক সাহায্য করির পাইবেন। কিন্তুক মুই তোমার নগত সউগ সমায় থাকিম না।

৮ উয়ার সাধ্য মতন কাম করিচে। মরি যাওয়ার পাছত মোর দেহা সমাধিত থোয়া যাবে। এই বাদে বেটিছাওয়াটা মোক আগেহাতে আতর ঢালি দিয়া সাজেবার নাগচে।

৯ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, দুনিয়ার যেটেকোনা ভগবানের দেওয়া ভাল খবর প্রচার করা হইবে, ওটেকোনাও বেটিছাওয়াটার এই কামের কতা কয়া মানষি উয়াক মনে করিবে।”

১০ আর ইয়ার পাছত যীশুর বারো জন চেলার মাঝত ইস্কোরিয়োতের যুদাস নামে এক জন চেলা যীশুক শত্রুর হাতত ধরে দিবার বাদে প্রধান বামনলার-টে গেইলেক।

১১ উয়ার কতা শুনি বামনলা খুব খুশি হয়া উয়াক টাকা দিবার কতা দিলেক। স্যেলা যুদাস ধরে দিবার বাদে সুযোগ খুজিবার নাগিলেক।

[১২] দুই দিন পাছত, বিশেষ রুটির পার্বনের সাত দিনের পইলা দিন হইলেক। (ঐ দিনত ভেড়ার বাচ্চা বলি দেওয়া হয়।) এই বাদে চেলালা যীশুক পুচ করিবার নাগিলেক, “তোমার বাদে ভোজের ব্যবস্থা কোটেকোনা করিমু?”

[১৩] স্যেলা যীশু দুই জন চেলাক কইলেক, “তোমরা গঞ্জত যাও। ওটেকোনা যায়া দেখিবেন একটা মানষি কলসিত করি জল নিয়া যাবার নাগচে। তোমরা উয়ার পাছে পাছে যাও।

[১৪] উয়ায় যেই বাড়িত সোন্দাবে, ঐ বাড়ির মালিকক কন, ‘গুরু কইচে, ভেড়ার বলির ভোজ মুই যাতে চেলালার নগত খাবার পাং, ঐ ডারি ঘরটা কোটে?’

[১৫] স্যেলা মালিকটা দোতলাত বড় একটা সাজা ঘর দেখেয়া দিবে। ওটেকোনা ভোজের সউগ কিছুই তোমরা বানান।”

[১৬] স্যেলা চেলালা যায়া গঞ্জত সোন্দাইলেক। আর যীশু যেই নাকান কইচে, ঐ নাকান সউগ দেখির পাইলেক। চেলালা ভোজের সউগ কিছু বানেবার নাগিলেক।

[১৭] সইন্ধা হওয়ার পাছত যীশু বারো জন চেলাক নিয়া ভোজের বাড়িত গেইলেক।

[১৮] উমরা য্যেলা খাবার ধরিলেক স্যেলা যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং কবার নাগচুং। তোমারলার মাঝিলাত এক জন মোক শত্রুর হাতত ধরে দিবে, উয়ায় মোর নগত খাবার ধরচে।”

[১৯] চেলালা উদাস হয়া একজনের পাছত আরেক জন আসিয়া পুচ করিবার নাগিলেক, “মুই নোয়াং তো?”

[২০] যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমারলার বারোজনের মাঝিলাত এক জন, যায় মোর নগত খাওয়া-দাওয়া করির ধরচে।

[২১] বাছাই করা মানষিটার সমন্ধে শাস্ত্রত যেই নাকান নেখা আছে, মুই তো ঐ নাকান করি মরি যাইম, কিন্তুক হায় যেই মানষিটা মোক শত্রুর হাতত দিবে! সেই মানষিটার উবজন না হইলে ভাল হইলেক হয়।”

[২২] খাওয়া-দাওয়া চলিবার নাগচে, এই নাকান সমায় যীশু একখান রুটি নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক, আর রুটিখান টুকরা টুকরা করিয়া চেলালার হাতত দিলেক, কইলেক, “এই নেও, এইখান মোর সঁপে দেওয়া দেহা।”

[২৩] ইয়ার পাছত একটা নোটা নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া চেলালাক দিলেক। উমরা সগায় ঐ নোটা হাতে খাইলেক।

[২৪] যীশু উমারলাক কইলেক, “এই মোর অক্ত যা ম্যেলা মানষির বাদে গতে দেওয়া হইবে। এই দিয়া ভগবান আর মানষির মইদ্ধোত চুক্তি চালু করা হইবে।

[২৫] তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, মুই এই আংগুরের রস এলা আর খাইম না। কিন্তুক ভগবানক রাজ্য যেলা আসিবে, স্যেলা নয়া করি আংগুরের রস খাইম।”

[২৬] ইয়ার পাছত কীৰ্ত্তন করিয়া জলপই পাহাড়ত চলি গেইলেক।

২৭ যীশু উয়ার চেলালাক কইলেক, “তোমরা সগায় বিশ্বাস হারেয়া মোক ছাড়ি দিবেন! ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে, ‘মুই ভেড়ার আখোয়ালক ঘাত করিম, আর ভেড়ালা চাইরো পাকে ছড়ি পড়িবে।’

২৮ “কিন্তুক মরণক জয় করি ভগবান মোক বত্তে তোলার পাছত মুই তোমারলার আগত গালীল প্রদেশত যাইম।”

২৯ স্যেলা পিতর কইলেক, “সগায় বিশ্বাস হারেয়া তোমাক ছাড়ি দিলেও, মুই ছাড়িবার নোয়াং।”

৩০ যীশু উয়াক কইলেক, “তোক মুই সচাং করি কবার ধরচুং, আজি ভোর রাতিত মুরগা দুই বার ডাকিবার আগত, তুই তিন বার কবু যে মোক তুই চিনিস না।”

৩১ পিতর আরো জোর দিয়া কবার নাগিলেক, “মোক যদি তোমার নগত মরিবার নাগে, তাঙো মুই এই নাকান করি না কইম যে, তোমাক মুই চেনং না।” চেলালা সগায় একে নাকান কতা কইলেক।

৩২ ইয়ার পাছত যীশু আর উয়ার চেলালা গেৎশিমানী নামের একখান জাগাত আসিলেক। উয়ায় চেলালাক কইলেক, “মুই যতক্ষণ প্রার্থনা করং, তোমরা এটেকোনা বসি রন।”

৩৩ এই নাকান করি কয়া যীশু পিতর, যাকব আর যোহনক নিজের নগত নিয়া গেইলেক। আর মনত খুব চিন চিন করা বিষে কষ্ট পাবার নাগিলেক।

৩৪ উয়ায় কইলেক, “দুঃখে মোর পরান বিরি যাবার নাগচে। তোমরা এটেকোনা সজাগ থাকেন।”

৩৫ ইয়ার পাছত যীশু খানেক দূরত যায়া মাটিত উবুর হয়া প্রার্থনা করিবার নাগিলেক, যদি সম্ভব হয়, দুঃখের সমায়টা উয়ার বগল থাকি দূর হউক।

৩৬ উয়ায় কইলেক, “আব্বা, মোর স্বর্গের বাবা, তোর-টে সউগ সম্ভব। এই দুঃখের বোঝ মোর-টে হাতে তুই নিয়া যা। তাঙো মোর ইচ্ছা মতন না হউক, তোর ইচ্ছাতে হউক।”

৩৭ ইয়ার পাছত যীশু চেলালার-টে ঘুরিয়া আসি দেখিলেক যে, উমরা নিন্দোত পড়িচে। উয়ায় শিমোন পিতরক কইলেক, “কিরে! তুই নিন গেইচিস? এক ঘণ্টা কি তুই জাগনা থাকির না পাইস?

৩৮ তোমরা জাগনা থাকেন, আর প্রার্থনা করেন, যাতে ফান্দোত না পড়েন। মনের ইচ্ছা আছে কিন্তুক দেহাটা নিঃশপ্তা।”

৩৯ পাছত যীশু যায়া একে নাকান করি প্রার্থনা করিবার নাগিলেক।

৪০ আরো ঘুরি আসি দেখিলেক যে, উমরা নিন্দোত পড়িচে। ক্যেনেনা উমার দুই চোখু নিন্দে ঢুলিবার নাগচে। চেলালা যীশুক কি কবে, ভাবিবার পাইলেক না।

৪১ তিন বারের বার ঘুরি আসি উয়ায় উমারলাক কইলেক, “এলাও তোমরা কি নিন্দোত জিরিবার নাগচেন? হইচে! সমায়

আসি গেইচে। দেখো! বাছাই করা মানষিটাক এলায় পাপী মানষির হাতত ধরে দেওয়া হইবে।

[৪২] ওঠো, চলো হামরালা যাই। যায় মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে, উয়ায় আসিচে।”

[৪৩] এই কতা কবার শ্যেষ না হইতে যুদাস ওটেকোনা আসিলেক। (বারো জন চেলার মাঝিলাত উয়ায় এক জন।) উয়ার নগত ম্যেলা মানষি ছোরা আর নাটি নিয়া আসিলেক। প্রধান বামনলা, পন্ডিতলা আর যিহূদী নেতালা, এই মানষিলাক প্যেঠেয়া দিচে।

[৪৪] যীশুক ধরেয়া দিবার বাদে যুদাস একটা চিন ঠিক করিয়া দিচে। উয়ায় কইচে, “মুই যাক চুমা দিম, উয়ায় সেই মানষিটা। তোমরা উয়াক ধরেন আর পাহারা দিয়া নিয়া যান।”

[৪৫] যুদাস একেবারে সোজা-সুজি যায়া যীশুক কইলেক, “গুরু!” আর উয়াক একটা চুমা দিলেক।

[৪৬] আর ঐ মানষিলা যায়া যীশুক ধরিলেক।

[৪৭] যেইলা মানষি যীশুর বগলত খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলার মাঝিলাত এক জন, উয়ার ছোরা বির করিয়া, মহাবামনের চাকরের কানটা কাটিয়া ফ্যেলাইলেক।

[৪৮] যীশু স্যেলা ঐ মানষিলাক কইলেক, “মুই কি ডাকু, মোক ধরির বাদে ছোরা নাটি নিয়া আসচেন?

[৪৯] মুই তো পতিদিনে তোমারলার মাঝিলাত দশংগতি মন্দিরত শিক্ষা দিচুং। স্যেলা তোমরা মোক ধরেন নাই ক্যেনে? কিন্তুক

পবিত্র শাস্ত্রের কতা পূরণ করির বাদে এইটা হইলেক।”

৫০ আর ঐ সমায় চেলালা উয়াক ছাড়ি পালেয়া গেইলেক।

৫১ একটা গাবুর চেংড়া খালি একখান গামছা পিন্দিয়া যীশুর পাছে পাছে যাবার ধরিলেক। আর মানষিলা উয়াক য্যেলা ধরিলেক,

৫২ স্যেলা উয়ায় গামছাখান ছাড়ি দিয়া নেংটা হয়া পালে গেইলেক।

৫৩-৫৪ সেই মানষিলা যীশুক নিয়া মহাবামনের ওটেকোনা গেইলেক। ওটেকোনা প্রধান বামনলা, যিহূদী নেতালা আর পন্ডিতলা একে-টে জড়ো হইলেক। পিতর দূরত থাকি যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক, যাইতে যাইতে মহাবামনের আগিনাত যায়া সোন্দাইলেক। ওটেকোনা পাহারাদারলার নগত অগুন পোহেবার নাগিলেক।

৫৫ মহাবামনলা আর মহাসভার সগায় যীশুক মারি ফ্যেলের বাদে দোষ খুজিবার নাগিলেক। কিন্তুক উয়ার বিরুদ্ধোত কোনো দোষ পাইলেক না।

৫৬ ম্যেলা মানষি মিছাং দোষ দিলেক, কিন্তুক যেইলা দোষ উমরালা দিলেক, ঐলা ঠিক মিলিলেক না।

৫৭ স্যেলা আরো কয়েক জন খাড়া হয়া উয়ার বিরুদ্ধোত মিছাং দোষ দিয়া কইলেক,

৫৮ “যীশুক এই নাকান কতা কবার শুনিচি, ‘মানষির বানা এই মন্দিরটা মুই ভাঙি ফেল্যোইম, আর তিন দিনের মইদ্ধোত একটা মন্দির বানাইম, যেইটা মানষির বানা নোয়ায়।’”

৫৯ তাঙো উমরা যেইলা দোষ দিলেক, ঐলাও ঠিক মিলিলেক না।

৬০ স্যেলা মহাবামন সগারে আগত খাড়া হয়া যীশুক পুছিলেক, “ইমরা তোর বিরুদ্ধোত যেইলা দোষ দিবার নাগচে, এইলা কি সচাং? তুই কি কোনো উত্তর দিবু না?”

৬১ যীশু কিন্তুক কোনো উত্তর না দিয়া চুপ করি রইলেক। মহাবামন আরো অইন্য প্রশ্ন পুছিলেক, “তুইয়ে কি পরমধন্য ভগবানের বেটা, সেই বাছাই করা রাজা?”

৬২ যীশু কইলেক, “মুইয়ে তায়, আর মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা, এই নাকান করি মোকে দেখিবেন, ‘মহা শক্তিমান ভগবানের ডাইন পাকে বসি থাকির,’ আর, ‘স্বর্গের ম্যেঘের উপরাত আসিবার।’”

৬৩ স্যেলা মহাবামন যীশুক দোষী করিয়া নিজের কাপড় চিরি কইলেক, “আর হামাক অইন্য সাক্ষী দরকার নাই!

৬৪ তোমরা তো শুনিলেন, উয়ায় নিজক এই নাকান কয়া ভগবানের নিন্দা করিলেক! তোমরা কি সিদ্ধান্ত নিলেন?” উমরা সগায় ঠিক করিলেক, যীশু মরণের শাস্তি পাবার যোগ্য।

৬৫ স্যেলা কয়েক জন মানষি উয়ার দেহাত ছ্যেপ দিয়া অপমান করিলেক। উয়ার চোখুত কাপড় বান্দিয়া ডাঙেয়া কইলেক, “তোক কায় ডাঙাইলেক, কঃ তো! তুই না এক জন ভাববাদী?” আর পাহারাদারলা চড় থাপড়া মারিবার নাগিলেক।

৬৬ পিতর য্যেলা নিচত আগিনাত আছিলেক, স্যেলা মহাবামনের এক জন চাকরানী ওটেকোনা আসিলেক।

৬৭ উয়ায় পিতরক অগুন পোহেবার দেখিলেক, আরো ভাল করি চায়া দেখি কইলেক, “তোমরায় তো নাসারতের যীশুর নগত আছিলেন।”

৬৮ পিতর কইলেক, “তোর কতা সচাং নোয়ায়। মুই জানং না তুই কি কবার নাগচিস।” এই কতা কয়া পিতর দুয়ারের বায়রাত চলি গেইলেক। আর স্যেলায় স্যেলায় একটা মুরগা ড্যেকে উঠিল।

৬৯ চাকরানীটা পিতরক দেখির পায়া, স্যেলা ওটেকোনা যায় যায় খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলাক কইলেক, “এই মানষিটাও উমারলার দলের এক জন।”

৭০ পিতর কইলেক, “না, মুই নোয়াং!” ওটেকোনা যায় খাড়া হয়া আছিলেক উমরাও খানেক পাছত কইলেক, “নিশ্চয় তুই উমারলার দলের এক জন, তুইও তো গালীল প্রদেশের মানষি।”

৭১ পিতর স্যেলা কিরাকাটি কইলেক, “তোমরা যার সমন্ধে কবার নাগচেন উয়াক মুই চেনং না! এইটা যদি মিছাং হয়, তাইলে

ভগবানের শাও মোর উপরাত নামি আসুক!”

[৭২] আর স্যেলায় স্যেলায় দুই বারের বার মুরগাটা ডাকিয়া উঠিলেক। যীশু যে কইচে, “মুরগা দুই বার ড্যেকার আগত তুই মোক তিন বার অস্বীকার করিবু,” ঐ কতাটা উয়ার মনত পড়িলেক। স্যেলায় স্যেলায় হতাশায় কান্দির নাগিলেক।

১৫ খুব ভোর সাকালে, প্রধান বামনলা, যিহূদী নেতালা, পন্ডিতলার নগত, মহাসভার সউগ মানষিলাক নিয়া শলা পরামর্শ করিলেক। উমরা যীশুক বান্দিয়া নিয়া রোমের রাজ্যপালের হাতত তুলি দিলেক। রাজ্যপালের নাম আছিলেক পীলাত আর উয়াক রোম দেশ থাকি যিহূদীলাক শাসন করির বাদে প্যেঠা হইচে।

[২] স্যেলা পীলাত পুছিলেক, “তুই কি যিহূদীলার রাজা?” যীশু উত্তর দিলেক, “হ্যে, তোমরা যেই নাকান কইচেন, ঐ নাকান।”

[৩] প্রধান বামনলা যীশুর নামে ম্যেলা দোষ দিবার নাগিলেক।

[৪] এই বাদে পীলাত যীশুক পুছিবার নাগিলেক, “তুই কি কোনো কিছুই কবু না? দেখেক তো! তোক কত নাকান করি দোষী করির নাগচে।”

[৫] যীশু কিন্তুক কোনো কিছুই কইলেক না, এই বাদে পীলাত অচানক হইলেক।

৬ বছরে বছরে এই নাকান করি আসির ধরচে, মুক্তি ভোজ পার্বনের সমায়। জেলের বন্দীলার মাঝিলাত ভিড়ের মানষিলা এক জনক বাছাই করে আর রাজ্যপাল পীলাত উয়াক ছাড়ি দেয়।

৭ এই বছরও, পার্বনের সমায়, বারাব্বা নামে এক জন বন্দী জেলত আছিলেক। বারাব্বা তো বিদ্রোহীলার নগত থাকিয়া একটা বিদ্রোহত মানষিক খুন করিয়া জেলত বন্দী হইচে।

৮ ভিড়ের মানষিলা পীলাতোক আসিয়া কইলেক, "তোমরা বছরে বছরে যেই নাকান করেন, ঐ নাকানে কর।"

৯ পীলাত স্যেলা কইলেক, "তোমরা কি চান? মুই যিহূদীলার রাজাক ছাড়ি দিম?"

১০ প্রধান বামনলা যীশুক হিংসা করিয়া উয়াক পীলাতের হাতত তুলি দিচে, এইটা পীলাত জানির পায়া ভিড়ের মানষিলার নগত কতা কইলেক।

১১ কিন্তুক প্রধান বামনলা ভিড়ের মানষিলাক উসকানি দিবার নাগিলেক যাতে উমরা যীশুর বদলে বিদ্রোহী বারাব্বাক ছাড়েয়া নিবে।

১২ পীলাত স্যেলা ভিড়ের মানষিলাক পুছিলেক, "তোমরা যাক যিহূদীলার রাজা কন উয়াক মুই কি করিম?"

১৩ উমরালা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "উয়াক ক্রুশত দেও! উয়াক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থোন!"

[১৪] পীলাত কইলেক, “ক্যেনে? উয়ায় কি দোষ করিচে?” ভিড়ের মানষিলা আরো জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “উয়াক ক্রুশত দেও! উয়াক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থোন!”

[১৫] স্যেলা পীলাত ভিড়ের মানষিলাক খুশি করিবার বাদে, বারাব্বাক উমারলার-টে ছাড়ি দিলেক। আর সিপাইলাক হুকুম দিলেক, যীশুক নিদারুন করি চাবুক মারিয়া ক্রুশ-খুটাত টাঙে থুবার।

[১৬] ইয়ার পাছত সিপাইলা রাজ্যপাল পীলাতের রাজবাড়িত যীশুক নিয়া সউগ সিপাইলাক ড্যেকাইলেক।

[১৭] উমরা যীশুক বাইগুনি রংএর কাপড় পেন্দাইলেক, আর কাটার একখান মটুক বানেয়া উয়ার মাথাত পেন্দেয়া দিলেক।

[১৮] ইয়ার পাছত উমরা ঠাট্টা করিয়া কবার নাগিলেক, “যিহূদী রাজার জয় হউক!”

[১৯] আর উমরা একটা নাটি দিয়া যীশুর মাথাত বারে বারে ডাঙের নাগিলেক। উয়ার দেহাত ছ্যেপ দিলেক, আর হাংকুড়া পাড়িয়া উয়াক সন্মান দেখের ভান করিলেক।

[২০] এই নাকান করি ঠাট্টা তামশা করিবার পাছত, উমরা উয়ার বাইগুনি কাপড় খুলি ফ্যেলেয়া, নিজের কাপড় পেন্দেয়া দিলেক। আর ক্রুশ-খুটাত টাঙেবার বাদে নিয়া গেইলেক।

[২১] সেই সমায় ঐ ঘাটা দিয়া শিমোন নামে কুরীণী দেশের এক জন মানষি গেরাম থাকি আসিবার ধরচে। উয়ায় আছিলেক

আলেক্সান্দার আর রূপের বাপ। সিপাইলা উয়াক যীশুর ক্রুশটা উবিবার বাধ্য করিলেক।

২২ উমরা যীশুক গলগথাত নিয়া গেইলেক। ঐ জাগাখানের আর একটা নাম হইলেক মাথার খাপড়া।

২৩ উমরা যীশুক আংগুরের রস দিয়া বিষ কমেবার ওষুধ মিশিয়া খাবার দিলেক। উয়ায় কিন্তুক খাইলেক না।

২৪ ইয়ার পাছত উমরা যীশুক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থুইলেক। স্যেলা সিপাইলা যীশুর কাপড়লা ভাগ করি নিবার বাদে নটারি করিলেক, কার ভাগ্যত কোনটা পড়ে।

২৫ সাকাল নয়টার সমায় উমরা যীশুক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থুইলেক।

২৬ যীশুর বিরুদ্ধোত, একখান সাইন বোর্ড মাথার উপরাত নটকেয়া থুইলেক। ওটেকোনা নেখা আছিলেক, "যিহূদীলার রাজা।"

২৭-২৮ উয়ার নগত দুই জন ডাকুক এক জনক ডাইন পাকে, আর অইন্য জনক বাঁও পাকে টাঙাইলেক।

২৯ যায় যায় ঐ ঘাটা দিয়া যাবার নাগিলেক, উমরা মাথা ঝকেয়া ঠাট্টা করি কবার নাগিলেক, "কি রে! তুই না মন্দিরটা এলাও ভাঙিবার ধরচিস? আর তিন দিনের মাঝত বানেবার ধরচিস?

৩০ এলা ক্রুশ-খুটা হাতে নামি আসিয়া নিজক বত্তাও!"

৩১ প্রধান বামনলা আর পন্ডিতলা এক জন আর এক জনক ঠাট্টা করি কবার নাগিলেক, “উয়ায় তো অইন্য মানষিক বত্তাইচে, এলা নিজক কি বত্তের পায় না?

৩২ আরে! ইয়ায় না বাছাই করা রাজা! ইস্রায়েলের রাজা না কি! ক্রুশ-খুটা হাতে নামি আসুক যাতে হামরা বিশ্বাস করির পাই।” যীশুর নগত যাক একে নাকান করি টাঙে থোয়া হইচে, উমরাও যীশুক ঠাট্টা করির নাগিলেক।

৩৩ পাছত দুপরা বারোটা হাতে বিকাল তিনটা পর্যন্ত গোটায় দেশটা আন্ধার হয়া রইলেক।

৩৪ বেলা তিনটার সমায় যীশু জোরে চিকিরিয়া কইলেক, “এলি এলি লামা শবক্তানী,” ইয়ার মানে “ভগবান মোর, ভগবান মোর, ক্যেনে তুই মোক ত্যাগ করিচিস?”

৩৫ যেই মানষিলা বগলত খাড়া হয়া আছিলেক, উমরা এই কতাটা শুনির পায়া কবার নাগিলেক, “শুনেন, শুনেন, উয়ায় ভাববাদী এলিয়ক ড্যেকেবার নাগচে!”

৩৬ স্যেলা একটা মানষি দৌড়ি যায়া জল চুষি নেয় এই নাকান জিনিসত ট্যেঙা ফলের রস ভিজিয়া, যীশুক খাবার দিলেক একটা নাটির মাথাত করি। উয়ায় কবার নাগিলেক, “থাক! দেখি, এলিয় উয়াক নামেবার আইসে কি না?”

৩৭ যীশু জোরে চিকিরিয়া শ্যেষ উকাস ছাড়ি দিলেক।

৩৮ আর যিরূশালেমের মন্দিরের পর্দা যেইখান দিয়া শুদ্ধি জাগা আর মহাশুদ্ধি জাগা যুদা করে, ঐ পর্দা উপর হাতে নিচত ছিড়িয়া দুই ভাগ হইলেক।

৩৯ আর ওটেকোনা যে রোমের এক জন প্রধান সিপাই খাড়া হয়া আছিলেক, এই নাকান ঘটনা দেখিয়া কইলেক, "সচাং, ইয়ায় ভগবানের বেটা আছিলেক।"

৪০ কয়জন বেটিছাওয়াও দূরত খাড়া হয়া সউগ দেখিলেক। উমারলার মইদ্ধোত আছিলেক এই তিন জন: মগ্দলিনী মরিয়ম, যোষেফ আর ছোট যাকবের মাও মরিয়ম, আর শালোমী।

৪১ যীশু যে্যেলা গালীল প্রদেশত আছিলেক, সে্যেলা ঐ বেটিছাওয়া তিন জন যীশুর নগত সউগ জাগাত গেইচে, আর উমরা উয়ার দেখাশুনা করিচে। আরো মে্যেলা বেটিছাওয়া যায় যায় যীশুর নগত যিরূশালেমত আসিচে উমরাও ওটেকোনা আছিলেক।

৪২ শুকুরবার বেলা ডুবো ডুবো সমায়, যিহূদী মানষিলা জিরানের দিনের বাদে সউগ কিছু আয়োজনের কাম করির ধরচে।

৪৩ সে্যেলা আরিমাথিয়া গেরামের যোষেফ সাহস করিয়া পীলাতের-টে যায়া পুছিলেক যে, "মহাশয়! দয়া করিয়া যীশুর মরা দেহাটা মোক দেন।" উয়ায় মহাসভারো সদস্য আছিলেক, আর ভগবানের রাজ্য কোন দিন আসিবে, সেই আশায় বাচ্চে ছিলেক।

৪৪ পীলাত অচানক হইলেক যে যীশু এত পচ করি মরি গেইলেক। সচাং করি যীশু মরিচে কি না জানির বাদে এক জন সিপাই-এর প্রধানক ড্যেকেয়া পুছিলেক।

৪৫ সিপাই-এর প্রধানটা কইলেক, “হ্যে, ঠিকেই মরিচে।” স্যেলা পীলাত যোষেফক যীশুর মরা দেহাটা দিলেক।

৪৬ যোষেফ যায়া কাপড় কিনি আনিলেক। যীশুর মরা দেহাটা নামেয়া কাপড় জড়েয়া পাহাড়ের গুহার ভিতিরাত দেহাটাক থুইলেক। ইয়ার পাছত একটা বড় শিল গড্ডেয়া দিলেক গুহাটার মুখত।

৪৭ আর যীশুর মরা দেহাটা কোটেকোনা থুইলেক, এইটা মগ্দলিনী মরিয়ম আর যোষেফের মাও মরিয়ম দেখিলেক।

১৬ যিহূদী জিরানের দিন পার হয়া শনিবারের সইন্ধা সমায়, মগ্দলিনী মরিয়ম, যাকবের মাও মরিয়ম, শালোমী, এই তিন জন বেটিছাওয়া সুগন্ধি মলম কিনি আনিলেক যীশুর দেহাত নাগেবার বাদে।

২ দেওবার খুব ভোর সাকালে, বেলা উঠিতে কালে, উমরা সমাধিটার ওটেকোনা গেইলেক।

৩ যাওয়ার সমায় উমরা এক জন অইন্য জনক পুছির নাগিলেক, “সমাধির মুখখান থাকি হামারলাক শিলটা কায় সারেয়া দিবে?”

৪ শিলটা তো মস্তবড়। তাঙো উমরা যায়া কি দেখির পাইলেক? কায় বা ঐ শিলটাক সারেয়া থুইচে!

৫ সমাধিটা হইলেক পাহাড়ের গুহাত। ঐ গুহাত সোন্দেয়া দেখিলেক, সাদা ধপ-ধপা কাপড় পেন্দা একটা গাবুর চেংড়া ডাইন পাকত বসিয়া আছে। উয়ায় স্বর্গদূতের নাকান, এই দেখিয়া উমরা খুব অচানক হইলেক।

৬ উয়ায় কইলেক, "অচানক হন না। তোমরা উয়াকে খুজিবার নাগচেন? ঐ নাসারত গেরামের যীশু, যাক ক্রুশ-খুটাত টাঙেয়া থোয়া হইচে? উয়ায় তো এটেকোনা নাই, মরণক জয় করি বত্তি উঠিচে। এটেকোনা উমরা উয়াক থুইয়া দিচে, আসিয়া দেখ।

৭ তোমরা দেখিয়া, পিতর আর অইন্য অইন্য চেলালাক যায়া কন, উয়ায় তোমারলার সগারে আগত গালীল প্রদেশত যাবার নাগচে। যেই নাকান করি কইচে, ঐ নাকান করি দেখির পাইবেন।"

৮ আর বেটিছাওয়ালা কোনো কিছুই বুঝির না পায়া ভয়ে কাপিতে কাপিতে গুহা হাতে বিরিয়া দৌড় মাড়িলেক। এত ভয় পাইলেক যে কাঙোকো কিছুই কইলেক না।

৯ বত্তি উঠার পাছত, দেওবার খুব ভোরে, যীশু মগ্দলিনী মরিয়মক পরথম দেখা দিলেক। এই মরিয়মের ভিতিরা হাতে যীশু সাতটা অপদেবতাক খ্যেদাইচে।

১০ উয়াক দেখির পাছত মরিয়ম যায়া যীশুর সঙ্গী-সাথীলাক খবর দিলেক। ঐ সমায় উমরা মনের দুঃখে কান্দিবার ধরিলেক।

১১ যীশু যে বত্তি উঠিচে, আর মরিয়ম উয়াক দেখিচে; এই নাকান কতা শুনিয়া উমরা বিশ্বাস করিলেক না।

১২ ইয়ার পাছত দুই জন চেলা গেরামত হাটি বেড়াইতে কালে যীশু অইন্য নাকান চেহারা নিয়া দেখা দিলেক।

১৩ আর উমরা ফিরি যায়া সউগ চেলালাক এই খবরটা দিলেক। কিন্তুক উমরাও বিশ্বাস করিলেক না।

১৪ ইয়ার পাছত এগারো জন চেলা য্যেলা খাবার ধরচে, স্যেলা যীশু উমারলাক দেখা দিচে। বিশ্বাসের অভাব আর উমারলার অন্তর পাষানের নাকান হওয়ার বাদে যীশু উমারলাক দাবরাইলেক। ক্যেনেনা মরণ থাকি বত্তি উঠার পাছত যায় যায় উয়াক দেখিচে উমারলার কতা চেলালা কিন্তুক বিশ্বাস করিলেক না।

১৫ যীশু ঐ চেলালাক কইলেক, “তোমরা দুনিয়ার সউগ জাগাত যাও, আর মানষির-টে ভগবানের দেওয়া ভাল খবর প্রচার কর।

১৬ যে কাঙোয় বিশ্বাস করে, আর জল দিয়া দীক্ষা নেয়, উয়ায় পাপ থাকি মুক্তি পাবে। কিন্তুক যায় বিশ্বাস করিবার নোয়ায়, উয়াক দোষী কয়া শাস্তি দিবে।

১৭ যায় বিশ্বাস করে উমারলার মইদ্ধোত এই চিন দেখা দিবে। উমরা মোর নামে অপদেবতা খ্যেদাবে, নয়া ভাষাত কতা কবে,

[১৮] হাতত সাপ উঠাবে, আর যদি দারুন বিষ খায় কোনয় ক্ষতি হবার নোয়ায়। আর উমরা অসুকিয়া মানষির দেহাত হাত দিলে, মানষিলা ভাল হইবে।”

[১৯] উমারলার নগত কতা কওয়ার পাছত প্রভু যীশুক স্বর্গত তুলিয়া নেওয়া হইলেক। ওটেকোনা ভগবানের ডাইন পাকে বসিলেক।

[২০] চেলালা যায়া সউগ জাগাতে ভগবানের দেওয়া ভাল খবর প্রচার করিবার নাগিলেক। আর প্রভু উমারলার নগত চিন কাম করিতে করিতে ভাল খবরটা যে সচাং, এইটা প্রমাণ করিবার নাগিলেক॥

লূক

১ মানিগুনী শ্রী থিয়ফিল, হামার নিজের মানষিলার মইদ্ধোত একটা বিশেষ ঘটনা ঘটিচে। পইলা থাকি যায় যায় নিজের চোখু দিয়া প্রভু যীশুর জীবনের ঘটনালা দেখিচে, উমরা এইলা ঘটনার প্রচার করিয়া হামারলাক জানাইচে। আর উমারলার কতা শুনিয়া ম্যেলা মানষি যীশুর জীবনের কতা নেখিবার চেষ্টা করিচে। আর মুইও শুরু হাতে শ্যেষ পর্যন্ত গোটায় ঘটনালা ভাল করি চান্দা-চান্দি করি একটার পাছত একটা ঘটনা সাজে-গোজে এই বইখান নেখিচুং।

৪ ইয়াতে বইখান পড়িয়া তোমরা বুঝির পাবেন যে, যীশুর সমন্ধে যেইলা জানিচেন, সেইলা সউগে সচাং।

৫ হেরোদ য্যেলা যিহূদীয়া প্রদেশের রাজা, স্যেলা সখরিয় নামের এক জন বামন আছিলেক। আর উয়ায় অবিয়ের দলের। উয়ার বউ এলিজাবেদ আছিলেক আগের কালের মহা বামন হারনের গুষ্টির।

৬ সখরিয় আর এলিজাবেদ দুইজনে পরম প্রভু ভগবানের চোখুত ধার্মিক আছিলেক। ভগবানের সউগ বিধি নিয়ম উমরা নিখুঁতিয়ার নাকান করি মানি আসির ধরছিলেক।

৭ কিন্তুক উমার কোন ছাওয়া আছিলেক না ক্যেনেনা এলিজাবেদ আটকুরি আছিলেক। আর দুইজনারে বয়স খুব হয়া

গেইচে।

[৮] একবার অবিয়াথর দলের বামনলার উপরা ভগবানের সেবা করির ভার পড়িলেক, আর স্যেলা বামনের নিয়ম অনুসারে সখরিয়র সেবা করিবার পালা পড়িলেক।

[৯] বামনের বিধি মতন সখরিয়ক বাছাই করি নেওয়া হয়, যাতে করি পরমপ্রভুর দশংগতি মন্দিরের পবিত্র জাগাত যায়া ধূপ জ্বলের পারে।

[১০] যে্যলা উয়ায় ধূপ জ্বলের ধরচে স্যেলা ম্যেলা মানষি বায়রাত জোটো হয়া প্রার্থনা করির ধরচে।

[১১] এই নাকান সমায় পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত ধূপ জ্বলের বেদীর ডাইন পাকে আসিলেক।

[১২] স্বর্গদূতটাক দেখিয়া সখরিয় আতঙ্ক হয়া ভয়ে অস্থির হইলেক।

[১৩] কিন্তুক স্বর্গদূতটা কইলেক, “সখরিয়, ভয় না খাইস! ভগবান তোর প্রার্থনা শুনিচে। তোর বউ এলিজাবেদের একটা চ্যেংড়া ছাওয়া হইবে। উয়ার নাম থুবু যোহন।

[১৪] আর উয়ার জন্মের তানে তোর জীবনত সুখ আর আনন্দ আসিবে। ম্যেলা মানষি আনন্দও করিবে।

[১৫] তোর বেটা তো পরম প্রভু ভগবানের চোখুত মহান হইবে। মদ, আংগুরের রস কোন দিনও খাবার নোয়ায়, আরো জন্ম হাতে পবিত্র আত্মাত ভরপুর হইবে।

[১৬] মে্যলা ইস্রায়েলী জাতির মানষিক উমার পরমপ্রভুর ঘাটাত ঘুরি আনিবে।

[১৭] ভগবানের আগের কালের ভাববাদী এলিয়র যেই নাকান ধার্মিক মনোভাব আরো ক্ষমতা, সেই নাকান তোরও বেটা। প্রভু আইসার আগত প্রভুর বাদে মানষিলাক তৈয়ারি করিবে। বাপের মন বেটার পাকে ঘুরাবে। ভগবানক মানে না এই নাকান মানষিলাক মনের ঘাটাত ঘোরেয়া ভগবানক মানা মানষির নাকান বাদ্ধ করাবে।"

[১৮] স্যেলা সখরিয় স্বর্গদূতটাক কইলেক, "এইলা মুই ক্যেমন করি জানির পাইম! মুই তো বুড়া হয়া গেচুং, মোর বউও বুড়ি হয়া গেইচে।"

[১৯] স্বর্গদূতটা কইলেক, "মোর নাম গাব্রিয়েল। মুই ভগবানের এক জন বিশ্বস্ত দাস। মুই ভগবানের আগপাকে খাড়া হয়া থাকং। তোর নগত কতা কবার, আর এই ভাল খবরটা কবার বাদে ভগবান মোক পেঠ্যাইচে।

[২০] তুই এই কতাটা শোনেক, মোর কতা ঠিক সমায় পূরণ হইবে। কিন্তুক মোর কতা তুই বিশ্বাস করিস নাই বুলিয়া যত দিন এই ঘটনাটা না ঘটে ততদিন বোবা হয়া থাকিবু।"

[২১] এই সমায় বাইরার মানষিলা উয়ার বাদে বাচ্চে রবার নাগিলেক। উমরা অচানক হয়া ভাবিবার নাগিলেক যে, মন্দিরের পবিত্র জাগাত এতক্ষণ কি করে?

২২ সখরিয় মন্দির হাতে বাইর হয়া আসিয়া কারো সাথত কতা কবার পাইলেক না। বোবা হয়া গেইচে, তারে বাদে উয়ায় ইশারা দিয়া কতা কবার নাগচে। ইয়াতে মানষিলা বুঝির পাইলেক যে, উয়ায় মন্দিরত কোন দর্শন পাইচে।

২৩ সখরিয় বামনের কাম শ্যেষ না হওয়া পর্যন্ত মন্দিরের ওটেকোনা রইলেক। য্যেলা বামনের কাম শ্যেষ হইলেক স্যেলা বাড়ি চলি গেইলেক।

২৪ ইয়ার কয়েক দিন পাছত এলিজাবেদ গাওভারী হইলেক, আর পাঁচ মাস পর্যন্ত বাড়ির বায়রাত গেইলেক না।

২৫ উয়ায় কইলেক, “প্রভু মোর জীবনত এই কামটা করচে! মানষির মইদ্ধোত মোর যে আটকুরি হবার নইজ্জা আছিলেক, এইটা দূর করি দিচে। ভগবান মোর ভিতি চোখু তুলি দেখিচে।”

২৬-২৭ এলিজাবেদের গাওভারী হবার ছয় মাস হইলেক। ভগবান স্যেলা গাব্রিয়েল দূতক গালীল প্রদেশের নাসারত গেরামের কুমারী মরিয়মের ওটেকোনা প্যেঠাইলেক। এই কুমারী মরিয়মের নগত যোষেফ নামে এক জন মানষির নিরক্ষণ হয়া গেইলেক। যোষেফ আছিলেক চৌদ্দ গুষ্টির মহারাজা দায়ূদের গুষ্টির।

২৮ গাব্রিয়েল স্বর্গদূত আসিয়া মরিয়মক কইলেক, “হে কুমারী, প্রভু তোর সাথত আছে, তোক আশুর্বাদ করিচে।”

২৯ এই কতা শুনতে কালে মরিয়মের মনটা খুব অস্থির হইলেক, আর মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক, “আরে! এইটা কি নাকানের কতা?”

৩০ স্বর্গদূত মরিয়মক কইলেক, “তুই হাতাস না খাইস মরিয়ম, ভগবান তোক আশুর্বাদ করিচে।

৩১ শোনেক! তুই গাওভারী হবু আর তোর একটা চ্যাংড়া ছাওয়া জন্ম হইবে, উয়ার নাম থুবু যীশু।

৩২ উয়াক মহান আরো পরমপ্রভুর বেটা কওয়া হইবে। ভগবান উয়াক চৌদ্দ গুষ্টির মহারাজা দায়ূদের নাকান ক্ষমতা আরো সিংহাসন দিবে।

৩৩ উয়ায় ভগবানের বাছাই করা যাকব বংশের উপরাত চিরকাল শাসন করিবে। ঐ শাসন ব্যবস্থা কোনো দিন শ্যেষ হবার নোয়ায়।”

৩৪ মরিয়ম স্বর্গদূতটাক কইলেক, “এইটা ক্যেমন করি হবার পায়? মোর তো বিয়াও হয় নাই।”

৩৫ মরিয়মক স্বর্গদূতটা কইলেক, “পবিত্র আত্মা তোর উপরাত ভর করিবে, আর পরমপ্রভুর মহাশক্তি, ছায়ার নাকান করি তোক ঢাকি নিবে। এই বাদে যে পবিত্র ছাওয়াটা জন্ম নিবে উয়াক ভগবানের বেটা কওয়া হইবে।

৩৬ আরো শোনেক, তোমার সাগাই এলিজাবেদ বুড়ি বয়সে গাওভারী হইচে। সগায় না কইচে উয়ার ছাওয়া-ছোট হবার

নোয়ায়। এলা উয়ায় গাওভারী হবার ছয় মাস হইচে।

৩৭ ক্যেনেনা ভগবানেরটে অসম্ভবের কিছুই নাই।”

৩৮ মরিয়ম কইলেক, “মুই প্রভুর চাকরানী, তোমরা যেইটা কইলেন সেইটায় হউক।” ইয়ার পাছত স্বর্গদূতটা মরিয়মের ওটে হাতে চলি গেইলেক।

৩৯ খানিক পাছত মরিয়ম পচপচ করিয়া যিহূদী প্রদেশের পাহাড়ি এলাকার একটা গঞ্জত আসিলেক।

৪০ ওটেকোনা সখরিয় আর এলিজাবেদের বাড়ি। উমার বাড়িত সোন্দেয়া মরিয়ম এলিজাবেদোক ভক্তি দিলেক।

৪১ এলিজাবেদ যেলা মরিয়মের কতা শুনিলেক স্যেলা উয়ার প্যেটের ছাওয়াটা নাচি উঠিলেক, আরো এলিজাবেদের উপরাত পবিত্র আত্মা ভর করিলেক।

৪২ উয়ায় পবিত্র আত্মাত পূরণ হয়া জোরে জোরে কবার নাগিলেক, “সউগ বেটিছাওয়ার মইদ্ধোত তুই ভাগ্যবতী! তোর যে ছাওয়াটা আছে, উয়াও আশুর্বাদ পাওয়া।

৪৩ মোর মালিকের মাও মোর এটেকোনা আসিচে, এত ভাগ্যবতী মুই ক্যেমন করি হলুং!

৪৪ যেলায় মুই তোর কতা শুনির পাইলুং স্যেলায় মোর প্যেটের ছাওয়াটা আনন্দে নাচিয়া উঠিলেক।

৪৫ তুই ভাগ্যবতী ক্যেনেনা তুই বিশ্বাস করিচিস যে, পরম প্রভু ভগবান যেইলা কইচে সেইলা পূরণ হইবে।”

৪৬ মরিয়ম কইলেক, “মোর মন-পরান পরমপ্রভুর করির ধরচে গুণগান।

৪৭ হে মোর মুক্তিদাতা! হে ভগবান! উথুলি উঠিচে মোর মন-পরান।

৪৮ এই অধম দাসীর ভিতি দিচিস ধ্যান, এলা মোক সউগ মানষি কবে ভাগ্যবতী।

৪৯ প্রভু পবিত্র মহান! উয়ায় সর্বশক্তিমান, মোর জীবনের বাদে কত মহান কাম করিচে! মহান!

৫০ যায় যায় মানে উয়াক, উমার বংশের পর বংশ ধরি মায়া করে।

৫১ নিজের হাত দিয়া মহাশক্তির কাম করিচে। যার যার মন অহংকারে ভরি গেইচে, উমাক চাইরো পাকে ছিন্ন ভিন্ন করি দূরত থুইচে।

৫২ সর্বশক্তিমান ভগবান সিংহাসন হাতে রাজালাক নামে দিয়া ফকির বানাইচে, আর যায় যায় নত-নম্র উমাক রাজ সিংহাসনত বসাইচে।

৫৩ দীন দুঃখীলাক উয়ায় ভাল ভাল জিনিস দিচে, কিন্তুক ধনী মানষিলাক খালি হাতে বিদায় করিচে।

৫৪-৫৫ পরম প্রভু হামার চৌদ্দ গুষ্টিরটে করিচে পন। উয়ার চাকর ইস্রায়েলীলাক সাহায্য করির আইসচে। মহাপুরুষ অব্রাহাম আর উয়ার গুষ্টির মানষিলাক চিরদিন মায়া করিয়া অমৃত জীবন দিবার কতা মনত থুইচে।”

৫৬ ইয়ার পাছত মরিয়ম পেরায় তিন মাস পর্যন্ত এলিজাবেদের বাড়িত রইচে, আর তার পাছত নিজের বাড়ি চলি গেইচে।

৫৭ এলিজাবেদের ছাওয়া হবার সমায়, একটা চ্যাংড়া ছাওয়ার জন্ম হইলেক।

৫৮ স্যেলা উয়ার পাড়া-পরশী সাগাই সোদর শুনিলেক যে, পরম প্রভু ভগবান এলিজাবেদের ভিতি মহা দয়া করিচে, আর সগায় এক সাথে আনন্দ করিলেক।

৫৯ ছাওয়ার জন্মের আট দিন পাছত পবিত্র যিহূদী জাতির সউগ চ্যাংড়া ছাওয়ার দেহাত চিন দিয়া নাম থোয়া হয়। সাগাই সোদোর বন্ধু-বান্ধব, ওটেকোনা আসিয়া উমরা সগায় ছাওয়াটার বাপের নামে সখরিয় নাম থুবার চাইলেক।

৬০ কিন্তুক ছাওয়াটার মাও কইলেক, “না! ইয়ার নাম যোহন থুবার নাগিবে।”

৬১ মানষিলা এলিজাবেদোক কইলেক, “না তো! তোমার সাগাই সোদরের মইদ্ধোত কারো এই নাকানের নাম নাই।”

৬২ উমরা ইশারা করিয়া ছাওয়াটার বাপক পুছিলেক, উয়ায় কি নাম থুবার চায়। (ক্যেনেনা সখরিয় স্বর্গদূতের কতা বিশ্বাস না

করিয়া বোবা হইছিলেক।)

৬৩ সখরিয় ইশারা করিয়া একখান নেখিবার জিনিস চায়া নিয়া ঐখানত নেখিলেক, “উয়ার নাম যোহন।” সগায় অচানক হইলেক,

৬৪ আর স্যেলায় স্যেলায় বোবা মুখ খুলি যায়া উয়ায় কতা কবার নাগিলেক আর ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক।

৬৫ এইটা দেখিয়া পাড়া-পরশী সগায় ভয় খায়া অচানক হইলেক, এইটা কি ঘটনা? যিহূদীয়া দেশের পাহাড়ি এলাকার মানষিলা সগায় এই ঘটনা নিয়া কওয়া-কয়ি করির নাগিলেক।

৬৬ আর যত মানষি এই কতাটা শুনিলেক সগায় মনে মনে চিন্তা-ভাবনা করির নাগিলেক, “ভবিষ্যতে এই ছাওয়াটা কি হবার পায়? ক্যেনেনা পরম প্রভু ভগবানের ক্ষমতা উয়ার সাথত আছে।”

৬৭ ছাওয়াটার বাপ সখরিয় পবিত্র আত্মাত ভরপুর হয়া ভগবানের দেওয়া কতা কইলেক,

৬৮ “ইস্রায়েলের পরমপ্রভুর হউক গুণগান, নিজের মানষিলাক করিচে মুক্তি আরো দিচে ধ্যান।

৬৯ রাজা দায়ূদ প্রভুর চাকর, উয়ার গুষ্টি থাকি, হামার মুক্তিদাতাক প্যেঠাইচে, উয়ায় শক্তিশালী।

৭০ পবিত্র ভাববাদীলার মইদ্ধো দিয়া ম্যেলা দিন আগত করিচে কিরা,

৭১-৭৩ চৌদ্দ গুষ্টি অব্রাহামের নগত যে পবিত্র দয়ার চুক্তি, ভগবান এইটা মনে করিয়া হামাক দিচে মুক্তি।

৭৪-৭৫ শত্রুর ঘিন থাকি উদ্ধার করিচে, ইয়াতে ভয় না করিয়া সৎ আর ধার্মিক জীবন যাপন করিয়া করি প্রভুর সেবা।

৭৬ বেটা, প্রভুর আইসার আগত মানষির মনের ঘাটা বানাবু যাতে প্রভুর আইসার সমায় উয়াক মানি নিবার পাইবে। তোক পরম প্রভু ভগবানের ভাববাদী কবে।

৭৭ ক্যেনেনা উয়ার মানষিলাক এমন মুক্তির কতা কবু যে, পাপ হাতে ক্ষমা পায়া

৭৮ পরম প্রভু ভগবানের দয়া-মায়া তোমার উপরাত নামি আসিবে। আর প্রভু আইসার সমায়, এক নয়া দিনের ভোরের বেলা উঠার আলো, যে নাকান করি হামার উপরাত পরিবে।

৭৯ আন্ধারের মইদ্ধোত আর মরণের ছায়াত, যায় যায় বসি আছে, নয়া দিনের আলো পায়া শান্তির ঘাটাত যাবার পায়।”

৮০ পাছত যোহন বড় হবার নাগচে, আর অন্তরত শক্তিশালী হয়া গেইচে। ইস্রায়েলী মানষিলার প্রচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত উয়ায় নিধুয়া পাথারত থাকিলেক।

২ ঐ সমায় রোমের মহারাজা আগস্ত সউগ জাগাতে মানষি গণনার নাম নেখেবার বাদে হুকুম জারি করিলেক।

২ সমায়টা হইলেক, সিরিয়ার রাজ্যপাল কুরানির সমায়। এই পইলাবার নাম নেখির বাদে মানষি গণতি করা হয়।

৩ নাম নেখেবার বাদে সগায় নিজের নিজের গঞ্জত গেইলেক।

৪-৫ আর যোষেফ আছিলেক চৌদ্দ গুষ্টির মহারাজা দায়ূদের গুষ্টির মানষি। মহারাজা দায়ূদের জন্মের জাগা আছিলেক, যিহূদীয়া প্রদেশের বৈৎলেহেম গেরাম। নাম নেখেবার বাদে গালীল প্রদেশের নাসারত গেরাম থাকি বৈৎলেহেম গেইলেক। উয়ার নিরক্ষণ করা কইনা মরিয়মক সাথত নিয়া গেইলেক। মরিয়ম গাওভারী আছিলেক।

৬ উমরা যেলা বৈৎলেহেমত পৌছাইলেক স্যেলা মরিয়মের ছাওয়া জন্ম হবার সমায় হইলেক,

৭ আর উয়ায় পইলা চ্যেংড়া ছাওয়াটার জন্ম দিলেক। কিন্তুক কোন ভাল ডারি ঘরত থাকিবার না পায়া, ছাওয়াটাক কাপড় দিয়া জড়েয়া গোয়ালী ঘরত যেটেকোনা গরুক খাবার দেওয়া হয় ওটেকোনা শোতে থুইলেক।

৮ ওটেকোনা বৈৎলেহেমের বগলত ডাবরিত রাতির বেলাত কয়েক জন রাখোয়াল ভেড়ার পাল পাহারা দিবার ধরছিলেক।

৯ ঐ সমায় অচমকায় পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত উমার বগলত আসিয়া পরম প্রভু ভগবানের মহিমা দেখেয়া চাইরো পাকে ভৈই-ভৈইয়া আলো হইলেক। এই দেখিয়া রাখোয়াললা ভয় খাইলেক।

[১০] স্যেলা স্বর্গদূত উমাক কইলেক, “ভয় না খান! মুই তোমার বাদে ভাল খবর নিয়া আসচুং। এই খবরটা সগারে বাদে মহা আনন্দের হইবে।

[১১] ক্যেনেনা আজি মহারাজা দায়ূদের গঞ্জত তোমারলার মুক্তিদাতার জন্ম হইচে। উয়ায় ভগবানের বাছাই করা রাজা, উয়ায় মালিক।

[১২] এই কতাটা যে সচাং, তোমরা একটা চিন দেখির পাবেন এই নাকান, ছাওয়াটাক কাপড়ত জড়েয়া গোয়ালী ঘরের খোরত শোতেয়া থোয়া হইচে।”

[১৩] পইলা স্বর্গদূতটার নগত হঠাৎ করি আরো ম্যেলা স্বর্গদূত একটে হইলেক, আর উমরা সগায় ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক,

[১৪] “সনাতন ভগবানের জয় হউক! জয় হউক! স্বর্গত ভগবানের গৌরব হউক, আর এই দুনিয়াত উয়ার মনের মানষিলার শান্তি হউক।”

[১৫] স্বর্গদূতলা উমারলাক ছাড়িয়া স্বর্গত চলি গেইলেক, স্যেলা রাখোয়াললা এক জন আরেক জনক কবার নাগিলেক, “চল, হামরা বৈৎলেহেম যাই। যে কতা প্রভু হামাক কইলেক যায়া দেখি!”

[১৬] রাখোয়াললা পচ-পচে যায়া মরিয়ম আর যোষেফের নগত গোয়ালীর খোরত ছাওয়াটাক শোতেয়া থোয়া দেখির পাইলেক।

[১৭] এই দেখিয়া ছাওয়াটার সমন্ধে যে কতা কওয়া হইচে সেই কতালা উমরা সগাকে কইলেক।

[১৮] ইমার কতা শুনিয়া সগায় অচানক হইলেক।

[১৯] কিন্তুক মরিয়ম এই কতাটা মনত গাথিয়া আকুল হয়া ভাবিবার নাগিলেক।

[২০] রাখোয়াললাক যেংকরি কওয়া হইচে, অংকরি সউগ দেখি শুনি ভগবানের মহিমার গুণগান করিতে করিতে ভেড়ার পালের ঐটে চলি গেইলেক।

[২১] ছাওয়া জন্মের আট দিন পাছত পবিত্র যিহূদী জাতির প্রতিটা চ্যেংড়া ছাওয়ার দেহাত চিন দিয়া নাম থোয়া হয়। আর একে নাকান করি মরিয়মের ছাওয়াটার নাম থোয়া হইলেক, “যীশু”। ক্যেনেনা মরিয়ম গাওভারী হবার আগত স্বর্গদূত এই নামটা থুইচে।

[২২-২৪] মহাপুরুষ মোশির বিধান মতে যিহূদীলার ছাওয়া জন্মের পাছত শুদ্ধি হবার একটা অনুষ্ঠান করা হয়। প্রভুর বিধানোত নেখা আছে এক জোড়া ঘুঘু নাতে এক জোড়া কইতর বলি দিবার নাগিবে। এইলা ছাড়াও প্রভুর বিধানত আছে, “কোন বেটিছাওয়ার পইলা চ্যেংড়া ছাওয়া জন্ম হইলে প্রভুরটে সঁপে দিবার নাগিবে।” এইলা বিধান মানিবার বাদে মরিয়ম আর যোষেফ যিরূশালেমের দশংগতি মন্দিরত যায়া এই নাকান করিচে।

২৫ ঐ সমায় যিরূশালেমত শিমিয়োন নামের এক জন মানষি আছিলেক। উয়ায় ধার্মিক আর ভগবান ভক্ত। ভগবান কোন দিন ইস্রায়েলী মানষিলার দুঃখ দূর করিবে, এই বাদে উয়ায় বাচ্চে আছিলেক। পবিত্র আত্মা উয়ার সাথত ছিলেক।

২৬ পবিত্র আত্মা উয়াক আশ্বাস দিছিলেক যে, পরম প্রভু ভগবানের বাছাই করা রাজাটাক না দেখিলে শিমিয়োন মরিবে না।

২৭ সেই দিন শিমিয়নক ভগবানের আত্মা চালনা করি নিয়া গেইলেক যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত। আর একেই দিনে যীশুর বাপ-মাও মোশির বিধান মতে যেইলা করা দরকার সেইলা করির বাদে কাচুয়া ছাওয়া যীশুক নিয়া ঐ মন্দিরত গেইলেক।

২৮ শিমিয়োন কাচুয়া যীশুক কোলাত নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া কইলেক,

২৯ “হে প্রভু! এলা তোর বাইক্য মতন তোর এই চাকরক শান্তিতে বিদায় দে!

৩০-৩১ ক্যেনেনা সউগ জাতির চোখুর আগত তুই যে মুক্তিদাতাক প্যেঠেয়া দিচিস, উয়াক মুই নিজের চোখু দিয়া দেখির পালুং।

৩২ অইন্য জাতির মনত আলো দিবার বাদে আইসচে। তোর ইস্রায়েলী জাতির এইটা গৌরবের বিষয়।”

৩৩ শিমিয়োন ছাওয়াটার বিষয় যেইলা কইলেক, এইলা শুনিয়া ছাওয়াটার বাপ-মাও অচানক হইলেক।

৩৪ ইয়ার পাছত শিমিয়োন উমাক আশুর্বাদ করিলেক আর যীশুর মাও মরিয়মক কইলেক, “ভগবান আগতে এইটা থির করি থুইচে, এই ছাওয়াটার মইদ্ধো দিয়া ম্যেলা ইস্রায়েলী মানষি মুক্তি পাবে, আরো ম্যেলা ইস্রায়েলী মানষি নাশ হইবে। আর উয়ায় একটা এই নাকান চিন হইবে যে, ম্যেলা মানষির চোখুর বৈরী হইবে।

৩৫ ইয়াতে ম্যেলা মানষির অন্তরের গোপন চিন্তা ভাবনা বিরিয়া আসিবে। আর মরিয়ম তুইও ফম থুইস কাটার গুতার নাকান করি তোর মনত দুঃখ-কষ্ট দিবে।”

৩৬-৩৭ ওটেকোনা হান্না নামে এক জন বেটিছাওয়াও আছিলেক। উয়ায় ভগবানের ভাববাদী, আরো আশের গুষ্টির পনূয়েলের বেটি। আর এলা উয়ার বয়স চুরাশি হয়া গেইচে, বিয়াও করার পাছত সাত বছর খালি সোয়ামির সাথত ঘর সংসার করিচে। হান্নার সোয়ামি মরার পাছত উয়ায় বিধুয়া হয়া দশংগতি মন্দির ছাড়িয়া কোনটে যায় নাই, খালি উপাস প্রার্থনা করিয়া দিন রাতি ভগবানের সেবা করির ধরচে।

৩৮ ঠিক ঐ সমায় য্যেলা শিমিয়োন যোষেফ আর মরিয়ম কতা কবার ধরচে, হান্না স্যেলা ভগবানের ধন্যবাদ করির নাগিলেক। আর যায় যায় যিরূশালেমের মুক্তির বাদে বাচ্চে আছিলেক,

উমারলাক ছাওয়াটার সমন্ধে কবার নাগিলেক, “মুক্তিদাতা আইসচে!”

[৩৯] পরমপ্রভুর বিধান মতে যেইলা করা দরকার সউগে করিয়া যোষেফ মরিয়ম উমরা নিজের গঞ্জত গালীলের নাসারত গেরামত ফিরি আসিলেক।

[৪০] কাচুয়া ছাওয়া যীশু বড় হইতে হইতে শক্তিবান আরো খুব জ্ঞানী-গুণী হবার নাগিলেক। উয়ার উপরাত ভগবানের আশুর্বাদ আছিলেক।

[৪১] মুক্তি ভোজ পার্বনের সমায় যীশুর মাও বাপ পত্তি বছর যিরূশালেম যায়।

[৪২] যীশুর বয়স যেৢলা বারো বছর, স্যেলাও উমরা রীতি-নীতি মতন মুক্তি ভোজ পার্বনত গেইলেক।

[৪৩] পার্বনের শ্যেষত যেৢলা উমরা বাড়ি ফিরি আসির ধরলেক, স্যেলা যীশু যিরূশালেমত রয়া গেইলেক। কিন্তুক উয়ার মাও বাপ কোন কিছুই জানির পাইলেক না।

[৪৪] উমরা মনে করিলেক যে, হয় তো সঙ্গী-সাথীর নগত আছে, এই মনে করিয়া এক দিনের ঘাটা হাটার পাছত সঙ্গী-সাথী, সাগাই-সোদোরের মইদ্ধোত যীশুক খুজিবার নাগিলেক।

[৪৫] কিন্তুক দেখির না পায়া উমরা চান্দাইতে চান্দাইতে আরো যিরূশালেমত চলি গেইলেক।

৪৬ তিন দিন পাছত উয়াক দশংগতি মন্দিরের ওটেকোনা খুজিয়া পাওয়া গেইলেক। উয়ায় ধর্ম গুরুলার সাথত বসিয়া উমার কতা শুনিবার ধরচে। আরো উমাক প্রশ্ন পুছির ধরচে।

৪৭ যায় যায় যীশুর কতা শুনিলেক সগায় উয়ার বুদ্ধি দেখিয়া আরো উয়ার সঠিক উত্তর শুনিয়া অচানক হইলেক।

৪৮ যেয়েলা উয়ার বাপ-মাও উয়াক দেখির পাইলেক, উমরাও অচানক হইলেক। উয়ার মাও পুছিলেক, “কিরে বাউ! ক্যেনে তুই এই নাকান করিলু? তোর বাবা আর মুই ব্যাকুল হয়া খুজিবার নাগচি।”

৪৯ যীশু উমাক কইলেক, “তোমরা ক্যেনে মোক খুজিবার নাগচেন? তোমরা কি জানেন না? মোক মোর বাপের বাড়িত রওয়ার নাগিবে।”

৫০ কিন্তুক যীশু যেইলা কইলেক, সেইলার মানে উমরা বুঝির পায় নাই।

৫১ ইয়ার পাছত যীশু উমার সাথত নাসারত গেরামত ফিরি আসিলেক। আর বাপ-মাওয়ের বাদ্ধ হয়া থাকিলেক। উয়ার মাও এই কতালা মনত থুইলেক।

৫২ আর এদিয়া যীশু মানষি আরো ভগবানের আশুর্বাদে বয়সে জ্ঞানে বড় হবার নাগিলেক।

৩ এই কালটা হইলেক রোমের মহারাজা তিবিরিয়াস আগাস্তের পনেরো বছর শাসনের সমায়। ঐ সমায়, যিহুদীয়া প্রদেশের রাজ্যপাল: পন্তীয় পীলাত; আর গালীল প্রদেশের রাজা: হেরোদ; যিতুরিয়া আর ত্রাখোনীতিয়ার রাজা: হেরোদের ভাই ফিলিপ; অবিলীনীর রাজ্যপাল আছিলেক: লুষানিয়া;

২ আর যিহুদীলার মহাবামন: হানন আর কাইফা আছিলেক। ঠিক এই সমায় সখরিয়র বেটা যোহনক নিধুয়া পাথারত ভগবান ভাল খবরটা জানাইলেক।

৩ উয়ায় যর্দন নদীর চাইরো পাকের মানষিলারটে প্রচার করিলেক, "তোমরা ক্ষমা পাবার বাদে পাপের ঘাটা হাতে মন ফিরান আর চিন হিসাবে জল দিয়া দীক্ষা নেন।

৪ ভগবানের আগের কালের ভাববাদী যিশাইয় যেই নাকান করি শাস্ত্রত নেখিচে, 'এক জন নিধুয়া পাথারত চিকিরিয়া কবার নাগচে, পরম প্রভু আসিবার বাদে মনের ঘাটা ঠিক কর! ঘাটাটা সোজা কর!

৫ সউগলায় খাল মঞ্জা হইবে, পাহাড়-পর্বত সমান করা হইবে, টেরিয়া-ভ্যেকরা ঘাটা সোজা করা হইবে, হেটা উচা ঘাটা সমান করা হইবে।

৬ ভগবান মানষিক মুক্তি দিবার বাদে যাক পেঠাইচে, উয়াক সউগ জাতির মানষি জানিয়া দেখির পাবে।'"

৭ যোহন ম্যেলা ভিরের মানষির মইদ্ধোত ধর্মের প্রচার করির নাগিলেক। স্যেলা ম্যেলা মানষি জল দিয়া দীক্ষা নিবার বাদে যোহনেরটে আসিলেক। আর যোহন উমাক কইলেক, “কিরে! কাল সাপের গুষ্টি! ভগবানের যে বিচার তোমার উপরাত নামি আসির ধরচে, এইটার হাত থাকি পালেয়া বত্তিবার কায় তোমাক চেতনা দিলেক?

৮ তোমাক প্রমাণ করি দেখেয়া দিবার নাগিবে যে, তোমরা পাপের ঘাটা থাকি মন ঘুরাইচেন। আর এই কতা না কন যে, অব্রাহাম তোমার চৌদ্দ গুষ্টির। ভগবান তো এই শিলগুলা থাকি অব্রাহামের বাদে ছাওয়া সিজ্জন করির পারে।

৯ বিচারের বাদে গছের শিপাত কুড়াল এলাও নাগে দেওয়া আছে। আর যেইলা গছ ভাল ফল দিবে না ঐলা গছক কাটিয়া অগুনত ছোবা দেওয়া হইবে।”

১০ স্যেলা ভিরের মানষিলা পুছিলেক, “তাইলে হামাক কি করির নাগিবে?”

১১ যোহন উমাক কইলেক, “যদি তোমার কারো দুইটা জামা থাকে তাইলে যার জামা নাই উয়াক একটা দেও। আর যার খাবার আছে ঐলা ভাগ করি সগায় খাও।”

১২ কয়েক জন মাসুল আদায়কারী জল দিয়া দীক্ষা নিবার বাদে আসিলেক, আর উমরা যোহনক পুছিলেক “হ্যে বাহে গুরু, হামাক কি করির নাগিবে?”

১৩ যোহন উমাক কইলেক, “তোমার সততা দেখান, রোমীয় সরকারের আইনত যেই নাকান করি আছে, সেই নাকান করি মাসুল নেন। বেশী বেশী মাসুল আদায় না করেন।”

১৪ কয়জন সৈন্যও পুছিলেক, “এলা তাইলে হামারলাক কি করির নাগিবে?” যোহন কইলেক, “অন্যায় করি দোষ দেখেয়া বা জুলুম করি কারোটে থাকি কিছু আদায় করেন না, আর তোমরা যতকোনা বেতন পান অতকোনাতে মন খুশি থোন।”

১৫ সউগ মানষিলা খুব আশা নিয়া মনে মনে ভাবির নাগিলেক যে, যোহনে বুঝি বাছাই করা রাজা।

১৬ এমন সমায় যোহন উমারলাক সগাকে কইলেক, “মুই তো তোমারলাক গাও ধোয়ে দীক্ষা দিবার ধরচুং, কিন্তুক যায় মোর থাকিও মহান, উয়ায় আসির ধরচে। উয়ায় এমন এক জন মহাপুরুষ, উয়ার জুতার ফিতা খুলি দিবারও যোগ্যতা মোর নাই। উয়ায় তোমার অন্তর আত্মা শুদ্ধি করির বাদে পবিত্র আত্মার অগুন দিয়া তোমারলাক দীক্ষা দিবে।

১৭ উয়ায় খোলান থাকি ফসলের ভুসি পরিস্কার করির বাদে তৈরি হয়া আছে। বাতাস দিয়া একপাকে ভুসি অইন্য পাকে ফসল যুদা করি, ফসল গোলাত তুলিবে। তার পাছত ভিরার অগুনত নিয়া যায়া ভুসি ছোবা দিবে। ওই অগুন কোন দিনও নিভিবার না হয়।”

১৮ যোহন নানা নাকান উপদেশ আর উৎসাহ দিয়া মানষিলারটে ভাল খবর প্রচার করির নাগিলেক।

[১৯] যোহন শাসনকর্তা হেরোদের বিরুদ্ধে নিন্দা করিলেক ক্যেনেনা হেরোদ উয়ার বৌদি হেরোদিয়াক বিয়াও করিচে, আরো নানা নাকান বেয়া কাম করিচে। এই বাদে যোহন উয়ার নিন্দা করিলেক।

[২০] স্যেলা হেরোদ কি করিলেক? যোহনক বন্দী করি হাজতোত থুইলেক। ইয়াতে হেরোদের অইন্য সউগ বেয়া কামের নগত এই বেয়া কামটাও যোগ হইলেক।

[২১] এক দিন যোহন ভিড়ের মানষিলাক জল দিয়া দীক্ষা দিবার ধরচে, আর ঐ সমায় যীশু নিজেও দীক্ষা নিলেক। দীক্ষার পাছত যীশু য্যেলা প্রার্থনা করির ধরচে স্যেলা দ্যাওয়া দুই ফাইল্টা হয়া, স্বর্গের দুয়ার খুলি গেইলেক।

[২২] আর স্যেলা কি হইলেক? স্যেলায় স্যেলায় পবিত্র আত্মা কইতরের ঢক ধরিয়া উয়ার উপরা নামি আসিলেক। আর স্বর্গ হাতে এই কতা শোনা গেইলেক, "তুইয়ে মোর বেটা, মোর মনের এক জন। তোর উপর মুই খুশি আছং।"

[২৩] পেরায় ত্রিশ বছর বয়স কালে যীশু গুরু হয়া প্রচার করির শুরু করিলেক। কিন্তুক যীশুর জন্মের পাছত যোষেফে উয়াক মানষি করে, এই বাদে সমাজের সগায় জানে যীশু হইলেক, যোষেফের বেটা, যোষেফ এলির বেটা,

[২৪] এলি মত্তথের বেটা, মত্তথ লেবির বেটা, লেবি মল্কির বেটা, মল্কি যান্নায়ের বেটা, যান্নায় যোষেফের বেটা,

২৫ যোষেফ মত্তথিয়ের বেটা, মত্তথিয় আমোষের বেটা, আমোষ নহূমের বেটা, নহূম ইষ্‌লির বেটা, ইষ্‌লি নগির বেটা,

২৬ নগি মাটের বেটা, মাট মওথিয়ের বেটা, মওথিয় শিমিয়ির বেটা, শিমিয়ি যোষেখের বেটা, যোষেখ যূদার বেটা,

২৭ যূদা যোহানার বেটা, যোহানা রীষার বেটা, রীষা সরুব্বাবিলের বেটা, সরুব্বাবিল শল্টীয়েলের বেটা, শল্টীয়েল নেরির বেটা,

২৮ নেরি মল্কির বেটা, মল্কি অদ্দীর বেটা, অদ্দী কোষমের বেটা, কোষম ইলমাদমের বেটা, ইলমাদম এর বেটা,

২৯ এর যীশুর বেটা, যীশু ইলীয়েষরের বেটা, ইলীয়েষর যোরীমের বেটা, যোরীম মওতের বেটা, মওত লেবির বেটা,

৩০ লেবি শিমিয়োনের বেটা, শিমিয়োন যূদার বেটা, যূদা যোষেফের বেটা, যোষেফ যোনমের বেটা, যোনম ইলিয়াকীমের বেটা,

৩১ ইলিয়াকীম মিলেয়ার বেটা, মিলেয়া মিন্নার বেটা, মিন্না মত্তথের বেটা, মত্তথ নাথনের বেটা, নাথন দায়ূদের বেটা,

৩২ দায়ূদ যিশয়ের বেটা, যিশয় ওবেদের বেটা, ওবেদ বোয়সের বেটা, বোয়স সলমোনের বেটা, সলমোন নহশোনের বেটা,

৩৩ নহশোন অম্মীনাদবের বেটা, অম্মীনাদব অদমানের বেটা, অদমান অর্ণির বেটা, অর্ণি হিষ্রোণের বেটা, হিষ্রোণ পেরসের

বেটা, পেরস যিহূদার বেটা,

৩৪ যিহূদা যাকবের বেটা, যাকব ইসহাকের বেটা, ইসহাক অব্রাহামের বেটা, অব্রাহাম তেরহের বেটা, তেরহ নাহোরের বেটা,

৩৫ নাহোর সরূগের বেটা, সরূগ রিয়ুর বেটা, রিয়ু পেলগের বেটা, পেলগ এবরের বেটা, এবর শেলহের বেটা,

৩৬ শেলহ কৈননের বেটা, কৈনন অর্ফকষদের বেটা, অর্ফকষদ শেমের বেটা, শেম নোহের বেটা, নোহ লেমকের বেটা,

৩৭ লেমক মথূশেলহের বেটা, মথূশেলহ হনোকের বেটা, হনোক যেরদের বেটা, যেরদ মহললেলের বেটা, মহললেল কৈননের বেটা,

৩৮ কৈনন ইনোশের বেটা, ইনোশ শেথের বেটা, শেথ আদমের বেটা, আদম ভগবানের বেটা।

৪ যীশুক ভগবানের পবিত্র আত্মা ভরপুর করিলেক। এই পবিত্র আত্মা উয়াক চালনা করি যর্দন নদী হাতে নিধুয়া পাথারত নিয়া গেইলেক। ওটেকোনা শয়তান-অসুর চল্লিশ দিন লোভ নালসাত ফ্যেলেবার চেষ্টা করিলেক। এই চল্লিশ দিনের মইদ্ধোত যীশু কিছুই খাইলেক না, এই বাদে যীশুক খুব ভোগ নাগিলেক।

৩ শয়তান-অসুর যীশুক কইলেক, “তুই যদি ভগবানের বেটা হইস, তাইলে এই শিলটাক রুটি হবার কঃ।”

৪ যীশু উত্তর দিলেক, “শাস্ত্রত নেখা আছে, মানষি খালি রুটিতে বত্তে না।”

৫ তার পাছত শয়তান-অসুর যীশুক উচা জাগাত নিয়া গেইলেক, আর নিমিষের মইদ্ধে জগতের সউগ রাজ্য উয়াক দেখাইলেক।

৬ উয়ায় যীশুক কইলেক, “মুই তোক সউগ রাজ্যলার জাকজমক আর শাসন করির অধিকার দিম। ক্যেনেনা এইলা মোক দেওয়া হইচে। মোর ইচ্ছা যাকে দিবার চাং তাকে দিবার পাং।

৭ এলা তুই যদি মোক ভক্তি করিস, তাইলে এইলা তোরে হইবে।”

৮ যীশু স্যেলা উত্তর দিলেক, “শাস্ত্রত নেখা আছে, পরমপ্রভুই তোর ভগবান। খালি উয়াকে পূজা করিবু, আর উয়াক সেবা করিবু।”

৯ ইয়ার পাছত শয়তান-অসুর যীশুক যিরূশালেমের দশংগতি মন্দিরের উচা চূড়াত নিয়া গেইলেক, আর কইলেক, “তুই যদি ভগবানের বেটা হইস তাইলে নিচাত ঝাঁপাও।

১০ ক্যেনেনা শাস্ত্রত এইটাও নেখা আছে, ‘ভগবান উয়ার স্বর্গদূতলাক তোক রক্ষা করির বাদে আদেশ দিবে।

১১ এই নাকানে নেখা আছে যে, তুই য্যেলা উচা হাতে নিচাত পরিবু স্যেলা স্বর্গদূতলা তোক চোট না নাগিবার বাদে কোলাত তুলি নিবে।’”

১২ যীশু কইলেক, "শাস্ত্রত নেখা আছে, পরম প্রভু ভগবানক তুই যাচাই না করিস।"

১৩ এই নাকান করি শয়তান-অসুর যীশুক সউগ নাকান লোভ নালসার ফান্দোত ফ্যেলেবার চেষ্টা শ্যেষ করিলেক। স্যেলা আরো সুযোগ খুজিবার বাদে যীশুক ছাড়িয়া চলি গেইলেক।

১৪ ইয়ার পাছত যীশু ভগবানের আত্মার ক্ষমতার চালনায় গালীল প্রদেশত ফিরি আসিলেক। ঐ অঞ্চলের সউগ জাগাতে উয়ার খবর ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক।

১৫ ম্যেলা উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিতে দিতে সগায় উয়ার গুণগান করির নাগিলেক।

১৬ ইয়ার পাছত যীশু যেটেকোনা ছাওয়া কাল কাটাইচে, ঐ নাসারত গেরামত গেইলেক। উয়ায় নিজে সউগ সমায় যেইলা নিয়ম নীতি করে, ঐ নাকান করি পবিত্র জিরানের দিন উপাসনা ঘরত গেইলেক, আর ওটেকোনা সনাতন শাস্ত্র পড়িবার বাদে খাড়া হইলেক।

১৭ আগের কালের ভগবানের ভাববাদী, যার নাম যিশাইয়, উয়ার নেখা শাস্ত্রখান যীশুক দেওয়া হইলেক। স্যেলা মোড়ে থোয়া শাস্ত্রখান ম্যেলেয়া পড়ির নাগিলেক, আর ওটেকোনা নেখা আছে,

১৮ "পরম প্রভু ভগবানের আত্মা মোর সাথত আছে, মোক বাছাই করিয়া দায়িত্ব দিচে, যাতে দীন-দুঃখীলারটে ভাল খবর, বন্দী

মানষিলারটে মুক্তির কতা, কানা মানষিলা দেখির পাবে, এই কতা শোনের বাদে মোক প্যেঠাইচে। যাতনা পাওয়া মানষিলাক ছাড়েয়া আনিবার,

১৯ আরো এই কতা ঢোলাই দিবার বাদে মোক প্যেঠাইচে যে, এলা পরম প্রভু ভগবানের আশুর্বাদ পাবার সমায় আসিচে।”

২০ ইয়ার পাছত শাস্ত্রখান মোড়েয়া উপাসনা ঘরের এক জন সেবাকারী মানষির হাতত দিয়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার বাদে বসিলেক। আর ওটেকার সগায় অচানক হয়া যীশুর ভিতি একধিন্দে দেখির নাগিলেক।

২১ স্যেলা যীশু কইলেক, “সনাতন পবিত্র শাস্ত্রের কতা আজি তোমরালা শুনতে কালে পূরণ হইচে।”

২২ সগায় যীশুর মুখের মধুর কতা শুনিয়া গুণগান করিয়া অচানক হয়া কবার নাগিলেক, “আরে! ইয়ায় যোষেফের বেটা না কি?”

২৩ যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমরা হয় তো নিশ্চয় এই শ্লোকটা কবেন, হে ডাক্তার নিজকে ভাল কর। কফরনাহূমোত যেইলা কাম করার কতা শুনচি, ঐলা তোর নিজের গেরামত করিয়া দেখাও।

২৪ মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, নিজের গেরামের মানষিলা ভগবানের কোন ভাববাদীক মানি নিবার পায় না।

২৫ আর এইটাও সচাং যে, আগের কালের ভাববাদী এলিয়র সমায় সাড়ে তিন বছর ইস্ত্রায়েল দেশত দ্যাওয়ার বর্ষন হয় নাই, সেই বাদে ঐ দেশত খুব মঙ্গা দেখা দিছিলেক। আর নিশ্চয় ঐ সমায় ইস্ত্রায়েল দেশত ম্যেলা বিধুয়া আছিলেক। উমার সগারে সাহায্যের দরকার।

২৬ কিন্তুক এলিয়ক নিজের দেশের কোন বিধুয়ার ওটেকোনা না প্যেঠেয়া, খালি প্যেঠাইচে সীদোন প্রদেশের সারিফত গেরামের এক বিধুয়া বেটিছাওয়ারটে।

২৭ আরো দেখেন ভগবানের আগের কালের ভাববাদী ইলীশার সমায়, ইস্ত্রায়েল দেশত ম্যেলা কুষ্ঠ রুগী আছিলেক, কিন্তুক সিরিয়া দেশের নামানক ছাড়া আর কাঙোকো শুদ্ধি করি ভাল করা হয় নাই।”

২৮ এই কতা শুনিয়া উপাসনা ঘরের সগায় রাগে অগুন হয়া গেইলেক।

২৯ আর উমরা উঠিয়া সগায় যীশুক গঞ্জের বায়রাত ঠেলিয়া নিয়া গেইলেক। এই গঞ্জটা পাহাড়ের উপরাত আছিলেক। ঠেলিতে ঠেলিতে উয়াক উচা খাড়া পাহাড়ের শ্যেষ পাকে নিয়া গেইলেক, যাতে পাহাড়ের মাথা থাকি নিচাত ফ্যেলে দিবার পারে।

৩০ কিন্তুক যীশু মানষির ভিরের ভিতিরা দিয়া চলি গেইলেক।

৩১ ইয়ার পাছত যীশু গালীল প্রদেশের কফরনাহূম নামের গঞ্জত গেইলেক। আর ওটে জিরানের দিনে যীশু মানষিলাক শিক্ষা

দিবার নাগিলেক।

৩২ আর উয়ার শিক্ষার কতা শুনিয়া মানষিলা অচানক হইলেক, ক্যেনেনা উয়ার বাইক্যত ভগবানের ক্ষমতা আছিলেক।

৩৩ আর ঐ উপাসনা ঘরত অপদেবতা ধরা একটা মানষি আছিলেক। উয়ায় চিকিরিয়া কইলেক,

৩৪ "হ্যে বাহে নাসারত গেরামের মহান যীশু! হামার নগত তোমার কিসের দরকার? তোমরা কি হামারলাক নাশ করিবার আসচেন? মুই জানং তোমরা কায়, তোমরা তো ভগবানের সেই পবিত্রজন!"

৩৫ আর স্যেলা যীশু অপদেবতাটাক ধমক দিয়া কইলেক, "ঝিত করি রঃ! আর উয়ার ভিতিরা হাতে এলায় বাইর হয়া যাঃ।" স্যেলায় স্যেলায় সগারে আগত অপদেবতাটা মানষিটাক আছড়ে ফ্যেলেয়া দিয়া বিরি গেইলেক, মানষিটার কিন্তুক কোন ক্ষতি হইলেক না।

৩৬ এই দেখিয়া সগায় অচানক হয়া নিজের মইদ্ধোত কওয়া-কয়ি করিবার নাগিলেক, "আরে, এইটা কি নাকানের কতা! ভগবানের অধিকার আর ক্ষমতা দিয়া হুকুম দিতে কালে অপদেবতালা বিরিয়া চলি যায়।"

৩৭ ঐ অঞ্চলের চাইরো পাকে যীশুর কতা ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক।

৩৮ যীশু উপাসনা ঘর হাতে বিরিয়া শিমোনের বাড়িত গেইলেক। ওটেকোনা শিমোনের শাশুড়ি খুব জ্বরত ভুগিবার নাগিচে। আর উমরা কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, যাতে যীশু উয়াক ভাল করি দেয়।

৩৯ স্যেলা শিমোনের শাশুড়ি বগলত যায়া জ্বরক ধমক দিতে কালে জ্বর ছাড়িয়া গেইলেক, আর স্যেলায় বিছনা হাতে উঠিয়া উমার বাদে খাবারের জোগার করির নাগিলেক।

৪০ য্যেলা বেলা ডোবং ডোবং সমায় হইলেক, স্যেলা মানষিলা উমার বন্ধু বান্ধব, সাগাই-সোদর যায় যায় ম্যেলা নানা নাকান অসুখোত ভুগিবার ধরছিলেক, উমারলাক সগাকে যীশুর বগলত আনিলেক। স্যেলা যীশু সগাকে হাত দিয়া নারিয়া ভাল করিলেক।

৪১ ম্যেলা মানষির ভিতিরা থাকি অপদেবতালাক খ্যেদাইলেক। আর ঐ অপদেবতালা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “তোমরায় তো ভগবানের বেটা!” যীশু যে ভগবানের বাছাই করা রাজা অপদেবতালা জানির পাইচে। এই বাদে যীশু দাবরেয়া উমার মুখ বন্ধ করি দিলেক।

৪২ যীশু খুব সাকালে ঐ গঞ্জটা ছাড়িয়া নিধুয়া পাথারত চলি গেইলেক। আর এই ভিরের মানষিলা যীশুক না পায়া, ম্যেলা জাগাত চান্দাইতে চান্দাইতে উয়াক পাইলেক। আর উয়াক পাইতে কালে, যাবার দিবার চাইলেক না।

৪৩ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক, “ভগবানের শাসন ব্যবস্থার এই ভাল খবর মোক আরো ম্যেলা জাগাত প্রচার করির নাগিবে, ক্যেনেনা ভগবান এই বাদে মোক প্যেঠাইচে।”

৪৪ ইয়ার পাছত যীশু এই নাকান করি যিহূদীয়া প্রদেশের ম্যেলা উপাসনা ঘরত যায়া প্রচার করির নাগিলেক।

৫ এক দিন যীশু গালীল সাগরের পারত খাড়া হয়া প্রচার করির ধরলেক, আর ভগবানের বাইক্য শুনিবার বাদে ম্যেলা মানষি চাইরো পাকে ঠাসা-ঠাসি ভিড় করিলেক।

২ ঐ সমায় সাগরের পারত যীশু দুইখান নাও দেখির পাইলেক, আর জালুয়ালা নাও হাতে নামিয়া জাল ধুবার নাগচে।

৩ একখান নাও আছিলেক শিমোন নামে এক জন মানষির। যীশু ঐ নাওত উঠিয়া শিমোনক কইলেক, “দয়া করিয়া নাওখান ডাঙা থাকি খানিক দূরত নেও।” আর উয়ায় নাওয়োত বসিয়া ভিরের মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

৪ যীশুর শিক্ষা দেওয়া শ্যেষ হয়া শিমোনক কইলেক, “নাওখান গভীর জলত নিয়া চল, আর মাছ ফান্দেবার বাদে তোমরালা ছাপি জাল ফ্যেলাও।”

৫ শিমোন কইলেক, “হে গুরু, গোটায় রাতি জাল ফ্যেলেয়া একটা মাছও পাই নাই, কিন্তুক তোমরা কইচেন বুলিয়া মুই আরেকবার জাল ফ্যেলাইম।”

৬ আরে বাঃ! যে্যেলা উমরা জাল ফে্যেলাইলেক সে্যেলা এতলা মাছ জালত ফান্দিলেক যে, মাছের ভরায় জাল ছিড়িয়া যাবার নাকান হইলেক।

৭ সে্যেলা উমাক সাহায্য করির বাদে, হাত দিয়া ইশারা করিয়া অইন্য নাওয়ের জালুয়া সাথীলাক ড্যেকাইলেক। সাথীলা আসিয়া সগায় এক সাথে দুইখান নাওত এতলা মাছ তুলিলেক যে, নাও দুইখান ডুবি যাবার নাকান হইলেক।

৮ এই ঘটনা দেখিয়া শিমোন যার আরেকটা নাম হইলেক পিতর, উয়ায় যীশুর ঠ্যেংএর আগপাকে হাংকুড়া পাড়িয়া, কবার নাগিলেক, "হে গুরু! মুই জঘন্য পাপী মানষি, মোর এটেকোনা আইসেন না।"

৯ ক্যেনেনা জালত এতলা মাছ ফান্দিচে এই দেখিয়া শিমোন আর উয়ার সাথী সগায় অচানক হইলেক।

১০ শিমোনের ব্যবসার ভাগীদার যাকব আর যোহন (যার বাপের নাম সিবদিয়), উমরাও দেখিয়া অচানক হইলেক। যীশু শিমোনক কইলেক, "ভয় না খাইস শিমোন! এত দিন তো তুই মাছ ধরিচিস, এলা হাতে তুই মোর শিষ্য বানের বাদে মানষিক ধরিবু।"

১১ ইয়ার পাছত উমরা নাওখান ডাঙাত আনিয়া সউগ ছাড়িয়া যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

১২ এক দিন যীশু একটা গেরামত আসিলেক, আর ঐ গেরামত একটা কুষ্ঠ রুগীও আছিলেক। উয়ার গোটায় দেহাত কুষ্ঠ হইচে।

রুগীটা আসিয়া যীশুর ঠ্যাং-ওত হাংকুড়া পাড়ি পড়িলেক আর কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, “মালিক! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তাইলে মোক শুদ্ধি করি অসুখ থাকি ভাল করি দিবার পান!”

১৩ যীশু উয়ার গাও নাড়িয়া কইলেক, “মুই এই নাকান চাং, তুই শুদ্ধি হয়া ভাল হঃ।” আর উয়ার গাও নাড়িতে কালে ভাল হয়া গেইলেক।

১৪ স্যেলা মানষিটাক পরামর্শ দিয়া কইলেক, “এই কতাটা তুই কাঙোকে কবু না। তুই যায়া বামনক সতর্ক হবার বাদে তোর দেহাখান দেখাও। আর মহাপুরুষ মোশির বিধান মতে শুদ্ধি হয়া যেইলা পূজা করা দরকার, ঐলা করেক। ইয়াতে মানষিলারটে সাক্ষী হইবে তুই শুদ্ধি হয়া ভাল হইচিস।”

১৫ তাঙো যীশুর কতা চাইরো পাকে ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক। উয়ার কতা শুনিবার বাদে, আর নিজের নিজের অসুখ ভাল হবার বাদে ম্যেলা মানষি উয়ারটে আসির ধরচে।

১৬ কিন্তুক অনেক বার ভিড়ের মানষির বাদে যীশু শুনশান জাগাত যায়া প্রার্থনা করির নাগিলেক।

১৭ এক দিন যীশু যে্যলা শিক্ষা দিবার ধরচে, স্যেলা ফরীশীলা আর যিহূদী আইন কানুনের পন্ডিত মানষিলা ওটেকোনা বগলত বসিয়া আছিলেক। উমরা গালীল প্রদেশের আর যিহূদীয়া প্রদেশের সউগ গেরাম থাকি আর যিরূশালেমের গঞ্জ থাকি

আইসচে। সেই দিন অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করির বাদে পরম প্রভু ভগবানের মহাশক্তি যীশুর মইদ্ধোত আছে।

১৮ স্যেলা কয়জন মানষি দাগিলা-কেতাত করিয়া একটা নুলা রুগীক উবিয়া আনিলেক। উয়ার চলা-ফেরা করির ক্ষমতা অক্ষম হয়া গেইচে। যীশু যেই ঘরত বসিয়া আছিলেক, রুগীটাক ঐটে নিয়া যাবার চাইলেক।

১৯ কিন্তুক ভিড়ের বাদে যীশুরটে নিয়া যাবার পাইলেক না, এই বাদে উমরা ঘরত চড়িয়া চাল ফাকা করিয়া রুগীটাক দাগিলা-কেতাত করি ভিড়ের মইদ্ধোত যীশুর আগপাকে নামেয়া দিলেক।

২০ উমারলার এমনে বিশ্বাস আছিলেক যে, রুগীটাক যীশুরটে নিয়া গেইলে ভাল হয়া যাবে। এই নাকান বিশ্বাস দেখিয়া যীশু অসুকিয়া মানষিটাক কইলেক, “বাউ, তোর পাপ ক্ষমা হয়া গেইচে।”

২১ এই শুনিয়া পন্ডিতলা আর ফরীশীলা মনে মনে কবার নাগিলেক, “এই মানষিটা কায়? ইয়ায় ভগবানের নিন্দা করির ধরচে! ভগবান ছাড়া কায় পাপ ক্ষমা করির পারে?”

২২ কিন্তুক যীশু উমারলার মনের কতা বুঝির পায়া কইলেক, “তোমরা মনে মনে ক্যেনে এই নাকান ভাবির নাগচেন?

২৩-২৪ মুই যদি কং তোর পাপ ক্ষমা করা হইলেক, তা দেখির পাবেন না। কিন্তুক নুলা রুগীটা হাটিবার পায় না, আর মুই যদি উয়াক হাটিবার কং, আর উয়ায় স্যেলায় স্যেলায় হাটে, তা হইলে

ইয়াতে বুঝির পাবেন মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা। এই দুনিয়াত পাপ ক্ষমা করিবার অধিকার মোর আছে।” স্যেলা যীশু নুলা রুগীটাক কইলেক, “ওঠেক তোর দাগিলা-কেতা নিয়া বাড়ি চলি যা, ক্যেনেনা তুই ভাল হয়া গেইচিস।”

২৫ আর স্যেলায় স্যেলায় রুগীটা সগারে আগত দাগিলা-কেতা তুলি নিয়া ভগবানের মহিমার গুণগান করিতে করিতে বাড়ি চলি গেইলেক।

২৬ এই দেখিয়া সউগ মানষি অচানক হয়া ভগবানক মানি নিয়া উয়ার মহিমার গুণগান করিবার নাগিলেক। উমরা ভয়ে ভক্তিতে কবার নাগিলেক, “আজি হামরা অচানক ঘটনা দেখিলুং!”

২৭ যীশু স্যেলা চলি গেইলেক। যাইতে কালে এক জন মাসুল আদায়কারীক দেখিলেক। উয়ার নাম লেবিয়। উয়ায় একটা ঘরত বসিয়া মাসুল আদায় করির ধরচে। যীশু উয়ার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “তুই মোর সাথত আয়, আর মোর শিষ্য হঃ।”

২৮ স্যেলা লেবিয় উঠিয়া সউগ ছাড়ি দিয়া যীশুর সাথত গেইলেক।

২৯ যীশুক সন্মান দেখের জইন্যে লেবিয় নিজের বাড়িত খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিলেক। যীশু, লেবিয়, ম্যেলা মাসুল আদায়কারী, আর অইন্য মানষিলা, সগায় একে সাথত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিলেক।

৩০ এই দেখিয়া ফরীশীলা আর পন্ডিত মানষিলা যীশুর শিষ্যলাক বকর বকর করি কবার নাগিলেক, “আরে, ইয়ায় বেয়া মাসুল আদায়কারী আর পাপী মানষির নগত খাওয়া-দাওয়া করে ক্যেনে?”

৩১ যীশু স্যেলা কইলেক, “যার অসুখ নাই এই নাকান মানষির ডাক্তারের দরকার নাই। যার অসুখ আছে উয়ার ডাক্তারের দরকার।

৩২ মুই ধার্মিক মানষিক ড্যেকেবার আইসং নাই। কিন্তুক মুই এই বাদে আসচুং পাপী মানষিক পাপের ঘাটা থাকি মন ঘোরেয়া ভাল ঘাটাত নিয়া যাবার।”

৩৩ পাছত ধর্মগুরুলা যীশুক কইলেক, “যোহনের শিষ্যলা উপাস-প্রার্থনা করে। আর ফরীশী দলের শিষ্যলাও করে, কিন্তুক তোমার শিষ্যলা সউগ সমায় খাওয়া-দাওয়া করে ক্যেনে?”

৩৪ যীশু স্যেলা কইলেক, “বর সাথত থাকিতে বরের সঙ্গী সাথীলা কি উপাস করিবে? উমরা তো আনন্দ করিবে, উপাস করিবে না।

৩৫ কিন্তুক এমন দিন আসিবে য্যেলা উমারটে হাতে বরক নিয়া যাওয়া হইবে, আর সেই দিন উমরা উপাস করিবে।”

৩৬ যীশু গল্প দিয়া কইলেক, “নয়া কাপড় কাটিয়া কাঙোয় বুড়া জামাত তালি নাগায় না। যদি নাগে দেয়, ধুবার পাছত নয়া

তালিটা টান ধরিয়া ছোট হয়া যায়, আর ইয়াতে ছিড়া জাগাখান আরো ওসার হয়া যায়।

৩৭ এইটা দেখেন যে, বুড়া চামড়ার ঝোলাত কাঙোয় টাটকা আংগুরের রস থোয় না। যদি থোয় তাইলে টাটকা রস পচিয়া রস বাড়ি যায়া অল্পতে ঝোলা ফাটিয়া যায়। ইয়াতে ঝোলা আর রস দুইটায় নষ্ট হয়,

৩৮ টাটকা আংগুরের রস নয়া ঝোলাতে থুবার নাগে।

৩৯ যায় পুরানা রস খাইচে, উয়ায় কয়, পুরানটায় ভাল। আর উয়ায় নয়া রস খাবার চায় না।”

৬ এক দিন যীশু আর উয়ার শিষ্যলা পবিত্র জিরানের দিনত ডাবরি বাড়ির আল্লি দিয়া হাটিয়া যাবার ধরচে, আর উয়ার শিষ্যলা ফসলের শিষ ছিড়িয়া হাতত মথলেয়া খাবার নাগিলেক।

২ এই দেখিয়া কয়জন ফরীশীলা কইলেক, “আরে! তোমরা এইটা ক্যেনে করির ধরচেন? হামার ধর্মের বিধান অনুসারে পবিত্র জিরানের দিনে এইটা করা উচিত নোয়ায়! তাঙো তোমরা এটা করেন ক্যেনে?”

৩ যীশু ফরীশীলাক কইলেক, “তোমরা কি সনাতন পবিত্র শাস্ত্র পড়েন নাই? পড়িচেন, যেলা মহারাজা দায়ূদ আর উয়ার সঙ্গীলাক ভোগ ধরচে স্যেলা কি করিলেক?

[৪] দায়ূদ ভগবানের ঘরত সোন্দেয়া পবিত্র রুটি নিয়া নিজে খাইলেক আর উয়ার সঙ্গীলাকো দিলেক। কিন্তুক এই রুটি বামন ছাড়া কারো খাবার নিয়ম আছিলেক না।”

[৫] যীশু ফরীশীলাক আরো কইলেক, “জিরানের দিনের বিধির বিধানের উপরাত মোর অধিকার আছে।”

[৬] পাছত অইন্য আরেক দিন, জিরানের দিনত যীশু য্যেলা উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিবার ধরচে, ওটেকোনা একটা মানষি আছিলেক যার ডাইন হাতটা বাসুলী ধরি শুকি গেইচে।

[৭] পন্ডিতলা আর ফরীশীলা যীশুর দোষ ধরির বাদে ভাল করি নজর দিবার নাগিলেক, যে উয়ায় জিরানের দিনত অসুকিয়া মানষিটাক ভাল করে কি না।

[৮] যীশু কিন্তুক উমারলার মনের কতা জানির পাইলেক, এই বাদে শুকান হাতওলা মানষিটাক কইলেক, “তুই সগারে আগপাকে আসিয়া খাড়া হঃ।” স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা ওটেকোনা আসিয়া সগারে আগপাকে খাড়া হইলেক।

[৯] যীশু ফরীশীলাক পুছিলেক, “শ্রী মোশির বিধান মতন পবিত্র জিরানের দিনটা কিসের বাদে? ভাল কামাই না বেয়া কামাই করির বাদে? জিউ বত্তেবার, না মারি ফ্যেলেবার বাদে?”

[১০] যীশু স্যেলা চাইরো পাকে সগারে ভিতি দেখিয়া, ঐ শুকান হাতওয়ালা মানষিটাক কইলেক, “তোর হাতটা আগে দে।” আর

মানষিটা কি করিলেক? উয়ার শুকান হাতটা আগেয়া দিলেক, আর স্যেলায় স্যেলায় একেবারে ভাল হয়া গেইলেক,

১১ কিন্তুক ফরীশীলা আর পন্ডিতলা গোসা হয়া অগুনের নাকান জ্বলির নাগিলেক। যীশুক নিয়া কি করা যায়, এই নিয়া উমরা আলোচনা করির নাগিলেক।

১২ ঐ সমায় যীশু প্রার্থনা করির বাদে পাহাড়ের উপরাত গেইলেক, আর গোটায় রাতি ভগবানেরটে প্রার্থনা করি কাটাইলেক।

১৩ আর রাতি পোহাইতে কালে উয়ার শিষ্যলাক ড্যেকেয়া উমারলার মাঝিলা হাতে বারো জন অধিকার পাওয়া খবরিয়ার পদ দিলেক।

১৪ উমরা হইলেক শিমোন, যার নাম যীশু থুইলেক পিতর, শিমোনের ভাই আন্দ্রিয়, যাকব, যোহন, ফিলিপ আর বর্থলময়,

১৫ মথি, থোমাস, আলফেয়ের বেটা যাকব, শিমোন যায় স্বাধীনতা সংগ্রামী আছিলেক,

১৬ আর যাকবের বেটা যিহূদা, আর ইস্কোরিয়োতের যুদাস যায় পাছত বিশ্বাস ঘাতকতা করি যীশুক শত্রুর হাতত ধরে দিছিলেক।

১৭ পাছত যীশু আর উয়ার খবরিয়ালা পাহাড় হাতে নামিয়া সমান জাগাত খাড়া হইলেক, ওটেকোনা আরো ম্যেলা শিষ্য আসিয়া জোটো হইলেক। যিহূদীয়া প্রদেশের সউগ জাগা থাকি,

যিরূশালেম গঞ্জ, সাগরের পারের দুইটা গঞ্জ সোর, সীদোন নামের এলাকা থাকি, ম্যেলা মানষি আসিয়া জোটো হইলেক।

১৮ উমরা যীশুর কতা শুনিবার বাদে আরো ফির ম্যেলা অসুকিয়া মানষিও ভাল হবার বাদে ওটেকোনা আসির নাগিলেক। আর যাক যাক অপদেবতা ধরিয়া কষ্ট পাবার ধরচে, উমরালাও ভাল হইলেক।

১৯ যীশুর দেহার ভিতিরা থাকি ভাল হবার শক্তি বাইর হয়া সগাকে ভাল করির ধরচে। এই বাদে সউগ মানষি উয়াক নারিবার চেষ্টা করির নাগিলেক।

২০ তার পাছত যীশু শিষ্যলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, "হে! তোমরা দীন দুঃখী মানষিলা, ভগবানের শাসন ব্যবস্থার আশুর্বাদ তোমারে।

২১ হে! তোমারলাক যাক এলা ভোগ ধরচে, ভগবানের আশুর্বাদে তৃপ্তি করি খাবেন। হে! তোমরা যায় এলা কান্দির ধরচেন, ভগবানের আশুর্বাদে, আনন্দের হাসি হাসিবেন।

২২ মোর শিষ্য হবার জইন্যে মানষি তোমাক ঘিন করিবে, সমাজ থাকি বাইর করি দিবে, নিন্দা করিবে, তোমার নাম মুখত আনিবার চাবে না। এইটা হইচে তোমার আশুর্বাদ।

২৩ খুশি হন, আনন্দে নাচো! ক্যেনেনা স্বর্গত তোমার বাদে একটা বড় পুরুস্কার থোয়া হইচে। মনে করেন যে, পুরানা কালের

মানষিলা ভগবানের ভাববাদীলার নগত একে নাকান ব্যবহার করিচে।

২৪ কিন্তুক ধিক্কার দ্যেং ধনী মানষিলাক, ক্যেনেনা তোমারলার যতকোনা সুখ পাওয়ার, অতকোনা সউগে পাইচেন।

২৫ ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক, যায় যায় মনের হাউসে প্যেট ভরেয়া খাবার ধরচেন, তোমরালা এক দিন হাইখাই করিবেন। ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক, যায় যায় হাসিবার ধরচেন, তোমরালা এক দিন শোকের কান্দন কান্দিবেন।

২৬ ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক, য্যেলা সউগ মানষি তোমার গুণগান করে, ক্যেনেনা এই মানষিলার চৌদ্দ গুষ্টি একে নাকান করি ভন্ড ভাববাদীলার গুণগান করিচিলেক।

২৭ "কি রে, তোমরা যায় যায় শুনির নাগচেন! মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, তোমার শত্রুলাক পিরিত কর। যায় যায় তোমাক ঘিন খায়, উমারলার বাদে ভাল কাম কর।

২৮ যায় তোমাক শাও দেয়, উমাক আশুর্বাদ করো। আর যায় তোমার নগত বেয়া ব্যবহার করে, উমার বাদে প্রার্থনা কর।

২৯ কাঙো যদি তোমার এক গালত চওড়ায়, তাইলে অইন্য গালটাও আগে দেও। কাঙো যদি তোমার গিলাপখান নিয়া নেয় তাইলে উয়াক তোমার জামাটাও দিয়া দেও।

৩০ তোমারটে কাঙো কোন জিনিস চাইলে দেন, আর যদি কাঙো কোন কিছু জিনিস নিয়া না দেয়, তাইলে ফিরিয়া আর চান

না।

৩১ তোমরা মানষিরটে থাকি যেই নাকান ভাল ব্যবহার আশা করেন, তোমরাও মানষির নগত সেই নাকান ব্যবহার করেন।

৩২ “যায় তোমাক পিরিত করে, তোমরা যদি খালি ঐ নাকান মানষিক পিরিত করেন, তাইলে তোমারটে কি আশুর্বাদ আসিবে? ঐ নাকানের পিরিত তো পাপী মানষিলাও করে।

৩৩ যায় তোমার উপকার করে, তোমরা যদি খালি ঐ নাকানের মানষিক উপকার করেন, তাইলে ভগবান কি তোমারলাক সাবাস দিবে? ঐ নাকান তো পাপীলাও করে।

৩৪ যায় টাকা শোধ করিবার পায়, যদি খালি উমাকে টাকা ধার দেন, ইয়াতে তোমারটে কি আশুর্বাদ আসিবে? এই নাকান করি পাপীলাও পাপীলাক ধার দেয়, যাতে আরো ফিরি পায়।

৩৫ “কিন্তুক তোমরা তোমার শত্রুলাকও পিরিত কর, উমারলারও উপকার কর। মানষিলা টাকা শোধ করির পাবে কি পাবে না, এইটা চিন্তা না করিয়া উমাক ধার দেন। তাইলে তোমারলাক মহাপুরুস্কার দেওয়া হইবে। আর তোমরা পরমপ্রভুর ছাওয়া হইবেন, ক্যেনেনা ভগবান অধম পাপীকো দয়া করে।

৩৬ তোমার স্বর্গের বাপ যেই নাকান দয়ালু, তোমরালাও ঐ নাকান দয়ালু হন।”

৩৭ “পরার বিচার করেন না, তাইলে তোমরাও বিচারত পরিবেন না। পরার দোষ দেখেন না, তাইলে তোমারও দোষ ধরা হইবে না।

অপরক ক্ষমা কর, তাইলে তোমাকো ক্ষমা করা হইবে।

৩৮ অপরক দান করো, তাইলে তোমারলাকও ভগবান দান করিবে। তোমারলাক বেশী করি উথুলি পড়ার নাকান করি মাপিয়া কোলাত দেওয়া হইবে। ক্যেনেনা তোমরা যেই নাকান করি মাপি দিবেন, ঐ নাকান করি তোমারলাকও মাপি দিবে।”

৩৯ যীশু উমারলাক গল্প দিয়া কইলেক, “এক জন কানা অইন্য আরেক জন কানাক ঘাটা দেখের পারে কি? দুইজনে কি খালত পড়ি যাবে না?

৪০ এক জন শিষ্য উয়ার গুরুর থাকি বড় হবার পারে না। কিন্তুক য্যেলা সাধন সিদ্ধি লাভ করে, স্যেলা উয়ায় উয়ার গুরুর নাকান হয়।

৪১ তোর ভাইয়ের চোখুত খোচা আছে এইটায় দেখিবার ধরচিস, কিন্তুক তোর নিজের চোখুত তো একটা গছের ডুম আছে, আর ঐটার সমন্ধে ভাবিস না ক্যেনে?

৪২ নিজের চোখুর গছের ডুম যদি দেখির না পাইস, তাইলে তুই ভাইয়োক ক্যেংকরি কবু, ‘ভাই আয়, তোর চোখু হাতে খোচা খান নিকিলিয়া দেং।’ ভন্ড কোটেকার? পইলা তোর নিজের চোখু থাকি গছের ডুমটা নিকলাও! পাছত ভাল করি দেখিয়া ভাইয়ের চোখু থাকি খোচাখান নিকিলি দিবার পাবু।

৪৩ “ভাল গছত বেয়া ফল ধরে না। আর বেয়া গছত ভাল ফল ধরে না। ফল দেখিয়া সউগ গছ চেনা যায়।

৪৪ খুরিয়া কাটাত ডুমুর ফল হয় না, আর কাটা ঝোপ থাকি আংগুর ফলে না।

৪৫ সেই নাকান ভাল মানষির অন্তর থাকি ভাল চিন্তা ভাবনা বাইরায়। বেয়া মানষির অন্তর থাকি বেয়া চিন্তা ভাবনা বাইরায়। মানষির অন্তরত যেইলা চিন্তা ভাবনা ভরা থাকে, সেইলা চিন্তা ভাবনায় মুখ দিয়া বিরিয়া আইসে।”

৪৬ “তোমরা মোক ‘হে গুরু, হে গুরু’ করি ড্যেকান, কিন্তুক মুই যেইলা করির কং সেইলা করেন না ক্যেনে?

৪৭ এক জন যদি মোর বগলত আসিয়া মোর শিক্ষার মতন চলে, তাইলে উয়াক কার নগত তুলনা করিম?

৪৮ উয়ায় এই ধরনের এক জন ঘর বানা মিস্ত্রির নাকান, যায় একটা ঘর বানের বাদে মাটির নিচাত খাল খুড়িয়া শক্ত করি ভিটি বানাইলেক। আর নদীর বানা আসিয়া ঘরত ধাক্কা মারিলেও ঘরটাক নড়েবার পাইলেক না। ক্যেনেনা ঘরটা ভাল করি বানা হইচে।

৪৯ কিন্তুক যায় মোর কতা শুনিয়া পালন করে না, উয়ায় এই ধরনের ঘর বানা মিস্ত্রির নাকান, যায় ভিটি ছাড়া ঘর বানাইলেক। আর বানার জলের ঢেউ আসিয়া ঐ ঘরটাক ধাক্কা মারিয়া ঘরটাক স্যেলায় স্যেলায় ভাঙিয়া সর্বনাশ করিলেক।”

৭ যীশু শিক্ষা দেওয়া শ্যেষ করিয়া কফরনাহূম গঞ্জত গেইলেক।

[২] ওটেকোনা আছিলেক এক জন রোমের সেনাপতি। উয়ার এক চাকর অসুখোত মরি যাবার নাকান হইচে। কিন্তুক এই চাকরটা সেনাপতির খুব আদরের আছিলেক।

[৩] য্যেলা এই সেনাপতি যীশুর কতা শুনিলেক, স্যেলা উয়ায় কয়েক জন মানিগুনী যিহূদী নেতাক যীশুর ওটেকোনা প্যেঠেয়া দিলেক, যাতে যীশু আসিয়া আধামরা চাকরটাক ভাল করি দেয়।

[৪] এই মানিগুনী মানষিলা যীশুর বগলত যায়া খুব কাউলা-কাউলি করি কবার নাগিলেক, "রোমের এই সেনাপতি তোমার সাহায্য পাবার যোগ্য।

[৫] ক্যেনেনা উয়ায় হামার জাতির মানষিলাক খুব ভাল পায় বুলিয়া, হামার বাদে একটা উপাসনা ঘর বানেয়া দিচে।"

[৬] যীশু এই মানষিলার সাথত সেনাপতির বাড়ি যাবার নাগিলেক। কিন্তুক বাড়িটা আর বেশী দূরত নাই, এই নাকান সমায় সেনাপতি উয়ার সখালাক দিয়া খবর প্যেঠেয়া এই কতাটা উমারলাক কবার কইলেক, "হে গুরু! আর কষ্ট করেন না, ক্যেনেনা তোমরা মোর বাড়িত সোন্দান, ইয়ার মুই যোগ্য না হং।

[৭] এই বাদে মুই তোমার ওটেকোনা নিজে যাবার উপযুক্ত মনে করং নাই। তোমরা খালি মুখ দিয়া এইটে হাতে কয়া দেও। ইয়াতে মোর চাকরটা ভাল হয়া যাবে।

[৮] ক্যেনেনা মুইও তো কাঙোরো অধীনে কাম করং, আর সেনালাও মোর অধীনে কাম করে। আর মুই কাঙোকো যদি কং,

তুই যা, স্যেলা উয়ায় যায়, যদি কং তুই আয়, তা হইলে উয়ায় আইসে। আর মোর চাকরক যদি মুই কং, তুই এই কামটা করেক, স্যেলা উয়ায় সেইটায় করে।”

৯ যীশু য্যেলা এই কতা শুনিলেক স্যেলা কি হইলেক, উয়ায় অচানক হইলেক! আর যেইলা ভিড়ের মানষি উয়ার পাছে পাছে আসিবার ধরচে, উমারলার ভিতি ঘুরিয়া কইলেক, “মুই তোমারলাক কবার নাগচুং, ইজ্রায়েলী মানষিলার মইদ্ধোত এত বড় বিশ্বাস মুই কোন দিনও দেখির পাং নাই।”

১০ সেনাপতিটা যেইলা মানষিক যীশুরটে প্যেঠাইচে, উমরালা বাড়ি ঘুরি আসিয়া দেখির পাইলেক, চাকরটা ভাল হয়া গেইচে!

১১ কিছু দিন পাছত, যীশু নায়িন নামের গঞ্জত গেইলেক, আর উয়ার নগত শিষ্যলা আর অইন্য ম্যেলা মানষি ভিড় করি সাথে সাথে যাবার নাগচে।

১২ এমন সমায় য্যেলা গঞ্জের বগলা বগলি আসিয়া পৌছাইলেক, স্যেলা কয়েক জন মানষি একটা মরা চ্যেংড়াক নিয়া যাবার দেখিলেক। যেই চ্যেংড়াটা মরি গেইচে, উয়ায় এক বিধুয়া বেটিছাওয়ার এক মাত্র বেটা। মরা চ্যেংড়ার সাথত গঞ্জের মানষি ভিড় করি যাবার ধরচে।

১৩ বিধুয়া বেটিছাওয়াটাক দেখিয়া গুরুর খুব মায়া হইলেক, আর কইলেক, “তুই আর না কান্দিস।”

[১৪] তার পাছত যীশু আগপাকে যায়া মরার মৈর্চলি খান নারিলেক, আর যায় যায় মরার মৈর্চলি খান নিয়া যাবার ধরচে, উমরা খাড়া হইলেক। যীশু স্যেলা কইলেক, “কি রে গাবুর চ্যেংড়া! মুই তোক কবার নাগচুং, তুই ওঠেক।”

[১৫] স্যেলা কি হইলেক? মরা চ্যেংড়াটা উঠি বসিয়া কতা কবার নাগিলেক, আর যীশু চ্যেংড়াটাক উয়ার মাক ফিরি দিলেক।

[১৬] এই দেখিয়া সগায় ভয় খায়া ভগবানের মহিমার গুণগান করির নাগিলেক। উমরা আরো কবার নাগিলেক, “ভগবান উয়ার মানষিলাক দেখা দিবার বাদে, হামার মইদ্ধোত এক জন মহান ভাববাদীক প্যেঠে দিচে। আজি হামরা ভগবানের কাম দেখির পাইলুং।”

[১৭] এই ঘটনার কতা গোটায় যিহূদীয়া প্রদেশের চাইরো পাকের সউগ অঞ্চলত ছড়িয়া পড়িলেক।

[১৮-১৯] যীশুর সউগ ঘটনার কতা দীক্ষাদাতা যোহনের শিষ্যলা যোহনক যায়া জানাইলেক। স্যেলা এই কতা পুছিবার বাদে যোহন উয়ার দুই জন শিষ্যক ড্যেকেয়া গুরুরটে প্যেঠেয়া দিলেক, “যায় আসিবার কতা আছে তোমরায় কি সেই বাছাই করা রাজা? না হামরা অইন্য কারো বাদে বাচ্চে রমো?”

[২০] উমরা যীশুরটে আসিয়া কইলেক, “দীক্ষাদাতা যোহন হামাক পুছিবার বাদে তোমারটে প্যেঠাইচে। যার আসিবার কতা আছে

তোমরায় কি সেই বাছাই করা রাজা? না হামরা অইন্য কারো বাদে বাচ্চে রমো?”

২১ ঐ সমায় যীশু ম্যেলা মানষিক নানা নাকান রোগ ব্যাধির জ্বালা-যন্তনা থাকি ভাল করিলেক। মানষিলার ভিতিরা থাকি অপদেবতালাকো খ্যেদাইলেক, আর ম্যেলা কানা মানষিক দেখিবার ক্ষমতা ফিরি দিলেক।

২২ এইলা করিয়া যীশু যোহনের শিষ্য দুইজনাক কইলেক, “তোমরা যেইলা দেখিলেন আর শুনিলেন, সেইলায় যায়া যোহনক কন। কানা মানষি দেখির পাবার নাগচে, খোড়া মানষি হাটির পাবার নাগচে, কুষ্ঠ রুগী শুদ্ধি হয়া ভাল হবার নাগচে, টসা শুনির ধরচে, মরা মানষি বত্তি উঠির ধরচে, আর গরীব মানষিলারটে ভাল খবর প্রচার করা হবার নাগচে।

২৩ মোক মানি নিবার বাদে যায় বাধা মনে না করে, ভগবান উয়াক আশুর্বাদ করিবে।”

২৪ যোহনের শিষ্যলা যাবার পাছত, যীশু ভিরের মানষিলাক যোহনের বিষয়ে পুছিলেক, “তোমরা নিধুয়া পাথারত কি দেখির গেইচেন? নেলফ্যেলা একটা বেত গছ হাওয়াতে ঢুলিবার ধরচে এইটা কি?

২৫ নাঃ! তা না হইলে কি দেখির গেইচেন? খুব ভাল দামী জামা-কাপড় পেন্দা একটা বেটাছাওয়াক? যায় যায় ভাল জামা-কাপড়

পেন্দে, আরামে জীবন যাপন করে, উমরা তো রাজবাড়িত থাকে, নিধুয়া পাথারত থাকে না।

২৬ তোমরায় কন, কি দেখিবার গেইচেন? এক জন ভগবানের ভাববাদীক? হ্যে এইটা ঠিক! তোমরা যাক দেখিচেন উয়ায় এক জন ভগবানের ভাববাদীর চায়াও মহান।

২৭ যোহনে সেই মানষিটা যার সমন্ধে পবিত্র সনাতন শাস্ত্ররত নেখা আছে, দেখ, তোর আইসার আগত মোর খবরিয়াক প্যেঠাইচুং, খবরিয়াটা মানষিলার মনের ঘাটা বানাবে।

২৮ "মুই তোমাক কবার নাগচুং, কোন বেটিছাওয়ার গর্ভত জন্ম নেওয়া, সউগ মানষির মইদ্ধে যোহনের চায়া বড় আর কাঙো নাই। তাঙো কোন মানষি ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানিলে, যদিও উয়ায় সউগ চায়া ছোট, উয়ায় তো যোহনের চায়া মহান।"

২৯ যায় যায় যীশুর প্রচার শুনিবার ধরলেক, উমরা যোহনের দীক্ষা নিচে। এই দীক্ষা নিয়া উমরা সগায় মানিলেক যে ভগবান ভাল, ন্যায়, নিষ্ঠাবান। এমন কি অসাধু মাসুল আদায়কারীলাও এইটা মানিলেক।

৩০ কিন্তুক ফরীশী ধর্মগুরু আর পন্ডিত মানষিলা, দীক্ষাদাতা যোহনের দীক্ষা মানি না নেওয়াতে উমারলার জীবনের বাদে ভগবানের যে ইচ্ছা, সেইটা অস্বীকার করিলেক।

৩১ যীশু কইলেক, "এই কালের মানষিলাক কিসের সাথত তুলনা করিম? উমরা কি পছন্দ করে?

৩২ এই কালের ছাওয়ার নাকান করি হাটত বসিয়া এক জন অইন্য জনাক চিকিরিয়া কয়, তোমার বাদে হামরা বিয়ার বাঁশী বাজাইলোং কিন্তুক তোমরা নাচিলেন না, হামরা শোকের গান গাইলোং, কিন্তুক তোমরা কান্দিলেন না!

৩৩ "দীক্ষাদাতা যোহন আসিয়া উপাস থাকিলেক, রুটি, আংগুরের রস খাইলেক না, আর তোমরা কইলেন, 'উয়াক অপদেবতা ধরচে।'

৩৪ আর এলা বাছাই করা মানষিটা খাবার খায়, এই বাদে তোমরা কন, 'উয়ায় পেটুক, মদারু। আর সমাজ থাকি বাইর করি দেওয়া মাসুল আদায়কারী, পাপী মানষিলা হইলেক উয়ার বন্ধু।'

৩৫ কিন্তুক যাক ভগবানের জ্ঞান দিয়া চালনা করি নেওয়া হয়, উয়ায় জীবন দিয়া প্রমাণ করে যে, ঐ জ্ঞান খাটি।"

৩৬ এক দিন এক জন ফরীশী ধর্মগুরু, যীশুক বাড়িত খাবার বাদে নিমন্তন করিলেক। যীশু উয়ার বাড়িত যায়া খাবার বসিলেক।

৩৭ ঐ গেরামত এক জন বেয়া চরিত্রের বেটিছাওয়া আছিলেক। উয়ায় শুনির পাইলেক, "যীশু ফরীশী ধর্মগুরুর বাড়িত নিমন্তন খাবার আসিচে।" এইটা শুনিয়া উয়ায় একটা সাদা শিলের বানা শিশিত দামী আতর আনিলেক,

৩৮ আর বাড়ির ভিতিরাত সোন্দেয়া হাংকুড়া পাড়ি যীশুর ঠ্যেংয়ত পরিয়া কান্দিবার নাগিলেক, কান্দিতে কান্দিতে যীশুর

ঠ্যেং চোখুর জল দিয়া ধুইয়া, চুলি দিয়া মুছি দিবার নাগিলেক। তার পাছত ঠ্যেংয়ত চুমা দিয়া আতর নাগে দিলেক।

৩৯ যেই ফরীশী ধর্মগুরুটা নিমন্ত্রন করিচে, উয়ায় এই দেখিয়া মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক, "যীশু যদি ভগবানের এক জন ভাববাদী হইলেক হয়, তাইলে জানির পাইলেক হয়, উয়ার ঠ্যেং যায় নাড়িচে ইয়ায় কি নাকানের বেটিছাওয়া, ইয়ায় তো পাপী!"

৪০ যীশু স্যেলা ফরীশীটাক কইলেক, "শিমোন মুই তোক কিছু কতা কবার চাং।" শিমোন কইলেক, "হে গুরু কন! মোক তোমরা কি কবেন।"

৪১ যীশু কইলেক, "দুই জন মানষি একটা মহাজনেরটে কিছু টাকা ধার নিলেক। এক জন ধার নিলেক পাঁচশো দিনের মজুরীর টাকা, অইন্য জন নিলেক পঞ্চাশ দিনের মজুরীর টাকা।

৪২ পাছত উমার দেনা শোধ করার সাধ্য নাই। এই দেখিয়া মহাজন দুইজনারে দেনা মুকুব করি দিলেক। ইমার দুই জনের মইদ্ধে কায় বেশী মহাজনক মায়া করিবে?"

৪৩ শিমোন কইলেক, "মোর মনে হয় যার বেশী দেনার টাকা মাপ করা হইচে, তায়ে।" যীশু কইলেক, "তুই ঠিকেই কইচিস।"

৪৪ তার পাছত যীশু বেটিছাওয়াটার ভিতি ঘুরিয়া শিমোনক কইলেক, "তুই এই বেটিছাওয়াটাক দেখিছিস? যেলা মুই তোর বাড়ি আসলুং, স্যেলা তুই ঠ্যেং ধুবার বাদে জল পর্যন্ত দিলু না।

কিন্তুক উয়ায় উয়ার চোখুর জল দিয়া মোর ঠ্যেং ধুইয়া দিলেক, আর চুলি দিয়া ঠ্যেং মুছিয়া দিলেক।

৪৫ তুই মোক সন্মান দেখেবার বাদে চুমা খালু না, এমন কি বরণ করি নিলু না! কিন্তুক মুই য্যেলা হাতে আসচুং স্যেলা হাতে উয়ায় আদর করির বাদে মোর ঠ্যেংয়ত চুমা খাবার চায়।

৪৬ হামার রীতি-নীতি অনুসারে মাথাত জলপই ত্যেল দিয়া বরণও করিলু না। কিন্তুক উয়ায় দেহাত নাগেবার বাদে ভাল গন্ধের আতর আনিয়া মোর ঠ্যেংয়ত মাখিয়া বরণ করিচে।

৪৭ এই বাদে মুই তোমাক কবার ধরচুং, উয়ায় মোক বেশী পিরিত করিচে বুলিয়া বুঝা যায় যে, উয়ার ম্যেলা পাপ হইলেও, সউগ পাপ ক্ষমা করা হইলেক। কিন্তুক যার অল্প পাপ ক্ষমা করা হইচে, ঐ মানষিটা মোক অল্প পিরিত করে।”

৪৮ স্যেলা যীশু বেটিছাওয়াটাক কইলেক, “তোর পাপ ক্ষমা করা হইল।”

৪৯ ফির উয়ার সাথত যায় যায় খাবার বসিচে, উমরা মনে মনে কবার নাগিলেক, “ইয়ায় কায়, যে পাপও ক্ষমা করি দেয়?”

৫০ স্যেলা যীশু বেটিছাওয়াটাক কইলেক, “মাই, বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া তুই পাপ থাকি মুক্তি পাচিস। যা! শান্তিতে চলি যা।”

৮ ইয়ার পাছত যীশু ভগবানের শাসন ব্যবস্থার ভাল খবর শোনেবার বাদে গেরামে-গেরামে গঞ্জে ঘুরিয়া প্রচার করির ধরলেক। উয়ার সাথত আছিলেক ঐ বারো জন খবরিয়া আর কয়জন বেটিছাওয়া। ঐ বেটিছাওয়ালা কয়েক জন এই নাকান, যায় নানা নাকান অসুখ থাকি ভাল হইচে বা অপদেবতার কবল থাকি মুক্তি পাইচে। ইমারলার মইদ্ধোত আছিলেক মগ্দলিনী মরিয়ম (উয়ার ভিতিরা থাকি যীশু সাতটা অপদেবতাক খ্যেদাইচে)

৩ আর রাজা হেরোদের কর্মচারী কূষের বনুস যোহানা, আর শোশন্না, আরো ম্যেলা বেটিছাওয়াও আছিলেক। যীশু আর উয়ার শিষ্যলার সেবা, যতন করির বাদে, ঐ বেটিছাওয়ালা নিজের টাকা-পাইসা ধন-সম্পত্তি থাকি খরচ করির ধরছিলেক।

৪ এক দিন যীশুর বাইক্য শুনির বাদে দলে দলে নানান গঞ্জ থাকি মানষি আসিয়া জড়ো হবার নাগিলেক। যীশু স্যেলা গল্পের নাকান করি উমাক উপদেশ দিলেক।

৫ "শোন! এক জন চাষা ভুইয়োত বিচন ছিটিবার গেইলেক। আর বিচন ছিটাইতে ছিটাইতে কতলা বিচন ঘাটার বগলত পড়িলেক, কিন্তুক এইলা বিচন মানষি ঠ্যেং দিয়া খচিলেক, আর পখিও খায়া নিলেক।

৬ আরো কতলা বিচন পড়িলেক শিলবাড়ির ভুইয়োত, আর গাজেয়া উঠিলেক। কিন্তুক রস না থাকার বাদে রৌদের ঝালাত

বিচনলা ঝেমরি গেইলেক।

৭ আরো কতলা বিচন পড়িলেক কাটা ঝোপের মাঝত, আর কাটা ঝোপ বড় হয়া ঐলাক চিপি ধরলেক।

৮ আরো কতলা বিচন পড়িলেক ভাল ভুইয়োত, আর সেইলা বড় হয়া একশ গুন বেশী ফসল হইলেক।" গল্পের শ্যেষত যীশু জোরে জোরে কইলেক, "যার শুনিবার কান আছে উয়ায় শুনুক।"

৯ শিষ্যলা যীশুক কইলেক, "এই গল্পটার মানে কি?"

১০ যীশু উত্তর দিলেক, "ভগবানের শাসন ব্যবস্থার গোপন তত্ত্বর বিষয়লা তোমাক জানে দেওয়া হইলেক। কিন্তুক অইন্য মানষিলাক গল্প দিয়া কওয়া হয়। ইয়াতে, উমরা দেখিবে কিন্তুক ভাব বুঝির পাবে না, শুনিবে কিন্তুক মানে বুঝির পাবে না।

১১ "ইয়ার মানে এই নাকান, যে, বিচন হইলেক ভগবানের বাইক্য।

১২ বিচনলা যে ঘাটার বগলত পড়িচে মানে যেইলা মানষি ভগবানের বাইক্য শোনে, কিন্তুক শোনার পাছত শয়তান-অসুরটা উমার অন্তর হাতে সেই বাইক্য উকুরি ফ্যেলায়, যাতে উমরা বিশ্বাস না করিয়া উদ্ধার পায় না।

১৩ যেইলা বিচন শিলবাড়ির ভুইয়োত পড়িচে, তার মানে এই নাকান মানষিক বুঝায় যে, বাইক্য শুনতে কালে আনন্দে মানি নেয়। কিন্তুক উয়ার শিপা মাটির বেশী তলত না যাবার বাদে অল্প দিন বিশ্বাস রয়। শয়তানের পরীক্ষা আসিলে পাছত পড়ি রয়।

[১৪] কাটাঝোপত বিচন পড়া মানে যেই মানষিটা বাইক্য শোনে কিন্তুক সংসারের চিন্তা ভাবনায়, ধন সম্পত্তির সুখ ভোগের লোভ লালসাত পড়ি বিশ্বাস হারে ফ্যেলায়। এই নাকান মানষির জীবনত ভগবানের বাইক্যের কোন পাকা ফল দেখা দেয় না।

[১৫] ভাল ভুইয়োত বিচন পড়া মানে সৎ সরল মানষি বুঝাইচে, যায় ভগবানের বাইক্য শুনিয়া মন-পরান দিয়া পালন করিয়া শক্ত করি ধরি রয়। উয়ার জীবনত ভগবানের বাইক্যের ভাল ফল দেখা দেয়।”

[১৬] “কাঙো গচা জ্বলেয়া ডেলি দিয়া ঢাকি থোয় না, বা চাংরার তলত থোয় না। মানষিটা গচা জ্বলেয়া ঠগার উপরাত থোয়, যাতে ঘরের ভিতিরা সোন্দেয়া মানষিলা আলো দেখির পায়।

[১৭] এই নাকান নুকি থোয়া কোন কিছুই নাই যে নিকলা হইবে না। আরো এমন কিছুই গোপন নাই যে জানা যাবে না।

[১৮] এই বাদে মোর কতা মন দিয়া শোন! ভগবানের শাসন ব্যবস্থার বিষয় যার বুঝিবার মন আছে, উয়াক আরো বুঝির দেওয়া হইবে। কিন্তুক যার বুঝিবার মন নাই, উয়ার মন থাকি ভগবানের বাইক্যের সউগ কিছু কাড়ি-কুড়ি নেওয়া হইবে।”

[১৯] এক দিন যীশুর মাও আর উয়ার ভাইলা যীশুর নগত দেখা করির আসিলেক। কিন্তুক ভিড়ের বাদে যীশুরটে যাবার পারিলেক না।

২০ একটা মানষি স্যেলা যীশুক কইলেক, “তোমার মাও আর তোমার ভাইলা তোমার সাথত দেখা করির বাদে বায়রাত খাড়া হয়া আছে।”

২১ যীশু স্যেলা উত্তর দিলেক, “উমরায় মোর মাও, উমরায় মোর ভাই, যায় ভগবানের বাইক্য শুনিয়া পালন করে।”

২২ এক দিন যীশু উয়ার শিষ্যলাক নিয়া একখান নাওয়োত উঠিয়া কইলেক, “চলো হামরা সাগরের ওপার যাই।” আর উমরা যাবার নাগিলেক।

২৩ নাও যাইতে যাইতে যীশু নাওয়োতে নিন গেইলেক। ঠিক সেই সমায় সাগরত অচানক একটা হুড়কা উঠিলেক, আর নাও সাগরের ঢেউয়ের জলত ভরতি হবার নাগিলেক। ইয়াতে উমরা খুব বিপদত পড়িলেক।

২৪ স্যেলা শিষ্যলা যীশুক জাগেয়া কইলেক, “গুরু! গুরু! হামরা যে ডুবি যাবার নাগচি।” যীশু উঠিয়া হুড়কার বাতাসক আর সাগরের জলের ঢেউওক ধমক দিয়া কইলেক, “নিঝুম হঃ!” আর কইতে কালে সউগ কিছু নিঝুম হয়া ঝিত হয়া গেইলেক।

২৫ স্যেলা যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “তোমারলার বিশ্বাস কোটে?” কিন্তুক উমরালা ভগবানের প্রতি ভক্তিতে আকুল হয়া ভয় খায়া আরো অচানক হয়া গেইলেক। উমরালা নিজের মানষিলার মইদ্ধোত কওয়া-কয়ি করির নাগিলেক, “আরেঃ, ইনায়

কায়? হুড়কার বাতাস আর জলের ঢেউওকও ইয়ায় হুকুম দেয়, আর সেইলা উয়ার কতা শোনে!”

২৬ ইয়ার পাছত যীশু আর শিষ্যলা গালীল সাগরের অইন্য পারত, গেরাসেনী অঞ্চলত পৌছিলেক।

২৭ যীশু নাও থাকি নামিতে কালে ঐ অঞ্চলের গঞ্জের একটা অপদেবতা ধরা মানষি যীশুর বগলত আসিলেক। উয়ায় ম্যেলা দিন থাকি বাড়িত রয় না, সমাধির জাগাত রয়। উয়ায় কাপড় পিন্দে না।

২৮-২৯ এই অপদেবতাটা বার বার মানষিটাক পিচাশের নাকান করি ধরছিলেক। যদিও সেই সমায় উয়াক পাহারা দিয়া শিকোল বেড়ি নাগেয়া ঠ্যেং হাত বান্দিয়া থোয়, তাঙো উয়ায় ঐলা ছিড়ি ফ্যেলায়। অপদেবতাটা উয়াক বশ করি নিধুয়া পাথারত খ্যেদেয়া নিয়া যাবার ধরছিলেক। কিন্তুক মানষিটা যীশুক দেখিয়া আগ পাকে হাংকুড়া পাড়ি মাটিত পড়িয়া জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হ্যে বাহে, মহান ভগবানের বেটা যীশু, তুই কি চাইস মোরটে? মুই ভিক্ষা চাং মোক জ্বালা যাতনা দিবু না।” মানষিটা ক্যেনে এই নাকান কইলেক, ক্যেনেনা যীশু মানষিটার ভিতিরা থাকি অপদেবতাক নিকিলি যাবার হুকুম দিলেক।

৩০ যীশু স্যেলা উয়াক পুছিলেক, “তোর নাম কি?” উয়ায় কইলেক, “শতপতি।” ক্যেনেনা এই মানষিটার ভিতিরাত হাজারে হাজারে অপদেবতা সোন্দেয়া আছিলেক।

[৩১] এই অপদেবতালা বারে বারে কাউলা-কাউলি করি যীশুক কবার নাগিলেক, “হামাক রসার তলে যাবার হুকুম দেন না!”

[৩২] সেই সমায় পাহাড়ের বগলোত খুব বড় একটা শুয়োরের পাল চরের ধরচে। অপদেবতালা কাউলিয়া যীশুক কইলেক, “হামাক ঐ শুয়োরের পালত সোন্দের অনুমতি দেও।” যীশু অপদেবতালার কতাত রাজি হইতে কালে,

[৩৩] অপদেবতালা মানষিটার ভিতিরা হাতে নিকলিয়া শুয়োরলার ভিতিরাত সোন্দাইলেক। এই বাদে শুয়োরের পাল পাহাড়ের বগল থাকি জোরে দৌড়ি যায়া সাগরের জলত পড়িয়া ডুবি মরিলেক।

[৩৪] এই ঘটনা দেখিয়া, যায় যায় শুয়োর চরের ধরচে, উমরা ভয়ে দৌড়ি পালেয়া বগলা বগলি গেরাম গঞ্জের মানষিলাক খবর দিলেক।

[৩৫] স্যেলা কি ঘটনা হইচে এইটা দেখির বাদে মানষিলা আসিলেক। উমরা যীশুর ওটে আসিয়া দেখিলেক, ঐ মানষিটাক যার ভিতিরা থাকি অপদেবতালা নিকিলি গেইচে, উয়ায় ভাল হয়া কাপড় পিন্দি চুপ করি যীশুর ঠ্যেংএর বগলত বসি আছে। এই দেখিয়া ভিরের সউগ মানষিলা ভয় খাইলেক।

[৩৬] যায় যায় এই ঘটনা দেখিচে উমরাও অইন্য মানষিলাক এই ঘটনাটা কবার ধরচে, কি নাকান করি অপদেবতা ধরা মানষিটা ভাল হইলেক।

৩৭-৩৯ স্যেলা যীশুক গেরাসেনী অঞ্চলের সউগ মানষিলা খুব ভয় খায়া কাউলা-কাটি করি কবার নাগিলেক, যাতে যীশু উমার গেরাম ছাড়ি চলি যায়। ঐ মানষিটা যার ভিতিরা হাতে অপদেবতালা বাইর হয়া গেইচে, উয়ায় যীশুর সাথত যাবার বাদে কাউলা-কাউলি করির নাগিলেক। যীশু উয়াক প্যেঠে দিয়া কইলেক, "তুই বাড়ি ফিরি যা। ভগবান তোর বাদে কত বড় কাম করিচে, তুই যায়া সগাকে এইলা কঃ"। এই কতা কয়া যীশু অইন্য পারত নাওত ফিরি গেইলেক। মানষিটা স্যেলা চলি গেইলেক, আর উয়ার জীবনের বাদে যীশু যেইলা অচানক কাম করিচে, সেইলা গঞ্জের সগাকে কয়া প্রচার করির নাগিলেক।

৪০ যীশু য্যেলা সাগরের ঐ পার হাতে এই পারত ফিরি আসিলেক, স্যেলা ম্যেলা মানষি খুশি মনে মানি নিলেক। ক্যেনেনা উমরা উয়ার ফিরি আইসার বাদে বাচ্চে আছিলেক। উমরা খুব জয় ধ্বনি দিয়া যীশুক অভিনন্দন জানাইলেক।

৪১-৪২ ঠিক ঐ সমায় যায়ীর নামে একটা মানষি ওটেকোনা আসিলেক। উয়ায় উপাসনা ঘরের প্রধান দেওয়ানী। উয়ার এক মাত্র ছাওয়া বারো বছরের বেটি মরণ কালের শ্যেষ দশাত পরিয়া আছে। এই বাদে যীশুর ঠ্যেংএর বগলত হাংকুড়া পাড়ি কাউলা-কাউলি করির নাগচে, "হে বাহে যীশু! মোর বাড়ি চল!" যীশু য্যেলা যায়ীরের বাড়ি যাবার ধরচে, স্যেলা চাইরো পাকে ভিরের মানষিলা হুড়াহুড়ি করি পরির নাগচে।

৪৩ ওটেকোনা ভিড়ের মইদ্ধোত একটা বেটিছাওয়া আছিলেক, উয়ায় বারো বছর হাতে অক্ত স্রাব অসুখে ভুগিবার ধরচে। উয়ার সারা জীবনের কামাইয়ের টাকা-পাইসা, ডাক্তার, কবিরাজের পাছত খরচ করিয়াও অসুখ ভাল হয় নাই।

৪৪ এই বেটিছাওয়াটা পাছপাকে আসিয়া চুপ করি যীশুর গিলাপের আচলের কিনারটা নাড়িলেক। আর নাড়িতে কালে কি হইলেক? উয়ার অক্ত স্রাব বন্ধ হয়া গেইলেক।

৪৫ যীশু স্যেলা পুছিলেক, “কায় মোক নাড়িলেক?” ভিড়ের মানষিলা সগায় অস্বীকার করলেক। পিতরও কইলেক, “হে গুরু তোমরা দেখির নাগচেন, তোমার চাইরো পাকে ভিড়ের মানষিলা ঠেলা ঠেলি করি তোমার উপরাত পরিবার নাগচে।”

৪৬ যীশু কইলেক, “মুই জানং কাঙো মোক নাড়িচে, ক্যেনেনা মুই বুঝির পারলুং অসুখ ভাল করার শক্তি মোরটে থাকি নিকলিচে।”

৪৭ স্যেলা বেটিছাওয়াটা ভাবিলেক যে, এই ঘটনাটা আর নুকি থোয়া যাবে না। বেটিছাওয়াটা স্যেলা থরথরে কাপিতে কাপিতে যীশুর আগ পাকে হাংকুড়া পাড়ি সগারে আগত কবার নাগিলেক, “মুই নাড়িচোং আর এলা মোর অসুখ ভাল হয়া গেইচে।”

৪৮ যীশু কইলেক, “মাই, তুই বিশ্বাস করিচিস দেখি ভাল হয়া গেইচিস। যা, শান্তিতে চলি যা।”

[49] যীশু স্যেলাও বেটিছাওয়াটার সাথত কতা কবার ধরচে, এই নাকান সমায় উপাসনা ঘরের দেওয়ানী যায়ীরের বাড়ি হাতে একটা মানষি আসিয়া কইলেক, “তোমার বেটি এই সংসারের মায়া ছাড়ি চলি গেইচে, গুরুক আর কষ্ট দিয়া লাভ নাই।”

[50] যীশু এই কতা শুনিয়া উপাসনা ঘরের দেওয়ানীটাক কইলেক, “ভয় না খাইস! খালি মোর প্রতি বিশ্বাস করেক, উয়ায় ভাল হয়া যাবেই।”

[51] য্যেলা উমরা যায়ীরের বাড়ি পৌছিলেক, স্যেলা যীশু চেংড়িটার বাপ, মাও আর পিতর, যাকব, আর যোহন ছাড়া কাঙোকে ঘরের ভিতিরা সোন্দের দিলেক না।

[52] শোকে ভরা মানষি দিয়া বাড়িটা ভরতি হয়া গেইচে। যীশু কইলেক, “কিসের এত শোকের কান্দন! উয়ায় তো মরে নাই, উয়ায় তো নিন যাবার ধরচে।”

[53] এই কতা শুনিয়া সগায় যীশুক ঠাট্টা টিটকারি করির নাগিলেক, ক্যেনেনা উমরা জানে চেংড়িটা মরি গেইচে।

[54] যীশু চেংড়িটার হাত ধরিয়া কইলেক, “মাই ওঠেক।”

[55] এই কতা কইতে কালে চেংড়িটার জিউটা ফিরি আসিলেক, আর স্যেলায় স্যেলায় উঠিয়া বসিলেক। যীশু চেংড়িটাক খাবার দিবার বাদে উমাক আদেশ দিলেক।

[56] উয়ার বাপ-মাও খুব অচানক হইলেক, কিন্তুক যীশু এই ঘটনাটা কাঙোকে কবার না দিলেক।

৯ এক দিন যীশু উয়ার বারো জন খবরিয়াক ড্যেকেয়া তামান অপদেবতালাক খ্যেদেবার আর অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করিবার ক্ষমতা আরো অধিকার দিলেক।

২ তার পাছত উমাক, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা প্রচার করিবার আর অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করির বাদে প্যেঠাইলেক।

৩ যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "তোমরা ঘাটা চলার সমায় নাটি, ঝোলা, খাবার, টাকা-পাইসা আর পিন্দিবার বাদে অইন্য জামা-কাপড় কোন কিছুই নেন না।

৪ গেরামের যেই বাড়িত সোন্দাবেন, ঐ গেরামটা না ছাড়া পর্যন্ত ঐটে থাকেন।

৫ যদি মানষিলা তোমাক মানি না নেয়, অইন্যরটে যাবার সমায় তোমার ঠ্যেংএর ধূলা ঝাড়ি ফ্যেলান, উমার বিরুদ্ধে সাক্ষী হিসাবে। ইয়াতে উমরা জানির পাবে ভগবানের গোসা উমার উপরাত আছে।"

৬ শিষ্যলা উমার যাত্রা শুরু করিলেক, উমরা গেরামে গেরামে চাইরো পাকে যায়া ভগবানের ভাল খবর প্রচার করির নাগিলেক, আরো অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করির নাগিলেক।

৭ যীশু যেইলা করির নাগলেক, সেইলা শাসনকর্তা হেরোদ শুনিয়া ব্যাকুল হয়া গেইলেক। কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক

দীক্ষাদাতা যোহন বত্তি উঠিচে। হেরোদ কিন্তুক কিছুই বুঝির পারিলেক না।

৮ কাঙো বা কবার নাগিলেক আগের কালের ভগবানের ভাববাদী এলিয়—উয়াক দেখা গেইচে। আরো কবার নাগিলেক আগের কালের অইন্য এক জন ভগবানের ভাববাদী মরণ থাকি বত্তি উঠিচে।

৯ হেরোদ কইলেক, “মুই তো যোহনের মাথা কাটিয়া ফ্যেলাইচুং। তাইলে যার বিষয়ে মানষিলা এত অচানক কতা কবার ধরচে উয়ায় কায়?” হেরোদ যীশুক দেখিবার বাদে আকুল হইলেক।

১০ যীশুর অধিকার দেওয়া খবরিয়ালা ফিরি আসিয়া, কি কি কাম করিচে সউগে যীশুক কইলেক। যীশু উমারলাক বৈৎসৈদা গেরামের একটা নির্জন জাগাত নিয়া গেইলেক।

১১ কিন্তুক ভিড়ের মানষিলা জানির পায়া উমারলার পাছে পাছে যাবার ধরলেক। যীশু স্যেলা মানষিলাক গ্রহন করিয়া ভগবানের শাসন ব্যবস্থার বিষয়ে শিক্ষা দিলেক। আর যে অসুকিয়া মানষিলার ভাল হবার দরকার আছিলেক উমারলাক ভাল করিলেক।

১২ য্যেলা বেলা ডোবং ডোবং হইলেক, স্যেলা বারো জন শিষ্য আসিয়া যীশুক কইলেক, “হামরা এলা যে জাগাখানত আছি, এইখান হইলেক নিধুয়া পাথার, এলায় মানষিলাক বিদায় কর,

যাতে উমরা বগলা বগলি গেরামত যায়া নিজের থাকির জাগা আর খাবার জোগার করির পায়।”

১৩-১৪ যীশু কইলেক, “তোমরায় উমারলাক খাবার দেও!” ওটেকোনা পেরায় পাঁচ হাজার বেটাছাওয়া আছিলেক। এই বাদে শিষ্যলা উত্তর দিলেক, “এইটা অসম্ভব! হামারটে মাত্র পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ আছে। তাছাড়া আর কিছুই নাই। তোমরা কি চান যে হামরা এই মানষিলার বাদে খাবার কিনি আনি?” স্যেলা যীশু শিষ্যলাক কইলেক, “উমারলাক সারি সারি পঞ্চাশ জন করি এক একদলে বসে দেও।”

১৫ শিষ্যলা ঐ নাকানে করিয়া, সগাকে বসেয়া দিলেক।

১৬ যীশু পাঁচখান রুটি আর দুইটা মাছ হাতত নিয়া, স্বর্গের ভিতি চায়া দেখিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক। পাছত মানষিলাক খাবার দিবার বাদে, রুটি ছিড়ি ছিড়ি শিষ্যলার হাতত দিলেক।

১৭ সগায় শান্তি করি প্যেট ভরে খাইলেক, বাকি যেইলা পড়ি রইলেক ঐলা একটে জড়ো করি আরো বারো ডেলি হইলেক।

১৮ এক দিন যীশু য্যেলা একলায় প্রার্থনা করির ধরচে, স্যেলা খালি শিষ্যলায় উয়ার সাথত আছিলেক। যীশু উমারলাক পুছিলেক, “মুই কায়, মোর সমন্ধে মানষিলা কি কয়?”

১৯ উমরালা কইলেক, “কাঙো কাঙো কয় দীক্ষাদাতা যোহন, কাঙো কাঙো কয় এলিয়, আরো অইন্য কাঙো কাঙো কয় তিনপুরানি ভগবানের ভাববাদীর মইদ্ধোত কাঙো বত্তি উঠিচে।”

২০ যীশু উমারলাক পুছিলেক, “কিন্তুক তোমরা মোর সমন্ধে কি কন, মুই কায়?” পিতর উত্তর দিলেক, “তোমরা হইলেন ভগবানের সেই বাছাই করা রাজা।”

২১ যীশু শিষ্যলাক সাবধান করি দিয়া কইলেক, “এই কতাটা কাঙোকে না কন।

২২ মোক খুব দুঃখ-কষ্ট সহ্য করির নাগিবে। যিহূদী নেতালা, প্রধান বামনলা আরো পন্ডিত মানষিলা মোর বিরুধিতা করিবে, উমরা মোক গ্রাহ্য করিবে না। তুচ্ছ মনে করি মারি ফ্যেলাইবে। কিন্তুক তিন দিনের দিন মোক মরণক জয় করি বত্তি উঠির নাগিবে।”

২৩ ইয়ার পাছত যীশু সগাকে কইলেক, “যদি কাঙো মোর শিষ্য হবার চান, তাইলে নিজের ইচ্ছা আর সুবিধা ছাড়ির নাগিবে। প্রতিদিন ক্রুশের বোঝা তুলি নিয়া মোর পাছে পাছে আসির নাগিবে।

২৪ ক্যেনেনা যায় ইহকালের জীবন রক্ষা করির চায় উয়ায় পরকালের জীবন হারাবে। আর যায় মোর বাদে ইহকালের জীবন হারেবার চায় উয়ায় পরকালের জীবন রক্ষা পাবে।

২৫ যদি কোন মানষি গোটায় দুনিয়াটাক জয় করে, কিন্তুক নিজের জীবন হারে ফ্যেলায়, তাইলে লাভ কি?

২৬ মোক নিয়া শরম না খান! মোর শিক্ষালাও নিয়া শরম না খান! যদি খান, তাইলে যেই দিন মুই নিজের মহিমা আর স্বর্গের

বাপ আর পবিত্র স্বর্গের দূতলার মহিমা নিয়া বিচার করির ফিরি আসিম, সেই দিন মুইও তোমারলাক শরম খাইম।

[২৭] কিন্তুক মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং, এটেকোনা এমন কয়জন মানষি আছে, যায় যায় ভগবানের শাসন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত মরিবে না।”

[২৮] এই কতালা কবার আট দিন পাছত, যীশু প্রার্থনা করির বাদে, পিতর, যাকব আর যোহনক নিয়া পাহাড়ত চড়িলেক।

[২৯] যীশু যেলা প্রার্থনা করির ধরচে, স্যেলা উয়ার মুখের চেহারা পালটি গেইলেক, আর উয়ার কাপড় চোপড় একেবারে সাদা ধপ-ধপা হয়া ঝল-মল করির নাগিলেক।

[৩০-৩১] অচমকায় দুই জন মানষি উয়ার সাথত কতা কবার ধরিলেক। উমরা স্বর্গীয় মহিমায় দেখা দিলেক। সেই দুই জন হইলেক মহাপুরুষ মোশি আর ভগবানের ভাববাদী এলিয়। উমরা ভগবানের পরিকল্পনা মত যিরূশালেমোত যীশুর ক্যেংকরি মরণ হইবে, এই নিয়া কওয়া-কয়ি করিবার ধরচে।

[৩২] স্যেলায় পিতর আর উয়ার সঙ্গী সাথীলা ঘোর নিন্দোত আছিলেক। উমরা চেতন পায়া দেখিলেক যে, যীশুর মহিমা, বেলার নাকান ঝল-মল করির নাগচে, আরো উয়ার বগলোত দুই জন মানষি খাড়া হয়া আছে।

[৩৩] পাছত যেলায় মোশি আর এলিয় যীশুর বগল হাতে যাবার ধরচে স্যেলায়, পিতর যীশুক কইলেক, “গুরু, ভালে হইচে যে

হামরা এটেকোনা আছি। হামরা তিনটা তাম্বু বানাই, একটা তোমার বাদে, একটা মহাপুরুষ মোশির, আর একটা এলিয়র বাদে।” কিন্তুক পিতর কি কবার ধরচে সেইটা ভাবিয়া কূল কিনারা পাইলেক না।

৩৪ পিতর য্যেলা এইলা কতা কবার ধরছিলেক, স্যেলায় একখান ম্যেঘ ওটেকোনা আসিয়া উমারলাক ঢাকি নিলেক। আর উমরালা সেই ম্যেঘের মইদ্ধোত ঢাকা পড়াতে শিষ্যলা খুব ভয় খাইলেক।

৩৫ আর ঐ ম্যেঘ থাকি একটা আওয়াজ শোনা গেইলেক, “ইয়ায় মোর বেটা, মোর বাছাই করা মনের এক জন। তোমরা ইয়ার কতা শোন।”

৩৬ আওয়াজ বন্ধ হয়া যীশু একলায় উমার সাথত আছে। শিষ্যলা যেইলা ঘটনা দেখিলেক, সেইলা ম্যেলা দিন কাঙোকে কয় নাই।

৩৭ পরের দিন যীশু আর উয়ার শিষ্যলা য্যেলা পাহাড় থাকি নামি আসিলেক, স্যেলা ম্যেলা মানষি যীশুর সাথত দেখা করিলেক।

৩৮ আর এই ভিরের মানষিলার মইদ্ধোত একটা মানষি খুব জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হে গুরু মুই হাত জোড় করি কং মোর বেটাটাক দেখ, ইয়ায় মোর এক মাত্র ছাওয়া।

৩৯ উয়াক একটা অপদেবতা ধরচে, স্যেলা উয়ায় অচমকায় চিকিরিয়া ওঠে। অপদেবতাটা স্যেলা উয়াক মোচরে, আছড়ে ফ্যেলে দিয়া, উয়ার মুখ দিয়া ফ্যেপনা বাইর করি দিয়া, টট্টরা নাগেয়া খুব কষ্ট দিয়া ছাড়ি দেয়।

৪০ মুই তোমার শিষ্যলাক কাউলা কাউলি করিয়া কইলুং, এই অপদেবতাটাক খ্যেদেয়া দেও। কিন্তুক উমরা পাইলেক না।”

৪১ যীশু স্যেলা কইলেক, “অবিশ্বাসীর গুষ্টি! ছলুয়া মানষিলা! মুই ধৈর্য ধরি কত কাল তোমার সাথত থাকিম? তোর বেটাক এটেকোনা আনেক।”

৪২ চ্যেংড়াটাক য্যেলা আনির ধরচে, স্যেলা অপদেবতাটা চ্যেংড়াটাক মাটিত আছড়েয়া মোচড়ে ধরিলেক। যীশু অপদেবতাটাক ধমক দিয়া চ্যেংড়াটাক ভাল করিয়া উয়ার বাপক ফিরি দিলেক।

৪৩ ভগবান যে কত মহান আর উয়ার শক্তি দেখিয়া সগায় অচানক হইলেক। যীশুর এই কাম দেখিয়া সগায় অচানক হয়া ভাবিবার নাগিলেক। স্যেলা যীশু নিজের শিষ্যলাক কইলেক,

৪৪ “মোর কতা মন দিয়া শোন, আর ফম থোন, বাছাই করা মানষিটাক মানষির হাতোত ধরে দেওয়া হইবে।”

৪৫ কিন্তুক যীশুর এই কতার মানে শিষ্যলা বুঝির পারিলেক না। ক্যেনেনা ভগবান উমারটে কতালা গোপন থুইচে যাতে উমরা

বুঝির না পারে। শিষ্যলা যীশুক এই কতাটার মানে কি, পুছিবার ভয় খাইলেক।

৪৬ এক দিন শিষ্যলার মইদ্ধোত কায় বড়, এই নিয়া নিয়াই করির ধরচে।

৪৭ যীশু উমার মনের চিন্তা ভাবনা বুঝির পায়া, একটা ছোট ছাওয়াক নিজের বগলোত খাড়া করিলেক।

৪৮ তার পাছত উমারলাক কইলেক, “যায় ইয়াক গ্রহন করে, উয়ায় মোকে গ্রহন করে। আর যায় মোক গ্রহন করে উয়ায় ভগবানক গ্রহন করে। তোমারলার মইদ্ধোত যায় সগারে চায়া ছোটো তায় সগারে চায়া বড়।”

৪৯ যোহন কইলেক, “গুরু তোমারে নামে একটা মানষিক অপদেবতা খ্যেদেবার দেখিচি, উয়ায় হামার সঙ্গী-সাথী না হয়, এই বাদে উয়াক বাদা করি দিচি।”

৫০ যীশু কইলেক, “বাদা করেন না, ক্যেনেনা যায় তোমার বিপক্ষে নোয়ায়, উয়ায় তোমার পক্ষে আছে।”

৫১ এদিয়া যীশুর স্বর্গত যাবার সমায় হয়া আসিয়া উয়ায় যিরূশালেমত যাবার মন থির করিলেক।

৫২ যাবার সমায় শমরীয় মানষিলার একটা গেরামত ঢুকিবে বুলিয়া ঐ গেরামত সউগ কিছু ব্যবস্থা করির বাদে উয়ার আগত খবরিয়ালাক প্যেঠাইলেক।

৫৩ কিন্তুক যীশু যিরূশালেম যাবার ধরচে বুলিয়া ওই গেরামের মানষিলা উয়াক মানি নিলেক না।

৫৪ এই খবরটা যীশুর শিষ্য যাকব আর যোহন জানিয়া কইলেক, “হে প্রভু, তোমরা কি চান যে, উমারলাক ছোবা দিবার বাদে স্বর্গ হাতে অগুন নামেয়া আনিমু?”

৫৫ যীশু কিন্তুক উমারলার ভিতি ঘুরি দেখিয়া ধমক দিলেক।

৫৬ স্যেলা অইন্য গেরামত চলি গেইলেক।

৫৭ উমরা ঘাটা দিয়া যাবার ধরচে, স্যেলায় এক জন মানষি যীশুক কইলেক, “তোমরা যেটেকোনা যাবেন মুইও তোমার পাছে পাছে যাইম।”

৫৮ যীশু মানষিটাক কইলেক, “শিয়ালের খাল আছে, পখিরও ভাসা আছে, কিন্তুক মোর মাথা থুবার জাগা নাই।”

৫৯ যীশু অইন্য একটা মানষিক শিষ্য হবার কইলেক, কিন্তুক ঐ মানষি উয়ার বাপের সদগতি আর কাম-কিরিয়া না করা পর্যন্ত দেরি করির চায়।

৬০ যীশু স্যেলা কইলেক, “যায় অমৃত জীবন পায় নাই, উমাক মরণের চিন্তা করির দেও। কিন্তুক তোর কর্তব্য হইলেক ভগবানের শাসন ব্যবস্থার ভাল খবর প্রচার করা।”

৬১ আরেক জন আরো কইলেক, “গুরু, মুই তোমার শিষ্য হইম। কিন্তুক মোর বাড়ির থাকি বিদায় নিয়া আসির দেও।”

৬২ যীশু উয়াক কইলেক, “যায় নাঙলের মুঠি ধরিয়া পাঁচিলা পাকে দেখিয়া রয়, উয়ায় ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত থাকিবার উপযুক্ত নোয়ায়।”

১০ ইয়ার পাছত প্রভু আরো সত্তর জন শিষ্যক প্রচার করির বাদে বাছাই করিলেক। উয়ায় নিজে যেইলা গেরাম-গঞ্জ যাবে ঠিক করিচে, সেইলা জাগাত দুই জন দুই জন করি শিষ্য প্যেঠেয়া দিলেক।

২ যীশু উমাক কইলেক যে, “ক্ষ্যেতের ম্যেলা ফসল পাকি গেইচে, কিন্তুক ফসল কাটির কামলা কম। এই বাদে ক্ষ্যেতের মালিকেরটে প্রার্থনা কর, যাতে উয়ায় ফসল কাটির বাদে আরো কামলা প্যেঠেয়া দেয়।

৩ এলা যাও! ফম থোন য্যেনে, তোমারলাক মুই নেকড়ে বাঘেরটে ভেড়ার নাকান করি প্যেঠের ধরচুং।

৪ তোমার সাথত টাকা-পাইসা, ঝোলা, জুতা জোড়া না নেন। আর ঘাটা দিয়া যাবার সমায় অকাজের কতা কয়া সমায় নষ্ট করেন না।

৫ তোমরা যে বাড়িত সোন্দাবেন, সোন্দাইতে কালে ঐ বাড়ির মানষিলাক কন, ‘তোমার বাড়িত শান্তি হউক।’

৬ যদি উমরালা শান্তি পাবার যোগ্য হয়, তাইলে শান্তি পাবে, না হইলে তোমার শান্তি তোমারটে ফিরি আসিবে।

৭ যে্যলা কোন গেরামত যাবেন, যেই বাড়িত সোন্দাবেন ঐ বাড়িত রন। উমরা যেইলা খাবার দিবে ঐলায় খান, ক্যেনেনা যায় কাম করে উয়ায় হাজিরা পাবার যোগ্য। এই বাড়ি ঐ বাড়ি করি না বেড়ান।

৮ "যদি তোমরা কোন গঞ্জত যান আর ওটেকার মানষিলা খুশি হয়া তোমাক মানি নেয়, তাইলে মানষিলা যেইলা খাবার দিবে ঐলায় খান।

৯ ঐ গঞ্জের অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করেন, আর উমারলাক কন যে 'ভগবানের শাসন ব্যবস্থা বগলত আসিচে।'

১০ যদি তোমরা কোন গঞ্জত যান আর ওটেকার মানষিলা তোমাক মানি না নেয়, তাইলে ঐ গঞ্জের ঘাটা দিয়া বেড়েয়া এই নাকান কন যে,

১১ 'তোমাক ছাড়ি দিয়া হামরা এই চিন দিবার নাগচি, তোমারলার গঞ্জের যে ধূলা হামার ঠ্যেংয়ত নাগিচে, ঐলাও হামরা ঠ্যেং থাকি ঝাড়ি ফ্যেলাইলুং। কিন্তুক এই কতাটা ফম করেন যে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা বগলত আসিচে।'

১২ মুই তোমাক কবার ধরচুং বিচারের দিনত, এই গঞ্জের মানষিলার চায়া সদোম গঞ্জের মানষিলা যে বেয়া, উমার অবস্থা ভাল হইবে।"

১৩ "ধিক্কার দ্যেং কোরাসীন আর বৈৎসৈদা গঞ্জের ধর্মীয় মানষিলাক! যেইলা মহাশক্তির অচানক কাম তোমারলার বাদে

করচুং, ঐলা যদি সোর আর সীদোন গঞ্জের বিধর্মীয় মানষির বাদে করা হইলেক হয়, তাইলে ম্যেলা দিন আগত উমরা পাপ থাকি মন পস্তেয়া কপালত ছাই মাখিয়া চটের কাপড় পিন্দিলেক হয়।

১৪ হ্যে, এইটা সচাং! বিচারের দিনত সোর আর সীদোন গঞ্জের বিধর্মীয় মানষিলার চায়া তোমারলার বেশী সাজা হইবে!

১৫ ও বাহে! কফরনাহূমের মানষিলা তোমারলাক কি কইম? তোমরা স্বর্গের মহান হবার চান, কোন দিনও হবার পাবেন না। তোমারলাক নরকত ফ্যেলে দেওয়া হইবে।”

১৬ যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “যায় তোমাক মানি নেয়, উয়ায় মোকও মানি নেয়। আর যায় তোমাক মানি না নেয়, উয়ায় মোকও মানি না নেয়। ভগবান মোক প্যেঠাইচে বুলিয়া যায় মোক মানি না নেয় উয়ায় ভগবানক মানি না নেয়।”

১৭ স্যেলা সত্তর জন শিষ্য আনন্দে ঘুরি আসিয়া যীশুক কইলেক, “হে গুরু, তোমার নাম নিলে অপদেবতালাও হামার বশ হয়া যায়।”

১৮ যীশু উমাক কইলেক, “মুই শয়তান-অসুরক দ্যাওয়া হাতে ঝিলিকের নাকান করি পড়ির দেখিলুং।

১৯ শোন! মুই তোমারলাক সাপ আর বিষ কাকড়াক দেং দিয়া ডল্লেবার ক্ষমতা দিচুং আর তোমার শত্রু শয়তানের সউগ শক্তির

উপরাত জয় করিবার ক্ষমতাও দিচুং। কোন কিছুই তোমারলার ক্ষতি করির পাবে না।

[২০] অপদেবতালা তোমার বশ হয়া গেইচে বুলিয়া তোমরা আনন্দ করেন না, বরং স্বর্গত তোমার নাম নেখা হইচে, এই বাদে তোমরা আনন্দ কর।”

[২১] ঠিক ঐ সমায় যীশু পবিত্র আত্মাত আনন্দে ভরি যায়া কইলেক, “হে মোর স্বর্গের বাপ, স্বর্গ আর দুনিয়ার মালিক, মুই তোক সাবাসি দ্যেং, ক্যেনেনা তুই এইলা বিষয় জ্ঞানীগুনি মানষিলারটে নুকিয়া থুইয়া ছাওয়ার নাকান মানষিলারটে উদলি দিচিস। হে মোর স্বর্গের বাপ তোক ধন্যবাদ দ্যেং। ক্যেনেনা এইটায় তোক ভাল নাগিচে।

[২২] “মোর স্বর্গের বাপ মোক সউগ কিছুই দিচে। স্বর্গের বাপ ছাড়া কাঙোয় জানে না, বেটা কায়। আর বেটা ছাড়া কাঙো জানে না, বাপ কায়। খালি বেটাটার ইচ্ছাতে অইন্য কাঙোকে এইটা জানে দেওয়া যায়, বাপ কায়।”

[২৩-২৪] যীশু বারো জন শিষ্যর ভিতি ঘুরিয়া গোপনে কইলেক, “মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, তোমরা যেই ঘটনালা দেখির ধরচেন, তিনপুরানি ভগবানের ভাববাদীলা আর রাজালা দেখির ইচ্ছা করিয়াও দেখির পায় নাই, শুনির ইচ্ছা করিয়াও শুনির পায় নাই। এইলা ঘটনা তোমরা দেখির ধরচেন বুলিয়া তোমরায় ধন্য!”

২৫ এক দিন এক জন পন্ডিত মানষি যীশুরটে আসিয়া, উয়াক ফান্দোত ফ্যেলের বাদে পুছিলেক, “গুরু, অমৃত জীবন লাভ করির বাদে মোক কি করির নাগিবে?”

২৬ যীশু উয়াক কইলেক, “পবিত্র সনাতন শাস্ত্রত মোশির বিধানত কি নেখা আছে? তুই ঐলা পড়িয়া কি বুঝিস?”

২৭ মানষিটা উত্তর দিলেক, “তোর সউগ মন-পরান, গেয়ান, শক্তি সঁপে দিয়া পরম প্রভু ভগবানক পিরিত করেক। আর নিজের দেহাক যেই নাকান করি যতন করিয়া পিরিত করিস, ঐ নাকান করি তোর পাড়াপড়শিক পিরিত করেক।”

২৮ যীশু মানষিটাক কইলেক, “তোর কতা তো ঠিক। এই নাকান করিলে তুই অমৃত জীবন পাবু।”

২৯ এই পন্ডিত মানষিটা নিজক নির্দোষ দেখেবার বাদে যীশুক পুছিলেক, “কায় মোর পড়শি?”

৩০ যীশু একটা গল্পের উপমা দিয়া কইলেক, “এক জন যিহূদী মানষি যিরূশালেম থাকি যিরীহো গঞ্জ যাবার ধরচে, আর এই সমায় ডাকুর হাতত পড়িলেক। ডাকুলা এই মানষিটাক ডাঙা-মারি করিয়া পাইসা কড়ি, কাপড় খুলি নিয়া আধামরা করিয়া ঘাটার বগলোত ফ্যেলেয়া চলি গেইলেক।

৩১ সেই সমায় এক জন বামন ওই ঘাটা দিয়া যাবার ধরছিলেক, উয়ায় ওই মানষিটাক পড়ি থাকা অবস্থাত দেখিয়াও না দেখিবার ভান করি পাশ কাটেয়া চলি গেইলেক।

৩২ ঠিক একে নাকান করি মন্দিরের এক জন সহকারী ওই নাকান অবস্থা দেখিয়া উয়ায়ও পাশ কাটে চলি গেইলেক।

৩৩ কিন্তুক শমরীয় প্রদেশের অইন্য সম্প্রদায়ের একটা মানষি বগলোত আসি দেখিতে কালে উয়ার উপরা খুব মায়া হইলেক।

৩৪ উয়ায় মানষিটারটে যায়া উয়ার থেতলে যাওয়া জাগাখানের উপরা জলপই ত্যেল আর মদ দিয়া পট্টি বান্দি দিলেক। তার পাছত রুগীটাক নিজের গাধার পিটিত চড়েয়া একটা ডাড়িঘরত নিয়া যায়া উয়ার সেবা যতন করিবার নাগিলেক।

৩৫ তার পরের দিন শমরীয় মানষিটা দুই দিনের মজুরির টাকা ঐ ডাড়িঘরের মালিকটাক দিয়া কইলেক, 'ইয়াক দেখাশুনা করেন। আর যদি ইয়ার চায়াও বেশী খরচা হয়, তাইলে মুই আসিয়া শোধ করি দিম।'"

৩৬ শ্যেষত যীশু কইলেক, "এলা তোমরা কি মনে করেন? এই তিন জনের মাঝিলাত ডাকুর হাতত পড়া মানষিটার পাড়া-পড়শি কায়?"

৩৭ পন্ডিত মানষিটা উত্তর দিলেক, "যায় ওই মানষিটাক মায়া করিলেক তায়।" আর স্যেলা যীশু কইলেক, "যাও তোমরাও ওই নাকান কর।"

৩৮ ইয়ার পাছত যীশু আর উয়ার শিষ্যলা ঘাটা হাটতে হাটতে একটা গেরামত পৌছিলেক, ওই গেরামত মার্থা নামের একটা বেটিছাওয়া খুব খুশি হয়া উমাক বাড়িত জাগা দিলেক।

৩৯ মার্থার বইনি মরিয়ম, উয়ায় প্রভু যীশুরটে আসিয়া ঠ্যেংয়ের বগলোত বসিয়া উয়ার কতা শুনির নাগিলেক।

৪০ মার্থা কিন্তুক খাবারের জোগার করিবার বাদে খুব ব্যস্ত আছিলেক। এই বাদে মার্থা যীশুর বগলোত আসিয়া কইলেক, "হে গুরু! এইটা কি ঠিক হবার ধরচে? মুই একলায় সউগ কাজ কামাই করিবার ধরচুং, আর মোর বইনি বসিয়া আছে? উয়াক তোমরা কন যেনে উয়ায় আসিয়া মোক সাহায্য করে।"

৪১ স্যেলা যীশু মার্থাক আদর করিয়া কইলেক, "মার্থা, মার্থা, তুই ম্যেলা বিষয় নিয়া চিন্তা করি ঘাবড়েবার ধরচিস।

৪২ কিন্তুক একটায় মাত্র দরকারি বিষয় আছে। মরিয়ম সেই ভাল বিষয়টা বাছাই করিচে। ঐটা উয়ারটে থাকি নেওয়া হইবে না।"

১১ এক দিন যীশু এক জাগাত প্রার্থনা করির ধরচে। য্যেলা উয়ার প্রার্থনা করা শ্যেষ হইলেক, স্যেলা উয়ার এক জন শিষ্য আসিয়া কইলেক, "হে গুরু! দিক্ষাদাতা যোহন তো উয়ার শিষ্যলাক প্রার্থনা করা শিখাইচে, এলা তোমরাও হামাক প্রার্থনা করা শিখান।"

২ আর যীশু স্যেলা শিষ্যলাক কইলেক, "তোমরালা এই নাকান করি প্রার্থনা করেন, হে হামার স্বর্গের বাপ, তোমার পবিত্রতা মানুক, তোমার রাজ্য আসুক।

৩ প্রতি দিনের খোরাক হামাক প্রতি দিনে দেও।

৪ হামারলার পাপ ক্ষমা করি দেও, ক্যেনেনা হামার বিরুদ্ধে যায় অন্যায় করে, হামরাও উমাক ক্ষমা করচি। আর হামাক পরীক্ষাত পড়িবার না দিস।”

৫ যীশু ভাল করি বুঝি দিবার বাদে একটা উপমা দিয়া কইলেক, “ধরি নেও মইদ্ধো রাতি তোমার এক জন সখার বাড়ি যায়া কইলেন, ‘হে বাহে, মোক তিনখান রুটি হাওলাত দেও,

৬ মোর আর এক সখা ঘাটা দিয়া যাইতে যাইতে মোর এটেকোনা আইসচে, উয়াক খাবার দিবার মতন মোর কিছুই নাই।’

৭ “স্যেলা তোমার সখা ঘরের ভিতিরা হাতে কইলেক, ‘নাঃ রে ভাই, মোক আর কষ্ট না দিস, দুয়ার বন্ধ আছে, এলা মুই ছাওয়া ছোট নিয়া বিছনাত শুতিয়া আছং। এই বাদে মুই এলা তোক কোনয় দিবার পাইম না।’

৮ শুনেন! উয়ায় সখা হবার বাদে যদিও কোন কিছুই নাও দেয়, তবু তোমরা অনেকক্ষণ ধরি দুয়ারত খটখটেয়া কাউলা কাটি করির ধরচেন বুলিয়া উয়ায় উঠিয়া যা দরকার তা তোমাক দিবে।”

৯ “আর তারে বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, প্রার্থনা এই নাকানের হয়, চাইতে থাকিবেন স্যেলা তোমাক দেওয়া যাবে, চান্দাইতে থাকিবেন তোমরালা পাবেন, দুয়ার খটখটান তোমারলার বাদে দুয়ার খুলিয়া দেওয়া হইবে।

১০ ক্যেনেনা যায় চায় উয়াক দেওয়া হয়। যায় চান্দায় উয়ায় পায়, আর যায় দুয়ার খট খটায় উয়ার বাদে দুয়ার খোলে দেওয়া হয়।

১১ “হে ছাওয়ালার বাপলা! তোমার ছাওয়া মাছ চাইলে তোমরা উয়াক একটা সাপ দিবেন কি?

১২ বা, ছাওয়াটা একটা ডিমা চাইলে উয়াক বিষ কাকড়া দিবেন কি? নাঃ!

১৩ তোমরা বেয়া মানষি হয়াও তোমার ছাওয়ার বাদে ভাল ভাল জিনিস দেন। স্বর্গের বাপ তো দয়ালু, কাঙো উয়ারটে পবিত্র আত্মা চাইলে, নিশ্চয় দিবেই দিবে।”

১৪ এক দিন যীশু একটা মানষির ভিতিরা থাকি বোবা অপদেবতাক খ্যেদাইলেক। অপদেবতা ধরাতে মানষিটার জবান বন্ধ হয়া গেইচে। কিন্তুক অপদেবতাটা বিরি যাইতে কালে মানষিটা কতা কবার ধরিলেক, আর এই দেখিয়া ভিড়ের মানষিলা সগায় অচানক হইলেক।

১৫ কিন্তুক উমারলার মইদ্ধে কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, “উয়ায় যে অপদেবতালাক খ্যেদায় সেইটা হইলেক অপদেবতালার রাজা বেলসবূলের ক্ষমতা দিয়া!”

১৬ আর অইন্য মানষিলাও, যীশুর ক্ষমতা ভগবান হাতে কি না, সেইটা যাচাই করির বাদে স্বর্গ হাতে একটা চিন দেখির চাইলেক।

[১৭] যীশু উমারলার মনের কতা বুঝির পায়া কইলেক, "যেই রাজ্য ঝগড়া করি খন্ড খন্ড হয়া যুদা হয়, সেই রাজ্য ধ্বংস হয়। আরো কোন পরিবার যদি নিজের মইদ্ধোত ঝগড়া করে তাইলে উমরাও ধ্বংস হয়।

[১৮] তোমরালা কবার ধরচেন যে মুই বেলসবূল-অসুরের ক্ষমতা দিয়া অপদেবতালাক খ্যেদাং। কিন্তুক শয়তান-অসুর যদি নিজের শক্তি দিয়া নিজের বিরুদ্ধে নড়াই করে তাইলে উয়ার রাজ্য ক্যেমন করি টিকিবে?

[১৯] যদি শয়তান বেলসবূল-অসুরের শক্তি নিয়া মুই অপদেবতাক খ্যেদাং, তাইলে তোমার সাথীলা কোটে থাকি শক্তি পায়া অপদেবতাক খ্যেদায়? তোমরা ঠিক কতা কইচেন কি না তোমার সাথীলা সেইটা বিচার করিবে!

[২০] কিন্তুক এইটা মনে করেন যে, মুই যদি ভগবানের শক্তি নিয়া অপদেবতালাক খ্যেদাং তাইলে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা তোমার মইদ্ধোত শুরু হইচে।

[২১] "এক জন শক্তিশালী মানষি অস্ত্র-সস্ত্র নিয়া য্যেলা উয়ার বাড়ি পাহারা দেয়, স্যেলা উয়ার তামান কিছুই ঠিক ঠাক রয়।

[২২] কিন্তুক য্যেলা উয়ার চায়া কোন বলবান মানষি আইসে স্যেলা উয়াক নড়াই করি হারে দিয়া অস্ত্র সস্ত্র কাড়ি নেয়। তার পাছত সউগ কিছু কাড়ি কুড়ি নিয়া জিনিসলা ভাগ করি দেয়।

২৩ “তাইলে মুই জানিম, যে মানষি মোর পক্ষে না হয়, উয়ায় মোর বিরুদ্ধে। আর যায় মোর কামত ঢোকা না দেয়, উয়ায় মোর কামের বাধা দেয়।”

২৪ “কোন মানষির ভিতিরা থাকি অপদেবতাটা য্যেলা বিরিয়া যায়, স্যেলা সেই অপদেবতাটা জিরিবার বাদে কোন এক শুনশান জাগা চান্দায়। কিন্তুক জিরিবার জাগা না পায়া কয়, ‘মুই যেই মানষিরটে থাকি বিরিয়া গেইচোং, উয়ার ভিতিরাত আসি আরো সোন্দাইম।’

২৫ আর ফিরি আসিয়া দেখে যে, ঐ মানষির জীবন খুব ঝকঝকা আরো সাজা গোছা ঘরের নাকান আছে।

২৬ স্যেলা উয়ায় যায়া উয়ার চায়া বেয়া আরো সাতটা অপদেবতাটাক ড্যেকে নিয়া আসিয়া ঐ ঘরত সোন্দেয়া রয়। এই বাদে মানষিটার পইলা দশার চায়া শ্যেষ দশা আরো বেশী বেয়া হয়।”

২৭ যীশু য্যেলা এইলা কতা কবার ধরচে, স্যেলা ভিরের মইদ্ধো হাতে একটা বেটিছাওয়া জোরে চিকিরিয়া যীশুক কইলেক, “ধইন্য সেই মাও, যায় তোমাক গর্ভত ধারন করিচে, আর যার বুকের দুধ তোমরা খাইচেন।”

২৮ কিন্তুক যীশু কইলেক, “ইয়ার চায়াও উমরা ধইন্য যায় ভগবানের বাইক্য শুনিয়া পালন করে!”

২৯-৩০ যীশু উয়ার চাইরো পাকে জড়ো হওয়া ভিরের মানষিলাক কইলেক, “এই কালের মানষিলা কত পাজি! সউগ সমায় স্বর্গ হাতে প্রমাণ দেখেবার বাদে একটা চিন চান্দায়। শুনেন! যোনা নামে ঐ পুরানা দিনের ভাববাদী আছিলেক। ভগবানের বাইক্য প্রচার করির বাদে উয়ায় নীনবী গঞ্জের মানষিলারটে গেইলেক, আর উমারলার নজরত উয়ায় হইচে ভগবানের একটা চিন। যোনার নাকান মুই এই কালের মানষির নজরত একটা চিন। এই চিন ছাড়া আর কোন চিন দেখির পাইবেন না।

৩১ মনে করেন, ম্যেলা দিন আগত শিবা দেশের যে রাণী আছিলেক। শলোমন রাজার জ্ঞানের কতা শুনির বাদে দুনিয়ার শ্যেষ সীমনা থাকি এই রাণী যাত্রা করিলেক। কিন্তুক এলা তোমার এটেকোনা শলোমনের চায়াও এক জন মহান মানষি আছে। এই বাদে বিচারের দিনত শিবা দেশের রাণী উঠি আসিয়া এই কালের মানষিলার দোষ দেখেয়া দিবে।

৩২ নীনবী গঞ্জের মানষিলাও বিচারের দিনত উঠিয়া এই কালের মানষিলার দোষ দেখে দিবে। ক্যেনেনা উমরা যোনার প্রচার শুনি পাপ থাকি পস্তেয়া মন ফিরাইলেক। কিন্তুক এলা যোনার চায়াও এক জন মহান মানষি আছে।”

৩৩ “কাঙো বাতি জ্বলেয়া গোপন জাগাত থোয় না, বা ডেলি দিয়া ঢাকি থোয় না। ঠগার উপরাত থোয়, যাতে ঘরত সোন্দেয়া মানষিলা আলো দেখির পায়।

৩৪ তোমার চোখু হইলেক তোমার দেহার বাতি, চোখু ভাল হইলে গোটায় দেহা আলোত পরিপূর্ণ হইবে। কিন্তুক তোমার চোখু যদি বেয়া হয় তাইলে দেহা আন্ধারত পরিপূর্ণ হইবে।

৩৫ এই বাদে, তোমার মইদ্ধোত যেইটা আলো আছে, সেইটা আন্ধারের কি না, সাবধান হন!

৩৬ যদি তোমার ভিতিরাত পবিত্র আলো থাকে, খানিকো আন্ধার না থাকে, তাইলে গোটায় জীবন আলোময় হবে। যেই নাকান করি বাতির আলো তোমার উপরাত পড়ে, ঐ নাকান তোমার জীবন আলোময় হবে।”

৩৭ গুরুর এই কতা কওয়া শ্যেষ হইতে কালে, এক জন ফরীশী ধর্মগুরু উয়াক খাবার নিমন্তন দিলেক। স্যেলা যীশু বাড়ির ভিতিরাত যায়া খাবার বসিলেক।

৩৮ কিন্তুক ওই ফরীশী ধর্ম গুরুটা য্যেলা দেখিলেক যে, যীশু ধর্মের নিয়ম মতন খাবার আগত হাত ধুইলেক না স্যেলা উয়ায় এই দেখিয়া অচানক হইলেক।

৩৯ প্রভু উমারলাক কইলেক, “তোমরা থালি খুরির বাইরা খান পরিস্কার করেন। কিন্তুক তোমার মনের ভিতিরা খান, লোভ-নালসা আর বেয়া চিন্তা-ভাবনাত ভরপুর হয়া গেইচে।

৪০ মূর্খ কোটেকার! ভগবান তোমার কি খালি বাইরা খান বানাইচে, ভিতিরা খান বানায় নাই?

৪১ তোমার থালা বাটিত যেইলা আছে ঐলা গরীব মানষিক দান কর, তাইলে সউগে শুদ্ধি হয়া যাবে।

৪২ ছিঃ ধিক্কার দ্যেং ফরীশীলাক! ক্যেনেনা তোমার পুদিনা, তেজপাতা আরো সউগ নাকানের শাকের দশ ভাগের একভাগ ভগবানক সঁপে দিবার নিয়া আসির ধরচেন। কিন্তুক ন্যায়-বিচার আর ভগবানের প্রেম পিরিতি একেবারে ভুলি গেইচেন। আগেরলা পালন করার সাথে সাথে পরেরলাও পালন করা উচিত।

৪৩ "ছিঃ ফরীশীলা তোমাক ধিক্কার দ্যেং! তোমরালা উপাসনা ঘরের প্রধান আসনত বসিবার ভাল পান, আর হাট বাজারত সগায় তোমাক ভক্তি করুক এই নাকান চান।

৪৪ ফরীশীলা! তোমরালা চিন না দেওয়া সমাধির নাকান। যেই নাকান কোন মানষি না জানিয়া সমাধির উপর দিয়া হাটিয়া যায়, উমরা জানির পায় না যে, ছুয়া বাড়ির উপরা দিয়া হাটি যাবার ধরচে।"

৪৫ স্যেলা এক জন পন্ডিত মানষি যীশুক কইলেক, "হ্যে বাহে গুরু! তোমরা এই নাকান কতা কয়া হামারলাকও অপমান করির ধরচেন।"

৪৬ যীশু কইলেক, "হে পন্ডিতের ঘর, তোমারলাকও মুই ধিক্কার দ্যেং! তোমরা মানষির উপরা খুব ভারি বোঝা চাপেয়া দেন, কিন্তুক এই বোঝা উবিবার বাদে তোমরা নগুল নাগেয়াও সাহায্য করেন না।

৪৭ “ছিঃ ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক! এক পাকে তোমরালা ভগবানের ভাববাদীলার খুব সুন্দর সমাধি বানান, অইন্য পাকে এই ভাববাদীলাক তোমারে চৌদ্দ গুষ্টিলা খুন করিচে।

৪৮ চৌদ্দ গুষ্টিলা খুন করিয়া তোমরা সমাধি খুড়ির ধরচেন। ইয়াতে তোমরা সাক্ষী দিচেন যে তোমারলার বাপ ঠাকুর দাদা, যেইলা কাম করিচে, সেইলা তোমরা সঠিক বুলিয়া মানি নিবার ধরচেন।

৪৯ তোমারে বিষয় ভগবানের জ্ঞানে কইচে, ‘উমারলারটে মুই মোর ভাববাদী আর খবরিয়ালাক প্যেঠাইম। কিন্তুক উমরা কোন কোন ভাববাদীলাক খুন করিবে, কোন কোন ভাববাদীলাক অইত্যাচার করিবে।’

৫০ ইয়ার ফল হইলেক, এই দুনিয়া সিজ্জনের গোড়ার থাকি যতলা ভগবানের ভাববাদীলাক খুন করা হইচে, উমার খুনের দোষী এই কালের মানষিলা।

৫১ হ্যে মুই তোমাক কবার ধরচুং হেবেলের খুন থাকি আরম্ভ করিয়া ভাববাদী সখরিয়ক খুন করা পর্যন্ত (উয়াক ভগবানের বেদী আর মন্দিরের পবিত্র জাগার মইদ্ধোত মারি ফ্যেলা হইচে), এইলা তামান ভাববাদীর অক্তের দায়ী এই কালের মানষিলা।

৫২ “ছিঃ ধিক্কার দ্যেং পন্ডিত মানষিলাক! ক্যেনেনা ভগবানের জ্ঞান যেইটা, সেইটা তোমরা মানষিরটে থাকি নুকি থুবার ধরচেন।

তোমরা নিজেও ভগবানক জানেন না, আর অইন্য মানষিলাকও ভগবানোক জানিবার দেন না।”

৫৩-৫৪ উয়ায় যেৢলা সেই জাগাখান ছাড়িয়া চলি গেইলেক, স্যেলা পন্ডিত মানষিলা আর ফরীশী ধর্মগুরুলা যীশুর শত্রুয়ামি করির বাদে খুব উঠি-পড়ি নাগিলেক। নানা নাকান বিষয়ে প্রশ্ন পুছিয়া উয়াক কতার ফান্দোত ফ্যেলেবার বাদে বাচ্চে রবার নাগিলেক।

১২ ইয়ার মইদ্ধে যীশুর ওটেকোনা হাজারে হাজারে মানষি ভিড় করি আসির নাগিলেক। আর ভিড়ের মানষিলা ঠেলা ঠেলি করি এক জন আরেক জনের উপর পরির নাগিলেক। যীশু স্যেলা উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “ফরীশীলার ভন্ডামি শিক্ষা হাতে সাবধান থাকেন। এইলা শিক্ষার প্রভাব ছিল্লা-ছিল্লি হয়া যায় যেই নাকান করি খাবারের জিনিসত অল্প খানিক সোডা দিলে পুরা খাবারের স্বাদ বদলি যায়।

২ নুকি থোয়া তামানে নিকলা হইবে, গোপন সউগে জানে দেওয়া হইবে।

৩ তোমরা আন্ধারত যেইলা কতা কইলেন, সেইলা দিনের আলোত সউগে শোনা যাবে। তোমরা দুয়ার বন্ধ করিয়া ঘরত যেইলা ফুসুর ফাসার করি কইলেন, ঐলা সউগে বারান্দাত প্রচার করা হইবে।

৪ “শোন বন্ধু, যায় তোমার দেহাটাক ধ্বংস করি দিবার পারে, বেশী কিছু করির পারে না উয়াক ভয় না খান।

৫ কিন্তুক কাক ভয় খাবেন, সেইটা মুই জানে দেং। তোমাক মারি ফ্যালের পাছত নরকত প্যেঠেবার ক্ষমতা যার আছে, উয়াকে ভয় খান! হ্যে মুই কবার ধরচুং উয়াকে ভয় খান।

৬ পাঁচটা চোচ পখি খুব কম দামে বেচায় কি না? কিন্তুক ভগবান সেইলার একটারো ফম পাসুরি যায় না।

৭ তোমার মাথাত কতলা চুলি আছে সউগে ভগবানের গণতি করা আছে। কোন দিনও ভয় না খান। তোমরা তো ম্যেলা চোচ পখির চায়াও বেশী দামী।”

৮ “মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, যায় এই দুনিয়ার মানষিলার আগত মোক প্রভু বুলিয়া মানি নিবে, মুই বাছাই করা মানষিটা উয়াক ভগবানের পরম প্রভুর স্বর্গদূতলার আগত মানি নিয়া আদর করিম।

৯ কিন্তুক এই দুনিয়াত কাঙো যদি মোক মানষিলার আগত মানি না নেয়, তাইলে ভগবানের স্বর্গদূতলার আগত উমাকও মানি নেওয়া হইবে না।

১০ বাছাই করা মানষিটার বিরুদ্ধে কোন কতা কওয়া হইলে ক্ষমা করা হইবে, কিন্তুক পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে নিন্দা করিলে ক্ষমা করা হইবে না।

১১ “মানষিলা যে্যেলা তোমাক উপাসনা ঘরত নেতালা আর শাসনকর্তালারটে নিয়া যাবে, নিজের সমন্ধে কি কবার নাগিবে সেই বিষয়ে চিন্তা করেন না।

১২ কি কতা কবার নাগিবে পবিত্র আত্মা তোমাক কতা কইতে কালে শিখিয়া দিবে।”

১৩ এক দিন ভিড়ের মইদ্ধো থাকি একটা মানষি যীশুক কইলেক, “গুরু, বাবা যে সম্পত্তি হামার বাদে থুইয়া গেইচে, মোর ভাইয়োক কন সেইলা মোর সাথে ভাগা-ভাগী করি নিবার।”

১৪ যীশু মানষিটাক কইলেক, “বিচার করির আর তোমার সম্পত্তি ভাগ করি দিবার অধিকার মোক কায় দিচে?”

১৫ যীশু স্যেলা ভিড়ের মানষিলাক আরো কইলেক, “সাবধান! সউগ নাকানের লোভ থাকি নিজক দূরত থোন। ক্যেনেনা কারো ধন-সম্পত্তি উথলিয়া পড়িলেও, জীবনের আসল উদ্দেশ্য পূরণ হয় না।”

১৬ যীশু স্যেলা গল্পের উপমা দিয়া কইলেক, “এক জন ধনী মানষি আছিলেক। উয়ার ভুইয়োত খুব ভাল ফসল ফলছিলেক।

১৭ এই দেখিয়া উয়ায় মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক, ‘এলা মুই কি করিম? এত ফসল থুবার জাগা তো মোর নাই।

১৮ ঠিক আছে, এলা মুই একটা কাম করিম, মোর গোলাঘরলা ভাঙিয়া বড় বড় গোলাঘর বানাইম। আর সউগ ফসল আর ধন-সম্পত্তি মুই ওটেকোনা থুইম।

[১৯] পাছত মুই নিজক কইম বাঃ, ম্যেলা বছরের বাদে ম্যেলা ভাল জিনিস জমা করি থোয়া আছে। এলা খাওয়া-দাওয়া করি, আরাম আল্লাদ করি জীবন কাটাইম।'

[২০] "কিন্তুক ভগবান উয়াক কইলেক, 'কিরে ভোদাই কোটেকার! আজি রাতিতে তোক মরিবার নাগিবে। আর তুই যেইলা জমা করি থুচিস সেইলা কায় ভোগ করিবে?'"

[২১] গল্পের শ্যেষত যীশু কইলেক, "যায় নিজের বাদে জগতের ভাল ভাল সম্পত্তি জমা করে, কিন্তুক ভগবানের সাথত ভাল সম্পর্ক নাই, উয়ার অবস্থা ঐ নাকানের হইবে।"

[২২] ইয়ার পাছত যীশু শিষ্যলাক কইলেক, "এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, জিউ বত্তের বাদে কি খাবেন, আর দেহার বাদে কি পিন্দিবেন, এই নিয়া চিন্তা না করেন।

[২৩] ক্যেনেনা খাবার জিনিসের চায়া পরানটা দামী, কাপড় চোপড়ের চায়া দেহাটার গুরুত্ব বেশী।

[২৪] তোমরালা পখিলার ভিতি দেখ, উমরা বিচন ফ্যেলায় না, ফসলো কাটে না। আর গোলা ঘরও নাই। তাঙো ভগবান উমাক খাবার দেয়। এই পখিলার চায়া তোমরা তো কত বেশী দামী!

[২৫] তাইলে ভয়ে দুশ্চিন্তা করি কি কোন লাভ হয়? এই নাকান চিন্তা করি কাঙো কি নিজের আয়ু খানিক বাড়ের পাইচে, না!

[২৬] ঐ ছোট উদ্দেশ্যের বাদে দুশ্চিন্তা করিলেও কোন লাভ নাই, তাইলে অইন্য উদ্দেশ্যের বাদে দুশ্চিন্তা করিবেন ক্যেনে?

২৭ “জঙলের ফুললার কতা চিন্তা করি দেখ, উমরা ক্যেমন করি আপেনে আপেনে বড় হয়। কাম করে না, নিজের পিন্দিবার কাপড়ও বানায় না। তাঙো ফুললা শলোমন রাজার ভাল দামী কাপড় চোপড়ের তুলনায় ঐ ফুললার সৌন্দর্য অনেক বেশী।

২৮ ভগবান এই ঘাস ফুললাক, যেইলা আজি আছে কালি ঝেমরি যাবে, ভগবান এইলাক এত সুন্দর করি সাজায়। কি রে অল্প বিশ্বাসীর দল! এইটা নিশ্চয় যে, ভগবান তোমাক আরো বেশী সুন্দর করি সাজাবে।

২৯ কি খাবেন এইলা নিয়া দুশ্চিন্তা করেন না, অস্থির হন না।

৩০ এই দুনিয়ার যেইলা মানষি ভগবানক জানে না উমরা এইলা পাবার বাদে অস্থির হয়। কিন্তুক যায় স্বর্গের বাপ উয়ায় জানে তোমারলার কি কি দরকার!

৩১ পইলা তোমরা ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানিবার বাদে ব্যস্ত থাকো, তাইলে ভগবান সউগ দরকারি জিনিস তোমাক দিবে।”

৩২ রাখোয়াল যেই নাকান করি উয়ার ভেড়ার পালক মায়া করে, যীশু অবলা জীবের নগত তুলনা করি কইলেক, “হে মোর ভেড়ার ছোট দল তোমরা ভয় না খান, স্বর্গের বাপ আনন্দ করি তোমারলাক উয়ার শাসন ব্যবস্থাত থুইবে।

৩৩ তোমারটে যেইলা ধন-সম্পত্তি আছে, ঐলা বেচেয়া গরীবলাক দেও। এই নাকান করিলে স্বর্গত তোমার অক্ষয় ধন

জমা হইবে। ওটেকোনা চোরও আইসে না আর পোকাও টিকিবে না।

[৩৪] ক্যেনেনা যেটেকোনা তোমার ধন, ওটেকোনা তোমার মনও থাকিবে।”

[৩৫-৩৬] “তোমরা এই নাকান চাকরলার নাকান হন যে কমড়ত কাপড় বান্দিয়া গচা জ্বলেয়া কাজ করিবার তৈয়ার হয়া থাকেন। যেলা তোমার মালিক বিয়াও বাড়ি থাকি নিমন্তন খায়া আসিবে, স্যেলা দুয়ার খট খটাইতে কালে দুয়ার খুলি দিবেন।

[৩৭] যে চাকরলাক মালিক আসিয়া জাগনা দেখির পাবে, উমরালা ধইন্য। আর মুই তোমারলাক সচাং কবার ধরচুং যে, স্যেলা মালিক কমড়ত কাপড় বান্দিয়া ঐ চাকরলাক খাবার বসির কবে আর নিজে যতন করি খাবার দিবে।

[৩৮] আধা রাতি হউক, বা শ্যেষ রাতি যে কোন সমায় মালিক আসিয়া সেই চাকরলাক জাগনা দেখির পাবে, উমরালা ধইন্য।

[৩৯] এই কতা মনত থোন যে, চোর কোন পলকে আসিবে বাড়ির মালিক যদি জানির পাইলেক হয়, তাইলে জাগনা থাকিলেক হয়। নিজের ঘরত সিধ কাটি চোরক সোন্দের দিলেক না হয়।

[৪০] ঐ নাকান করি সউগ সমায় তোমরালা সতর্ক থাকেন, ক্যেনেনা বাছাই করা মানষিটা ঠিক ঐ সমায় আসিবে, যেলা তোমরালা সতর্ক থাকিবেন না।”

৪১ পিতর স্যেলা পুছিলেক, "হে গুরু, এই শিক্ষা খালি হামাক দিবার নাগচেন না সগাকে?"

৪২ যীশু স্যেলা কইলেক, "জ্ঞানী আর বিশ্বস্ত কর্মচারী কায়? উয়ায় এই নাকানের, যাক মালিক উয়ার অইন্য চাকরলাক ঠিক সমায় খাবার-দাবার ভাগ করি দিবার ভার দিবে।

৪৩ মালিক ফিরি আসিয়া দেখিবে, যেই নাকান করি কাম করির কইচে, সেই নাকান করি কাম করিচে। ঐ চাকরটা আশুর্বাদ পাবে।

৪৪ মুই সচাং করি কবার ধরচুং, মালিকটা সেই চাকরটাক সউগ ধন-সম্পত্তির দেখাশুনার ভার দিবে।

৪৫ যদিও সেই চাকরটা মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক যে, 'মোর মালিক তো আইসার দেরি আছে।' আর ধরি নেও উয়ায় অইন্য চাকর-চাকরানীলাক ডাঙামারি করির নাগিলেক, আর খাওয়া-দাওয়া করি মদ খায়া মাতাল হইলেক।

৪৬ স্যেলা কি হইবে? চাকরটা যেই দিন সতর্ক থাকিবে না, সেই দিন মালিকটা আসি হাজির হইবে। মালিকটা কি করিবে? উয়ায় চাকরটাক বড় শাস্তি দিয়া অবাধ্য চাকরের জাগাত খ্যেদেয়া দিবে।

৪৭ "যে চাকরটা নিজের মালিকের ইচ্ছা জানিয়াও কাম করে নাই, মালিকের ইচ্ছা মতন তৈরি হয় নাই, ঐ নাকান চাকরটার মালিক আসিয়া উয়াক খুব শাস্তি দিবে।

৪৮ যেই মানষিক বেশী দেওয়া হইচে উয়ারটে থাকি বেশী পাবার আশা করা হইবে। যারটে বেশী থোয়া হইচে, উয়ারটে থাকি বেশী পাবার আশা করা হইবে।”

৪৯ “মুই এই দুনিয়াত অগুন জ্বলেবার বাদে আসিচুং। আরেঃ সেইটা এলায় জ্বলিলে খুব ভাল হইলেক হয়।

৫০ আর মোক যাতনার দীক্ষা নিবার নাগিবে। যতক্ষণ মুই এই দীক্ষাটা না নেং, ততক্ষণ মোর মনটা ব্যাকুল হয়া থাকিবে।

৫১ তোমরা কি ভাবিবার নাগচেন, এই দুনিয়াত মুই শান্তি দিবার আসচুং? না সেইটা মনে করেন না। মুই তোমারলাক যুদা করির বাদে আসচুং।

৫২ এলা থাকি বাড়ির পাঁচ জন ভাগ হয়া যাবে। দুই জন তিন জনের বিরুদ্ধে।

৫৩ বাপ বেটার বিরুদ্ধে বেটা বাপের বিরুদ্ধে, বেটি মাওয়ের বিরুদ্ধে, মাও বেটির বিরুদ্ধে, বউ শাশুড়ির বিরুদ্ধে, শাশুড়ি বউ-এর বিরুদ্ধে যুদা হয়া যাবে।”

৫৪ যীশু ভিড়ের মানষিলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “তোমরা পশ্চিম পাকে ম্যেঘ দেখেন, আর ম্যেঘ দেখিয়া কন জল পড়িবে, আর ঐ নাকান হয়।

৫৫ আরো দক্ষিনা বাতাস উঠিলে কন, গরম পড়িবে। আর ঐ নাকান হয়।

৫৬ ভন্ডের দল, তোমরালা দ্যাওয়া আর দুনিয়ার অবস্থা বুঝিবার পারেন, কিন্তুক এইটা কি নাকানের! তোমরা বর্তমানের অবস্থা কিছুই বুঝির পারেন না।

৫৭ “যেইলা ন্যায্য সেইলা নিজেই বিচার করেন না ক্যেনে?

৫৮ য্যেলা তোমার বিবাদীটার নগত বিচারকের ওটে যাবেন, স্যেলা ঘাটাতে উয়ার সাথে মিমাংসা করির চেষ্টা করেন। আর তা না করিলে তোমাক বিচারের বাদে কোর্ট-কাচারি যাবার নাগিবে। আর বিচারক তোমাক পুলিশের হাতত দিবে। আর পুলিশ তোমাক জেলত ভরে থুবে।

৫৯ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, কোন মতেই জেল থাকি ছাড়া পাবেন না, যতক্ষণ না টাকা-পাইসা শোধ করেন।”

১৩ সেই সমায় কয়জন মানষি আসিয়া যীশুক কইলেক, রোমীয় রাজ্যপাল পীলাত, গালীল প্রদেশের কয়জন যিহূদী মানষিক মারিয়া উমার অক্ত সঁপে দিছিলেক, উয়ার সাথত বলির অক্তও মিশি দিছিলেক।

২ যীশু উমাক কইলেক, “তোমরা কি মনে করেন, গালীল প্রদেশের মানষিলা যার যার দুর্গতি হইচে, উমরা গালীল প্রদেশের অইন্য মানষির চায়া বেশী পাপী আছিলেক?

৩ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, এই নাকান না হয়। আর তোমরা যদি পাপ থাকি মন ফিরিয়া ভগবানের ঘাটাত না চলেন,

তাইলে তোমরাও সগায় ঐ নাকান করি নষ্ট হয়া যাবেন।

৪ আর যেয়েলা আঠারোজন মানষির উপরাত শীলোহ চূড়া ভাঙিয়া চিপা খায়া মরণ হইচে, উমার বিষয়ে তোমরা কি ফম করেন? উমরা কি যিরূশালেমের অইন্য মানষির চায়া বেশী দোষী আছিলেক?

৫ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, সেইটা এই নাকান না হয়! তোমরা যদি পাপ থাকি মন না ফিরান, তোমরাও ঐ নাকান করি নষ্ট হয়া যাবেন।”

৬ যীশু গল্প দিয়া কইলেক, “এক জন মানষি উয়ার আংগুরের বাগানত একটা ডুমুর গছ গাড়িচে। এক দিন গছটাত ফল ফলিচে কিনা দেখির আসিলেক কিন্তুক কোন ফল চান্দেয়া পাইলেক না।

৭ শ্যেষত বাগানের মালিক, যায় বাগান দেখাশুনা করে তাক কইলেক, ‘তিন বছর থাকি এই ডুমুর গছটাত কোন ফল দেখির পাং নাই। এই বাদে গছটাক কাটি ফ্যেলে দেও, ক্যেনে গছটা ফাকতে জমিন নষ্ট করিবে?’

৮ মালী স্যেলা কইলেক, ‘বাবু এই বছরটা দেখ! মুই গছটার গোড়াত চাইরো পাকে খুড়িয়া সার দিম।

৯ আইসা বছরত যদি ফল ধরে তো ভাল, না হইলে মুই গছটা কাটি ফ্যেলাইম।’”

১০ এক বার জিরানের দিনত যীশু উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিবার ধরছিলেক।

১১ ওটেকোনা একটা বেটিছাওয়া আছিলেক, যাক অপদেবতা আঠারো বছর ধরি অসুখোত ভোগেয়া কাহিল করিচে। উয়ায় কুজা ছিলেক সিদা হবার পায় না।

১২ যীশু বেটিছাওয়াটাক দেখিয়া বগলত ড্যেকেয়া কইলেক, "ও মাও, তোমরা অসুখ থাকি ভাল হয়া গেইচেন।"

১৩ যীশু বেটিছাওয়াটাক নাড়িতে কালেই উয়ায় একেবারে সিদা হয়া খাড়া হইলেক। আর ভগবানের মহিমার গুণগান করিবার নাগিলেক।

১৪ কিন্তুক যীশু জিরানের দিনত ভাল করিল বুলিয়া যিহূদী উপাসনা ঘরের নেতা রাগ হয়া ভিরের মানষিলাক কইলেক, "হাপ্তার ছয় দিন তো কামাই করির বাদে আছে। অসুখ থাকি ভাল হবার বাদে ঐ ছয় দিনলাত আইসেন, কিন্তুক পবিত্র জিরানের দিনত আইসেন না।"

১৫ কিন্তুক প্রভু কইলেক, "ভন্ড কোটেকার! জিরানের দিনত তোমরা গোয়ালী থাকি গরু বা অইন্য কোন পশু বাইর করি জল খোয়ের নিয়া যান কি না?

১৬ তাইলে এই বেটিছাওয়াটার ভিতি দেখো, উয়ায় অব্রাহামের বংশত জন্ম নিচে আর শয়তান উয়াক আঠারো বছর থাকি বন্দী করি থুইচে। জিরানের দিন বুলিয়া কি উয়ায় মুক্তি পাবে না?"

১৭ এই কতা কওয়াতে যীশুর শত্রুলা সগায় নইজ্জা খাইলেক। আর যীশু যেইলা অচানক কাম করিচে, অইন্য সউগ মানষি এই

কামের বাদে খুব খুশি হয়া আমোদ করির নাগিলেক।

[১৮] ইয়ার পাছত যীশু কইলেক, “ভগবানের শাসন ব্যবস্থা ক্যেমন? মুই কিসের সাথত উয়ার তুলনা করিম?

[১৯] ভগবানের শাসন ব্যবস্থা হইলেক, একটা ছোট সইষ্যা দানার নাকান। য্যেলা দানাটা নিয়া এক জন মানষি জমিত ফ্যেলে দেয়, স্যেলা গছটা বড় হয়া এই নাকান হয় যে, উয়ার ঠাইলোত পখিও ভাসা বান্দিয়া রয়।”

[২০-২১] “ভগবানের শাসন ব্যবস্থা হইলেক সোডার নাকান, কোন এক জন বেটিছাওয়া আঠারো কেজি ময়দাত যদি অল্প সোডা মিশায় তাইলে সউগ ময়দায় ফাপিয়া ফুলি ওটে।”

[২২] যীশু ম্যেলা গেরাম গঞ্জত শিক্ষা দিয়া যাইতে যাইতে যিরূশালেমের ওদি যাবার ধরচে।

[২৩] এক জন মানষি যীশুক পুছিলেক, “হে গুরু! খালি অল্প কয়জন মানষি উদ্ধার পাবে কি?” যীশু কইলেক,

[২৪] “ভগবানের শাসন ব্যবস্থা একটা ঘরের নাকান যার দুয়ার খুব সরু। ম্যেলা মানষি ঐ ঘরত সোন্দেবার চাইলেও সোন্দের পাবে না। এই বাদে তোমরালা ঐ ঘরের সরু দুয়ারখান দিয়া সোন্দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করেন।

[২৫] য্যেলা ঘরের মালিক দুয়ার বন্ধ করি দিবে, স্যেলা তোমরা বায়রাত খাড়া হয়া দুয়ারত খট-খটাইতে, খট-খটাইতে কবেন,

‘মালিক হামার বাদে দুয়ার খুলি দেও।’ কিন্তুক ঘরের মালিক কবে, ‘তোমরালা কোটে থাকি আসচেন, মুই তোমাক চেনং না।’

২৬ স্যেলা তোমরা কবেন, ‘তোমার সাথত হামরা খাবার খাইছিলুং। আর তোমরা তো হামারলাক ঘাটায় ঘাটায় শিক্ষা দিচেন।’

২৭ স্যেলা উয়ায় কবে, ‘তোমরা কোটে হাতে আসচেন, মুই তো তোমাক চেনং না। পাজিরঘর! তোমরা সগায় মোর এটে থাকি চলি যাও।’

২৮ “তোমরা স্যেলা বায়রাত খাড়া হয়া রবেন। আর ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত অব্রাহাম, ইসহাক, যাকব আরো ভগবানের ভাববাদীলাক দেখির পাবেন। স্যেলা কান্দিবেন আর যন্তনাত দাঁতে দাঁত কিড়-মিড়াবেন।

২৯ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা য্যেলা পূরণ হয়, স্যেলা পূব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিন এই চাইরো পাকের মানষিলা আসিয়া একটে বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিবে।

৩০ ফম থোন, যায় পাছত আছে, উয়ায় আগত পাটত জাগা করি নিবে। আর যায় আগত আছে উয়ার জাগা হইবে সগারে পাছত।”

৩১ খানিক পাছত কয়জন ফরীশী দলের মানষি আসিয়া যীশুক কইলেক, “এলায় তুই এটে হাতে চলি যা। ক্যেনেনা হেরোদ রাজা তোক মারি ফ্যেলেবার বাদে চান্দের নাগচে।”

৩২ যীশু উমাক কইলেক, “তোমরা যায়া ঐ চালাক শিয়ালটাক কন, মুই আজি আর কালি, এই দুই দিন অপদেবতালাক খ্যেদাইম আর ভাল করির বাদে অচানক কাম করিতে থাকিম। পরশু দিন মোর নিজের কাম শ্যেষ করিম।

৩৩ যাই হউক আজি-কালি আর পরশু মোক আগেয়া যাবার নাগিবে। যিরূশালেম ছাড়া অইন্য কোনটে ভগবানের ভাববাদীর মরণ হবার পায় কি?

৩৪ “ছিঃ যিরূশালেম, হায়, হায় যিরূশালেম! ভগবানের ভাববাদীক তোমরা খুন করেন, ভগবান তোমারটে যাক প্যেঠাইচে তাক তোমরা শিল দিয়া ঢেলান। মুরগী যেই নাকান করি উয়ার বাচ্চাক পাখার তলত একটে করি থোয় ঐ নাকান করি মুইও তোমারলাক কতবার একটে করির চেষ্টা করিচুং, কিন্তুক তোমরালা রাজি হন নাই।

৩৫ তোমরা দেখেন, তোমার বাড়ি খালি পড়ি রবে। আর যত দিন তোমরা না কন যে, ‘যায় ভগবানের নামে আসিচে তায় ধইন্য,’ ততদিন তোমরা মোক দেখির পাবেন না।”

১৪ এক দিন যীশু জিরানের দিনত এক জন ফরীশী দলের নেতার বাড়িত নিমন্তন খাবার গেইলেক, ওটেকোনা এক জন পান্ডু রুগী আছিলেক, যার গোটায় দেহাত জল ধরি ফুলি গেইচে।

ফরীশী মানষিলা যীশুক খুব ভাল করি নজর দিয়া দেখির নাগিলেক।

৩ যীশু ফরীশীলা আর পন্ডিত মানষিলাক পুছিলেক, “শাস্ত্রের বিধির বিধান মতে জিরানের দিনত কোন অসুকিয়া মানষিক ভাল করা কি ঠিক?”

৪ ধর্ম গুরুলা উত্তর না দিয়া চুপ করি রইলেক। যীশু অসুকিয়া মানষিটার দেহাত হাত দিয়া নারিয়া ভাল করিলেক, আর উয়াক প্যেঠেয়া দিলেক।

৫ তার পাছত ধর্ম গুরুলার ভিতি দেখিয়া পুছিলেক, “তোমারলার মইদ্ধোত কায় এমন আছে? জিরানের দিনত কারো গরু বা ছাওয়া-ছোট যদি ইন্দিরাত পরি যায়, তাইলে কি উয়াক জিরানের দিনের বাদে ইন্দিরা থাকি তুলিবেন না?”

৬ উমরা যীশুর কতার কোন উত্তর দিবার পাইলেক না।

৭ নিমন্তনিয়া মানষিলা বসিবার বাদে সন্মানের জাগা বেছি নিবার ধরচে, এই দেখিয়া যীশু উমাক গল্প দিয়া কবার নাগিলেক,

৮ “যদি কাঙো তোমাক বিয়াও বাড়িত ভোজের নিমন্তন করে, তোমরা সন্মানের ভাল নগত বেশ ভাল ব্যবহার করিলেক, আর উয়াক বন্ধু-বান্ধবেরটে যাবার অনুমতি দিলেক, যাতে উয়ার দরকারি জাগাত যায়া না বইসেন, হয় তো তোমার থাকিও আরো বেশী সন্মানের মানষি নিমন্তন পাইচে।

৯ যদি অইন্য মানষিটা আইসে, তাইলে নিমন্তন দেওয়া মানষিটা, তোমাক কবে, ‘তোমরা এই জাগাখান ইয়াক এটে বসির দেও। স্যেলা তোমরা শরম খায়া নিচা মানের জাগাত বসির যাবেন।’

১০ এই নাকান যাতে না হয়, তোমরা নিমন্তন পায়া কি করিবেন? নিমন্তন বাড়িত যায়া সউগ চায়া নিচা জাগাত বসিবার যান। স্যেলা যায় তোমাক নিমন্তন করিচে, উয়ায় তোমারটে আসিয়া কবে, ‘সখা চলো, আরো ভাল জাগা খালি পরি আছে ওটেকোনা বইসো।’ এই নাকান করিলে সউগ নিমন্তনিয়ার আগত সন্মান পাবেন।

১১ যায় নিজক উচা করে উয়াক নিচা করা হইবে, আর যায় নিজক নিচা করে, উয়াক উচা করা হইবে।”

১২ স্যেলা যীশু নিমন্তন দেওয়াইয়া-টাক কইলেক, “যে্যলা তুই দুপুরা বা রাতির ভোজের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করিবু, স্যেলা তুই তোর সাগাই-সোদর, বন্ধু-বান্ধব, আর ধনী পাড়া-পড়শিক নিমন্তন করিস না। ক্যেনেনা, এই নাকান করিলে, নিমন্ত্রনের বদলে উমরাও তোক নিমন্তন করিবে। ইয়াতে তোমার নিমন্তন শোধ হয়া যাবে।

১৩ কিন্তুক তুই যে্যলা নিমন্তন করিবু দীন-দুঃখী, কানা-খোড়াক নিমন্তন দিস।

১৪ ইয়াতে তুই ভগবানের আশুর্বাদ পাবু। ক্যেনেনা উমরা তোর নিমন্তন শোধ করির পাবে না। আর যে্যলা মরণ থাকি ভগবানক

মানা মানষিলা বত্তি উঠিবে, স্যেলা তুই পুরুস্কার পাবু।”

১৫ এই কতালা শুনতে কালে, খাবার বইসা মানষিলার মইদ্ধো থাকি একটা মানষি যীশুক কইলেক, “ভগবানের রাজ্যত যায় খাবার বসিবে, উয়ায়-এ ধইন্য।”

১৬ যীশু একটা গল্পের উপমা দিয়া কইলেক, “এক জন মানষি বড় একটা ভোজের ব্যবস্থা করিয়া, ম্যেলা মানষিক নিমন্তন করিলেক।

১৭ যেলা ভোজের সমায় হইলেক, স্যেলা উয়ার এক জন চাকরোক, নিমন্তনিয়া মানষিলাক ড্যেকের বাদে প্যেঠেয়া দিলেক। উয়ায় যায়া মানষিলাক কইলেক, ‘তোমরা আইসো রান্দোন-বারোন হয়া গেইচে।’

১৮ কিন্তুক উমরা একটার পর একটা তাল-বাহানা দেখেবার নাগিলেক। পইলা জন চাকরটাক কইলেক, ‘মুই অল্প খানিক জমিন কিনিচুং, মোক ঐলা যায়া দেখির নাগিবে, দয়া করি মোক মাপ করেন।’

১৯ “আর এক জন কইলেক, ‘মুই পাঁচ হাল হালুয়া গরু কিনিচুং, ঐলা যাচাই করির যাবার ধরচুং। দয়া করি মোক মাপ করি দেন।’

২০ “অইন্য আরেক জন কইলেক, ‘মুই এলায় বিয়াও করিচুং, এই বাদে মুই যাবার পাইম না।’

২১ “তার পাছত চাকরটা মালিকোক যায়া সউগ কতায় পই-পই করি কইলেক। মালিকটা গোসা হয়া চাকরটাক কইলেক, ‘তুই পচ

পচে যায়া গঞ্জের ঘাটার মোড়ে মোড়ে, অলি-গলি যায়া, দীন-দুঃখী, কানা-খোড়া, নুলা উমাক ড্যেকেয়া আনেক।’

[২২] “এইলা করার পাছত চাকরটা কইলেক, ‘মালিক তোমার কতা মতন সউগে করা হইচে, কিন্তুক এলাও জাগা খালি পড়ি আছে।’

[২৩] “এই কতা শুনিয়া মালিক চাকরটাক কইলেক, ‘গঞ্জের বায়রাত সড়কে সড়কে আর অলি-গলি যায়া মানষিলাক এটেকোনা আসিবার বাদে জোর কর, যাতে করি বাড়ি ভরি যায়।

[২৪] মুই তোক কবার ধরচুং, পইলাত যাক যাক নিমন্তন করা হইচে, উমার মইদ্ধে কাঙোয় এই নিমন্তন খাবার পাবে না।’”

[২৫] এক দিন ম্যেলা মানষি ভিড় করি যীশুর সাথত যাবার নাগিলেক, আর যীশু মুখ ঘুরিয়া উমারলাক কইলেক,

[২৬] “যদি কোন মানষি মোর পাছত আসির চায়, উয়ায় উয়ার মাও-বাপ, মাইয়া, বেটা-বেটি, ভাই-বইনি এমন কি নিজের জীবনের চায়া মোক যদি বেশী পিরিত না করে, তা হইলে উয়ায় মোর শিষ্য হবার পাবে না।

[২৭] যায় যায় মোর পাছত আসির চায়, কিন্তুক নিজের ক্রুশের কষ্টের বোঝা ঘাড়ত নিয়া মোর পাছে পাছে আইসে না, উয়ায় মোর শিষ্য হবার পায় না।

[২৮] “তোমার মইদ্ধোত কাঙো যদি দালান কোটা বানেবার চায়, তাইলে উয়ায় আগত হিসাব করি দেখিবে যে, বাড়িটা বানাইতে

কত টাকা খরচা হইবে, অতলা টাকা আছে কি না?

২৯ আগত হিসাব না করিলে হবার পায় যে ঘরের ভিটি বানাইতে সউগ টাকা খরচ হয়া যাবে, ঘর বানা শ্যেষ করির না পায়া। পাছত যে মানষিলা দেখিবে উমরা সগায় হাসা হাসি করিবে।

৩০ আর সগায় কবে, 'মানষিটা ঘর বানা শুরু করিলেক ঠিকেই, কিন্তুক শ্যেষ করির পারিলেক না।'

৩১ "কোন রাজা যেলা আরেক রাজার সাথত যুদ্ধ করির যায়, স্যেলা আগত পরামর্শ-দাতার নগত বসিয়া চিন্তা-ভাবনা করিবে কি না? যে উয়ার মাত্র দশ হাজার সৈন্য, আর শত্রু রাজার কুড়ি হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করির পাবে কি না।

৩২ যদি না পায়, তাইলে ঐ অইন্য রাজা দূরত থাকিতে শান্তির চুক্তি করির বাদে উয়ার ভাববাদীক প্যেঠেয়া দিবে।"

৩৩ শ্যেষত যীশু কইলেক, "একেই নাকান করি তোমার মইদ্ধোত কাঙো যদি উয়ার নিজের সউগ কিছু ছাড়িয়া না আইসে, তাইলে উয়ায় মোর শিষ্য হবার পারে না।"

৩৪ "নুন তো খুব ভাল জিনিস, কিন্তুক নুনের সোয়াদ যদি হারে যায় তাইলে আরো নোন্তা করা যাবে না।

৩৫ নোন্তা ছাড়া নুন তো অকাজের। ভুইয়েরও হয় না, সারের ভিড়াও হয় না। তাইলে মানষি ফ্যেলেয়া দেয়। "যার শুনিবার মন আছে উয়ায় ধ্যান দিয়া শুনুক আর বুঝির চেষ্টা করুক!"

১৫ ম্যেলা পাপী আর মাসুল আদায়কারী মানষিলা যীশুর বগলত বাইক্য শুনিবার বাদে আসিলেক।

২ এই দেখিয়া ফরীশীলা আর পন্ডিতলা বিরক্তি হয়া গোদর গোদর করিয়া কবার নাগিলেক, "আরে! যীশু ক্যেনে জঘন্য পাপী মানষিলাক আপন করি নিয়া উমারলার সাথত মেলা-মেশা আর খাওয়া-দাওয়া করে?"

৩ স্যেলা ঐ মানষিলাক শিক্ষা দিবার বাদে, যীশু গল্প দিয়া কইলেক,

৪ "তোমারলার কারো একজনের একশটা ভেড়া আছিলেক। যদি ঐ ভেড়ার দলের মইদ্ধো থাকি একটা হারেয়া যায়, তাইলে কি করিবেন? ঐ নিরানব্বইটা ভেড়া মাঠত থুইয়া হারে যাওয়া ভেড়াটাক চান্দেবার যাবেন কি না? যতক্ষণ না পান, ততক্ষণ চান্দাইতে থাকিবেন।

৫ স্যেলা পাইতে কালে খুশিতে ভেড়াটাক গদ্দনাত নিয়া বাড়িত আসিবেন।

৬ পাছত সাগাই সোদর পাড়া-পরশীক কবেন, 'আইসো আমোদ করি, মোর যেইটা ভেড়া হারেয়া গেইচে ঐটা মুই পাইচুং!'

৭ একে নাকান করি, কন দেখি যে নিরানব্বই জন ধার্মিক মানষি আছে, যার পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরিবার দরকার নাই। উমারলার চায়া এক জন পাপী মানষি পাপ থাকি মন পরিবর্তন করিলে, স্বর্গত বেশী আনন্দ হয়।"

[৮] “তোমরা মনে করেন, কোন এক জন বেটিছাওয়ার দশটা রূপার কাঁচা টাকা আছে। এক দিন একটা রূপার টাকা হারেয়া গেইলেক। গচা জ্বলেয়া না পাওয়া পর্যন্ত ঘরের সউগ জাগা ভাল করি ঝাটা দিয়া শাপ্টিয়া চান্দাবে কি না?

[৯] যে্যলা পাবে সে্যলা উয়ার নিজের বন্ধু-বান্ধব আর পাড়া-পড়শিলাক ড্যেকেয়া কবে, ‘তোমরাও মোর নগত আমোদ-ফুর্তি কর! ক্যেনেনা হারে যাওয়া টাকাটা মুই পাইচোং।

[১০] ঠিক এই নাকান করি যে্যলা কোন এক জন পাপী নিজের পাপ থাকি পস্তেয়া মন ফিরায়, সে্যলা পরম প্রভুর স্বর্গদূতলা আনন্দে আত্তহারা হয়া যায়।’”

[১১] যীশু কইলেক, “মনে করেন কোন এক জন মানষির দুইটা বেটা আছিলেক।

[১২] ছোট বেটা উয়ার বাপক কইলেক, ‘বাবা! যেইলা সম্পত্তির মুই ভাগ পাইম, তোমরা বত্তি থাকা কালে ঐলা মোক দ্যেও।’ এই বাদে বাপটা দুই বেটাক সম্পত্তি ভাগ করিয়া দিলেক।

[১৩] সে্যলা কি হইলেক? কিছু দিন পাছত ছোট বেটা সউগ সম্পত্তি বেচেয়া টাকা-পাইসা নিয়া ভিন দেশত চলি গেইলেক। ওটেকোনা বেয়া জীবন যাপন করিয়া সউগ টাকা-পাইসা খরচা করি শ্যেষ করিলেক।

[১৪] যে্যলা উয়ার সউগ টাকা-পাইসা খরচা হয়া গেইলেক, সে্যলায় ঐ দেশের সউগ জাগাত খুব মঙ্গা দেখা দিলেক। আর

এই বাদে উয়ায়ও অভাবত পড়িলেক।

১৫ স্যেলা চেংড়াটা কাম চান্দের বাদে ঐ দেশের একটা চাষার বাড়িত যায়া কাম করির চাইলেক। চাষাটা উয়াক সউগ চায়া ঘিনের কাম, শুয়োর চরের কাম, যেইলা ছোট জাতের মানষি ডোম, ডাওয়োই এর নাকান করে, ঐ কাম দিলেক।

১৬ আর প্যেটের ভোগে যেই খাবারলা শুয়োরক খাবার দেওয়া হয় ঐলা খাবার চাইলেক। কিন্তুক ঐলাও দেওয়া হইলেক না।

১৭ "পাছত এক দিন উয়ার হুস ফিরি আইসতে কালে ভাবির নাগিলেক, 'মোর বাপের বাড়ির ম্যেলা কামলা আছে, উমার খাবারের অভাব হয় না। আর মুই এটেকোনা প্যেটের ভোগোত মরিবার ধরচুং।

১৮ মুই মোর বাপের বাড়ি যাইম, আর যায়া কইম বাবা মুই তোর বিরুদ্ধে পাপ করিচুং মোক ক্ষমা করেক।

১৯ মোর কোন যোগ্যতা নাই তোর বেটা হবার। মুই কামলার নাকান করি থাকির চাং।'"

২০ "আর এই নাকান চিন্তা ভাবনা করিয়া উয়ায় বাড়ির ভিতি ফিরি যাবার ধরলেক। কিন্তুক দূর থাকি বেটাক দেখিয়া বাপের মায়া হইলেক, স্যেলা বাপটা কি করিলেক? পচপচে হাটি যায়া বেটাক বুকত জড়ে ধরিয়া গাও সোত্তেয়া আদর করির নাগিলেক।

২১ "বেটা বাপক কইলেক, 'বাবা! মুই ভগবানের নজরত আর তোর বিরুদ্ধোত পাপ করিচুং। মুই তোর অযোগ্য বেটা, মোর বেটা

হবার যোগ্যতা নাই।’

২২ “স্যেলা উয়ার বাপ চাকরক ড্যেকেয়া কইলেক, ‘যাও! বাড়ি যায়া সউগ চায়া ভাল জামা আনিয়া ওড়ে দেও আর হাতত সোনার আংটি, ঠ্যেংয়ত জুতা বাপইওক পেন্দে দেও।

২৩ আর ভোজের বাদে গদ-গদা মোটা পশু মার। আইসো সগায় মিলি আমোদ ফুর্তি করি।

২৪ ক্যেনেনা তোমরা জানেন, উয়ায় মরি গেইচে, এলা ফির বত্তি উঠিচে! উয়ায় হারি গেইচে, এলা উয়াক ফিরি পাচুং।’ তারে বাদে সগায় আমোদ ফুর্তি করির নাগিলেক।

২৫ “এই সমায় বড় বেটা কিন্তুক ভুইয়োত আছিলেক, উয়ায় বাড়ির বগলোত আসতে কালে গান বাজনার শব্দ শুনির পাইলেক।

২৬ আর চাকরটাক পুছিলেক, ‘আরে! বাড়িত কিসের এত গান বাজনা হবার ধরচে?’

২৭ চাকরটা স্যেলা কইলেক, ‘তোর ভাই নিরাপদে বাড়ি ফিরি আইসচে। এই বাদে গান বাজনা হবার নাগচে। আর মোটা গদ-গদা পশু মারিয়া ভোজের ব্যবস্থা করিচে।’

২৮ “এই কতা শুনতে কালে বড় দাদা গোসা হয়া বাড়ির ভিতিরা যাবার চাইলেক না। স্যেলা উয়ার বাপ নিজে বাইরা আসিয়া আদর করিয়া বাড়ি নিয়া যাবার বাদে খোসামদ করির নাগিলেক।

২৯ স্যেলা উয়ায় কইলেক যে, ‘দেখ! মুই ম্যেলা দিন থাকি চাকরের নাকান করি তোর দেখ ভাল করি আসিলুং। কোন দিন অবাধ্য হং নাই। তাঙো কোন দিন মোর বন্ধু বান্ধবের সাথত আমোদ ফুর্তি করি খাবার বাদে একটা ছাগলের বাচ্চাও দেন নাই।

৩০ কিন্তুক আজি তোর এই বেটা বেশ্যালার পাছত টাকা-পাইসা উড়ি ফুরি দিচে। উয়ায় আইসার সাথে সাথে বাড়ির গদ-গদা পালা পশুটা কাটা হইলেক।’

৩১ “স্যেলা উয়ার বাপ কইলেক, ‘বাপই, শোনেক! তুই তো মোর নগত সউগ সমায় আছিস, আর মোর যেইলা আছে সউগে তোর।

৩২ এলায় খুশি হয়া হামার ফুর্তি করা উচিত। ক্যেনেনা উয়ায় তো তোর ভাই হয় যায় মরি গেইচে, এলা বত্তি উঠিচে। হারেয়া গেইচে, উয়াক পাওয়া গেইচে।’”

১৬ যীশু উপমা দিয়া শিষ্যলাক আরেকটা গল্প কইলেক, “এক জন ধনী মানষি আছিলেক, আর উয়ার এক জন প্রধান কর্মচারীও আছিলেক। মালিক প্রধান কর্মচারীর নামে অপবাদ শুনিলেক যে, উয়ায় মালিকের ধন-দৌলত নষ্ট করির ধরচে।

২ মালিক কর্মচারীটাক ড্যেকেয়া কইলেক, ‘মুই তোর নামে কি শুনির ধরচুং? এলা তুই হিসাব ঠিক করি মোক বুঝিয়া দে। ক্যেনেনা তুই আর প্রধান কর্মচারীর পদত থাকিবার পাবু না।’

৩ “এলা প্রধান কর্মচারীটা মনে মনে চিন্তা করির ধরিলেক, কি হইবে? ‘মোর মালিক তো মোক কাম থাকি নিকিলি দিবে। কিন্তুক মাটি কাটির বা মানষির বাড়িত হাজিরা করির মোর শক্তি নাই, আর ভিক্ষা করিরো মোক শরম নাগে।

৪ যেটায় হউক, মোর কর্মচারীর কাম চলি গেইলেও মানষি যাতে মোক আপন করি নিবার পায়, এলা থাকি তার ব্যবস্থা করিম।’

৫ “এই চিন্তা করিয়া উয়ার মালিকেরটে যায় যায় দ্যেনা করিচে, উমারলাক সগাকে ড্যেকেয়া পইলা জনক পুছিলেক, ‘মোর মালিকেরটে তোর কত দ্যেনা আছে?’

৬ মানষিটা কইলেক, ‘দুই হাজার চারশো লিটার ত্যেল।’ কর্মচারীটা কইলেক, ‘বসিয়া পচপচে উয়ার আধা করি নেখেক।’

৭ প্রধান কর্মচারী আরেক জনক পুছিলেক, ‘তোর কত দ্যেনা আছে?’ উয়ায় উত্তর দিলেক, ‘চল্লিশ কুইন্টাল গম।’ কর্মচারীটা কইলেক, ‘তুই তোর কাগজত ত্রিশ কুইন্টাল টাল গম নেখি থো।’

৮ “যদিও ওই কর্মচারীটা অসৎ তাঙো উয়ার শিয়ালের নাকান চালাকি দেখিয়া মালিক উয়াক সাবাসি দিলেক।” যীশু এই গল্প শ্যেষ করিয়া শিষ্যলাক শিক্ষা দিবার বাদে কইলেক, “এইটা ঠিক যে, এই দুনিয়ার মানষিলা উমার নাকান মানষিলার নগত নিজের আচার আচরনে সাধু মানষির তুলনায় বেশী চালাক।

৯ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, এই দুনিয়ার ধন অসৎ, এইলা চিরকাল থাকিবে না। তাইলে কি করা যায়? এই দুনিয়াত তোমার

যে ধন আছে, ওইলা নিয়া মানষিলাক সাহায্য করিয়া সখা পাতাও। ইয়াতে পরকালের ঘরত থাকিবার বাদে তোমাক বরণ করি নেওয়া হইবে।

১০ "যে কাঙোয় ছোট বিষয়োত বিশ্বাসযোগ্য, উয়ায় বড় বিষয়োত বিশ্বাসযোগ্য হইবে। আর যায় ছোটো বিষয়োত অসৎ, তায় বড় বিষয়োত অসৎ হইবে।

১১ যদি তুই দুনিয়ার এই অসৎ ধন-দৌলতের বাদে বিশ্বাসযোগ্য না হইস, তাইলে তোক স্বর্গের আসল ধন কায় দিবে?

১২ অইন্যের সম্পদের বিষয়ে তোমরালা যদি বিশ্বাসযোগ্য না হন, তাইলে তোমার যে নিজের সম্পদ আছে সেইলায় বা তোমাক কায় দিবে?"

১৩ "কোন চাকর দুই জন মালিকের সেবা করির পায় না। ক্যেনেনা উয়ায় এক জনক ঘিন খাবে, অইন্য জনাক পিরিত করিবে। বা এক জনক মায়া করিবে, অইন্য জনাক অবহেলা করিবে। তোমরা ভগবান আর ধন-সম্পদ দুইটার সেবা করির পারেন না।"

১৪ যীশুর এই কতা শুনি ফরীশীলা টিটকারি করির নাগিলেক, ক্যেনেনা উমারলার ধন সম্পত্তির খুব লোভ-নালসা আছিলেক।

১৫ যীশু উমারলাক কইলেক, "তোমরালা নির্দোষ দেখের বাদে মানষির আগত নিজক ধার্মিক ভাব দেখান। কিন্তুক ভগবান

তোমার অন্তরের কতা জানে, মানষিরটে যেইটা নামের বিষয়, ভগবানেরটে সেইটা ঘিনের বিষয়।”

[১৬] “ধর্মের মূল বিষয় কি? দীক্ষাদাতা যোহনের আইসার আগত মূল বিষয় আছিলেক মহাপুরুষ মোশির দেওয়া বিধির বিধান আর ভগবানের পুরানা ভাববাদীলার খবর। যোহনের আইসার পাছত ভগবানের শাসন ব্যবস্থার ভাল খবর প্রচার শুরু হইচে। আর সেই শাসন ব্যবস্থা সগায় মানিবার চেষ্টা করির ধরচে।

[১৭] তাইলে শুনেন, দ্যাওয়া আর দুনিয়া ধ্বংস হওয়া সহজ। কিন্তুক শ্রী মোশির দেওয়া বিধানের এক বিন্দু গুরুত্ব কমা কঠিন!

[১৮] “যে কাঙো নিজের বৌ-ওক ছাড়ি দিয়া অইন্য এক জনক বিয়াও করে, উয়ায় ব্যভিচার করে। আর যায় ভাতার ছাড়ি বেটিছাওয়াক বিয়াও করে, উয়ায়ও ব্যভিচার করে।”

[১৯] যীশু একটা গল্প কইলেক, “এক জন ধনী মানষি আছিলেক। উয়ায় বাইগুনি রংয়ের খুব দামী কাপড়-চোপড় পিন্দে। উয়ায় ভোগ বিলাসে আমোদ করিয়া জীবন কাটায়।

[২০] ঐ ধনী মানষির দুয়ারত লাসার নামে এক জন কাঙাল ভিখারীক সউগ দিন আনি থোয়া হয়। উয়ার গোটায় দেহাত ঘাউয়া

[২১] আর কুকুর আসিয়া লাসারের ঘাউয়া চাটিয়া দেয়। ধনী মানষিটার খাবারের টেবিল থাকি যেইলা ছুয়া-আইটা খাবার পরিয়া রয়, ঐলায় খায়া উয়ায় প্যেট ভরের আশা করি রয়।

২২ “এক দিন সেই গরীব লাসার মরি গেইলেক, স্যেলা স্বর্গদূতলা নিয়া যায়া উয়াক অব্রাহামের কোলাত বসাইলেক। পাছত এক দিন ধনী মানষিটাও মরিলেক, আর উয়াক সমাধি দেওয়া হইলেক।

২৩ ধনী মানষিটার আত্মা নরকত গেইলেক, নরকের যন্তনাত পড়িয়া উয়ায় উপরা ভিতি চায়া দূর থাকি অব্রাহামক দেখির পাইলেক। যাক সউগ জাতির বাপ কওয়া হয়, উয়ারে কোলাত লাসার বসিয়া আছে।

২৪ স্যেলা ধনী মানষিটা চিকিরিয়া অব্রাহামক কইলেক, ‘হে মোর বাপ মোক দয়া করেক, লাসারক মোর এটেকোনা প্যেঠেয়া দেও, যাতে উয়ার নগুলের মাথা জলত ডুবিয়া, সেই জল দিয়া মোর জিবাখান ঠাণ্ডা করিয়া দেয়। মুই অগুনের আঁচের যন্তনাত পড়িয়া আছং।’

২৫ “অব্রাহাম কইলেক, ‘বাপই তুই ফম করেক, সারা জীবন সুখ-ভোগ, আমোদ করি জীবন কাটাচিস। কিন্তুক কাঙাল লাসার দুঃখে জীবন কাটাইচে, এলা তুই কষ্ট পাবার ধরচিস, আর উয়ায় সুখে-শান্তিতে আছে।

২৬ এইলা ছাড়াও তোর আর হামার মইদ্ধোত আকাশ পাতাল ফারাক আছে। ইচ্ছা করিলেও কাঙো এটে থাকি তোমার ওটেকোনা যাবার পাবে না, আর কাঙো ওটে থাকি এটেকোনা আসির পাবেন না।’

২৭ “ধনী মানষিটা অব্রাহামক কইলেক, ‘হায় রে! বাবা দয়া করি লাসারক মোর বাপের বাড়িত প্যেঠেয়া দেও।

২৮ ক্যেনেনা মোর যে পাঁচ ভাই বাড়িত আছে, উমাক সাবধান করি দেউক, যাতে উমাক নরক যন্তনাত কষ্ট পাবার না নাগে।’

২৯ “কিন্তুক অব্রাহাম কইলেক, ‘মহাপুরুষ মোশি আর ভগবানের ভাববাদীর নেখা সনাতন পবিত্র শাস্ত্রত সাবধান করি দেওয়া হইচে, তোর ভাইলা ঐলা পড়িয়া মানুক।’

৩০ “ধনী মানষিটা অব্রাহামক কইলেক, ‘বাবা! এই নাকান নোয়ায়, সনাতন পবিত্র শাস্ত্র উমরা পড়িবার নোয়ায়। কিন্তুক মরা মানষির মইদ্ধো হাতে কাণ্ডোয় উঠিয়া উমারটে গেইলে স্যেলা উমরা পাপ থাকি পস্তেয়া ভগবানের ঘাটাত চলিবে।’

৩১ “কিন্তুক অব্রাহাম কইলেক, ‘যদি শ্রী মোশির আর ভগবানের ভাববাদীর কতা না শুনে, তাইলে মরা মানষির মইদ্ধো থাকি কাণ্ডো উঠিলেও উমরা বিশ্বাস করিবে না।’”

১৭

১৭ যীশু এক দিন উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “পাপের ফান্দ তো সউগ সমায় বসা থাকিবেই। কিন্তুক যায় ঐ পাপের ফান্দ বসায়, ধিক্কার দেং উয়াক!

২ যায় মোর ছোট শিষ্যলাক পাপের ফান্দত ফ্যেলেবার চেষ্টা করে, উয়ার বাদে ভগবানের শাস্তির তুলনায়, গালাত একটা বড় শিল বান্দিয়া সাগরের জলত ডুবিয়া মরা অনেক ভাল।”

৩ “সাবধান রন! যদি তোমার গুরু ভাই বা বইনি পাপ করে তাইলে উয়াক ভয় দেখান। আর যদি পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরায় তাইলে উয়াক ক্ষমা করেন।

৪ যদিও উয়ায় তোমার বিরুদ্ধে দিনে সাত বার পাপ করে, আর পতিবার পাপের বাদে পস্তেয়া তোমারটে ক্ষমা চায়, তাইলে উয়াক ক্ষমা করেন।”

৫ স্যেলা প্রভু যীশুর বারো জন খবরিয়ালা উয়াক কইলেক, “হে গুরু! হামার মনের বিশ্বাস আরো বাড়ান।”

৬ যীশু কইলেক, “যদি তোমারলার বিশ্বাস একটা সরিষা দানার নাকান হইলেক হয়, তাইলে ঐ বড় তুত গছটাক কবার পাইলেন হয়, শিপা সুদায় উকুরি যায়া সাগরত হঃ। তাইলে গছটা শুনিলেক হয়।

৭ “মনে করেন, তোমারলার মইদ্ধোত কোন মালিকের চাকর হাল বয়ের বা ভেড়া চরের গেইচে। য্যেলা উয়ায় খ্যেতবাড়ি থাকি আসিবে, স্যেলা কি মালিক উয়াক কবে, ‘তুই মোর নগত বসিয়া খা।’

৮ না, মালিক কবে না। উয়ায় কবে যে, ‘মোর খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেক। আর কমড়ত গামছা বান্দিয়া মোর সেবা যতন কর। তার পাছত তুই খা।’ মালিক এই নাকান কবে।

৯ আর এই নাকান সাধারন কাম করির বাদে মালিকটা কি চাকরটাক সাব্বাসি দিবে? না, দিবে না। ক্যেনেনা এইটা উয়ার

কাম। উয়াক এইটা করির নাগিবে।

১০ একেই নাকান করি মোর সউগ আজ্ঞা পালন করিয়া তোমরা কবেন, ‘হামরা তো অযোগ্য চাকর। হামরা নিজের কর্তব্য পালন করচি মাত্র।’”

১১ যীশু যিরূশালেম যাবার সমায় গালীল আর শমরীয়া অঞ্চলের সীমনা দিয়া যাবার ধরচে।

১২-১৩ যাবার সমায় কোন একটা গেরামত সোন্দের সাথে সাথে উয়াক দশ জন কুষ্ঠ রুগী দেখির পাইলেক। উমরা দূর হাতে জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হে দয়াল প্রভু! হে যীশু! হামাক দয়া করেক।”

১৪ যীশু উমারলাক দেখিয়া কইলেক, “তোমরা সগায় যিহূদী বামনলারটে যাও। তোমরালা যে ভাল হয়া গেইচেন, এইটা প্রমাণ করির বাদে তোমারলার দেহা দেখান।” স্যেলা উমরা যাবার ধরচে, আর ঘাটা দিয়া যাইতে যাইতে দশ জনেই একেবারে শুদ্ধি হয়া ভাল হয়া গেইলেক।

১৫ ঐ দশ জনের মইদ্ধে এক জন নিজক ভাল হওয়া দেখিয়া জোরে জোরে চিকিরিয়া ভগবানের মহিমার গুণগান করিলেক। জয় ভগবানের জয়! জয় ভগবানের জয়! করিতে করিতে যীশুরটে ফিরি আসিলেক।

১৬ উয়ায় উবুরি হয়া যীশুক ভক্তি দিলেক, ক্যেনেনা উয়ায় একেবারে ভাল হয়া গেইচে। উয়ায় আছিলেক শমরীয় জাতের

মানষি, যাক যিহুদী মানষিলা ঘিন করে।

[১৭] যীশু মানষিটাক কইলেক, “মুই কি তোমার দশ জনকেই শুদ্ধি করি ভাল করং নাই, তাইলে বাকি নয় জন কোটে?

[১৮] ভগবানের গুণগান করির বাদে এই অইন্য জাতের মানষিটা ছাড়া আর কাঙোয় কি ফিরি আসিলেক না?”

[১৯] যীশু এই মানষিটাক কইলেক, “ওঠেক, চলি যাঃ! তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া ভাল হইচিস।”

[২০-২১] এক দিন ফরীশীলা যীশুক পুছিলেক, “ভগবানের শাসন ব্যবস্থা কোন সমায় আসিবে?” যীশু কইলেক, “ভগবানের শাসন ব্যবস্থা এই নাকান করি আইসে না, তোমরা চোখু দিয়া দেখির পাবেন না। মানষি এই নাকান কবার পাইবে না যে এই দেখো, ‘এই জাগাত!’ বা ‘ঐ জাগাত!’ ক্যেনেনা তোমরালা দেখেন ভগবানের শাসন ব্যবস্থা তোমার মইদ্ধোত আছে।”

[২২] অল্প সমায় পাছত যীশু নিজের শিষ্যলার মাঝত কতা-বার্তা করির নাগিলেক যে, “এমন এক দিন আসিবে, যেলা মোক তোমার দেখির ইচ্ছা হইবে, কিন্তুক তোমরা দেখির পাবেন না।

[২৩] মানষিলা তোমাক খবর দিবে যে মুই ফিরি আসচুং, উমরা কবে, ‘এইটে দেখো!’ না ‘ঐটে দেখো!’ তোমরা খানিকো বিশ্বাস করেন না আর উমার পাছত তোমরা যান না।

[২৪] যেলা মুই আসিম সেলা কোন কিছু গুপ্ত থাকির না হয়। যেই নাকান করি বিজলী চমকাইলে আলোর ঝলকানি দ্যাওয়ার

এক পাক থাকি অইন্য পাকে ছড়িয়া ভইভইয়া হয় অমন করি আসিম।

২৫ কিন্তুক পইলাতে মোক খুব দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির নাগিবে। এই কালের মানষিলা মোক মানি নিবার না হয়, উমরা মোক অগ্রাহ্য করিবে।

২৬ নোহ নামের মানষিটার সমায় যেই নাকান বানা হইছিলেক, ঐ নাকান হইবে য্যেলা মুই আসিম।

২৭ বানা আসিয়া ধ্বংস না হওয়া পর্যন্ত মানষিলা খাওয়া-দাওয়া করে, বিয়াও করে, বিয়াও দেয়, আর নোহ নাওত চড়িয়া সোন্দাইতে কালে বড় বানা আসিয়া সউগ নাশ করিলেক।

২৮ "আরো মনে করেন ম্যেলা দিন আগত লোট নামের একটা মানষি আছিলেক। ঐ সমায়ও উমরা খাওয়া-দাওয়া, বেচা-কেনা, গছ গাড়া, ঘর বানা সউগে করির ধরছিলেক।

২৯ কিন্তুক যেদিন লোট সদোম গঞ্জ হাতে বাইর হয়া আসিলেক, সেদিন দ্যাওয়া হাতে অগুনের বর্ষন হয়া সগাকে নাশ করিলেক।

৩০ "একে নাকান করি মানষিলা য্যেলা সাধারন জীবন যাপন করিতে থাকিবে মুই বাছাই করা মানষিটা স্যেলা আসিম।

৩১ সেদিন যায় ঘরের বারান্দাত আছে উয়ায় মাল-পত্র নিবার বাদে ঘরত না সোন্দাউক, আর যায় জমিনত কাম করে বাড়িত ফিরিয়া না আসুক।

৩২ লোটের বৌ-এর কতা ফম কর!

৩৩ যায় ইহকালের জীবন রক্ষা করির চায় উয়ায় পরকালে জীবন হারাবে। আর যায় ইহকালের জীবন হারেবার চায় উয়ায় পরকালের জীবন পাবে।

৩৪ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, সেই রাইতোত দুই জন একে বিছনাত থাকি রবে এক জনক তুলি নেওয়া হইবে, অইন্য জন ওটে রবে।

৩৫-৩৬ দুই জন বেটিছাওয়া একখান জাতা ঘুরাইতে থাকিবে, এক জনক তুলি নেওয়া হইবে অইন্য জনাক ছাড়ি দেওয়া হইবে।"

৩৭ শিষ্যলা কইলেক, "গুরু! কোটে কোনা এই নাকান হইবে?" যীশু শ্লোক দিয়া কইলেক, "মরা যেটেকোনা থাকে ওটেকোনা শকুন আসিয়া জড়ো হয়।"

১৮ যীশু চাইচে শিষ্যলা যাতে সউগ সমায় প্রার্থনা করে। আর নিরাশ না হয়, এই বাদে উয়ায় গল্প দিয়া কইলেক,

২ "কোন একটা গঞ্জত এক জন বিচারক আছে, উয়ায় ভগবানক ভয় না খায় আরো মানষিকও অবহেলা করে।

৩ ঐ গঞ্জত এক জন বেটিছাওয়াও আছে, উয়ায় বিধুয়া। এই বিধুয়াটা বিচারকেরটে বারে বারে আইসে। ক্যেনে আইসে জানেন! উয়ায় মিনতি করি বিচারকটাক কইলেক, 'ন্যায় বিচার করিয়া মোর বিরোধীটার বিরুদ্ধোত রায় দেও।'

[৪] ওই বিচারকটা কিছু দিন পর্যন্ত কিছুই করিলেক না। কিন্তুক শ্যেষত বিচারকটা মনে মনে এই নাকান ভাবিবার নাগিলেক, 'মুই তো ভগবানক ভয় না খাং, আরো মানষিক অবহেলা করং।

[৫] তাঙো এই বিধুয়াটা মোক বারে বারে বিরক্ত করির ধরচে। তাইলে মুই কি করিম? উয়ায় যাতে মোক বিরক্ত না করে মুই উয়ার ন্যায় বিচার করিম।'"

[৬] এই উপমা শ্যেষ করিয়া যীশু কইলেক, "এলা তোমরা কি শিখিলেন। এই অধার্মিক বিচারকটাক যাতে বিধুয়াটা বিরক্ত না করে এই বাদে ন্যায় বিচার করিবে।

[৭] অধার্মিক বিচারকটা যদি এই নাকান হয়। তাইলে ভগবান সমন্ধে তোমরা কি চিন্তা করেন। ভগবানের নিজের বাছাই করা মানষিলা আছে। এই বাছাই করা মানষিলা দিন-রাতি কাউলা কাউলি করিবার নাগচে। উমরা চায় ভগবান যাতে ন্যায় বিচারের রায় ঘোষনা করিবে। এই বাদে উমরা দিন-রাতি কাউলা কাউলি করির নাগচে। ভগবান উমার বাদে কি ন্যায় বিচার করিবে না? নিশ্চয় করিবে! উমাক সাহায্য করির বাদে উয়ায় দেরি করিবে কি?

[৮] ভগবান নিশ্চয় পচ-পচে আসিয়া ন্যায় বিচারের রায় ঘোষনা করিবে। ভাল, তাইলে মুই এইটা পরিস্কার করি কইম যে মুইয়ে বাছাই করা মানষিটা, আর মোর উপরাত বিশ্বাস করির নাগিবে।

কিন্তুক মুই এই দুনিয়াত ফিরি আসিয়া কয়জনক বিশ্বস্ত দেখির পাইম?”

৯ যে কাণ্ডো এই নাকান ভুল চিন্তা করে, “মুই মহান আর অইন্য মানষিলা তুচ্ছ।” এই বাদে ঐ নাকান মানষিলাক শিক্ষা দিবার বাদে যীশু এই গল্পটা দিলেক।

১০ “ধরেন, দুই জন মানষি আছিলেক। এক জন ফরীশীলা, আরেক জন মাসুল আদায়কারী। এই দুই জন মানষি এক দিন দশংগতি মন্দিরত প্রার্থনা করির গেইলেক।

১১ ফরীশীটা খাড়া হয়া নিজের বিষয়োত প্রার্থনা করির নাগিলেক, ‘হে ভগবান, অইন্য মানষির নাকান মুই না হং এই বাদে মুই তোমাক ধন্যবাদ দেং। উমরা তো ছল-চাতুরী, অসৎ, ব্যভিচারী। মুই উমার নাকান না হং এই বাদে মুই তোমাক ধন্যবাদ দেং। ঐ ঘুষখোর মাসুল আদায়কারীক দেখেন নিশ্চয় মুই উয়ার নাকান না হং। ধন্যবাদ, ভগবান ধন্যবাদ!

১২ মুই হাপ্তাত দুই দিন উপাস থাকং আর মোর আয়ের দশ ভাগের এক ভাগ দান করং।’

১৩ “ঐ নাকান ফরীশীটা প্রার্থনা করিচে। কিন্তুক মাসুল আদায়কারী মানষিটা অইন্য নাকানের। উয়ায় দূরত খাড়া হয়া ছিল। উয়ায় স্বর্গের ভিতি চোখু তুলি দেখিবার সাহস পাইলেক না, বরং আপশোস করি কপাল চাপড়েয়া কইলেক, ‘হে ভগবান! মুই পাপী, মোক ক্ষমা করেক।’”

১৪ “উমরা বাড়ি চলি গেইলেক। তোমরা কি মনে করেন, ভগবান কাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক? মাসুল আদায়কারীটাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক। কিন্তুক ফরীশীটাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক না। ক্যেনেনা যায় নিজক ছোট মনে করে, উয়াক বড় করা হইবে, কিন্তুক যায় নিজক বড় মনে করে উয়াক ছোট করা হইবে।”

১৫ এক দিন মানষিলা উমার ছোট ছাওয়ালাক নিয়া যীশুর ওটেকোনা আসিচে। যীশু যাতে ছাওয়ালার মাথাত হাত থুইয়া আশুর্বাদ করিবে, এইটা উমরা চায়। কিন্তুক শিষ্যলা ছাওয়ালাক যীশুরটে আসিবার দেয় নাই। শিষ্যলা ছায়ালাক বাধা দিয়া দাবরেবার নাগিলেক।

১৬ যীশু এই ঘটনা জানিয়া ঐ ছাওয়ালাক নিজের বগলত ড্যেকাইলেক। ছাওয়ালা আসিয়া যীশু শিষ্যলাক কইলেক, “ছোট ছোট ছাওয়ালাক মোরটে আসির দেও, উমাক বাদা করেন না। এই শিক্ষা শেখেন, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা আসির ধরচে, কিন্তুক ঐ শাসন ব্যবস্থা কায় মানির পায়? যায় এই ছোট ছাওয়ার নাকান আছে।

১৭ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, এইটা ভাল করি ফম থোন। নিজক ছোট মনে না করিলে, কোন দিন ভগবানের শাসন ব্যবস্থা জানির পাবেন না!”

১৮ এক দিন যিহুদী সমাজের এক জন নেতা যীশুরটে আসিয়া পুছিলেক, “হে গুরু, তোমরায় ভাল মানষি। এলা মুই অমৃত

জীবন লাভ করির চাং। এই অমৃত জীবন লাভ করির বাদে মোক কি করির নাগিবে?”

১৯ যীশু উয়াক কইলেক, “মোক ক্যেনে ভাল কবার ধরচেন? এক মাত্র ভগবানে ভাল।

২০ তুই তো ভগবানের আজ্ঞা জানিস। ব্যভিচার, খুন, চোর করেন না, মিছাং সাক্ষী দেন না, তোমার মাও-বাপক সন্মান করেন।”

২১ নেতাটা উত্তর দিলেক, “মুই তো ছাওয়া কাল থাকি এইলা মানি আসির ধরচুং।”

২২ এই কতা শুনিয়া যীশু উয়াক কইলেক, “এলাও তোর একনা কাম করির বাকি আছে। তোর সউগ ধন-সম্পত্তি বেচেয়া টাকা-পাইসা কাঙালক বিলিয়া দে, এই নাকান করিলে স্বর্গত তোর ধন জমা হইবে। তার পাছত আসিয়া মোর শিষ্য হঃ।”

২৩ স্যেলা কি হইলেক? এই কতাটা শুনতে কালে মানষিটার মুখ কালা হয়া গেইলেক। ক্যেনেনা উয়ার ম্যেলা ধন-সম্পত্তি আছিলেক।

২৪-২৫ যীশু এই দেখিয়া উপমা দিয়া কইলেক, “ধরি নেও সুইয়ের ফুটা দিয়া একটা উট সোন্দা সহজ। কিন্তুক একটা ধনী মানষির পক্ষে ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানি নেওয়া খুব কঠিন!”

২৬ যায় যায় যীশুর এই কতা শুনিলেক, উমরা কইলেক, “তাইলে কাঙো কি মুক্তি পাইবে? মুক্তি পাইবে কি!”

২৭ যীশু কইলেক, “মানষির বাদে যেইটা অসম্ভব ভগবানের বাদে সেইটা সম্ভব।”

২৮ পিতর নামের যীশুর শিষ্যটা কইলেক, “হামরা তো সউগ কিছু ছাড়ি দিয়া তোমার শিষ্য হইচি।”

২৯ যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যে কাঙো ভগবানের শাসন ব্যবস্থা মানি নিয়া বাড়ি-ঘর, নিজের বৌ, মাও-বাপ, ভাই-বইনি, ছাওয়া-ছোট ছাড়ি দেয়,

৩০ উয়ায় এই কালত ম্যেলাগুন বেশী পাবে, আর পরকালত অমৃত জীবন পাইবে।”

৩১ যীশু উয়ার বারো জন শিষ্যক বগলোত ড্যেকেয়া কইলেক, “দেখ, হামরা যিরূশালেম যাবার ধরচি। বাছাই করা মানষিটার সমন্ধে ভগবানের ভাববাদীলা শাস্ত্রত যেইলা নেখি গেইচে, ঐলা সউগে পূরণ হইবে।

৩২ উয়াক অইন্য জাতির মানষিলার হাতত ধরে দেওয়া হইবে। মানষি উয়াক ঠাট্টা, টিটকারি, অপমান করিবে, দেহাত ছ্যাপ দিবে।

৩৩ উয়াক চাবুক দিয়া ডাঙাইবে, পরে মারি ফ্যেলাবে। আর তিন দিনের দিন মরণক জয় করি উয়ায় বত্তি উঠিবে।”

৩৪ শিষ্যলা এই কতার মানে কিছুই বুঝির পাইলেক না। সউগে কতা নুকিয়া রইলেক, কি কি কতা যীশু কইলেক, কিছুই বুঝির পাইলেক না।

৩৫ যীশু য্যেলা যিরীহো গঞ্জের বগলোত আসিলেক, স্যেলা এক জন কানা মানষি ঘাটার বগলোত বসিয়া ভিক্ষা করির ধরচে।

৩৬ উয়ায় ম্যেলা মানষির যাবার আওয়াজ শুনির পায়া পুছিলেক, “কি ব্যাপার! কি হবার ধরচে?”

৩৭ মানষিলা উয়াক কইলেক, “নাসারতের শ্রী যীশু ঘাটা দিয়া যাবার ধরচে।”

৩৮ আর এই কতা শুনতে কালে উয়ায় খুব জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হে মহারাজা দায়ূদের বংশের ছাওয়া শ্রী যীশু, মোক দয়া করেক!”

৩৯ যীশুর সাথত আগে আগে যাওয়া ভিড়ের মানষিলা উয়াক দাবরের নাগিলেক, “ওই! চুপ করি রঃ!” কিন্তুক উয়ায় চুপ করি না রয়া আরো জোরে জোরে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “হে মহারাজা দায়ূদের বংশের ছাওয়া শ্রী যীশু, মোক দয়া করেক।”

৪০ স্যেলা যীশু থমকি খাড়া হয়া কানা মানষিটাক উয়ার ওটেকোনা আনির আদেশ দিলেক। কানা মানষিটাক বগলত আনিয়া যীশু উয়াক পুছিলেক,

৪১ “তুই কি চাইস? তোর বাদে মুই কি করিম?” মানষিটা কইলেক, “হে গুরু! মুই দেখির চাং।”

৪২ যীশু কইলেক, “আচ্ছা ঠিক আছে। তুই বিশ্বাস করিচিস বুলিয়া ভাল হইচিস।”

৪৩ এই কতা কইতে কালে মানষিটা দেখির পাবার নাগিলেক। আর উয়ায় ভগবানের মহিমার গুণগান করিতে করিতে যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক। ওটেকোনা যতলা মানষি এই ঘটনাটা দেখিলেক, উমরা সগায় ভগবানের গুণগান করিবার নাগিলেক।

১৯ যীশু যিরীহো গঞ্জের মইদ্ধো দিয়া যাবার ধরচে।

২ এই গঞ্জত সক্কেয় নামের এক জন যিহূদী মানষি আছিলেক। উয়ায় রোমীয় সরকারের প্রধান মাসুল আদায়কারী, আরো উয়ায় ধনী।

৩ যীশুক দেখিবার বাদে সক্কেয় খুব আকুল হইচে। কিন্তুক উয়ায় খাটো। আর মানষির ভিড়ের বাদে যীশুক দেখির পাবার ধরছিলেক না।

৪ স্যেলা সক্কেয় কি করিলেক? ঐ ঘাটার আগপাকে দৌড়ি যায়া বগলের একটা ডুমুর গছত চড়িলেক, ইয়াতে উয়ায় মনে করিলেক যে যীশুক দেখির পাইবে।

৫ যীশু ওটেকোনা আসিয়া উপরা ভিতি দেখিয়া কইলেক, "সক্কেয়! তুই পচ-পচে নিচাত নামি আয়, ক্যেনেনা আজি তোর বাড়িত মোক রবার নাগিবে।"

৬ সক্কেয় পচ-পচে নামি আসিয়া মহা আনন্দে যীশুক বাড়ি নিয়া গেইলেক।

[৭] কিন্তুক ভিড়ের মানষিলা গোদর-গোদর করিয়া কবার নাগিলেক, “আরেঃ! যীশু এক জন পাপী মানষির বাড়িত রাতি রবার গেইলেক।”

[৮] সক্কেয় খাড়া হয়া যীশুক কইলেক, “গুরু! মোর অর্ধেক ধন-সম্পত্তি গরীব মানষিক বিলিয়া দিম। আর মুই বেআইনি করি যারটেকোনা বেশী মাসুল আদায় করিচুং, তার চাইর গুন ফিরি দিম।”

[৯] স্যেলা যীশু কইলেক, “আজি থাকি এই বাড়ির মানষিলা মুক্তি পাইচে। এই মানষিও মহাপুরুষ অব্রাহামের বংশের এক জন মানষি।

[১০] মনত থোন, মুই বাছাই করা মানষিটা, মুই হারে যাওয়া আত্মালাক চান্দেয়া পাপ থাকি উদ্ধার করিবার বাদে আসচুং।”

[১১] যীশু যে্যলা যিরূশালেমের বগলা-বগলি পৌছির ধরচে, স্যেলা মানষিলা উয়ার কতা শুনির চাইলেক। উমারলার ধারনা হইলেক যে, ভগবানের রাজত্বের শাসন ব্যবস্থা খুব পচ-পচে আসির ধরচে। এইটা উমার ভুল ধারনা দূর করির বাদে, যীশু উমাক শিক্ষা দিয়া এই গল্পটা কইলেক,

[১২] “কোন এক জন রাজ পরিবারের মানষি আছিলেক। উয়ায় নিজের দেশের রাজসিংহাসনের অধিকার পাবার বাদে অনেক দূরত অইন্য দেশের মহারাজারটে চলি যাবার চায়। ঐটে যায়া উয়ায় রাজ পদবী নিয়া নিজের দেশত ফিরি আসিবে।

১৩ যাবার আগত উয়ার দশ জন চাকরক ড্যেকেয়া পতি জনক এক হাজার দিনের হাজিরার টাকা হাওলাদ দিয়া কইলেক, ‘মুই ঘুরিয়া না আইসা পর্যন্ত তোমরা এই টাকা দিয়া ব্যবসা করেন।’

১৪ “কিন্তুক উয়ার নিজের দেশের মানষিলা উয়াক ঘিন করে। এই বাদে উয়ায় যাবার পাছত উমরা কি করিলেক? ঐ দূরান্তরের মহারাজাক খবর প্যেঠাইলেক যে, ‘হামরা চাই না, এই মানষিটা হামার রাজা হউক।’

১৫ “তাঙো উয়ায় রাজ পদ পায়া নিজের রাজ্যত ফিরি আসিলেক, আর যে দশ জন চাকরক ব্যবসা করির টাকা দিছিলেক উমারলাক ড্যেকেয়া আনির হুকুম দিলেক। উমারটে জানির চাইলেক ব্যবসা করি কায় কত টাকা লাভ করিচে।

১৬ পইলা জন আসিয়া কইলেক, ‘মালিক! তোমার টাকা দিয়া মুই দশ গুন লাভ করিচুং।’

১৭ “রাজাটা কইলেক, ‘সাব্বাস! তুইয়ে ভাল চাকর, মুই তোক অল্প দিচোং, অল্প খানিকতে বিশ্বস্ত হইচিস। তোর বিশ্বাস দেখিয়া মুই তোক দশটা গঞ্জের দেখাশুনার ভার দিলুং।’

১৮ “দ্বিতীয় চাকরটা আসিয়া কইলেক, ‘মালিক! তোমার টাকা দিয়া মুই পাঁচগুন লাভ করিচুং।’

১৯ “রাজাটা কইলেক, ‘ভাল! তোক পাঁচটা গঞ্জের ভার দিলুং।’

২০ “স্যেলা অইন্য আর এক জন চাকর আসিয়া কইলেক, ‘মালিক! এই নেও, মুই তোমার টাকা রুমালত বান্দিয়া থুইচোং।

[২১] মুই জানং যে, তোমরা কঠুর মানষি। যেইলা থোন নাই ঐলা ফিরিয়া চান, যেইলা আবাদ করেন নাই সেইলা আবাদ কাটেন। এই বাদে মুই তোমাক ভয় খায়া তোমার টাকা রুমালত বান্দি থুইচোং।'

[২২] "রাজা গোসা হয়া চাকরটাক কইলেক, 'শয়তান কোটেকার! তোর মুখের কতা মতন বিচার করিম। তুই তো জানিলু মুই কঠুর মানষি। মুই যেটা থোং নাই ঐটায় ফিরিয়া চাং, যেইটা গাড়ং নাই, সেইটায় কাটং।

[২৩] তাইলে মোর টাকা তুই মহাজনেরটে জমা থুইস নাই ক্যেনে? থুইলে সেই টাকা মুই কড়ায়-গন্ডায় সুদে-আসলে বুঝিয়া পালুং হয়।'

[২৪] "যায় যায় বগলত খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলাক আদেশ দিয়া কইলেক, 'উয়ারটে থাকি এই টাকা নিয়া নেও, আর যায় দশ গুন লাভ করিচে উয়াকে এই টাকা দেও।'

[২৫] "স্যেলা উমরা কইলেক, 'মালিক! উয়ারটে তো এক-লাখ টাকা আছে।'

[২৬] "রাজাটা উমারলাক কইলেক, 'এইটা সচাং, যার আছে উয়াক আরো দেওয়া হইবে। কিন্তুক যার কোনয় নাই উয়ারটে থাকি বাকি কোনাও নেওয়া হইবে।

[২৭] যাই হউক, এলা মোর শত্রুলা কোটে? মুই রাজা হয়া উমারলাক শাসন করং, এইটা মোর শত্রুলা চায় নাই। এই বাদে

শত্রুলাক মোর এইটে ধরি আনিয়া, মুখের আগত মারি ফ্যেলান।’”

২৮ পাছত যীশু এইলা কতা শ্যেষ করিয়া উমার আগে আগে যিরূশালেমের ওদি ঘাটা দিয়া যাবার ধরলেক।

২৯ যেলা উয়ায় জলপই পাহাড়ের বগলা-বগলি বৈৎফগী আর বৈথনিয়া গেরামের বগলত আসিলেক, স্যেলা দুই জন শিষ্যক এই কয়া প্যেঠেয়া দিলেক,

৩০ “তোমার সামনার ঐ গেরামটাত যাও, ওটেকোনা সোন্দের সমায় ঘাটার বগলত একটা গাধার বাচ্চা বান্দি থোয়া দেখির পাবেন। উয়ার পিটিত এলাও পর্যন্ত কাঙো চড়ে নাই, দড়িখান হোসকেয়া গাধাটাক নিয়া আইসো।

৩১ কাঙো যদি পোছে, ‘ক্যেনে এইটা হোসকের ধরচেন?’ তাইলে কন, ‘প্রভুর এইটা দরকার আছে।’”

৩২ আর যাক যাক প্যেঠা হইলেক, উমরা যায়া প্রভুর কতা মতন ঐ নাকানে দেখির পাইলেক।

৩৩ যেলা উমরা গাধাটার দড়িখান হোসকের ধরচে স্যেলা গাধাটার মালিকলা আসিয়া কইলেক, “তোমরা গাধার বাচ্চাটাক ক্যেনে হোসকেবার নাগচেন?”

৩৪ উমরা কইলেক, “এইটা প্রভুর দরকার আছে।”

৩৫ তার পাছত শিষ্যলা গাধার বাচ্চাটাক যীশুর ওটে ধরি আনিলেক, আর উমার নিজের দেহার গিলাপ গাধাটার পিটিত

পাড়ি দিয়া যীশুক বসাইলেক।

৩৬ য্যেলা যীশু গাধাটার পিটিত চড়ি যাবার ধরছিলেক, ভিরের মানষিলা ঘাটাত নিজের জামা কাপড় পাড়িয়া দিবার নাগিলেক।

৩৭ এই নাকান করি যেই ঘাটাটা জলপই পাহাড় থাকি নামি আসিচে যীশু ঐ ঘাটাত আসিলেক। যীশুর নগত অনেকলা শিষ্য আছিলেক। উমরা উয়ার ম্যেলা অচানক মহাশক্তির কাম দেখিচে বুলিয়া, আনন্দে চিকিরিয়া ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক।

৩৮ "জয় জয়কার! ভগবানের নামে যে রাজা আসিচে, তায় ধইন্য! স্বর্গত শান্তি আর ভগবানের গৌরব হউক।"

৩৯ ভিড়ের মানষিলার মইদ্ধো থাকি কয়েক জন ফরীশী ধর্মগুরু যীশুক কবার নাগিলেক, "গুরু, তোমার শিষ্যলাক চুপ হবার কন! যাতে এই নাকান কতা না কয়!"

৪০ যীশু উমাক কইলেক, "মুই তোমারলাক কবার নাগচুং, যদি উমরা চুপ করি রয়, তাইলে এই দিনটাত ঘাটার শিললা চিকরিয়া গুণগান করিবে।"

৪১ উমরা য্যেলা যিরূশালেম গঞ্জের বগলোত পৌছিলেক, স্যেলা যীশু গঞ্জটা দেখি কান্দিয়া কইলেক,

৪২ "হায় যিরূশালেম! শান্তির ঘাটা কি, এইটা আজি তুই যদি বুঝির পারিলু হয়! কিন্তুক এই ঘাটা তোর এলাও চোখের আওডালত।

৪৩-৪৪ ভগবান তোক বাঁচেবার বাদে আসিচে, কিন্তুক তুই বুঝির পাইস নাই। এই বাদে তোর উপরা এই নাকান দিন আসির ধরচে যে, তোর শত্রুলা চাইরো পাকে দেওয়াল বানেয়া মৌ মাছির নাকান করি ঘিরিয়া ধরিবে। উমরা তোক আর তোর সংসারক ধ্বংস করিবে। বাড়ি ঘরলার একটা খুটি আরেকটা খুটির উপরা থাকিবে না, তামান ধ্বংস হইবে। ক্যেনেনা ভগবানের আইসার পরিকল্পনা তুই বুঝিবার পাইস নাই।”

৪৫ স্যেলা যীশু যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত সোন্দেয়া, যায় যায় ভিতিরাত বেচা-কেনা করিবার ধরছিলেক, উমাক খ্যেদে দিলেক।

৪৬ উয়ায় ওই ব্যবসায়ীলাক কইলেক, “শাস্ত্রত নেখা আছে, মোর ঘর হইবে ভগবানের প্রার্থনার ঘর। কিন্তুক তোমরা এইটাক চোর, ডাকুর আড্ডাখানা বানাইচেন।”

৪৭ এই ঘটনার পাছত যীশু সদায় দশংগতি মন্দিরত যায়া শিক্ষা দিবার নাগিলেক। প্রধান বামনলা, পন্ডিত মানষিলা, আর যিহূদী নেতালা যীশুক মারি ফ্যেলের ফন্দি করির নাগিলেক।

৪৮ কিন্তুক সউগ মানষি খুব মন দিয়া যীশুর পতিটা কতা শুনির নাগচে। এই বাদে উয়াক মারি ফ্যেলের কোন উপায় চান্দেয়া পাইলেক না।

২০ এক দিন যীশু যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত ভাল খবর শোনেয়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার ধরচে। এই সময় প্রধান

বামনলা, পন্ডিত মানষিলা আর যিহূদী নেতালা এক সাথে আসিয়া যীশুক পুছিলেক,

২ “হামাক কঃ তুই কিসের অধিকার দিয়া এইলা করির ধরচিস, কায় তোক অধিকার দিচে?”

৩ যীশু কইলেক, “মুইও তোমারলাক একটা প্রশ্ন পুছিম।

৪ দীক্ষাদাতা যোহন, জল দিয়া দীক্ষা দিবার অধিকার ভগবানেরটে থাকি পাইচে, না মানষিরটে থাকি পাইচে?”

৫ স্যেলা উমরা এক জন আরেক জনের নগত কওয়া-কয়ি করির নাগিলেক, “হামরা যদি কই, ভগবানেরটে হাতে, তাইলে উয়ায় কবে, যোহনের প্রচার বিশ্বাস করেন নাই ক্যেনে?

৬ আর যদি কই, মানষিরটে হাতে, তাইলে সউগ মানষিলা হামাক শিল দিয়া ঢ্যেলেয়া মারি ফ্যেলাবে। ক্যেনেনা মানষিলার সগারে বিশ্বাস যোহন এক জন ভগবানের ভাববাদী আছিলেক।”

৭ এই বাদে উমরা কইলেক, “হামরা জানিনা।”

৮ স্যেলা যীশু কইলেক, “তাইলে মুইও কইম না, কিসের অধিকার দিয়া মুই এইলা করির ধরচুং।”

৯ যীশু স্যেলা মানষিলাক গল্প দিয়া কইলেক, “এক জন মানষি একখান আংগুরের খ্যেত করিয়া চাষালাক আধিয়ারি দিয়া ম্যেলা দিনের বাদে বিদেশ চলি গেইলেক।

[১০] যে্যলা খে্যতের ফললার ভাগ নিবার সমায় হইলেক, সে্যলা এক জন চাকরক চাষালারটে পে্যঠাইলেক। কিন্তুক চাষালা উয়াক ডাঙেয়া খালি হাতে ফিরৎ পেঠেয়া দিলেক।

[১১] সে্যলা মালিকটা আরেক জন চাকরক পে্যঠেয়া দিলেক, আর উয়াকও একে নাকান করি ডাঙেয়া অপমান করি খালি হাতে ফিরৎ পে্যঠাইলেক।

[১২] ইয়ার পাছত তৃতীয় আরেক জন চাকরক পে্যঠাইলেক, কিন্তুক উমরা উয়াকও আধামারা করি খে্যতের বায়রাত ফে্যলেয়া দিলেক।

[১৩] "সে্যলা আংগুর খে্যতের মালিক চিন্তা ভাবনা করিলেক, 'মুই এলা কি করিম? ঠিক আছে মোর পরানের আদরের বেটাক পে্যঠাইম। হয় তো উমরা উয়াক সন্মান করিবে।'

[১৪] "কিন্তুক চাষালা যে্যলা খে্যতের মালিকের বেটাক দেখিলেক, সে্যলা এক জন অইন্য জনাক কবার নাগিলেক, 'আরে! মালিক মরিলে তো, সউগ সম্পত্তির মালিক উয়ায় হইবে। হামরা যাতে খে্যতের মালিক হমো, এই বাদে আইসো উয়াক মারি ফে্যলাই।'

[১৫] এই কয়া উমরা আংগুর খে্যতের বায়রাত নিয়া যায়া মালিকের বেটাক মারি ফে্যলাইলেক। "তোমরা কি চিন্তা করেন, খে্যতের মালিক উমাক কি করিবে?

[১৬] মালিকটা আসিয়া চাষালাক মারি ফে্যলাবে, আর আংগুর খে্যত অইন্য মানষিক দিবে।" এই উপমা শুনিয়া মানষিলা

কইলেক, “এই নাকান না হউক।”

১৭ কিন্তুক যীশু উমারলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “তাইলে শাস্ত্রত এই নাকান নেখার মানে কি? ‘রাজ মিস্ত্রিলা যেই খুটিটা বাতিল করি দিচে, ঐটায় হইচে ঘরের মূল খুটি।’

১৮ “কাঙো যদি এই খুটির উপরাত পড়ে তাইলে উয়ায় টুকরা টুকরা হয়া যাবে, আর যার উপরাত এই খুটি পড়িবে উয়ায় গুড়া হয়া যাবে।”

১৯ যীশুর এই গল্পটা পন্ডিত মানষিলা আর প্রধান বামনলা শুনিতে কালে যীশুক ধরির চাইলেক। উমরা বুঝির পাইলেক যে, গল্পটা উমার বিরুদ্ধে কইচে। কিন্তুক উমরা মানষিলার ভয়ে যীশুক ছাড়িয়া দিলেক।

২০ ধর্মগুরু আর প্রধান বামনলা যীশুক নজর দিবার বাদে কয়জন গুপ্তচর প্যেঠাইলেক। ইমরা ধার্মিক মানষি সাজিয়া কতার মইদ্ধো দিয়া ফান্দোত ফ্যেলেবার চেষ্টা করে, যাতে যীশুক রোমীয় রাজ্যপালের হাতত ধরে দিবার পারে।

২১ উমরা আসিয়া কবার নাগিলেক, “হে গুরু, হামরা জানি তোমরা যা কতা কন আর শিক্ষা দেন ঐলা ঠিক। তোমরা মুখ চিনি মুগের ডাইল দেন না। তোমরা ভগবানের সঠিক ঘাটা মানষিক দেখান।

২২ কন দেখি! ভগবানের আইন অনুসারে রোমের মহারাজাক মাসুল দেওয়া হামার উচিত কি না?”

২৩ যীশু উমারলার চালাকি বুঝির পায়া কইলেক,

২৪ “পাইসাত এই ফটক কার? কার নাম এইটে নেখা আছে?” উমরা কইলেক, “রোমের মহারাজার।”

২৫ যীশু কইলেক, “তাইলে যেইটা মহারাজার পাওনা সেইটা মহারাজাক দেও। আর যেইটা ভগবানের পাওনা সেইটা ভগবানক দেও।”

২৬ এই কতা শুনিয়া উমরালা মানষিলার সামনাত যীশুর কোন দোষ ধরির পাইলেক না, বরং যীশুর কতা শুনি গুপ্তচরলা সগায় অচানক হয়া চুপ করি রইলেক।

২৭ কয়জন সদ্দূকী দলের ধর্মগুরু যীশুরটে আসিলেক। এই সদ্দূকীলার বিশ্বাস, মরা মানষি কোন দিনও বত্তি উঠিবার পায় না। উমার মইদ্ধে কয়জন ঠাট্টা করি পুছির নাগিলেক,

২৮ “হ্যে গুরু, মহাপুরুষ মোশি হামার বাদে এই কতা নেখিচে। যদি কোন এক জন মানষি ছাওয়া জন্ম না দিয়া আটকুরা হয়া মরি যায়, তাইলে মরা মানষিটার বংশ বত্তের বাদে বিধুয়া মাইয়াটাক ঐ মরা মানষিটার ভাই বিয়াও করিবে।

২৯ বেশ ভাল! ধরেন কাঙো সাত ভাই আছিলেক। পইলা জন বিয়াও করি আটকুরা হয়া মরি গেইলেক।

৩০-৩১ স্যেলা দ্বিতীয় আর তার পাছত তৃতীয় ভাই, একে নাকান করি সাত ভাইয়ে ঐ বিধুয়াটাক বিয়াও করি আটকুরা হয়া মরি গেইলেক।

৩২ শ্যেষত ঐ বিধুয়াটাও মরি গেইলেক।

৩৩ সাত ভাইয়ে তো ঐ বিধুয়াটাক বিয়াও করিচে। তাইলে হামার প্রশ্ন হইলেক, ভগবান য্যেলা সউগ মরা মানষিক বত্তে তুলিবে স্যেলা ঐ বিধুয়াটা কার মাইয়া হইবে?”

৩৪ যীশু কইলেক, “বিয়াও এই যুগের মানষির বাদে। উমরা বিয়াও করে বিয়াও দেয়।

৩৫-৩৬ কিন্তুক একটা নয়া যুগ আসির ধরচে, আর ঐ সমায় কিছু কিছু মানষির মরণ থাকি বত্তি উঠিবার যোগ্যতা হইবে। বত্তি উঠিয়া উমরা নয়া যুগত সোন্দেয়া বিয়াও করিবে না আর বিয়াও দিবেও না। নয়া যুগত আর কোন দিনও মরিবে না, বরং স্বর্গদূতলার সমান হইবে, ভগবানের ছাওয়ালা।

৩৭-৩৮ যাই হউক, এলা মুই মরা মানষির বত্তি উঠার বিষয়োত খানিক কইম। মহাপুরুষ মোশি এইটা প্রমাণ করিচে যে, মরা মানষি সচাং করি বত্তি উঠিবে। মোশির জীবনের ঐ জ্বলন্ত ঝোপের গল্প দেখেন। ঐটেকোনা মোশি পরমপ্রভুক এই কয়া ড্যেকাইলেক, অব্রাহামের ভগবান, ইসহাকের ভগবান আরো যাকবের ভগবান। এই তিন জন যদিও ম্যেলা দিন আগত মরিচে, তাঙো উমরালা ভগবানের নজরত বত্তি আছে। সগায় ভগবানের নজরত বত্তি আছে। এই বাদে মোশি ভগবানক ‘অব্রাহামের, ইসহাকের আর যাকবের ভগবান কয়া ড্যেকাইলেক।’”

৩৯ স্যেলা কয়েক জন পন্ডিত মানষি কইলেক, “হ্যে গুরু, তোমরা খুব ভাল কইলেন।”

৪০ ইয়ার পাছত যীশুক প্রশ্ন পুছির সদ্দূকী আর পন্ডিত মানষিলার কারো সাহস হইলেক না।

৪১-৪৪ যীশু ধর্মগুরুলাক পুছিলেক, “মানষিলা কয় কি, ভগবানের বাছাই করা রাজাটা মহারাজা দায়ূদের বংশধর। কিন্তুক এইটা ক্যেমন করি হবার পারে? দায়ূদ তো নিজেই বাছাই করা রাজাটাক, ‘মোর মালিক’ কয়া ড্যেকাইলেক, তাইলে বংশধরক কি মালিক কওয়া যায়? তোমরা সনাতন পবিত্র শাস্ত্রের গীতসংহিতাত দেখেন। দায়ূদ নেখিচে, পরম প্রভু মোর মালিকোক কইলেক, যতক্ষণ মুই তোর শত্রুলাক তোর ঠ্যেংএর তলাত না থোং, ততক্ষণ মোর ডাইন পাকে বইসেক। “এই নাকান দায়ূদ ক্যেনে কয় যে, তাইলে ভগবানের বাছাই করা রাজাটা ক্যেমন করি মহারাজা দায়ূদের বংশধর হবার পারে?”

৪৫ মানষিলা যে্যলা যীশুর কতা শুনির ধরচে, স্যেলা যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক,

৪৬ “তোমরা পন্ডিত মানষিলা থাকি সাবধান রন। উমরা গেরুয়া বসন পিন্দিয়া হাট-বাজারত সন্মান পাবার চায়। উপাসনা ঘরত প্রধান প্রধান আসনত আরো ভোজের সমায় সন্মানের জাগাত বসিবার চায়।

৪৭ উমরা বিধুয়ার ধন-সম্পত্তি দখল করে, আর মানষিক দেখের বাদে অনেকক্ষণ ধরি প্রার্থনা করে। এই বাদে বিচারের সমায় অইন্য মানষির চাইতে ইমার বেশী শাস্তি হইবে।”

২১ ইয়ার পাছত যীশু চায়া দেখিলেক যে, ধনী মানষিলা উমার নিজের ধনের ভান্ডর থাকি মন্দিরের দানের বাস্কত দান করির ধরচে।

২ এই সমায় এক জন দীন দুঃখী বিধুয়াক, দুই পাইসা দান করির দেখিলেক।

৩ এই দেখিয়া যীশু শিষ্যলাক কইলেক, “মুই তোমাক সচাং করি কবার ধরচুং, সগারে চায়া এই বিধুয়াটা বেশী দান করিচে।

৪ ক্যেনেনা অইন্য মানষিলাও উমার বাড়তি ধন থাকি দান করিচে। কিন্তুক এই বিধুয়াটা যদিও গরীব তাঙো উয়ার জীবন যাপনের বাদে যেকিনা সম্বল আছিলেক, সেকিনায় ভগবানক দান করিচে।”

৫ কয়েক জন শিষ্য দশংগতি মন্দিরটার বিষয়ে কতা কবার ধরচে, “কি সুন্দর সুন্দর শিল, আর দামী দামী দানের অলংকার দিয়া মন্দিরটা সুন্দর করি সাজেয়া বানাইচে।” স্যেলা যীশু কইলেক,

৬ “তোমরা তো বড় বড় মন্দির দেখির নাগচেন, কিন্তুক এমন দিন আসির ধরচে, য্যেলা সউগ ভাঙি ফ্যেলা হইবে! এমন কি,

একটা শিল আরেকটা শিলের উপরাত থাকিবে না!”

[৭] অচানক হয়া শিষ্যলা যীশুক পুছিলেক, “গুরু, কোন সমায় এই ঘটনাটা ঘটিবে? কি নাকান চিন দেখি হামরা বুঝির পামো যে, এইলা পূরণ হয়া আসির ধরচে?”

[৮] যীশু কইলেক, “সাবধান! কাঙো যাতে তোমাক ভুল ঘাটাত নিয়া না যায়। ম্যেলা মানষি ভন্ডামি করি মোর নাম নিয়া আসিয়া কবে, মুইয়ে ভগবানের বাছাই করা রাজা। বিনাশের সমায় আসি গেইচে। কিন্তুক তোমরা উমার পাছত না যান।

[৯] তোমরা যুদ্ধের খবরা খবর শুনির পাইবেন। পইলাতে এই ঘটনালা ঘটিবে, কিন্তুক ইয়ার মানে এই না হয় যে, হঠাৎ করি এই যুগ শ্যেষ হইবে। এইলা ঘটিলেও তোমরা ভয় না খান।

[১০] এক জাতি অইন্য জাতির বিরুদ্ধোত, এক রাজ্য অইন্য রাজ্যের বিরুদ্ধোত নড়াই করিবে।

[১১] খুব বড় বড় ভৈচাল হইবে, কোন কোন জাগাত মঙ্গা আর মড়কও দেখা দিবে। দ্যাওয়াত বড় বড় ভয়ংকর চিন দেখা যাবে।

[১২] কিন্তুক এই ঘটনা হবার আগত তোমারলাক শত্রুর হাতত ধরিয়া দিয়া অইত্যাচার করিবে। বিচারের বাদে উপাসনা ঘরত ধরি নিয়া সঁপে দিয়া তোমাক জেলত দিবে। মোর বাদে তোমারলাক দেশের রাজ্যপালের আর রাজালার আগত টানা ছ্যেচড়া করিয়া খাড়া করিবে।

[১৩] ইয়াতে তোমরা মোর প্রতি বিশ্বস্তের সাক্ষী দিবার সুযোগ পাবেন।

[১৪-১৫] ঐ সমায় মুই তোমারলার মুখত জ্ঞানের কতা যোগে দিম যার উত্তর তোমার শত্রুলা দিবার পাইবে না। উমরা অস্বীকারও করিবার পাইবে না। এই বাদে ঐ সমায় কি কবার নাগিবে, এইলা চিন্তা করেন না।

[১৬] "তোমার মাও-বাপ, সাগাই-সোদর, ভাই, বন্ধু-বান্ধব বিশ্বাস ঘাতকতা করি তোমাক ধরে দিবে। তোমারলার মইদ্ধো থাকি কাঙোকো কাঙোকো মারি ফ্যালাবে।

[১৭] মোর শিষ্য হবার জইন্যে সগায় তোমাক ঘিন করিবে।

[১৮] কিন্তুক তোমারলার একটা চুলিও কাঙো ক্ষতি করির পাইবে না।

[১৯] তোমরালা যদি মোর প্রতি বিশ্বাসে থির থাকেন, তাইলে অমৃত জীবন পাইবেন।"

[২০] "য্যেলা যিরূশালেমোত শত্রুর সৈন্যলা ঘিরিয়া ধরিবে, স্যেলায় বুঝিবেন যিরূশালেমের বিনাশের সমায় আসিচে।

[২১] স্যেলা যায় যায় যিহূদীয়া প্রদেশত আছে, উমরা পাহাড়ি এলাকাত পালেয়া যাউক। যায় যিরূশালেম গঞ্জত আছে উমরা গঞ্জের বায়রাত চলি যাউক, যায় যায় গেরামত আছে উমরা কোন মতে গঞ্জত না আসুক।

[২২] ক্যেনেনা সেই সমায় ভগবান যিরূশালেমের মানষিলাক শাস্তি দিবে। ভগবানের ভাববাদীলার যেইলা কতা শাস্ত্রত নেখি গেইচে সেইলা পূরণ হইবে।

[২৩] ঐ দিনলাত যেইলা গাওভারী বেটিছাওয়া আছে, যেইলা বেটিছাওয়া ছাওয়াক দুধ খোয়ায় উমারলার অবস্থা কত না বেয়া হইবে! ক্যেনেনা দুনিয়াত দারুন কষ্ট হইবে আর এই মানষিলার উপরাত ভগবানের ভয়ংকর গোসা নামি আসিবে।

[২৪] কাঙোকো কাঙোকো শত্রু সৈন্যর তলোয়ার দিয়া মারি ফ্যেলা হইবে, কাঙোকো কাঙোকো বন্দী করিয়া নানান দেশের মইদ্ধোত ছড়াছড়ি করিয়া থুবে। যত দিন না এই বিধর্মী মানষিলার সমায় পূরণ হয়, ততদিন এই যিরূশালেমক উমার ঠ্যেংয়ের তলত থুবে।”

[২৫] “স্যেলা দ্যাওয়া, বেলা, চান, তারালার, নানান চিন দেখা যাবে। দুনিয়ার সউগ জাতি কষ্ট পাবে আরো সাগরের গর্জন শুনিয়া ভয়ংকর ঢেউ দেখিয়া মানষিলা অস্থির হইবে।

[২৬] দ্যাওয়াত যেইলা মহাশক্তি আছে, ঐলা উল্টা পাল্টা হয়া পড়িবে। আর এইটা দেখিয়া দুনিয়াত কি ভয়ংকর অবস্থা আইসেচে ঐলা কতা চিন্তা করিয়া মানষিলা হাতাসে অজ্ঞান হয়া যাবে।

[২৭] সেই সমায় ম্যেঘের উপরাত মহাশক্তি নিয়া, জাকজমকের সাথত বেলার ঝিলিকের নাকান করি সগায় বাছাই করা

মানষিটাক আসির দেখিবে।

২৮ তোমরা এইলা ঘটনা ঘটির দেখিলে, উপরার ভিতি নজর দিয়া সিদা হয়া খাড়া হন। ক্যেনেনা তোমারলার উদ্ধারের সমায় বগলা-বগলি আসিচে।”

২৯ ইয়ার পাছত যীশু একটা গল্প দিয়া কইলেক, “ডুমুর গছ বা অইন্য যে কোন গছ দেখ।

৩০ উয়ার ঠাইল নরম হয়া কুশি বিরাইলে তোমরা জানির পাবেন গরম কাল বগলা-বগলি আসিচে।

৩১ আর এই নাকান করি তোমরা য্যেলা দেখিবেন মোর কতার নাকান সউগ ঘটিবার নাগচে, স্যেলায় বুঝির পাবেন যে, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা শুরু হবার বেশী দেড়ি নাই।

৩২ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, এই ঘটনালা না হওয়া পর্যন্ত এই কালের বংশের শ্যেষ হবার না হয়।

৩৩ দ্যাওয়া, দুনিয়া ধ্বংস হইবে, কিন্তুক মোর কতা চিরকাল থাকিবে।”

৩৪ “তোমরা নিজের বিষয় সাবধান হন! এই শ্যেষ কালের দিনটা দুনিয়াত বসবাস করে সগারে উপরাত আসি পড়িবে। এই বাদে তোমরা এই দুনিয়ার রঙে-রসে, মাতলামি বা সংসারের চিন্তায় ডুবিয়া না যান।

৩৫ যদি যান তাইলে পখি মারির বাদে, ফান যেই নাকান করি হঠাৎ বন্ধ হয়, সেই নাকান করি তোমারলার উপরাত আসিয়া

পড়িবে।

৩৬ “এইলা ঘটনা ঘটিবে। কিন্তুক তোমাক রক্ষা পাবার বাদে ঘটনালা পার হয়া বাছাই করা মানষিটার আগত খাড়া হবার শক্তি ক্যেমন করি পাবেন। তোমরা সজাগ থাকিয়া সউগ সমায় প্রার্থনা করেন।”

৩৭ যীশু এই নাকান শিখাইলেক। এই দিনলার মইদ্ধোত উয়ায় সদায় দশংগতি মন্দিরত যায়া শিক্ষা দিলেক, আর রাইতোত জলপই পাহাড়ত আসিয়া থাকিলেক।

৩৮ আর খুব সাকালে সউগ মানষি উয়ার উপদেশ শুনিবার বাদে মন্দিরত আসির নাগিলেক।

২২ সেই সমায় যিহূদীলার বিশেষ রুটি খাওয়ার পার্বন আসিচে। ইয়াকে কওয়া হয় মুক্তি ভোজের পার্বন।

২ এই সমায় প্রধান বামনলা আর পন্ডিত মানষিলা ভিড়ের মানষিলাক ভয় করে বুলিয়া যীশুক গোপনে মারি ফ্যেলের ফন্দি করির চাইলেক।

৩-৪ যীশুর বারো জন শিষ্যের মইদ্ধোত ইস্কোরিয়োতের যুদাস এক জন। উয়ার ভিতিরাত শয়তান-অসুর সোন্দেয়া চালনা করি প্রধান বামনলার আর মন্দিরের পাহারাদারলার-টে নিয়া গেইলেক। ক্যেংকরি যীশুক উমার হাতত ধরি দিবে, এইটা নিয়া আলোচনা করিলেক।

[৫] উমরালা উয়ার কতা শুনিয়া খুশি হয়া উয়াক টাকা দিবার বাদে রাজি হইলেক।

[৬] যুদাস-ও রাজি হইলেক। আর মানষির ভিড় যেলা না থাকিবে যীশুক ধরেয়া দিবার বাদে যুদাস এই নাকান সমায় চান্দের নাগিলেক।

[৭] যিহূদীলার বিশেষ রুটির পার্বনের দিন আসিলেক। এই দিনে মুক্তি ভোজের ভেড়ার বাচ্চা বলি দেওয়া হয়।

[৮] যীশু স্যেলা যোহন আর পিতরক এই কয়া প্যেঠাইলেক, “হামরা যাতে একটে বসিয়া মুক্তি ভোজ খাবার পামো এইটার ব্যবস্থা কর।”

[৯] শিষ্যলা যীশুক কইলেক, “ভোজের খাবার ব্যবস্থা কোটেকোনা করিমু? তোমার ইচ্ছা কি?”

[১০] উয়ায় কইলেক, “শোন, তোমরা যেলা গঞ্জত সোন্দাবেন, স্যেলা একটা মানষিক কলসিত করি জল নিয়া যাবার দেখিবেন। উয়ার পাছে পাছে যান। উয়ায় যেই বাড়িত সোন্দাবে,

[১১] ঐ বাড়ির মালিকক এই কতা কন। গুরু তোমাক কইচে, ‘মুই মোর শিষ্যলার সাথত মুক্তি ভোজ খাবার পাং ঐ ডারি ঘরটা কোটে?’

[১২] স্যেলা মানষিটা দোতলাত একটা বড় সাজে থোয়া ঘর দেখেয়া দিবে, ওটেকোনা ভোজের সউগ কিছুই ব্যবস্থা করেন।”

১৩ উমরা চলি গেইলেক। আর যীশু যেই নাকান কইচে, উমরা ঐ নাকান সউগে দেখির পাইলেক। আর উমরা মুক্তি ভোজের সউগ কিছু ব্যবস্থা করিলেক।

১৪ ঠিক সমায় যীশু নিজের খবরিয়ালার সাথত খাবার বসিলেক,

১৫ আর কইলেক, "মোর কষ্ট ভোগ করার আগত তোমারলার সাথত মুক্তি ভোজ খাবার খুব ইচ্ছা।

১৬ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা যে্যলা চালু করা হইবে সে্যলা মুক্তি ভোজের উদ্দেশ্য পূরণ হবেই। এই উদ্দেশ্য কিন্তুক পূরণ না হওয়া পর্যন্ত মুক্তি ভোজ আর খাইম না।"

১৭ ইয়ার পাছত যীশু একটা নোটা নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া কইলেক, "তোমরালা এই আংগুরের রস ভাগ করি খাও।

১৮ মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা চালু না হওয়া পর্যন্ত আর কোন দিন আংগুরের রস খাইম না।"

১৯ তার পাছত রুটি নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক। আর রুটিখান টুকরা টুকরা করি শিষ্যলার হাতত দিয়া কইলেক, "এই রুটিখান নেও, এইখান মোর দেহা তোমারলার বাদে সঁপে দেওয়া। মোক ফম করির বাদে এই নাকান করেন।"

২০ খাবার পাছত আর একবার নোটা নিয়া কইলেক, "তোমারলার বাদে মোর নিজের অক্ত গতে দিম, আর ইয়াতে

নয়া চুক্তি শুরু হইবে। এই নোটাত যেইলা রস আছে, ঐলা হইলেক নয়া চুক্তির চিন।

[২১] কিন্তুক দেখ, যায় মোক ধরে দিবে উয়ায় এলা বন্ধুর নাকান করি মোর সাথত খাবার ধরচে।

[২২] ভগবান যেই নাকান করি ঠিক করি থুইচে, ঐ নাকান করি মোক মরির নাগিবে। কিন্তুক হায় যেই মানষিটা মোক শত্রুর হাতত দিবে!"

[২৩] শিষ্যলা উদাস হয়া এক জন অইন্য জনক পুছিবার নাগিলেক, "হামার মইদ্ধোত কায় এই নাকান করির পারে?"

[২৪] স্যেলা কি হইলেক? শিষ্যলার মইদ্ধোত কাক বড় কওয়া হইবে, এই নিয়া উমরালা তর্কা-তর্কি করির নাগিলেক।

[২৫] যীশু কইলেক, "বিধর্মীলার রাজালা প্রজালার উপরাত ক্ষমতা দেখায়, যেই নাকান বড় মাছ ছোট মাছক ধরি খায়। তাঙো উমারলাক হিতকারী কওয়া হয়।

[২৬] কিন্তুক তোমারলার মইদ্ধোত এই নাকান হওয়া ঠিক হইবে না। তোমার মইদ্ধোত যায় বড়, উয়ায় সউগ চায়া ছোট পদ নেউক। আর যায় নেতা উয়ায় চাকরের নাকান সেবা করুক।

[২৭] মানষিলা কি চিন্তা করে, কায় বড়? যায় খাবার বইসে, না যায় যতন করি খাবার দেয়? কিন্তুক মোর প্রতি দেখেন, মুই তোমার মইদ্ধোত চাকরের সমান।

২৮ মোর নানা নাকান পরীক্ষার সমায় তোমরায় তো সউগ সমায় মোর সাথে সাথে রইচেন।

২৯ মোর স্বর্গের বাপ মোক রাজা হিসাবে শাসন করির অধিকার দিচে। আর মুই ঐ নাকান অধিকার তোমাকো দিবার নাগচুং।

৩০ এমন কি মোর শাসন যেলা শুরু হইবে সেই সমায় তোমরা মোর নগত টেবিলত বসিয়া খাওয়া-দাওয়া করিবেন। আরো তোমরা সিংহাসনত বসিয়া ইস্রায়েলের বারোটা গুষ্টির বিচার করিবেন।”

৩১ “শিমোন, শিমোন, দেখ! শয়তান-অসুর তোমারলাক সরিষার ভুসির নাকান করি চালনি দিয়া চাইলি নিকলির চাইচে।

৩২ কিন্তুক মুই তোর বাদে প্রার্থনা করিচুং যাতে তোর বিশ্বাসের অভাব না হয়। তুই যেলা পস্তেয়া বিশ্বাসে ফিরি আসিবু, স্যেলা তোর ভাইলাক বিশ্বাসে শক্তিশালী করিস।”

৩৩ পিতর যীশুক কইলেক, “গুরু! মুই তোমার সাথত জেলত যাবার, এমন কি মরিবার বাদেও প্রস্তুত আছং।”

৩৪ যীশু কইলেক, “পিতর, আজি রাতি মুরগা ড্যেকার আগত তিন বার তুই মোক চিনিস না কয়া অস্বীকার করিবু।”

৩৫ তার পাছত যীশু উয়ার অধিকার দেওয়া খবরিয়ালাক কইলেক, “মুই তোমারলাক বায়রাত ভাল খবর প্রচার করির বাদে প্যেঠাইচুং। সেই সমায় তোমার ঘুরিবার বাদে ঝোলা, টাকা-পাইসা, আর জুতা কোন কিছুই নেন নাই। স্যেলা কি তোমারলার

অভাব হইচে?” উমরা কইলেক, “না, কোন কিছুর অভাব হয় নাই।”

৩৬ যীশু কইলেক, “কিন্তুক এলা মুই তোমারলাক কইম, যার ঘুরিবার ঝোলা আছে উয়ায় ঐটা নেউক, যার টাকা আছে উয়ায় টাকা-পাইসা নেউক। যার ছোরা নাই উয়ায় উয়ার গিলাপ বেচেয়া নিজের আত্ত-রক্ষার জইন্যে একখান ছোরা কিনুক।

৩৭ ক্যেনেনা এলা মোর জীবনত শাস্ত্রের এই নেখা পূরণ হবার নাগচে যে, ‘উয়াক ডাকু হিসাবে গন্য করা হইবে।’ হ্যে, শাস্ত্রত মোর সমন্ধে যত নেখা ছিল, সউগ পূরণ হবার নাগচে।”

৩৮ শিষ্যলা কইলেক, “গুরু, দেখেন হামারটে দুইখান ছোরা আছে।” যীশু কইলেক, “থাউক।”

৩৯ ইয়ার পাছত যীশু নিজের নিয়ম মতন জলপই পাহাড় গেইলেক, আর শিষ্যলাও উয়ার পাছে পাছে যাবার ধরচে।

৪০ ওটেকোনা পৌছিয়া উয়ায় শিষ্যলাক কইলেক, “তোমরা প্রার্থনা করেন যাতে টানা হেচড়ার পরীক্ষাত না পরেন।”

৪১ তার পাছত যীশু শিষ্যলার থাকি কিছু দূরত যায়া হাংকুড়া পাড়ি প্রার্থনা করির নাগিলেক,

৪২ “হে মোর ভগবান! হে মোর বাপধন! যদি তোর ইচ্ছা হয়, তাইলে এই দুঃখের বোঝ মোরটে থাকি নিয়া যা। এইটা মোর ইচ্ছায় না হউক, তোর ইচ্ছায় হউক।”

৪৩ আর ভগবান শক্তি যোগেবার বাদে যীশুরটে এক জন স্বর্গদূতক প্যেঠাইলেক।

৪৪ মনের কষ্টে যীশু আকুল হয়া প্রার্থনা করির ধরচে। আর উয়ার দেহার ঘাম অক্তের নাকান টোপ-টোপ করি মাটিত পড়ির নাগিলেক।

৪৫ প্রার্থনা শ্যেষ করি যীশু শিষ্যলারটে আসিয়া দেখিলেক, উমরা মনের দুঃখে নিন গেইচে।

৪৬ যীশু উমারলাক কইলেক, "ক্যেনে নিন যাবার নাগচেন? উঠ, প্রার্থনা কর, যাতে শয়তানের পরীক্ষাত না পরেন।"

৪৭ যীশুর কতা কওয়া শ্যেষ না হইতে কালে, ম্যেলা মানষিক নিয়া যুদাস ওটেকোনা আসিলেক। বারো জন শিষ্যর মাঝিলাত যুদাস এক জন। উয়ায় মানষিলার নেতা হয়া আগে আগে আসিচে। (যীশুক ধরেয়া দিবার বাদে যুদাস একটা চিন ঠিক করিয়া দিচে। উয়ায় কইচে, "মুই যাক চুমা খাইম উয়ায় সেই মানষিটা।") এই বাদে যুদাস চুমা খাবার বাদে যীশুরটে আসিলেক।

৪৮ যীশু স্যেলা কইলেক, "যুদাস তুই কি চুমা খায়া বাছাই করা মানষিটাক ধরেয়া দিবার নাগচিস?"

৪৯ স্যেলা কি ঘটিবার নাগচে এইটা যীশুর অইন্য শিষ্যলা টের পায়া কইলেক, "গুরু, হামরা কি ছোরা দিয়া মারিমু?"

৫০ উমার মইদ্ধোত এক জন শিষ্য মহাবামনের চাকরের ডাইন কানটা কাটি ফ্যেলাইলেক।

৫১ যীশু কইলেক, “থামো! থামো! ছোরা চালেবার আর দরকার নাই।” এই কতা কয়া চাকরের কানটা নারিয়া উয়াক ভাল করিলেক।

৫২ প্রধান বামনলা, মন্দিরের পাহারাদারলা আর যিহূদী নেতালা যীশুক ধরির আসিচে। যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই কি ডাকু! ডাকু ধরির বাদে মানষি যেই নাকান করি ছোরা, নাটি নিয়া যায়, তোমরা মোক ধরির বাদে এই নাকান করি আসচেন।

৫৩ মুই তো পতিদিন তোমারলার সাথত মন্দিরত ছিলুং। স্যেলা তোমরা মোক ধরেন নাই ক্যেনে? কিন্তুক এলা এই সমায়টা তোমারে, শয়তান-অসুরের শাসন দেখা যাবার ধরচে।”

৫৪ উমরা যীশুক ধরিয়া মহাবামনের বাড়িত নিয়া গেইলেক। পিতর দূর থাকি পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

৫৫ মহাবামনের আগিনার মইদ্ধোত অগুন জ্বলেয়া মানষিলা চাইরো পাকে বসিলেক। পিতরও আসিয়া উমার বগলোত বসিলেক।

৫৬ এক চাকরানী পিতরক অগুনের আলোত দেখির পায়া ভাল করি দেখিয়া কইলেক, “আরে! এই মানষিটাও যীশুর সঙ্গী আছিলেক।”

৫৭ পিতর অস্বীকার করি কইলেক, "তোমরা কি কবার ধরচেন বইনি? মুই তো উয়াক চেনং না!"

৫৮ খানিক পাছত আরেক জন মানষি পিতরক দেখিয়া কইলেক, "ঐ সমায় তুইও উমারলার সাথত ছিলু।" পিতর কইলেক, "না বাহে! মুই না হং।"

৫৯ ঘণ্টা খানিক পাছত আরেক জন মানষি জোর দিয়া কইলেক, "সচাং করি এই মানষিটাও যীশুর সাথত আছিলেক। ইয়াও তো গালীল প্রদেশের মানষি।"

৬০ পিতর কইলেক, "আরে ভাই! তোমরা কি কবার নাগচেন মুই তো কিছুই জানং না!" এই কতা কওয়া শ্যেষ না হইতে কালে মুরগা ডাকি উঠিল।

৬১ স্যেলায় প্রভু পিতরের ভিতি চায়া দেখিলেক, আর পিতরেরও মনে হইলেক প্রভু কইছিল, "কালি মুরগা ড্যেকার আগত তুই মোক তিন বার অস্বীকার করিবু যে, তুই মোক চিনিস না।"

৬২ মনে হইতে কালে পিতর বায়রাত যায়া খুব কান্দিবার নাগিলেক।

৬৩ যেই মানষিলা যীশুক ধরছিলেক, উমরা উয়াক ডাঙেয়া টিটকারি করির নাগিলেক।

৬৪ উমরা যীশুর চোখুত কাপড় বান্দিয়া কবার নাগিলেক, "তুই না ভগবানের ভাববাদী? কঃ দেখি, তোক কায় ডাঙাইলেক?"

৬৫ উমরা অপমান করির বাদে নানা নাকানের কতা কইলেক।

৬৬ যে্যলা দিন হইলেক সে্যলা যিহূদীলার বুড়া নেতালা, প্রধান বামনলা আর পন্ডিত মানষিলা জোটো হইলেক। উমরা যীশুক মহাসভাত আনিয়া পুছিলেক,

৬৭ "তুই কি ভগবানের বাছাই করা রাজা?" যীশু কইলেক, "মুই সচাং কইলেও তোমরা বিশ্বাস করিবেন না।

৬৮ আর মুই তোমারলাক কোন পুছিলে উত্তরও দিবেন না।

৬৯ কিন্তুক এলা থাকি এই বাছাই করা মানষিটা মহা শক্তিমান ভগবানের ডাইন পাকে বসি থাকিবে।"

৭০ উমরা সগায় কইলেক, "তাইলে তুই কি ভগবানের বেটা?" আর যীশু কইলেক, "তোমরালায় কবার নাগচেন মুইয়ে!"

৭১ উমরালা কইলেক, "এলা হামার সাক্ষীর আর দরকার নাই। হামাক তো উয়ায় নিজেই কইলেক।"

২৩

সভা শে্যষ করিয়া সগায় যীশুক রোমের রাজ্যপাল পীলাতের ওটে নিয়া গেইলেক।

২ আর উমরা যীশুর বিরুদ্ধে নালিশ জানেয়া কবার নাগিলেক যে, "এই মানষিটা হামার জাতিক বেয়া ঘাটাত নিয়া যাবার ধরচে। আরো মানষিলা যাতে মহারাজাক মাসুল না দেয় এই কতা প্রচার করির ধরচে। উয়ায় নিজক বাছাই করা রাজা কয়া দাবি করে।"

৩ এই শুনিয়া রাজ্যপাল যীশুক পুছিলেক, “তুই কি যিহূদীলার রাজা?” যীশু কইলেক, “তুই তো নিজেই কবার ধরচিস।”

৪ ম্যেলা রাজ্যপাল পীলাত প্রধান বামনলার আর ভিড়ের মানষিলার ভিতি দেখিয়া কইলেক, “মুই তো এই মানষিটার কোন দোষ খুজিয়া দেখির পালুং না।”

৫ উমরালা রাজ্যপালের কতা শুনিয়া জোর করি কবার নাগিলেক, “এই মানষিটায় তামান যিহূদীয়া প্রদেশের, গালীল থাকি শুরু করিয়া যিরূশালেম পর্যন্ত শিক্ষা দিয়া সরকারের বিরুদ্ধে মানষিক ক্ষ্যেপেয়া তুলিচে। এলা এটেকোনা আইসচে।”

৬ এই কতা শুনিয়া পীলাত জানির চাইলেক, যীশু গালীল প্রদেশের মানষি কি না?

৭ পীলাত জানির পাইলেক রাজা হেরোদের অধীনত যে অঞ্চল আছে, যীশু ওটেকার মানষি। ঐ সমায় হেরোদ যিরূশালেমত আছিলেক। এই বাদে পীলাত যীশুক হেরোদেরটে প্যেঠ্যেয়া দিলেক।

৮ রাজা হেরোদ যীশুক দেখি খুব খুশি হইলেক, ক্যেনেনা উয়ায় যীশুর সমন্ধে ম্যেলা কতা শুনিচে। এই বাদে উয়ার ম্যেলা দিন থাকি যীশুক দেখিবার আশায় আছিলেক। যাতে উয়ায় যীশুরটে হাতে কোন অচানক চিনের কাম দেখির পাবে।

৯ রাজা হেরোদ যীশুক ম্যেলা প্রশ্ন পুছিলেক, যীশু কিন্তুক কোন উত্তর দিলেক না।

[১০] ওটেকোনা পন্ডিত মানষিলা আর প্রধান বামনলা খাড়া হয়া চিকিরিয়া যীশুক দোষ দিবার নাগিলেক।

[১১] রাজা হেরোদ আর উয়ার সিপাইলা যীশুক অপমান আরো ঠাট্টা করিয়া রাজার নাকান কাপড় প্যেন্দেয়া পীলাতের ওটেকোনা প্যেঠেয়া দিলেক।

[১২] ইয়ার আগত পীলাত আর রাজা হেরোদ সাপে নেউলের নাকান শত্রুয়ামি আছিলেক। কিন্তুক এই দিন থাকি উমরা দুইজনে সখা হইলেক।

[১৩] পীলাত স্যেলা প্রধান বামনলাক, নেতালাক আর সাধারন মানষিলাক এক সাথে ড্যেকেয়া কইলেক,

[১৪] "তোমরা এই মানষিটাক মোর এটেকোনা নিয়া আসিয়া দোষ দিবার ধরচেন, যে ইয়ায় মানষিলাক সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষ্যেপেয়া তুলিবার ধরচে। কিন্তুক মুই উয়াক তোমার আগত জেরা করিয়া দেখলুং। তোমরা যে দোষ দিবার ধরচেন, এইলার কোনোটাও তো উয়ার দোষ প্রমাণ হয় নাই, উয়ায় নির্দোষ।

[১৫] এমন কি রাজা হেরোদ উয়ার কোন দোষ না পায়া ফির মোর এটেকোনা প্যেঠেয়া দিচে। তোমরালা দেখিবার নাগচেন মারি ফ্যেলার মতন উয়ার কোন দোষ নাই।

[১৬] এই বাদে মুই উয়াক খুব চাবুক মারিয়া ছাড়ি দিম।"

[১৭-১৮] এই কতা শুনিয়া ভিড়ের মানষিলা এক সাথে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "উয়াক মারি ফ্যেলাও! আর হামার জইন্যে

বারাব্বাক জেল থাকি ছাড়ি দেও।”

[১৯] বারাব্বাক যিরূশালেমত খুন, দেশ দ্রোহিতার কাম করির বাদে জেলত বন্দী করি থোয়া হয়।

[২০] পীলাতের ইচ্ছা আছিলেক যীশুক ছাড়ি দিবার। এই বাদে মানষিলার সাথত আরো আলোচনা করিলেক।

[২১] কিন্তুক মানষিলা চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “উয়াক ক্রুশত দেও! ক্রুশ খুটাত টাঙেয়া থোন!”

[২২] তিন বারের বার পীলাত মানষিলাক কইলেক, “ক্যেনে? উয়ায় কি দোষ করিচে? মরণের দন্ড দিবার নাকান মুই তো উয়ার কোন দোষ দেখোং না। এই বাদে মুই উয়াক চাবুক মারিয়া ছাড়ি দিম।”

[২৩-২৪] কিন্তুক মানষিলা চিকিরিয়া দাবি করিতেই থাকিল, উয়াক খুটিত টাঙেয়া থোন, শ্যেষত পীলাত মানষিলার কতা মানি নিবার বাধ্য হইলেক। আর মানষিলার জয় হইলেক।

[২৫] যাক খুন আর দেশ দ্রোহিতার বাদে জেলত থোয়া হইচে। উয়াকে জেল থাকি মুক্তি দেওয়া হইলেক। কিন্তুক যীশুক মানষিলার ইচ্ছায়, পীলাত উমারলার হাতত তুলি দিলেক। যাতে উমারলার যা খুশি তাই করির পারে।

[২৬] সিপাইলা য্যেলা যীশুক নিয়া যাবার ধরচে, স্যেলা শিমোন নামের কুরীণী দেশের এক জন মানষি গেরাম থাকি আসির

ধরচে। সিপাইলা উয়াক ঘাড়ত ক্রুশটা দিয়া যীশুর পাছে পাছে উবি নিয়া যাবার বাধ্য করিলেক।

২৭ ম্যেলা মানষি যীশুর পাছে পাছে যাবার ধরছিলেক। ম্যেলা বেটিছাওয়াও আছিলেক, বেটিছাওয়ালা শোকে কপালত হাত দিয়া হায়! হায়! করি কান্দির ধরলেক।

২৮ যীশু উমার ভিতি ঘুরিয়া কইলেক, "ও মায়ের ঘর! যিরূশালেমের বেটিলা, তোমরা মোর বাদে কান্দেন না। তোমরা নিজের বাদে আর তোমার বেটা-বেটির বাদে কান্দো।

২৯ ক্যেনেনা এমন ভয়ংকর দিন আসির ধরচে, যে্যলা মানষি কবে, 'যেইলা বেটিছাওয়ার কোন দিনও ছাওয়া-ছোট হয় নাই, যায় এলাও বুকের দুধ খোয়ায় নাই, এই আটকুরি বেটিছাওয়ালা হইলেক ভাগ্যবতী।'

৩০ সেই সমায় মানষি পর্বতলাক কবে, 'হামারলার উপরাত আসি পড়েক!' আর পাহাড়লাক কবে, 'হামারলাক ঢাকিয়া ধরেক!'

৩১ ক্যেনেনা গছ বত্তি থাকতে, মানষি যদি গছক অইত্যাচার করে, তাইলে শুকান হইলে কি না করিবে?"

৩২ সিপাইলা দুই জন ডাকুক, যীশুর সাথত মরণের দন্ড দিবার বাদে নিয়া যাবার ধরচে।

৩৩ মাথার খাপড়া নামের জাগাত পৌছিয়া ওটেকোনা যীশুক ক্রুশত টাঙাইলেক, একে নগত দুই জন ডাকুক এক জনাক ডাইন

পাকে আরেক জনাক বাও পাকে ক্রুশত টাঙা হইলেক।

৩৪ স্যেলা যীশু কইলেক, "হে মোর স্বর্গের বাপ, ইমরা কি করির ধরচে, এইটা ইমরা জানে না। এই বাদে ইমারলাক ক্ষমা করেক!" আর সিপাইলা নটারি করি যীশুর কাপড়লা নিজের মইদ্ধোত ভাগ করি নিলেক।

৩৫ খাড়া হয়া মানষিলাও ভিড় করি দেখির ধরচে। আর যিহূদী ধর্মীয় নেতালা যীশুক টিটকারি করি কবার ধরচে, "উয়ায় তো অইন্য মানষিলাক বত্তাইচে, যদি উয়ায় ভগবানের বাছাই করা রাজা হয় তাইলে এলা নিজক বত্তাউক!"

৩৬ আর সৈন্যলাও উয়ার বগলোত আসিয়া টিটকারি করির নাগিলেক। উমরা যীশুক ট্যেঙা ফলের রস খাবার দিয়া কইলেক,

৩৭ "তুই যদি যিহূদীলার রাজা হইস, তাইলে তুই নিজক বত্তাও দেখি!"

৩৮ আর যীশুর ক্রুশ খুটার মাথার উপরাত একখান সাইন বোর্ড নটকেয়া থুইলেক। ওটেকোনা নেখা আছিলেক, "এই মানষিটা যিহূদীলার রাজা।"

৩৯ যীশুর দুই পাকে যে দুই জন ডাকুক ক্রুশত টাঙা হইচে, উমার মইদ্ধে এক জন যীশুক ঠাট্টা করি কবার নাগিলেক, "তুইয়ে নাকি বাছাই করা রাজা? তাইলে তুই নিজক আর হামাক বত্তাও দেখি!"

৪০ অইন্য ডাকুটা কিন্তুক উয়াক দাবরেয়া কইলেক, “তুই কি ভগবানক ভয় না খাইস? তুইও তো একে নাকান দন্ড পাবার ধরচিস।

৪১ হামরা তো নিজের কর্ম অনুসারে ন্যায্য শাস্তি পাবার ধরচি। কিন্তুক উয়ায় তো কোন দোষ করে নাই।”

৪২ স্যেলা আরো কইলেক, “যীশু, তোমার শাসন ব্যবস্থা চালু হয়া মোক মনে করেন।”

৪৩ যীশু উয়াক কইলেক, “মুই তোক সচাং করি কবার ধরচুং, আজিই তুই মোর সাথত শান্তির দেশত যাবু।”

৪৪ আনুমানিক বেলা বারোটা, স্যেলা থাকি বিকাল তিনটা অব্দি গোটায় দেশটা আন্ধার হয়া রইলেক।

৪৫ বেলার রৌদ দেখা গেইলেক না, আর যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরের যেই পর্দাখান দিয়া শুদ্ধি জাগা আর মহাশুদ্ধি জাগা যুদা করে, ঐ পর্দা অচমকায় ছিড়িয়া দুইফালা হয়া গেইলেক।

৪৬ স্যেলা যীশু জোরে চিকিরিয়া কইলেক, “হে মোর স্বর্গের বাপ, মুই তোর হাতত মোর আত্মা সঁপে দিলুং।” এই কতা কয়া যীশু শ্যেষ নিঃশ্বাস ছাড়িলেক।

৪৭ এই ঘটনা দেখিয়া রোমের প্রধান সেনাপতি ভগবানের গুণগান করি কইলেক, “সচাংয়ে ইয়ায় নির্দোষ আছিলেক।”

৪৮ ক্রুশের ওটেকোনা যেই মানষিলা ভিড় করিচে, উমরালা সগায় কপাল চাপেরেয়া শোক করিতে করিতে চলি গেইলেক।

৪৯ কিন্তুক যীশুর আপন মানষিলা, আর যেই বেটিছাওয়ালা গালীল থাকি আইসচে, উমরালা সগায় দূরত খাড়া হয়া এই ঘটনালা দেখিলেক।

৫০-৫১ যোষেফ নামে এক জন সৎ আরো ধার্মিক মানষি আছিলেক। উয়ায় আছিলেক যিহূদা প্রদেশের আরিমাথিয়া গেরামের। ঐ যিহূদী মহাসভাত যে যীশুর বিচার করা হইচে। যোষেফ ঐ মহাসভার এক জন সদস্য। কিন্তুক মহাসভাত যীশুর মরণের দন্ডের বিচারের বিষয়ে উয়ায় মানি নিবার পায় নাই। এই যোষেফ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা কোন দিন শুরু হইবে, সেই আশায় বাচ্চে রবার ধরছিলেক।

৫২ যোষেফ রাজ্যপালেরটে যায়া যীশুর মরা দেহাটা চাইলেক।

৫৩ তার পাছত দেহাটা ক্রুশ খুটা থাকি নামেয়া নয়া কাপড় জড়েয়া পাহাড়ের গুহার সমাধিত থুইলেক। এই গুহাটাত কোন দিন আর কোন মরা থোয়া হয় নাই।

৫৪ এইটা করা হইচে শুকুরবার বেলা ডোবোং ডোবোং সমায়। এই দিন যিহূদী মানষিলা জিরানের দিনের বাদে সউগ কিছু জোগার করে আর সইন্ধা থাকি জিরানের দিন শুরু হয়।

৫৫ যেই বেটিছাওয়ালা যীশুর সাথত গালীল থাকি আইসচে, উমরা এলা যোষেফের পাছে পাছে যায়া কোন সমাধিত আর কি

নাকান করি, যীশুর মরা দেহাটা থোয়া হয়, এইলা দেখিলেক।

৫৬ ইয়ার পাছত বাড়ি ফিরি যায়া সুগন্ধি জিনিস আর ত্যেল বানাইলেক। জিরানের দিন শুরু হয়া শ্রী মোশির দেওয়া বিধানের অনুসারে উমরা জিরাইলেক।

২৪ দেওবার খুব সাকালে বেটিছাওয়ালা যে সুগন্ধি জিনিস তৈয়ারি করিচে, ঐলা নিয়া গুহার সমাধিটার ওটেকোনা গেইলেক।

২ যায়া দেখিলেক, সমাধিটার মুখ থাকি বড় শিলটা কায়বা সারেয়া থুইচে।

৩ উমরা সমাধির ভিতিরাত সোন্দেয়া দেখিলেক, ওটেকোনা প্রভু যীশুর মরা দেহাটা নাই।

৪ এই দেখিয়া উমরা অবাক হইচে। স্যেলায় স্যেলায় সাদা ধপ-ধপা কাপড় পেন্দা দুই জন মানষি অচমকায় উমার বগলত আসিয়া খাড়া হইলেক।

৫ বেটিছাওয়ালা ভয় খায়া হাংকুড়া পাড়িয়া মুখ মাটিত নাগাইলেক। মানষি দুই জন কইলেক, “ক্যেনে তোমরা বত্তা মানষিক, মরা মানষির সমাধিত চান্দের ধরচেন?

৬ উয়ায় এটেকোনা নাই, উয়ায় মরণক জয় করি বত্তি উঠিচে! উয়ায় তোমারলাক গালীল প্রদেশত কি কইচে মনে করি দেখ।

[৭] উয়ায় কইচে, বাছাই করা মানষিটাক নিশ্চয় পাপী মানষির হাতত ধরে দেওয়া হইবে। তার পাছত উয়াক ক্রুশ-খুটাত টাঙে থোয়া হবে, আর তিন দিনের দিন মরণক জয় করি উয়ায় বত্তি উঠিবে।”

[৮] যীশু কি কইচিলেক, সেই কতাটা উমার মনে পড়িলেক।

[৯] উমরা সমাধি থাকি ফিরিয়া যায়া এগারো জন শিষ্যক আরো অইন্য সগাকে এই খবরটা জানাইলেক।

[১০] এই বেটিছাওয়ালার মইদ্ধোত আছিলেক মগ্দলিনী মরিয়ম, যোহোনা ও যাকবের মাও মরিয়ম। আর নগত অইন্য কয়েক জন বেটিছাওয়ালা। উমরা যীশুর অধিকার দেওয়া খবরিয়ালাক এই ঘটনালার কতা জানাইলেক।

[১১] কিন্তুক এই বেটিছাওয়ালার কতা খবরিয়ালা ফাউকসালি মনে করিয়া বিশ্বাস করিলেক না।

[১২] পিতর তাঙো দৌড়িয়া যায়া সমাধিটা ছাপড়িয়া দেখিলেক, ওটেকোনা খালি কাপড়লা পড়ি আছে। এই অচানক ঘটনালার চিন্তা করিতে করিতে বাড়ি ফিরি আসিলেক।

[১৩] সেদিন দেওবার যীশুর দুই জন শিষ্য ইম্মায়ূ নামে একটা গেরামত যাবার ধরচে। গেরামটা যিরূশালেম থাকি সাত মাইল দূরত আছিলেক।

[১৪] উমরা ঐলা ঘটনার বিষয় এক জন অইন্য জনের সাথত কওয়া-কয়ি করির ধরচে।

[১৫] অচমকায় যীশু আসিয়া উমার সাথত যাবার নাগিলেক।

[১৬] কিন্তুক উমরা চিনির পাইলেক না, ক্যেনেনা ভগবান ঐ সমায় উমাক চিনিবার শক্তি দেয় নাই।

[১৭] যীশু উমাক পুছিলেক, "তোমরা কিসের গল্প করিতে করিতে যাবার ধরচেন?" উমরা হতাশ হয়া খাড়া হয়া রইলেক।

[১৮] স্যেলা ক্লিয়পা নামের এক জন যীশুক কইলেক, "আরে! কয় দিন আগত যিরূশালেমত কি ঘটনা ঘটিচে, তোমরায় কি এক মাত্র অজানা মানষি।"

[১৯] যীশু উমাক পুছিলেক, "কি ঘটিচে?" উমরা উত্তর দিলেক, "নাসারত গেরামের যীশুক নিয়া কয় দিন আগত যেইলা ঘটনা ঘটিচে। উয়ায় ভগবানের আর মানষির চোখুত শক্তি শালি এক জন ভগবানের ভাববাদী আছিলেক। কাজে-কামাই আর কতার মইদ্ধো দিয়া উয়ায় ক্ষমতা দেখাইচে।

[২০] কিন্তুক হামার প্রধান বামনলা আর ধর্মের নেতালা উয়াক ধরিয়া রোমীয় সরকারের হাতত সঁপে দিলেক। উমরা বিচার করি উয়াক মরণের দন্ড দিয়া ক্রুশত মারি ফ্যেলাইলেক।

[২১] হামরা আশা করচি যে উয়ায় বাছাই করা রাজা, যায় ইস্রায়েল জাতিক মুক্তি দিবে। আর এই সউগ ঘটনালা ঘটিবার তিন দিন হয়া গেইচে।

[২২-২৩] স্যেলা আরো কি হইচে? হামার দলের কয়জন বেটিছাওয়া অচানক কতা শুনাইচে। উমরা খুব সাকালে সমাধির

ওটেকোনা যায়া দেখে যীশুর মরা দেহাটা নাই। স্বর্গদূতলাও উমাক দেখা দিয়া কইচে, যীশু বত্তি উঠিচে।

২৪ স্যেলা হামার সঙ্গী-সাথীলার মইদ্ধো থাকি কাঙো কাঙো দৌড়ি সমাধিত যায়া দেখে, বেটিছাওয়ালা যেই নাকান কইচে, সচাংএ ঐ নাকান। কিন্তুক প্রভু যীশুক দেখির পাইলেক না।”

২৫ ইয়ার পাছত যীশু কইলেক, “তোমরা কিছুই বুঝেন না। ভগবানের ভাববাদীলা যেইলা শাস্ত্রত নেখিচে সেইলা তোমরা বিশ্বাস করেন না। তোমারলার অন্তর পাষান হয়া গেইচে।

২৬ বাছাই করা রাজাটাক মহিমা পাবার আগত ম্যেলা কষ্ট ভোগ করির নাগিবে। এইলার দরকার ছিল।”

২৭ স্যেলা মহাপুরুষ মোশির আর ভগবানের আগের কালের ভাববাদীলার গ্রন্থ থাকি আরম্ভ করিয়া গোটায় সনাতন পবিত্র শাস্ত্র নিজের বিষয় যেইলা নেখা আছে সউগ বুঝিয়া দিলেক।

২৮ উমরা যে গেরামত যাবার ধরচে, সেই গেরামটার বগলত আসি পৌছিলেক, কিন্তুক যীশু আরো দূরত যাবার ভাব দেখাইলেক।

২৯ উমরা খুব কাউলা-কাউলি করি যীশুক কইলেক, “এলা বেলা যায়া, সইন্ধা হইচে। তোমরা হামার সাথত হামার বাড়ি চলো।” আর যীশু উমার বাড়ি গেইলেক।

৩০ যেলা যীশু উমার সাথত খাবার বসিলেক স্যেলা রুটি নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া, ছিড়িয়া উমাক দিবার ধরলেক।

৩১ অচমকায় উমার চোখুর ঝাপসা কাটি যায়া যীশুক চিনি ফ্যেলাইলেক। কিন্তুক পলকের মইদ্ধে যীশু মিশি গেইলেক।

৩২ স্যেলা উমরা এক জন অইন্য জনাক কবার নাগিলেক, "ঘাটা দিয়া যাবার সমায় যেয়লা হামার সাথত কতা কইচে, আর সনাতন শাস্ত্র বুঝি দিচে, স্যেলা হামার অন্তর খুশিতে জ্বলি উঠিবার ধরছিলেক না!"

৩৩-৩৪ সেই দন্ডে উমরা যিরূশালেম গেইলেক, আর ওটেকোনা যায়া দেখির পাইলেক, এগারো জন শিষ্য আর অইন্য সাথীলা এক সাথে কতা কবার ধরচে যে, "প্রভু সচাং বত্তি উঠিচে। আরো শিমোনক দেখা দিচে।"

৩৫ পাছত সেই দুই জন শিষ্য ঘাটাত যেইলা ঘটনা ঘটিচে সেইলা জানাইলেক। রুটি ছিড়িয়া দিবার সমায় ক্যেংকরি চিনির পাইলেক তামানে কইলেক।

৩৬ উমরা যেয়লা এইলা কতা কওয়া-কয়ি করির ধরচে, এমন সমায় যীশু আসিয়া উমারলার মইদ্ধোত খাড়া হয়া কইলেক, "তোমারলার শান্তি হউক।"

৩৭ কিন্তুক উমরা ভয়ে চমকি উঠিল, উমরা মনে করিলেক ভূত দেখির ধরচে।

৩৮ যীশু উমাক কইলেক, "তোমরা ক্যেনে এত অস্থির হবার ধরচেন। ক্যেনে তোমার মনত সন্দেহ?

৩৯ মোর হাত ঠ্যেং দেখ, মোক নাড়ি দেখ, ক্যেনেনা ভূতের তো, মোর মতন হাড্ডি আর মসং নাই।”

৪০ এই কয়া উমাক ঠ্যেং, হাত দেখাইলেক।

৪১ তাঙো উমরা এত অচানক হইচে আরো আনন্দও হইচে এই বুলিয়া বিশ্বাস করির পাইলেক না। স্যেলা যীশু কইলেক, “তোমার এটেকোনা কি কোন খাবার আছে।”

৪২ উমরা যীশুক এক টুকরা ভাজা মাছ দিলেক।

৪৩ এই নিয়া উমার মুখের আগত খাইলেক।

৪৪ তার পাছত উয়ায় উমারলাক কইলেক, “মুই য্যেলা তোমার সাথত ছিলুং স্যেলা তো মুই কইচুং, মহাপুরুষ মোশির বিধান আর ভগবানের ভাববাদীলার গ্রন্থত আরো গীতসংহিতাত যে মোর বিষয়োত নেখা আছে, এইলা সউগ পূরণ হবেই হইবে।”

৪৫ স্যেলায় শাস্ত্র বুঝির বাদে যীশু উমার বুদ্ধি খুলি দিলেক।

৪৬ উমাক কইলেক, “এই কতা নেখা আছে যে বাছাই করা রাজাটাক কষ্ট ভোগ করির নাগিবে, আরো তিন দিনের দিন মরণক জয় করি বত্তি উঠিবে।

৪৭ যিরূশালেম থাকি আরম্ভ করিয়া সউগ জাতিরটে বাছাই করা রাজাটার অধিকারে এই ভাল খবরটা ঢোলাই দিবার নাগিবে যে, ‘পাপের ঘাটা হাতে মন ফিরান! ইয়াতে তোমার পাপের ক্ষমা হইবে!’

৪৮ তোমরালায় এইলার সাক্ষী।

৪৯ হ্যে আরো দেখেন মোর বাবা যে পবিত্র আত্মা দিবার প্রতিজ্ঞা করিচে, মুই স্বর্গ হাতে প্যেঠেয়া দিম। কিন্তুক স্বর্গ থাকি যতক্ষণ পর্যন্ত শক্তি না পান ততক্ষণ পর্যন্ত এই গঞ্জত থাকেন।”

৫০ পাছত যীশু শিষ্যলাক নিয়া বৈথনিয়া পর্যন্ত গেইলেক, ওটেকোনা উয়ায় হাত তুলিয়া উমারলাক আশুর্বাদ করিলেক।

৫১ আশুর্বাদ করিতে কালে উমারলার হাতে যুদা করিয়া যীশুক স্বর্গত তুলি নেওয়া হইলেক।

৫২ স্যেলা উমরা উয়াক ভক্তি করিয়া মহাআনন্দ করিতে করিতে যিরূশালেম ফিরি গেইলেক।

৫৩ আর সউগ সমায় যিহূদী দশংগতি মন্দিরত থাকিয়া ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক॥

যোহন

১ পইলাতে যাক বাইক্য কওয়া হইছিলেক, সেই বাইক্য ভগবানের নগত আছিলেক আর বাইক্য নিজেই ভগবান আছিলেক।

২ আর পইলা উয়ায় ভগবানের নগত আছিলেক।

৩ ভগবান সউগ কিছু সেই বাইক্য দিয়ায় সিজ্জন করিচিলেক, আর যেইলা সিজ্জন করা হইছিলেক, ঐলার মইদ্ধোত কোন কিছুই উয়াক ছাড়া সিজ্জন করা হয় নাই।

৪ উয়ার মইদ্ধোত জীবন আছিলেক, আর সেই জীবন আছিলেক মানষির আলো।

৫ সেই আলো আন্ধারের মইদ্ধোত জ্বলির ধরচে কিন্তুক আন্ধার আলোটাক জয় করির পারে নাই।

৬ ভগবান যোহন নামে এক জন মানষিক প্যেঠাইচে।

৭ উয়ায় আলোর বিষয়ে সাক্ষী হিসাবে সাক্ষ্য দিবার আসচে। যেনে সগায় উয়ার সাক্ষ্য শুনিয়া বিশ্বাস করির পারে।

৮ যোহন নিজে সেই আলো আছিলেক না, কিন্তুক উয়ায় আসিচে মানষিলারটে সেই আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার।

৯ সেই আসল আলো, উয়ায় সউগ মানষিক আলো দান করে, উয়ায় এই দুনিয়াত আসিচে।

১০ এই আলো দুনিয়াতে আছিলেক আর এই দুনিয়াটা উয়ারে দারায় সিজ্জন হইচে। কিন্তুক দুনিয়ার মানষিলা উয়াক চিনিলেক না।

১১ উয়ায় নিজের দেশত আসিলেক, কিন্তুক উয়ার নিজের মানষিলায় উয়াক মানিলেক না।

১২ কিন্তুক যত জন উয়ার উপরাত বিশ্বাস করি মানি নিলেক, উমারলাক সগাকে উয়ায় ভগবানের ছাওয়া হবার অধিকার দিলেক।

১৩ এই মানষিলার জন্ম দুনিয়ার মানষির জন্মের নাকান অক্ত থাকি হয় নাই, মাও বাপের দেহার কামনা বাসনা থাকি নাই হয়, বেটাছাওয়ার কামনা বাসনা থাকিও নাই হয়। কিন্তুক ভগবান থাকিই হইচে।

১৪ সেই বাইক্য মানষির রূপ ধারন করিলেক আর হামারলার মইদ্ধোত বসবাস করিলেক। সনাতন পিতার এক মাত্র বেটার যে মহিমা সেই মহিমা হামরা দেখিচি। উয়ায় আশুর্বাদে আর সত্যে ভরপুর।

১৫ যোহন উয়ার বিষয়ে চিকরিয়া সাক্ষ্য দিয়া মানষিলাক কবার নাগিলেক, “উয়ায়ে সেই মানষি যার বিষয়ে মুই কইছিলুং, যায় মোর পাছত আসির ধরচে উয়ায় মোর চায়া মহান, ক্যেনেনা উয়ায় মোর অনেক আগত থাকি আছে।”

১৬ হামরা সগায় উয়ার ম্যেলা আশুর্বাদের থাকি দয়ার উপরাত দয়া পাইচি।

১৭ মহাপুরুষ মোশির মইদ্ধো দিয়া নিয়ম কানুন দেওয়া হইচে, কিন্তুক বাছাই করা রাজা যীশুর মইদ্ধো দিয়া আশুর্বাদ আর সত্য আসিচে।

১৮ ভগবানক কাওো কোন দিন দেখে নাই। উয়ার সাথে থাকা সেই একনায় মাত্র বেটা, যায় নিজে ভগবান, উয়ায়ে উয়াক প্রকাশ করিচে।

১৯ যে্যলা যিহূদী নেতাক যিরূশালেম থাকি কয়েক জন বামন আর লেবিয় নেতাক যোহনেরটে প্যেঠাইলেক, স্যেলা উমরা আসিয়া যোহনক পুছিলেক, "তোমরা কায়?"

২০ যোহন অস্বীকার করিলেক না, বরং স্বীকার করিয়া পরিস্কার করি কইলেক, "মুই বাছাই করা রাজা না হং।"

২১ স্যেলা উমরা যোহনক পুছিলেক, "তাইলে তোমরা কায়? তোমরা কি এলিয়?" যোহন কইলেক, "না, মুই এলিয় না হং।" উমরা কইলেক, "তাইলে কি তোমরা কি সেই ভগবানের ভাববাদীটা?" উয়ায় কইলেক, "না।"

২২ স্যেলা উমরা উয়াক কইলেক, "তাইলে তোমরা কায়? যায় যায় হামাক প্যেঠাইচে, ফিরি যায়া হামারলাক তো উমাক কবার নাগিবে। তোমার নিজের সমন্ধে তোমরা নিজে কি কন?"

২৩ যোহন, ভগবানের ভাববাদী যিশাইয়র কতা কইচে, “মুই সেই গালার আওয়াজ নিধুয়া পাথারত একজনের চিকরি কবার ধরচে, ‘তোমরা প্রভুর বাদে ঘাটা ঠিক কর।’”

২৪ যোহনেরটে যাক যাক প্যেঠা হইচে উমার মইদ্ধে কিছু ফরীশী দলের ধর্ম্মগুরু আছিলেক,

২৫ উমরা যোহনক কইলেক, “তোমরা যদি বাছাই করা রাজাটা না হন, এলিয় না হন, ভগবানের ভাববাদীও না হন, তাইলে তোমরা দীক্ষা দিবার ধরচেন ক্যেনে?”

২৬ ইয়ার উত্তরে যোহন কইলেক, “মুই জল দিয়া দীক্ষা দিবার ধরচুং, কিন্তুক তোমারলার মইদ্ধোত এমন এক জন আছে যাক তোমরালা চেনেন না।

২৭ উয়ায় ঐ মানষিটা যায় মোর পাছত আসিবে। উয়ার জুতার ফিতা খুলি দিবার যোগ্যতাও মোর নাই।”

২৮ যর্দন নদীর অইন্য পারত বৈথনিয়া গেরামত যেটেকোনা যোহন মানষিলাক দীক্ষা দিবার ধরছিলেক, ওটেকোনা এইলা ঘটিছিলেক।

২৯ পরের দিন যোহন যীশুক উয়ার পাকে আসির দেখিয়া কইলেক, “ঐ দেখ এই মানষিটাক! ভগবানের ভেড়ার বাচ্চার মত যাক সঁপে দেওয়া হইচে, উয়ায় মানষির সউগ পাপ দূর করে।

৩০ উয়ায়ে সেই মানষি, যার বিষয়ে মুই কইছিলুং ‘মোর পাছত আসির ধরচে উয়ায় মোর চায়া মহান, ক্যেনেনা উয়ায় মোর

অনেক আগত থাকি আছে।’

৩১ এমন কি মুইও উয়াক চেনং না, কিন্তুক উয়ায় যাতে ইস্রায়েলীলারটে বাছাই করা রাজা হিসাবে চিনির পারে এই বাদে মুই আসিয়া উমারলাক জলত দীক্ষা দিবার ধরচুং।”

৩২ ইয়ার পাছত যোহন এই নাকান সাক্ষ্য দিলেক, “মুই পবিত্র আত্মাক কইতরের রূপ নিয়া স্বর্গ থাকি নামি আসি উয়ার উপরত বসির দেখিনু।

৩৩ মুই উয়াক চেনং না, কিন্তুক ভগবান মোক জলত দীক্ষা দিবার প্যেঠাইচে, আর উয়ায় মোক কইচে, ‘যার উপরত পরমপ্রভুর পবিত্র আত্মা নামি আসি বসিবে উয়ায় সেই মানষিটা, যায় পবিত্র আত্মাত দীক্ষা দিবে।’

৩৪ মুই দেখিচুং আর সাক্ষ্য দিবার ধরচুং যে, উয়ায় ভগবানের বেটা।”

৩৫ পরের দিন যোহন আর উয়ার দুই জন শিষ্য একসোদে ওটেকোনা আসিলেক।

৩৬ এমন সমায় যীশুক হাটি যাবার দেখিয়া যোহন কইলেক, “ঐ দেখ, ভগবানের ভেড়ার বাচ্চা!”

৩৭ যোহনক এই কতাটা কবার শুনিয়া ওই দুই জন শিষ্য যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

৩৮ যীশু পাছপাকে ঘুরি উমাক আসির দেখিয়া কইলেক, “তোমরালা কি করির চান?” যোহনের শিষ্যলা পুছিলেক, “গুরু,

তোমরা কোটে থাকেন?”

৩৯ যীশু উমাক কইলেক, “আসিয়া দেখ।” স্যেলা উমরা যায়া দেখিলেক উয়ায় কোটে থাকে। আর ঐ দিনের বাকি সমায়টা যীশুর সাথে কাটাইলেক। স্যেলা সমায় আছিলেক পেরায় বিকাল চারটা।

৪০ যোহনের কতা শুনিয়া যে দুই জন মানষি যীশুর পাছে পাছে গেইছিলেক, উমারলার মইদ্ধে একজনের নাম আছিলেক আন্দ্রিয়। ইয়ায় আছিলেক শিমোন পিতরের ভাই।

৪১ আন্দ্রিয় পরথমে উয়ার ভাই শিমোনক দেখির পায়া উয়াক কইলেক, “হামরা বাছাই করা রাজাটার দেখা পাইচি।” (গ্রীক ভাষাত হইচে “খ্রীষ্ট”)।

৪২ আন্দ্রিয় শিমোনক যীশুরটে আনিলেক, যীশু শিমোনের ভিতি দেখিয়া কইলেক, “তুই যোহনের বেটা শিমোন, কিন্তুক তোক কৈফা বুলি ড্যেকা হবে।” এই নামের অর্থ হইলেক পিতর মানে শিল।

৪৩ পরের দিন যীশু থির করিলেক উয়ায় গালীল প্রদেশ যাবে। সেই সমায় যীশু ফিলিপের খোজ পায়া উয়াক কইলেক, “আইসেক, মোর শিষ্য হঃ।”

৪৪ ফিলিপ আছিলেক বৈৎসৈদা গেরামের মানষি। আন্দ্রিয় আর পিতরও ঐ একে গেরামের মানষি আছিলেক।

৪৫ ফিলিপ শ্রী নথনেলক খুজি বির করিয়া কইলেক, “মহাপুরুষ মোশি আর ভগবানের ভাববাদীলা যার কতা আইন কানুনত নেখি গেইচে। উয়ায় নাসারত গেরামের যোষেফের বেটা যীশু।”

৪৬ নথনেল, ফিলিপক কইলেক, “নাসারত থাকিয়া কি ভাল কিছু আসির পায়?” ফিলিপ উয়াক কইলেক, “আসিয়া দেখ।”

৪৭ যীশু নথনেলক উয়ার ওটে আসির দেখিয়া উয়ার বিষয়ে কইলেক, “ঐ দেখ, এক জন সচাং ইস্রায়েলীয়। উয়ার মনত কোন ছলনা নাই।”

৪৮ নথনেল যীশুক পুছিলেক, “তোমরা ক্যেমন করি মোক চিনিলেন?” যীশু কইলেক, “ফিলিপ তোক ড্যেকেবার আগত য্যেলা তুই ওই ডুমুর গছের তলাত ছিলু, মুই স্যেলায় তোক দেখছিলুং।”

৪৯ ইয়াতে নথনেল যীশুক কইলেক, “গুরু, তোমরায় ভগবানের বেটা, তোমরায় ইস্রায়েলীলার রাজা।”

৫০ যীশু উয়াক কইলেক, “তোক ওই ডুমুর গছের তলত দেখিচুং, এই কতা কবার বাদে কি বিশ্বাস করিলু? ইয়ার থাকিও বড় ব্যাপার তুই দেখির পাবু!”

৫১ পাছত যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরালা স্বর্গ খোলা দেখিবেন, আর দেখিবেন ভগবানের দূতলা বাছাই করা মানষিটার ওটে থাকি স্বর্গত উঠিবার ধরচে আর নামিবার ধরচে।”

২ ইয়ার দুই দিন পাছত গালীলের কান্না নামের গেরামত একখান বিয়াও হবার ধরছিলেক। যীশুর মাও ঐ বিয়াও বাড়িত আছিলেক।

২ ঐ বিয়াও বাড়িত যীশু আর উয়ার শিষ্যলাকও নিমন্তন দেওয়া হইচে।

৩ বিয়াও বাড়ির সউগ আংগুর রস য্যেলা শ্যেষ হয়া গেইলেক, স্যেলা যীশুর মাও যীশুক কইলেক, "ইমারলার আর কোন আংগুর রস নাই ইমারলার আংগুর রস শ্যেষ হয়া গেইচে।"

৪ যীশু উয়ার মাক কইলেক, "মা, তুই মোক ক্যেনে পুছির ধরচিস যে, মোর কি করা উচিত? মোর সমায় এলাও আইসে নাই।"

৫ উয়ার মাও স্যেলা চাকরলাক কইলেক, "ইয়ায় তোমারলাক যেইলা করির কয় সেইলায় কর।"

৬ যিহূদী ধর্মের নিয়ম অনুসারে জল দিয়া ধুইয়া শুদ্ধি হবার বাদে ঐ জাগাত ছয়টা শিলের বড় বড় কলসি বসা আছিলেক। ওই কলসিলাত পতিটাতে আশি থাকি একশ লিটার করি জল ধরছিলেক।

৭ যীশু ঐ চাকরলাক কইলেক, "এই কলসিলাত জল ভত্তি করি দেও," চাকরলা স্যেলা কলসির কান্টায় কান্টায় জল ভত্তি করিলেক।

৮ তার পাছত যীশু উমারলাক কইলেক, “এলা ওটে থাকি অল্প জল তুলি নিয়া ভোজের কর্তারটে নিয়া যাও।” উমরা ঐ নাকানে করিলেক।

৯ কলসির জললা যেইলা আংগুর রস হয়া গেইলেক, ভোজের কর্তা সেইটা খায়া দেখিলেক। কিন্তুক এই রস কোটে থাকি আসিলেক উয়ায় জানে না, খালি যেই চাকরলা জল ভরাইচে উমরায় জানে। এই বাদে ভোজের কর্তা বরক ড্যেকেয়া কইলেক,

১০ “মানষি প্রথমে ভাল আংগুর রস সাগাই-সোদরক খাবার দেয়, তার পাছত মানষির ইচ্ছামত য্যেলা খাওয়া শ্যেষ হয় স্যেলা যে রস দেয় সেইটা আগের চায়া বেয়া থাকে। কিন্তুক তুই ভাল আংগুর রস এলা পর্যন্ত থুইয়া দিচিস।”

১১ যীশু গালীল প্রদেশের কান্না নামের গেরামত এইটা পইলা অচানক চিনের কাম করিয়া নিজের মহিমা প্রকাশ করিলেক। ইয়াতে উয়ার শিষ্যলা উয়ার উপরা বিশ্বাস করিলেক।

১২ ইয়ার পাছত যীশু, উয়ার মাও, উয়ার ভাইলা আর উয়ার শিষ্যলা কফরনাহূম গঞ্জত গেইলেক, কিন্তু অল্প কয়েক দিন ওটে রইলেক।

১৩ যিহূদীলার মুক্তি ভোজ পার্বনের দিন বগলত আসির সমায় যীশু যিরূশালেম গেইলেক।

১৪ উয়ায় ওটেকোনা দেখিলেক, মন্দিরের মইদ্ধোত মানষিলা গরু, ভেড়া আর কইতর বেচের ধরচে আর টাকা বদল করে ঐ

মানষিলাও বসি আছে।

[১৫] এইলা দেখিয়া উয়ায় দড়ি দিয়া একখান চাবুক বানাইলেক, আর চাবুক খান দিয়া সউগ গরু, ভেড়া আর মানষিলাকও মন্দির থাকি খ্যেদেয়া দিলেক। টাকা বদল করা মানষিলার টাকা-পাইসা ছিল্লি ফ্যেলে দিয়া উয়ায় উমার টেবিললাও উল্টি ফ্যেলে দিলেক।

[১৬] যায় যায় কইতর বেচের ধরছিলেক যীশু উমারলাক কইলেক, “এই জাগা থাকি এইলা নিয়া যাও। মোর স্বর্গের বাপের ঘর ব্যবসার ঘর করেন না।”

[১৭] উয়ার শিষ্যলার শাস্ত্রের নেখা কতাটা ফম পড়িলেক, “তোমারলার ঘরের জইন্যে এত পিরিত মোর অন্তরক তুষির অগুনের নাকান জ্বলাবে।”

[১৮] স্যেলা যিহূদী নেতালা যীশুক পুছিলেক, “কিন্তুক এইলা করিবার অধিকার যে তোর সচাং আছে এইটার প্রমাণ হিসাবে তুই কি অচানক চিনের কাম করি দেখের পাবু?”

[১৯] যীশু কইলেক, “ভগবানের মন্দির তোমরা ভাঙি ফ্যেলান, আর তিন দিনের মইদ্ধোত মুই সেইটা আরো বানাইম।”

[২০] এই কতা শুনিয়া যিহূদী নেতালা কইলেক, “এই মন্দিরটা বানাইতে ছেচল্লিশ বছর নাগচে, আর তুই তিন দিনের মইদ্ধোত বানাবু?”

২১ কিন্তুক যীশু যে মন্দিরের কতা কইচে, সেটা নিজের দেহাক দিয়া বুঝাইচে।

২২ যেলা যীশু মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিলেক, স্যেলা শিষ্যলার ফম পড়িলেক যে, উয়ায় তো এই কতা সচাংএ কইচে, স্যেলা উমরালা যীশুর সমন্ধে শাস্ত্রের কতা আর যীশুর বাইক্য বিশ্বাস করিলেক।

২৩ মুক্তি ভোজের পার্বনের বাদে যীশু যেলা যিরূশালেমত আছিলেক, স্যেলা ম্যেলা মানষি উয়াক বিশ্বাস করিলেক, ক্যেনেনা যীশুক ঐটে নানা নাকান অচানক চিনের কাম করা দেখির পাইছিলেক।

২৪ কিন্তুক যীশু নিজে উমারলার উপরাত কোন ভরসা করে নাই। ক্যেনেনা উয়ায় সউগ মানষিলাক জানে।

২৫ কোনো মানষির সমন্ধে কারোটে কোন কিছু জানিবার দরকার উয়ার আছিলেক না, ক্যেনেনা ঐ মানষিলার অন্তরত কি আছে উয়ায় সেইলা জানির পায়।

৩ ফরীশীলার মইদ্ধোত নীকদীম নামে একটা মানষি আছিলেক। উয়ায় যিহূদীলার এক জন নেতা আছিলেক।

২ এক দিন রাতিত উয়ায় যীশুরটে আসিয়া কইলেক, “গুরু, হামরা জানি তোমরা এক জন মাষ্টার হিসাবে ভগবানেরটে থাকি

আসচেন। ক্যেনেনা হামরা জানি তোমরা অচানক চিনের কাম করেন, ভগবান নগত না থাকিলে কাঙো এইলা করির পারে না।”

৩ যীশু নীকদীমক কইলেক, “মুই তোমাক সচাং করি কবার ধরচুং, নয়া করি জন্ম না হইলে কাঙো ভগবানের শাসন ব্যবস্থা দেখির পায় না।”

৪ স্যেলা নীকদীম উয়াক কইলেক, “মানষি বুড়া হয়া গেইলে ক্যেমন করি আরো জন্ম হবার পায়? নিশ্চয় দ্বিতীয় বার মাও এর গর্ভত সোন্দেয়া জন্ম নিবার পারে না!”

৫ যীশু কইলেক, “মুই তোমাক সচাং করি কবার ধরচুং, জল আর পবিত্র আত্মা থাকি জন্ম না হইলে কাঙো ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দের পারে না।

৬ মানষি থাকি মানষির জন্ম হয়, আর আত্মা থাকি আত্মার জন্ম হয়।

৭ মুই যে তোমারলাক কইলুং, তোমারলার নয়া করি জন্ম হওয়া দরকার। ইয়াতে অচানক না হন।

৮ বাতাস যেই পাকে খুশি সেই পাকে বয়, আর তোমরা উয়ার শব্দ শুনির পান, কিন্তুক কোটে থাকি আইসে কোটে যায় সেইটা তুই জানিস না। পবিত্র আত্মা থাকি যার জন্ম হইচে ঠিক একে নাকান হয়।”

৯ নীকদীম যীশুক পুছিলেক, “এইটা ক্যেমন করি হবার পায়?”

১০ স্যেলা যীশু উয়াক কইলেক, "তুই ইস্রায়েলীলার গুরু, আর তুই এইটা জানিস না?

১১ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, হামরা যেইটা জানি সেইটাই কই, হামরা যেইটা দেখচি সেইটার বিষয়ে সাক্ষ্য দেই। কিন্তুক তোমরা হামার সাক্ষ্য মানেন না।

১২ মুই তোমারলাক দুনিয়ার বিষয় নিয়া কতা কইলে বিশ্বাস করেন না তাইলে স্বর্গের বিষয়ে কতা কইলে ক্যেমন করি বিশ্বাস করিবেন?

১৩ যায় স্বর্গ থাকি নামি আসিচে সেই বাছাই করা মানষিটা ছাড়া কাঙো স্বর্গত ওটে নাই।

১৪ "নিধুয়া পাথারত যেই নাকান করি মহাপুরুষ মোশি সাপক উচাত তুলিছিলেক, একে নাকান করি বাছাই করা মানষিটাক উচাত তুলা হবে,

১৫ যে কাঙো উয়াক বিশ্বাস করে উয়ায় অমৃত জীবন পায়।

১৬ "ভগবান দুনিয়াক এত পিরিত করিলেক যে উয়ায় উয়ার একনায় মাত্র বেটাক দান করিলেক, যে কাঙো সেই বেটাক বিশ্বাস করে উয়ায় বিনষ্ট না হয় কিন্তুক অমৃত জীবন পায়।

১৭ ভগবান মানষিক দোষী প্রমাণ করিবার বাদে উয়ার বেটাক দুনিয়াত প্যেঠায় নাই, বরং মানষি যাতে উয়ার মইদ্ধো দিয়া মুক্তি পায় এই বাদে ভগবান উয়াক প্যেঠাইচে।

[১৮] যে কাঙো উয়াক বিশ্বাস করে উয়ায় দোষী না হয়, কিন্তুক যায় বিশ্বাস না করে উয়াক দোষী বুলিয়া আগতে ঠিক করা হইচে, ক্যেনেনা উয়ায় ভগবানের একনায় মাত্র বেটার উপরত বিশ্বাস করে নাই।

[১৯] উয়াক দোষী কয়া ঠিক করা হইচে ক্যেনেনা দুনিয়ার আলো আসচে কিন্তুক মানষির কাম বেয়া বুলিয়া আলোর চায়া আন্ধারক বেশী পিরিত করিচে।

[২০] যে কাঙো অন্যায় কাম করে উয়ায় আলোক ঘিন করে। উয়ার অন্যায় কামলা আলোত দেখা যাবে এই বাদে আলোত না আইসে।

[২১] কিন্তুক যায় সত্যের ঘাটাত হাটে উয়ায় আলোরটে আইসে যাতে উয়ার কামলা ঝকঝকা করি বুঝা যায় যে উয়ার সউগ কাম ভগবানের ইচ্ছার মইদ্ধো দিয়া হইচে।”

[২২] ইয়ার পাছত যীশু উয়ার শিষ্যলার সাথত যিহূদীয়া এলাকাত আসিলেক। ওটেকোনা উয়ায় শিষ্যলার নগত রবার নাগিলেক আর মানষিলাক দীক্ষা দিবার নাগিলেক।

[২৩] শালীম নামে একটা গেরামের ঐটে ঐনোন নামে একটা জাগাত যোহন স্যেলা দীক্ষা দিবার ধরছিলেক। ক্যেনেনা ওটেকোনা ম্যেলা জল আছিলেক, আর মানষিলা উয়ারটে আসিয়া দীক্ষা নিবার ধরছিলেক।

[২৪] স্যেলাও যোহনক জেলখানাত বন্দী করি থোয়া হয় নাই।

২৫ সেই সমায় যিহূদী ধর্মের নিয়ম মতন শুদ্ধি হওয়ার বিষয় নিয়া যোহনের শিষ্যলার নগত এক জন যিহূদীর সাথত তর্ক নাগিলেক।

২৬ তার পাছত উমরা যোহনক আসিয়া কইলেক, "গুরু, যায় যর্দন নদীর ঐ পারত তোমার নগত আছিলেক, আর যার বিষয় তোমরা সাক্ষী দিচিলেন, উয়ায়ে দীক্ষা দিবার ধরচে আর সগায় উয়ারটে যাবার ধরচে।"

২৭ যোহন কইলেক, "স্বর্গ থাকি যদি কিছু দেওয়া না হইলেক হয় তাইলে কাঙো কোন কিছুই পাইলেক না হয়।

২৮ তোমরালা নিজেই শুনিচেন যে মুই কইচুং 'মুই বাছাই করা রাজা না হং! কিন্তুক মোক উয়ার আগত প্যেঠা হইচে।'

২৯ কইনা বরের বাদে, কিন্তুক বরের বন্ধু উয়ার বগলত খাড়া হয়া রয় উয়ার কতা শুনির বাদে। আর উয়ায় য্যেলা বরের গালার আওয়াজ শুনির পায় স্যেলা খুব খুশি হয়। এই বাদে মোর আজি আনন্দ পূরণ হইলেক।

৩০ উয়াক বড় হয়া উঠির নাগিবে আর মোক সরি যাবার নাগিবে।

৩১ "যায় উপর থাকি আইসে উয়ায় সগার উপরত। যায় দুনিয়া থাকি আইসে উয়ায় দুনিয়ার আর উয়ায় দুনিয়ার কতায় কয়। যায় স্বর্গ থাকি আইসে উয়ায় সগার উপরত।

৩২ উয়ায় যেইটা দেখিচে, আর শুনিচে উয়ারে সাক্ষী দেয়। কিন্তুক উয়ার সাক্ষ্য কাঙো মানি নিবার রাজি না হয়।

৩৩ যায় উয়ার সাক্ষ্য মানি নেয় উয়ায় উয়ার দিয়া প্রমাণ হয় যে ভগবান যেইটা কইচে সেইটা সচাং।

৩৪ ভগবান যাক প্যেঠায় উয়ায় ভগবানের কতায় কয়। ক্যেনেনা ভগবান উয়াক পবিত্র আত্মা দিয়া ভরপুর করে।

৩৫ বাপ বেটাক পিরিত করে আর উয়ার হাতত সউগ কিছু সঁপে দিচে।

৩৬ যে কাঙো বেটার উপরত বিশ্বাস করে উয়ায় স্যেলায় অমৃত জীবন পায়। কিন্তুক যায় বেটাক মান্য করে না উয়ায় জীবন কোন দিনও পায় না। বরং উয়ার উপরত ভগবানের গোসা থাকিবে।”

৪ ফরীশীলা শুনির পাইলেক যে যীশু যোহনের চায়া বেশী শিষ্য বানাইচে আর দীক্ষা দিবার ধরচে।

২ যদিও যীশু নিজে দীক্ষা দেয় নাই উয়ার শিষ্যলায় দিবার ধরছিলেক।

৩ যীশু এইটা জানির পায়া যিহূদীয়া প্রদেশ ছাড়িয়া আরো গালীল প্রদেশত ফিরি গেইলেক।

৪ গালীল প্রদেশত যাবার সমায় উয়াক শমরীয়া প্রদেশের মইদ্ধো দিয়া যাওয়ার নাগিল।

৫ যাকব উয়ার বেটা যোষেফক যে জমি দান করিচে উয়ার বগলত শমরীয়াত শুখর নামে এক গেরামত যীশু গেইলেক।

৬ ঐ গেরামত যাকবের চুয়াটা আছিলেক। বেলা দুপর সমায় ঘাটা হাটিতে হাটিতে হাপসিয়া যীশু চুয়াটার বগলত বসিলেক।

৭ এমন সমায় শমরিয়ার এক জন বেটিছাওয়া জল তুলির আসিলেক। যীশু উয়াক কইলেক, "মোক অল্প জল খাবার দেও।"

৮ ঐ সমায় যীশুর শিষ্যলা খাবার কিনির গেরামত গেইছিলেক।

৯ শমরীয় বেটিছাওয়াটা উয়াক কইলেক, "মুই তো এক জন শমরীয়র বেটিছাওয়া। তোমরা যিহূদী হয়া ক্যেমন করি মোরটে জল চাবার ধরচেন?" বেটিছাওয়াটা এই কতাটা কইলেক, ক্যেনেনা যিহূদী আর শমরীয়র মইদ্ধোত ছোয়া ছুয়ির বাছ বিচার আছিলেক।

১০ যীশু কইলেক, "তুই যদি জানিলু হয় ভগবানের দান কি আর কায় তোরটে খাবার জল চাবার ধরচে, তাইলে তুইয়ে মোরটে জল চালু হয়, আর মুই তোক জীবন্ত জল দিলুং হয়।"

১১ বেটিছাওয়াটা কইলেক, "ভাইরে, তোমারটে তো জল তুলির কোন কিছুই নাই আর চুয়াটার জল খুব নিচাত, তাইলে জীবন্ত জল কোটে থাকি পাইলেন?

১২ তোমরা কি হামারলার বাপ, ঠাকুর দাদা যাকবের চায়া মহান? এই চুয়াটা উয়ায় হামাক দিচে। উয়ায় নিজে এই চুয়ার

জল খাইচে, উয়ার ছাওয়া ছোট আর পশুপালও এই চুয়ার থাকি জল খাইচে।”

[১৩] যীশু স্যেলা উয়াক কইলেক, “যে কাঙো এই জল খায় উয়ার আরো টিস্সা নাগিবে।

[১৪] কিন্তুক মুই যে জল দিম, যায় সেই জল খাবে উয়ার কোন দিনও টিস্সা নাগিবে না। এই জল উয়ার অন্তরত জোয়ারের জলের নাকান উথুলি উঠিয়া অমৃত জীবন দিবে।”

[১৫] বেটিছাওয়াটা স্যেলা কইলেক, “ভাইরে, সেই জলেই মোক দেও যাতে মোর আর টিস্সা না নাগে আর মোক জল তুলির এটেকোনা আসির না নাগে।”

[১৬] যীশু স্যেলা কইলেক, “তাইলে যা তোর সোয়ামিক এটে কোনা ড্যেকে আনেক।”

[১৭] স্যেলা বেটিছাওয়াটা কইলেক, “মোর সোয়ামি নাই।” যীশু উয়াক কইলেক, “তুই ঠিকেই কইচিস, তোর সোয়ামি নাই।

[১৮] ক্যেনেনা ইয়ার আগত তোর পাঁচজন সোয়ামি হয়া গেইচে। আর এলা যায় তোর নগত আছে উয়ায় তোর সোয়ামি নোয়ায়। তুই সচাং এ কইচিস।”

[১৯] স্যেলা বেটিছাওয়াটা যীশুক কইলেক, “মুই এলা বুঝির পালুং যে, তোমরা এক জন ভগবানের ভাববাদী।

[২০] হামারলার চৌদ্দগুষ্টিলাও এই পাহাড়ত উপাসনা করির ধরছিলেক, কিন্তুক তোমরালা কন যে, যিরূশালেমোতে

মানষিলার উপাসনা করা দরকার।”

২১ যীশু উয়াক কইলেক, “শোন, মোর কতাত বিশ্বাস করেক, এমন সমায় আসির ধরচে য্যেলা তোমরা ভগবানের উপাসনা এই পাহাড়তও করিবেন না। যিরূশালেমোত ও করিবেন না।

২২ তোমরা শমরীয়লা জানেন না যে তোমরা কার উপাসনা করেন, হামরা যিহূদীলা কার উপাসনা করি হামরা জানি, ক্যেনেনা যিহূদীলার মইদ্ধো থাকি মুক্তি আসিচে।

২৩ কিন্তুক এমন সমায় আসির ধরচে আর এলায় সেই সমায় আসিচে য্যেলা সচাং উপাসনা-কারিলা আত্মায় আর সত্যে বাপের উপাসনা করিবে। স্বর্গের বাপও এই নাকান উপাসনা কারিলাকে খোজে।

২৪ ভগবান হইলেক আত্মা, যায় যায় উয়ার উপাসনা করে, আত্মায় আর সত্যে উমারলাক সেই উপাসনা করির নাগিবে।”

২৫ স্যেলা সেই বেটিছাওয়াটা কইলেক, “মুই জানং, বাছাই করা রাজা মশীহ (গ্রীক ভাষাত যাক ‘খ্রীষ্ট’ কওয়া হয়) য্যেলা আসিবে, স্যেলা সউগ কিছুই হামারলাক জানাবে।”

২৬ যীশু উয়াক কইলেক, “মুই এ উয়ায়, যায় তোমার নগত কতা কবার ধরচে।”

২৭ এমন সমায় যীশুর শিষ্যলা আসিয়া এক জন বেটিছাওয়ার নগত যীশুক কতা কওয়া দেখিয়া অচানক হইলেক। কিন্তুক

উমরালা কাঙোয় কইলেক না, “তোমরা কি চান? বা ক্যেনে তোমরা উয়ার নগত কতা কবার ধরচেন?”

২৮ ওই বেটিছাওয়াটা স্যেলা উয়ার কলসি ফ্যেলে থুইয়া গেরামত গেইলেক আর মানষিলাক কইলেক,

২৯ “তোমরালা আইস, এক জন মানষিক দেখো, মুই জীবনে যা যা করিচুং সউগে উয়ায় মোক কইচে। তাইলে উয়ায় কি সেই বাছাই করা রাজা?”

৩০ স্যেলা মানষিলা গেরাম থাকি বির হয়া যীশুরটে আসির নাগিলেক।

৩১ ইয়ার মইদ্ধে যীশুর শিষ্যলা উয়াক অনুরোধ করি কইলেক, “গুরু, কিছু খায়া নেও।”

৩২ কিন্তু যীশু উমারলাক কইলেক, “মোরটে এমন খাবার আছে যার কতা তোমরালা কিছুই জানেন না।”

৩৩ ইয়াতে শিষ্যলা কওয়া কওয়ি করির নাগিলেক, “তাইলে কি কাঙোয় উয়াক কিছু খাবার আনি দিচে?”

৩৪ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “যায় মোক প্যেঠাইচে তার ইচ্ছা পালন করা আর উয়ার কাম শ্যেষ করায় হইলেক মোর খাবার।

৩৫ তোমরালা কি কন না, ‘আর চার মাস বাকি আছে, তার পরেই ফসল কাটির সমায় হবে?’ কিন্তুক মুই তোমারলাক কবার

ধরচুং, একবার ভাল করি ক্ষ্যেতের ভিতি চোখু মেলিয়া চায়া দেখ, ফসললা কাটির মত হইচে।

৩৬ যায় ফসল কাটে উমরা মজুরি এলায় পাবার ধরচে ঐ মানষিলা এই ফসল কাটির ধরচে মানষিক ভগবানের ঘাটাত আনিয়া উমার অমৃত জীবন লাভ করির বাদে। ইয়ার ফলে বিচন যায় ফ্যেলায় আর ফসল যায় কাটে দুই জনেই সমান খুশি হয়।

৩৭ ইয়াতে এই কতা প্রমাণ হয় যে, 'এক জন বিচন ফ্যেলায় আর অন্যজন কাটে।'

৩৮ মুই তোমারলাক এমন ফসল কাটির প্যেঠাইচুং, যার বাদে তোমরালা কোন কঠুর পরিশ্রম করেন নাই। অইন্য মানষিলা কঠুর পরিশ্রম করিচে আর তোমরালা ঐলা ফসল কাটিচেন।"

৩৯ বেটিছাওয়াটা এই কয়া সাক্ষ্য দিবার নাগিলেক, "মুই যেইলা করিচুং উয়ায় ঐলা সউগে মোক কয়া দিচে, উয়ার কতা শুনিয়া ঐ গেরামের ম্যেলা শমরীয় মানষি, উয়ায়ে যে বাছাই করা রাজা এইটা বিশ্বাস করিলেক।"

৪০ এই শমরীয়লা যীশুরটে যায়া উমারলার নগত উয়াক থাকির অনুরোধ করিলেক এই বাদে যীশু ওটেকোনা দুই দিন রইলেক।

৪১ স্যেলা উয়ার কতা শুনিয়া আরো ম্যেলা মানষি বিশ্বাস করিলেক।

৪২ উমরা ঐ বেটিছাওয়াটাক কইলেক, "এলা যে হামরা বিশ্বাস করচি সেইটা খালি তোমার কতাত না হয়, কিন্তু হামরা নিজেই

উয়ার কতা শুনি বুঝির পাচি যে, সচাং এ উয়ায় দুনিয়ার মুক্তিদাতা।”

৪৩ শমরীয়াত দুই দিন থাকির পাছত উয়ায় ওটে হাতে গালীল প্রদেশ চলি গেইলেক।

৪৪ যীশু নিজে কইচিলেক যে, নিজের দেশত কোনো ভগবানের ভাববাদী সন্মান পায় না।

৪৫ পার্বনের সমায় যীশু যিরূশালেমত যেইলা করিচিলেক, গালীলের মানষিলা সেই পার্বনত গেইচে বুলিয়া সউগে দেখির পাইচে। এই বাদে যীশু যে্যলা গালীলত গেইলেক সে্যলা ওটেকার মানষিলা উয়াক মানি নিলেক।

৪৬ পাছত যীশু আরো গালীলের ওই কান্না নগরত গেইলেক। এটেকোনায় উয়ায় জলক আংগুর রস বানাইছিলেক। গালীলের কফরনাহূম গঞ্জত এক জন রাজকর্মচারীর বেটা অসুখত ভুগছিলেক।

৪৭ যীশু যিহূদীয়া থাকি গালীল আসিচে শুনিয়া ওই রাজকর্মচারীটা উয়ারটে গেইলেক, আর বিনতি করিলেক যেনে উয়ায় কফরনাহূমোত যায়া উয়ার বেটাক সুস্থ করে। ক্যেনেনা উয়ার বেটাটা সে্যলা মরি যাবার নাকান হইছিলেক।

৪৮ যীশু সেই রাজকর্মচারীটাক কইলেক, “কোন চিন বা কোন অচানক অচানক কামের চিন না দেখিলে তোমরালা কোনো মতেই বিশ্বাস করেন না।”

[৪৯] স্যেলা ওই রাজকর্মচারীটা কইলেক, “দয়া করি মোর বেটাটা মরি যাবার আগতে আইসো।”

[৫০] যীশু উয়াক কইলেক, “তুই বাড়ি যা, তোর বেটাটা বত্তিলেক।” ইয়াতে উয়ায় যীশুর কতাতে বিশ্বাস করি চলি গেইলেক।

[৫১] ওই রাজকর্মচারীটা যেলা বাড়ি যাবার ধরছিলেক স্যেলা ঘাটাতে উয়ার চাকরলা উয়ারটে যায়া কইলেক, “তোমার বেটা ভাল হয়া গেইচে।”

[৫২] উয়ায় উয়ার চারকলাক পুছিলেক, “উয়ায় কোন বেলা ভাল হইচে?” উমরালা কইলেক, “যাওয়া কালি, দুপর বেলা একটার সমায় উয়ার জ্বর ছাড়িচে।”

[৫৩] ইয়াতে চ্যেংড়াটার বাপ বুঝির পাইলেক যে, ঠিক সেই সমায়েই যীশু উয়াক কইচিলেক, “তোমার বেটা বাঁচিলেক।” স্যেলা সেই রাজকর্মচারীটা আর উয়ার পরিবারের সগায় যীশুর উপরা বিশ্বাস করিলেক।

[৫৪] যিহুদীয়া থাকি গালীলত আইসার পাছত যীশু এই দ্বিতীয় অচানক চিনের কাম করিলেক।

৫ এইলা ঘটনার পাছত যীশু যিরূশালেমত গেইলেক, ক্যেনেনা ওটেকোনা যিহুদীলার একটা পার্বন আছিলেক।

২ যিরূশালেমের ভেড়ার-গেটের বগলত একটা দীঘি আছিলেক, ইব্রীয় ভাষাত এই দীঘিটার নাম বৈথেস্‌দা কওয়া হয়। ওটেকোনা পাঁচ খান ছাপড়া দেওয়া জাগা আছিলেক।

৩ এই ছাপড়ালাত ম্যেলা অসুকিয়া মানষি শুতিয়া আছিলেক, উমারলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো কানা, খোড়া, এমন কি দেহা শুকিয়া গেইচে এমন মানষিও উমারলার মইদ্ধোত আছিলেক।

৪ এক জন স্বর্গদূত মাঝে মইদ্ধে ঐ দীঘিটাত নামিয়া জললা কাপায়, আর জল কাপার পাছত যায় পরথমে ঐ জলত নামে উয়ার যে কোন অসুখ ভাল হয়। ঐ অসুকিয়া মানষিলা জল কাপিবার বাদে ওটেকোনা বাচ্চে রবার ধরছিলেক।

৫ ওটেকোনা এমন এক জন মানষি আছিলেক, যায় আটত্রিশ বছর ধরিয়া অসুখত ভুগিবার ধরছিলেক।

৬ যীশু দেখিলেক যে উয়ায় অসুখে ভুগিবার ধরচে, আর উয়াক ম্যেলা দিন থাকি পড়ি থাকির শুনিয়া, অসুকিয়া মানষিটাক কইলেক, “তুই কি ভাল হবার চাইস?”

৭ অসুকিয়া মানষিটা কইলেক, “বাহে, মোর এমন কাঙো নাই যে জল কাপার সমায় মোক দীঘিত নামে দিবে। মুই ওটে যাইতে না যাইতেই অইন্য কাঙোয় মোর আগত দীঘিত নামি পড়ে।”

৮ যীশু উয়াক কইলেক, “ওঠেক! তোর বিছনা তুলি নিয়া হাটি বেড়াও।”

৯ স্যেলায় স্যেলায় মানষিটা ভাল হয়া গেইলেক, আর উয়ার বিছনা তুলি নিয়া হাটির নাগিলেক। এই দিনটা আছিলেক যিহূদী নিয়মে জিরানের দিন।

১০ এই দিনত যে মানষিটাক ভাল করা হইচে উয়াক যিহূদী নেতালা কইলেক, "আজি জিরানের দিন, ধর্মের নিয়ম মতে এই দিনত বিছনা উবি নিয়া বেড়া তোর উচিত না হয়।"

১১ স্যেলা অসুকিয়া মানষিটা কইলেক, "যায় মোক ভাল করিচে উয়ায়ে মোক কইচে যে, 'তোর বিছনা তুলি নিয়া হাটিয়া বেড়াও।' "

১২ উমরা ওই মানষিটাক পুছিলেক, "কায় তোক কইচে যে 'তোর বিছনা তুলি নিয়া হাটিয়া বেড়াও?' "

১৩ কিন্তুক যেই মানষিটা ভাল হইচে উয়ায় জানে না যে, যায় উয়াক ভাল করিচে উয়ায় কায়। ক্যেনেনা ওটেকোনা ম্যেলা মানষি ভিড় করিচিলেক আর যীশু ওটে হাতে চলি গেইছিলেক।

১৪ তার পাছত যীশু যিহূদীলার দশংগতি মন্দিরত মানষিটাক দেখা পায়া পুছিলেক, "দেখেক, তুই এলা ভাল হইচিস, আর পাপত জীবন না কাটাইস, যাতে তোর আরো কোনো বেয়া না হয়।"

১৫ স্যেলা মানষিটা যায়া যিহূদী নেতালাক কইলেক যে, উয়াক যায় ভাল করিচে উয়ার নাম যীশু।

[১৬] ক্যেনেনা জিরানের দিনত যীশু এইলা কাম করির ধরছিলেক দেখিয়া যিহূদী নেতালা উয়াক অইত্যাচার করিলেক।

[১৭] স্যেলা যীশু নেতালাক কইলেক, “মোর স্বর্গের বাপ সউগ সমায় কাম করে আর এই বাদে মুইও করির ধরচুং।”

[১৮] যীশুর এই কতার বাদে যিহূদী নেতালা উয়াক মারি ফ্যেলের বাদে উঠি পরি নাগিলেক, ক্যেনেনা উয়ায় যে খালি জিরানের দিনের নিয়ম ভাঙে নাই এমন না হয়, ভগবানক বাপ করি ড্যেকেয়া নিজক ভগবানের সমানও করিচিলেক।

[১৯] ইয়াতে যীশু নেতালাক কইলেক, “মুই সচাং করি তোমারলাক কবার ধরচুং, বেটা নিজের থাকি কিছুই করির পারে না। স্বর্গের বাপক যা করির দেখে খালি সেইটায় করির পারে, ক্যেনেনা বাপ যেইটা করে বেটাও ঐটায় করে।

[২০] বাপ বেটাক পিরিত করে, আর উয়ায় যেইলা করে সউগে বেটাক দেখায়। ইয়ার চায়া আরো বড় বড় কাম বেটাক দেখাবে। যাতে বেটাক সেই কামলা করির দেখিয়া তোমরালা অচানক হন।

[২১] স্বর্গের বাপ যেমন মরা মানষিক জীবন দিয়া বত্তে তুলে একে নাকান বেটাও যাকে ইচ্ছা তাকে জীবন দেয়।

[২২] স্বর্গের বাপ কাঙোরো বিচার করে না, কিন্তুক সউগ বিচারের ভার উয়ায় বেটার হাতত দিচে।

[২৩] যে কাঙো বাপক সন্মান করে একে নাকান বেটাকও যাতে সন্মান করে। বেটাক যায় সন্মান না করে, যায় উয়াক প্যেঠাইচে

সেই স্বর্গের বাপকও উয়ায় সন্মান করে না।

২৪ “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, মোর কতা যায় শোনে আর যায় মোক প্যেঠাইচে উয়াক বিশ্বাস করে উয়ায় অমৃত জীবন লাভ করে। উয়ার দোষ ধরা হবে না, উয়ায় মরণের জীবন পার হইচে।

২৫ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, এমন সমায় আসির ধরচে, বরং আসিচে, যে্যলা মরালা ভগবানের বেটার গালার আওয়াজ শুনিবে আর যায় যায় শুনিবে উমরালা বত্তি উঠিবে।

২৬ ইয়ার কারন হইলেক, স্বর্গের বাপের যেমন জীবন দান করার ক্ষমতা আছে একে নাকান বেটাকও জীবন দান করির ক্ষমতা দিচে।

২৭ “স্বর্গের বাপ বেটাক মানষির বিচার করিবার অধিকার দিচে, ক্যেনেনা উয়ায় বাছাই করা মানষি।

২৮ এই কতা শুনিয়া তোমরালা অচানক না হন, ক্যেনেনা এমন সমায় আসির ধরচে, যায় যায় সমাধিত আছে উমরালা সগায় বাছাই করা মানষিটার গালার আওয়াজ শুনিয়া সমাধি থাকি নিকলি আসিবে।

২৯ যায় যায় ভাল কাম করিচে তায় তায় জীবন পাবার বাদে উঠিবে, আর যায় যায় অন্যায় কাম করিয়া জীবন কাটাইচে উমরা শাস্তি পাবার বাদে উঠিবে।

৩০ মুই নিজে থাকি কোন কিছুই করির পারং না, যেমন শুনং তেমন বিচার করং। মুই ন্যায়ের বিচার করং। ক্যেনেনা মুই মোর নিজের ইচ্ছা মতন কাম করং না। কিন্তুক যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ারে ইচ্ছা মতন কাম করির চাং।”

৩১ “মুইয়ে যদি মোর নিজের হয়া সাক্ষী দেং, তাইলে মোর বাদে সেই সাক্ষ্য সচাং হবার না হয়।

৩২ অইন্য এক জন আছে যায় মোর হয়া সাক্ষী দিবার ধরচে, আর মুই জানং উয়ায় মোর বিষয়ে যে সাক্ষ্য দিবার ধরচে সেইটা সচাং।

৩৩ তোমরা সগায় যোহনের নিজের মানষি প্যেঠাইচেন, আর উয়ায় সত্যের হয়া সাক্ষ্য দিবার ধরচে।

৩৪ কিন্তুক মুই মানষির সাক্ষ্যর উপরত নির্ভর না করং। কিন্তুক যাতে তোমরালা পাপ থাকি মুক্তি পান এই বাদে এইলা কতা কবার ধরচুং,

৩৫ যোহন আছিলেক নেম্পোর নাকান যা জ্বলে আর আলো দেয়, তোমরালা অল্প সমায়ের বাদে সেই আলোত আনন্দ করির রাজি হইছিলেন।

৩৬ কিন্তুক যোহনের সাক্ষ্যের চায়া আরো বড় সাক্ষ্য মোরটে আছে, ক্যেনেনা স্বর্গের বাপ যেইলা কাম মোক করির দিচে সেইলায় মুই করির ধরচুং। আর সেইলা কাম প্রমাণ করে যে স্বর্গের বাপে মোক প্যেঠাইচে।

৩৭ যেই স্বর্গের বাপ মোক প্যেঠাইচে, উয়ায় নিজে মোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিচে। তোমরালা কাঙোয় কোনো দিন উয়ার গালার আওয়াজও শুনেন নাই, চেহারাও দেখেন নাই।

৩৮ আর উয়ার শিক্ষাও তোমারলার অন্তরত নাই, ক্যেনেনা ভগবান যাক প্যেঠাইচে, তোমরা উয়াক বিশ্বাস করেন না।

৩৯ তোমরালা সগায় পবিত্র শাস্ত্র খুব মন দিয়া পড়েন, ক্যেনেনা তোমরা মনে করেন যে সেইলার দারায় তোমরা অমৃত জীবন পাবেন। কিন্তুক সেই শাস্ত্র তো মোরে বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার ধরচে।

৪০ তাঙো তোমরা সেই জীবন পাবার বাদে মোরটে আসির চান না।

৪১ "মুই মানষির প্রশংসা পাবার আশা করং না।

৪২ কিন্তু মুই তোমারলাক সগাকে জানং আর এইটাও জানং যে তোমারলার অন্তরত ভগবানের প্রতি পিরিত নাই।

৪৩ মুই মোর স্বর্গের বাপের নামের বাদে আসচুং, আর তাঙো তোমরালা মোক মানি নিবার ধরচেন না, কিন্তুক অইন্য কাঙো যদি উয়ার নিজের নামের বাদে আইসে তাইলে তোমরা উয়াক মানি নিবেন।

৪৪ তোমরালা এক জন অইন্য জনেরটে থাকি প্রশংসা পাবার আশা করেন, কিন্তুক সেই প্রশংসা এক মাত্র ভগবানেরটে থাকি পাওয়া যায় সেইটা পাবার আশা করেন না। ইয়ার পাছত তোমরা ক্যেমন করি বিশ্বাস করির পারেন?

[৪৫] তোমরালা মনে করেন না যে, মুই বাপেরটে তোমারলার দোষ দিম, কিন্তুক যেই মহাপুরুষ মোশির উপরা তোমরালা আশা করির ধরচেন সেই মোশিই তোমারলাক দোষী করে।

[৪৬] যদি তোমরালা মোশিক বিশ্বাস করিলেন হয়, তাইলে মোকও বিশ্বাস করিলেন হয়। ক্যেনেনা মোশি তো মোরে বিষয়ে নেখিচে।

[৪৭] কিন্তুক য্যেলা তোমরা মোশির নেখা বিশ্বাস করেন না, স্যেলা ক্যেমন করি মোর কতায় বিশ্বাস করিবেন?”

৬ ইয়ার পাছত যীশু গালীল সাগরের অইন্য পারত চলি গেইলেক। এই সাগরটাক তিবিরিয়া সাগরও কওয়া হয়।

[২] ম্যেলা মানষি যীশুর পাছে পাছে যাবার নাগিলেক, ক্যেনেনা অসুকিয়া মানষিলাক সুস্থ করির বাদে উয়ায় যে অচানক চিনের কাম করচিলেক সেইলা মানষিলা দেখির ধরছিলেক।

[৩] যীশু উয়ার শিষ্যলাক নিয়া পাহাড়ের উপরত যায়া বসিলেক।

[৪] সেই সমায় যিহূদীলার মুক্তি ভোজ পার্বনের দিনও বগলোত আসছিলেক।

[৫] যীশু য্যেলা দেখিলেক ম্যেলা মানষি উয়ার বগলত আসির ধরচে। স্যেলা উয়ায় ফিলিপক কইলেক, “এই মানষিলাক খোয়ের বাদে হামরা কোনটে থাকি রুটি কিনিমু?”

৬ ফিলিপক পরীক্ষা করির বাদে উয়ায় এই কতাটা কইলেক, ক্যেনেনা উয়ায় জানে উয়ায় কি করিবে।

৭ ফিলিপ যীশুক কইলেক, "সগারে হাতত এক টুকরা করি রুটি দিবার গেইলেও আট মাসের কামাইয়ের টাকা কুলাবে না।"

৮ যীশুর শিষ্যলার মইদ্ধোত একজনের নাম আছিলেক আন্দ্রিয়। উয়ায় আছিলেক শিমোন-পিতরের ভাই।

৯ আন্দ্রিয় যীশুক কইলেক, "এটেকোনা একটা ছোট চ্যেংড়ারটে পাঁচটা যবের রুটি আর দুইটা মাছ আছে। কিন্তুক এতলা মানষির মইদ্ধোত ঐলা কি হবে?"

১০ যীশু কইলেক, "মানষিলাক বসে দেও।" ঐ জাগাত ম্যেলা ঘাস আছিলেক। মানষিলা উয়ার উপরত বসিলেক। ওটেকোনা বেটাছাওয়া আছিলেক কমপক্ষে পাঁচ হাজার।

১১ ইয়ার পাছত যীশু রুটি কয়খান নিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক, আর ওটেকোনা যায় যায় বসিছিলেক উমারলাক ভাগ করি দিলেক। একে নাকান মাছও ভাগ করি দিলেক। যায় যত চাইলেক উয়ায় অত পাইলেক।

১২ মানষিলা প্যেট ভরে খাওয়ার পাছত, যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, "যেইলা টুকরা টাকরা পরি আছে সেইলা একটে করো যাতে কোন কিছু নষ্ট না হয়।"

১৩ মানষিলা খাবার পাছত যে পাঁচ খান রুটির টুকরা টাকরা পড়ি আছিলেক, শিষ্যলা সেইলা জড়ো করি বারো ডেলি ভরতি

করিলেক।

১৪ যীশুর এই অচানক চিনের কাম দেখিয়া মানষিলা কবার নাগিলেক, “দুনিয়াত যেই ভাববাদী আসির কতা আছিলেক, সচাং ইয়ায়ে সেই ভাববাদী।”

১৫ ইয়াতে যীশু বুঝির পাইলেক, মানষিলা উয়াক জোর করি উমারলার রাজা বানেবার বাদে ধরির আসির ধরচে। এই বাদে উয়ায় একলায় আরো ঐ পাহাড়ত চলি গেইলেক।

১৬ সইন্ধা হবার পাছত যীশুর শিষ্যলা সাগরের পারত গেইলেক।

১৭ আর উমরা একখান নাওত উঠিয়া কফরনাহূম নামের গঞ্জত যাবার বাদে সাগর পার হবার নাগিলেক। ঐ সমায় আন্ধার হয়া গেইচে, আর যীশু স্যেলাও উমার ওটে আইসে নাই।

১৮ আর খুব জোরে বাতাস হবার ফলে সাগরত বড় বড় ঢেউ উঠির ধরছিলেক।

১৯ ইয়ার মইদ্ধোত তিন চাইর মাইল নাও বয়ে যাবার পাছত দেখিলেক, যীশু সাগরের জলের উপরা দিয়া হাটিয়া উমার নাওয়ের ওটে আসির ধরচে। এই দেখিয়া শিষ্যলা খুব হাতাস খাইলেক।

২০ স্যেলা যীশু উমারলাক কইলেক, “হাতাস না খান, এই তো মুই।”

২১ স্যেলা শিষ্যলা যীশুক নাওয়োত তুলি নিবার চাইলেক। আর উমরা যেটেকোনা যাবার ধরছিলেক নাওখান স্যেলায় ওটেকোনা

পৌংচি গেইলেক।

২২ সাগরের অইন্য পারত যেই মানষিলা খাড়া হয়া আছিলেক, পরের দিন উমরা বুঝির পাইলেক যে একখান নাও ছাড়া আর অইন্য কোন নাও ওটেকোনা আছিলেক না। উমরা আরো বুঝির পাইলেক যে, যীশু উয়ার শিষ্যলার সোদে ওই নাওয়োত চড়ে নাই, বরং শিষ্যলা নিজে নিজে চলি গেইচে।

২৩ কিন্তুক যেটেকোনা প্রভুক ধন্যবাদ দিবার পাছত মানষিলা রুটি খাইছিলেক, ওটেকোনা স্যেলা তিবিরিয়া থাকি কয়েকখান নাও আসিলেক।

২৪ কিন্তুক য্যেলা মানষিলা দেখিলেক যে যীশু আর উয়ার শিষ্যলা কাঙোয় ওটেকোনা নাই স্যেলা উমরা ঐ নাওখানত উঠিয়া যীশুক খুজির বাদে কফরনাহূম গেইলেক।

২৫ উমরা সাগরের অইন্য পারত যায়া যীশুক দেখির পায়া কইলেক, “গুরু, তোমরা কোন সমায় এটেকোনা আসচেন?”

২৬ যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরালা অচানক চিনের কাম দেখিচেন এই বাদে যে মোক খুজির নাগচেন তা কিন্তুক না হয়, বরং প্যেট ভরেয়া রুটি খাবার পাইচেন বুলিয়া মোক খুজির ধরচেন।

২৭ কিন্তু যে খাবার নষ্ট হয়া যায় সেই খাবারের বাদে ব্যস্ত হয়া লাভ কি? যে খাবার নষ্ট না হয় বরং অমৃত জীবন দান করে উয়ারে বাদে ব্যস্ত হন। সেই খাবারেই বাছাই করা মানষিটা দিবে,

ক্যেনেনা স্বর্গের বাপ ভগবান প্রমাণ করি দেখে দিচে যে, এই কাম করির অধিকার খালি উয়ারে আছে।”

২৮ উমরা যীশুক কইলেক, “ভগবানের কাম করির বাদে হামারলাক কি করির নাগিবে?”

২৯ যীশু কইলেক, “ভগবান যাক প্যেঠাইচে তোমরা যেন উয়াক বিশ্বাস করেন, এইটায় হইলেক ভগবানের কাম।”

৩০ উমরা উয়াক কইলেক, “তাইলে তোমরা এমন অচানক চিনের কাম করিবেন যা দেখি হামরা তোমাক বিশ্বাস করির পারি? তোমরা কি কাম করির ধরচেন?

৩১ হামার চৌদ্দ গুষ্টি নিধুয়া পাথারত মান্না রুটি খাইছিলেক। শাস্ত্রত নেখা আছে, ‘ভগবান স্বর্গ থাকি উমারলাক রুটি খাবার দিচে।’”

৩২ যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, স্বর্গ থাকি যে রুটি তোমরালা পাইছিলেন, সেইটা মহাপুরুষ মোশি তোমারলাক দেয় নাই। কিন্তুক মোর বাপ সত্যিকারের রুটি স্বর্গ থাকি তোমারলাক দিবার ধরচে।

৩৩ ভগবান স্বর্গ থাকি নামি আসি, এই দুনিয়াত জীবন দান করে উয়ায়ে ভগবানের দেওয়া রুটি।”

৩৪ মানষিলা কইলেক, “গুরু, তাইলে সেই রুটি সউগ সমায় হামারলাক দেন।”

৩৫ যীশু উমারলাক কইলেক, “মুইয়ে সেই জীবন রুটি। যায় মোরটে আসিবে উয়ার কোন দিন ভোগ নাগির না হয়। যায় মোর উপরত বিশ্বাস করে উয়ার কোন দিনও টিস্সা পাবার না হয়।

৩৬ মুই তো তোমারলাক কবার ধরচুং, তোমরালা মোক দেখির ধরচেন কিন্তুক তাঙো বিশ্বাস করেন না।

৩৭ বাপ যাক যাক মোক দেয় উমরা সগায় মোরটে আসিবে। যায় মোরটে আইসে মুই উমাক কোন মতে বায়রাত ফ্যেলে দিম না।

৩৮ ক্যেনেনা মুই মোর ইচ্ছা পূরণ করির বাদে আইসোং নাই। বরং যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ার ইচ্ছা পূরণ করির বাদে স্বর্গ থাকি নামি আসচুং।

৩৯ যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ার ইচ্ছা এই যে, যাক যাক মোক দিচে উমারলাক একজনাকও যাতে মুই না হারাং বরং শ্যেষ কালত সগাকে বত্তে তোলোং।

৪০ মোর বাপের ইচ্ছা যায় যায় বেটাক দেখিয়া উয়ার উপরত বিশ্বাস করে উমরালা যাতে অমৃত জীবন পায়। আর মুইএ উমারলাক সগাকে শ্যেষ কালত বত্তে তুলিম।”

৪১ স্যেলা যিহূদী নেতালা যীশুর বিরুদ্ধে বকর বকর করির নাগিলেক, ক্যেনেনা যীশু কইচিলেক, “স্বর্গ থাকি যে রুটি নামি আসিচে মুইয়ে সেই রুটি।”

৪২ নেতালা কবার নাগিলেক, “ইয়ায় কি যোষেফের বেটা যীশু না হয়? ইয়ার বাপ মাক তো হামরা চিনি। তাইলে ইয়ায় ক্যেমন করি কয়, ‘মুই স্বর্গ থাকি নামি আসচুং?’ ”

৪৩ যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমরালা নিজেরলার মইদ্ধোত বকর বকর করেন না।

৪৪ মোর স্বর্গের বাপ, যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ায় টানি না আনিলে কাঙো মোরটে আসির পারে না। আর মুইয়ে উয়াক শ্যেষ দিনত বত্তে তুলিম।

৪৫ ভগবানের ভাববাদীলার বইলাত নেখা আছে, ‘উমরা সগায় ভগবানেরটে হাতে শিক্ষা পাবে।’ যে কাঙো স্বর্গের বাপেরটে থাকি শুনি শিক্ষা পাইচে উয়ায়ে মোরটে আইসে।

৪৬ স্বর্গের বাপক কাঙোয় দেখে নাই, খালি উয়ায়ে দেখিচে যায় ভগবানেরটে থাকি আসিচে।

৪৭ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যে কাঙো মোর উপরত বিশ্বাস করে উয়ায় অমৃত জীবন পায়।

৪৮ “মুইয়ে সেই রুটি যেইটা জীবন দেয়।

৪৯ তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টি নিধুয়া পাথারত মান্না খাইছিলেক, আর তাঙো উমরালা মরি গেইচে।

৫০ কিন্তুক এইটায় সেই রুটি যা স্বর্গ থাকি নামি আসিচে, যাতে সেইটা খায়া মানষি মরণ থাকি রেহাই পায়।

৫১ মুইয়ে সেই জীবন্ত রুটি যেইটা স্বর্গ থাকি নামি আসচে। যায় এই রুটি খাবে উয়ায় চিরকালের বাদে জীবন পাবে। মোর দেহায় সেই রুটি, দুনিয়া যাতে জীবন পায় এই বাদে মুই মোর দেহা দিম।”

৫২ এই কতা শুনিয়া যিহূদী নেতালার মইদ্ধোত তর্কাতর্কি নাগিলেক। উমরা কবার নাগিলেক, “ক্যেমন করি এই মানষিটা উয়ার দেহা হামারলাক খাবার দিবার পারে?”

৫৩ যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরা যদি বাছাই করা মানষিটার সঁপে দেওয়া দেহা আর অক্ত না নেন তাইলে তোমারলার মইদ্ধোত জীবন নাই।

৫৪ মানষি খাবার খাইলে বত্তায় থাকে, একে নাকান মোর সঁপে দেওয়া দেহা আর অক্ত নেন তাইলে উয়ায় অমৃত জীবন পায়। আর মুই শ্যেষ দিনত উয়াক বত্তে তুলিম।

৫৫ মোর দেহা মোর অক্ত মানষিক আত্মিক ভাল খাবার দিয়া সুস্থ থোয়, একে নাকান ভাল খাবার দেহা সুস্থ থোয়।

৫৬ যায় মোর সঁপে দেওয়া দেহা আর অক্ত নেয়, উয়ায় মোর মইদ্ধোত থাকে, আর মুইও উয়ার মইদ্ধোত থাকং।

৫৭ জীবন্ত বাপ মোক প্যেঠাইচে আর উয়ার বাদে মুই বত্তায় আছং। ঠিক একে নাকান মোর সঁপে দেওয়া দেহা আর অক্ত যায় নেয় উয়ায়ও মোর বাদে বত্তায় থাকিবে।

[৫৮] এইটায় সেই রুটি যেইটা স্বর্গ থাকি নামি আসচে। তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টি যেই মান্না রুটি খায়াও মরিচে। কিন্তু এই রুটি যায় খাবে উয়ায় চিরকাল বত্তি থাকিবে।"

[৫৯] কফরনাহূমের উপাসনা ঘরত শিক্ষা দিবার সমায় যীশু এই কতা কইচে।

[৬০] উয়ার বেশীর ভাগ শিষ্য এই কতা শুনিয়া কইলেক, "এই শিক্ষা খুব কঠিন, এইটা কায় মানি নিবার পারে?"

[৬১] যীশু মনে মনে টের পাইলেক যে, উয়ার শিষ্যলা এই বিষয় নিয়া বকর বকর করির ধরচে। এই বাদে উয়ায় উমারলাক কইলেক, "এই শিক্ষা নিয়া তোমারলার কি বাধা মনে হয়?

[৬২] তাইলে বাছাই করা মানষিটা আগত যেটেকোনা আছিলেক ওটেকোনা তুলি নিয়া যাবার দেখিলে তোমরা কি কবেন?

[৬৩] আত্মা জীবন দান করে, কিন্তু দেহা জীবন দান করির পারে না। মুই তোমারলাক যেইলা কতা কবার ধরচুং সেইলা আত্মিক আর এই কতালা জীবন দান করে।

[৬৪] কিন্তুক তোমারলার মইদ্ধোত এমন কিছু মানষি আছে উমরালা মোক বিশ্বাস করে না।" ক্যেনেনা কায় কায় যীশুক বিশ্বাস করে না আর কায় বা যীশুক শত্রুত হাতত ধরেয়া দিবে, যীশু পইলা থাকি এইলা জানে।

[৬৫] এই বাদে উয়ায় কইলেক, "মুই তোমারলাক কবার ধরচুং যে, 'বাপের ইচ্ছা না থাকিলে কাঙো মোরটে আসির পারে না।' "

৬৬ যীশুর এই কতার বাদে ম্যেলা শিষ্য মুখ ফিরি নিলেক উমরা যীশুর সোদে চলাফিরা বন্ধ করি দিলেক।

৬৭ এই বাদে যীশু উয়ার বারো জন খবরিয়াক কইলেক, "তোমরালাও কি চলি যাবার চান?"

৬৮ শিমোন-পিতর যীশুক কইলেক, "প্রভু, হামরা কার কারটে যামো? অমৃত জীবনের বাণী তো তোমারটেই আছে।

৬৯ হামরা বিশ্বাস করচি, আর জানিরও পাইচি যে, তোমরা ভগবানেরটে থাকি আসিচেন আর তোমরায় সেই পবিত্র মানষি।"

৭০ যীশু স্যেলা কইলেক, "মুই কি তোমারলাক বারো জনাকে বাছাই করং নাই? তাঙো তোমারলার মইদ্ধোত এক জন শয়তান অসুর আছে।"

৭১ এটেকোনা যীশু শিমোন ইস্কোরিয়োতের বেটা যুদাসের কতা কইচিলেক, ক্যেনেনা উয়ায়ে পাছত যীশুক শত্রুর হাতত ধরেয়া দেয়। উয়ায় আছিলেক সেই বারোজনের মইদ্ধে এক জন।

৭ ইয়ার পাছত যীশু গালীল প্রদেশের মইদ্ধোত ঘুরাফিরা করির নাগিলেক। যিহূদী নেতালা উয়াক মারি ফ্যেলের চাইচে বুলিয়া উয়ায় যিহূদীয়া প্রদেশত ঘুরা ফিরা বন্ধ করি দিলেক।

২ এই পাকে যিহূদীলার তাম্বু বানা পার্বন আসির ধরছিলেক।

৩ এই বাদে যীশুর ভাইলা যীশুক কইলেক, “এই জাগা ছাড়িয়া যিহূদীয়ার পার্বনত চলি যা, যাতে তুই যেইলা অচানক কামের চিন দেখের ধরচিস সেইলা তোর শিষ্যলাও দেখির পায়।

৪ কাঙো যদি চায় মানষি উয়াক জানুক তাইলে উয়ায় গোপনে কোন কিছু করিবে না। তুই যেহেতু ভাল কাম করির ধরচিস তাইলে মানষিলার আগত নিজক দেখাও।”

৫ আসল কতা হইলেক যীশুর ভাইলাও যীশুর উপরাত বিশ্বাস করে নাই।

৬ যীশু উয়ার ভাইলাক কইলেক, “মোর সমায় এলাও হয় নাই, কিন্তুক তোমরালা তো যে কোন সমায় যাবার পারেন।

৭ এই দুনিয়ার মানষিলা তোমারলাক ঘিন করির পারে না, কিন্তুক মোক ঘিন করে। ক্যেনেনা মুই উমারলার বিষয় সাক্ষ্য দেং যে উমারলার সউগ কামে বেয়া।

৮ তোমরালায় পার্বনত যাও। মুই এলা না যাইম, ক্যেনেনা মোর সমায় এলাও পূরণ হয় নাই।”

৯ এইলা কতা কয়া যীশু গালীল প্রদেশতে রয়া গেইলেক।

১০ কিন্তুক উয়ার ভাইলা পার্বনত চলি যাবার পাছত উয়ায়ও ওটেকোনা গেইলেক, কিন্তুক উয়ায় খোলাখুলি ভাবে না যায়া গোপনে গেইলেক।

১১ পার্বনের সমায় যিহূদী নেতালা যীশুক খুজির নাগিলেক, আরো পুছিলেক "ঐ মানষিটা কোটে?"

১২ ভিড়ের মানষিলা যীশুর বিষয়ে নানা নাকানের কতা কবার নাগিলেক। কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, "উয়ায় ভাল মানষি।" কিন্তুক কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক যে, "না, উয়ায় মানষিলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবার নাগচে।"

১৩ কিন্তুক যিহূদী নেতালার ভয়ে উয়ার বিষয়ে খোলাখুলি করি কাঙো কোন কিছুই কবার চাইলেক না।

১৪ পার্বনের আধা-আধি সমায় যীশু দশংগতি মন্দিরত যায়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক।

১৫ ইয়াতে যিহূদী নেতালা অচানক হয়া কবার নাগিলেক "এই মানষিটা কোন লেখাপড়া না করিয়া ক্যেমন করি এত জ্ঞানী হইলেক?"

১৬ ইয়ার উত্তরে যীশু উমারলাক কইলেক, "মুই যেইলা শিক্ষা দেং সেইলা মোর নিজের না হয়, যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ারে।

১৭ যদি কাঙো ভগবানের ইচ্ছা পালন করির চায় তাইলে উয়ায় বুঝির পাবে মুই যেইলা শিক্ষা দেং সেইলা ভগবানেরটে থাকি আসচে, না মুই নিজের থাকি এইলা কবার ধরচুং।

১৮ যায় নিজের ভাবনার কতা নিজে কয় উয়ায় নিজের গুণগান নিজে করে। কিন্তুক যায় প্যেঠাইচে, কাঙো যদি উয়ারে গুণগান করে তাইলে উয়ায় সত্যবাদী আর উয়ার মনত কোন ছলনা নাই।

[১৯] মহাপুরুষ মোশি কি তোমারলাক কোন আইন-কানুন দেয় নাই? কিন্তুক তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো সেই আইন-কানুন মানে না। তাইলে তোমরা ক্যেনে মোক মারি ফ্যেলের চাবার ধরচেন।”

[২০] ভিরের মানষিলা উত্তর দিলেক, “তোক অপদেবতা ধরচে, কায় তোক মারি ফ্যেলের চেষ্টা করিচে?”

[২১] ইয়ার উত্তরে যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই একটা অচানক চিনের কাম করিচুং বুলিয়া তোমরা সগায় অবাক হবার ধরচেন।

[২২] মোশি তোমারলাক দেহাত চিন দিবার নিয়ম দিচে, আর তোমরা এই চিন জিরানের দিনও দিয়া থাকেন। অবশ্য এই নিয়ম শ্রী মোশিরটে থাকি আইসে নাই, চৌদ্দ গুষ্টিরটে থাকি আসিচে।

[২৩] শ্রী মোশির নিয়ম না ভাঙির বাদে জিরানের দিনত চ্যাংড়ালাক দেহাত চিন দেওয়া যায়। আর মুই একটা মানষিক জিরানের দিনত ভাল করিচুং বুলিয়া তোমরালা মোর উপরাত রাগ হবার ধরচেন ক্যেনে?

[২৪] বায়রার চেহারা দেখিয়া বিচার না করেন, বরং যেইটা সঠিক সেই হিসাবে ন্যায্য বিচার কর।”

[২৫] স্যেলা যিরূশালেমের কয়েক জন মানষি কইলেক, “যাক যিহূদী নেতালা মারি ফ্যেলের চায়, এইটা কি সেই মানষিটা না হয়?

[২৬] কিন্তুক উয়ায় তো খোলাখুলি শিক্ষা দিবার ধরচে, তাঙো নেতালা কাঙোই কিছুই না কয়। তাইলে নেতালা সচাং করি

জানির পাইচে যে ইয়ায়ে সেই ভগবানের বাছাই করা রাজাটা।

২৭ হামরা জানি ইয়ায় কোটে থাকি আসচে, কিন্তুক য্যেলা ভগবানের বাছাই করা রাজাটা আসিবে স্যেলা কাঙোয় জানিবে না উয়ায় কোটে থাকি আসচে।”

২৮ স্যেলা যীশু দশংগতি মন্দিরত শিক্ষা দিবার সমায় জোরে জোরে কইলেক, “তোমরালা মোক কি জানেন? আর মুই কোটে থাকি আসচুং সেইটাও কি জানেন? মুই নিজের ইচ্ছাতে আইসোং নাই, কিন্তুক যায় সইত্য ভগবান উয়ায়ে মোক প্যেঠাইচে। তোমরালা উয়াক জানেন না।

২৯ কিন্তুক মুই উয়াক জানং, ক্যেনেনা মুই উয়ার ওটে থাকি আসচুং আর উয়ায়ে মোক প্যেঠাইচে।”

৩০ ইয়াতে সেই মানষিলা যীশুক ধরির চাইলেক, কিন্তুক স্যেলাও উয়ার সমায় হয় নাই বুলিয়া কাঙো উয়ার দেহাত হাত দিলেক না।

৩১ কিন্তুক মানষিলার মইদ্ধে ম্যেলা মানষি যীশুর উপরা বিশ্বাস করি কইলেক, “ইয়ায় তো ম্যেলা অচানক চিনের কাম করিচে। ভগবানের বাছাই করা রাজাটা আসিয়া কি ইয়ার চায়াও বেশী অচানক চিনের কাম করিবে।”

৩২ ফরীশী দলের মানষিলা শুনির পাইলেক যে সাধারন মানষিলা চুপ চুপ করি যীশুর কতা কওয়া কওয়ি করির ধরচে।

স্যেলা প্রধান বামনলা আর ফরীশীলা যীশুক ধরির বাদে দশংগতি মন্দিরের কয়েক জন কর্মচারীক প্যেঠেয়া দিলেক।

৩৩ স্যেলা যীশু কইলেক, "মুই আর বেশী দিন তোমারলার সাথত রইম না। ক্যেনেনা যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ারটে মুই যাইম।

৩৪ তোমরা মোক খুজিবেন কিন্তুক পাবেন না, আর মুই যেটেকোনা থাকিম তোমরা ওটেকোনা আসিরও পাবেন না।"

৩৫ যীশুর এই কতাতে যিহূদী নেতালা একে অপরক কবার নাগিলেক, "এই মানষিটা কোটে যে যাবে, হামরা উয়াক খুজি পামো না? অযিহূদীলার মইদ্ধোত যে যিহূদীলা ছড়াছড়ি হয়া আছে উয়ায় কি ওটেকোনা যায়া অযিহূদীলাক শিক্ষা দিবে?

৩৬ উয়ায় যে কইলেক, 'তোমরালা মোক খুজিবেন কিন্তুক পাবেন না,' আর মুই যেটেকোনা যাইম তোমরা ওটেকোনা আসিরও পাবেন না, এই কতার মানে কি?"

৩৭ পার্বনের শ্যেষের দিনটায় আছিলেক বিশেষ দিন। ঐ দিন যীশু খাড়া হয়া জোরে জোরে চিকরিয়া কইলেক, "কাঙোরো যদি টিস্সা নাগে তাইলে উয়ায় মোর এটে আসি জল খাউক।

৩৮ পবিত্র শাস্ত্রের কতা মত, যায় মোর উপরত বিশ্বাস করিবে উয়ার অন্তর থাকি জীবন্ত জলের নদী বইতে থাকিবে।"

৩৯ যীশুক বিশ্বাস করিয়া যায় যায় পবিত্র আত্মা পাবে ঐ পবিত্র আত্মার বিষয়ে যীশু এই কতা কইলেক, পবিত্র আত্মা স্যেলাও

দেওয়া হয় নাই, ক্যেনেনা যীশু স্যেলাও উয়ার নিজের মহিমা ফিরি পায় নাই।

[৪০] এই কতালা শুনি মানষিলার মইদ্ধো থাকি কয়েক জন মানষি কবার নাগিলেক, “সচাং করি ইনায়ে সেই ভগবানের ভাববাদী।”

[৪১] অইন্য মানষিলা কইলেক, “ইয়ায় ভগবানের বাছাই করা রাজা।” কিন্তুক কাঙো কাঙো কইলেক, “ভগবানের বাছাই করা রাজাটা কি গালীল প্রদেশ থাকি আসিবে?

[৪২] শাস্ত্রত এই কতা নেখা আছে, ভগবানের বাছাই করা রাজাটা দায়ূদের বংশের হবে, আর উয়ায় যেই বৈৎলেহেম গঞ্জত বসবাস করে উয়ায় ঐ গঞ্জতে জন্ম নিবে।”

[৪৩] এই নাকান করি যীশুক নিয়া মানষিলার মইদ্ধোত মতের অমিল দেখা গেইলেক।

[৪৪] কাঙো কাঙো উয়াক ধরির চাইলেক, কিন্তুক কাঙোয় উয়ার দেহাত হাত দিলেক না।

[৪৫] যেই কর্মচারীলাক যীশুক ধরির বাদে প্যেঠা হইছিলেক উমরা প্রধান বামনেরটে আর ফরীশীলারটে ফিরি আসিলেক। স্যেলা উমরা পুছিলেক, “তোমরা উয়াক ধরি আনিলেন না ক্যেনে?”

[৪৬] কর্মচারীলা কইলেক, “মানষিটা যেই নাকান করি কতা কয় ঐ নাকান আর কোন মানষি কোনো দিনও কয় নাই।”

[৪৭] স্যেলা ফরীশীলা উমাক কইলেক, “তাইলে কি তোমরালাও ঠকিলেন?

৪৮ নেতালার বা ফরীশীলার মইদ্ধোত কাঙো তো উয়ার উপরত বিশ্বাস করে নাই।

৪৯ কিন্তুক এই সাধারন মানষিলা, ইমরা তো মহাপুরুষ মোশির নিয়ম-কানুন জানে না। ইমারলার উপরত ভগবানের অভিশাপ আছে।”

৫০ নীকদীম, যায় আগত যীশুরটে গেইচে, উয়ায় আছিলেক ফরীশীলার মইদ্ধে এক জন।

৫১ উয়ায় কইলেক, “কাঙোরো মুখের কতা না শুনিয়া আর উয়ায় কি করিচে না জানিয়া কাঙোকে দোষ দিবার নিয়ম কি হামার আইন-কানুনত আছে?”

৫২ ফরীশীলা নীকদীমক উত্তর দিলেক, “তুইও কি গালীল প্রদেশের মানষি? পবিত্র শাস্ত্রত খুজি দেখ, গালীল প্রদেশত কোন ভগবানের ভাববাদীর জন্মের কতা নাই।”

৫৩ ইয়ার পাছত যিহূদী নেতালা ওটে থাকি উমার নিজের নিজের বাড়িত চলি গেইলেক।

৮ ইয়ার পাছত যীশু ওটে থাকি জলপই পাহাড়ত চলি গেইলেক।

২ পরের দিন খুব সাকালে যীশু আরো যিহূদী দশংগতি মন্দিরত গেইলেক। যাবার পাছত সউগ মানষিলা আরো উয়ারটে

আসিলেক। স্যেলা যীশু বসিয়া মানষিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক। ৩,

৪ এই নাকান সমায় পন্ডিতলা আর ফরীশীলা এক জন বেটিছাওয়াক যীশুরটে আনিলেক। উমরা ঐ বেটিছাওয়াটাক উমারলার মইদ্ধোত খাড়া করিয়া যীশুক কইলেক, “গুরু, এই বেটিছাওয়াটা ব্যভিচারে ধরা পরিচে।

৫ মহাপুরুষ মোশির নিয়ম-কানুন মতে এই নাকানের বেটিছাওয়ালাক শিল দিয়া ঢ্যেলে মারি ফ্যেলের আদেশ হামারলাক দিচে। কিন্তুক তোমরা কি কন?”

৬ উমরা যীশুক যাচাই করির বাদে এই কতা কইলেক, যাতে উয়ার বিরুদ্ধে দোষ খুজিয়া পাওয়া যায়। যীশু স্যেলা মাথা হেট করিয়া নগুল দিয়া মাটিত নেখির নাগিলেক।

৭ কিন্তুক যিহূদী নেতালা য্যেলা বারে বারে পুছির নাগিলেক স্যেলা যীশু খাড়া হয়া উমারলাক কইলেক, “তোমারলার মইদ্ধোত যায় পাপ করে নাই তায় পরথমে শিল দিয়া ঢ্যেলাউক।”

৮ ইয়ার পাছত আরো মাথা হেট করি নগুল দিয়া মাটিত নেখির নাগিলেক।

৯ এই কতা শুনিয়া ঐ নেতালার মইদ্ধো থাকি বুড়া মানষি থাকি আরম্ভ করিয়া একে একে সগায় চলি গেইলেক। যীশু খালি একলায় রইলেক আর সেই বেটিছাওয়াটা মইদ্ধোত খাড়া হয়া আছিলেক।

১০ স্যেলা যীশু মাথা তুলিয়া ঐ বেটিছাওয়াটাক কইলেক, “হ্যে বাহে, উমরা কোটে? কাঙো কি তোক দোষী মনে করে নাই?”

১১ বেটিছাওয়াটা উত্তর দিলেক, “নারে ভাই, কাঙো করে নাই।” স্যেলা যীশু কইলেক, “মুইও তোক দোষী না করং, যা এলা হাতে আর পাপে জীবন না কাটাইস।”

১২ ইয়ার পাছত যীশু আরো মানষিলাক কইলেক, “মুইয়ে দুনিয়ার আলো। যায় মোর ঘাটা দিয়া চলা ফিরা করে উয়ায় কোন দিনও আন্ধারত ঠ্যেং ফ্যেলাবে না বরং এমন আলো পাবে যা জীবন দেয়।”

১৩ স্যেলা ফরীশীলা যীশুক কইলেক, “তোর সাক্ষ্য সচাং না হয়, ক্যেনেনা তুই নিজের সাক্ষ্য নিজে দিবার ধরচিস।”

১৪ যীশু উমারলাক কইলেক, “যদিও মুই নিজের হয়া নিজে সাক্ষ্য দেং তাঙো মোর সাক্ষ্য সচাং। ক্যেনেনা মুই কোটে হাতে আসচুং আর কোটে যাইম সেইটা মুই জানং। কিন্তুক মুই কোটে হাতে আসচুং আর কোটে যাইম সেইটা তোমরালা জানেন না।

১৫ মানষি যেই নাকান করি বিচার করে তোমরালাও সেই নাকান করি বিচার করেন, কিন্তুক মুই কারো বিচার করোং না।

১৬ কিন্তুক মুই যদি কোন দিন বিচার করং তাইলে মোর সেই বিচার সত্য। ক্যেনেনা মুই একলায় না হং। মুই তো আছং আর যায় মোক প্যেঠাইচে সেই বাপও মোর নগত আছে।

[১৭] তোমারলার আইন-কানুনত নেখা আছে, দুই জন মানষি যদি একে সাক্ষ্য দেয় তাইলে সেইটা সত্য।

[১৮] মুইয়ে মোর নিজের হয়া সাক্ষা দেং, আর যায় মোক প্যেঠাইচে সেই বাপও মোর পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।”

[১৯] ফরীশীলা কইলেক, “তোর বাপ কোটে?” যীশু কইলেক, “তোমরা মোকও জানেন না আর মোর বাপকও জানেন না। যদি মোক জানিলেন হয় তাইলে মোর বাপকও জানিলেন হয়।”

[২০] দশংগতি মন্দিরত শিক্ষা দিবার সমায় যীশু দান দেওয়া বাক্সর বগলত খাড়া হয়া এইলা কতা কইলেক। কিন্তুক স্যেলাও উয়ার সমায় হয় নাই বুলিয়া কাঙো উয়াক ধরিলেক না।

[২১] যীশু আরো ফরীশীলাক কইলেক, “মুই চলি যাবার ধরচুং। তোমরা মোক খুজিবেন, কিন্তুক তোমরা তোমারলার পাপত মরিবেন। মুই যেটেকোনা যাবার ধরচুং তোমরালা ওটেকোনা আসির পাবেন না।”

[২২] স্যেলা যিহূদীলা কইলেক, “উয়ায় কি নিজে নিজে মরির যাবার ধরচে। ক্যেনেনা উয়ায় কবার ধরচে, ‘মুই যেটেকোনা যাবার ধরচুং তোমরা ওটেকোনা আসির পাবেন না।’ ”

[২৩] যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই উপরা থাকি আসচুং আর তোমরালা নিচা হাতে আসচেন। তোমরা এই দুনিয়ার, কিন্তুক মুই এই দুনিয়ার না হং।

২৪ এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, তোমরালা তোমারলার পাপত মরিবেন। যদি তোমরালা বিশ্বাস না করেন যে, মুই উয়ায়, তাইলে তোমরালা তোমার পাপত মরিবেন।”

২৫ স্যেলা নেতালা যীশুক পুছিলেক, “তুই কায়?” যীশু উমারলাক কইলেক, “পইলা থাকি মুই তোমারলাক যা কয়া আসচুং মুই তায়,

২৬ তোমারলার সমন্ধে কবার আর বিচার করি দেখার মোর অনেক কিছুই আছে। কিন্তুক যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ার মইদ্ধোত মিছাং নাই, আর মুই উয়ারটে যা শুনচুং সেইলায় সউগ মানষিক কং।”

২৭ উমরা বুঝির পারিলেক না যে, যীশুর স্বর্গের বাপের সমন্ধে কবার ধরচে।

২৮ এই বাদে যীশু কইলেক, “য্যেলা তোমরা বাছাই করা মানষিটাক ক্রুশের উপরাত ঝুলাবেন স্যেলা বুঝির পাবেন যে, মুই কায়, মুই কবার ধরচুং মুই। মুই নিজে থাকি কোন কিছুই না করং, বরং বাপ মোক যেই শিক্ষা দিচে মুই সেইলা কতায় কং।

২৯ যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ায় মোর নগত আছে। উয়ায় মোক একলায় ছাড়ি দেয় নাই, ক্যেনেনা যেইলা কাম করিলে উয়ায় সন্তুষ্ট হয় মুই সউগ সমায় ঐলা কামে করং।”

৩০ যীশু য্যেলা এইলা কতা কইলেক স্যেলা ম্যেলা মানষি উয়ার উপরত বিশ্বাস করিলেক।

৩১ যেই যিহূদীলা উয়াক বিশ্বাস করিচে যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমরা যদি মোর শিক্ষা মতন চলেন তাইলে তোমরালা সচাংএ মোর শিষ্য।

৩২ তাছাড়া তোমরা সচাংটা জানির পাবেন, আর সেই সচাংটায় তোমারলাক বন্ধন থাকি মুক্ত করিবে।”

৩৩ যিহূদী নেতালা স্যেলা যীশুক কইলেক, “হামরা মহাপুরুষ অব্রাহামের গুষ্টির মানষি, হামরা কোন দিনও কাঙরো চাকর হই নাই। তুই ক্যেমন করি কবার ধরচিস যে, হামারলাক মুক্ত করা হবে?”

৩৪ ইয়ার উত্তরে যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যায় যায় পাপের মইদ্ধোত থাকে উয়ায় পাপের চাকর।

৩৫ চাকর চিরদিন বাড়িত থাকে না কিন্তুক বেটা চিরকাল থাকে।

৩৬ এই বাদে ভগবানের বেটা যদি তোমারলাক মুক্ত করে তাইলে সচাংএ তোমরালা মুক্ত হবেন।

৩৭ মুই জানং তোমরালা মহাপুরুষ অব্রাহামের গুষ্টির মানষি, কিন্তুক তাঙো তোমরা মোক মারি ফ্যেলের চাবার ধরচেন, ক্যেনেনা মোর কতা তোমারলার অন্তরত ফম পড়ে।

৩৮ মুই মোর বাপেরটে যেইলা দেখিচুং সেইলা বিষয় কবার ধরচুং। আর তোমরালা তোমার বাপেরটে থাকি যেইলা শুনিচেন সেইলায় করেন।”

৩৯ এই বাদে যিহূদী নেতালা যীশুক কইলেক, “অব্রাহাম হামারলার বাপ।” যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমরালা যদি অব্রাহামের ছাওয়া হইলেন হয় তাইলে অব্রাহামের নাকান কাম করিলেন হয়।

৪০ ভগবানেরটে হাতে যেইলা সচাং জিনিস মুই জানিচোং সেইলায় তোমারলাক কবার ধরচুং। আর তাঙো তোমরালা মোক মারি ফ্যেলের চাবার ধরচেন। কিন্তুক অব্রাহাম তো এই নাকান করে নাই।

৪১ তোমারলার বাপ যেই কাম করে। তোমরালা সেইলায় করেন।” উমরা যীশুক কইলেক, “হামরা তো জারুয়া না হই। হামারলার এক জন বাপ আছে আর সেই বাপ হইলেক ভগবান।”

৪২ যীশু উমারলাক কইলেক, “সচাংএ যদি তোমারলার বাপ ভগবান হইলেক হয় তাইলে তোমরালা মোক পিরিত করিলেন হয়। ক্যেনেনা মুই ভগবানেরটে থাকি আসচুং আর এলা তোমারলার মইদ্ধোত আছং। মুই নিজে আইসং নাই কিন্তুক উয়ায়ে মোক প্যেঠাইচে।

৪৩ মুই যেইটা কং সেইটা তোমরালা বুঝির পারেন না ক্যেনেনা তোমরা মোর কতা মানি নেন না।

৪৪ শয়তান তোমারলার বাপ আর তোমরালা উয়ারে ছাওয়া, এই বাদে তোমরালা উয়ার ইচ্ছা পূরণ করির চান। শয়তান পইলা থাকি খুনী। উয়ায় কোন দিন সত্যত রয় নাই। ক্যেনেনা উয়ার

মইদ্ধোত বিন্দু মাত্র সত্য নাই। উয়ায় যে্যলা মিছাং কতা কয় সে্যলা স্বাভাবিক ভাবে উয়ার মইদ্ধো থাকি সেইলা বিরি আইসে, ক্যেনেনা উয়ায় মিথ্যাবাদী আর সউগ মিথ্যার জন্ম উয়ারটে থাকি হইচে।

৪৫ কিন্তুক মুই সচাং কতা কং বুলিয়া তোমরালা মোক বিশ্বাস করেন না।

৪৬ তোমারলার মইদ্ধো থাকি কায় মোক দোষী বুলি প্রমাণ করির পাবে? যদি মুই সত্য কতায় কং তাইলে তোমরালা ক্যেনে মোক বিশ্বাস করেন না?

৪৭ যেই মানষিটা ভগবানের, উয়ায় ভগবানের কতা শুনে। তোমরালা ভগবানের না হন এই বাদে ভগবানের কতা শুনেন না।"

৪৮ সে্যলা যিহূদী নেতালা যীশুক কইলেক, "হামরা কি ঠিক কই নাই যে, তুই এক জন শমরীয় আর তোক অপদেবতা ধরচে?"

৪৯ যীশু কইলেক, "মোক অপদেবতা ধরে নাই। মুই মোর বাপক সন্মান করং। কিন্তুক তোমরালা মোক অসন্মান করেন।

৫০ মুই মোর নিজের বাদে সন্মান চাং না। কিন্তুক এক জন আছে যায় মোক সন্মান দান করে। আর উয়ায়ে বিচারকর্তা।

৫১ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যদি কাঙো মোর কতার বাধ্য হয়া চলে তাইলে উয়ায় কোন দিনও মরির না হয়।"

৫২ যিহূদী নেতালা উয়াক কইলেক, “এলা হামরা সচাং করি বুঝির পাইলং যে, তোক অপদেবতা ধরচে। অব্রাহাম আর ভগবানের ভাববাদীলা মরিচে, আর তুই কবার ধরচিস, ‘যদি কাঙো মোর কতা মানিয়া চলে উয়ায় কোন দিনও মরির না হয়।’

৫৩ তুই কি বাপ অব্রাহামের থাকিও বড়? উয়ায় তো মরি গেইচে আর ভাববাদীলাও মরিচে। তুই নিজক কি মনে করিস?”

৫৪ উত্তরে যীশু কইলেক, “যদি মুই নিজের গুণগান নিজে করং তাইলে সেইটার কোন দাম নাই। মোর বাপ, যাক তোমরা ভগবান কয়া দাবি করেন উয়ায়ে মোক সন্মান দান করে।

৫৫ তোমরা উয়াক জানেন না, কিন্তুক মুই উয়াক জানং। যদি মুই কং উয়াক জানং না তাইলে মুই তোমারলার নাকান মিথ্যাবাদী হইম। মুই উয়াক জানং আর উয়ার কতার বাধ্য হয়া চলং।

৫৬ তোমারলার বাপ অব্রাহাম মোর আইসার দিন দেখির পাবে বুলিয়া খুশি হইচে। উয়ায় ঐ দিনটা দেখিয়া খুশিও হইচে।”

৫৭ যিহূদী নেতালা যীশুক কইলেক, “তোমার এলাও পঞ্চাশ বছরও হয় নাই, আর তোমরা কবার ধরচেন যে অব্রাহামক দেখিচেন!”

৫৮-৫৯ যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, অব্রাহামের জন্মের আগের থাকি মুই আছং।” এই কতা শুনিয়া ওই নেতালা যীশুক ঢ্যেলেবার বাদে পাথর

কুড়াইলেক। কিন্তুক যীশু নিজক লুকিয়া দশংগতি মন্দির হাতে চলি গেইলেক।

৯ যীশু ঘাটা দিয়া যাবার সমায় এক জন কানা মানষিক দেখির পাইলেক। উয়ায় আছিলেক জন্মের কানা।

২ স্যেলা যীশুর শিষ্যলা উয়াক পুছিলেক, "গুরু, কার পাপের বাদে এই মানষিটা কানা হয়া জন্ম হইচে? উয়ার নিজের, না উয়ার মাও-বাপের?"

৩ যীশু কইলেক, "উয়ায় নিজেও পাপ করে নাই, আরো উয়ার মাও-বাপেও পাপ করে নাই। এইটা হইচে যাতে মুই উয়াক সুস্থ করং আর ভগবানের শক্তির প্রকাশ উয়ার মইদ্ধো দিয়া দেখা যায়।

৪ যায় মোক প্যেঠাইচে, বেলা থাকতে উয়ার কাম করা হামার দরকার। রাতি হইলে কাঙো আর কাম করির পারিবে না।

৫ যত দিন মুই এই দুনিয়াত আছং মুই দুনিয়ার আলো।"

৬ এই কতা কবার পাছত উয়ায় মাটিত থু ফ্যেলেয়া কাঁদো করিলেক। তার পাছত ঐ কাঁদো মানষিটার চোখুত নাগে দিয়া কইলেক,

৭ "যা, শীলোহ নামের দীঘিত যায়া ধুইয়া ফ্যেলাও।" শীলোহ মানে প্যেঠা হইলেক। মানষিটা যায়া চোখু ধুইয়া ফ্যেলাইলেক আর স্যেলায় উয়ায় দেখির শক্তি ফিরি পাইলেক।

[৮] এই দেখিয়া উয়ার পাড়া পড়শীলা আর যায় যায় আগত উয়াক ভিক্ষা করির দেখিচে উমরা সগায় কবার নাগিলেক, “ইয়ায় ঐ মানষিটা হয় কি না, যায় বসি বসি ভিক্ষা করিচে?”

[৯] কাঙো কাঙো কইলেক, “হ্যে, ইয়ায়ে সেই মানষিটা।” আর কাঙো কাঙো কইলেক “যদিও উয়ারে নাকান দেখির কিন্তু উয়ায় না হয়।” মানষিটা কইলেক, “হ্যে, মুইয়ে সেই মানষিটা।”

[১০] উমরা উয়াক কইলেক, “ক্যেমন করি তুই দেখির শক্তি ফিরি পালু?”

[১১] উয়ায় কইলেক, “যীশু নামের মানষিটা মোর চোখুত কাঁদো করি নাগে দিয়া কইলেক, ‘শীলোহ দীঘিত যায়া ধুইয়া ফ্যেলাও।’ স্যেলা মুই যায়া ধুইয়া ফ্যেলালুং আর এলা দেখির পাবার ধরচুং।”

[১২] উমরা উয়াক কইলেক, “ঐ মানষিটা কোটে?” উয়ায় কইলেক, “মুই জানং না।”

[১৩] যেই মানষিটা আগত কানা আছিলেক মানষিলা উয়াক ফরীশীলারটে নিয়া গেইলেক।

[১৪] যেদিন যীশু কাঁদো করি মানষিটার চোখুত নাগে দিয়া দেখিবার শক্তি ফিরি দিচে সেই দিনটা আছিলেক জিরানের দিন।

[১৫] এই বাদে ফরীশীলা উয়াক আরো পুছিলেক, “তুই ক্যেমন করি দেখির পাবার ধরচিস?” উয়ায় ফরীশীলাক কইলেক,

“উয়ায় মোর চোখুর উপরা কাঁদো নাগে দিলেক, আর মুই ধুইতে কালে দেখির পাবার নাগলুং।”

১৬ ইয়াতে ফরীশীলার মইদ্ধো থাকি কয়েক জন কইলেক, “ঐ মানষিটা ভগবানেরটে থাকি আইসে নাই। ক্যেনেনা উয়ায় জিরানের দিন পালন করে না।” অইন্য ফরীশীলা কইলেক, “যেই মানষিটা পাপী উয়ায় ক্যেমন করি এই নাকান অচানক চিনের কাম করির পারে?” এই নিয়া উমারলার মইদ্ধোত মতের অমিল দেখা দিলেক।

১৭ স্যেলা উমরা ঐ মানষিটাক আরো পুছিলেক, “তুই উয়ার সমন্ধে কি কইস? উয়ায় তো তোর চোখু খুলি দিচে।” মানষিটা কইলেক, “উয়ায় এক জন ভগবানের ভাববাদী।”

১৮ যিহূদী নেতালা কিন্তুক মানষিটার মাও-বাপক না পোছা পর্যন্ত বিশ্বাস করিলেক না। যে উয়ায় আগত কানা আছিলেক এলা দেখির পাবার ধরচে।

১৯ উমরা মানষিটার মাও-বাপক পুছিলেক, “ইয়ায় কি তোমারলার বেটা যার সমন্ধে তোমরা কন যে, উয়ায় কানা হয়া জন্ম হইচে? এলা তাইলে উয়ায় ক্যেমন করি দেখির পাবার ধরচে?”

২০ উয়ার মাও-বাপ কইলেক, “হামরা জানি ইয়ায় হামার বেটা, আর ইয়ায় কানা হয়া জন্ম হইছিলেক।

[২১] কিন্তুক ক্যেমন করি ইয়ায় এলা দেখির পাবার ধরচে তা হামরা জানিনা। কায় উয়ার দেখির শক্তি ফিরি দিলেক তাঙো জানিনা। উয়ার বয়স হইচে, উয়াকে পোছো। উয়ার নিজের বিষয়ে নিজে কউক।”

[২২] উয়ার মাও-বাপ যিহূদী নেতালার ভয়ে এইলা কতা কইলেক, ক্যেনেনা যিহূদী নেতালা আগতে ঠিক করি থুইচে যে, কাঙো যদি যীশুক ভগবানের বাছাই করা রাজা হিসাবে মানি নেয় তাইলে উয়াক উপাসনা ঘর থাকি নিকলি দেওয়া হবে।

[২৩] এই বাদে উয়ার মাও-বাপ কইলেক, “উয়ার বয়স হইচে, উয়াকে পুচ করো।”

[২৪] যেই মানষিটা আগত কানা আছিলেক নেতালা উয়াক দ্বিতীয় বার ড্যেকেয়া পুছিলেক, “তুই ভগবানের আগত সচাং কতা কয়া মহিমা করিস। হামরা তো জানি ঐ মানষিটা পাপী।”

[২৫] যায় কানা আছিলেক উয়ায় কইলেক, “উয়ায় পাপী আছিলেক কিনা তা মুই জানং না, কিন্তুক একটা বিষয় জানং যে আগত মুই কানা আছিলুং এলা দেখির পাবার ধরচুং।”

[২৬] স্যেলা যিহূদী নেতালা উমারলাক কইলেক, “উয়ায় তোক কি করচে? ক্যেমন করি উয়ায় তোর দেখির পাওয়ার শক্তি ফিরি দিলেক?”

[২৭] মানষিটা কইলেক, “মুই তো আগতে তোমারলাক কইচুং, কিন্তুক তোমরালা মোর কতা শুনেন নাই। তাইলে আরো ক্যেনে

শুনির চাবার ধরচেন? তোমরালা কি উয়ার শিষ্য হবার চান?”

২৮ এই বাদে নেতালা মানষিটাক খুব গালি পারিয়া কইলেক, “তুই ঐ মানষিটার শিষ্য, কিন্তুক হামরা মহাপুরুষ মোশির শিষ্য।

২৯ হামরা জানি ভগবান মোশির সোদে কতা কইচে, কিন্তুক ঐ মানষিটা কোটে থাকি আসচে হামরা কিছুই জানিনা।”

৩০ স্যেলা ইয়ার জবাবে মানষিটা কইলেক, “কি অচানক ব্যাপার! তোমরালা জানেন না উয়ায় কোটে থাকি আসচে কিন্তুক ঐ মানষিটায় তো মোর দেখির শক্তি ফিরি দিলেক।

৩১ হামরা জানি ভগবান পাপী মানষির কতা শোনে না। যদি কোন মানষি ভগবান ভক্ত হয় আর উয়ার ইচ্ছা মতন কাম করে তাইলে ভগবান উয়ার কতা শোনে।

৩২ এই দুনিয়া সিজ্জনের পাছত এই নাকান কতা কোন দিনও শোনা যায় না, জন্ম থাকি কানা এমন কোন মানষির দেখির শক্তি কাঙোয় ফিরি দিচে।

৩৩ যদি উয়ায় ভগবানেরটে থাকি না আসিলেক হয় তাইলে উয়ায় কিছুই করির পারিলেক না হয়।”

৩৪ নেতালা কইলেক, “তোর জন্ম হইচে একেবারে পাপের মইদ্ধোত, আর তুই হামারলাক শিক্ষা দিবার ধরচিস?” এই কয়া উমরালা মানষিটাক উপাসনা ঘর থাকি নিকলি দিলেক।

৩৫ যীশু শুনির পাইলেক যে, যিহূদী নেতালা মানষিটাক উপাসনা ঘর থাকি নিকলি দিচে। স্যেলা যীশু মানষিটার দেখা

পায়া কইলেক, “তুই কি বাছাই করা মানষিটার উপরত বিশ্বাস করিস?”

৩৬ উয়ায় কইলেক, “দাদারে, উয়ায় কায়? মোক কন যাতে মুই উয়ার উপরত বিশ্বাস করির পাং।”

৩৭ যীশু উয়াক কইলেক, “তুই উয়াক দেখিছিস, আর উয়ায়ে তোর নগত কতা কবার ধরচে।”

৩৮ স্যেলা মানষিটা কইলেক, “প্রভু, মুই বিশ্বাস করং।” এই কয়া উয়ায় যীশুক উপাসনা করিয়া ভগবানের সন্মান দিলেক।

৩৯ যীশু কইলেক, “মুই এই দুনিয়াত বিচার করির বাদে আসচুং। যাতে যায় দেখির না পারে উমরা দেখির পারে, আর যায় যায় দেখির পায় উমরা কানা হয়।”

৪০ কয়েক জন ফরীশীও যীশুর নগত আছিলেক। উমরা এই কতা শুনিয়া যীশুক কইলেক, “তাইলে তোমরা কি কবার চান যে হামরালাও কানা?”

৪১ যীশু উমারলাক কইলেক, “তোমরালা যদি কানা হইলেন হয় তাইলে তোমারলার কোন দোষ হইলেক না হয়। কিন্তুক তোমরালা কন যে তোমরালা দেখির পান, এই বাদে তোমারলার দোষ আছে।”

১০ যীশু কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, যে কাঙো দুয়ার দিয়া না সোন্দেয়া অইন্য পাক দিয়া ভেড়ার

খোয়ারোত সোন্দায় উয়ায় চোর আর ডাকু।

২ কিন্তুক যায় দুয়ার দিয়া সোন্দায় উয়ায়ে ভেড়ার রাখয়াল।

৩ ভেড়ার খোয়াড় যায় পাহারা দেয় উয়ায় রাখয়ালক দুয়ার খুলি দেয়। ভেড়ালা উয়ার ডাক শুনে, আর ঐ রাখোয়াল নিজের ভেড়ালাক নাম ধরি ড্যেকেয়া বায়রাত নিয়া যায়।

৪ উয়ার নিজের সউগ ভেড়ালা বাইর করির পাছত উমারলার আগে আগে যায়। আর ভেড়ালা উয়ার পাছে পাছে যায় ক্যেনেনা উমরা উয়ার গালার আওয়াজ চেনে।

৫ উমরা কোন দিনও অচিনা মানষির পাছত যাবে না বরং উমরা উয়ারটে হাতে পালে যাবে। ক্যেনেনা উমরা অচিনা মানষির গালার আওয়াজ চেনে না।”

৬ যীশু মানষিলাক শিক্ষা দিবার বাদে উপমার কতালা কইলেক, কিন্তুক উয়ায় কি কবার চাইচে সেইটা উমরালা বুঝির পাইলেক না।

৭ স্যেলা যীশু উমারলাক আরো কইলেক, “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, মুইয়ে ভেড়ালার খোয়ারের দুয়ার।

৮ মোর আগত যায় যায় আসিচে উমরালা সগায় চোর আর ডাকু। কিন্তুক ভেড়ালা উমারলার কতা শুনে নাই।

৯ মুইয়ে দুয়ার। যদি কাওঁোয় মোর মইদ্ধো দিয়া ভিতরাত সোন্দায় তাইলে উয়ায় রক্ষা পাবে। উয়ায় ভিতরাত সোন্দাবে আর বায়রাত যাবে আর চরে খাবার জাগা পাবে।

[১০] চোর খালি চুরি, খুন, নষ্টামি এইলা করিবার উদ্দেশ্যের বাদে আইসে। মুই আসচুং যাতে উমরালা জীবন পায়, আর সেই জীবন হবে আশুর্বাদে পরিপূর্ণ।

[১১] “মুইয়ে উত্তম রাখোয়াল। মুই মোর ভেড়ালার বাদে মোর জীবন সঁপে দিবার ধরচুং।

[১২-১৩] খালি মজুরির বাদে যেই রাখোয়াল কাম করে উয়ায় নিজে রাখোয়াল না হয়। আর ভেড়ালাও উয়ার নিজের না হয়। নেকড়ে বাঘ আসির দেখিতে কালে উয়ায় ভেড়ালা থুইয়া পালেয়া যায়। ক্যেনেনা উয়ায় খালি বেতন পাবার বাদে এই কাম করে আর ভেড়ালার চিন্তাও করে না। নেকড়ে বাঘ উমারলাক ধরি নিয়া যায় আর ভেড়ালা চাইরো পাকে ছড়াছড়ি হয়া পরে।

[১৪-১৫] “মুইয়ে উত্তম রাখোয়াল। স্বর্গের বাপ যেই নাকান মোক জানে আর মুইও স্বর্গের বাপক জানং একে নাকান করি মুই মোর ভেড়ালাক জানং আর উমরাও মোক জানে। মুই মোর ভেড়ালার বাদে মোর জীবন সঁপে দিবার ধরচুং।

[১৬] মোর এই নাকান আরো ম্যেলা ভেড়া আছে, যেইলা এই খোয়াড়ের না হয় ঐলাকো মোর আনির নাগিবে। উমরা উয়ার গালার আওয়াজ শুনিবে। আর ইয়াতে একটা ভেড়ার পাল হইবে, আর এক জন রাখোয়াল হবে।

[১৭] মোর বাপ এই বাদে মোক পিরিত করে, ক্যেনেনা মুই মোর জীবন সঁপে দিবার ধরচুং যাতে আরো ফিরি নিবার পারং।

[১৮] কাঙোয় মোর পরান মোরটে থাকি নিয়া যাবার পাবে না। কিন্তুক মুই নিজেই দিম। মোর জীবন দিবার ক্ষমতা মোর আছে, আর জীবন ফিরি নিবার ক্ষমতাও মোর আছে। এই দায়িত্ব মুই মোর বাপেরটে থাকি পাইচুং।”

[১৯] যীশুর এই কতার বাদে যিহূদীলার মইদ্ধোত আরো মতের অমিল দেখা দিলেক।

[২০] উমারলার মইদ্ধোত ম্যেলা মানষি কইলেক, “উয়াক অপদেবতা ধরচে, উয়ায় পাগলা হইচে, তোমরা উয়ার কতা ক্যেনে শুনির ধরচেন?”

[২১] আর অইন্য মানষিলা কইলেক, “কিন্তুক ইয়ায় তো অপদেবতা ধরা মানষির নাকান কতা না কয়। অপদেবতা কি কানাক দেখিবার শক্তি ফিরি দিবার পারে?”

[২২] ইয়ার পাছত জারের দিনত য্যেলা যিরূশালেম মন্দির গড়ার পার্বন আসিলেক।

[২৩] এক দিন যীশু মন্দিরের চত্বরত শলোমনের বারান্দাত হাটি ব্যেড়ের ধরছিলেক।

[২৪] সেই সমায় যিহূদী নেতালা উয়ার চাইরো পাকে জড়ো হয়া উয়াক কইলেক, “আর কত দিন তুই হামারলাক সন্দেহর মইদ্ধোত থুবু? তুই যদি ভগবানের বাছাই করা রাজা হইস তাইলে হামারলাক পরিস্কার করি কঃ।”

২৫ যীশু কইলেক, “মুই তো তোমারলাক কইচুং, কিন্তু তোমরালা বিশ্বাস করেন নাই। মুই মোর স্বর্গের বাপের নামে যেইলা অচানক চিনের কাম করং সেইলায় মোর বিষয়ে সাক্ষী দিবার ধরচে।

২৬ কিন্তুক তোমরালা বিশ্বাস করেন না, ক্যেনেনা তোমরা মোর ভেড়ার পালের ভেড়া না হন।

২৭ মোর ভেড়ালা মোর গালার আওয়াজ শুনে। মুই উমারলাক জানং আর উমরা মোক দেখিয়া মোর পাছে পাছে চলে।

২৮ মুই উমারলাক অমৃত জীবন দেং। উমরা কোন দিনও নষ্ট হবার না হয়। মোর হাত থাকি কাঙো উমারলাক কাড়ি নিবার পাবে না।

২৯ মোর স্বর্গের বাপ যায় উমারলাক মোক দিচে, উয়ায় সগারে থাকি মহান কাঙোয় বাপের হাত থাকি কোন কিছু কাড়ি নিবার পারিবে না।

৩০ মুই আর মোর স্বর্গের বাপ, হামরা একে।”

৩১ স্যেলা যিহূদী নেতালা যীশুক মারির বাদে শিল কুড়ি নিলেক।

৩২ যীশু উমারলাক কইলেক, “স্বর্গের বাপের আদেশ মতন ম্যেলা বড় বড় অচানক চিনের কাম করি মুই তোমারলাক দেখাইচুং। সেই কামলার মইদ্ধোত কোন কামের বাদে তোমরালা মোক শিল দিয়া ঢ্যেলের চাবার ধরচেন?”

৩৩ যিহূদী নেতালা কইলেক, “তুই যেইলা অচানক চিনের কাম করিচিস, তার বাদে হামরা তোক শিল দিয়া ঢ্যেলের চাবার ধরচি না, কিন্তুক হামরা তোক শিল দিয়া ঢ্যেলের চাবার ধরচি এই বাদে যে, তুই ভগবানের নিন্দা করির ধরচিস। তুই এক জন মানষি হয়া, আর তুই নিজক ভগবান কয়া দাবি করির ধরচিস?”

৩৪ যীশু কইলেক, “তোমারলার আইন কানুনত কি এইলা নেখা নাই যে, ‘মুই কইলুং তোমরালায় ভগবান?’

৩৫ ভগবানের বাইক্য যার যারটে আসছিলেক উমারলাক তো উয়ায় ভগবানের নাকান মনে করচিলেক। শাস্ত্রের কতা সউগ সমায় সচাং।

৩৬ স্বর্গের বাপ যাক নিজের উদ্দেশ্যে যুদা করিলেক আর এই দুনিয়াত প্যেঠাইলেক আর সেই মুই কবার ধরচুং, ‘মুইয়ে ভগবানের বেটা,’ তাইলে তোমরালা ক্যেমন করি কবার ধরচেন, মুই ভগবানের নিন্দা করির ধরচুং।

৩৭ মোর স্বর্গের বাপের কাম যদি মুই না করং তাইলে তোমরালা মোক বিশ্বাস করিবেন না।

৩৮ কিন্তুক মুই যেহেতু সেইলা কাম করিচুং আর তাঙো যদি মোক বিশ্বাস না করেন, তাইলে মোর কামলাক অন্ততঃ বিশ্বাস করো। ইয়াতে তোমরা জানির আর বুঝির পাবেন স্বর্গের বাপ মোর মইদ্ধোত আছে আর মুই বাপের মইদ্ধোত আছং।”

[39] স্যেলা যিহূদী নেতালা আরো যীশুক ধরির চেষ্টা করিলেক। কিন্তুক উয়ায় উমারলার হাতে এরেয়া চলি গেইলেক।

[40] ইয়ার পাছত যীশু আরো যর্দন নদীর ঐ পারত যায়া রবার নাগিলেক। ওটেকোনায় যোহন পরথমে মানষিলাক দীক্ষা দিছিলেক।

[41] ম্যেলা মানষি যীশুর বগল যায়া কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, "যোহন কোন অচানক চিনের কাম করে নাই, কিন্তুক উয়ায় এই মানষিটার বিষয়ে যেইলা কতা কইচিলেক সেইলা সউগে সচাং।"

[42] আর ওটেকোনা ম্যেলা মানষি যীশুর উপরত বিশ্বাস করিলেক।

১১ লাসার নামে বৈথনিয়া গেরামের এক জন মানষির অসুখ হইছিলেক। মরিয়ম আর উয়ার বইনি মার্থা ঐ গেরামত রবার ধরছিলেক।

[2] এই মরিয়ম যায় প্রভু যীশুর ঠ্যেংয়ত দামী আতর মাখিয়া নিজের চুলি দিয়া মুছি দিবার ধরছিলেক। আর যেই লাসারে অসুখ হইচে উয়ায় আছিলেক মরিয়মের ভাই।

[3] এই বাদে উয়ার বইনিলা যীশুক এই কতা কয়া প্যেঠাইলেক, "প্রভু, তোমরা যাক ভাল বাসেন উয়ার অসুখ হইচে।"

[৪] যীশু এই কতা শুনিয়া কইলেক, “এই অসুখ উয়ার মরণের বাদে হয় নাই, এইটা হইচে ভগবানের মহিমা প্রকাশ করির বাদে, যাতে ইয়ার মইদ্ধো দিয়া ভগবানের বেটার মহিমা প্রকাশ পায়।”

[৫] যীশু মার্থাক, উয়ার বইনিক আর লাসারক পিরিত করির ধরছিলেক।

[৬] য্যেলা যীশু লাসারের অসুখের কতা শুনিলেক স্যেলা যেটেকোনা আছিলেক ওটেকোনা আরো দুই দিন রয়া গেইলেক।

[৭] তার পাছত উয়ায় শিষ্যলাক কইলেক, “চল হামরা আরো যিহূদীয়াত ফিরি যাই।”

[৮] শিষ্যলা উয়াক কইলেক, “গুরু, কয় দিন আগত নেতালা তোমাক শিল দিয়া ঢ্যেলে মারি ফ্যেলের চাইছিলেক। আর তোমরা আরো ওটেকোনা যাবার ধরচেন?”

[৯] ইয়ার উত্তরে যীশু কইলেক, “দিনে বারো ঘণ্টা আলো থাকে কাঙো যদি দিনের আলোত চলা ফিরা করে তাইলে উসটা খায় না, কারন উয়ায় দুনিয়ার আলো দেখির পায়।

[১০] কিন্তুক কাঙো যদি রাতিত চলা ফিরা করে উয়ায় উসটা খায়, ক্যেনেনা উয়ার আগত কোন আলো নাই।”

[১১] এই কতা কবার পাছত যীশু আরো শিষ্যলাক কইলেক, “হামারলার সখা লাসার নিন যাবার ধরচে, কিন্তুক মুই উয়াক চেতন করির যাবার ধরচুং।”

১২ এই বাদে শিষ্যলা যীশুক কইলেক, “প্রভু, যদি উয়ায় নিন যাবার ধরচে তাইলে উয়ায় ভাল হয়া যাবে।”

১৩ যীশু লাসারের মরণের কতা কইচিলেক, কিন্তুক উয়ার শিষ্যলা মনে করির ধরছিলেক উয়ায় স্বাভাবিক নিন যাবার কতা কবার ধরচে।

১৪ যীশু স্যেলা পরিস্কার করি কইলেক, “লাসার মরি গেইচে,

১৫ কিন্তুক মুই তোমারলার কতা চিন্তা করি খুশি আছং যে মুই ওটেকোনা আছিলুং না ক্যেনেনা তোমরা বিশ্বাস করি চলেন। চল হামরা লাসারেরটে যায়।”

১৬ স্যেলা থোমাস যাক যমজ কওয়া হয়, অইন্য শিষ্যলাক উদ্দেশ্য করি কইলেক, “চল হামরাও যাই, যাতে উয়ার নগত হামরাও মরির পারি।”

১৭ যীশু ওটেকোনা যায়া জানির পারিলেক যে, লাসারক চার দিন আগতে সমাধি দেওয়া হইচে।

১৮ বৈথনিয়া থাকি যিরূশালেমের দূরত্ব আছিলেক পেরায় দুই মাইল।

১৯ যিহূদীলার মইদ্ধোত ম্যেলা মানষি মার্থা আর মরিয়মক উয়ার ভাইয়ের মরণের পাছত সান্তনা দিবার আসচে।

২০ মার্থা য্যেলা শুনিলেক যে যীশু আসিচে, স্যেলা উয়ার নগত দেখা করির গেইলেক। কিন্তুক মরিয়ম ঘরত বসি রইলেক।

২১ মার্থা যীশুক কইলেক, “প্রভু, তোমরা যদি এটেকোনা থাকিলেন হয় তাইলে মোর ভাই মরিলেক না হয়।

২২ কিন্তুক মুই জানং, তোমরা এলাও যা চাবেন ভগবান সেইটা তোমাক দিবে।”

২৩ যীশু উয়াক কইলেক, “তোর ভাই আরো বত্তি উঠিবে।”

২৪ স্যেলা মার্থা উয়াক কইলেক, “মুই জানং শ্যেষ কালত মরা মানষিলা য্যেলা আরো বত্তি উঠিবে স্যেলা উয়াও বত্তি উঠিবে।”

২৫ যীশু মার্থাক কইলেক, “মুইয়ে ফির বত্তি উঠা, মুইয়ে জীবন। যে কাঙো মোক বিশ্বাস করে উয়ায় মরিলেও বত্তি উঠিবে।

২৬ আর যায় বত্তায় আছে আর মোর উপরত বিশ্বাস করে উয়ায় কোন দিনও মরির না হয়। তুই এই কতা বিশ্বাস করিস?”

২৭ মার্থা কইলেক, “হ্যে প্রভু, মুই বিশ্বাস করং যে, দুনিয়াত যার আসির কতা আছে তোমরায় সেই বাছাই করা রাজা ভগবানের বেটা।”

২৮ এই কতা কয়া মার্থা উয়ার বইনি মরিয়মক গোপনে ড্যেকে কইলেক, “গুরু আসিচে আর তোক ড্যেকের ধরচে।”

২৯ মরিয়ম এই কতা শুনিয়া পচপচে উঠি যীশুরটে গেইলেক।

৩০ যীশু স্যেলাও গেরামত আসি পৌছে নাই। মার্থা যেটেকোনা যীশুর নগত দেখা করির আসচে ওটেকোনা আছিলেক।

৩১ যেই যিহূদীলা মরিয়মের নগত ঘরত থাকিয়া মরিয়মক সান্তনা দিবার ধরছিলেক উমরা মরিয়মক পচপচে উঠি যাবার দেখিয়া উয়ার পাছে পাছে গেইলেক। উমরা চিন্তা করলেক মরিয়ম সমাধিত কান্দির যাবার ধরচে।

৩২ যীশু যেটেকোনা আছিলেক মরিয়ম ওটেকোনা গেইলেক। আর উয়াক দেখির পায়া উয়ার ঠ্যেংয়ত সলসলা হয়া পরি কইলেক "প্রভু তোমরা যদি এটেকোনা থাকিলেন হয় তাইলে মোর ভাই মরিলেক না হয়।"

৩৩ যীশু মরিয়মক আর উয়ার নগত আইসা যিহূদীলা, উমারলাক কান্দির দেখি দুঃখ পাইলেক, আর উয়ার অন্তর খুব অস্থির হইলেক।

৩৪ স্যেলা উয়ায় কইলেক, "তোমরা উয়াক কোটে থুইচেন?" উমরা কইলেক, "প্রভু আইসো, আসিয়া দেখ।"

৩৫ যীশু স্যেলা কান্দিলেক।

৩৬ ইয়াতে যিহূদীলা কইলেক, "দেখ, উয়ায় লাসারত কত পিরিত করে।"

৩৭ কিন্তুক যিহূদীলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো কইলেক, "কানা মানষিটাক দেখির শক্তি ফিরি দিচে, উয়ায় এমন কিছু করির পারলেক না হয় যাতে মানষিটা মরিলেক না হয়?"

৩৮ ইয়াতে যীশুর অন্তর আরো ব্যাকুল হইলেক আর সমাধিটার ওটেকোনা গেইলেক। সমাধিটা আছিলেক একটা গুহাত। আর

গুহাত সোন্দের দুয়ারত একটা বড় শিল দেওয়া আছিলেক।

৩৯ যীশু কইলেক, “ঐ শিলটা সরেয়া ফ্যেলাও।” মরা মানষিটার বইনি মার্থা কইলেক, “প্রভু চার দিন আগত লাসারের মরণ হইচে। এলা শিল সারাইলে উয়ার মইদ্ধো থাকি দুর্গন্ধ বাইর হবে।”

৪০ যীশু মার্থাক কইলেক, “মুই কি তোমারলাক কং নাই যে, যদি বিশ্বাস করেন তাইলে ভগবানের মহিমা দেখির পাবেন?”

৪১ মানষিলা স্যেলা শিলটাক সরেয়া দিলেক। আর যীশু দ্যাওয়ার পাকে দেখিয়া কইলেক, “হে মোর স্বর্গের বাপ, তুই মোর কতা শুনিচিস এই বাদে মুই তোক ধন্যবাদ দিবার ধরচুং।

৪২ মুই জানং সউগ সমায় তুই মোর কতা শুনিস। কিন্তুক মোর চাইরো পাকে যায় যায় খাড়া হয়া আছে উমরা যাতে বিশ্বাস করির পারে, যে তুই মোক প্যেঠাইচিস।”

৪৩ কতা কবার সমায় যীশু জোরে চিকিরিয়া ড্যেকে কইলেক, “লাসার তুই বাইর হয়া আয়।”

৪৪ মরা লাসার সমাধি থাকি বাইর হয়া আসিলেক। উয়ার হাত-ঠ্যেং সমাধির কাপড়ের টুকরা দিয়া বান্দা আছিলেক। উয়ার মুখত রুমালের কাপড় দিয়া বান্দা আছিলেক। যীশু কইলেক, “বান খুলি দেও আর উয়াক যাবার দেও।”

৪৫ মরিয়মেরটে যেইলা যিহূদী আসছিলেক উমারলার মইদ্ধোত ম্যেলা মানষি যীশুর এই কাম দেখিয়া বিশ্বাস করির নাগিলেক।

৪৬ আর উমারলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো ফরীশীলারটে যীশু যেইলা করিচে সেইলা কইলেক।

৪৭ স্যেলা প্রধান বামনলা আর ফরীশীলা মহাসভার মানষিলাক একটে করি কইলেক, "হামরা এলা কি করি? এই মানষিটা তো ম্যেলা অচানক চিনের কাম করিচে।

৪৮ হামরা যদি উয়াক এই নাকানে চলির দেই তাইলে সগায় উয়ার উপরত বিশ্বাস করিবে। আর রোমীয় মানষিলা আসিয়া হামারলার দশংগতি মন্দির আর হামার জাতিক ধ্বংস করি ফ্যেলাবে।"

৪৯ উমারলার মইদ্ধে কাইফা নামে এক জন মহাবামনের পালা আছিলেক ঐ বছরত। উয়ায় কইলেক, "তোমরা কিছুই জানেন না।

৫০ আর ভাবনাও করেন না, গোটায় জাতিটা ধ্বংস হওয়ার চায়া বরং মানষিলার জইন্য একটা মানষির মরণ হওয়া তোমারলার বাদে ভাল।"

৫১ কাইফা যে এই কতা নিজের থাকি কইচে তা কিন্তুক না হয় ঐ বছরত মহাবামনের কামের পালা পরাতে এই ভবিষ্যত বাণী করিলেক যে, যিহূদী জাতির বাদে যীশুই মরিবে।

৫২ খালি যিহূদী জাতির বাদে না হয় কিন্তুক ভগবানের যে ছাওয়ালা চাইরো পাকে ছড়াছড়ি হয়া আছে উমারলাক সগাকে জড়ো করি আনিয়া একটে করির বাদে উয়ায় মরিবে।

৫৩ ঐ দিন থাকি যিহূদী নেতালা যীশুক মারি ফ্যেলের বাদে চক্রান্ত করির নাগিলেক।

৫৪ এই বাদে যীশু যিহূদীলার মইদ্ধোত খোলামেলা চলাফিরা বন্ধ করিলেক। আর ঐ জাগাখান ছাড়িয়া নিধুয়া পাথারত ইফ্রিম নামে একটা গেরামত চলি গেইলেক। ওটেকোনা উয়ার শিষ্যলাক নিয়া রবার নাগিলেক।

৫৫ স্যেলা যিহূদীলার বিশেষ মুক্তি পার্বন আগেয়া আসছিলেক। এই পার্বনের আগত ম্যেলা মানষি নিজক শুদ্ধি করির বাদে গেরাম ছাড়ি যিরূশালেম গঞ্জত গেইলেক।

৫৬ এই মানষিলা যীশুক খুজির নাগিলেক, উমরা দশংগতি মন্দিরের চত্বরত খাড়া হয়া কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, "উয়ায় কি এই পার্বনত আসিবে কি না? তোমারলার কি মনে হয়?"

৫৭ প্রধান বামনলা আর ফরীশীলা আদেশ দিলেক যে, যীশু কোটে আছে, সেইটা যদি কাঙো জানে তাইলে উয়ায় এই খবরটা উমরালাক জানায় যাতে উমরা যীশুক ধরির পারে।

১২

মুক্তি ভোজ পার্বনের ছয় দিন আগত যীশু বৈথনিয়াত গেইলেক যেটে লাসার রয়। এই লাসারক যীশু মরণ থাকি বত্তে তুলিছিলেক।

২ ওটেকোনা উমরা যীশুর বাদে খাবার দাবারের ব্যবস্থা করিলেক। মার্থা খাবার দিবার ধরছিলেক। যায় যায় যীশুর নগত

খাবার বসিলেক উমারলার মইদ্ধে লাসারও আছিলেক।

৩ এমন সমায় মরিয়ম পেরায় আধা লিটার খুব দামী, খাটি আতর নিয়া আসিলেক আর যীশুর ঠ্যেংয়ত ঢালি দিয়া নিজের চুলি দিয়া মুছিয়া দিলেক। স্যেলা গোটায় ঘরটা সেই আতরের গন্ধে ভরি গেইলেক।

৪ যীশুর শিষ্যলার মইদ্ধে এক জন, যায় যীশুক শত্রুত হাতত ধরেয়া দিবে, সেই ইস্কোরিয়োতের যুদাস কইলেক,

৫ "এই আতর বেচেয়া এক বছরের কামের টাকা হইলেক হয়, এইলা গরীব দুঃখীলাক দেওয়া গেইলেক হয়। ক্যেনে এই নাকান করা হইলেক না?"

৬ যুদাস যে গরীব মানষিলার বাদে চিন্তা করি এই কতা কইচে তা কিন্তুক না হয়। আসলে উয়ায় আছিলেক একটা চোর। টাকার ডেক্স উয়ারটে আছিলেক বুলিয়া মাঝে মইদ্ধে উয়ায় সেইলা চুরি করিচে।

৭ স্যেলা যীশু কইলেক, "তোমরা উয়ার মনত কষ্ট না দেন। মোক সমাধি দিবার সমায় সাজের বাদে উয়ায় এই আতরটা রাখিচে।

৮ তোমরা গরীব মানষিলাক সাহায্য করির পাবেন সউগ সমায়। কিন্তুক মোক তোমরা সউগ সমায় পাবেন না।"

৯ যীশু বৈথনিয়াত আছে এইটা ম্যেলা যিহূদী মানষি জানির পায়া উয়ারটে আসিলেক। উমরা যে খালি যীশুর বাদে ওটেকোনা

আসচে এইটা না হয়, কিন্তুক যীশু যেই লাসারক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে উয়াকও দেখির আসচে।

[১০] স্যেলা প্রধান বামনলা লাসারক মারি ফ্যেলার চক্রান্ত করিলেক,

[১১] ক্যেনেনা লাসারের বাদে যিহূদীলার মইদ্ধোত ম্যেলা মানষি যিহূদী নেতালাক ছাড়িয়া যীশুর উপরত বিশ্বাস করিলেক।

[১২] যেইলা ম্যেলা মানষি পার্বনত আসছিলেক উমরা পরের দিন শুনির পাইলেক যে যীশু যিরূশালেমত আসিবে।

[১৩] স্যেলা উমরা খেজুর পাতা নিয়া উয়াক সন্মান জানের বাদে আগেয়া আনির গেইলেক আর চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "জয় হউক যীশুর জয় হউক! যায় প্রভুর নামে আসির ধরচে উয়ার জয় হউক! উয়ায় ইস্রায়েলের রাজা।"

[১৪] শাস্ত্রের কতা মতন যীশু একটা গাধাক দেখির পায়া উয়ার উপরত চড়ি বসিলেক।

[১৫] "হে সিয়োনের মানষিলা ভয় না করেন! দেখ তোমারলার রাজা গাধার বাচ্চার উপরত চড়ি আসির ধরচে।"

[১৬] যীশুর শিষ্যলা পরথমে এইলা বুঝির পাইলেক না। পাছত যেলা যীশুর মহিমা দেখা গেইলেক, স্যেলা উমারলার ফম পড়িলেক শাস্ত্রের ঐ কতা যীশুর বিষয়ে কওয়া হইচে। উমার আরো মনে পড়িলেক মানষিলা যীশুর বাদে এইলা করির ধরচে।

[১৭] যীশু যেনো লাসারক সমাধি থাকি নিকলি আসির কইলেক আর মরা মানষিলার মইদ্ধো থাকি বত্তে তুলিলেক স্যেলা ঐ মানষিলা উয়ার নগত আছিলেক, আর ঐ মানষিলায় লাসারের বত্তি উঠিবার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার নাগিলেক।

[১৮] এই বাদে মানষিলা যীশুক আগে আনির গেইচে, ক্যেনেনা উমরা শুনিচে যীশুই ঐ অচানক চিনের কামটা করিচে।

[১৯] স্যেলা ফরীশীলা একে অইন্যক কবার নাগিলেক, "হামরা সউগ কিছুতেই হারি যাবার ধরচি। দেখ, আজি গোটায় দুনিয়াটা উয়ার পাছে পাছে ঘুরির ধরচে।"

[২০] ঐ পার্বনত যায় যায় আরাধনা করির আসছিলেক উমারলার মইদ্ধোত কয়েক জন গ্রীকও আছিলেক।

[২১] উমরা ফিলিপেরটে আসিয়া উয়াক অনুরোধ করি কইলেক, "এই যে শুনিচেন, হামরা যীশুর নগত দেখা করির চাই।" ফিলিপ আছিলেক গালীল প্রদেশের বৈৎসৈদা গেরামের মানষি।

[২২] ফিলিপ যায়া কতাটা আন্দ্রিয়ক কইলেক। তার পাছত আন্দ্রিয় আর ফিলিপ যায়া যীশুক কইলেক।

[২৩] যীশু স্যেলা আন্দ্রিয় আর ফিলিপক কইলেক, "বাছাই করা মানষিটার মহিমা নিকলির সমায় হয়া আসির ধরচে।

[২৪] মুই তোমাক সচাং করি কবার ধরচুং, গমের বিচন মাটিত পরি যদি না মরে তাইলে একটায় বিচন থাকে, কিন্তুক যদি মরে তাইলে ম্যেলা ফসল জন্মায়।

[২৫] যায় নিজের জীবনক বেশী পিরিত করে উয়ায় জীবন হারাবে, কিন্তুক এই দুনিয়াত যায় উয়ার জীবনক তুচ্ছ মনে করে উয়ায় উয়ার সত্যকারের জীবনটা অমৃত জীবনের বাদে বত্তের পাবে।

[২৬] কাঙো যদি মোর সেবা করির চায় তাইলে উয়ায় মোর ঘাটাত আসুক। মুই যেটেকোনা আছং মোর সেবাকারিও ওটেকোনা থাকিবে। যদি কাঙো মোর সেবা করে তাইলে স্বর্গের বাপ উয়াক সন্মান দান করিবে।

[২৭] "এলা মোর মন অস্থির হয়া উঠিচে। মুই কি এই কতা কইম, 'হে স্বর্গের বাপ, যে সমায় আসির ধরচে সেই সমায়ের হাত থাকি মোক রক্ষা করেক?' ক্যেনেনা সেই সমায় আসিচে আর মুই কষ্ট ভোগ করির বাদে আসচুং।"

[২৮] "হে স্বর্গের বাপ, তোর মহিমা দেখাও।" স্যেলা স্বর্গ থাকি একটা আওয়াজ শোনা গেইলেক, "মুই মোর মহিমা প্রকাশ করিচুং, আরেক বার প্রকাশ করিম।"

[২৯] যেই মানষিলা ওটেকোনা খাড়া হয়া আছিলেক উমরা শুনিয়া কইলেক, "ঐটা ম্যেঘের ডাক।" কাঙো কাঙো আরো কইলেক, "কোন স্বর্গদূত উয়ার নগত কতা কবার ধরচে।"

[৩০] যীশু কইলেক, "এই কতা মোর বাদে কওয়া হয় নাই, কিন্তুক তোমারলার বাদে কওয়া হইচে।

৩১ এই জগতের মানষিলার বিচার করির সমায় এইবার আসচে। আর জগতের শাসনকর্তালার শাসন ক্ষমতা কাড়ি নেওয়া হবে।

৩২ মোক য্যেলা মাটি থাকি ক্রুশত তুলা হবে স্যেলা মুই সগাকে মোরটে টানি আনিম।”

৩৩ উয়ার ক্যেমন করি মরণ হবে এইটা বুঝি দিবার বাদে উয়ায় এই কতা কইলেক।

৩৪ স্যেলা মানষিলা যীশুক কইলেক, “হামরা মোশির দেওয়া নিয়ম থাকি জানির পাইচি ভগবানের বাছাই করা রাজাটা চিরকাল থাকিবে। তাইলে তোমরা ক্যেমন করি কবার ধরচেন বাছাই করা মানষিটাক ক্রুশত তোলা হবে? এই বাছাই করা মানষিটা কায়?”

৩৫ যীশু উমারলাক কইলেক, “আর অল্প সমায় তোমারলার মইদ্ধোত আলো থাকিবে। আলো থাকিতে তোমরা চলাফিরা কর, যাতে আন্ধার তোমারলাক ঢাকি নিবার না পারে। যায় আন্ধারত চলাফিরা করে উয়ায় কোটে যায় সেইটা জানে না।

৩৬ আলো তোমারলারটে থাকিতে থাকিতে ঐ আলোক বিশ্বাস কর, যাতে তোমরা আলোর মানষি হবার পারেন। এইলা কতা কবার পাছত যীশু উমারলার ওটে থাকি চলি গেইলেক, আর নিজক গোপনে রাখিলেক।”

৩৭ যদিও যীশু উমারলার আগত চিন হিসাবে ম্যেলা অচানক কাম করিচে তাঙো মানষিলা বিশ্বাস করিলেক না।

৩৮ এইটা হইলেক যাতে ভগবানের ভাববাদী যিশাইয়র কওয়া কতা পূরণ হয়, "প্রভু, হামারলার দেওয়া খবর কায় বিশ্বাস করিচে? কারটে প্রভুর শক্তিশালী হাত প্রকাশ পাইচে?"

৩৯ এই কারনে উমরা বিশ্বাস করির পারে নাই ক্যেনেনা যিশাইয় যেই নাকান করি কইচে সেই নাকান,

৪০ "ভগবান উমারলার চোখু কানা করি থুইচে, যাতে দেখির না পারে আর অন্তর পাষান বানে দিচে যাতে বুঝির না পারে। আরো ভাল হবার বাদে উয়ারটে ফিরি না যায়।"

৪১ যিশাইয় যীশুর মহিমা দেখিচে বুলিয়া উয়ার বিষয়ে এই নাকানের কতা কইচে।

৪২ তাঙো নেতালার মইদ্ধে ম্যেলা মানষি উয়ার উপরত বিশ্বাস করিলেক। কিন্তুক ফরীশীলা উপাসনা ঘর থাকি নিকলি দিবে এই ভয়ে উমরা স্বীকার করিলেক না।

৪৩ ফরীশীলা ভগবানের গুণগানের চায়া মানষির পিরিত বেশী ভাল পায়।

৪৪ যীশু জোরে জোরে চিকরিয়া কইলেক, "যায় মোক বিশ্বাস করে, উয়ায় যে খালি মোক বিশ্বাস করে তা না হয়, যায় মোক প্যেঠাইচে উয়াক বিশ্বাস করে।

৪৫ যায় মোক দেখে, আর যায় মোক প্যেঠাইচে উয়ায় উয়াকে দেখে।

[৪৬] মুই দুনিয়ার আলো হিসাবে আসচুং যায় মোর উপরত বিশ্বাস করে উয়ায় আন্ধারত না রবে।

[৪৭] আর যায় মোর কতা শুনে সেই মত মানে না উয়ার বিচার করির আইসং নাই। ক্যেনেনা মুই মানষির বিচার করির আইসোং নাই, কিন্তুক এই দুনিয়াক বাঁচের আসচুং।

[৪৮] আর যায় মোক অগ্রাহ্য করে, মোর কতা না শোনে উয়ার বাদে বিচার আছে। যেই কতা মুই কইচুং ঐ কতায় শ্যেষ কালত দোষী কয়া প্রমাণ করিবে।

[৪৯] ক্যেনেনা মুই তো নিজের থাকি কোন কং নাই। কিন্তুক যায় মোক প্যেঠাইচে সেই স্বর্গের বাপ নিজেই আদেশ দিচে মোক কি কি কবার নাগিবে

[৫০] মুই জানং উয়ার আদেশ থাকি অমৃত জীবন পাওয়া যায়। এই বাদে মুই যেইলা কতা কং মোর স্বর্গের বাপের আদেশ মতন কং।”

১৩

মুক্তি ভোজ পার্বনের অল্প কিছু দিন আগের ঘটনা। যীশু বুঝির পাইচে যে উয়ার এই দুনিয়া ছাড়িয়া স্বর্গের বাপেরটে যাবার সমায় হয়া আসচে। এই দুনিয়াত যায় যায় উয়ার নিজের মানষি আছিলেক উমারলাক উয়ায় পিরিত করিচে। আরো শ্যেষ পর্যন্ত পিরিত করিচে।

২ স্যেলা খাবার সমায়। ইয়ার আগতেই শয়তান শিমোনের বেটাক ইস্কোরিয়োতের যুদাসের মন যীশুক শত্রুর হাতত ধরে দিবার বাসনা জাগিচে।

৩ যীশু জানে স্বর্গের বাপ উয়ার হাতত সউগ কিছু দিচে। উয়ায় আরো জানে উয়ায় উয়ারটে থাকি আসচে আর উয়ারটে ফিরি যাবার নাগিবে।

৪ এই বাদে উয়ায় খাবার থুইয়া উঠিলেক আর উপরের কাপড় খুলি ফ্যেলে একটা গামছা নিয়া কমড়ত বান্দিলেক।

৫ তার পাছত বাল্টিত জল ঢালিয়া শিষ্যলার ঠ্যেং ধুইয়া দিবার নাগিলেক। আর যেই গামছাখান কমড়ত বান্দিচিলেক সেই গামছাখান দিয়া ঠ্যেং মুছি দিবার নাগিলেক।

৬ এই নাকান করি য্যেলা শিমোন-পিতরেরটে আসিলেক স্যেলা পিতর উয়াক কইলেক, "প্রভু তোমরা কি মোর ঠ্যেং ধুইয়া দিবেন?"

৭ যীশু কইলেক, "মুই যেইলা করির ধরচুং সেইলা তুই এলা বুঝির পাবু না, কিন্তুক পরে বুঝির পাবু।"

৮ পিতর উয়াক কইলেক, "তোমরা কোন সমায় মোর ঠ্যেং ধুইয়া দিবেন না।" যীশু উয়াক কইলেক, "যদি মুই তোর ঠ্যেং ধুইয়া না দেং তাইলে তোর সোদে মোর কোন সমন্ধ নাই।"

৯ স্যেলা শিমোন পিতর কইলেক, "প্রভু, তাইলে খালি মোর ঠ্যেং না হয়, হাত আর মোর মাথাও ধুইয়া দেও।"

১০ যীশু উয়াক কইলেক, “যায় গাও ধুইচে উয়ার ঠ্যাং ছাড়া আর কোন ধুবার নাই। ক্যেনেনা উয়ার সউগ কিছু পরিস্কার আছে। তোমরা অবশ্য পরিস্কারে আছেন, কিন্তুক সগায় না হয়।”

১১ কায় উয়াক ধরেয়া দিবে এইটা উয়ায় জানে। এই বাদে উয়ায় কইলেক, “তোমরা সগায় পরিস্কার না হন।”

১২ শিষ্যলার সগারে ঠ্যাং ধোয়ের পাছত যীশু উয়ার উপরের কাপড় পিন্দিয়া আরো বসিলেক আর উমারলাক কইলেক, “মুই কি করলুং সেইটা কি তোমরা বুঝির পাইলেন?

১৩ তোমরা মোক গুরু আরো প্রভু কয়া ড্যেকান, তোমরা ঠিকেই ড্যেকান কারন মুই সেইটায়।

১৪ কিন্তুক মুই প্রভু আর গুরু হয়াও যেহেতু তোমারলার ঠ্যাং ধুইয়া দিলুং। সেহেতু তোমরালাও এক জন আরেক জনের ঠ্যাং ধুইয়া দেওয়া উচিত।

১৫ মুই এইটা তোমারলারটে করিয়া দেখানু, যাতে তোমারলার প্রতি মুই যেই নাকান করিনু তোমরাও একে নাকান করেন।

১৬ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং চাকর উয়ার মালিক থাকি বড় না হয়। আর যাক প্যেঠা হইচে উয়ায় উয়ার থাকি বড় না হয় যায় উয়াক প্যেঠাইচে।

১৭ এইলা জানিয়া তোমরা যদি পালন করেন তাইলে তোমরা আশুর্বাদ পাবেন।”

১৮ "মুই তোমারলার সগারে কতা না কং। মুই যাক যাক বাছাই করিচুং উমারলাক মুই জানং। কিন্তুক শাস্ত্রের কতা পূরণ হবারে নাগিবে। যায় মোর নগত খাওয়া-দাওয়া করে উয়ায় মোর বিরুদ্ধে শত্রুয়ামি করির ধরচে।

১৯ এই ঘটনাটা ঘটির আগত মুই তোমারলাক কবার ধরচুং। যাতে এই ঘটনালা য্যেলা ঘটিবে স্যেলা বিশ্বাস করির পারেন যে মুইয়ে উয়ায়।

২০ মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, মুই যাক প্যেঠাং, যায় উয়াক মানি নেয় উয়ায় মোক মানি নেয়। আর যায় মোক মানি নেয়, যায় মোক প্যেঠাইচে, উয়াকও মানি নেয়।"

২১ এই কতালা কবার পাছত যীশু খুব অস্থির হইলেক। উয়ায় খোলাখুলি কইলেক, "মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং তোমারলার মইদ্ধে এক জন মোক শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে।"

২২ যীশু কার কতা কবার ধরচে শিষ্যলা বুঝির না পারিয়া এক জন আরেক জনার পাকে দেখির নাগিলেক।

২৩ উমারলার মইদ্ধোত যাক যীশু খুব পিরিত করিচে উয়ায় যীশুর দেহাত হেলান দিয়া আছিলেক।

২৪ শিমোন পিতর উয়াক ইশারা করিয়া কইলেক, "উয়ায় কার কতা কবার ধরচে পুচ কর।"

২৫ সেই শিষ্যটা স্যেলা যীশুর পাকে হেলিয়া কইলেক, "প্রভু উয়ায় কায়?"

২৬ যীশু কইলেক, “এই রুটির টুকরা খুরিত ডুবিয়া যাক দিম উয়ায়ে সেই মানষি।” আর উয়ায় রুটির টুকরাটা খুরিত ডুবিয়া ইস্কোরিয়োতের শিমোনের বেটা যুদাসক দিলেক।

২৭ রুটির টুকরা নিবার পাছত শয়তান যুদাসের ভিতরা সোন্দাইলেক। যীশু উয়াক কইলেক, “যা করিবু পচপচে করেক।”

২৮ যায় যায় যীশুর নগত খাবার ধরছিলেক উমরা কাঙো বুঝির পারিলেক না ক্যেনে যীশু এই নাকানের কতা যুদাসক কইলেক।

২৯ কাঙো কাঙো মনে করিলেক পার্বনের সমায় যা দরকার যীশু যুদাসক কিনি আনির কইলেক আর না হইলে গরীব মানষিলাক দান করির কইলেক। ক্যেনেনা উয়ায় উমারলার ভান্ডারী আছিলেক।

৩০ রুটির টুকরা নিবার সাথে সাথে যুদাস বায়রাত চলি গেইলেক। স্যেলা রাতি হইচে।

৩১ যুদাস বাইরা চলি যাবার পাছত যীশু কইলেক, “বাছাই করা মানষির বেটার মহিমা প্রকাশ হবার সমায় আসচে আর উয়ার মইদ্ধোত ভগবানের মহিমা প্রকাশ পাবে।

৩২ ভগবানের মহিমা য্যেলা উয়ার মইদ্ধোত প্রকাশ হবে স্যেলা ভগবানের বেটার মহিমা নিজের মইদ্ধোত প্রকাশ করিবে আর এইটা খুব পচপচে করিবে।”

৩৩ “মোর আদরের ছাওয়ার ঘর আর মুই অল্প সমায় তোমারলার সোদে আছং। তোমরা মোক খুজিবেন, কিন্তুক মুই যিহূদী নেতালাক যেই নাকান কইচুং, মুই যেটেকোনা যাবার ধরচুং ওটেকোনা তোমরালা আসির পাবেন না। এই কতাটা মুই তোমারলাকও কবার ধরচুং।

৩৪ মুই তোমারলাক একটা নয়া আদেশ দিবার ধরচুং, তোমরা একে অপরক পিরিত কর, মুই যেমন তোমারলাক পিরিত করং তোমরাও তেমন একে অপরক পিরিত করো।

৩৫ তোমারলার একে অপরের প্রতি যদি পিরিত থাকে তাইলে ইয়াতে সগায় জানির পাবে তোমরা মোর শিষ্য।”

৩৬ শিমোন পিতর যীশুক কইলেক, “প্রভু, তোমরা কোটে যাবার ধরচেন?” যীশু কইলেক, “যেটেকোনা মুই এলা যাবার ধরচুং, তুই ওটেকোনা পাছে পাছে আসির পাবু না কিন্তুক পাছত তোমরা আসির পাবেন।”

৩৭ পিতর কইলেক, “প্রভু, মুই ক্যেনে এলা তোমার সোদে যাবার পাইম না? মুই তোমার বাদে মোর জীবন দিম।”

৩৮ যীশু কইলেক, “তুই কি সচাং করি মোর বাদে পরান দিবু? মুই তোক সচাং করি কবার ধরচুং, কালি ভোরে পইলা মুরগা ড্যেকের আগত তিন বার মোক চেনংনা কয়া অস্বীকার করিবু।”

১৪ যীশু কইলেক, “তোমারলার মন যাতে আর অস্থির না হয়। ভগবানের উপরাত বিশ্বাস কর, আর মোর উপরাতও বিশ্বাস কর।

২ মোর স্বর্গের বাপের বাড়িত ম্যেলা ঘর আছে, যদি না থাকিলেক হয় তাইলে মুই তোমাক কইলুং হয়। ক্যেনেনা মুই তোমারলার বাদে জাগা ঠিক করির যাবার ধরচুং।

৩ ওটেকোনা জাগা ঠিক করির পাছত মুই আরো আসিম আর তোমারলাক মোর ওটেকোনা নিয়া যাইম। যাতে মুই যেটেকোনা থাকিম তোমরালাও ওটেকোনা থাকির পারেন।

৪ মুই যেটেকোনা যাবার ধরচুং তোমরালা সগায় সেই ঘাটাটা জানেন।”

৫ থোমাস যীশুক কইলেক, “প্রভু, তোমরা কোটেকোনা যাবার ধরচেন সেইটাই হামরা জানিনা, তাইলে ঘাটা জানিমু কোটে থাকি?”

৬ যীশু থোমাসক কইলেক, “মুইয়ে ঘাটা, মুইয়ে সত্য আর জীবন। স্বর্গের বাপেরটে যাবার মুইয়ে এক মাত্র ঘাটা।

৭ তোমরা যদি সচাং মোক জানির পাইচেন, তাইলে স্বর্গের বাপকও জানির পাইচেন। আর এলা থাকি তোমরালা উয়াক জানিচেন আর উয়াক দেখিচেন।”

৮ ফিলিপ যীশুক কইলেক, “প্রভু, তোমরা হামারলাক স্বর্গের বাপক দেখান, তাইলেই হামরা সন্তুষ্ট হমু।”

৯ যীশু উয়াক কইলেক, “ফিলিপ, এত দিন থাকি মুই তোমারলার সাথে সাথে আছং, আর তোমরা এলাও মোক চিনির পারেন নাই? যায় মোক দেখিচে উয়ায় স্বর্গের বাপকও দেখিচে। তুই ক্যেমন করি কবার ধরচিস যে, স্বর্গের বাপক হামারলাক দেখান?

১০ তুই কি বিশ্বাস করিস না যে, মুই স্বর্গের বাপের মইদ্ধোত আছং আর স্বর্গের বাপ মোর মইদ্ধোত আছে? মুই যেইলা কতা তোমারলাক কং সেইলা নিজের থাকি না কং মোর সাথে সাথে যায় রয় সেই স্বর্গের বাপ, উয়ায় উয়ার নিজের কাম করির ধরচে।

১১ মোর কতাত বিশ্বাস কর যে, মুই স্বর্গের বাপের মইদ্ধোত আছং আর স্বর্গের বাপ মোর মইদ্ধোত আছে। তা না হইলে অন্ততঃ মোর এইলা কামের বাদে মোক বিশ্বাস কর।

১২ “মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, কাওো যদি মোর উপরত বিশ্বাস করে, তাইলে মুই যেইলা কাম করং উয়াও সেইলা করিবে। আর মুই বাপেরটে যাবার ধরচুং বুলিয়া উয়ায় এইলার চায়াও আরো বড় বড় কাম করিবে।

১৩ তোমরা মোর নামে যেইলা চাবেন সেইলা মুই করিম, যাতে স্বর্গের বাপের মহিমা বেটার মইদ্ধো দিয়া প্রকাশ পায়।

১৪ তোমরা যদি মোর নামে মোরটে কিছু চান, তাইলে মুই সেইলা পূরণ করিম।”

[১৫] “তোমরা যদি মোক পিরিত করেন তাইলে মোর সউগ আদেশ পালন করিবেন।

[১৬] মুই স্বর্গের বাপেরটে চাইম, আর উয়ায় তোমারলারটে চিরকাল থাকির বাদে এক জন সাহায্যকারী প্যেঠে দিবে।

[১৭] সেই সাহায্য কারি হইলেক সত্যের আত্মা। দুনিয়ার মানষিলা উয়াক মানিয়া নেয় না, ক্যেনেনা উয়াক উমরা দেখির পায় না আর জানেও না। তোমরা কিন্তুক উয়াক জানেন, ক্যেনেনা উয়ায় তোমারলার সাথে সাথে রয় আর তোমারলার মইদ্ধোত রবে।”

[১৮] “মুই তোমারলাক অনাথ করি থুইয়া যাইম না, মুই তোমারলারটে আসিম।

[১৯] খানেক পরে দুনিয়ার মানষিলা আর মোক দেখির পাবে না। কিন্তুক তোমরালা দেখির পাবেন। মুই বত্তায় আছং দেখিয়া তোমরালাও বত্তায় থাকিবেন।

[২০] ঐ দিন তোমরা জানির পাবেন যে, মুই মোর স্বর্গের বাপের মইদ্ধোত আছং, আর তোমরা মোর মইদ্ধোত আছেন আর মুইও তোমারলার মইদ্ধোত আছং।

[২১] যায় মোর সউগ আদেশ জানে আর পালন করে উয়ায়ে মোক পিরিত করে। যায় মোক পিরিত করে মোর স্বর্গের বাপ উয়াক পিরিত করে। মুইও উয়াক পিরিত করিম আর মুই নিজক উয়ারটে প্রকাশ করিম।”

২২ স্যেলা যুদাস (ইস্করিয়োত না হয়) যীশুক কইলেক, "প্রভু, তোমরা ক্যেনে খালি হামারলারটে নিজক প্রকাশ করিবেন দুনিয়ার মানষিলারটে করিবেন না?"

২৩ যীশু উত্তর দিলেক, "যদি কাঙো মোক পিরিত করে তাইলে উয়ায় মোর কতার বাধ্য হয়া চলিবে আর মোর বাপ উয়াক পিরিত করিবে আর হামরা উয়ারটে আসিমো আর উয়ার সোদে এক সাথে রমো।

২৪ যায় মোক পিরিত করে না উয়ায় মোর কতার বাধ্য হয়া চলা না। যেইলা কতা তোমরা শুনিচেন সেইলা মোর কতা না হয় কিন্তুক যায় মোক প্যেঠাইচে ঐ স্বর্গের বাপের কতা।

২৫ তোমারলার সোদে থাকিতে থাকিতেই এইলা কতা মুই তোমারলাক কইলুং।

২৬ সেই সাহায্যকারী পবিত্র আত্মা যাক স্বর্গের বাপ মোর নামে প্যেঠেয়া দিবে, উয়ায় সউগ বিষয়ে তোমারলাক শিক্ষা দিবে। আর মুই তোমারলাক যেইলা কইচুং সেইলা তোমারলাক ফম করি দিবে।

২৭ "মুই তোমারলার বাদে শান্তি থুইয়া যাবার ধরচুং। মোরে শান্তি মুই তোমারলাক দিয়া যাবার ধরচুং। দুনিয়া যেই নাকান করি দেয় মুই সেই নাকান করি দেং না। তোমারলার মন যাতে অস্থির না হয় আর মনত ভয়ও যাতে না থাকে।

[২৮] তোমরা শুনিচেন মুই তোমারলাক কবার কইচুং যে, মুই চলি যাবার ধরচুং আরো তোমারলারটে ফিরি আসিম। তোমরা যদি মোক পিরিত করিলেন হয় তাইলে মুই মোর বাপেরটে যাবার ধরচুং জানিয়া খুশি হইলেন হয়। ক্যেনেনা স্বর্গের বাপ মোর চায়াও মহান।

[২৯] এইলা ঘটিবার আগত মুই তোমারলাক কয়া থুলুং যাতে এইলা ঘটিলে তোমরা বিশ্বাস করির পারেন।

[৩০] মুই তোমারলার নগত আর বেশীক্ষণ কতা কইম না, ক্যেনেনা দুনিয়ার মালিক আসির ধরচে। মোর উপরত উয়ার কোন অধিকার নাই।

[৩১] কিন্তুক এইলা ঘটিবার ধরচে যাতে মানষিলা জানির পারে যে, মুই স্বর্গের বাপক পিরিত করং আর স্বর্গের বাপ মোক যেই নাকান আদেশ দিচে মুই সউগ কিছুই সেই নাকানে করং। এই বার ওঠো, হামরা এটে থাকি যাই।”

১৫ যীশু কইলেক, “মুইয়ে আসল আংগুর গছ আর মোর বাপ আংগুর খ্যেতের চাষি।

[২] মোর যেইলা ডালত ফল ধরে না সেইলা উয়ায় কাটিয়া ফ্যেলায়। আর যেইলা ডালত ফল ধরে সেইলা ছাটিয়া ফ্যেলায় যাতে আরো ম্যেলা ফল ধরির পারে।

৩ মুই যেইলা কতা তোমারলাক কইচুং তার বাদে তোমরা ছাটি ফ্যেলে তৈরি হয়া আছেন যাতে ম্যেলা ফল ধরির পারে।

৪ তোমরা মোর নগত যুক্ত থাক, আর মুইও তোমারলার নগত যুক্ত থাকিম। আংগুর গছত যুক্ত না থাকিলে যেমন কোন ডাল নিজে নিজে ফল ধরির পারে না। তেমন মোর নগত যুক্ত না থাকিলে তোমরাও নিজে নিজে ফল ধরের পারেন না।

৫ "মুইয়ে আংগুর গছ, আর তোমরা উয়ার ডালপালা। যায় মোর নগত যুক্ত থাকে আর মুই উয়ার নগত যুক্ত থাকং উয়ার জীবনত ম্যেলা ফল ধরে, ক্যেনেনা মোক ছাড়া তোমরা কিছুই করির পাবেন না।

৬ যদি কাঙো মোর নগত যুক্ত না থাকে তাইলে উয়াক কাটা ডালের মতয় বায়রাত ফ্যেলেয়া দেওয়া হয় আর শুকিয়া যায়। স্যেলা সেই ডাললা কুড়িয়া অগুনত ফ্যেলে দেওয়া হয় আর সেইলা ছোবা যায়।

৭ যদি তোমরা মোর নগত যুক্ত থাকেন আর মোর বাইক্যলা তোমারলার মইদ্ধোত থাকে তাইলে তোমারলার যা ইচ্ছা তা চান, সেইলা তোমারলার বাদে পূরণ করা হবে।

৮ যদি তোমারলার জীবনত ম্যেলা ফল ধরে আর এই নাকান করি তোমরালা নিজক মোর শিষ্য কয়া প্রমাণ করেন তাইলে মোর স্বর্গের বাপের মহিমা হবে।

৯ স্বর্গের বাপ যেই নাকান মোক পিরিত করিচে মুইও তেমনি তোমারলাক পিরিত করির ধরচুং। তোমরা মোর পিরিতের মইদ্ধোতে রন।

১০ মুই মোর স্বর্গের বাপের সউগ আদেশ পালন করিয়া যেমন উয়ার পিরিতের মইদ্ধোত আছং, তেমনি তোমরালাও মোর আদেশ পালন করেন তাইলে তোমরাও মোর পিরিতের মইদ্ধোত রবেন।

১১ "এইলা কতা মুই তোমারলাক কইলুং যাতে মোর আনন্দ তোমারলার অন্তরত থাকে আর তোমারলার আনন্দ যেন পূরণ হয়।

১২ মোর আদেশ এই, মুই যেই নাকান তোমারলাক পিরিত করিচুং তেমন তোমরালাও একে অপরক পিরিত কর।

১৩ কাঙো যদি উয়ার সখালার বাদে নিজের পরান দেয় তাইলে উয়ার চায়া বেশী পিরিত আর কাঙোরো নাই।

১৪ যেইলা আদেশ মুই তোমারলাক দেং সেইলা যদি তোমরালা পালন করেন তাইলেই তোমরালা মোর সখা।

১৫ মুই আর তোমারলাক আগের মত চাকর না কং, ক্যেনেনা মালিক কি করে সেইলা চাকর জানে না। কিন্তুক মুই তোমারলাক সখা কং ক্যেনেনা মুই বাপেরটে যেইলা শুনিচুং সেইলা সউগে তোমারলাক জানাইচোং।

[১৬] তোমরালা মোক বাছাই করেন নাই, কিন্তুক মুই তোমারলাক বাছাই করিয়া কামত নাগাইচুং যাতে তোমারলার জীবনত ফল ধরে আর সেই ফল যাতে টিকি রয়। তাইলে মোর নামে স্বর্গের বাপেরটে যা কিছু চাবেন সেইলা উয়ায় তোমারলাক দিবে।

[১৭] এই আদেশ মুই তোমারলাক দিবার ধরচুং যে, তোমরালা একে অপরক পিরিত কর।”

[১৮] “দুনিয়ার মানষিলা তোমারলাক ঘিন করিবে, কিন্তুক ফম থোন, তার আগত উমরা মোকে ঘিন করিচে।

[১৯] যদি তোমরালা এই দুনিয়ার হইলেন হয় তাইলে মানষিলা উমার নিজের কয়া তোমারলাক পিরিত করিলেক হয়। কিন্তুক তোমরা এই দুনিয়ার না হন। মুই তোমারলাক দুনিয়া থাকি বাছাই করিচুং এই বুলিয়া দুনিয়া মানষিলা তোমারলাক ঘিন খায়।

[২০] মোর এই বাইক্য তোমরালা ভুলি না যান যে, চাকর উয়ার মালিকের থাকি বড় না হয়। এই বাদে মানষিলা যদি মোক অইত্যাচার করে তাইলে তোমারলাকও অইত্যাচার করিবে। যদি উমরা মোর বাইক্য পালন করে তাইলে তোমারও বাইক্য পালন করিবে।

[২১] উমরা মোর বাদে তোমারলার সোদেও এইলা করিবে, ক্যেনেনা যায় মোক প্যেঠাইচে উয়াক উমরা জানে না।

[২২] “মুই যদি না আসিনু হয় আর উমারলার সোদে কতা না কলুং হয় তাইলে উমারলার দোষ হইলেক না হয়। কিন্তুক মুই আসিচুং,

উমারলার সাথে কতা কইচুং এই বাদে এলা উমার পাপ ঢাকিবার বাদে কোন অজুহাত দেখের পাবে না।

২৩ যায় মোক ঘিন করে উয়ায় মোর স্বর্গের বাপকও ঘিন করে।

২৪ যেইলা কাম কাণ্ডো কোন দিনও করে নাই সেইলা কাম যদি মুই উমারলার মইদ্ধোত না করিনু হয় তাইলে উমারলার দোষ হইলেক না হয়। কিন্তুক এলা উমরা মোক আর মোর বাপক দেখিচে আর ঘিনও করিচে।

২৫ উমারলার শাস্ত্রের বাইক্য পূরণ হওয়ার বাদে এইটা ঘটিলেক। 'উমরালা অকারণে মোক ঘিন করিলেক।'

২৬ "মুই স্বর্গের বাপেরটে থাকি এক জন সাহায্যকারী তোমারলারটে প্যেঠাইম, উয়ায় সত্যের আত্মা যায় স্বর্গের বাপেরটে থাকি আসিবে। উয়ায় যেলা আসিবে স্যেলা মোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিবে।

২৭ আর তোমরাও মোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিবেন। ক্যেনেনা তোমরা পইলা থাকি মোর সাথে সাথে আছেন।"

১৬ "তোমরালা যাতে মনের বিশ্বাস হারে না ফ্যেলান, তারে বাদে মুই তোমারলাক এইলা কতা কইলুং।

২ মানষিলা তোমারলাক উপাসনা ঘর থাকি বাইর করি দিবে। এমন সমায় আসির ধরচে তোমারলাক মারি ফ্যেলাবে, যায় যায়

মারিবে উমরালা মনে করিবে যে এইটা ভগবানের সেবা করা হইচে।

৩ উমরালা এইলা করিবে ক্যেনেনা উমরা স্বর্গের বাপকও জানে নাই, মোকও জানির পায় নাই।

৪ মুই তোমারলাক এইলা কইলুং যাতে সেই সমায় আসিলে তোমারলার ফম পড়ে যে, মুই তোমারলাক এইলা কতা কইছিলুং। “পইলা থাকি মুই তোমারলাক এইলা কতা কং নাই, ক্যেনেনা মুই তোমারলার সাথে সাথে আছিলুং।

৫ যায় মোক প্যেঠাইচে এলা মুই উয়ারটে যাবার ধরচুং, আর তোমারলার মইদ্ধোত কাওঁো এলাও মোক পোছেন নাই যে, ‘তোমরা কোটে যাবার ধরচেন?’

৬ এলা মুই তোমারলাক এইলা কতা কইলুং, এই বাদে তোমারলার অন্তর দুঃখে ভরি উঠিলেক।

৭ কিন্তুক মুই সচাং করি কবার ধরচুং, মোর যাওয়াটা তোমারলার বাদে ভাল, ক্যেনেনা মুই না গেইলে সেই সাহায্যকারী তোমারলারটে আসিবে না। কিন্তু মুই যদি যাং তাইলে উয়াক তোমারলারটে প্যেঠে দিম।

৮ উয়ায় আসিয়া পাপ সমন্ধে, ভগবানের ইচ্ছা পালন করা সমন্ধে আর ভগবানের বিচার সমন্ধে মানষিলাক দোষী করিবে।

৯ উয়ায় পাপ সমন্ধে দোষ দিবে ক্যেনেনা মানষিলা মোর উপরত বিশ্বাস করে না।

১০ তোমরা জানিবেন যে মুই ভগবানের ইচ্ছা পালন করির, এইটা প্রমাণ করির বাদে স্বর্গের বাপেরটে যাবার ধরচুং, তোমরা মোক আর দেখির পাবেন না।

১১ দুনিয়ার বিচার করিবে ক্যেনেনা এই দুনিয়ার যায় শাসক উয়ার দোষী সাব্যস্ত হইচে।

১২ "তোমারলারটে ম্যেলা কতা মোর কবার আছে, কিন্তুক এলা তোমরা সেইলা কতা সহ্য করির পাবেন না।

১৩ কিন্তুক সেই সত্যের আত্মা যেলা আসিবে স্যেলা উয়ায় তোমারলাক সউগ সইত্যের ঘাটা দেখেয়া দিবে। উয়ায় নিজের থাকি কিছু কয় না, কিন্তুক যেইলা শোনে সেইলায় কয়। আর আইসা কালে কি ঘটিবে সেইলা উয়ায় তোমারলাক কবে।

১৪ এই সত্যের আত্মা মোরে মহিমা প্রকাশ করিবে, ক্যেনেনা মুই যেইলা করং আর কং সেইলায় তোমারলারটে প্রকাশ করিবে।

১৫ স্বর্গের বাপের যেইলা আছে সেইলা তামানে মোরে, এই বাদে পবিত্র আত্মা মোরটে থাকি সউগে নিবে আর তোমারলাক সেইলা কবে।

১৬ "অল্প কিছুক্ষন পাছত আর তোমরা মোক দেখির পাবেন না। আরো অল্প পাছত দেখির পাবেন।"

১৭ এই কতা শুনিয়া যীশুর শিষ্যলার মইদ্ধোত কয়জন একে অপরক কইলেক, "উয়ায় হামারলাক কি কবার ধরচে, 'কিছুক্ষন পাছত তোমরা মোক আর দেখির পাবেন না, আর কিছু কাল

পাছত তোমরা মোক ফির দেখির পাবেন?’ আরো উয়ায় কবার ধরচে, ‘মুই স্বর্গের বাপেরটে যাবার ধরচুং?’”

[১৮] উমরালা আরো কইলেক, “‘কিছুক্ষন পাছত’ মানে কি? হামরা কিছুই বুঝির পাবার ধরচি না।”

[১৯] শিষ্যলা এই বিষয়ে কিছু পুছির চাইচে, সেইটা বুঝির পায়া যীশু উমারলাক কইলেক, “মুই যে কইচুং, অল্পকাল পাছত মোক আর দেখির পাবেন না, আরো অল্প কিছু কাল পাছত তোমরা মোক ফির দেখির পাবেন। এই বিষয় নিয়া কি তোমরা নিজের মইদ্ধোত কওয়াকুয়ি করির ধরচেন?

[২০] মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরা কান্দিবেন আর শোকে ভাঙি পড়িবেন কিন্তু দুনিয়ার মানষিলা আনন্দ করিবে। তোমরা দুঃখ পাবেন, কিন্তু পাছত তোমারলার সেই দুঃখ আর থাকিবে না, তার বদলে তোমরা আনন্দ করিবেন।

[২১] ছাওয়া হবার সমায় বেটিছাওয়ালা কষ্ট পায়, ক্যেনেনা উয়ার সমায় আসিচে। কিন্তু ছাওয়া হবার পাছত দুনিয়াত একটা নয়া মানষি আসিবার আনন্দে উয়ার আর সেই কষ্টের কতা ফম থাকে না।

[২২] একে নাকান তোমরাও এলা দুঃখ-কষ্ট পাবার ধরচেন কিন্তুক আরো তোমারলার নগত মোর দেখা হবে, স্যেলা তোমারলার মন আনন্দে ভরি উঠিবে, সেই আনন্দ কাঙো তোমারলারটে থাকি কাড়ি নিবার পাবে না।

২৩ সেই দিন তোমরা কোন কতায় মোক পুছিবেন না। মুই তোমারলাক সচাং করি কবার ধরচুং, তোমরা মোর নামে স্বর্গের বাপেরটে যেইলা চাবেন উয়ায় তোমারলাক সেইলা দিবে।

২৪ এলা পর্যন্ত তোমরালা মোর নামে কোন কিছুই চান নাই। চান, তোমরালা পাবেন যাতে তোমারলার আনন্দ ভরপুর হয়।

২৫ "এইলা শিক্ষার কতা তোমারলারটে মুই উপমা দিয়া কইলুং। কিন্তুক এমন সমায় আসির ধরচে যেলা মুই আর উপমার মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক কোনো কতা কইম না। কিন্তুক খোলাখুলি মোর স্বর্গের বাপক কইম।

২৬ সেই দিন তোমারালা নিজেই মোর নামে চাবেন, আর মুই কবার ধরচুং না যে, তোমারলার পক্ষ হয়া মুই স্বর্গের বাপেরটে চাইম।

২৭ স্বর্গের বাপ নিজেই তোমারলাক পিরিত করে ক্যেনেনা তোমরালা মোক পিরিত করিচেন আর বিশ্বাস করিচেন যে, মুই ভগবানেরটে থাকি আসচুং।

২৮ মুই স্বর্গের বাপেরটে থাকি এই দুনিয়াত আসচুং, আরো মুই এই দুনিয়া ছাড়িয়া স্বর্গের বাপেরটে ফিরি যাইম।"

২৯ উয়ার শিষ্যালা স্যেলা উয়াক কইলেক, "দেখ, তো তোমরা এলা খোলাখুলি কতা কবার ধরচেন উপমা দিয়া না কন।

৩০ এলা হামরা বুঝির পাবার ধরচি যে, তোমার অজানা কিছুই নাই। আর কোন মানষি প্রশ্ন পুছির আগত উত্তর দিবার পারেন।

এই বাদে হামরা বিশ্বাস করি তোমরা ভগবানেরটে থাকি আসচেন।”

৩১ যীশু উয়ার শিষ্যলাক কইলেক, “তাইলে এলা কি তোমরালা বিশ্বাস করির ধরচেন?

৩২ দেখ, সেই সমায় আসির ধরচে, এমন কি আসিচে, যে্যলা তোমরা দল ছাড়া হয়া মোক একলায় ছাড়িয়া যায় যার জাগাত চলি যাবেন। তাঙো মুই একলা না হং, ক্যেনেনা মোর স্বর্গের বাপ মোর সাথত আছে।

৩৩ মুই তোমারলাক এইলা কতা কইলুং যাতে তোমরালা মোর সোদে যুক্ত আছেন বুলিয়া মনত শান্তি পান। এই দুনিয়াত তোমরালা কষ্ট পাবেন, কিন্তু সাহস না হারান, মুইএ এই দুনিয়াক জয় করিচুং।”

১৭ এইলা কতা কবার পাছত যীশু স্বর্গের ভিতি দেখিয়া কইলেক, “হে মোর স্বর্গের বাপ, এলা সমায় আসিচে। তোর বেটার মহিমা প্রকাশ করেক যাতে তোর বেটাও তোর মহিমা প্রকাশ করির পায়।

২ তুই উয়াক সউগ মানষির উপরাত অধিকার দিচিস, যাতে যাক যাক তুই উয়ার হাতত দিচিস উমারলাক সগাকে উয়ায় অমৃত জীবন দিবার পারে।

৩ তোক, মানে এক মাত্র সচাং ভগবানক, আর তুই যাক প্যেঠাইচিস সেই বাছাই করা রাজা যীশুক জানির পাওয়ায় হইলেক অমৃত জীবন।

৪ তুই মোক যে কাম করির দিচিস সেইলা শ্যেষ করিয়া এই দুনিয়াত মুই তোর মহিমা প্রকাশ করিচুং।

৫ হে স্বর্গের বাপ, দুনিয়া সিজ্জন হবার আগত তোর সোদে মোর যে মহিমা আছিলেক সেই মহিমা তুই মোক আরো দে।

৬ “এই দুনিয়ার মইদ্ধো থাকি যাক যাক তুই মোক দিচিস মুই উমারলারটে তোক প্রকাশ করিচুং। উমরা তোরে আছিলেক আর তুই উমারলাক মোক দিচিস, উমরা তোর কতার বাধ্য হয়া চলির ধরচে।

৭ উমরা এলা বুঝির পাইচে, তুই যেইলা মোক দিচিস সেইলা তোরটে থাকিই আসিচে।

৮ তুই যেইলা শিক্ষা মোক দিচিস সেইলা শিক্ষা মুই উমাক দিচুং, আর উমরা সেইটা মানি নিচে। আর উমরা এইটা সচাং বুঝির পাইচে, মুই তোমারটে হাতে আসিচুং, আর উমরা বিশ্বাস করিচে যে তোমরায় মোক প্যেঠাইচেন।

৯ “মুই সগারে বাদে প্রার্থনা না করং, কিন্তু যাক যাক তুই মোর হাতত দিচিস উমার বাদে প্রার্থনা করির ধরচুং, ক্যেনেনা উমরা তো তোরে।

১০ মোর মানষি সউগে তোর আর তোর মানষি সউগে মোর। উমারলার মইদ্ধো দিয়া মোর মহিমা প্রকাশ পাবার ধরচে।

১১ মুই আর এই দুনিয়াত থাকিম না কিন্তুক উমরা এই দুনিয়াত রবে, মুই তোরটে যাবার ধরচুং। পবিত্র বাপ, তুই যে নাম দিচিস সেই নামের গুণে উমারলাক রক্ষা করেক যেই নাকান হামরা এক, ইমরাও তেমন এক হবার পারে।

১২ মুই য্যেলা উমার সোদে আছিনু মুই উমারলাক মুক্তি করচিলুং তুই মোক যে নাম দিচিস, সেই নামের শক্তিতে স্যেলা উমার মইদ্ধে কাওো বিনষ্ট হয় নাই। খালি যার বিনষ্ট হবার কতা আছিলেক উয়ায়ে বিনষ্ট হইচে শাস্ত্রের কতা পূরণ হবার বাদে।

১৩ “এলা মুই তোমারটে আসচুং, আর মোর আনন্দ যাতে উমারলার অন্তর ভরপুর হয় এই বাদে দুনিয়াত থাকিতে এইলা কবার ধরচুং।

১৪ তুই যেইলা কইচিস সেইলায় মুই উমারলাক কইচুং। দুনিয়ার মানষিলা উমারলাক ঘিন করিবে। ক্যেনেনা মুই যেই নাকান এই দুনিয়ার না হং উমরাও তেমনি এই দুনিয়ার না হয়।

১৫ উমারলাক এই দুনিয়া থাকি নিয়া যাবার বাদে মুই তোমাক প্রার্থনা না করং কিন্তু শয়তানের হাত থাক মুক্ত করেক।

১৬ মুই যেই নাকান এই দুনিয়ার না হং তেমন উমরাও এই দুনিয়ার না হয়।

[১৭] "সত্য দিয়া তোর সেবার বাদে তুই উমারলাক যুদা করি থো। তোর বাইক্য হইলেক সেই সত্য।

[১৮] তুই যেমন মোক এই দুনিয়াত প্যেঠাইচিস তেমন মুইও উমারলাক এই দুনিয়াত প্যেঠাইচুং।

[১৯] উমারলার উদ্দেশ্যে মুই নিজক যুদা করিচুং। যাতে উমরাও সত্যের মইদ্ধো দিয়া উমারলাকও যুদা করা হয়।

[২০] "মুই যে খালি ইমার বাদে কাউলা কাউলি করির ধরচুং এইটা না হয়। কিন্তু যায় যায় ইমার কতার মইদ্ধো দিয়া মোক বিশ্বাস করিবে উমারলার বাদে কাউলা কাউলি করির ধরচুং,

[২১] যাতে উমরা সগায় এক হয়। হে স্বর্গের বাপ, তুই মোর মইদ্ধোত আছিস আর মুই তোর মইদ্ধোত আছং। তেমন উমরাও যাতে এক হয়া হামার মইদ্ধোত থাকির পারে। যাতে দুনিয়ার মানষিলা বিশ্বাস করির পারে যে, তুই মোক প্যেঠাইচিস।

[২২] আর যে মহিমা তুই মোক দিচিস সেই মহিমা মুই উমাক দিচুং যেই নাকান হামরা এক, উমরাও যাতে এক হবার পারে।

[২৩] মুই উমারলার মইদ্ধোত আছং আর তুই মোর মইদ্ধোত আছিস। এই নাকান করি উমরাও যাতে এক হয়। ইয়াতে দুনিয়ার মানষিলা যাতে জানির পারে যে, তুই মোক প্যেঠাইচিস। আর তুই মোক যেই নাকান পিরিত করিস, সেই নাকান উমারলাকও পিরিত করিস।

২৪ “হে মোর স্বর্গের বাপ, মুই চাং যাক যাক মোক দিচিস মোর মহিমা দেখিবার বাদে উমরা যাতে মুই যেটে কোনা আছং, উমরাও ওটেকোনা থাকির পারে। যে মহিমা তুই মোক দিচিস, কারন দুনিয়া সিজ্জনের আগত থাকি তুই মোক পিরিত করিচিস।

২৫ হে ন্যায়বান স্বর্গের বাপ, দুনিয়ার মানষিলা তোক জানে না, কিন্তু মুই তোক জানং। আর তুই যে মোক প্যেঠাইচিস এইটা উমরা বুঝির পাইচে।

২৬ মুই উমারলারটে তোক প্রকাশ করিচুং আরো প্রকাশ করিম। তুই যেই নাকান মোক পিরিত করিস সেই নাকান পিরিত উমার অন্তরত থাকে আর মুই উমারলার মইদ্ধোত থাকিম।”

১৮ এইলা কতা কবার পাছত যীশু উয়ার শিষ্যলার নগত কিদ্রোণ নামে পাহাড়ের ঢালের বড় খালের ঐ পাকে গেইলেক। ওটেকোনা একটা বাগান আছিলেক। যীশু আর উয়ার শিষ্যলা ঐ বাগানত গেইলেক।

২ যীশুক শত্রুর হাতত যায় ধরেয়া দিছিলেক সেই যুদাস এই জাগাখান চেনে ক্যেনেনা পেরায় পেরায় ঐ জাগাখানত শিষ্যলার সোদে একটে মিল হবার ধরছিলেক।

৩ একদল রোমের সৈন্য আর ফরীশীলা আর প্রধান বামনলা আরো কয়জন কর্মচারী নিয়া যুদাস উমারলার নগত মশাল,

হ্যেরিকেন আরো নানা নাকানের অস্ত্র নিয়া যীশুর ওটেকোনা আসিলেক।

৪ উয়ার নিজের উপরাত কি কি ঘটিবে যীশু সেইলা সউগে জানে। এই বাদে উয়ায় আগে আসিয়া কইলেক, “তোমরা কাক খুজির নাগচেন?”

৫ উমরা কইলেক, “নাসারতের যীশুক।” যীশু কইলেক, “মুইএ উয়ায়।” যে যুদাস যীশুক শত্রুর হাতত ধরে দিচে উয়াও উমারলার নগত খাড়া হয়া আছিলেক।

৬ যীশু যে্যলা কইলেক, “মুইএ উয়ায়।” সে্যলা উমরা পাছে যায়া মাটিত পড়ি গেইলেক।

৭ এই বাদে যীশু আর একবার উমারলাক পুছিলেক, “তোমরালা কাক খুজির নাগচেন?” উমরা কইলেক, “নাসারতের যীশুক।”

৮ যীশু কইলেক, “মুই তো তোমারলাক আগতে কইচুং, মুইএ উয়ায়। তোমরা যদি মোক খুজি থাকেন তাইলে ইমাক চলি যাবার দেও।”

৯ আর এইটা ঘটিলেক যাতে যীশুর আগের কওয়া কতা পূরণ হয়, “তোমরা যাক যাক মোক দিচেন উমার মইদ্ধে কাঙো বিনষ্ট হয় নাই।”

১০ শিমোন পিতরেরটে একখান ছোরা আছিলেক। পিতর সেই ছোরাখান বাইর করিয়া মহাবামনের চাকরের ডাইন কানটা কাটি ফে্যলাইলেক। ঐ চাকরটার নাম আছিলেক মল্ক।

১১ যীশু স্যেলা পিতরক কইলেক, “তোর ছোরা খাপত ভরে থো। স্বর্গের বাপ মোক যেইলা দায়িত্ব দিচে দুঃখের মইদ্ধো দিয়াও মোক ঐলা পূরণ করিরে নাগিবে।”

১২ “স্যেলা ঐ সৈন্যলা আর উমার সেনাপতি আর যিহূদী নেতালার কর্মচারীলা যীশুক ধরি বান্দিলেক।

১৩ পইলা উমরা যীশুক হাননেরটে নিয়া গেইলেক, ক্যেনেনা ঐ বছর কাইফার শ্বশুড় হানন আছিলেক মহাবামন।

১৪ এই কাইফা যিহূদী নেতালাক পরামর্শ দিছিলেক যে, সউগ জাতির বদলে বরং একজনের মরণ হওয়া ভাল।”

১৫ শিমোন পিতর আর এক জন অইন্য শিষ্য যীশুর পাছে পাছে গেইলেক। এই অইন্য শিষ্যটার নগত মহাবামনের চিনা পরিচয় আছিলেক। ঐ শিষ্যটা যীশুর সোদে মহাবামনের বাড়ির আগিনাত যায়া উঠিলেক,

১৬ কিন্তুক পিতর দুয়ারের বায়রাত খাড়া হয়া রইলেক। স্যেলা মহাবামনের চেনা ঐ শিষ্যটা বায়রাত যায়া পাহারা দেওয়া চেংড়িটাক কয়া পিতরক ভিতরত আনিলেক।

১৭ ঐ চেংড়িটা পিতরক কইলেক, “তুইও কি ঐ মানষিটার শিষ্যলার মইদ্ধে এক জন?” পিতর কইলেক, “না, মুই না হং।”

১৮ স্যেলা খুব জারের সমায় আছিলেক, এই বাদে চাকরলা আর কর্মচারীলা খড়ির অগুন জ্বলেয়া খাড়া হয়া অগুন পোহের

ধরছিলেক। পিতরও উমারলার নগত খাড়া হয়া অগুন পোহের ধরছিলেক।

১৯ মহাবামন স্যেলা যীশুক উয়ার শিষ্যলার বিষয়ে আর উয়ার শিক্ষার বিষয়ে পুছির নাগিলেক।

২০ যীশু কইলেক, "মুই মানষিলাক খোলাখুলি করি কতা কইচুং। যেটেকোনা যিহূদীলা সগায় একটেকোনা জোটো হয় সেই দশংগতি মন্দিরত আর উপাসনা ঘরলাত মুই সউগ সমায় শিক্ষা দিচুং। মুই তো গোপনে কোন কিছু কং নাই।

২১ তাইলে ক্যেনে মোক পুছির ধরচেন? মোর কতা যায় যায় শুনিচে উমারলাক পুচ কর যে, মুই উমারলাক কি কইচুং। মুই যেইটা কইচুং সেইটা উমরা নিশ্চয় জানে।"

২২ উয়ায় য্যেলা এইলা কতা কবার ধরচে, স্যেলা যে কর্মচারীলা ওটেকোনা খাড়া হয়া আছিলেক উমারলার মইদ্ধো থাকি এক জন যীশুক চড় মারি কইলেক, "তুই মহাবামনক এই নাকান করি জবাব দিলু?"

২৩ যীশু উয়াক কইলেক, "মুই যদি বেয়া কিছু কয়া থাকং তাইলে মোর দোষ দেখেয়া দেও। কিন্তু মুই যদি ভাল কয়া থাকং তাইলে ক্যেনে মোক ডাঙাইলেন।"

২৪ স্যেলা হানন যীশুক বান্দা অবস্থায় মহাবামন কাইফারটে প্যেঠেয়া দিলেক।

২৫ যে্যেলা শিমোন পিতর খাড়া হয়া অগুন পোহের ধরছিলেক স্যেলা মানষিলা উয়াক কইলেক, “তুই কি উয়ার শিষ্যলার মইদ্ধোত এক জন?” পিতর অস্বীকার করিয়া কইলেক, “না, মুই না হং।”

২৬ পিতর যার কান কাটি ফ্যেলাইচে উয়ারে এক সাগাই মহাবামনের চাকর আছিলেক। উয়ায় কইলেক, “মুই কি তোক বাগানত উয়ার সোদে দেখং নাই?”

২৭ পিতর আরো অস্বীকার করিলেক, আর স্যেলায় একটা মুরগা ডাকিলেক।

২৮ যিহূদী নেতালা ভোর বেলা যীশুক কাইফারটে থাকি রোমের প্রধান শাসনকর্তা পীলাতের রাজবাড়িত নিয়া গেইলেক। উমরা কিন্তুক বাড়িটার ভিতরত সোন্দাইলেক না যাতে উমরা শুদ্ধি থাকিয়া মুক্তি ভোজ খাবার পারে।

২৯ স্যেলা পীলাত বায়রাত উমারটে আসিয়া কইলেক, “এই মানষিটাক তোমরা কি দোষে দোষী করচেন?”

৩০ যিহূদী নেতালা কইলেক, “ইয়ায় যদি বেয়া কাম না করিলেক হয় তাইলে হামরা উয়াক তোমারটে না আনিলং হয়।”

৩১ পীলাত উমারলাক কইলেক, “ইয়াক তোমরা নিয়া তোমারলার আইন কানুন মতে বিচার কর।” ইয়াতে যিহূদী নেতালা পীলাতক কইলেক, “কিন্তু কাওঁোকো মরণ শাস্তি দিবার ক্ষমতা তো হামারলার হাতত নাই।”

৩২ কি নাকান করি নিজের মরণ হবে যীশু সেইটা আগতে কইচিলেক। এইটা ঘটিলেক যাতে উয়ার কওয়া কতা পূরণ হয়।

৩৩ স্যেলা পীলাত আরো রাজবাড়িত সোন্দাইলেক আর যীশুক ড্যেকেয়া কইলেক, “তুইয়ে কি যিহূদীলার রাজা?”

৩৪ যীশু কইলেক, “তোমরা তো নিজেই এই কতা কবার ধরচেন, অইন্য কাঙো কি মোর বিষয় তোমাক কইচে?”

৩৫ পীলাত কইলেক, “মুই কি যিহূদী? তোর জাতির মানষিলা আর প্রধান বামনলা তোক মোর হাতত দিচে। তুই কি করচিস?”

৩৬ যীশু কইলেক, “মোর শাসন ব্যবস্থা এই দুনিয়ার না হয়। যদি মোর শাসন ব্যবস্থা এই দুনিয়ার হইলেক হয়, তাইলে মুই যিহূদী নেতালার হাতত না পরির বাদে মোর মানষিলা যুদ্ধ করিলেক হয়, কিন্তু মোর শাসন ব্যবস্থা তো এটেকার না হয়।”

৩৭ পীলাত যীশুক কইলেক, “তাইলে তুই কি এক জন রাজা?” যীশু কইলেক, “তোমরা কবার ধরচেন, মুই এক জন রাজা সচাং এর সাক্ষ্য দিবার বাদে মোর জন্ম হইচে আর এই বাদে মুই দুনিয়াত আসচুং। যে কাঙো সচাং এর ঘাটাত আছে উয়ায় মোর কতা শোনে।”

৩৮ পীলাত উয়াক কইলেক, “সচাংটা কি?” এই কতা কয়া উয়ায় আরো বায়রাত যায়া যিহূদী নেতালাক কইলেক, “মুই তো ইয়ার কোন দোষ দেখির পাবার ধরচুং না।

[39] কিন্তু তোমারলার একটা নিয়ম আছে, মুক্তি ভোজ পার্বনের সমায় মুই তোমারলার এক জন বন্দীক ছাড়ি দেং? তোমরা কি চান যে, মুই 'যিহূদীলার রাজাক' ছাড়ি দেং?"

[40] ইয়াতে সগায় চিকরিয়া কইলেক, "উয়াক না হয়! বারাব্বাক!" এই বারাব্বা আছিলেক এক জন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামী।

১৯ স্যেলা পীলাত যীশুক নিয়া যায়া চাবুক মারির আদেশ দিলেক।

[2] সৈন্যলা কাটার লতা দিয়া একটা মটুক বানেয়া যীশুর মাথাত প্যেন্দে দিলেক। তার পাছত উয়াক বাইগুনিয়া কাপড় প্যেন্দাইলেক,

[3] আর যীশুক যায়া কইলেক, "কিরে যিহূদীর রাজা, জয় হোক!" এই কয়া সৈন্যলা উয়াক চড় মারির নাগিলেক।

[4] পীলাত আরো বায়রাত আসিয়া মানষিলাক কইলেক, "দেখ, মুই উয়াক তোমারলার সামনাত নিয়া আসিম যাতে তোমরা বুঝির পারেন যে, মুই উয়ার কোন দোষ খুজিয়া নাই পাং।"

[5] যীশু সেই কাটার মটুক আর বাইগুনিয়া কাপড় পেন্দা অবস্থায় বায়রাত আসিলেক। স্যেলা পীলাত মানষিলাক কইলেক, "এই দেখ, সেই মানষিটা।"

৬ যীশুক দেখিয়া প্রধান বামনলা আর কর্মচারীলা চিকরিয়া কইলেক, "উয়াক ক্রুশত টাঙান, ক্রুশত মারি ফ্যেলান।" পীলাত মানষিলাক কইলেক, "তোমরায় উয়াক নিয়া যায়া ক্রুশত টাঙান, ক্যেনেনা মুই উয়ার কোন দোষ দেখির পাবার ধরচুং না।"

৭ যিহূদী নেতালা পীলাতক কইলেক, "হামার একটা নিয়ম কানুন আছে, এই নিয়ম কানুন মতে উয়ার মরণ হওয়া উচিত, ক্যেনেনা উয়ায় নিজক ভগবানের বেটা কইচে।"

৮ পীলাত য্যেলা এই কতা শুনিলেক স্যেলা উয়ায় আরো খুব হাতাস খাইলেক।

৯ উয়ায় রাজবাড়িত যায়া যীশুক আরো পুছিলেক, "তুই কোটে হাতে আসচিস?" যীশু কিন্তুক পীলাতক কোনয় উত্তর দিলেক না।

১০ এই বাদে পীলাত যীশুক কইলেক, "তুই কি মোর সোদে কতা কবু না? তুই কি জানিস না যে, তোক ছাড়ি দিবার আর ক্রুশত দিবার ক্ষমতা মোর আছে?"

১১ যীশু উত্তর দিলেক, "উপরা থাকি তোমাক ক্ষমতা দেওয়া না হইলে মোর উপরাত তোমার কোন ক্ষমতায় রইলেক না হয়। এই বাদে যায় মোক তোমার হাতত দিচে উয়ারে পাপ বেশী।"

১২ এই কতা শুনিয়া পীলাত যীশুক ছাড়ি দিবার চেষ্টা করির নাগিলেক, কিন্তুক যিহূদী নেতালা চিকরিয়া কবার নাগিলেক, "তোমরা যদি এই মানষিটাক ছাড়ি দেন তাইলে রোমের

মহারাজার মিত্র না হন। যে কাঙো নিজক মহারাজা বুলি দাবি করে উয়ায় তো রোমের মহারাজার শত্রু।”

১৩ এই কতা শুনিয়া পীলাত যীশুক বায়রাত নিয়া আসিলেক আর শিলে বান্দাই করা নামে এক জাগাত বিচারের আসনত বসাইলেক। যিহূদীলার ভাষাত ঐ জাগাখানক “গাব্বাথা” কওয়া হয়।

১৪ সেই দিনটা আছিলেক মুক্তি ভোজ পার্বনের আয়োজনের দিন। স্যেলা বেলা পেরায় দুপর। পীলাত যিহূদী নেতালাক কইলেক, “এই দেখ, তোমারলার রাজা।”

১৫ ইয়াতে উমরা চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “আপদ দূর কর, দূর কর, উয়াক ক্রুশত দেও।” পীলাত কইলেক, “তোমারলার রাজাক কি মুই ক্রুশত দিম?” প্রধান বামনলা কইলেক, “রোমের রাজা ছাড়া হামার আর কোন রাজা নাই।”

১৬ স্যেলা পীলাত যীশুক ক্রুশত দিবার বাদে উমারলার হাতত দিলেক। আর সৈন্যলা যীশুক নিয়া গেইলেক।

১৭ যীশু নিজের ক্রুশ নিজে উবিয়া মাথার খাপরা নামে একখান জাগাত গেইলেক। এই জাগাখানক যিহূদীলার ভাষাত কওয়া হয় “গলগথা।”

১৮ ওটেকোনা উমরা যীশুক ক্রুশ খুটাত টাঙাইলেক। উয়ার নগত উয়ার দুই বগলত আরো দুই জনাক ক্রুশত টাঙাইলেক, যীশু আছিলেক উমার মইদ্ধোত।

১৯ পীলাত ক্রুশের উপরত একখান সাইন বোর্ড নটকেয়া দিলেক। ওটেকোনা নেখা আছিলেক, “নাসারতের যীশু, যিহূদীলার রাজা।”

২০ যেটেকোনা যীশুক ক্রুশত টাঙা হয় ঐ জাগাখান আছিলেক গঞ্জের বগলত। এই বাদে ম্যেলা যিহূদী মানষি সাইন বোর্ড খান পড়িলেক। ঐখান যিহূদীলার ভাষা, গ্রীক আর ল্যেটিন ভাষাত নেখা আছিলেক।

২১ স্যেলা যিহূদীলার প্রধান বামনলা পীলাতক কইলেক, “যিহূদীলার রাজা, এইটা না নেখেন, এই নাকান নেখেন যে, ইয়ায় কইচিলেক, মুই যিহূদীলার রাজা।”

২২ পীলাত কইলেক, “মুই যেইটা নেখার সেইটা নেখিচুং।”

২৩ যীশুক ক্রুশত দিবার পাছত সৈন্যলা উয়ার কাপড়-চোপড় নিয়া চাইর ভাগ করিলেক। পাছত উমরালা যীশুর জামাটাও নিলেক। ঐ জামাটাত কোন সিলাই আছিলেক না। উপরা থাকি নীচ পর্যন্ত গোটায় হাতের বানা আছিলেক।

২৪ এই দেখিয়া সৈন্যলা এক জন আরেক জনাক কইলেক, “এইটা না ছিড়িয়া নটারি করি দেখি, এইটা কার ভাগ্যত আছে।” এইটা ঘটিলেক যাতে শাস্ত্রের কতা পূরণ হয়: “উমরা নিজেরলার মইদ্ধোত কাপড়-চোপড় ভাগ করি নিলেক, আর মোর কাপড়-চোপড়ের বাদে উমরা নটারি করিলেক।” আর সচাংএ সৈন্যলা ঐটায় করিলেক।

[২৫] যীশুর ক্রুশের বগলত যীশুর মাও, মাসী, ক্লোপার বউ মরিয়ম আর মগ্দলিনী মরিয়ম খাড়া হয়া আছিলেক।

[২৬] যীশু উয়ার মাক আর যেই শিষ্যক পিরিত করিচে উয়াক খাড়া হয়া রবার দেখিলেক। পইলা উয়ায় উয়ার মাক কইলেক, “মা, ঐ দেখ, তোর বেটা।”

[২৭] তার পাছত ওই শিষ্যটাক কইলেক, “ঐ দেখ, তোর মাও।” স্যেলা থাকি ঐ শিষ্যটা যীশুর মাক উয়ার নিজের বাড়িত নিয়া গেইলেক।

[২৮] ইয়ার পাছত যীশু বুঝির পাইলেক যে, সউগ কিছু শ্যেষ হইচে আর শাস্ত্রের কতা পূরণ হবার বাদে কইলেক, “মোর টিস্সা নাগচে।”

[২৯] ওটেকোনা একটা কলসিত ট্যেঙা ফলের রস আছিলেক, সিপাইলা জল চুষি নেয় এই নাকান জিনিসত ট্যেঙা ফলের রস ভিজিয়া এসোব গছের ডালের মাথাত নটকেয়া যীশুর মুখের বগলত ধরিলেক।

[৩০] যীশু সেই ট্যেঙা ফলের রস খাওয়ার পাছত কইলেক, “শ্যেষ হইচে” তার পাছত মাথা হেট করিয়া আত্মা সঁপে দিয়া মরিলেক।

[৩১] ঐ দিনটা আছিলেক পার্বনের আয়োজনের দিন। পরের দিন আছিলেক জিরানের দিন। আর এই জিরানের দিনটা বিশেষ দিন আছিলেক এই বাদে যিহূদী নেতালা চাইচে যাতে ঐ দিনত দেহালা

ক্রুশের উপরাত না থাকে। এই বাদে উমরা পীলাতেরটে আব্দার করিলেক যাতে যায় যায় ক্রুশত আছে উমারলার ঠ্যাং ভাঙিয়া দেওয়া হয়, যাতে পচপচে উমারলার মরণ হয়। আর মরা দেহালা ঐ দিনে ক্রুশ থাকি নামে ফ্যেলা হয়।

৩২ স্যেলা সৈন্যলা আসিয়া যীশুর নগত যাক যাক ক্রুশত দেওয়া হইচে উমার দুইজনারে ঠ্যাং ভাঙি দিলেক।

৩৩ কিন্তু সৈন্যলা যীশুরটে আসিয়া দেখিলেক যে উয়ায় মরি গেইচে এই বাদে উয়ার ঠ্যাং ভাঙিলেক না।

৩৪ কিন্তুক এক জন সৈন্য যীশুর পাঞ্জারত বল্লম দিয়া হানিলেক আর সাথে সাথে অক্ত আর জল বাইর হয়া হইলেক।

৩৫ যায় এই ঘটনাটা নিজের চোখুত দেখিলেক উয়ায় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া কইলেক, "আর উয়ার সাক্ষ্য সচাং। আর উয়াও জানে যে, উয়ায় যেইলা কইচে সেইলা সচাং, যাতে তোমরালাও বিশ্বাস করির পারেন।"

৩৬ এইলা ঘটিছিলেক যাতে শাস্ত্রের কতা পূরণ হয়, "উয়ার একখান হাড্ডিও ভাঙা হবে না।"

৩৭ আর শাস্ত্রের আরেকটা কতা এই নাকান, "যাক উমরা হানিছে উয়ার ভিতি উমরা চায়া দেখিবে।"

৩৮ এইলা ঘটনা ঘটির পাছত আরিমাথিয়া গেরামের যোষেফ যীশুর দেহাটা নিয়া যাবার বাদে পীলাতেরটে অনুমতি চাইলেক। যোষেফ আছিলেক যীশুর গোপন শিষ্য, ক্যেনেনা উয়ায় যিহূদী

নেতালাক ভয় করচিলেক। পীলাত অনুমতি দিবার পাছত উয়ায় আসিয়া যীশুর দেহাটা নিয়া গেইলেক।

৩৯ নীকদীম আর যোষেফ আগত এক দিন রাতির আন্ধারত যীশুরটে দেখা করির আসছিলেক, ঐ নীকদীম পেরায় তেত্রিশ কেজি গন্ধরস আর অগুরু মিশি নিয়া আসিলেক।

৪০ পাছত উমরা যীশুর দেহাটা নিয়া যিহূদীলার সমাধি দেওয়ার নিয়ম মতন ঐলা সুগন্ধের জিনিসের নগত দেহাটা কাপড় খান দিয়া জড়াইলেক।

৪১ যীশুক যেটেকোনা ক্রুশত টাঙা হইচে উয়ার বগলত একটা বাগান আছিলেক, ওটে একটা নয়া সমাধি আছিলেক। এই সমাধিটাত কাঙোকো কোন দিন থোয়া হয় নাই।

৪২ ঐ দিনটা আছিলেক যিহূদীলার পার্বনের আয়োজনের দিন। আর সমাধিটা বগলত আছিলেক বুলিয়া উমরা যীশুক ঐ সমাধিটাত থুইলেক।

২০

২০ হাপ্তার পইলা দিনে ভোর বেলা আন্ধার থাকিতে মগ্দলিনী মরিয়ম ঐ সমাধিটার ওটে গেইলেক। উয়ায় দেখিলেক, সমাধিটার মুখ থাকি বড় শিলটা সরেয়া থুইচে।

২ এই বাদে উয়ায় শিমোন-পিতর আর যীশু যে শিষ্যলাক পিরিত করিচে ঐ শিষ্যলারটে দৌড়ি যায়া কইলেক, “মানষিলা প্রভুক

সমাধি থাকি নিয়া গেইচে। উয়াক কোটে থুইচে হামরা সেইটা জানিনা।”

৩ পিতর আর অইন্য শিষ্যটা স্যেলা বাইর হয়া সমাধির পাকে যাবার নাগিলেক।

৪ উমরা দুইজনে একসোদে দৌড়ির ধরছিলেক কিন্তু অইন্য শিষ্যটা পিতরের আগে আগে আরো পচপচে দৌড়িয়া পরথমে সমাধিটার ওটেকোনা আসিলেক।

৫ উয়ায় নিচা হয়া দেখিলেক যীশুর দেহাত যেই কাপড়লা পল্টা আছিলেক ঐলা পড়িয়া আছে তাঙো উয়ায় সমাধিটার ভিতিরাত সোন্দাইলেক না।

৬ শিমোন-পিতরও উয়ার পাছে পাছে আসিয়া সমাধিটার ভিতিরাত সোন্দাইলেক আর কাপড়লা পড়ি রবার দেখিলেক।

৭ উয়ায় আরো দেখিলেক, যীশুর মাথাত যে রুমালটা বান্দা আছিলেক সেইখান অইন্য কাপড়ের নগত নাই। কিন্তু যুদা করি এক জাগাত ভাজ করি থোয়া হইচে।

৮ আর যে শিষ্যটা পরথমে সমাধিটার ওটে পৌংচিচে উয়ায়ও স্যেলা ভিতরত সোন্দাইলেক আর দেখিয়া বিশ্বাস করিলেক।

৯ মরণ থাকি যীশুর ফির বত্তি উঠির যে দরকার আছে, শাস্ত্রের সেই কতা উমরা আগত বুঝির পায় নাই।

১০ ইয়ার পাছত শিষ্যলা নিজের নিজের বাড়িত চলি গেইলেক।

[১১] কিন্তুক মরিয়ম সমাধিটার বায়রাত খাড়া হয়া কান্দির নাগিলেক। উয়ায় কান্দিতে কান্দিতে নিচা হয়া সমাধিটার ভিতরত দেখির নাগিলেক।

[১২] যীশুর দেহা যেটেকোনা থাকে থোয়া হইছিলেক ওটেকোনা সাদা কাপড় পেন্দা দুই জন স্বর্গদূত বসি আছে। এক জন শিতানের পাকে আরেক জন ঠ্যেংএর পাকে।

[১৩] উমরা মরিয়মক কইলেক, "কান্দির ধরচিস ক্যেনে?" মরিয়ম উমারলাক কইলেক, "মানষিলা মোর প্রভুক নিয়া গেইচে আর উয়াক কোটে থুইচে জানং না।"

[১৪] এই কতা কয়া মরিয়ম পাছপাকে ফিরি দেখিলেক যীশু খাড়া হয়া আছে। কিন্তুক উয়ায় যে যীশু সেইটা বুঝির পাইলেক না।

[১৫] যীশু উয়াক কইলেক, "কান্দির ধরচিস ক্যেনে? কাক খুজির ধরচিস?" মরিয়ম যীশুক বাগানের মালী ভাবিয়া কইলেক, "হ্যে বাহে দেখ, তোমরা যদি উয়াক নিয়া যায়া থাকেন তাইলে কন কোটেকোনা থুইচেন। মুই উয়াক নিয়া যাইম।"

[১৬] যীশু উয়াক কইলেক, "মরিয়ম।" ইয়াতে মরিয়ম ঘুরিয়া খাড়া হয়া যিহূদীলার ভাষাত যীশুক কইলেক, "রব্বুনি।" রব্বুনি মানে গুরু।

[১৭] যীশু মরিয়মক কইলেক, "মোক ধরি না থোন, ক্যেনেনা মুই এলাও স্বর্গের বাপেরটে যাং নাই। কিন্তু তুই মোর ভাই-বইনিলারটে যায়া উমারলাক কঃ, যায় মোর আর তোমারলার স্বর্গের বাপ, যায়

মোর আর তোমারলার ভগবান, উপরত মুই উয়ারটে যাবার ধরচুং।”

১৮ স্যেলা মগ্দলিনী মরিয়ম শিষ্যলারটে যায়া খবরটা দিলেক, উয়ায় প্রভুক দেখিচে আর প্রভুই উয়াক এইলা কতা কইচে।

১৯ হাপ্তার পইলা দিনত সইন্ধা বেলা শিষ্যলা যিহূদী নেতালার ভয়ে ঘরের সউগ দুয়ার বন্ধ করিয়া একটে জোটো হইচে। এমন সমায় যীশু আসিয়া মইদ্ধোত খাড়া হয়া কইলেক, “তোমারলার শান্তি হউক।”

২০ এই কতা কয়া উয়ায় উয়ার দুই হাত আর পাঞ্জারের পাকটা উয়ার শিষ্যলাক দেখাইলেক। প্রভুক দেখির পায়া শিষ্যলা খুব খুশি হইলেক।

২১ পাছত যীশু আরো উমারলাক কইলেক, “তোমারলার শান্তি হউক। স্বর্গের বাপ যেই নাকান মোক প্যেঠাইচে মুইও সেই নাকান তোমারলাক প্যেঠেবার ধরচুং।”

২২ এই কতা কয়া উয়ায় শিষ্যলার উপরাত ফোকেয়া কইলেক, “তোমরালা পবিত্র আত্মা নেও।

২৩ তোমরা যদি কারো পাপ ক্ষমা করেন তাইলে উয়ার পাপ ক্ষমা করা হবে। আর যদি কাঙোরো পাপ ক্ষমা না করেন তাইলে উয়ার পাপ ক্ষমা করা হবে না।”

২৪ কিন্তু যীশু যেলা ওটেকোনা আসছিলেক স্যেলা ঐ বারো জন শিষ্যলার মইদ্ধে এক জন থোমাস, উয়ায় উমারলার সাথে

আছিলেক না। এই থোমাসক যমজ কয়া ড্যেকাইছিলেক।

২৫ অইন্য শিষ্যলা স্যেলা থোমাসক কইলেক, "হামরা প্রভুক দেখিচি।" থোমাস উমারলাক কইলেক, "মুই উয়ার দুই হাতত যদি খিলের চিন না দেখং, ঐ চিন লাত নগুল না দেং, আর যদি উয়ার পাঞ্জারত হাত না দেং, তাইলে কোন মতে মুই বিশ্বাস না করিম।"

২৬ ইয়ার এক হাপ্তা পাছত শিষ্যলা আরো ঘরত জোটো হইলেক, আর থোমাসও উমারলার সোদে আছিলেক। যদিও সউগ দুয়ার বন্ধ আছিলেক তাঙো যীশু আসিয়া উমার মইদ্ধোত খাড়া হয়া কইলেক, "তোমারলার শান্তি হউক।"

২৭ ইয়ার পাছত উয়ায় থোমাসক কইলেক, এটেকোনা তোর নগুল দে, আর মোর হাত দুইটা দেখেক। তোর হাত বাড়েয়া মোর পাঞ্জারত দে, সন্দেহ না করিস, বিশ্বাস করেক।

২৮ ইয়ার উত্তরে থোমাস কইলেক, "প্রভু মোর, ভগবান মোর।"

২৯ যীশু উয়াক কইলেক, "থোমাস, তুই মোক দেখিছিস এই বাদে বিশ্বাস করিচিস। উমরালায় আশুর্বাদ পায় যায় যায় মোক না দেখিয়া বিশ্বাস করে।"

৩০ যীশু উয়ার শিষ্যলার আগত আরো ম্যেলা অচানক চিনের কাম করিচিলেক, যেইলা এই বইয়ত নেখা হয় নাই।

৩১ কিন্তু এইলা নেখা হইচে যাতে তোমরা বিশ্বাস করির পারেন যে, যীশুই বাছাই করা রাজা, ভগবানের বেটা। আর এই বিশ্বাস

করিয়া উয়ার মইদ্ধো দিয়া অমৃত জীবন লাভ করির পারেন।

২১ ইয়ার পাছত যীশু তিবিরিয়া সাগরের পারত শিষ্যলাক আরো দেখা দিলেক। ঘটনাটা এই নাকান করি ঘটিছিলেক,

২ শিমোন-পিতর, থোমাস যার অইন্য নাম যমজ, গালীল প্রদেশের কান্না গেরামের বাসিন্দা নথনেল, সিবদিয়ের বেটালা আর অইন্য দুই জন শিষ্য, ইমরা সগায় একটে আছিলেক।

৩ শিমোন-পিতর উমারলাক কইলেক, "মুই মাছ ধরির যাবার ধরচুং।" অইন্য শিষ্যলা কইলেক, "হামরাও তোমার সোদে যামু।" উমরা সগায় বিরিয়া নাওত উঠিলেক, কিন্তু ঐ রাতিত উমরা কোনয় ধরির পারিলেক না।

৪ এই নাকান করি যেলা ভোর হয়া আসিলেক, এমন সমায় যীশু সাগরের পারত আসি খাড়া হইলেক। শিষ্যলা কিন্তু চিনির পারিলেক না যে উয়ায় যীশু।

৫ উয়ায় শিষ্যলাক কইলেক, "ছাওয়ার ঘর, কোন কিছুই পান নাই?" উমরা কইলেক, "না, পাই নাই।"

৬ যীশু উমারলাক কইলেক, "নাও এর ডাইন পাকে জাল ফ্যেলান, পাবেন।" স্যেলা উমরা জাল ফ্যেলাইলেক, আর এতলা মাছ ফান্দিলেক যে, জাল টানি তুলির পাইলেক না।

৭ স্যেলা যীশু যেই শিষ্যটাক পিরিত করিচিলেক উয়ায় পিতরক কইলেক, "উয়ায়ে প্রভু।" ঐ সমায় শিমোন-পিতরের পিন্দির

গামছা ছাড়া দেহাত কোন কাপড় আছিলেক না। এই বাদে যে্যেলা উয়ায় শুনিলেক, “উয়ায়ে প্রভু” স্যেলা দেহাত কাপড় জড়েয়া সাগরের জলত ঝাঁপাইলেক।

৮ অইন্য শিষ্যলা নাওত করি সাগরের কাণ্টাত আসিলেক উমরা মাছ ভর্তি জালখান টানি আনিলেক। উমরা সাগরের কাণ্টা থাকি বেশী দূরত আছিলেক না পেরায় দুইশ হাত দূরত আছিলেক।

৯ ডাঙাত উঠিয়া উমরা দেখিলেক খুটার আংরার অগুন জ্বলির ধরচে, ওটেকোনা মাছ আর রুটিও আছে।

১০ যীশু স্যেলা উমারলাক কইলেক, “তোমরা এলা যে মাছ ধরলেন ওটে থাকি কয়টা মাছ আনো।”

১১ শিমোন-পিতর নাওত যায়া জালখান ডাঙাত টানি আনিলেক। একশ তিপ্পান্নটা বড় মাছ দিয়া জালখান ভর্তি আছিলেক। যদিও এতলা মাছ আছিলেক তবুও জালখান ছিরিলেক না।

১২ যীশু উমারলাক কইলেক, “এটেকোনা আইসো, সাকাল বেলার জল খাবার খাও।” কিন্তু শিষ্যলার মইদ্ধোত কাঙোরো সাহস হইলেক না পুছিবার যে, “তোমরা কায়?” ক্যেনেনা উমরা জানে যে, উয়ায় প্রভু।

১৩ যীশু যায়া রুটি নিয়া উমারলাক দিলেক, আর সেই মাছ নিয়াও উমারলাক দিলেক।

১৪ মরণ থাকি ফির বত্তি উঠার পাছত যীশু এই নিয়া তিন বার শিষ্যলাক দেখা দিলেক।

১৫ উমারলার খাবার শ্যেষ হবার পাছত যীশু শিমোন-পিতরক কইলেক, “যোহনের বেটা শিমোন, ঐ মানষিলার চায়া তুই কি মোক বেশী পিরিত করিস?” শিমোন-পিতর কইলেক, “হ্যে প্রভু, তোমরা জানেন যে মুই তোমাক কত পিরিত করং।” যীশু উয়াক কইলেক, “মোর ছাওয়া ভেড়ার বাচ্চালাক দেখাশুনা করেক।”

১৬ যীশু দ্বিতীয় বার উয়াক কইলেক, “যোহনের বেটা শিমোন তুই কি মোক পিরিত করিস?” পিতর উয়াক কইলেক, “হ্যে প্রভু, তোমরা জানেন মুই তোমাক কত পিরিত করং।” যীশু উয়াক কইলেক, “মোর ভেড়ালা লালন পালন কর।”

১৭ পাছত যীশু তৃতীয় বার শিমোন-পিতরক কইলেক, “যোহনের বেটা শিমোন, সচাং করি কি মোক পিরিত করিস।” ক্যেনেনা যীশু একে কতা তিন বার পুছিলেক, এই বাদে পিতর দুঃখ পাইলেক, পিতর যীশুক কইলেক, “প্রভু, তোমরা সউগে জানেন, তোমরা জানেন যে মুই তোমাক পিরিত করং।” যীশু উয়াক কইলেক, “মোর ভেড়ালাক দেখাশুনা করেক।

১৮ মুই তোক সচাং করি কবার ধরচুং, য্যেলা তুই গাবুর আছিলু স্যেলা তুই নিজেই তোর গামছা দিয়া কোমর বান্দিচিস আর যেটেকোনা খুশি ওটেকোনা গেইচিস। কিন্তুক য্যেলা তুই বুড়া হবু স্যেলা তুই তোর হাত আগে দিবু আর অইন্য মানষি তোর কোমড়

বান্দিয়া দিবে। আর তুই যেটেকোনা যাবার চাবু না ওটেকোনা নিয়া যাবে।”

[১৯] ভগবানের মহিমা প্রকাশ করিবার বাদে পিতর কি নাকান করি মরিবে এইটা বুঝি দিবার বাদে যীশু এই নাকানের কতা কইলেক। এই কতা বুঝি দিবার বাদে যীশু পিতরক কইলেক, “মোক দেখেক।”

[২০] পিতর পাছপাকে ঘুরিয়া দেখিলেক, যীশু যাক পিরিত করে ঐ শিষ্য পাছে পাছে আসির ধরচে। ইয়ায় ঐ শিষ্য যায় খাবার সমায় যীশুর বুকের উপর হেলান দিয়া কইচিলেক, “প্রভু, তোমাক যে শত্রুর হাতত ধরেয়া দিবে, উয়ায় কায়?”

[২১] পিতর উয়াক দেখিয়া যীশুক কইলেক, “প্রভু, ইয়ার কি হইবে?”

[২২] যীশু পিতরক কইলেক, “মুই যদি চাং যে, মুই না আইসা পর্যন্ত উয়ায় থাকিবে, তাতে তোর কি? তুই মোক দেখেক।”

[২৩] এই বাদে গুরু ভাইলার মইদ্ধোত এই কতা ছড়াছড়ি হইলেক যে, ঐ শিষ্যটা মরিবে না। কিন্তু যীশু উয়াক কয় নাই যে, উয়ায় মরিবে না। উয়ায় কইচিলেক, “মুই যদি চাং, মুই না আইসা অব্দি উয়ায় এটেকোনা থাকিবে, তাতে তোর কি?”

[২৪] উয়ায় ঐ শিষ্য যায় এইলা বিষয়ে সাক্ষ্য দিচে, আর উয়ায়ে এইলা নেখিচে। হামরা জানি উয়ার সাক্ষ্য সচাং।

[২৫] যীশু আরো ম্যেলা কাম করিচিলেক, ঐলা যদি একটা একটা করি নেখা গেইলেক হয় তাইলে এত বই হইলেক হয় যে, দুনিয়াত জাগা ধরিলেক না হয়॥

কাম

১ মানিগুনী শ্রী থিয়ফিল, প্রভু যীশু এই দুনিয়াত রওয়ার সমায় থাকি স্বর্গ তুলি নিয়া যাওয়া পর্যন্ত ম্যেলা কাম করির আর শিক্ষা দিবার শুরু করিচে। ঐলার বিবরণ মোর পইলা বইখানত আছে।

২ যীশুক স্বর্গত তুলি নিবার আগত উয়ার বাছাই করা খবরিয়ালাক কি করির নাগিবে পবিত্র আত্মার সাহায্যে সেইটা হুকুম দিলেক।

৩ ক্রুশত মরণের দুঃখ ভোগের পাছত যীশু যে বত্তি উঠিচে, সেইটা খবরিয়ালাক দেখা দিয়া ম্যেলাবার প্রমাণ করি দিলেক। চল্লিশ দিন পর্যন্ত খবরিয়ালাক দেখা দিয়া ভগবানের শাসন ব্যবস্থা সমন্ধে কইলেক।

৪-৫ এক দিন যীশু খবরিয়ালার নগত খাবার সমায় আদেশ দিলেক, “তোমরা যিরূশালেম ছাড়িয়া না যান, ক্যেনেনা মোর স্বর্গের বাপ যেই দান দিবার প্রতিজ্ঞা করিচিলেক, সেইটা আগতে মোরটে শুনিলেন। মহাপুরুষ যোহন জলত ডোবেয়া দীক্ষা দিলেক, কিন্তু কয়েক দিনের মইদ্ধে তোমরা পবিত্র আত্মার দীক্ষা পাইবেন। এই পবিত্র আত্মার দীক্ষার দান পাবার বাদে তোমরা বাচ্চে রন।”

৬ স্যেলা খবরিয়ালা একটে হয়া যীশুক পুছিলেক, “প্রভু এলা কি ইস্রায়েলী জাতিক মুক্তি দিয়া নিজের রাজ্য ফিরিয়া দিবেন?”

৭ যীশু কইলেক, “স্বর্গের বাপ নিজের অধিকারেই সেই দিন আর সমায় ঠিক করি থুইচে, ঐলা তোমারলাক জানির দেওয়া হবে না।

৮ কিন্তু পবিত্র আত্মা তোমারলার উপরাত আসিলে তোমরা শক্তি পাবেন। স্যেলা যিরূশালেম গঞ্জ, গোটায় যিহূদীয়া প্রদেশ, শমরীয়া রাজ্যের মানষিলাক মোর কতা কয়া তোমরা এই দুনিয়ার শ্যেষ সীমনা পর্যন্ত সাক্ষী হবেন।”

৯ এই কতা কইতে কালে খবরিয়ালার চোখুর আগত যীশুক স্বর্গত তুলি নিয়া উয়াক ম্যেঘের আওডাল করা হইলেক।

১০ যীশু য্যেলা স্বর্গত যাবার ধরছিলেক, সেই সমায় উয়ার খবরিয়ালা সগায় চোখু মেলিয়া দ্যাওয়ার ভিতি দেখিবার নাগিলেক। সেই সমায় সাদা ধপ-ধপা কাপড় পেন্দা দুই জন মানষি উমারলার বগলোত খাড়া হয়া কইলেক,

১১ “হ্যে বাহে, গালীলের মানষিলা, খাড়া হয়া দ্যাওয়ার ভিতি কি দেখিবার ধরচেন? যীশুক স্বর্গত তুলি নেওয়া হইচে! ক্যেংকরিয়া যীশু স্বর্গত গেইচে তোমরা তো দেখিলেন আর একে নাকান করি উয়ায় স্বর্গ থাকি ফিরি আসিবেই।”

১২-১৩ এই ঘটনা দেখিয়া উমরা জলপই পাহাড় থাকি যিরূশালেম গঞ্জত ফিরি আসিলেক। উমরালা হইলেক পিতর, যোহন, যাকব, আন্দ্রিয়, ফিলিপ, থোমাস, বর্থলময়, মথি, আলফেয়ের বেটা যাকব, মৌলবাদী শিমোন আর যাকবের বেটা যুদাস। এই পাহাড় যিরূশালেম থাকি আধা মাইল দূর। গঞ্জত

পৌছিয়া খবরিয়ালা যেই দোতালা ঘরটাত রয় সেই ঘরত সোন্দাইলেক।

১৪ উমরালা সগায় একে সাথে এক মনে প্রার্থনা করিচিলেক। উমার নগত কয়েক জন বেটিছাওয়া, যীশুর ভাইলা আর উয়ার মাও মরিয়ম প্রার্থনা করির নাগিলেক।

১৫ এক দিন যেলা যীশুর শিষ্যলা প্রার্থনা করির ধরছিলেক, ওটে আন্দাজ একশ কুড়িজন মানষি আছিলেক। এই একশ কুড়িজন মানষির মইদ্ধোত পিতর খাড়া হয়া কইলেক,

১৬ "হে মোর ভাইলা, যেই মানষিলা যীশুক ধরচে, উমারলাক ঘাটা দেখে নিয়া গেইলেক যুদাস। উয়ায় যে এই নাকান কাম করিবে, সেইটা ম্যেলা দিন আগত পবিত্র আত্মা রাজা দায়ূদের মুখ দিয়া জানাইলেক। শাস্ত্রত এইটা নেখা আছে, আর সেই কতা পূরণ হবার দরকার আছিলেক।

১৭ যুদাস আছিলেক হামারলার মইদ্ধে এক জন, আর হামার নগত ভগবানের কাম করির বাদে উয়াক বাছাই করা হইচে।"

১৮ (এই মানষিটা বেয়া কাম করিয়া যে টাকা পাইছিলেক ঐ টাকা দিয়া এক খন্ড জমি কিনিলেক। উয়ায় ঐ জমিত মুখ থুবরিয়া পড়িয়া গেইলেক, আর প্যেট ফাটি নাড়ি ভুড়ি বাইর হইলেক।

১৯ যিরূশালেমের সউগ মানষিলা এই কতাটা শুনছিলেক। উমার ভাষায় জমি খানোক কওয়া হয় আকেল্‌দামা বা অক্তের

জমি।)

[২০] পিতর আরো ফম করি দিলেক, “শাস্ত্রের গীতসংহিতাত নেখা আছে, ‘উয়ার বাড়ি শ্মশানের নাকান হয়া থাকুক।’ “আরো নেখা আছে, ‘উয়ার দায়িত্বের উচা পদ অইন্য মানষি নেউক।’

[২১-২২] “এই বাদে যীশু যে মরণক জয় করি বত্তি উঠিচে, ঐ ঘটনার মুখ্য সাক্ষী হিসাবে হামার নাকান আর এক জনাক বাছাই করি নিবার নাগিবে। হামরা তাইলে এই নাকান মানষিক বাছাই করিমু যে, যোহনের দীক্ষা দেওয়ার সমায় থাকি যীশুক স্বর্গত তুলি নেওয়া পর্যন্ত, মানে যত দিন প্রভু যীশু হামার নগত চলা ফেরা করিচে, ততদিন সেই মানষিটাও হামার নগত আছে। ইয়াতে মানষিটাও হামার নাকান সাক্ষী দিবার পাবে।”

[২৩] স্যেলা সভাত খবরিয়ালা দুই জনের নাম সমর্থন করিলেক, উমরা হইলেক, যোষেফ, যাক বার্শব্বা আর যুষ্ট নামে ড্যেকা হয়, আর এক জন মত্তথিয়,

[২৪-২৫] খবরিয়ালা প্রার্থনা করিয়া কইলেক, “হে প্রভু, তুই তো অন্তরযামী। যুদাস উয়ার পাওনা শাস্তি পাবার বাদে খবরিয়ার পদ ছাড়ি দিচে। এলা এই দুই জনের মইদ্ধে এই পদের বাদে কাক তুই বাছাই করিচিস, হামাক দেখেয়া দে।”

[২৬] স্যেলা উমরা লটারি করিলেক, আর মত্তথিয়ের নাম উঠিলেক। এই নাকান করি সেই এগারো জন খবরিয়ার নগত যুদাসের বদলে ঐ একজনের নাম যোগ করিলেক।

২ পাছত পঞ্চাশত্তমীর পার্বনের দিন আসিলেক, ঐ দিন খবরিয়ালা সগায় এক জাগাত হইলেক।

২ স্যেলা দ্যাওয়া থাকি অচমকা কাল বৈশাখী ঝড়ের নাকান আওয়াজ ঘরের ভিতিরা ছড়ি গেইলেক।

৩ ইয়ার পাছত খবরিয়ালা অগুনের শিখার নাকান করি ছড়ি যাবার দেখির পাইলেক আর সগারে উপরাত আসিয়া পড়িলেক।

৪ আর উমরা সগায় পবিত্র আত্মাত ভরপুর হইলেক। এই আত্মা উমারলাক যাক যেমন কতা কবার সামর্থ দিচে ঐ নাকানে নানা নাকান ভাষায় কতা কবার নাগিলেক।

৫ সেই সমায় সউগ জাতির থাকি যিহূদী ভক্তলা আসিয়া যিরূশালেমত বসবাস করির ধরছিলেক।

৬ এই কাল বৈশাখী ঝড়ের শব্দ শুনিয়া ম্যেলা মানষি একটে আসিয়া জোটো হইলেক। উমারলার নিজের নিজের ভাষাত শিষ্যলার কতা কওয়া শুনিয়া, সগায় বুদ্ধিহারা হয়া গেইলেক।

৭ উমরা খুব অচানক হয়া কবার নাগিলেক, “এইটা ক্যেমন করি সম্ভব? এই মানষিলা সগায় গালীলের হয় কি না?

৮ তাইলে হামরা ক্যেমন করি সগারে নিজের নিজের ভাষাত কতা কবার শুনিলোং?

৯ হামরা এটে নানা নাকান দেশের মানষি আছি, পার্থীয়, মাদীয়, এলমীয়, মেসোপতেমিয়া, যিহূদীয়া, কাপ্পাদকিয়া, পন্ত, এশিয়া প্রদেশ,

১০ আর ফরুগিয়া, পাম্ফুলিয়া, মিশর, কুরীণীর বগলা বগলি লিবিয়ার জাগার বসবাসকারী মানষিলা,

১১ রোম গঞ্জ থাকি আইসা যিহূদীলা, আর যিহূদী না হয় কিন্তু যিহূদী ধর্মের শিষ্য হইচে এই নাকান ম্যেলা মানষি, ক্রীত দ্বীপের মানষিলা আর আরবীলা, হামরা সগায় নিজের নিজের ভাষায় ভগবানের মহান কামের কতা উমার মুখ দিয়া কবার শুনচি।"

১২ উমরা বুদ্ধিহারা হয়া এক জন আরেক জনক কবার নাগিলেক, "ইয়ার মানে কি?"

১৩ কিন্তু অইন্য মানষিলা টিটকারি করি শিষ্যলাক কবার নাগিলেক, "উমরা মদ খায়া মাতাল হইচে।"

১৪ পিতর এগারো জন খবরিয়ার নগত খাড়া হয়া ভিড়ের মানষিলাক চিকিরিয়া কইলেক, "কি রে যিহূদী মানষিলা, আর যিরূশালেমের বসবাসকারী মানষিলা, তোমরা সগায় ভাল করি জানি নেও, মোর কতা মন দিয়া শুন।

১৫ তোমরা কবার ধরচেন, এই মানষিলা মদ খাইচে, কিন্তু এই মানষিলা মদারু নোয়ায়। এলা মাত্র সাকাল নয়টা বাজে।

১৬ আজি সাকালে তোমরা যেইলা দেখিলেন, সেইলা ভগবানের ভাববাদী যোয়েল ম্যেলা দিন আগত কইচে,

[১৭] পরম ভগবান কইচে, শেষে কালত এই নাকান হইবে যে, পবিত্র আত্মা সউগ মানষির উপরাত ঢালিয়া দিম, তোমার বেটা-বেটি ভাববাণী কবে, গাবুর যায় উমরা ভগবানের দর্শন পাবে, আর বুড়া মানষিলা স্বপন দেখিবে।

[১৮] এমন কি ভগবানের চাকর চাকরানীলার উপরাত মোর আত্মা মুই ঢালিয়া দিম, উমরা ভাববাণী কবে।

[১৯-২০] মুই দ্যাওয়াত অচানক অচানক ঘটনা ঘটাইম, বেলা কালা হয়া যাবে, চান নাল হয়া যাবে। আরো দুনিয়াত অক্ত, অগুন, ধূমার নানা নাকান চিন দেখাইম। এইলা ঘটনা ঘটার পাছত প্রভুর জাকজমকের দিন আসিবে,

[২১] আর যায় যায় প্রভুর নাম ধরি ড্যেকাবে উমরা সগায় রক্ষা পাবে।

[২২] “হে ইস্রায়েলী মানষিলা শুন! পরম ভগবান নাসারত গেরামের যীশুর মইদ্ধো দিয়া ম্যেলা অচানক অচানক চিনের কাম করিয়া তোমারলাক এইটা প্রমাণ করিচে যে, উয়ায় সেই মানষি, যাক ভগবান প্যেঠাইচে আর তোমরা এইলা নিজে জানেন।

[২৩] আর ভগবানও এইলা জানে, এইলা হইলেক ভগবানের পরিকল্পনা মতন যীশুক তোমারলার হাতত সঁপে দেওয়া হইলেক। তোমরা বেয়া মানষিক দিয়া ক্রুশত টাঙেয়া মারি ফ্যেলাইলেন।

[২৪] উয়ায় মরণ যন্তনা ভোগ করিলেক কিন্তু পরম ভগবান উয়াক মরা মানষির মইদ্ধোত থোয় নাই, উয়াক মরণ থাকি বত্তে

তুলিলেক, ক্যেনেনা যমের সাধ্য হয় নাই উয়াক ধরি থুবার।

২৫ যীশুর কতা মহারাজা দায়ূদের মুখ দিয়া কইচে, মুই পতি দিনেই দয়াল ভগবানক মোর আগপাকে দেখিচুং, উয়ায় মোর ডাইন পাকে আছে, এই বাদে মুই থির থাকিম।

২৬ মোর মন আনন্দে ভরপুর, মোর জিবা উয়ার গুণকিত্তন করিতে আছে, মুই আশা নিয়া বত্তিম।

২৭ ক্যেনেনা তোর ভক্তের দেহা নাশ হবার দিবু না, মোর পরানটা যমের বাড়িত ফ্যেলেয়া থুবু না,

২৮ তুই মোক জীবনের ঘাটা চেনাছিস, তুই মোর সাথত থাকিয়া মোর জীবনত আনন্দে ভরে দিবু।

২৯ "মোর গুনধর ভাইলা, এই কতাটা নিশ্চয় যে, চৌদ্দ গুষ্টির রাজবংশের বাপ মহারাজা দায়ূদ মরি গেইচে, উয়াক সমাধিত দেওয়া হইচে। আর এলাও সমাধিটা আছে।

৩০ উয়ায় এক জন ভাববাদী আছিলেক আর উয়ায় জানির পাইচে ভগবান প্রতিজ্ঞা করি কতা দিচে যে, মহারাজা দায়ূদের গুষ্টির এক জনাক রাজা করি সিংহাসনত বসাবে।

৩১ এইটা দায়ূদ জানির পায়া, বাছাই করা রাজাটার ফির বত্তি উঠার সমন্ধে কইচে, উয়াক যমের বাড়িত ফ্যেলে থোয়া হয় নাই আর উয়ার দেহা নাশ করাও হয় নাই।

৩২ পরম ভগবান এই যীশুক মরণক জয় করি বত্তে তুলিচে, আর হামরা সগায় এই ঘটনার সাক্ষী আছি।

৩৩ এলা উয়ায় স্বর্গের মহান সিংহাসনত পরম ভগবানের ডাইন পাকে বসিয়া আছে। আর পরম বাপের প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মা উয়াক দান করা হইচে। এলা যীশু সেই পবিত্র আত্মা ঢালি দিলেক, তোমরা এইলা দেখির শুনির ধরচেন।

৩৪-৩৫ ক্যেনেনা দায়ূদ নিজে স্বর্গত যাই নাই, তাঙো উয়ায় এই কতা কইচে, ভগবান মোর প্রভুক কইচে, যতক্ষণ না মুই তোর শত্রুলাক তোর ঠ্যাংএর তলত থোং, ততক্ষণ তুই মোর ডাইন পাকে বইসেক।

৩৬ "এই বাদে যিহূদী জাতির সগায় সঠিক করি জানুক, তোমরা যাক ক্রুশত টাঙাইচেন, পরম ভগবান সেই যীশুক প্রভু আর বাছাই করা রাজা দুইটা পদেই নিযুক্ত করিচে।"

৩৭ এই কতাটা শুনিয়া মানষিলার মন দুঃখে ভাঙিয়া গেইলেক। উমরা পিতর আর অইন্য খবরিয়ালাক কইলেক, "কি রে ভাই, হামরা কি করিমু?"

৩৮ পিতর উমারলাক কইলেক, "তোমরা সগায় পাপ থাকি ক্ষমা পাবার বাদে পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরিয়া, রাজা যীশুর নামে দীক্ষা নেন। তাইলে তোমরা দান হিসাবে পবিত্র আত্মা পাবেন।

৩৯ এই প্রতিজ্ঞার দান তোর আর তোমার ছাওয়া ছোটোর, দূরত যায় যায় আছে উমারো বাদে। হামার পরম ভগবান উয়ার নিজের মানষি হবার জইন্যে যাক যাক ড্যেকাবে, এই দান উমার সগারে বাদে।"

৪০ আরো ম্যেলা কতার সাক্ষী দিলেক। উমাক আরো মিনতি করি কইলেক, “এই কালের বিবেকহীন মানষি থাকি নিজক বাঁচান!”

৪১ যায় যায় পিতরের কতা বিশ্বাস করিলেক উমরা দীক্ষা নিলেক। আর সে দিনে খবরিয়ালার নগত কমপক্ষে তিন হাজার মানষি যোগ দিলেক।

৪২ যতলা শিষ্য আছিলেক উমরা সগায় মন দিয়া খবরিয়ালার শিক্ষা শুনিয়া, উমরা প্রভুর ভোজ নিয়া সৎ সংঘত প্রার্থনা করি সমায় কাটের ধরছিলেক।

৪৩ খবরিয়ালা ম্যেলা অচানক চিনের কাম করির ধরছিলেক। এই বাদে সগারে অন্তরত শ্রদ্ধার ভয় ভক্তি বাড়ি গেইলেক।

৪৪-৪৫ উমার নিজের সম্পত্তি বেচেয়া যার যেই নাকান দরকার ঐ নাকানে ভাগ করিয়া নিলেক। ক্যেনেনা তোর তোর মোর মোর ভাব আছিলেক না, উমার মইদ্ধোত একতা আছিলেক।

৪৬ উমরা পতিদিন যিরূশালেমের দশংগতি মন্দিরত যায়া এক সাথে আরাধনা করির ধরচে। আর একে অইন্য বাড়িত যায়া সাদাসিদা মনে আনন্দ করি খাবার নাগিলেক।

৪৭ উমরা সউগ সমায় ভগবানের গুণগান করির ধরছিলেক। সউগ মানষিলা উমাক শ্রদ্ধা করিচিলেক। আর যায় যায় পাপ থাকি মুক্তি পাবার ধরছিলেক, উমারলাক প্রভু শিষ্যলার নগত যুক্ত করিয়া উমার সংখ্যা দিনে দিনে বাড়ি যাবার নাগিলেক।

৩ এক দিন বিকাল তিনটায় পিতর আর যোহন মন্দিরত যাবার ধরচে। এই সমায় যিহূদী মানষিলা প্রার্থনা করে।

২ এমন সমায় কয়েক জন মানষি একটা মানষিক উবিয়া আনির ধরচে। উয়ায় জন্ম থাকি খোড়া আছিলেক এই বাদে হাটির পায় না। উয়াক প্রতিদিন মন্দিরের সুন্দর নামে দুয়ারের বগলত বসে থোয়া হয়। আর যেই মানষিলা মন্দিরত যায় উমারটে ভিক্ষা চায়।

৩ পিতর আর যোহনক দশংগতি মন্দিরত সোন্দের দেখিয়া উয়ায় উমারটে কাউলা-কাউলি করি ভিক্ষা চাবার নাগিলেক।

৪ উমরা এক নজর উয়ার ভিতি দেখিয়া কইলেক, "হামার ভিতি খানেক দেখেক।"

৫ স্যেলা মানষিটা উমারটে কিছু পাবার আশায় উমার ভিতি চায়া রইলেক।

৬ পিতর কইলেক, "হামারটে সোনা, রূপা কিছুই নাই, কিন্তু যেইটা আছে সেইটায় তোক দান করির ধরচি। নাসারতের যীশু, যায় ভগবানের বাছাই করা রাজা, উয়ারে নামত খাড়া হয়া হাটিয়া বেড়াও!"

৭ এই কতা কয়া পিতর মানষিটার ডাইন হাত ধরি তুলিলেক, স্যেলায় স্যেলায় উয়ার ঠ্যাং আর গোড়ালি হাটিবার বল পাইলেক।

৮ আর উয়ায় ঝাপেয়া খাড়া হয়ায় হাটির নাগিলেক। স্যেলা মানষিটা হাটিতে হাটিতে, ঝাঁপাইতে ঝাঁপাইতে, ভগবানের গুণগান করতে করতে উমার নগত দশংগতি মন্দিরত সোন্দাইলেক।

৯ সউগ মানষিলা উয়াক হাটি বেড়ের আর ভগবানের গুণগান করির দেখিল;

১০ আর সগায় উয়াক চিনির পাইলেক যে, ইয়ায় সেই মানষি যায় দশংগতি মন্দিরের সুন্দর নামের দুয়ারের বগলোত বসি ভিক্ষা করির ধরছিলেক। এই মানষিটার জীবনত যে ঘটনাটা ঘটিচে এইটা দেখিয়া মানষিলা খুব অচানক হয়া গেইলেক।

১১ কিন্তু ভিখারীটা পিতর আর যোহনক ধরিয়া খাড়া হয়া আছে। মানষিলা সগায় উয়াক সুস্থ হওয়া দেখিয়া অচানক হয়া উমার বগলত শলোমনের নামে যে বারান্দাটা উমরালা ওটেকোনায় দৌড়িয়া আসিলেক।

১২ এই দেখিয়া পিতর মানষিলাক কইলেক, "হে ইস্রায়েলীর ঘর, এই মানষিটা হাটির পায় দেখিয়া তোমরালা ক্যেনে এত অচানক হবার ধরচেন? হামার শক্তিতে উয়ায় কি হাটির শক্তি পাইচে? ভগবানের প্রতি হামার ভক্তির গুণে উয়ায় কি ভাল হইচে? এইটা মনে করিয়া তোমরা হামার ভিতি চায়া আছেন কি?

১৩ না, এইটা না হয়, অব্রাহাম, ইসহাক আর যাকবের ভগবান, অর্থাত হামারলার চৌদ্দ গুষ্টির ভগবান এই কামের মইদ্ধো দিয়া নিজের চাকর, প্রভু যীশুর মহিমা প্রকাশ করিচে। তোমরালা তো

যীশুক মারি ফ্যেলেবার বাদে শত্রুর হাতত ধরে দিচেন! রাজ্যপাল পীলাত উয়াক ছাড়ি দিবার চাইচে, কিন্তু তোমরালায় উয়াক পীলাতের আগত অস্বীকার করিচেন।

১৪ তোমরালা সেই পবিত্র আর নির্দোষ মানষিটাক মানি না নিয়া এক জন খুনী মানষিক তোমারলারটে ছাড়ি দিবার কইছিলেন।

১৫ আর যায় জীবন দাতা উয়াক তোমরালা মারি ফ্যেলাইচেন, কিন্তু ভগবানের প্রতিজ্ঞা মতন উয়াক মরণের পাছত বত্তে তুলিচে; আর হামরা এইলার সাক্ষী।

১৬ এই যে ভিখারীটাক তোমরালা দেখিচেন আর উয়াক চেনেন, প্রভু যীশুর উপরাত বিশ্বাসের কারনে, উয়ায় ভাল হইচে। প্রভু যীশুর নামের গুণে যে বিশ্বাস আসিচে, সেই বিশ্বাস তোমারলার সগারে চোখুর আগত উয়াক পুরাপুরি সুস্থ করি তুলিচে।

১৭ "ভাইলা, মুই জানং তোমরালা আর তোমার নেতালাও অজ্ঞানী হয়া প্রভু যীশুক ক্রুশত দিচেন।

১৮ কিন্তু ভগবান ম্যেলা দিন আগতে উয়ার সউগ ভাববাদীলার মইদ্ধো দিয়া কইচিলেক, বাছাই করা রাজাটাক কষ্ট ভোগ করির নাগিবে; আর সেই কতা ভগবান এই নাকান করি পূরণ করিলেক।

১৯ এই বাদে তোমরালা পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরান আর ভগবানের প্রতি মন দেও। যেন তোমারলার পাপ ধুইয়া ফ্যেলা হয়।

২০ ইয়াতে তোমারলার জিরানের বাদে শান্তির নানান কাল পাবেন আর ভগবান যেই রাজাটাক বাছাই করি থুইচে উয়াক আরো প্যেঠা হবে।

২১ যীশুক স্বর্গত বরণ করি নেওয়া হইচে যত দিন অব্দি ভগবান দুনিয়ার সউগ ঠিক ঠাক না করে ততদিন যীশুক স্বর্গত রবার নাগিবে। ম্যেলা দিন আগত যেই নাকান করি পবিত্র ভাববাদীলা কইচে ঐ নাকান হবে।

২২ মহাপুরুষ মোশি কইচিলেক, 'তোমারলার বাদে পরম ভগবান ইস্রায়েলীয় ভাইলার মইদ্ধো থাকি এক জন বিশেষ ভাববাদীক খাড়া করিবে। ভাববাদীটা হবে মোরে নাকান।

২৩ আর এই নাকান হবে, যদি কোন মানষি উয়ার কতা না শুনিবে উয়াক প্রজালার মইদ্ধো থাকি একেবারে নাশ করা হবে।'

২৪ "এইলা ছাড়া ভাববাদী শমূয়েল থাকি শুরু করিয়া ভগবানের শ্যেষ ভাববাদীলা, উমরা সগায় এই কালের কতা কয়া গেইচে।

২৫ তোমরালা তো সেই ভগবানের ভাববাদীলার গুষ্টি। তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টির বাদে ভগবান যে চুক্তি করিচিলেক, তোমরালা তো তারে ভাগীদার। পরম ভগবান, অব্রাহামক এই কতা কয়া চুক্তি করিচিলেক, 'তোমার গুষ্টির মইদ্ধো দিয়া দুনিয়ার সউগ জাতি আশুর্বাদ পাবে।'

২৬ ভগবান নিজের চাকর যীশুক তুলি আনিয়া পইলা তোমারলারটে মানে যিহূদীলারটে প্যেঠাইলেক। তোমারলার

সগাকে বেয়া কাম থাকি ফিরি আনিয়া ভগবান তোমারলাক আশুর্বাদ করিবে।”

৪ পিতর আর যোহন যেলা মানষিলার নগত কতা কবার নাগচে, সেই সমায় দশংগতি মন্দির থাকি যিহূদী বামনলা, মন্দির রক্ষাকারী প্রধান সেনাপতি আর সদ্দূকীলা উমার বগলত আসিয়া হাজির হইলেক।

২ পিতর আর যোহন প্রচার করির ধরচে যে, যীশুর মইদ্ধো দিয়া মরা মানষিক আরো বত্তে তোলা হবে। এই শুনিয়া ঐ নেতালা বিরক্ত হইলেক।

৩ এই বাদে উমরালা পিতর আর যোহনক বন্দী করিয়া নিয়া যায়, আর সইন্ধা হইচে বুলিয়া পরের দিন পর্যন্ত হাজতত থুইলেক।

৪ তাঙো মেলা মানষি উমার প্রচার শুনিয়া বিশ্বাস করিয়া শিষ্য হইলেক। এই বাদে শিষ্যলার সংখ্যা বাড়ি যায়া বেটাছাওয়ার সংখ্যা কমপক্ষে পাঁচ হাজার হইলেক।

৫ পরের দিন সাকাল বেলা যিহূদীলার প্রধান বামনলা, যিহূদী নেতালা আর পন্ডিতলা সগায় যিরূশালেমত একটে জোটো হইলেক।

৬ আর ওটেকোনা মহাবামন হানন হাজির আছিলেক। উয়ায় ছাড়াও কাইফা, যোহন, আলেক্সান্দার আর মহাবামনের

পরিবারের আরো মানষি-জনও আছিলেক।

[৭] উমরা পিতর আর যোহনক উমার মইদ্ধোত খাড়া করিয়া পুছিলেক, “তোমরা কার নামের গুণে বা শক্তিত এই কাম করির ধরচেন?”

[৮] পিতর স্যেলা পবিত্র আত্মাত ভরপুর হয়া কইলেক, “মানিগুনী নেতালা, সমাজপতি ঘর,

[৯] এক জন খোড়া মানষির উপকার করচি বুলিয়া তোমরা আজি হামাক জেরা করির ধরচেন, ক্যেংকরি ভাল হইলেক।

[১০] তোমরা আর সউগ ইস্রায়েলী মানষিলা এইলা জানি থোন, তোমরা যাক ক্রুশ খুটাত টাঙেয়া মারিচেন, আর যাক ভগবান মরা মানষির মইদ্ধো থাকি বত্তে তুলিচে উয়ায় সেই নাসারতের যীশু যায় বাছাই করা রাজা। যীশুর নামের শক্তিতে ভাল হয়া এই মানষিটা তোমার আগত খাড়া হয়া আছে।

[১১] যীশুই হইলেক, ‘সেই খুটি তোমরা রাজ-মিস্ত্রিলা, অকাজের মনে করি ফ্যেলেয়া দিচেন, আর এলা ঐটায় সউগ চায়া দরকারি কোণার খুটি হইচে।’

[১২] পরম প্রভু যীশুর নাম ছাড়া আর অইন্য কোন নামে মুক্তি দিবে না। স্বর্গ-মর্ত্য, এই দুনিয়াত যীশুর নামে যে মুক্তি দিবে ঐটা হামারলাক গ্রহন করির নাগিবে। আর কাঙোরটে মুক্তি পাওয়া যাবে না!”

১৩ নেতালা সগায় পিতর, যোহনের সাহস দেখিয়া আর উমরা আধ্যাত্মিক নেখা পড়া না করা সাধারন মানষি, সেটা জানির পায়া অচানক হইলেক। আর উমরা যে যীশুর সঙ্গের সাথী আছিলেক সেটাও জানির পাইলেক।

১৪ আর ঐ ভাল হওয়া মানষিটাক পিতর আর যোহনের নগত খাড়া হয়া আছে দেখির পায়া, নেতালা কোন কিছু কবার পাইলেক না।

১৫ এই জইন্যে উমরালা পিতর আর যোহনক সভার ভিতিরা থাকি বায়রাত যাবার কইলেক। স্যেলা নেতালা একে অপরের নগত পরামর্শ করিয়া কইলেক,

১৬ "এই মানষিলাক নিয়া হামরা কি করিমু? যিরূশালেমত বসবাস কারি মানষিলা সগায় উমার অচানক চিনের কামের কতা জানি ফ্যেলাইচে। আর হামরাও অস্বীকার করির পারি না।

১৭ কিন্তু মানষিলার মইদ্ধোত এই ঘটনা যাতে না ছড়ায় এই বাদে উমাক ভয় দেখেয়া সাবধান করির নাগিবে। উমরা যাতে কাঙোকে যীশুর নামে কোন কিছু না কয়।"

১৮ এই বাদে পিতর আর যোহনক সভার ভিতিরা ড্যেকে আনিয়া হুকুম দিলেক, "কোন দিন তোমরা যীশুর নামে মানষিলাক কোন কিছু কবেন না আর শিক্ষাও দিবেন না।"

১৯ কিন্তু পিতর আর যোহন কইলেক, "তোমরালায় বিচার কর ভগবানের নজরত কোনটা ঠিক! তোমারলার আদেশ পালন

করিমু, না ভগবানের আদেশ পালন করিমু?

২০ হামরা যেইলা দেখিচি, শুনিচি সেইলা মানষিক না কয়া রবার পারি না।”

২১-২২ আর যে মানষিটার উপরাত অচানক চিনের কাম হইচে, উয়ার বয়স চল্লিশের বেশী আছিলেক। ঐ অচানক ঘটনা দেখিয়া ম্যেলা মানষি ভগবানের গুণগান করির ধরছিলেক। ইয়াতে নেতালা যদিও পিতর আর যোহনক শাস্তি দিবার চাইছিলেক, কিন্তু মানষিলার ভয়ে পারে নাই। উমাক খুব ভয় দেখেয়া ছাড়ি দিলেক।

২৩ পিতর আর যোহন ছাড়া পায়া নিজের সঙ্গী সাথীলারটে ফিরি গেইলেক। স্যেলা প্রধান বামনলা আর যিহূদী নেতালা যেইলা কইচে সউগে যায়া মানষিলাক কইলেক।

২৪ এই কতা শুনিয়া শিষ্যলা সগায় মিলি এক মনে ভগবানেরটে প্রার্থনা করির নাগিলেক, “হে দিন দুনিয়ার মালিক! দ্যাওয়া-দুনিয়া, সাগর এইলার মইদ্ধে সউগে তুই সিজ্জন করিচিস।

২৫ তুই তোর চাকর হামারলার চৌদ্দ গুষ্টির বাপ দায়ূদের মুখ দিয়া পবিত্র আত্মার চালনায় কতা কইচিস, ‘ক্যেনে সউগ জাতির মানষিলা অস্থির হয়া চেকরা-চিকরি করে? ক্যেনে মানষিলা ভগবানের বিরুদ্ধে বোকার নাকান চক্রান্ত করে?

২৬ ভগবান আর উয়ার বাছাই করা রাজার বিরুদ্ধে, দুনিয়ার রাজালা খাড়া হইচে, আর শাসনকর্তালা একটে হয়া বৈঠক করির

ধরচে।’

২৭ হ্যে এইটা সচাং, তোর পবিত্র চাকর যীশুক তুই নিযুক্ত করিচিস। উয়ার বিরুদ্ধে রাজা হেরোদ আর পন্তীয় পীলাত এই গঞ্জের যিহূদীলা, অযিহূদীলার নগত একটে হয়া বৈঠক করিচে।

২৮ হামরা তো জানি, তোর ইচ্ছা আর শক্তিতে যেইলা ঘটনা ঘটিবে সেইলা তুই আগোতে ঠিক করি থুচিস। আর উমরা ঐলায় করিলেক।

২৯ এলা দেখেক দয়াল ভগবান, উমরালা ক্যেংকরি হামারলাক ভয় দেখের ধরচে। তোর অধম চাকর হামারলাক এমন শক্তি দে যাতে খুব সাহস করি তোর বাইক্য কবার ক্ষমতা পাই।

৩০ তোর হাত বাড়েয়া দে যাতে তোর পবিত্র চাকর যীশুর নামে মানষিলাক সুস্থ করির পারে আর অচানক অচানক চিনের কাম করির পারে।”

৩১ উমরালা যে জাগাত একটে হয়া প্রার্থনা করির ধরছিলেক, প্রার্থনা শ্যেষ হইতে কালে ঐ জাগাখান কাপিয়া উঠিলেক। উমরা সগায় পবিত্র আত্মাত ভরপুর হয়া সাহস করিয়া ভগবানের বাইক্য কবার নাগিলেক।

৩২ যীশুর শিষ্যলা মনে পরানে একে আছিলেক। উমরালা নিজের বুলিয়া কোন কিছু মনে করে নাই, তোর তোর মোর মোর ভাবও আছিলেক না।

৩৩ খবরিয়ালা মহাশক্তিবান হয়া সাক্ষী দিবার নাগিলেক যে, প্রভু যীশু মরণক জয় করি বত্তি উঠিচে। আর উমারলার সগারে উপরাত ভগবানের ম্যেলা আশুর্বাদ আছিলেক।

৩৪ উমার মইদ্ধে কাঙোরো কোন অভাব আছিলেক না, ক্যেনেনা উমারলার জাগা-জমিন, ঘর-বাড়ি যা কিছু আছিলেক বেচেয়া টাকা-পাইসা খবরিয়ালার হাতত দিলেক।

৩৫ খবরিয়ালা যার যেমন দরকার তাক তেমন দিবার ধরছিলেক।

৩৬ শিষ্যলার মইদ্ধোত একজনের নাম আছিলেক যোষেফ। খবরিয়ালা উয়াক বার্ণবা কয়া ড্যেকায়, যার মানে হইলেক উৎসাহদাতা। উয়ায় আছিলেক সাইপ্রাস দ্বীপত।

৩৭ উয়ায় এক খন্ড জমিন বেচেয়া টাকা-পাইসা আনিয়া খবরিয়ালার হাতত দিলেক।

৫ অননিয় নামে এক জন মানষি আর উয়ার বউ সফীরা দুইজনে মিলিয়া উমার এক খন্ড জমিন বেচাইলেক।

২ সেই জমির টাকা খবরিয়ালার হাতত আনিয়া দিলেক, কিন্তু গোপনে কিছু টাকা নিজেরটে রাখিলেক। এই বিষয়ে উয়ার বউ জানিয়া একমত আছিলেক।

৩ স্যেলা পিতর কইলেক, “অননিয়, শয়তান অসুর ক্যেংকরিয়া তোর মন জয় করি নিলেক? জমি বেচার কিছু টাকা তুই নিজের বাদে থুচিস। তাইলে তুই ক্যেনে পবিত্র আত্মাক মিছাং কতা কলু?

৪ জমি তো তোরে আছিলেক! আর বেচেবার পাছত তুই কত টাকা দান করিবু এইটাও তোর নিজস্ব ব্যাপার। ক্যেনে তুই এই কাম করিলু? তুই মানষিক মিছাং কতা কইস নাই, স্বয়ং ভগবানক মিছাং কতা কইচিস।”

৫ এই কতাটা শুনতে কালে অননিয় মাটিত পড়িয়া মরি গেইলেক; এই ঘটনাটা যায় যায় শুনিলেক উমরা সগায় খুব ভয় খাইলেক।

৬ পাছত গাবুর চেংড়ালা উঠিয়া উয়ার দেহাত কাপড় জড়েয়া বায়রাত নিয়া যায়া উয়াক সমাধি দিলেক।

৭ ইয়ার আনুমানিক তিন ঘণ্টা পাছত অননিয়র বউ সফীরা আসিলেক, কিন্তু কি ঘটনা ঘটিচে, এইটা উয়ায় জানে না।

৮ স্যেলা পিতর উয়াক কইলেক, “হ্যে মাই সফীরা, মোক কঃ দেখি, তোমরা কি জমিটা এই টাকাতে বেচাইচেন?” সফীরা কইলেক, “হ্যে; ঐ টাকাতে জমিন বেচাইচি।”

৯ পিতর কইলেক, “প্রভুর আত্মাক যাচাই করির বাদে তোমরা দুইজনে এইটা ঠিক করিলেন! দেখ, যায় যায় তোর সোয়ামিক সমাধি দিবার গেইচে, উমরা দুয়ারত আসিয়া আছে। তোকো বায়রাত নিয়া যাবে।”

[১০] এই কতা শুনিতে কালে সফীরা পিতরের ঠ্যেংএর বগলোত পড়িয়া মরিলেক। গাবুর চ্যেংড়ালা ঘর সোন্দেয়া দেখিলেক, সফীরাও মরি গেইচে। স্যেলা সফীরাকো নিয়া যায়া উয়ার সোয়ামির বগলত সমাধি দিলেক।

[১১] এই কতা শুনিয়া যীশুক অনুসরনকারী সউগ সমিতির সদস্যলা আরো অইন্য মানষিলা সগায় খুব ভয় খাইলেক।

[১২] খবরিয়ালার হাত দিয়া নানা নাকান অচানক অচানক চিনের কাম করির ধরচে। শিষ্যলা সগায় এক মনে পরানে শলোমনের নামে যে বারান্দা আছিলেক, ওটেকোনা একটে হবার ধরচে।

[১৩] অইন্য মানষিলা উমার নগত যোগ দিবার সাহস পায় নাই, কিন্তু ঐ মানষিলা উমাক সন্মান করে।

[১৪] তাঙো ম্যেলা বেটাছাওয়া, বেটিছাওয়া প্রভু যীশুক বিশ্বাস করিয়া এক সাথে শিষ্যলার দলত যোগ দিবার নাগিলেক।

[১৫] আর খবরিয়ালা যেইলা কাম করির ধরছিলেক, এইলা দেখিয়া মানষিলা অসুকিয়া মানষিলাক খাটের উপরাত আর মোটা কেতার উপরাত, ঘাটাত আনিয়া থুবার নাগিলেক, যাতে পিতর ঘাটা দিয়া যাবার সমায় দেহার ছায়া কারো কারোর উপরাত পড়ে।

[১৬] যিরূশালেমের চাইরো পাকের গেরামের অসুকিয়া আরো অপদেবতা ধরিয়া কষ্ট পাওয়া মানষিলাক আনিয়া ভিড় করির নাগিলেক, আর উমরালা সগায় ভাল হইলেক।

১৭ এই দেখিয়া মহাবামন আর উয়ার সাথী সদ্দূকী দলের মানষিলা হিংসায় জ্বলি পুড়ি উঠিলেক।

১৮ উমরালা খবরিয়ালাক ধরিয়া জেলত বন্দী করি থুইলেক।

১৯ কিন্তু রাইতোতে পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত আসিয়া জেলের দুয়ারখান খুলিয়া যীশুর খবরিয়ালাক বাইরা নিয়া যায়া কইলেক,

২০ "তোমরা দশংগতি মন্দিরত যাও, ওটেকোনা খাড়া হয়া অমৃত জীবন সমন্ধে প্রচার কর।"

২১ স্বর্গদূতের আদেশ মতন ভোর সাকাল হইতে কালে উমরা দশংগতি মন্দিরত সোন্দেয়া প্রচার করির ধরিলেক। আর এদিয়া মহাবামন আর উয়ার সঙ্গী-সাথীলা, যিহূদী সমাজের মানিগুনী মানষিলাক একটা সভাত ড্যেকাইলেক। জেল থাকি খবরিয়ালাক আনির বাদে মানষি প্যেঠাইলেক।

২২ কিন্তু মন্দিরের কর্মচারীলা জেলখানাত যায়া দেখিলেক মানষিলা নাই।

২৩ উমরা ফিরি আসিয়া এই খবরটা দিলেক, "হামরা দেখিলুং জেলখানার দুয়ারত শক্ত করি তালা দেওয়া আছে, পাহারাদারলাও দুয়ারে দুয়ারে খাড়া হয়া আছে। কিন্তু দুয়ারখান খুলিয়া ভিতিরাত কাঙোকে দেখির পাইলুং না।"

২৪ এই কতা শুনিয়া মন্দিরের প্রধান কর্মচারী, প্রধান বামনলা, বুদ্ধিহারা হয়া চিন্তা করির ধরলেক, এলা কি হবে?

২৫ ইয়ার মইদ্ধে এক জন মানষি আসিয়া কইলেক, “তোমরা যেই মানষিলাক জেলখানাত থুইচেন, উমরা মন্দিরত যায়া প্রচার করির ধরচে।”

২৬ স্যেলা প্রধান কর্মচারী, উয়ার অধীনে থাকা কর্মচারীলার সোদে ওটেকোনা যায়া খবরিয়ালাক ধরি আনিলেক। ক্যেনেনা উমরা ভিড়ের মানষিলাক ভয় খাইলেক, যদি উমরা শিল দিয়া ঢ্যেলায়!

২৭ পাছত উমারলাক আনিয়া মহাসভাত খাড়া করিয়া মহাবামন খবরিয়ালাক পুছিলেক,

২৮ “হামরা তোমাক কড়া আদেশ দিচি কি না? যে যীশুর বিষয়ে আর প্রচার করেন না, কিন্তু তোমরা যিরূশালেমের সউগ জাগাতে প্রচার করিচেন। ঐ মানষিলার মরিবার দোষ হামার উপরাত চাপে দিবার ধরচেন।”

২৯ পিতর, আরো অইন্য খবরিয়ালা কইলেক, “মানষির আদেশ পালন না করিয়া ভগবানের আদেশ পালন করা উচিত।

৩০ যাক ক্রুশ খুটাত টাঙেয়া মারি ফ্যেলাইচেন, হামার চৌদ্দ গুষ্টির ভগবান উয়ায় প্রভু যীশুক আরো বত্তে তুলিচে।

৩১ আর ভগবান উয়াক সন্মানের উচা পদ দিয়া মুক্তিদাতা রাজা হিসাবে ভগবানের ডাইন পাকে বসিবার ক্ষমতা দিচে। যাতে ইস্রায়েলী মানষিলা পাপের ঘাটা থাকি ঘুরিয়া ক্ষমা পাবার পায়।

৩২ হামরা এইলার সউগলার সাক্ষী, আর ভগবানের বাধ্য হয়া যায় চলে। উয়াক পবিত্র আত্মা দান করা হইচে, পবিত্র আত্মাও এইলার সাক্ষী।”

৩৩ এই কতা শুনতে কালে মহাসভার সউগ মানষিলা রাগে অগুন হয়া খবরিয়ালাক মারি ফ্যেলের চাইলেক।

৩৪ কিন্তু মহাসভার এক জন বয়স্ক সদস্য যার নাম গমলীয়েল, উয়াক সগায় সন্মান দিবার ধরছিলেক। উয়ায় ফরীশী দলের ধর্মগুরু আছিলেক। উয়ায় খাড়া হয়া কইলেক, “অল্প সমায়ের বাদে উমারলাক বায়রাত নিয়া যাও।”

৩৫ পাছত মহাসভার মানষিলাক কইলেক, “হে ইস্রায়েলী মানষিলা, এই মানষিলাক কি করির চান, তোমরা এই বিষয়ে সাবধান হন।

৩৬ ইয়ার আগত থুদাস নামে এক জন আসিয়া নিজক মহাপুরুষ কয়া দাবি করির ধরছিলেক, উয়ার নগত কমপক্ষে চারশ মানষি আছিলেক, থুদাসক মারি ফ্যেলা হইচে আর উয়ার সাথীলা ছিল্লা ছিল্লি হয়া পড়িচে।

৩৭ তার পাছত মানষি গণার সমায় গালীলের যুদাস আসিয়া মানষিলাক ক্ষ্যেপেয়া তুলিলেক, উয়াকও মারি ফ্যেলা হয় আর উয়ার সঙ্গী-সাথীলা ছিল্লা ছিল্লি হয়া পড়ে।

৩৮ এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, এই মানষিলাক কিছু করেন না, ইমাক ছাড়ি দেও, ইয়ার উদ্দেশ্য যদি মানষির

থাকি হয়া থাকে তাইলে ইমরা ধ্বংস হবে।

৩৯ কিন্তু যদি ভগবানের হয়া থাকে তাইলে তোমরা দমন করির পাবেন না বরং ভগবানের বিরুদ্ধে লড়াই করির ধরচেন।”

৪০ স্যেলা সভার সগায় গমলীয়েলের কতাত রাজি হইলেক, আর খবরিয়ালাক ভিতিরাত আনিয়া চাবুক মারিয়া ছাড়ি দিয়া কইলেক, যীশুর বিষয় প্রচার য্যেন না করে।

৪১ এই খবরিয়ালা মহাসভার ভিতিরা থাকি আনন্দ করিতে করিতে ঘরের বাইরা আসিলেক, ক্যেনেনা ভগবান উমাক যীশুর নামে অপমান সহ্য করির যোগ্য বুলিয়া মনে করে।

৪২ উমরা সউগ দিনে মন্দিরত আর বাড়ি বাড়ি যায়া সনাতন পবিত্র শাস্ত্র সমন্ধে শিক্ষা দিবার নাগিলেক। যীশুই এক মাত্র বাছাই করা রাজা, এই ভাল খবরটা প্রচার করির নাগিলেক।

৬ সেই সমায় শিষ্যলা সংখ্যায় বেশী হবার নাগিলেক। আর গ্রীক ভাষাত কতা কওয়া যিহূদীলা, ইব্রীয় ভাষাত কতা কওয়া যিহূদীলার বিরুদ্ধে দোষ দিবার নাগিলেক যে, সদায় খাবার দিবার সমায় উমার বিধুয়ালা কিছুই পায় না।

২ স্যেলা সেই বারো জন অধিকার পাওয়া খবরিয়া সউগ শিষ্যলাক একটে ড্যেকেয়া কইলেক, “ভগবানের ভাল খবর প্রচার করা ছাড়ি দিয়া, খাবার পরিবেশন করার কামে ব্যস্ত থাকা হামারলার বাদে ঠিক না হয়।

৩ এই বাদে ভাই বইনিলা তোমারলার মাঝিলা থাকি এমন সাত জন মানষিক বাছিয়া নেও, যায় যায় পবিত্র আত্মায়, জ্ঞানে ভরপুর আর যাক যাক সগায় সন্মান করে। উমারলাক এই সেবা কামের ভার দিমু।

৪ ফলে হামরালা প্রার্থনা আর ভগবানের ভাল খবর প্রচারের কামত আরো বেশী করি সমায় দিবার পামো।”

৫ সমিতির সগাকে এই কতা ভাল নাগিলেক। এই বাদে উমরা বিশ্বাসোত আর পবিত্র আত্মাত ভরপুর স্তিফানোক বেছি নিলেক। তাছাড়া ফিলিপ, প্রখর, নীকানর, তীমোন, পার্মীনা, আন্তিয়খিয় গঞ্জের নিকলায়, উমাক বেছি নিলেক। এই নিকলায় অযিহূদী হয়াও যিহূদী ধর্ম পালন করির ধরছিলেক।

৬ স্যেলা সমিতির মানষিলা এই সাত জনাক সেই বারো জন খবরিয়ালারটে নিয়া গেইলেক। আর খবরিয়ালা প্রার্থনা করি উমারলাক কামত যোগ দিবার বাদে হাত থুইয়া আশুর্বাদ করিলেক।

৭ এই নাকান করি ভগবানের বাইক্য ছড়িয়া পড়ির নাগিলেক, আর যিরূশালেমত শিষ্যলার সংখ্যা খুব পচ-পচে বারির নাগিলেক। এমন কি যিহূদী বামনলার মইদ্ধো থাকি একটা বড় দল যীশুর ভাল খবর মানি নিলেক।

৮ স্তিফান ভগবানের আশুর্বাদে আর ক্ষমতায় ভরপুর হয়া মানষিলার মইদ্ধোত বড় বড় অচানক চিনের কাম করির

নাগিলেক।

[৯] স্যেলা এদিয়া কয়জন যিহূদী মানষি স্তিফানের এটে আসিয়া কাজিয়া করির নাগিলেক। কাঙো কাঙো যে উপাসনা ঘরের নাম মুক্তি দেওয়া মানষিলার উপাসনা ঘর, সেই উপাসনা ঘরের সদস্য, উমরালা কুরীণী দেশ আর আলেক্সান্দ্রীয়া গঞ্জের মানষি। উমার নগত কিলিকিয়া আর এশিয়া প্রদেশের কয়জন মানষিও আসিয়া যোগ দিলেক।

[১০] কিন্তু স্তিফান পবিত্র আত্মার জ্ঞানে কতা কবার নাগিলেক। সেই বাদে উমরা উয়ার কতার বিরুদ্ধে আর খাড়া হবার পাইলেক না।

[১১] স্যেলা ঐ যিহূদীলা গোপনে কয়জন মানষিক এই কতা কবার উসকানি দিলেক, “স্তিফান, মহাপুরুষ মোশি আর ভগবানের বিরুদ্ধে অপমানের কতা কইচে হামরা শুনিচি।”

[১২] এই নাকান করি উমরা মানষিলাক, যিহূদী নেতালাক আর ধর্ম পন্ডিতলাক ক্ষ্যেপে তুলিয়া স্তিফানক মহাসভার বগলত ধরি আনিলেক।

[১৩] উমরা স্যেলা কয়জন মিছাং সাক্ষীক খাড়া করিলেক। সাক্ষীলা কইলেক, “এই মানষিটা সউগ সমায় পবিত্র দশংগতি মন্দির আর মহাপুরুষ মোশির আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কতা কয়।

[১৪] সেই নাসারত গেরামের যীশু এই মন্দির ভাঙিয়া ফ্যেলাবে আর মহাপুরুষ মোশি যে প্রথা হামারলাক দিয়া গেইচে, সেইলাও

বদলে দিবে। হামরা উয়ারটে এই কতা শুনিচি।”

১৫ যায় যায় সেই মহাসভাত বসি আছিলেক, উমরা সগায় স্তিফানের ভিতি চায়া দেখিলেক, স্যেলা উয়ার মুখ এক জন স্বর্গদূতের মুখের নাকান চকচকা হয়া গেইলেক।

৭ ইয়ার পাছত মহাবামন, স্তিফানক পুছিলেক, “এই কতা কি সচাং?”

২ স্যেলা স্তিফান কইলেক, “ভাই বইনিলা বাপের ঘর, তোমরা সগায় শোনো, হামার চৌদ্দো গুষ্টির বাপ অব্রাহাম মেসোপতেমিয়া দেশত রবার সমায় ভগবানের মহিমা দেখা পাইছিলেক। পাছত কিন্তু উয়ায় হারণ গঞ্জত বসতি শুরু করিলেক।

৩ ভগবান উয়াক কইলেক, তুই নিজ দেশ থাকি বিরিয়া, তোর গুষ্টি, সাগাই-সোদর ছাড়িয়া মুই যে দেশ দেখাইম সেই দেশ চলি যা।

৪ “এই বাদে উয়ায় কলদীয় মানষিলার দেশ ছাড়িয়া হারণ গঞ্জত আসিয়া বসতি শুরু করিলেক। আর উয়ার বাপ মরার পাছত ভগবান আগের দেশ থাকি উয়াক এই দেশত আনিলেক, তোমরালায় এলা যে দেশত বসতি করির ধরচেন।

৫ এই দেশত উয়াক সয়-সম্পত্তি কিছুই দিলেক না, এমন কি এক তিল জমিও না। ভগবান অব্রাহামক কতা দিছিলেক, এই

কনান দেশ এক দিন উয়াক আর উয়ার বংশক দিবে। স্যেলাও উয়ার কোন ছাওয়া-ছোটো আছিলেক না।

৬ ভগবান অব্রাহামক কইলেক, ‘তোর বংশের মানষিলা ভিন দেশত চাকরের নাকান করি জীবন কাটাবে। সেই দেশের মানষিলা উমারলার উপর চারশ বছর ধরিয়া অইত্যাচার করিবে।

৭ উমরা যে জাতির চাকর হবে মুই উমার বিচার করিম, পরে উমরা ঐ দেশ থাকি বাইর হয়া আসিয়া মোর উপাসনা করিবে।’

৮ পাছত অব্রাহামের নগত ভগবান এক চুক্তি করিলেক। এই চুক্তির মইদ্ধো দিয়া একটা নিয়ম বানাইলেক। অব্রাহামের ইসহাক নামে একটা চ্যেংড়া ছাওয়া জন্ম হইলেক। বিধির বিধান মতন আট দিনের দিন দেহাত চিন দিলেক। উমরা ইসহাকের বেটা যাকবক দেহাত চিন দিলেক, এই নাকান করি যাকবের বেটালা বারোটা গোষ্ঠির বাপ হইলেক।

৯-১০ “যাকবের বেটালা উয়ার ভাই যোষেফক হিংসা করির নাগিলেক আর উয়াক মিশর দেশত চাকর ব্যবসায়ীরটে বেচে দিলেক। ব্যবসায়ী উয়াক মিশর দেশ নিয়া গেইলেক। কিন্তু যোষেফ সেই দেশত নানা নাকান দুঃখ-কষ্ট, বিপদে পরির নাগিলেক। ভগবান উয়ার নগত আছিলেক বুলিয়া সউগ বিপদ-আপদ, কষ্ট থাকি উয়াক রক্ষা করিলেক। স্যেলা ভগবান যোষেফক দয়া দেখেয়া, জ্ঞান দান করিয়া মিশরের রাজা ফরৌণের নগত দেখা করাইলেক। উয়াক রাজা ফরৌণ নিজের বাড়ি আর মিশর দেশের কর্তা বানাইলেক।

১১ পাছত গোটায় মিশর আর কনান দেশত মঙ্গা দেখা দিলেক। হামারলার চৌদ্দ গুষ্টির মানষিলা খাবারের আকালত পড়িলেক, আর তাতে কষ্ট পাবার নাগিলেক।

১২ কিন্তু যাকব শুনির পাইলেক যে, মিশরত খাবার আছে। স্যেলা উয়ায় পইলাতে চৌদ্দ গুষ্টির মানষিলাক প্যেঠে দিলেক।

১৩ দ্বিতীয় বার যোষেফ ভাইলার সোদে পরিচয় হইলেক যে, উয়ায় কায়! স্যেলায় ফরৌণ যোষেফের গোষ্ঠির বিষয় জানির পাইলেক।

১৪ তার পাছত যোষেফ উয়ার বাপ যাকব, আর অইন্য সগাকে ড্যেকে প্যেঠাইলেক। উমরালা পঁচাত্তর জন আছিলেক।

১৫ এই নাকান করি যাকব মিশর গেইলেক, ওটেকোনা উয়ায় আর হামার চৌদ্দ গুষ্টির মানষিলা মরিলেক।

১৬ উমারলার দেহা কনান দেশের শিখেম নামে জাগাত সমাধি দেওয়া হইলেক। এই সমাধি দেওয়ার জাগাখান অব্রাহাম শিখেম গঞ্জের হমোরের বেটালারটে রূপা দিয়া কিনি নিছিলেক।

১৭ "অব্রাহামেরটে ভগবান যে কতা দিছিলেক, সেই কতা এলা পূরণ হবার সমায় আসিচে, এলা মিশরত হামার মানষির সংখ্যা খুব বেশী হয়া উঠিলেক।

১৮ ইয়ার পাছত মিশরত আর এক জন রাজা হইলেক। উয়ায় যোষেফক জানে না।

[১৯] ঐ রাজা হামার মানষিলার নগত ছল-চাতুরী করিলেক। হামার চৌদ্দ গুষ্টির উপরা খুব অইত্যাচার করিলেক। এইলা ছাড়াও কাচুয়া ছাওয়া জন্ম হবার পরে উমরা যাতে মরি যায় সেই বাদে ওই ছাওয়ালাক বায়রাত ফ্যালে থুবার উমারলাক বাধ্য করিলেক।

[২০] "সেই সমায় মহাপুরুষ মোশির জন্ম হইচে। উয়ায় ভগবানের নজরত দেখিবার খুব সুন্দর আছিলেক। তিন মাস অব্দি উয়ায় উয়ার বাপের বাড়িতে লালন-পালন হইলেক।

[২১] পাছত য্যেলা উয়াক বাইরা ফ্যেলে থোয়া হইলেক, স্যেলা ফরৌণের বেটি উয়াক নিয়া যায়া নিজের বেটার নাকান মানষি করি তুলিলেক।

[২২] মোশি মিশরীয়লার সউগ নাকান বিদ্যায় শিক্ষিত হইলেক। উয়ায় কতায় আর কামত খুব শক্তিশালী হইলেক।

[২৩] "শ্রী মোশির বয়স য্যেলা চল্লিশ বছর হইলেক, স্যেলা উয়ায় উয়ার ইস্রায়েলী ভাইলাক দেখিবার ইচ্ছা হইলেক।

[২৪] এক জন মিশরীয় মানষি এক জন ইস্রায়েলীয় মানষির প্রতি বেয়া ব্যবহার করা দেখিয়া মোশি ওই ইস্রায়েলী মানষিটার পক্ষে হয়া, ঐ মিশরীয় মানষিটাক ডাঙেয়া প্রতিশোধ নিলেক।

[২৫] শ্রী মোশি ভাবিলেক যে, উয়ার নিজের মানষিলা বুঝির পাবে ভগবান উয়াক দিয়া উমারলাক মুক্তি দিবে। কিন্তু উমরালা সেইটা বুঝির পাইলেক না।

২৬ পরের দিন মোশি দুই জন ইস্রায়েলীক ডাঙা-ডাঙি করির দেখিলেক। স্যেলা উয়ায় উমারলার বগলত যায়া মিল করি দিবার চেষ্টা করিলেক, হ্যে বাহে! তোমরা তো ভাই ভাই; তাইলে ক্যেনে এক জন অইন্য জনের সাথে বেয়া ব্যবহার করিবার নাগচেন?

২৭ "কিন্তু যে মানষিটা বেয়া ব্যবহার করিচে, উয়ায় মোশিক ধাক্কেয়া কইলেক, হামারলার উপরা শাসনকর্তা হয়া বিচার করির অধিকার তোমাক কায় দিচে?

২৮ গেল কালি যেই নাকান করি ওই মিশরীয়ক মারি ফ্যেলাইচেন, হামাকো কি সেই নাকান করি মারি ফ্যেলের চান?

২৯ এই কতা শুনিয়া মোশি পালে যায়া মিদিয়ন দেশত রবার নাগিলেক। ওটেকোনায় উয়ার দুইটা বেটার জন্ম হইলেক।

৩০ "এই নাকান করি আরো চল্লিশ বছর পার হয়া গেইল। সিনাই পাহাড়ের বগলোত যে মরু এলাকা আছিলেক ওটেকোনা একটা ঝোপের জ্বলন্ত অগুনের মইদ্ধোত এক জন স্বর্গদূত মোশিক দেখা দিলেক।

৩১ এই দেখিয়া মোশি অচানক হইলেক। ভাল করি দেখিবার বাদে যেয়লা বগলোত যাবার ধরচে, স্যেলা ভগবানের কতা শুনির পাইলেক,

৩২ মুই তোর চৌদ্দ গুষ্টির ভগবান, অব্রাহাম, ইসহাক আর যাকবের ভগবান। স্যেলা মোশি ভয়ত কাঁপির নাগিলেক; ভাল করি দেখির সাহস আর হইলেক না।

৩৩ “স্যেলা ভগবান উয়াক কইলেক, তোর জুতা হোসকাও, ক্যেনেনা তুই যেই জাগাত খাড়া হয়া আছিস সেই জাগাখান পবিত্র।

৩৪ মিশর দেশত মোর নিজের মানষিলার উপরাত যে অইত্যাচার হবার নাগচে, সেইলা মুই দেখিচুং। মুই উমারলার কান্দোন শুনিচুং, উমারলাক মুক্তি করিবার বাদে নামি আসিচুং। মোশি তুই আয়, মুই এলা তোক মিশর দেশ প্যেঠাইম।

৩৫ “মোশিক ইজ্রায়েলী মানষিলা মানি না নিয়া কইলেক, কায় তোমাক হামার শাসনকর্তা আর বিচারক বানাইচে? যেই স্বর্গদূত মোশিক জ্বলন্ত ঝোপের ওটেকোনা দেখা দিছিলেক, সেই স্বর্গদূত মোশিক ভগবানের খবরিয়া করিয়া প্যেঠাবে।

৩৬ এই মোশিই ইজ্রায়েলী মানষিলাক মিশর দেশ থাকি বাইর করি আনচে, উয়ায় মিশরের নাল সাগরের নিধুয়া পাথারত চল্লিশ বছর ধরি অচানক চিন-এর কাম করিলেক।

৩৭ ইয়ায় সেই মোশি যায় ইজ্রায়েলী ভাইলাক কইচিলেক, তোমারলার মইদ্ধো থাকি এক জন ভাববাদী, ভগবান বাছাই করি থুইচে, যায় হইলেক মোর নাকান।

৩৮ ইয়ায় ইজ্রায়েলী মানষিলার মরুভূমির সভাত আরো হামার চৌদ্দ গুষ্টির নগত আছিলেক, যেই স্বর্গদূত সিনাই পর্বতত মোশির নগত কতা কইচে। এই মোশি ভগবানেরটে থাকি জীবন্ত বাইক্যের জ্ঞান পায়া হামারলাক দিচে।

৩৯ “কিন্তু হামার চৌদ্দ গুষ্টি উয়ার বাইক্য না মানিয়া উয়ার বিরোধীতা করিলেক। উমরা মনে মনে মিশর দেশ ফিরি যাবার চাইলেক।

৪০ উমরা হারনক কইলেক, এই মোশি হামাক মিশর দেশ থাকি বাইর করি আনিচে, উয়ার কি হইচে হামরা কিছুই বুঝির পাবার ধরচি না। তাইলে চলো, হামার বাদে দেবতালার মূর্তি বানাও যায় যায় হামাক চালনা করি আগে আগে নিয়া যাবে।

৪১ স্যেলা উমরা বাছুরের নাকান একটা মূর্তি বানাইলেক, এই মূর্তির আগত পশু বলিদান করিলেক। উমার নিজের হাতে বানা দেবতাক নিয়া আনন্দ করির নাগিলেক।

৪২ কিন্তু ভগবান বিমুখ হয়া উমাক ছাড়িয়া দিলেক, আর উমরা বেলা, চান, তারার পূজাতে মাতি রইলেক। একে নাকান কতা ভগবানের ভাববাদীর বইয়ত নেখা আছে, ‘হে ইস্রায়েলীলা, এই নিধুয়া পাথারত তোমরা কি মোর বাদে চল্লিশ বছর ধরি কোন দিন পশু বলি আর নৈবদ সঁপে দিচেন?

৪৩ না দেন নাই, কিন্তু তোমারলার সেই মোলক দেবের পালকি আর তোমারলার রিফণ দেবতার তারা পূজা করার বাদে নিজের বানা যে মূর্তিলা পালকিত উবিয়া নিয়া গেইচেন। এই বাদে মুই বাবিল দেশের ঐ পাকে প্যেঠেয়া বনবাস দিম।’

৪৪ “নিধুয়া পাথারত হামার চৌদ্দ গুষ্টিরটেই তাম্বুটা আছিলেক। ভগবান যেই নাকান করি মোশিক আদেশ দিচে, আর স্বর্গদূত

মোশিক যেই নাকান করি বানের কইচে, উমরালা ঐ নাকানে বানাইচে।

৪৫ হামার চৌদ্দ গুষ্টিলা তাম্বুটা পায়া উমার নেতা যিহোশূয়র অধীনত নিজের মানষিলার নগত এই দেশত আনিচে। ভগবান এই সমায় উমার আগ হাতে অইন্য জাতিলাক খ্যেদে দিচে। আর এই তাম্বু রাজা দায়ূদের কাল পর্যন্ত এই দেশত আছিলেক।

৪৬ ইয়ায় ভগবানের নজরত আশুর্বাদ পাবার উপযুক্ত হইলেক। আর উয়ায় যাকবের ভগবানের ঘর বানের বাদে অনুমতি চাইলেক।

৪৭ কিন্তু এই ঘরটা শলোমন বানেয়া দিলেক।

৪৮ "ভগবানের ভাববাদী কইচে, মানষির বানা ঘরত পরম প্রভু বসবাস করে না। ভগবান কইলেক,

৪৯ 'স্বর্গ হইলেক মোর সিংহাসন, দুনিয়া হইলেক ঠ্যেং থুবার জাগা, তুই মোর জইন্যে কি নাকানের ঘর বানাবু?

৫০ মোর জিরিবার জাগা কোটে, মুই কি মোর হাত দিয়া এইলা সিজ্জন করং নাই?'

৫১ "হে মোর বর্বর জাতি! ক্যেনে তোমরালা সউগ-সমায় পবিত্র আত্মাক নিন্দা করেন? তোমারলার অন্তর আর কান অযিহূদী মানষিলার নাকান, তোমার চৌদ্দ গুষ্টি যেই নাকান করিচে তোমরাও একে নাকান করির ধরচেন।

৫২ তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টিলা এমন কোনো ভাববাদীক বাদ দেয় নাই যে, কাঙোকে অইত্যাচার করেন নাই। যে ভাববাদীলা ম্যেলা দিন আগত ধার্মিক মানষিটার আইসার কতা প্রচার করিচিলেক, তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টি উমারলাক খুন করিচে। আর এলা তোমরালা সেই ধার্মিক মানষিটাক শত্রুর হাতত মারি ফ্যেলের বাদে ধরেয়া দিচেন।

৫৩ কিন্তু তোমারলাক তো স্বর্গদূতের মইদ্ধো দিয়া নিয়ম-কানুন করি দেওয়া হইচে, এই নিয়ম-কানুন তোমরা পালন করেন নাই।”

৫৪ যিহূদী নেতালা স্তিফানের কতা শুনিয়া অগুনের নাকান গোসা হয়া দাঁত কিরমিরির নাগিলেক।

৫৫ স্যেলা স্তিফান পবিত্র আত্মাত ভরপুর হয়া স্বর্গের ভিতি দেখিতেই ভগবানের মহিমা দেখির পাইলেক। আরো দেখির পাইলেক যে, ভগবানের ডাইন পাকে যীশু খাড়া হয়া আছে।

৫৬ আর স্তিফান কইলেক, “দেখ! মুই স্বর্গ খোলা দেখির ধরচুং যে, বাছাই করা মানষি ভগবানের ডাইন পাকে খাড়া হয়া আছে।”

৫৭ যিহূদী নেতালা জোরে চিকিরিয়া উঠিলেক আর নিজের কানত নগুল দিলেক। স্তিফানক ধরির বাদে উয়ার দেহাত এক সাথে ঝাপ্পে পড়িলেক।

৫৮ তার পাছত স্তিফানোক শিল দিয়া ঢ্যেলে মারির বাদে গঞ্জের বাইরা নিয়া গেইলেক। আর সাক্ষীলা উমার কাপড়-চোপড়

হোসকে নিয়া শৌল নামে গাবুর চেংড়ার ঠ্যেংএর বগলত জমা করি থুইলেক।

৫৯ উমরা স্তিফানক শিল দিয়া ঢ্যেলাইতে আছে, স্যেলা উয়ায় প্রার্থনা করি কইলেক, "প্রভু যীশু, মোর আত্মা তুই নে!"

৬০ স্যেলা উয়ায় হাংকুড়া পাড়িয়া জোরে চিকরিয়া কবার নাগিলেক, "হে প্রভু, ইমারলার বিরুদ্ধে এই পাপ ধরিস না!" এই কতা কয়া মরি গেইলেক।

৮ শৌল, স্তিফানক মারির বাদে সায় দিবার ধরছিলেক। সেই সমায় যিরূশালেমের সমিতির মানষিলার উপরাত ভয়ংকর অইত্যাচার করির নাগিলেক। বারো জন খবরিয়ালা ছাড়া বাকি সউগ শিষ্যলা যিহূদীয়া আর শমরীয়া প্রদেশের নানান জাগাত ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক।

২ কয়েক জন ভগবানের ভক্ত মানষি স্তিফানক সমাধি দিলেক আর খুব শোকের কান্দোন কান্দির নাগিলেক।

৩ কিন্তু শৌল সমিতি ধ্বংস করির বাদে উঠি পরি নাগিলেক। বাড়ি বাড়ি সোন্দেয়া বেটাছাওয়া-বেটিছাওয়ালাক টানি নিয়া যায়া জেলত ভরে থুইলেক।

৪ যেইলা শিষ্য ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক, উমরালা চাইরো পাকে যায়া ভগবানের ভাল খবর প্রচার করির নাগিলেক।

৫ ঐ সমায় যীশুর শিষ্য ফিলিপ, শমরীয়া গঞ্জত যায়া বাছাই করা রাজাটার কতা মানষিলারটে প্রচার করির নাগিলেক।

৬ মানষিলা ফিলিপের কতা শুনিলেক আর উয়ার অচানক চিনের কাম দেখিলেক। এইলা দেখিয়া উয়ার কতা আরো মন দিয়া শুনিলেক।

৭ অপদেবতা ধরা ম্যেলা মানষিলার মইদ্ধো থাকি অপদেবতালা চিকিরিয়া বিরিয়া গেইলেক। ম্যেলা অবশ রুগী, খোড়া ভাল হইলেক,

৮ স্যেলা ঐ গঞ্জের মানষিলা খুব আনন্দ করিবার নাগিলেক।

৯ ঐ গঞ্জত শিমোন নামে এক জন মানষি আছিলেক। উয়ায় ম্যেলা দিন থাকি যাদু মন্ত্রর খেলা দেখেয়া শমরীয় মানষিলাক অচানক করির ধরছিলেক। উয়ায় নিজক এক জন মহাপুরুষ কয়া দাবি করে।

১০ উয়ার কতা ধনী গরীব সগায় মন দিয়া শুনির ধরছিলেক। মানষিলা কয়, “ভগবানের মহান শক্তি উয়ার দেহাত আছে, এই বাদে উয়ায় মহান।”

১১ ম্যেলা দিন থাকি উয়ায় যাদু মন্ত্র খেলা দেখেয়া মানষিলাক অচানক করিচে। এই বাদে মানষিলা উয়ার কতা মন দিয়া শুনির ধরছিলেক

১২ কিন্তু য্যেলা ফিলিপ, ভগবানের শাসন ব্যবস্থা আর রাজা যীশুর সমন্ধে ভাল খবর প্রচার করির ধরছিলেক, স্যেলা

মানষিলা সগায় উয়ার কতা বিশ্বাস করির নাগিলেক। আর বিশ্বাস করিয়া বেটাছাওয়া আর বেটিছাওয়ালা সগায় দীক্ষা নিবার নাগিলেক।

১৩ আর শিমোন নিজেও বিশ্বাস করিয়া দীক্ষা নিয়া ফিলিপের সাথে সাথে যাবার নাগিলেক। আর ফিলিপের বড় বড় অচানক চিনের কাম দেখিয়া শিমোন অবাক হইলেক।

১৪ যেলা যিরূশালেমত যীশুর খবরিয়ালা শুনির পাইলেক যে, শমরিয়ার মানষিলা ভগবানের বাইক্য শুনিয়া বিশ্বাস করিচে, উমরা স্যেলা পিতর, যোহনক শমরীয়া মানষিলার ঐটে প্যেঠাইলেক।

১৫ পিতর আর যোহন শমরীয়াত আসিয়া উমার বাদে প্রার্থনা করিলেক, উমরা যাতে পবিত্র আত্মা পায়।

১৬ ক্যেনেনা উমারলার কাঙোরো উপরাত পবিত্র আত্মা নামি আইসে নাই। মানষিলা প্রভু যীশুর নামে খালি দীক্ষা নিচে।

১৭ স্যেলা পিতর আর যোহন, মানষিলার উপরাত হাত থুইতে কালে উমরা পবিত্র আত্মা পাইলেক।

১৮ শিমোন দেখিলেক যে, খবরিয়ালা মাথাত হাত থুইতে কালে মানষিলা পবিত্র আত্মা পাবার নাগিলেক, উয়ায় স্যেলা এই ক্ষমতা কিনিবার বাদে উমারলার ওটে টাকা আনিয়া কইলেক,

১৯ "মোকও এই ক্ষমতা দেও, মুই য্যেলায় কাঙোরো উপরাত হাত থুইম, স্যেলায় যাতে উয়ায় পবিত্র আত্মা পায়।"

[২০] পিতর, শিমোনক কইলেক, “তোর টাকা আর তুই ধ্বংস হঃ। তুই ভগবানের দেওয়া ক্ষমতা টাকা-পাইসা দিয়া কেনা যায় ভাবছিস!

[২১] হামারলার এই কামত তোর ভাগীদার হবার কোন অধিকার নাই। ক্যেনেনা ভগবানের নজরত তোর অন্তর এলাও ঠিক হয় নাই।

[২২] তোর দুষ্ট মন বদলাও! ভগবানেরটে প্রার্থনা করেক, হয় তো তোর মনের চিন্তা ক্ষমা করি দিবার পারে।

[২৩] মুই দেখির পালুং যে, তোর মন লোভ-লালসাত, পাপে ভরি গেইচে।”

[২৪] স্যেলা শিমোন কইলেক, “তোমরালা মোর বাদে ভগবানেরটে প্রার্থনা কর, যাতে তোমরা যেই নাকান কইচেন, ঐ নাকান যাতে না ঘটে।”

[২৫] ইয়ার পাছত পিতর আর যোহন সাক্ষী দিয়া ভগবানের বাইক্য প্রচার করিয়া যিরূশালেম ফিরি গেইলেক। যাবার সমায় শমরীয়লার ম্যেলা গেরামত ভাল খবর প্রচার করিলেক।

[২৬] এক দিন ভগবানের এক স্বর্গদূত ফিলিপক কইলেক, “ওঠেক, দক্ষিন ভিতি যে ঘাটা যিরূশালেম থাকি গাজা গঞ্জের ওদি গেইচে, ঐ ঘাটা দিয়া যা।” ঘাটাটা হইলেক নিধুয়া পাথারের মইদ্ধো দিয়া।

২৭ ফিলিপ উঠিয়া ঘাটা দিয়া যাবার নাগিলেক। যাবার সমায় ইথিয়পিয়া দেশের এক জন রাজকর্মচারীক দেখিলেক। উয়ায় নপুংসক আছিলেক। উয়ায় আছিলেক ইথিয়পিয়ার কান্দাকী রাণীর ধন-দৌলতের ভান্ডারী। ইয়ায় উপাসনা করির বাদে যিরূশালেম আসছিলেক।

২৮ বাড়ি ফিরি আসির সমায় রথত বসিয়া ভগবানের ভাববাদী যিশাইয়র গ্রন্থ পড়ির ধরছিলেক।

২৯ স্যেলা পবিত্র আত্মা ফিলিপক কইলেক, "ঐ রথের বগল যায়া, উয়ার সঙ্গ ধরেক!"

৩০ ফিলিপ দৌড়ি যায়া শুনির পাইলেক ভান্ডারীটা ভাববাদী যিশাইয়র গ্রন্থখান পড়ির ধরচে। ফিলিপ স্যেলা উয়াক পুছিলেক, "তোমরা যেইলা পড়িলেন, সেইলা কি বুঝির পাইলেন?"

৩১ ভান্ডারীটা কইলেক, "ক্যেংকরি বুঝির পাইম? যদি কাঙোয় মোক বুঝিয়া না দেয়?" উয়ায় ফিলিপক রথত চড়িয়া উয়ার বগলত বসিবার অনুরোধ করিলেক।

৩২ শাস্ত্রের যে অংশ উয়ায় পড়ছিলেক, সেইটা এই নাকান: বলি দিবার বাদে যেমন করি ভেড়া নিয়া যাওয়া হয়, তেমনি করি উয়াক নিয়া যাওয়া হইলেক। লোম তোলাইয়ার বগলত ভেড়ার বাচ্চা যেমন ঝিত করিয়া রয়, তেমনি উয়ায় মুখ দিয়া কোন শব্দ করিলেক না।

৩৩ উয়াক অপমান করা হইলেক, উয়ার ন্যায্য বিচার করা হয় নাই। উয়ার জীবন এই দুনিয়া থাকি তুলি নেওয়া হইচে, এই বাদে উয়ার বংশের কতা কবার পাই নাই।

৩৪ ভান্ডারীটা স্যেলা ফিলিপক কইলেক, “দয়া করি কন, ভগবানের ভাববাদীটা কার সমন্ধে কইচে? উয়ায় কি নিজের সমন্ধে, না অইন্য কারো সমন্ধে কইচে?”

৩৫ স্যেলা ফিলিপ সনাতন পবিত্র শাস্ত্রের ঐ অংশ থাকি শুরু করিয়া যীশুর বিষয়ে ভাল খবর বুঝিয়া দিলেক।

৩৬-৩৭ উমরা ঘাটা দিয়া যাইতে যাইতে একটা জলের ডোবার ওটে আসিলেক। ভান্ডারীটা কইলেক, “এটেকোনা জল আছে, দীক্ষা নিতে মোর বাধা আছে কি?”

৩৮ ভান্ডারীটা রথ থামের কইলেক, ফিলিপ আর উয়ায় দুইজনে জলত নামিলেক। ফিলিপ উয়াক দীক্ষা দিলেক।

৩৯ যেৃলা জল থাকি দুইজনে উঠি আসিলেক, স্যেলা পরম ভগবানের আত্মা ফিলিপক নিমিষের মইদ্ধে নিয়া গেইলেক। উয়ায় আর ফিলিপক দেখির পাইলেক না, কিন্তু উয়ায় আনন্দ করিতে করিতে নিজের ঘাটা দিয়া চলি গেইলেক।

৪০ এদিয়া ফিলিপ নিজক নিমিষের মইদ্ধে অসদোদ গঞ্জত দেখির পাইলেক, আর উয়ায় গঞ্জে গঞ্জে ঘুরি বেড়েয়া ভগবানের ভাল খবর প্রচার করিতে করিতে শ্যেষত কৈসরিয়া গঞ্জত গেইলেক।

৯ শৌল স্যেলা শিষ্যলাক মারি ফ্যেলের বাদে ভয় দেখের নাগিলেক। উয়ায় প্রধান বামনেরটে যায়া,

২ দামেস্ক গঞ্জের যিহূদী উপাসনা ঘরের নেতালাক দিবার বাদে প্রধান বামনেরটে চিঠি চাইলেক। যিহূদী উপাসনা ঘরের যীশুর ঘাটাত চলা সউগ বেটাছাওয়া আর বেটিছাওয়ালাক বান্দিয়া যাতে যিরূশালেমত আনির পায়।

৩ ঘাটা দিয়া যাবার সমায় য্যেলা দামেস্কের বগলত পৌছিলেক, স্যেলা অচমকা স্বর্গ হাতে আলোর ঝলক উয়ার চাইরো পাকে ঝল-মল করির নাগিলেক।

৪ ইয়াতে উয়ায় মাটিত পড়ি গেইলেক আর একটা আওয়াজ শুনির পাইলেক, "শৌল, শৌল, ক্যেনে তুই মোক যাতনা দিবার ধরচিস?"

৫ শৌল কইলেক, "প্রভু! তোমরা কায়?" প্রভু কইলেক, "মুই যীশু! যার উপরা তুই যাতনা দিবার ধরচিস!

৬ তুই এলা উঠিয়া গঞ্জত চলি যা, তোক কি করির নাগিবে, তোক কয়া দেওয়া হবে।"

৭ শৌলের সঙ্গী-সাথী সগায় অচানক হয়া খাড়া হয়া রইলেক আর উমরা কোন কিছু কবার পাইলেক না। উমরা আওয়াজ শুনির পাইলেক কিন্তু কাঙোয় কোন কিছুই দেখির পাইলেক না।

৮ স্যেলা শৌল মাটি থাকি উঠিলেক, কিন্তু চোখু মেলিয়া দেখির পাইলেক না। এই বাদে উয়াক সঙ্গী-সাথীলা হাত ধরিয়া দামেস্ক গঞ্জোত নিয়া গেইলেক।

৯ তিন দিন পর্যন্ত শৌল কানা হয়া রইলেক আর উয়ায় কোন কিছুই খাইলেক না।

১০ দামেস্কোত অননিয় নামে যীশুর এক জন শিষ্য আছিলেক।

১১ প্রভু যীশু অননিয়ক দর্শন দিয়া কইলেক, “অননিয়!” উয়ায় কইলেক, “প্রভু, এই তো মুই।” স্যেলা প্রভু যীশু কইলেক, “ওঠেক! সোজা নামের যে ঘাটা আছে, ঐ ঘাটা দিয়া তার্ষ গঞ্জোত যুদাসের বাড়িত যায়া শৌল নামে এক জন মানষিক চান্দাও। ক্যেনেনা উয়ায় প্রার্থনা করির ধরচে।

১২ উয়ায় দর্শন পাইচে যে, অননিয় নামের এক জন মানষি আসিয়া উয়ার দেহাত হাত দিতে কালে উয়ায় আরো দৃষ্টিশক্তি ফিরি পাইচে।”

১৩ অননিয় কইলেক, “প্রভু, মুই ম্যেলা মানষির মুখত এই মানষির সমন্ধে শুনিচুং, উয়ায় যিরূশালেমের তোমার পবিত্র মানষিলার উপরাত খুব অইত্যাচার করিচে।

১৪ আর এই জাগাত যত মানষি তোমার নামে প্রার্থনা করে, প্রধান বামনলারটে থাকি সগাকে বন্দী করির অধিকার নিয়া আসিচে।”

১৫ প্রভু কিন্তু কইলেক, “তুই যা, ক্যেনেনা অযিহূদী আর উমার রাজালার মইদ্ধোত আরো ইস্রায়েলী ছাওয়ালারটে মোর খবর প্রচার করির বাদে, মুই উয়াক বাছাই করিচুং।

১৬ মুই দেখে দিম, মোর নামের বাদে উয়াক কত দুঃখ-কষ্ট সহ্য করির নাগিবে।”

১৭ স্যেলা অননিয় যুদাসের বাড়ি গেইলেক। আর শৌলের দেহার উপরাত হাত দিয়া কইলেক, “ভাই শৌল, যায় তোক আসিবার সমায় ঘাটাত দর্শন দিচে, উয়ায় প্রভু যীশু। উয়ায় মোক তোর এটে প্যেঠাইলেক যাতে তুই দেখির পাইস আর পবিত্র আত্মাত ভরপুর হবার পাইস।”

১৮ স্যেলায় শৌলের চোখু থাকি মাছের আইনসা নাকান কিবা বিরিয়া গেইলেক। উয়ায় দেখিবার পাইলেক আর উঠি যায়া জল দিয়া দীক্ষা নিলেক।

১৯ তার পাছত খাওয়া-দাওয়া করিয়া বল ফিরি পাইলেক। শৌল কিছু দিন দামেস্কের শিষ্যলার নগত রইলেক।

২০ স্যেলায় স্যেলায় উয়ায় দামেস্কের অইন্য অইন্য যিহূদী উপাসনা ঘরত যায়া প্রচার করির নাগিলেক, যীশুই ভগবানের বেটা!

২১ উয়ার কতা শুনিয়া সগায় অচানক হয়া পুছির নাগিলেক, “উয়ায় কি ঐ মানষিটা, যিরূশালেমত যায় যায় যীশুর নামে উপাসনা করে উমারলার উপরাত অইত্যাচার করিচিলেক? আর

যায় যায় যীশুর নামে প্রার্থনা করে উমারলাক প্রধান বামনলারটে বন্দী করি নিয়া যাবার বাদে এটেকোনা আসচে!”

২২ শৌল প্রচার করিয়া খুব ক্ষমতাশালী হবার নাগিলেক। দামেস্কোত যেইলা যিহূদী বসবাস করির ধরছিলেক, শৌল উমারলার সাথে তর্কা-তর্কি করিয়া মুখ বন্ধ করি দিলেক। প্রমাণ করি দিলেক, যীশুই বাছাই করা রাজা।

২৩ ম্যেলা দিন যাবার পাছত যিহূদীলা শৌলক মারি ফ্যেলের ফন্দি করিলেক,

২৪ কিন্তু শৌল উমার ফন্দির কতা জানির পাইলেক। শৌলক মারি ফ্যেলের বাদে উমরা দিন-রাতি গঞ্জের সউগ দুয়ারত পাহারা দিবার নাগিলেক।

২৫ কিন্তু রাতি বেলাত শৌলের শিষ্যলা উয়াক গঞ্জ থাকি বাইরা নিকিলি দিবার বাদে ডেলিত দড়ি বান্দিয়া উয়াক বসেয়া গঞ্জের দেওয়ালের ওপাকে নামেয়া দিলেক।

২৬ তার পাছত শৌল যিরূশালেম যায়া যীশুর শিষ্যলার নগত যোগ দিবার বাদে চেষ্টা করিলেক। কিন্তু শৌলক সগায় ভয় খাইলেক, শৌল যে যীশুর শিষ্য হইচে, উমরালা এইটা বিশ্বাস করিলেক না

২৭ বার্ণবা, শৌলক যীশুর খবরিয়ালার বগলত নিয়া গেইলেক। উয়ায় ক্যেমন করি ঘাটাত প্রভু যীশুর দেখা পায়া কতা কইচে, ক্যেংকরিয়া সাহস করি যীশুর কতা দামেস্কোত প্রচার করিচে,

এইলা কতা বার্ণবা খবরিয়ালাক কইলেক আর খবরিয়ালা শৌলক মানি নিলেক।

২৮ ইয়ার পাছত শৌল যিরূশালেমত শিষ্যলার নগত রইলেক আর সউগ জাগাত চলা ফিরা করির নাগিলেক। আরো প্রভু যীশুর নামে সাহসের সাথে প্রচার করির নাগিলেক।

২৯ উয়ায় গ্রীক ভাষী যিহূদী মানষিলার নগত কতা কইতে কইতে তর্ক করির নাগিলেক। এই বাদে উমরালা উয়াক মারি ফ্যালের চেষ্টা করির নাগিলেক।

৩০ গুরুভাইলা এই কতা শুনিয়া উয়াক কৈসরিয়া গঞ্জত নিয়া গেইলেক, ওটে থাকি তার্ষ গঞ্জত প্যেঠেয়া দিলেক।

৩১ সেই সমায় যিহূদীয়া, গালীল আর শমরীয়া প্রদেশের সউগ খ্রীষ্টিয় সমিতিত শান্তি আসির নাগিলেক। এই বাদে প্রভুর প্রতি ভয় আর পবিত্র আত্মার সান্তনায় উমারলার সংখ্যা বাড়ি যাবার ধরছিলেক।

৩২ পিতর সউগ জাগাতে ঘুরি বেড়াইতে বেড়াইতে লুদ্দা বাসী গুরু ভাইলারটে আসিলেক।

৩৩ ওটেকোনা ঐনিয় নামে এক জন মানষির নগত দেখা পায়। ঐনিয় আট বছর থাকি বাসুলী অসুখত বিছনাত পড়িয়া ছিলেক।

৩৪ আর উয়াক দেখিয়া পিতর কইলেক, “ঐনিয়, যীশু খ্রীষ্ট তোক ভাল করিচে। ওঠেক, বিছনা গোটে থো।” আর স্যেলায় স্যেলায় ঐনিয় উঠিয়া খাড়া হইলেক।

৩৫ স্যেলা লুদ্দা গেরামের আর শারোণ এলাকার বসবাসকারী মানষিলা ঐনিয়ক দেখিয়া প্রভু যীশুক বিশ্বাস করিলেক।

৩৬ যাফো গঞ্জত শ্রীমতি টাবিথা নামে এক জন শিষ্যা আছিলেক, যার নামের মানে গ্রীক ভাষায় দর্কা (হরিণী)। উয়ায় সউগ সমায় মানষিলার উপকার করিয়া গরীবক দান করির ধরছিলেক।

৩৭ এক দিন শ্রীমতি টাবিথা অসুখ হয়া মরি গেইলেক। উয়ার সৎগতি করির বাদে গাও ধোয়েয়া দোতলা ঘরত শোতেয়া থুইলেক।

৩৮ লুদ্দা গঞ্জ যাফো গঞ্জের বগলোত আছিলেক। শিষ্যলা শুনির পাইলেক যে, পিতর লুদ্দাত আছে। স্যেলা দুই জন মানষিক ওটে প্যেঠেয়া দিয়া কইলেক, পিতর পচ-পচে হামার এইটে যেয়নে আইসে।

৩৯ আর পিতর উঠিয়া উমার নগত আসির নাগিলেক। পিতর উমার ওটেকোনা আসিলে, উমরা উয়াক দোতলা ঘরত নিয়া গেইলেক। বিধুয়ালা সগায় পিতরের চাইরো পাকে খাড়া হয়া শোকের কান্দন কান্দির নাগিলেক। দর্কা বত্তি থাকা কালে যেইলা জামা কাপড় বানাইচে ঐলা দেখের নাগিলেক।

৪০ পিতর স্যেলা সগাকে ঘর থাকি নিকিলি দিয়া হাংকুড়া পাড়ি প্রার্থনা করিলেক। তার পাছত মরা দেহাটার ভিতি ফিরিয়া

কইলেক, “টাবিথা ওঠেক!” ইয়াতে উয়ায় চোখু মেলিয়া পিতরক দেখিয়া উঠিয়া বসিলেক।

৪১ স্যেলা পিতর হাত দিয়া ধরিয়া টাবিথাক তুলিলেক। তার পাছত পিতর শিষ্যলাক আর বিধুয়ালাক ড্যেকেয়া আনিয়া দর্কাক বত্তা দেখাইলেক।

৪২ এই খবরটা গোটায় যাফো গঞ্জত ছড়াছড়ি হয়া পড়িয়া ম্যেলা মানষি পরমপ্রভুক বিশ্বাস করিলেক।

৪৩ পিতর যাফো গঞ্জের শিমোন নামে এক জন চামড়া ব্যবসায়ীর বাড়িত ম্যেলা দিন রইলেক।

১০ কৈসরিয়া গঞ্জত কর্ণীলিয়াস নামে এক জন মানষি আছিলেক। উয়ায় ইতালী সেনা দলের এক জন শতপতি।

২ উয়ায় অযিহূদী হয়াও যিহূদীলার নাকান করি ভগবান ভক্ত আছিলেক। উয়ার পরিবারের সগায় ভগবানের উপাসনা করচিলেক। এই শতপতি গরীব দুঃখীলাক ম্যেলা দান করিচে। সউগ সমায় ভগবানেরটে প্রার্থনা করচিলেক।

৩ এক দিন আন্দাজ বেলা তিনটার সমায় পষ্ট দেখির পাইলেক যে, ভগবানের এক জন স্বর্গদূত বগলত আসিয়া কইলেক, “কর্ণীলিয়াস!”

৪ কর্ণীলিয়াস ভয় খায়া ভগবানের দূতটার ভিতি চায়া কইলেক, “দয়াল গুরু, তোমরা কি চান?” দূতটা কইলেক, “তোর প্রার্থনা

আর গরীব দুঃখীলাক দান করা স্বর্গত পৌছিচে, এইটা ভগবান মানি নিচে।

৫ এলা তুই যাফো গঞ্জত মানষি প্যেঠে দিয়া শিমোনক ড্যেকেয়া আনেক, উয়ার আরেক নাম পিতর।

৬ কিন্তু সাগরের বগলত অইন্য আরেক জন শিমোন আছে। উয়ায় চামড়ার ব্যবসা করে। উয়ারে বাড়িত পিতর আছে।”

৭ স্বর্গদূতটার কতা কওয়া শ্যেষ হইলে, উয়ায় চলি গেইলেক। তার পর কর্ণীলিয়াস বাড়ির দুই জন চাকর আর উয়ার সেবাকারী ভক্ত সেনালার মইদ্ধো থাকি এক জনক ড্যেকাইলেক।

৮ উমারলাক সউগ কতা বুঝিয়া দিয়া যাফো গঞ্জত প্যেঠেয়া দিলেক।

৯ পরের দিন ঐ তিন জন মানষি ঘাটা দিয়া যাইতে যাইতে য্যেলা গঞ্জের বগলত আসিলেক, স্যেলা দুপুর বেলা পিতর প্রার্থনা করির বাদে ঘরের ছাদের উপরাত উঠিলেক।

১০ পিতরের খুব ভোগ নাগচে এই বাদে কিছু খাবার ইচ্ছা হইলেক। মানষিলা খাবার বানেবার ধরছিলেক, স্যেলা উয়ার নিন্দের ভাব আসছিলেক।

১১ পিতর দেখির পাইলেক স্বর্গের দুয়ার খুলি গেইচে। বড় গিলাপের নাকান একখান জিনিস চাইর কোনা ধরিয়া দুনিয়াত নামে দিবার ধরচে।

১২ এই গিলাপত সউগ নাকানের পশু-পখি, বুক দিয়া হাটা প্রাণীও আছিলেক।

১৩ একটা বাণী পিতর শুনির পাইলেক, “পিতর ওঠেক, মারিয়া খা।”

১৪ পিতর কইলেক, “না প্রভু, এইটা হবার না হয়, ক্যেনেনা ছুয়া অপবিত্র জিনিস মুই আজি অব্দি খাং নাই।”

১৫ স্যেলা দ্বিতীয় বার এই বাণী হইলেক, “ভগবান যেইলা পবিত্র করিচে, সেইলাক তুই অপবিত্র কইস না।”

১৬ এই নাকান তিন বার বাণী হবার পাছত, স্যেলায় স্যেলায় গিলাপটা নিমিষের মইদ্ধোত দ্যাওয়াত তুলি নেওয়া হইলেক।

১৭ পিতর যে দর্শন দেখিচে, এইটার মানে কি হবার পারে, এই বিষয়টা নিয়া মনে মনে উয়ায় ভাবিবার নাগিলেক। স্যেলায় কর্ণীলিয়াসের প্যেঠে দেওয়া খবরিয়ালা শিমোনের বাড়ি চান্দেয়া পায়া দুয়ারের আগপাকে আসিয়া খাড়া হইলেক।

১৮ উমরা ড্যেকেয়া পুছিলেক, “শিমোন যার আরেক নাম পিতর, উয়ায় কি এটেকোনা আছে?”

১৯ পিতর স্যেলাও সেই দর্শন নিয়া চিন্তা ভাবনা করির ধরচে। এই সমায় পবিত্র আত্মা পিতরক কইলেক, “দেখেক তিন জন মানষি তোক চান্দের ধরচে।

[২০] তুই উঠিয়া নিচাত যা, কোন সন্দেহ না করিয়া উমার নগত যা, ক্যেনেনা মুই উমাক প্যেঠাইচুং।”

[২১] পিতর স্যেলা নিচাত যায়া মানষিলাক কইলেক, “তোমরা যাক চান্দেবার নাগচেন, মুইয়ে সেই মানষি। তোমরা কি কারনে আসচেন?”

[২২] উমরা কইলেক, “শতপতি কর্ণীলিয়াস হামাক প্যেঠাইচে, উয়ায় এক জন ধার্মিক মানষি, ভগবানের উপাসনা করে সউগ যিহূদী মানষিলাও উয়াক শ্রদ্ধা করে। এক জন পবিত্র স্বর্গদূত আদেশ দিচে যাতে তোমাক উয়ায় উয়ার বাড়িত নিমন্ত্রন করে, তোমরা কি কবেন ঐটায় উয়ায় শুনির চায়।”

[২৩] স্যেলা পিতর উমাক ভিতিরাত ড্যেকে নিয়া গেইলেক আর মানষিলার থাকা, খাবার বন্দোবস্ত করিলেক। পরের দিন পিতর সেই মানষিলার নগত রওনা দিলেক। আর যাফো গঞ্জের বসবাস কারি কয়েক জন গুরুভাইও উয়ার নগত গেইলেক।

[২৪] পরের দিন য্যেলা উমরা কৈসরিয়া গঞ্জত আসিলেক, স্যেলা কর্ণীলিয়াস এর সাগাই-সোদর বন্ধু-বান্ধবক একটে ড্যেকেয়া উমার বাদে বাচ্চে রবার নাগিলেক।

[২৫] য্যেলায় পিতর ঘরত সোন্দাইলেক স্যেলায় কর্ণীলিয়াস হাংকুড়া পাড়ি ভগবানের যেই নাকান ভক্তি করে ঐ নাকান পিতরক ভক্তি দিলেক।

২৬ কিন্তুক পিতর উয়াক তুলিয়া কইলেক, “ওঠেক, খাড়া হঃ! মুইও এক জন সাধারন মানষি।”

২৭ কর্ণীলিয়াস এর নগত কতা কইতে কইতে পিতর ঘরের ভিতিরাত সোন্দেয়া দেখে ম্যেলা মানষি জোটো হয়া আছে।

২৮ স্যেলা পিতর কইলেক, “তোমরা তো জানেন, মোর নাকান যিহূদীর নগত অযিহূদীর মেলা-মেশা করা হামার ধর্মের বেনিয়ম। কিন্তুক ভগবান মোক দর্শন দিয়া দেখে দিচে যে, কোন মানষিক ছুয়া বা অপবিত্র কওয়া ঠিক না হয়।

২৯ এই বাদে তোমরা মোক ড্যেকাইচেন আর মুইও কোন আপত্তি না করি আসচুং। এলা মোক কন, ক্যেনে তোমরা ড্যেকাইচেন?”

৩০ স্যেলা কর্ণীলিয়াস কইলেক, “আন্দাজ বেলা তিনটার সমায় এই চার দিন আগত মুই মোর ঘরত প্রার্থনা করির ধরচিলুং, অচানক এক জন সাদা ধপ-ধপা কাপড় পেন্দা মানষি আসিয়া মোর আগপাকে খাড়া হইলেক।

৩১ এই দূতটা কইলেক, কর্ণীলিয়াস! ভগবান তোর প্রার্থনা শুনিচে, আর তুই যে গরীব মানষিলাক দান করির ধরচিস এইটাও ভগবানের মানি নিচে।

৩২ এলা তুই যাফো গঞ্জত মানষি প্যেঠেয়া শিমোনক ড্যেকেয়া আনেক, যার আরেক নাম পিতর। সাগরের বগলত যে শিমোন চামড়ার ব্যবসা করে উয়ার বাড়িত পিতর আছে।

৩৩ এই বাদে মুই তারাতারি তোমারটে মানষি প্যেঠ্যেয়া দিলুং। আর তোমরা কষ্ট করি আসচেন, এলা হামরা পরম ভগবানের আগত খাড়া হয়া আছি। ভগবান তোমাক যেইলা আদেশ দিচে হামরা ঐলা শুনিমু।”

৩৪ স্যেলা পিতর কইলেক, “এলা মুই সচাং বুঝির পালুং যে, ভগবানের চোখুত সগায় সমান।

৩৫ সউগ জাতির মইদ্ধো থাকি ভগবানক যায় মনে পরানে ভয় ভক্তি করে, উয়ার কতার নাকান কাম করে, উমারলাক ভগবান গ্রহন করিয়া কোলাত তুলি নেয়।

৩৬ ভগবান ইস্রায়েলী মানষিলারটে একটা ভাল খবর প্যেঠাইচে, রাজা যীশুর মইদ্ধো দিয়া শান্তি পাওয়া যায়। উয়ায় সগারে প্রভু।

৩৭ যীশুর জীবনের যেইলা ঘটনা ঘটিচে সেইলা তোমরা সগায় শুনিচেন। দীক্ষাদাতা যোহনের দীক্ষা প্রচার করার পাছত, গালীল থাকি শুরু করিয়া ঘটনাটা গোটায় যিহূদীয়াত ছড়াছড়ি হয়া পড়ছিলেক।

৩৮ তোমরা এইটাও জানেন যে, পরম ভগবান নাসারতের যীশুক পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়া নিযুক্ত করিচে। ভগবান উয়ার নগত আছিলেক আর এই বাদে ভাল কাম করি বেড়েবার ধরছিলেক। যে মানষিলাক পিচাশ বশ করি ছিলেক, উমারলাক ভাল করিচিলেক।

৩৯ “যিহূদীয়া এলাকাত আর যিরূশালেমত যীশু যেইলা কাম করির ধরছিলেক, হামরা ঐলার সাক্ষী। মানষিলা উয়াক ক্রুশ খুটাত টাঙেয়া মারি ফ্যেলাইচে।

৪০ ভগবান কিন্তু উয়াক তিন দিনের দিন বত্তেয়া তুলিলেক, আর মানষিলা উয়াক বত্তা দেখির পাইলেক।

৪১ সগায় কিন্তু উয়াক দেখির পায় নাই! খালি হামরা দেখির পাইচি, ভগবান আগতে হামাক বাছাই করি থুইচে, উয়ার সাক্ষী হবার বাদে। মরণ থাকি বত্তি উঠার পাছত এমন কি যীশুর নগত হামরা খাওয়া-দাওয়া করচি।

৪২ উয়ায় হামাক আদেশ দিচে যাতে মানষিলারটে এই ভাল খবরটা প্রচার করি সাক্ষী দেই, ভগবান উয়াক মরা আর বত্তা মানষির বিচার করির বাদে বাছাই করিচে।

৪৩ ভগবানের সউগ ভাববাদীলা কয়া গেইচে, যদি কাঙো যীশুক বিশ্বাস করে তাইলে সগায় উয়ার নামের গুণে পাপ থাকি ক্ষমা পায়।”

৪৪ পিতর য্যেলা এই কতা প্রচার করির নাগিলেক, স্যেলা যে মানষিলা উয়ার কতা শুনির ধরছিলেক, উমার সগারে উপরাত পবিত্র আত্মা নামি আসিলেক।

৪৫-৪৬ আর অযিহূদী মানষিলা স্বর্গীয় ভাষাত কতা কবার আর ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক। স্যেলা পিতরের সাথে আইসা যিহূদী গুরুভাইলা এই কতা শুনিয়া অচানক হইলেক,

ক্যেনেনা অযিহূদী মানষিলার উপরাত পবিত্র আত্মার বরদান নামিয়া আসিলেক। পিতর স্যেলা কইলেক,

৪৭ “এই মানষিলা তো হামার নাকান পবিত্র আত্মায় ভরপুর হইচে। জল দিয়া দীক্ষা নিবার বাদে কাঙো কি এই মানষিলাক বাধা দিবার পারে?”

৪৮ স্যেলা উয়ায় মানষিলাক রাজা যীশুর নামে জল দীক্ষা দিবার আদেশ দিলেক। আরো কয়েক দিন পিতরক উমার নগত রবার বাদে কাউলা-কাউলি করিলেক।

১১ যীশুর অধিকার পাওয়া খবরিয়ালা আর যিহূদীয়া প্রদেশের গুরুভাইলা জানির পাইলেক যে, অযিহূদী মানষিলাও ভগবানের বাইক্য মানি নিচে।

২ পিতর যেলা যিরূশালেম পৌছিলেক, স্যেলা যিহূদী গুরুভাইলা পিতরক টিটকারি করি কবার নাগিলেক,

৩ “তোমরা ক্যেনে ভগবানের চিন না দেওয়া অযিহূদী মানষিলার বাড়ি সোন্দেয়া উমার নগত খাওয়া-দাওয়া করির ধরচেন?”

৪ পিতর স্যেলা পইলা থাকি যেই ঘটনালা ঘটিচে সেইলা একটা একটা করি বুঝি দিয়া কবার নাগিলেক,

৫ “মুই যেলা যাফো গঞ্জত প্রার্থনা করির নাগছিলুং, স্যেলা মুই অচমকায় নিন্দের ভাবত দেখিলুং, স্বর্গ থাকি একটা বড় গিলাপের নাকান উয়ার চার কোনা ধরি মোর এদিয়া নামেয়া দিবার ধরচে।

[৬] মুই এক নজর দেখিয়া চিন্তা করিলুং, ঐ গিলাপ খানের উপরাত ম্যেলা নাকানের পশু-পখি, বনুয়া জানোয়ার, বুক দিয়া হাটা জীব আছে।

[৭] মুই একটা বাণী শুনির পালুং, পিতর, ওঠেক মারিয়া খা।

[৮] "মুই কলুং, হে ভগবান এমন না হউক! অপবিত্র, ছুয়া জিনিস মুই কোনো দিনও খাং নাই।

[৯] "দ্বিতীয় বার দ্যাওয়া থাকি আর একটা বাণী হইলেক, ভগবান যেইলা শুদ্ধি করিচে, তুই ঐলাক অপবিত্র না কইস।

[১০] "এই নাকান তিন বার হবার পাছত সউগ দ্যাওয়াত তুলিয়া নিলেক।

[১১] "স্যেলায় স্যেলায় তিন জন মানষি আসিয়া দুয়ারের বগলত খাড়া হইলেক। উমাক কৈসরিয়া থাকি হামার এটেকোনা প্যেঠা হইচে।

[১২] পবিত্র আত্মা মোক কইলেক, তুই কোন সন্দেহ না করিয়া উমার নগত যা। স্যেলা মোর সাথত ছয় জন গুরুভাইও যাবার নাগিলেক। যায় হামাক ড্যেকাইচে, উয়ার নাম কর্ণীলিয়াস, উয়ার বাড়ি পৌছিয়া ভিতিরা সোন্দালুং।

[১৩] স্যেলা হামাক কইলেক, উয়ায় এক জন স্বর্গদূতক দেখির পাইচে, ঐ স্বর্গদূত উয়ার বাড়িত খাড়া হয়া কইচে, 'যাফো গঞ্জত শিমোন, যার অইন্য নাম পিতর, উয়াক ড্যেকেয়া আনেক।

[১৪] উয়ায় আসিয়া তোক যেই কতা কবে, সেই কতাতে তুই আর তোর পরিবারের সগায় পাপ থাকি মুক্তি পাবেন।’

[১৫] “যেই নাকান করি পবিত্র আত্মা পইলাতে হামার উপরাত নামি আসিচে, মুই কতা কওয়া শুরু করিলে ঐ নাকান করি কর্ণীলিয়াসের বাড়ির সগারে উপরাত পবিত্র আত্মার বরদান করিবে।

[১৬] স্যেলা প্রভু যীশুর কতালা মোর মনত ফম পড়িলেক। উয়ায় কইচে, যোহন জল দিয়া দীক্ষা দিচে, কিন্তু তোমারলার দীক্ষা হবে পবিত্র আত্মা দিয়া।

[১৭] হামরালা প্রভু যীশুক বিশ্বাস করার পাছত ভগবান হামাক যে দান দিচে, সেই নাকান বরদান ভগবান উমাকও দিলেক। তাইলে মুই কায় যে ভগবানক বাধা দিবার পাং?”

[১৮] এই কতা শুনিয়া যিহূদী গুরুভাইলা আপত্তি না করিয়া ভগবানের গুণগান করি কবার নাগিলেক, “তাইলে অযিহূদী মানষিলাকও অমৃত জীবন পাবার বাদে ভগবান পাপের ঘাটা থাকি ফিরিবার সুযোগ করি দিলেক!”

[১৯] স্তিফানক নিয়া শিষ্যলার উপরাত যে ধর্মীয় অইত্যাচার শুরু হইলেক, এই বাদে শিষ্যলা বহুদূর ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক। উমরা ফৈনীকিয়া দেশ, সাইপ্রাস দ্বীপ আর আন্তিয়খিয়া গঞ্জের চাইরো পাকে যায়া খালি যিহূদীলারটে ভগবানের বাইক্য প্রচার করির নাগিলেক।

২০ উমারলার মইদ্ধে কয়জন শিষ্য সাইপ্রাস দ্বীপের আর কুরীণী গঞ্জের মানষি আছিলেক। উমরা আন্তিয়খিয়াত আসিয়া অযিহূদী গ্রীক ভাষা-ভাষী মানষির মইদ্ধোত প্রভু যীশুর ভাল খবর প্রচার করির নাগিলেক,

২১ আর ম্যেলা মানষি প্রভু যীশুক বিশ্বাস করিয়া শিষ্য হইলেক।

২২ যিরূশালেমের খ্রীষ্টিয় সমিতির সউগ মানষিলা এই খবরটা শুনিয়া বার্ণবাক আন্তিয়খিয়াত প্যেঠাইলেক।

২৩ ভগবান যে আন্তিয়খিয়ার মানষিলাক আশুর্বাদ করিচে, এই দেখিয়া বার্ণবার মন আনন্দে মাতি উঠিলেক। সউগ মানষিলা যাতে মন-পরান দিয়া প্রভুর প্রতি থির থাকে এই বাদে উৎসাহ দিবার নাগিলেক।

২৪ বার্ণবা এক জন সৎ মানষি, পবিত্র আত্মা আর বিশ্বাসে ভরপুর আছিলেক। ম্যেলা মানষিলা প্রভুর ঘাটাত আসিলেক।

২৫ পাছত বার্ণবা, শৌলক চান্দের বাদে তার্ষ গঞ্জত চলি গেইলেক।

২৬ উয়াক চান্দে পায়া আন্তিয়খিয়াত আনিলেক। উমরা দুইজনে ঐটেকার খ্রীষ্টিয় সমিতিত শিষ্যলার নগত এক বছর থাকিয়া ম্যেলা মানষিক শিক্ষা দিলেক। এই পইলা বার আন্তিয়খিয়ার যীশুর শিষ্যলাক “খ্রীষ্টান” বুলিয়া ড্যেকা হইলেক।

২৭ স্যেলা কয়জন ভাববাদী যিরূশালেম থাকি আন্তিয়খিয়াত আসিলেক।

২৮ উমারলার মইদ্ধো থাকি আগাব নামে এক জন পবিত্র আত্মার চালনায় কইলেক, “গোটায় দুনিয়াত ভয়ংকর মঙ্গা আসিবে আর খাবারের আকাল দেখা দিলেক।” মহারাজা ক্লৌদিয়ের শাসন কালত, এই কতা ফলিচে।

২৯ স্যেলা গুরুভাইলা নিজের সাধ্য মতন যিহূদীয়া প্রদেশের গুরুভাইলাক সাহায্য প্যেঠেবার বাদে মন থির করিলেক।

৩০ উমরালা বার্ণবা আর শৌলের হাত দিয়া যিহূদীয়া প্রদেশের খ্রীষ্টিয় সমিতির নেতালার ঐটে সাহায্য প্যেঠেয়া দিলেক।

১২ সেই সমায় রাজা হেরোদ অইত্যাচার করির বাদে খ্রীষ্টিয় সমিতির কয়জন মানষিক ধরি আনিলেক।

২-৩ যোহনের ভাই যাকবক রাজা হেরোদ ছোরা দিয়া মারি ফ্যেলের কইলেক, উয়ায় দেখিলেক যে ইয়াতে যিহূদী নেতালা খুশি হইলেক। স্যেলা হেরোদ পিতরকও ধরিলেক, দিনটা হইলেক যিহূদীলার মুক্তি ভোজের পার্বনের দিন।

৪ হেরোদ পিতরক বন্দী করি জেলখানাত ভরে থুইলেক। চারজনের দল করি ষোল জন সেনা পাহারা দিবার ব্যবস্থা করিলেক। রাজা হেরোদ ঠিক করিলেক, মুক্তি ভোজের পার্বনের পাছত পিতরক মানষিলারটে বিচারের বাদে হাজির করিবে।

৫ এই বাদে পিতরক জেলখানাত বন্দী করি থোয়া হইলেক, আর খ্রীষ্টিয় সমিতির মানষিলা আকুল হয়া এক মনে ভগবানেরটে

প্রার্থনা করিতেই থাকিলেক।

৬ যেদিন হেরোদ পিতরক বিচার করিবার বাদে নিকিলি আনিবে তার আগের রাতি দুই জন সেনার মইদ্ধোত দুইখান শিকল দিয়া বান্দা অবস্থায় পিতর নিন যাবার ধরছিলেক। দুই জন পাহারাদার দুয়ারত পাহারা দিবার ধরছিলেক।

৭ পরম প্রভুর এক জন স্বর্গদূত জেলখানাত সোন্দেয়া পিতরের বগলত খাড়া হইলেক। স্যেলায় ঘরটা আলোয় ভৈ-ভৈয়া হয়া গেইলেক। এই স্বর্গদূতটা পিতরের দেহা নাড়িয়া জাগেয়া তুলিয়া কইলেক, “পচ-পচে ওঠেক।” স্যেলায় পিতরের দুই হাতের শিকল খসিয়া গেইলেক!

৮ স্বর্গদূতটা কইলেক, “জামা ওড়েক আর জুতা পেন্দেক।” পিতর স্যেলা ঐ নাকান করিলেক। স্বর্গদূতটা কইলেক, “তোর গিলাপখান উড়িয়া মোর পাছে পাছে আয়।”

৯ পিতর দূতটার পাছে পাছে বাইর হয়া যাবার নাগিলেক, স্বর্গদূত যেইলা করিলেক সেইলা যে বাস্তবে সচাং হবার ধরচে। এই ঘটনা পিতর কিছুই বুঝির পাইলেক না। উয়ায় ভাবিবার নাগিলেক যে স্বপন দেখিবার ধরচে।

১০ উমরা পইলা আর দ্বিতীয় পাহারাদার দলটা পার হয়া, লোহার দুয়ারখানের বগলত পৌছিলেক। ঐ দুয়ারখান আপনা-আপনি খুলিয়া গেইলেক স্যেলা উমরা বিরিয়া আসিয়া গঞ্জত

সোন্দাইলেক। উমরা ঘাটা দিয়া হাটিয়া শ্যেষ সীমনা পর্যন্ত যাইতে কালে, অচমকায় স্বর্গদূতটা পিতরক ছাড়িয়া চলিয়া গেইলেক।

১১ খানিক পরে পিতর চেতনা ফিরি পায়া কইলেক, "এলা মুই সচাং বুঝির পারলুং, ভগবান উয়ার স্বর্গদূতটাক প্যেঠেয়া রাজা হেরোদের হাত থাকি আর যিহূদী নেতালার ষড়যন্ত্রের ফন্দি থাকি মোক রেহাই দিলেক।"

১২ স্যেলা এই কতা ভাবিয়া পিতর যোহনের মাও মরিয়মের বাড়ি গেইলেক। যোহনের আরেক নাম মার্ক। ঐ বাড়িত ম্যেলা মানষি একটে হয়া প্রার্থনা করির ছিলেক।

১৩ পিতর দুয়ারত খটখট করিলেক, শ্রীমতি রোদা নামে এক জন চাকরানী চেংড়ি দুয়ার খুলির আসিলেক।

১৪ পিতরের গালার আওয়াজ পায়া উয়ায় এত খুশি হইলেক যে, দুয়ার না খুলিয়া দৌড়ি যায়া ভিতিরার মানষিলাক জানাইলেক যে পিতর দুয়ারত খাড়া হয়া আছে। মানষিলা উয়াক কইলেক, "তুই পাগলি হচিস!" উয়ায় জোর দিয়া কবার নাগিলেক, "উয়ায় হয়!"

১৫ শিষ্যলা কইলেক, "উয়ায় নিশ্চয় পিতরের রক্ষাকারী স্বর্গদূত।"

১৬ এদিয়া পিতর দুয়ার খট খটাইতে আছে। য্যেলা শিষ্যলা দুয়ার খুলিয়া উয়াক দেখির পাইলেক, স্যেলা উমরা অচানক হইলেক।

[১৭] পিতর উমাক চুপ করি রবার বাদে হাত দিয়া ইশারা করি কইলেক, আর ভগবান ক্যেংকরি উয়াক জেল থাকি নিকিলি আনচে, সেই ঘটনাটা জানাইলেক। আরো কইলেক, “তোমরা যাকব আর অইন্য ভাইলাক এই খবরটা দেও।” এই কতা কয়া পিতর অইন্য জাগাত চলি গেইলেক।

[১৮] সাকাল হইতে কালে পিতর কোটে গেইলেক? এই নিয়া জেলখানার সৈন্যলার মইদ্ধোত একটা হৈ-চৈ পড়ি গেইলেক।

[১৯] ইয়ার পাছত হেরোদ ম্যেলা জাগাত পিতরক চান্দে না পায়া, সেনালার বিচার করিয়া মারি ফ্যেলের হুকুম দিলেক। পাছত রাজা হেরোদ যিহূদীয়া প্রদেশ ছাড়িয়া কৈসরিয়া গঞ্জত গেইলেক আর ওটেকোনা কিছু দিন রইলেক।

[২০] সেই সমায় রাজা হেরোদ সোর, সীদোন এই দুই গঞ্জের মানষিলার উপরাত রাগে অগুন হইলেক। উমরা তাঙো কিন্তু একমত হয়া সগায় হেরোদের নগত দেখা করির আসিলেক। রাজার সচিব শ্রী ব্লাস্তরক মানষিলা নিজের দলত আনিয়া রাজার নগত মিমাংসা করির বাদে চুক্তি করির চাইলেক। ক্যেনেনা রাজার দেশের খাবার উমার দেশত আইসে।

[২১] পাছত হেরোদ একটা দিন ঠিক করিলেক, ঐ দিন উয়ায় রাজপোশাক পিন্দিয়া সিংহাসনত বসিয়া ভাষন দিবার নাগিলেক।

[২২] উয়ার কতা শুনিয়া মানষিলা চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “এইলা তো মানষির কতা না হয়, দেবতার কতা!”

২৩ রাজা হেরোদ ভগবানের গুণগান না করাতে, এক স্বর্গদূত হেরোদক এমন রোগ দিলেক যে, ক্রিমির উৎপাতে উয়ায় মরি গেইলেক।

২৪ কিন্তু ভগবানের বাইক্য চাইরো পাকে ছড়াছড়ি হয়া গেইলেক আর ম্যেলা মানষি শিষ্য হবার নাগিলেক।

২৫ বার্ণবা আর শৌলের কাম শ্যেষ করিয়া যোহনের নগত যিরূশালেম ফিরি গেইলেক। এই যোহনক মার্ক বুলি ড্যেকা হয়।

১৩ সেই সমায় আন্তিয়খিয়া গঞ্জের খ্রীষ্টিয় সমিতি কয়েক জন ভাববাদী আর ধর্ম গুরু আছিলেক। উমরা হইলেক বার্ণবা, শিমোন যার আরেক নাম নীগ, কুরীণী গঞ্জের লুকিয়, মনহেম হইলেক রাজা হেরোদের সহকর্মী আর শৌল।

২ উমরা য্যেলা প্রার্থনা, উপাস করির ধরছিলেক, স্যেলা পবিত্র আত্মা উমাক কইলেক, “বার্ণবা আর শৌলক মোর বাদে যুদা করি দেও, ক্যেনেনা মুই উমাক বিশেষ একটা কামের বাদে বাছাই করিচুং।”

৩ স্যেলা উমরা উপাস, প্রার্থনা করিয়া উমার উপরাত হাত থুইয়া বিদায় দিলেক।

৪ এই নাকান করি ভগবানের পবিত্র আত্মা, বার্ণবা আর শৌলক চালনা করিয়া সিলুকিয়া গঞ্জত নিয়া গেইলেক। সিলুকিয়া থাকি জাহাজত করিয়া সাইপ্রাস দ্বীপ নিয়া গেইলেক।

[৫] সাইপ্রাস দ্বীপের সালমি গঞ্জত যায়া যিহূদীলার উপাসনা ঘরত ভগবানের ভাল খবর প্রচার করির নাগিলেক। উমার নগত সাহায্য কারি যোহন আছিলেক।

[৬] দ্বীপের সউগ জাগাতে ঘুরিয়া শ্যেষত পাফঃ নামের জাগাত আসিয়া এক জন যিহূদী ভন্ড ভাববাদীক দেখির পাইলেক। উয়ার নাম বর যীশু।

[৭-৮] আর আরেক গ্রীক নাম হইলেক ইলুমা, মানে যাদুকর। ঐ ভন্ড ভাববাদী সের্গীয় পৌলের এক জন বন্ধু আছিলেক। এই দেশের রাজ্যপাল সের্গীয়-পৌল এক জন বুদ্ধিমান মানষি। উয়ায় ভগবানের বাইক্য শুনিবার বাদে বার্ণবা আর শৌলক ড্যেকে আনিলেক। কিন্তু ভন্ড ভাববাদী উমার দুইজনাক বাধা দিবার নাগিলেক। সের্গীয়-পৌল ভগবানের বাইক্য যাতে বিশ্বাস না করে তার চেষ্টা করির নাগিলেক।

[৯] স্যেলা শৌল, যাক পৌল কওয়া হয় উয়ায় পবিত্র আত্মাত ভরপুর হয়া ইলুমার ভিতি এক নজর দেখিয়া কইলেক,

[১০] "পাষান কোটেকার, তুই হলু শয়তানের ছাওয়া, যেইলা ভাল ঐলার শত্রু। তুই একটা ছল-চাতুরীতে ভরা মানষি। ভগবানের সোজা ঘাটা টেরা ভ্যেকরা করা বন্ধ করিবু কি না?

[১১] দেখ, ভগবানের শাস্তি তোর উপরাত এলা আসির ধরচে, তুই একেবারে কানা হয়া যাবু। কিছু দিন কোনো কিছুই দেখির পাবু না।" সাথে সাথে উয়ায় চোখু দিয়া আন্ধার দেখির নাগিলেক।

কাঙো যাতে উয়াক হাত ধরি নিয়া যায়, এই বাদে চাইরো পাকে হাতড়ে বেড়ে মানষিলাক মিনতি করির নাগিলেক।

১২ এইলা ঘটনা দেখিয়া রাজ্যপাল সের্গীয়-পৌল বিশ্বাস করিলেক। ক্যেনেনা উয়ায় প্রভুর সমন্ধে যে শিক্ষা পাইছিলেক, এই বাদে উয়ায় অচানক হয়া গেইচে।

১৩ ইয়ার পাছত পৌল উয়ার সঙ্গী-সাথীলাক নিয়া পাফঃ নামে জাগা ছাড়িয়া জল জাহাজত করি পাম্ফুলিয়া প্রদেশের পর্গা নামে গঞ্জত গেইলেক। কিন্তু যোহন উমারলাক ছাড়িয়া যিরূশালেম ফিরি গেইলেক।

১৪ পাছত উমরা পর্গা থাকি পিষিদিয়া প্রদেশের আন্তিয়খিয়া গঞ্জত গেইলেক। আর জিরানের দিনত যিহূদী উপাসনা ঘরত যায়া বসিলেক।

১৫ পবিত্র শাস্ত্রের মোশির দেওয়া বিধির বিধান থাকি আর ভাববাদীর বই থাকি পড়েয়া শুনাইলেক। তার পাছত উপাসনা ঘরের নেতালা উমারলাক কইলেক, “হে মোর ভাইয়ের-ঘর, হাজির হওয়া মানষিলাক উৎসাহ দিবার বাদে যদি কোন কতা থাকে, তাইলে কন।”

১৬ পৌল উঠি খাড়া হয়া হাত দিয়া ইশারা করি কইলেক, “হে ইস্রায়েলী মানষিলা, হে ভগবান ভক্ত, তোমরা শুন!

১৭ এই ইস্রায়েল জাতির ভগবান হামার চৌদ্দ গুষ্টিক বাছাই করিচে। য্যেলা উমরা মিশর দেশত আছিলেক, স্যেলা হামার

মানষিলা সংখ্যায় বাড়ি যাবার ধরছিলেক। ইস্রায়েলী মানষিলাক সেই দেশের গোলামীর অইত্যাচার থাকি ভগবান মহাশক্তি দিয়া বাইর করি আনিচে।

১৮ আর চল্লিশ বছর ধরিয়া নিধুয়া পাথারত উমার অন্যায়-আচরন সহ্য করি ছিলেক।

১৯ কনান দেশের সাতটা জাতিক ধ্বংস করিয়া, সেই দেশলা উয়ায় ইস্রায়েল জাতিক দিলেক।

২০ এই নাকান করি চারশো পঞ্চাশ বছর কাটি গেইলেক। "তার পাছত ভাববাদী শমূয়েলের সমায় পর্যন্ত ভগবান কয়েক জন শাসনকর্তা দিলেক।

২১ স্যেলা উমরা এক জন রাজা চাইলেক, এই বাদে ভগবান চল্লিশ বছরের পরে বিন্যামীন বংশের কীশের বেটা শৌলক দিলেক।

২২ ভগবান স্যেলা শৌলক সারে দিয়া দায়ূদক রাজা করিলেক। উয়ায় দায়ূদের বিষয়োত সাক্ষী দিয়া কইলেক, মুই যিশয়ের বেটা দায়ূদক পাচুং। উয়ায় মোর মনের মত মানষি, মোর সউগ ইচ্ছা পালন করিবে।

২৩ উয়ার বংশ থাকি ভগবানের প্রতিজ্ঞা অনুসারে এক জন মুক্তিদাতা প্যেঠাবে। উয়ার নাম যীশু।

২৪ যীশু আইসার আগত দীক্ষাদাতা যোহন সউগ ইস্রায়েল জাতিরটে প্রচার করিলেক, যে তোমরা পাপের ঘাটা থাকি মন

ফিরিয়া দীক্ষা নেও।

২৫ কামের শ্যেষত যোহন কইলেক, মুই কায় তোমরা কি মনে করেন? মুই ঐ বাছাই করা রাজা না হং। উয়ায় মোর পাছত আসির ধরচে, উয়ার জুতার ফিতা খুলি দিবার যোগ্যতা মোর নাই।

২৬ "হে মোর ভাইলা, অব্রাহামের বংশের বেটালা আর যত জন তোমরা ভগবানক ভয় খান, হামারলারটে এই মুক্তির ভাল খবর প্যেঠাইচে।

২৭ যিরূশালেমের মানষিলা, উমার নেতালা যীশুক মুক্তিদাতা হিসাবে চিনির পায় নাই। তাছাড়া ভগবানের ভাববাদীলার যে বাইক্যলা প্রত্যেক জিরানের দিনত পড়া হয়, সেইলাও বুঝির পায় নাই। সেই জইন্যে উমরা যীশুক দোষী সাব্যস্ত করিয়া ভগবানের খবরিয়ালার বাইক্য পূরণ করিলেক।

২৮ যদিও যীশুক মারি ফ্যেলের কোন দোষ পায় নাই, তবু যীশুক মারির ফ্যেলের বাদে রাজ্যপাল পীলাতেরটে দাবি করিলেক।

২৯ যীশুর বিষয় যা কিছু সনাতন পবিত্র শাস্ত্রত লেখা আছিলেক, সউগে পূরণ করির পাছত উমরা মরা দেহাটা ক্রুশ থাকি নামেয়া সমাধিত দিলেক।

৩০ কিন্তু পরম ভগবান যীশুক মরণ থাকি ফির বত্তে তুলিলেক।

৩১ যীশুর নগত গালীল থাকি যিরূশালেমত যায় যায় আসচে, উমারলাক ম্যেলাবার দেখা দিলেক। হামার মানষিলারটে উমরায় এলা উয়ার সাক্ষী দিবার ধরচে।

৩২ “ভগবান হামার চৌদ্দ পুরুষেরটে যে কিরা কাটিচে, সেই ভাল খবরটা তোমারলাক জানেবার ধরচি।

৩৩ ভগবান যীশুক মরণ থাকি ফির বত্তে তুলিয়া হামারলারটে উয়ার গুষ্টির মানষিলার বাদে যে কিরা কাটিচে, সেইলা পূরণ করিচে। গীতসংহিতাত যীশুর সমন্ধে কইচে, ‘তুই মোর বেটা, আজি মুইয়ে তোক জন্ম দিলুং।’

৩৪ “ভগবান উয়াক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে। উয়ার দেহা নষ্ট হবার দিবে না। এই বিষয় ভগবান কইচে, ‘মুই তোমারলাক রাজা দায়ূদের নগত যে পবিত্র আশুর্বাদের প্রতিজ্ঞা করিচুং, সেইলা তোমাকো দিম।’

৩৫ “এই বিষয়ে আরো অইন্য জাগাত নেখা আছে, ‘তোর পবিত্র জনের দেহাক তুই পচন ধরির দিবু না।’

৩৬ “মহারাজা দায়ূদ সেই কালের মানষিলার মইদ্ধোত ভগবানের ইচ্ছা অনুয়ায়ী কাম করার পাছত মরি যায়। উয়ার চৌদ্দ গুষ্টির নগত উয়াক সমাধিত থোয়া হয়। উয়ার দেহাও নষ্ট হইলেক।

৩৭ কিন্তু ভগবান যাক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে, উয়ার দেহা নষ্ট হয় নাই।

৩৮ এই বাদে হে মোর ভাইয়ের ঘর, তোমরা শোন, এই যীশুর মইদ্ধো দিয়া পাপ থাকি ক্ষমা পাবার বাদে তোমারটে প্রচার করা হবার ধরচে।

৩৯ শ্রী মোশির বিধির বিধান পালনে মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হয় না। কিন্তু যে কাঙো যীশুর উপরাত বিশ্বাস করে, উয়াক নির্দোষ কয়া হয়।

৪০ এই বাদে তোমরা সাবধান হন! ভাববাদীর বইয়ত যেইলা কয়া গেইচে সেইলা যাতে তোমার উপরাত না ঘটে,

৪১ 'তোমরা যায় যায় ভগবানক নিয়া তামশা করেন, তোমরা শোন, তোমরা দেখ, অচানক হন, আর শ্যেষ হয়া যাও। ক্যেনেনা তোমারলার সমায়ে মুই এমন কাম করিচুং, যেই কামের কতা তোমারলাক কওয়া হইলেও বিশ্বাস করেন না।'"

৪২ পৌল আর বার্ণবা উপাসনা ঘর থাকি চলি যাবার সমায় মানষিলা অনুরোধ করির নাগিলেক, আইসা জিরানের দিনত যাতে আরো ভাল করি আলোচনা করির পান।

৪৩ মানষিলা উপাসনা ঘর থাকি চলি যাবার সমায় ম্যেলা যিহূদী আরো যিহূদী ধর্মে শিষ্য, ভগবান ভক্ত অযিহূদী পৌলের আর বার্ণবার সাথে সাথে গেইলেক। উমরা মানষিলার নগত কতা কইলেক, উমারলাক উৎসাহ দিলেক যাতে উমরা ভগবানের দয়ার উপরা ভরসা করি চলিতে থাকে।

৪৪ পরের জিরানের দিনত গঞ্জের পেরায় সউগ মানষি ভগবানের বাইক্য শুনিবার বাদে একটে হইলেক।

৪৫ এত মানষির ভিড় দেখিয়া যিহূদীলা হিংসায় জ্বলির নাগিলেক। আর নিন্দা করিয়া পৌলের কতার প্রতিবাদ করির নাগিলেক।

৪৬ কিন্তু পৌল আর বার্ণবা সাহস করিয়া উমার কতার উত্তর দিলেক, “পইলা তোমরা যিহূদীলারটে হামার ভগবানের কতা কওয়া দরকার আছিলেক। কিন্তু তোমরা অবহেলা করিয়া এই অমৃত জীবন পাবার বাদে নিজেকে অযোগ্য মনে করিলেন, এলা হামরা অযিহূদীলারটে যামু।

৪৭ ক্যেনেনা ভগবান হামাক এই নাকান আদেশ দিচে, ‘মুই তোমারলাক অইন্য জাতির বগলত আলোর নাকান করিচুং, যাতে তোমারলার মইদ্ধো দিয়া দুনিয়ার সউগ মানষিলা পাপ থাকি মুক্তি পায়।’”

৪৮ এই কতা শুনিয়া অযিহূদীলা খুশি হইলেক, আরো ভগবানের বাইক্যের গুণগান করির নাগিলেক। যাক যাক অমৃত জীবনের বাদে বাছাই করি থোয়া হইচে, উমরা বিশ্বাস করিলেক।

৪৯ ভগবানের বাইক্য গোটায় দেশত ছড়াছড়ি হয়া পড়িলেক।

৫০ কিন্তু যিহূদীলা ভগবানের উপাসনাকারী গুনবতী বেটিছাওয়ালাক আর গঞ্জের প্রধান প্রধান মানষিলাক উসকানি

দিবার নাগিলেক। এই নাকান করি পৌল আর বার্ণবাক অইত্যাচার করিয়া গঞ্জ থাকি খ্যেদেয়া দিলেক।

৫১ স্যেলা যিহূদী মানষিলা ভগবানের বাইক্য অবহেলা করাতে পৌল আর বার্ণবা সাক্ষী হিসাবে ঠ্যেংএর ধূলা ঝাড়িয়া ইকনিয় নামে জাগাত গেইলেক।

৫২ কিন্তু ওটেকার শিষ্যলা আনন্দে আরো ভগবানের পবিত্র আত্মাত ভরপুর হইলেক।

১৪ পৌল আর বার্ণবা উমার নিয়ম মতন ইকনিয় গঞ্জের যিহূদী উপাসনা ঘর গেইলেক। উমরা কতালা এমন করি কইলেক, যে যিহূদী ও গ্রীক ম্যেলা মানষি বিশ্বাস করিলেক।

২ কিন্তু কিছু যিহূদী মানষি বিশ্বাস করিলেক না, বরং উমরা অযিহূদী মানষিলাক উসকি দিয়া গুরুভাইলার বিরুদ্ধে খ্যেপেয়া তুলিলেক।

৩ পৌল আর বার্ণবা ম্যেলা দিন ইকনিয় গঞ্জত থাকিয়া, সাহস করিয়া প্রভু যীশুর কতা প্রচার করিলেক। প্রভুর দয়ার কতা উমরা যেইলা প্রচার করিলেক, সেইলা প্রমাণ করির বাদে প্রভু উমার মইদ্ধো দিয়া অচানক অচানক চিনের কাম করিবার বাদে শক্তি দিলেক।

৪ গঞ্জের মানষিলা দুই দলে ভাগ হয়া গেইলেক, কাঙো গেইলেক যিহূদীলার ওদিয়া আর কাঙো গেইলেক যীশুর প্যেঠা

খবরিয়ালার ওদিয়া।

৫ স্যেলা যিহূদী, অযিহূদীলা উমার নেতার নগত মিলিয়া বার্ণবা আর পৌলক অপমান করিয়া শিল দিয়া ঢ্যেলে মারির চেষ্টা করিলেক।

৬ এই ঘটনাটা টের পায়া পৌল আর বার্ণবা লুকানিয়া প্রদেশের লুস্ত্রা আর দর্বী গঞ্জ আর উয়ার চাইরো পাকের অঞ্চলত পালেয়া বেড়েবার নাগিলেক।

৭ স্যেলা ওটে উমরা প্রভু যীশুর ভাল খবর প্রচার করির নাগিলেক।

৮ লুস্ত্রাত এক জন মানষি বসিয়া আছিলেক, উয়ায় জন্ম থাকি খোড়া, ঠ্যেংয়ত কোন বল ছিলেক না। উয়ায় কোন দিনও চলা ফিরা করির পায় নাই।

৯ এই মানষিটা বসিয়া পৌলের কতা শুনির ধরছিলেক। পৌল মানষিটার ভিতি দেখিয়া বুঝিলেক উয়ার ভাল হবার বাদে ভগবানের উপরাত বিশ্বাস আছে।

১০ পৌল উয়াক ড্যেকেয়া কইলেক, “তোর দুই ঠ্যেংয়ত ভর দিয়া সোজা হয়া খাড়া হঃ!” উয়ায় স্যেলা ঝাপেয়া উঠি খাড়া হয়া হাটি বেড়ের নাগিলেক।

১১ পৌল যেইলা করিলেক, সেইলা দেখি মানষিলা লুকানিয়া ভাষাত কবার নাগিলেক, “দেবতালা মানষির রূপ ধারন করিয়া হামার এটে নামি আসচে!”

[১২] এই বাদে মানষিলা বার্ণবার নাম “জেউস” আর পৌলের নাম “হের্মেস” দিলেক। ক্যেনেনা পৌল আছিলেক প্রধান বক্তা।

[১৩] গঞ্জের ঠিক আগপাকে জেউসের মন্দির আছিলেক। এই মন্দিরের বামন কয়েকটা পশু আর মালা নিয়া গঞ্জের দুয়ারত আসিলেক। ক্যেনেনা এই বামনটা মানষিলার নগত মিলিয়া পৌল আর বার্ণবাক সন্মান জানের বাদে এই পশু বলিদান দিবার চাইলেক।

[১৪] কিন্তু যীশুর খবরিয়া বার্ণবা আর পৌল এই কতা শুনিয়া নিজের কাপড় ছিড়িয়া দৌড়ি যায়া মানষিলাক চিকিরিয়া কবার নাগিলেক,

[১৫] “আহা তোমরা এইলা ক্যেনে করির নাগচেন? হামরাও তোমার নাকান সাধারন মানষি। হামরা তোমারটে এই ভাল খবর প্রচার করির নাগচি, তোমরা এই বেয়া জিনিস ছাড়িয়া জীবন্ত ভগবানের ভিতি ফিরি আইসো। উয়ায় দ্যাওয়া, দুনিয়া, সাগর সউগে সিজ্জন করিচে।

[১৬] আগিলা দিনলাত উয়ায় সউগ জাতিক নিজের ইচ্ছা মতন চলিবার দিচে।

[১৭] তাঙো নিজের বিষয় সাক্ষী দিচে। উয়ায় দ্যাওয়া থাকি জল, নানান ঋতুত ফসল দিচে। উয়ায় ম্যেলা খাবার দিয়া তোমারলার মন আনন্দে দিচে।”

১৮ এইলা কতা কয়া পৌল ও বার্ণবা মানষিলাক খুব কষ্ট করিয়া পশু বলি দেওয়া বন্ধ করিলেক।

১৯ এই ঘটনার পাছত ইকনিয় আর আন্তিয়খিয়া থাকি কয়েক জন যিহূদী প্রচারক আসিয়া মানষিলাক পৌলের বিরুদ্ধে উসকি তুলিলেক। উমরা পৌলক শিল দিয়া ঢ্যেলাইলেক। পৌল মরি গেইচে মনে করিয়া যিহূদীলা উয়াক গঞ্জের বায়রাত টানি-ছ্যেচরে নিয়া গেইলেক।

২০ যীশুর শিষ্যলা উয়ার চাইরো পাকে আসিয়া জড়ো হইলে, উয়ায় উঠিয়া উমার নগত গঞ্জত চলি গেইলেক। পরের দিন বার্ণবার নগত দর্বী গঞ্জত গেইলেক।

২১ পৌল আর বার্ণবা দর্বী গঞ্জত ভাল খবর প্রচার করিয়া ম্যেলা মানষিক শিষ্য বানেয়া, লুস্ত্রা গঞ্জ থাকি ইকনিয় আর আন্তিয়খিয়াত ফিরে আসিলেক।

২২ ঐ গঞ্জের শিষ্যলার মনের বল যোগাইলেক, উমারলাক বিশ্বাসে থির থাকির উৎসাহ দিলেক। আরো কইলেক, “ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত সোন্দের বাদে হামারলাক নানা নাকানের জ্বালা-যাতনা সহ্য করির নাগিবে।”

২৩ উমরা সগায় মিলিয়া খ্রীষ্টিয় সমিতির নেতালাক কামত নিযুক্ত করিলেক। এই নেতালা হইলেক যায় যায় প্রভুর উপর বিশ্বাস করিচিলেক, আর প্রার্থনা, উপাস করে, উমারলাক সগাকে প্রভুর হাতত সঁপে দিলেক।

২৪ তার পাছত পৌল আর বার্ণবা পিষিদিয়া প্রদেশের মইদ্ধো দিয়া পাম্ফুলিয়া পৌছাইলেক।

২৫ ওটে উমরা পর্গা গঞ্জত ভগবানের ভাল খবর প্রচার করিয়া অত্তালিয়া নামে এক জাগাত গেইলেক।

২৬ ওটে থাকি জাহাজত করিয়া আন্তিয়খিয়াত চলি গেইলেক। উমরা যে কাম সাধন করিয়া আসিলেক, সেই কামের বাদে এই জাগাত নিজেকে ভগবানের হাতত সঁপে দিছিলেক।

২৭ পৌল আর বার্ণবা ফিরি আসিয়া শিষ্যলাক জোটো করিলেক। ভগবান উমার নগত রয়া ম্যেলা কাম করিয়া অযিহুদীলার বিশ্বাসের ঘাটা খুলি দিচে, সেইলা সউগে তুলি ধরিলেক।

২৮ স্যেলা উমরা ম্যেলা দিন ধরিয়া শিষ্যলার নগত রইলেক।

১৫ ইয়ার পাছত যিহূদীয়া প্রদেশ থাকি কয়েক জন যিহূদী আসিয়া গুরু ভাই-বইনিলাক শিক্ষা দিবার নাগিলেক। উমরা কইলেক, “শ্রী মোশির বিধান মতন দেহাত চিন না দিলে তোমরা পাপ থাকি মুক্তি পাবেন না।”

২ এই নিয়া ঐ মানষিলার নগত পৌল আর বার্ণবা খুব তর্কা-তর্কি হইলেক। গুরু-ভাইলা ঠিক করিলেক তর্কের মিমাংসা করির বাদে পৌল আর বার্ণবা আন্তিয়খিয়ার কয়েক জন শিষ্যক নিয়া যিরূশালেমের খ্রীষ্টিয় সমিতি খবরিয়া আর নেতালারটে প্যেঠাবে।

৩ খ্রীষ্টিয় সমিতির মানষিলা উমারলাক যাবার বন্দোবস্ত করিলেক। স্যেলা উমরা ফৈনীকিয়া আর শমরিয়ার ভিতিরা দিয়া যাইতে যাইতে অযিহূদী মানষিলা ক্যেংকরি যীশুর ঘাটাত আসিচে, সেইলা পৌল আর বার্ণবা মানষিলাক জানাইলেক। এই শুনিয়া শিষ্যলা সগায় খুব খুশি হইলেক।

৪ ইয়ার পাছত উমরা যিরূশালেমত পৌছিলেক স্যেলা খ্রীষ্টিয় সমিতির মানষিলা, যীশুর খবরিয়ালা, আরো নেতালা উমাক বরণ করি নিলেক। উমারলার মইদ্ধো দিয়া প্রভু যেইলা কাম করিচে, সেইলা সগাকে জানাইলেক।

৫ কিন্তু ফরীশী দলের কয়জন মানষি শিষ্য হইছিলেক, উমরা উঠিয়া কইলেক, “অযিহূদী মানষিলাক দেহাত চিন দেওয়া আর শ্রী মোশির বিধান পালন করা দরকার।”

৬ এই বিষয় আলাপ করির বাদে যীশুর খবরিয়ালা আর খ্রীষ্টিয় সমিতির নেতালা একটে জোটো হইলেক।

৭ আর নানা নাকান তর্কা-তর্কি হওয়াতে পিতর উঠিয়া কইলেক, “ভাইয়ের-ঘর তোমরা তো জানেন ম্যেলা দিন আগত তোমারলার মইদ্ধো থাকি ভগবান মোক বাছাই করিচে, যাতে মোর মুখ থাকি ভাল খবর শুনিয়া অযিহূদী মানষিলা বিশ্বাস করে।

৮ ভগবান হইলেক অন্তর্যামী, উয়ায় সগারে অন্তরের কতা জানে। ভগবান হামাক যে নাকান করি পবিত্র আত্মা দান করিয়া কোলাত

তুলি নিচে, একে নাকান করি অযিহূদী গুরুভাইলার বাদে সাক্ষ্য হিসাবে পবিত্র আত্মা দান করিলেক।

৯ উমারলার আর হামারলার মইদ্ধোত কোন ভেদা-ভেদ নাই। উমরা বিশ্বাস করিচে বুলিয়া ভগবান উমার অন্তর শুচি করিচে।

১০ আর এলা ভগবানক ক্যেনে যাচাই করির ধরচেন? হামারলার চৌদ্দ গুষ্টি আর হামরা যেইলার ভরা উবিবার পায় নাই, তোমরালা ক্যেনে সেই অযিহূদী ভাই বইনিলার ঘাড়ত জোঙাল তুলি দিবার ধরচেন?

১১ হামরা প্রভু যীশুর দয়াত য্যেংকরিয়া বিশ্বাস করিয়া মুক্তি পাচি, অংকরিয়া অযিহূদী মানষিলাও পাপ থাকি মুক্তি পাইচে।”

১২ স্যেলা সউগ মানষি ঝিত করি রইলেক। বার্ণবা আর পৌলক দিয়া ভগবান অযিহূদী মানষিলার মইদ্ধোত কি কি অচানক অচানক চিনের কাম করিচে, সেইলা ঘটনা বার্ণবা আর পৌলেরটে থাকি উমরালা শুনিলেক।

১৩ উমার কতা শ্যেষ হইতে কালে যাকব কইলেক, “মোর ভাইয়ের-ঘর মোর কতা শুন!

১৪ ভগবানের মহিমার বাদে পইলা বার অযিহূদী মানষিলার মইদ্ধো থাকি একদল মানষিক বাছাই করি গ্রহন করিচে, সেই কতা ভাই শিমোন-পিতর তোমারলাক শুনাইলেক।

১৫ এই কতার নগত ভগবানের ভাববাদীর কতার মিল আছে। ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে:

১৬ মুই ফিরি আসিম, আর রাজা দায়ূদের যে ঘর ভাঙি গেইচে, সেই ঘর আরো বানাইম। মুই উয়ার ধ্বংস হওয়া সউগ ঘর নয়া করি গাথিম।

১৭ যাতে করি মানব জাতির অইন্য মানষিলা, আর সউগ অযিহূদী মানষিলা মোক চান্দায়।

১৮ প্রভু ম্যেলা দিন আগত এইলা বিষয় জানাইচে।”

১৯ ফির যাকব কইলেক, “অযিহূদী মানষিলা ভগবানের এদিয়া ফিরিচে। এই বাদে হামার বিচার হইলেক যে, হামরা উমাক কষ্ট দিমু না।

২০ বরং উমাক চিঠি নেখিয়া প্যেঠে দিবার পাই, উমরা শ্রী মোশির বিধির বিধান মতে প্রতিমাক দেওয়া সউগ কিছু ছুয়া-আইটা, ব্যভিচার আর গালা টিপিয়া মারা পশুর মসং, অক্ত থাকি যুদা হয়া থাকুক।

২১ ক্যেনেনা আগিলা কাল থাকি এলাও প্রতিটা গঞ্জত শ্রী মোশির মানষিলা প্রচার করির ধরছিলেক। আর যেইলা নেখি গেইচে, সেইলা প্রতি জিরানের দিন যিহূদী উপাসনা ঘরত মোশির বিধির বিধান পড়া হবার ধরচে।”

২২ স্যেলা খবরিয়ালা, খ্রীষ্টিয় সমিতির নেতালা আর অইন্য মানষিলা ঠিক করিলেক যে, উমার নিজের মইদ্ধো থাকি কয়জন মানষিক বাছাই করি নিয়া পৌল আর বার্ণবার সাথে আন্তিয়খিয়াত প্যেঠাবে। শিষ্য ভাইলার মইদ্ধোত দুই জন নেতা আছিলেক।

উমরা হইলেক যিহূদা আর শিলাস, এই যিহূদার আর এক নাম বারশাব্বা।

২৩ আর উমারলার হাতত এই নাকান চিঠি নেখিয়া প্যেঠাইলেক, "হামরা খবরিয়ালা আর খ্রীষ্টিয় সমিতির নেতালা মিলিয়া আন্তিয়খিয়া, সিরিয়া আর কিলিকিয়ার অযিহূদী শিষ্য ভাইলার বাদে এই চিঠি নেখিচি, তোমারলার মঙ্গল হউক।

২৪ "হামরা শুনির পাইলুং যে, হামার মইদ্ধো থাকি কয়জন মানষি তোমার ঐটে যায়া নানা নাকানের সমস্যা তৈরি করি তোমারলার মন অস্থির করি তুলি কষ্ট দিচে। কিন্তুক উমাক হামরা এই নাকান কাম করিবার কই নাই।

২৫ এই বাদে হামরা একমত হয়া কয়জনক বাছাই করিয়া আদরের ভাই বার্ণবা আর পৌলের সাথে প্যেঠাইলুং।

২৬ বার্ণবা আর পৌল হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাদে মরণ থাকি ফিরি আসিচে।

২৭ হামরা যিহূদা আর শিলাসক প্যেঠালুং, হামরা যেইলা নেখিচি, যাতে সেইলা উমরা নিজে মুখ দিয়াও কয়।

২৮ ভগবানের পবিত্র আত্মা আর হামরা এইটায় ভাল মনে করিলুং, কয়টা দরকারি বিষয় ছাড়া, অইন্য ভার তোমার উপরাত যাতে চাপে দেওয়া না হয়।

২৯ এই বিষয়লা হইলেক, তোমরালা প্রতিমার সঁপে দেওয়া প্রসাদ, পশুর অক্ত, গালা টিপি মারা কোন পশুর মসং না খান।

আর ব্যভিচার করেন না। এইলা থাকি যুদা হয়া থাকিলে তোমারলার মঙ্গল হবে। তোমারলার প্রতি হামার শুভ কামনা রইলেক।”

৩০ য্যেলা উমাক বিদায় দিলেক স্যেলা উমরা বিদায় নিয়া আন্তিয়খিয়াত আসিলেক। আর মানষিলাক একটে করিয়া চিঠিখান দিলেক।

৩১ মানষিলা চিঠিখান পড়িয়া সান্তনা পায়া খুশি হইলেক।

৩২ যিহূদা আর শিলাস ভগবানের ভাববাদী হওয়াতে শিষ্য ভাইলাক ম্যেলা কতা কয়া উৎসাহ দিলেক। ইয়াতে উমরা বিশ্বাসে আরো শক্তিশালী হইলেক।

৩৩-৩৪ কিছু দিন থাকার পাছত উমাক প্যেঠেয়া দিলেক। উমারটে থাকি যিরূশালেম ফিরি যাবার বাদে শান্তির কামনা করিয়া বিদায় দিলেক।

৩৫ কিন্তু পৌল আর বার্ণবা আন্তিয়খিয়াতে রইলেক। উমরা ওটে অইন্য মানষির নগত ভগবানের বাইক্য শিক্ষা দিয়া প্রচার করির নাগিলেক।

৩৬ কিছু কাল পাছত পৌল বার্ণবাক কইলেক, “চল, হামরা আগত যেইলা গঞ্জত প্রভুর বাইক্য প্রচার করচি, এলা ঐলা গঞ্জত ফিরিয়া যায়া গুরুভাইলা ক্যেমন আছে খোজ-খবর নেই।”

৩৭ বার্ণবা মনে করিলেক যে, যোহনক নগত নিয়া যাই, এই যোহনের ডাক নাম মার্ক।

৩৮ যেহেতু মার্ক পাম্ফুলিয়াত উমারলাক ছাড়িয়া গেইচে আর উমার নগত কাম করে নাই, এই বাদে পৌল সিদ্ধান্ত নিলেক, মার্কক নগত না নেওয়াই ভাল।

৩৯ ইয়ার ফলে উমার মইদ্ধোত মতের অমিল দেখা দিয়া উমরা যুদা হয়া গেইলেক। বার্ণবা মার্কক নগত নিয়া সাইপ্রাস দ্বীপত জাহাজত করি রওনা দিলেক।

৪০-৪১ কিন্তুক পৌল শিলাসক বাছাই করিলেক আর আন্তিয়খিয়ার গুরুভাইলা উমারলাক দয়ালু প্রভুর হাতত সঁপে দিয়া পৌল আর শিলাস চলি গেইলেক। স্যেলা উমরা সিরিয়া আর কিলিকিয়া দেশের মইদ্ধো দিয়া যাইতে যাইতে সমিতিলার বিশ্বাস বাড়েয়া আরো শক্তিশালী করিলেক।

১৬ এক দিন পৌল, দর্বী আর লুস্ত্রা গঞ্জত গেইলেক। ঐটে তীমথিয় নামে এক জন শিষ্য আছিলেক, উয়ার মাও যিহূদী আর যীশুর শিষ্যা, কিন্তুক তীমথিয়র বাপ আছিলেক জাতিতে গ্রীক।

২ লুস্ত্রা আর ইকনিয় গঞ্জত বসবাসকারী গুরুভাইলারটে তীমথিয়ের গুনিজন হিসাবে খুব নাম-ডাক আছিলেক।

৩ পৌল উয়াক সাথত নিয়া যাবার চাইলেক। কিন্তুক সগায় জানে তীমথিয়ের বাপ এক জন গ্রীক জাতির মানষি। পৌলের প্রচারের যাতে বাধা না হয়, তারে বাদে যিহূদীলার নিয়ম মতন তীমথিয়ের দেহাত চিন দিলেক।

[৪] পাছত পৌল আর উয়ার সঙ্গী-সাথীলা এ গঞ্জ থাকিও গঞ্জের মইদ্ধো দিয়া যাবার নাগিলেক। অধিকার পাওয়া খবরিয়ালা আর বুড়া নেতালা যে নিয়ম যিরূশালেমত ঠিক করিচে, ঐলা নিয়ম মানষিলাক পালন করির কইলেক।

[৫] এই নাকান করি খ্রীষ্টিয় সমিতির মানষিলা বিশ্বাসে বলবান হবার নাগিলেক, আর দিনে দিনে সংখ্যায় বাড়ির নাগিলেক।

[৬] ঐ সমায় পবিত্র আত্মা উমাক এশিয়া প্রদেশত প্রচার করির দেয় নাই। এই বাদে পৌল আর উয়ার সঙ্গীলা ফরুগিয়া আর গালাতীয়া দেশ দিয়া গেইলেক।

[৭] মুশিয়া দেশের সীমনাত পৌছিয়া বিথুনিয়া প্রদেশ যাবার চাইলেক। কিন্তুক ওটেকোনাও যীশুর আত্মা উমাক যাবার দিলেক না।

[৮] এই বাদে উমরা মুশিয়া দেশের মইদ্ধো দিয়া ত্রোয়া বন্দরত গেইলেক।

[৯] রাতির বেলা পৌল একটা দর্শন দেখিলেক, ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের এক জন মানষি খাড়া হয়া খুব কাউলা কাউলি করি কবার নাগচে, “ম্যাসিডোনিয়াত আসিয়া হামারলাক সাহায্য করেক।”

[১০] পৌল দর্শন দেখির পাছত, হামরা স্যেলায় স্যেলায় ম্যাসিডোনিয়া দেশত যাবার বাদে মনস্থ করিলুং, ক্যেনেনা

ঐটেকার মানষিলারটে খ্রীষ্টের ভাল খবর প্রচার করির বাদে ভগবান হামারলাক ড্যেকাইচে।

[১১] হামরা ত্রোয়া বন্দর ছাড়িয়া জল-জাহাজত চড়িয়া সিদা ঘাটা দিয়া সামোথ্রাকী দ্বীপ গেইলোং, তার পরের দিন নিয়াপলি গঞ্জত গেইলোং।

[১২] ঐটে থাকি ফিলিপী গঞ্জত আসিলোং, এইটা হইলেক ম্যাসিডোনিয়ার একটা বড় গঞ্জ। ওটে রোমীয় জাতি বসবাস করে। আর হামরা ঐ গঞ্জত কয় দিন রইলোং।

[১৩] হামরা জিরানের দিন গঞ্জের বায়রাত নদীর পারত আসিলোং। মনে করিলুং যে ঐটে প্রার্থনা করির জাগা আছে। ওটেকোনা যেই বেটিছাওয়ালা জড়ো হয়া বসিয়া আছিলেক উমার নগত কতা কবার নাগিলুং।

[১৪] উমারলার মইদ্ধে থুয়াতীয়া গঞ্জের শ্রীমতি লুদিয়া, এক জন ভগবান ভক্ত বেটিছাওয়া আছিলেক। উয়ায় বেগুনী রংএর কাপড় বেচায়। লুদিয়া হামার কতা শুনিলেক আর প্রভু উয়ার অন্তরের দুয়োর খুলি দিলেক, যাতে পৌলের কতা মানি নেয়।

[১৫] শ্রীমতি লুদিয়া আর উয়ার বাড়ির সগায় দীক্ষা নিলেক। তার পাছত লুদিয়া মিনতি করি কইলেক, “তোমরা যদি মোক যীশুর শিষ্যা মনে করেন, তাইলে মোর বাড়িত আসিয়া থাকো।” এই কয়া হামারলাক জোর করিয়া বাড়ি নিয়া গেইলেক।

১৬ এক দিন হামরা যেলা প্রার্থনার জাগাত যাবার ধরচি, স্যেলা এক জন অপদেবতা ধরা চাকরানীর দেখা হইলেক। এই অপদেবতার সাহায্যে উয়ায় মানষিলার ভবিষ্যত বাণী কয়া দেয়। ইয়াতে উয়ার মালিকলার ভালে টাকা কামাই হবার ধরছিলেক।

১৭ এই চাকরানীটা হামার আর পৌলের পাছপাকে আসিয়া চিকরিয়া কবার নাগিলেক, “এই মানষিলা মহান ভগবানের চাকর! ইমরা তোমারলাক মুক্তির ঘাটা জানে দিবার ধরচে।”

১৮ ম্যেলা দিন থাকি চাকরানীটা এই নাকান কবার নাগিলেক। পাছত এক দিন পৌল বিরক্ত হয়া অপদেবতাটাক কইলেক, “রাজা যীশুর নামে মুই তোক আদেশ করির ধরচুং, উয়ার ভিতিরা থাকি বিরিয়া যা।” স্যেলায় স্যেলায় অপদেবতাটা বিরি গেইলেক।

১৯ কিন্তুক চাকরানীর মালিকলা দেখিলেক যে, উমার টাকা কামাই করির ঘাটা বন্ধ হয়া গেইলেক। এই বাদে উমরা পৌল আর শিলাসক ধরি নিয়া গঞ্জের শাসনকর্তালার ঐটে টানি নিয়া গেইলেক।

২০ মালিকলা শাসনকর্তালাক কইলেক, “এই মানষিলা হামার গঞ্জত গন্ডগোল নাগেয়া দিচে। হামরা রোমীয় আর উমরা যিহূদী।

২১ রোমীয় হয়া যেইলা নিয়ম নীতি পালন করা মানা আছে সেইলায় উমরা প্রচার করির ধরচে।”

২২ স্যেলা অইন্য মানষিলাও পৌল আর শিলাসের বিরুদ্ধে খেপি যায়া মারির চাইলেক। গঞ্জের শাসনকর্তালা উমারলার দেহার কাপড় খসে ফ্যেলেয়া নাটি দিয়া ডাঙের আদেশ দিলেক।

২৩ উমারলাক খুব জোরে জোরে ডাঙেয়া জেলত ভরে থুইলেক। আর পাহারাদারক ভাল করি পাহারা দিবার কইলেক।

২৪ পাহারাদার এই আদেশ পায়া জেলের একেবারে ভিতিরার ঘরত ঢুকিয়া থুইয়া উমারলার ঠ্যেংয়ত খুটার বেড়ি দিয়া আটকে থুইলেক।

২৫ স্যেলা মইদ্ধো রাতি পৌল আর শিলাস ভগবানেরটে প্রার্থনা করিয়া উয়ার গুন-কীত্তন করির ছিলেক। অইন্য বন্দিলা কান পাতিয়া উমারলার গুন-কীত্তন শুনির নাগিলেক।

২৬ এমন সমায় হঠাৎ খুব বড় একটা ভৈচাল হইলেক। ইয়াতে জেলখানার ভিটি কাপিয়া উঠিলেক। স্যেলায় স্যেলায় সউগ দুয়োর হুসকি গেইলেক, আর বন্দীলার খুটার বেড়ি খসিয়া পড়িলেক।

২৭ ইয়াতে পাহারাদারের নিন ভাঙি গেইলেক আর জেলখানার সউগ দুয়ার খোলা দেখিয়া মনে করিলেক সউগ বন্দিলা পালে গেইচে। এই বাদে ছোরা নিয়া আত্ম হত্যা করির চাইলেক।

২৮ কিন্তুক পৌল চিকরিয়া কইলেক, “তুই নিজে নিজের জীবন ক্ষতি করিস না। হামরা সগায় এটেকোনা আছি।”

২৯ স্যেলা পাহারাদারটা অইন্য এক জনক বাতি আনির কয়া নিজেই ভিতিরাত দৌড়ি গেইলেক। আর কাপিতে কাপিতে পৌল আর শিলাসের আগ-পাকে উবুর হয়া পড়িলেক।

৩০ তার পাছত উমাক দুই জনাক বায়রাত আনিয়া কইলেক, “মানিগুনীর ঘর! পাপ থাকি মুক্তি পাবার বাদে মোক কি করির নাগিবে?”

৩১ উমরা কইলেক, “তুই প্রভু যীশুক বিশ্বাস করেক তাতে তুই আর তোর পরিবার মুক্তি পাবে।”

৩২ ইয়ার পাছত পাহারাদারের বাড়ি যায়া পৌল আর শিলাস উয়াক আর উয়ার পরিবারের মানষিলাক প্রভুর বাইক্য শুনাইলেক।

৩৩ স্যেলায় স্যেলায় পাহারাদারটা পৌল আর শিলাসের কাটা যাওয়া জাগালা ধুইয়া যতন করিলেক। উয়ায় আর উয়ার পরিবারের সগায় দীক্ষা নিলেক।

৩৪ তার পাছত নিজের বাড়িত নিয়া যায়া উমারলাক খাবার দিলেক। আর উয়ায় ভগবানের উপরা বিশ্বাস করাতে সগায় আনন্দ করির নাগিলেক।

৩৫ পরের দিন সাকাল বেলা শাসনকর্তালা সিপাই প্যেঠেয়া জেলের পাহারাদারক কইলেক, “ঐ মানষিলাক ছাড়ি দেও।”

৩৬ স্যেলা জেলের পাহারাদার পৌলক যায়া কইলেক, “শাসনকর্তালা তোমারলাক ছাড়ি দিবার কয়া প্যেঠাইচে। তোমরা

এলা শান্তিতে চলি যাও।”

[৩৭] কিন্তুক পৌল কইলেক, “হামরা রোমের নাগরিক হওয়া সত্বেও নিয়ম মতন বিচার না করিয়া সগারে আগত হামাক ডাঙেয়া জেলত থুইলেক। এলা কি শাসনকর্তালা গোপনে জেল থাকি বাইর করি দিবার চায়? না, সেইটা হবার পায় না! উমরালা নিজে আসিয়া জেলের বায়রাত হামাক নিয়া যাবার নাগিবে।”

[৩৮] এই কতা শুনিয়া সিপাইলা যায়া শাসনকর্তালাক খবর দিলেক। রাজ্যপাল য্যেলা শুনিলেক যে, পৌল আর শিলাস রোমীয় স্যেলা উমরা ভয় খাইলেক।

[৩৯] তার পাছত শাসনকর্তালা আসিয়া পৌল আর শিলাসেরটে কাউলা-কাউলি করি ক্ষমা চাইলেক। আর জেলখানার বায়রাত আনিয়া গঞ্জ ছাড়ি চলি যাবার বাদে মিনতি করিলেক।

[৪০] পৌল আর শিলাস জেলখানার বায়রাত আসিয়া লুদিয়ার বাড়ি গেইলেক। ওটেকোনা গুরুভাইলার সাথত দেখা হইলেক। উমারলাক উৎসাহ দিয়া গঞ্জ ছাড়ি চলি গেইলেক।

১৭ পৌল আর শিলাস আম্ফিপলি আর আপল্লোনিয়া গঞ্জের ভিতিরা দিয়া থিষলনীকী গঞ্জত গেইলেক। ওটেকোনা যিহুদীলার একটা উপাসনা ঘর আছিলেক।

[২] পৌল উয়ার নিয়ম মত ওই উপাসনা ঘরত গেইলেক। পর পর তিনটা জিরানের দিন উমারলার সাথত পবিত্র শাস্ত্র আলোচনা

করিলেক।

৩ উয়ায় মানষিলাক বুঝিয়া দিয়া প্রমাণ করি দিলেক যে, বাছাই করা রাজাটার কষ্ট ভোগ করা, মরণক জয় করি বত্তি ওঠা দরকার আছিলেক। পৌল কইলেক, “ঐ যীশুর কতা মুই তোমারলারটে প্রচার করিচুং, সেই যীশুই হইলেক বাছাই করা রাজা।”

৪ এই কতা শুনিয়া উমারলার মইদ্ধো থাকি কয়জন যিহূদী বিশ্বাস করিয়া পৌল আর শিলাসের সাথত যোগ দিলেক। আরো ম্যেলা ভগবান ভক্ত গ্রীক মানষি, কয়জন মানিগুনী বেটিছাওয়াও উমার সাথত যোগ দিলেক।

৫ কিন্তু যিহূদী মানষিলা পৌল আর শিলাসের উপরা হিংসা করিয়া বাজার থাকি কয়জন বেয়া মানষি আনিয়া এক সাথে দল বান্দিয়া গঞ্জত গন্ডগোল নাগে দিলেক। পৌল আর শিলাসক খুজিয়া ভিড়ের মানষিরটে আনির বাদে যাসোনের বাড়ি আক্রমণ করিলেক।

৬ কিন্তুক উমরালা পৌল আর শিলাসক না পায়া যাসোন আর কয়জন গুরু ভাইয়োক টানি গঞ্জের-শাসনকর্তালারটে নিয়া যায়া চিকরিয়া কবার নাগিলেক যে, “যেই মানষিলা গোটায় দুনিয়া তোলপাড় করি তুলিচে, উমরালা এটেকোনাও আসিচে।

৭ যাসোন উমারলাক নিজের বাড়িত জাগা দিয়া সেবা-যতন করিচে আর উমরা সগায় মহারাজার আদেশ অমান্য করিয়া কয়া

বেড়ের ধরচে, যীশু নামে আরো এক জন রাজা আছে।”

৮ উমরালা এইলা কতা কয়া শাসনকর্তালাক আর গঞ্জের মানষিলাক অস্থির করি তুলিলেক।

৯ কিন্তুক শাসনকর্তালা জামিনের টাকা নিয়া যাসোন আর অইন্য গুরু ভাইলাক ছাড়ি দিলেক।

১০ রাতি হইতে কালে গুরুভাইলা পৌল আর শিলাসক বিরয়া গঞ্জত প্যেঠেয়া দিলেক। স্যেলা উমরালা ঐটে হাজির হয়া যিহূদীলার উপাসনা ঘরত গেইলেক।

১১ থিষলনীকী গঞ্জের যিহূদীলার থাকি বিরয়া গঞ্জের যিহূদী মানষিলা খোলা মনের মানষি আছিলেক। উমরালা খুব আগ্রহের সাথে ভগবানের বাইক্য শুনিয়া মানি নিলেক। পৌল যেইলা কতা কইচে, ঐলা কতা সচাং কি না জানিবার বাদে প্রতিদিন শাস্ত্র ঘাটির নাগিলেক।

১২ ম্যেলা যিহূদী মানষির নগত মানিগুনী গ্রীক বেটিছাওয়া আর বেটাছাওয়াও বিশ্বাস করিলেক।

১৩ কিন্তুক থিষলনীকীর যিহূদী মানষিলা য্যেলা শুনিলেক যে, পৌল বিরয়া গঞ্জত ভগবানের কতা প্রচার করির ধরচে, স্যেলা উমরালা ওটেকোনা যায়া ওটেকার মানষিলাক উসকি দিয়া গন্ডগোল নাগেয়া দিলেক।

১৪ ওটেকার গুরুভাইলা স্যেলায় স্যেলায় পৌলক সাগরের পারত প্যেঠেয়া দিলেক। শিলাস আর তীমথিয় কিন্তুক বিরয়া

গঞ্জত রয়া গেইলেক।

১৫ যায় যায় পৌলক সাথত নিয়া যাবার ধরছিলেক, উমরালা উয়াক এথেন্স গঞ্জত আনিলেক। পৌল মানষিলাক কইলেক, "তোমরা ফিরি যায়া শিলাস আর তীমথিয়ক মোর এইটে আসির কন।" স্যেলা উমরালা এই কতা শুনিয়া বিরয়া গঞ্জত ফিরিয়া গেইলেক।

১৬ পৌল যেলা এথেন্স গঞ্জত শিলাস আর তীমথিয়ের বাদে বাচ্চে আছিলেক, স্যেলা দেখিলেক ওই গঞ্জটাত নানা নাকানের দেব-দেবীর মূর্তি দিয়া ভরি গেইচে। এই দেখিয়া উয়ার মন অস্থির হইলেক।

১৭ উয়ায় উপাসনা ঘরত যিহূদী মানষি আর ভগবান ভক্ত গ্রীক মানষিলার সাথত আলোচনা করির নাগিলেক। আর বাজার আইসা মানষিলার সাথতও দিনের পর দিন আলোচনা করিতেই থাকিলেক।

১৮ স্যেলা ইপিকুরেয় আর স্তোয়িকীয় দলের কয়জন পন্ডিত মানষি পৌলের সাথত তর্ক জুড়ি দিলেক। পৌল যীশু আর উয়ার মরণ থাকি বত্তি উঠার ভাল খবর প্রচার করির ধরছিলেক। এই বাদে কাঙো কাঙো কইলেক, "এই ভাকারু মানষিটা কি কবার চায়?" আরো কাঙো কাঙো কইলেক, "উয়ায় মনে হয় বিদেশী দেব-দেবীর কতা প্রচার করির ধরচে।"

[১৯] স্যেলা ওই পন্ডিত মানষিলা পৌলক আরেয়পাগ নামে পাহাড়ের ওটেকোনা মহাসভাত আনিলেক। উমরালা পৌলক পুছিলেক, “তুই যে নয়া শিক্ষা দিবার ধরচিস, সেইটা কি? হামারলাক কঃ!

[২০] তুই যে কতালা কবার ধরচিস, সেই কতালা কানত অচানক নাগে! এই কতালার মানে কি? সেইলা জানিবার বাদে হামারলার ইচ্ছা হইচে।”

[২১] ক্যেনেনা এথেন্স গঞ্জের সউগ মানষি আর ওটেকার বসবাসকারী বিদেশী মানষিলা খালি নয়া নয়া বিষয় নিয়া আলাপ করি সমায় কাটায়।

[২২] স্যেলা পৌল আরেয়পাগের পাহাড়ের ওটে মহাসভাত খাড়া হয়া কইলেক, “এথেন্স গঞ্জের মানষিলা শোন! মুই দেখির ধরচুং যে, তোমরালা সউগলাতেই দেবতার ভক্ত।

[২৩] ক্যেনেনা মুই ঘুরি বেড়েবার সমায় তোমারলার উপাসনার জিনিসলা দেখিতে দেখিতে এমন একটা পাঠ দেখির পালুং, যার উপরা নেখা আছে, ‘অজানা দেবতার বাদে।’ তোমরালা না জানিয়া যার ভজনা করির ধরচেন, মুই উয়ারে কতা তোমারলারটে প্রচার করিম।

[২৪] “এই ভগবান, যায় এই দুনিয়া আর দুনিয়ার সউগ কিছু সিজ্জন করিচে, উয়ায় স্বর্গ-মর্ত্যের পরম প্রভু। উয়ায় মানষির তৈয়ারি কোনো মন্দিরত না রয়।

[25] উয়ার কোন অভাবও নাই, এই বাদে মানষির হাত থাকি পূজা নিবার দরকারও নাই। ক্যেনেনা উয়ায় মানষির জিউ, প্রাণবায়ু আর যেইলা দরকার সউগে দান করে।

[26] ভগবান একনা মানষি থাকিয়া গোটায় মানব জাতির সিজ্জন করিচে, আর গোটায় দুনিয়া মানব জাতিক বসবাস করির দিচে। মানষি কোটে কোন সমায় বাস করিবে এটা উয়ায় ঠিক করি থুইচে।

[27] ভগবান চায় যে, মানব জাতি যেনে উয়াক খোজে, আর হবার পায় খুজিতে খুজিতে উয়ার নাগাল পায়। কিন্তুক আসলে উয়ায় হামারলার কাঙোরো থাকি দূরত না রয়, বগলতে আছে।

[28] ক্যেনেনা উয়ার শক্তিতে হামরালা জীবন কাটাই, চলাফিরা করি, আরো বত্তি আছি। তোমারলার কয়জন কবিও কইচে যে, হামরালা উয়ার বংশধর।

[29] “হামরালা যদি ভগবানের বংশ হই, তাইলে সোনা-রূপা, শিল দিয়া মানষির কল্পনায় খোদাই করা জিনিসোক ভগবান মনে করা হামারলার উচিত না হয়।

[30] আগের কালের মানষিলা অজানা বুলিয়া ভগবান উমাক দোষ অনুসারে দোষ দেয় নাই। কিন্তুক এলা সউগ জাগার সউগ মানষিলাক পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরিবার আদেশ দিচে।

[31] উয়ায় একটা দিন ঠিক করি থুইচে, যেদিন উয়ার বাছাই করা মানষিক দিয়া এই দুনিয়ার ন্যায় বিচার করিবে। আর যীশুক মরণ

থাকি বত্তে তুলিয়া সগাকে প্রমাণ করি দিচে যে, উয়ায় সেই বাছাই করা মানষিটা।”

৩২ মরণ থাকি বত্তি উঠির কতা শুনিয়া উমার মইদ্ধো থাকি কাঙো কাঙো টিটকারি করিলেক, কিন্তুক কাঙো কাঙো কবার নাগিলেক, “হামরা এই বিষয় আরো শুনিমু।”

৩৩ স্যেলা পৌল উমারলারটে থাকি চলি গেইলেক।

৩৪ উমারলার মধ্যে কয়জন বিশ্বাস করিয়া পৌলের সাথত যোগ দিলেক। উমরালার মইদ্ধে হইলেক মহাসভার সদস্য শ্রী দিয়নুষিয়। আর উয়ার সাথত শ্রীমতি দামারী, আরো কয়জন আছিলেক।

১৮ পাছত পৌল এথেন্স গঞ্জ থাকি বিদায় নিয়া করিন্থ গঞ্জত আসিলেক।

২ ঐ গঞ্জত পন্তীয় প্রদেশের আকিলা নামে এক জন যিহূদী মানষির সাথত উয়ার দেখা হইলেক। কয় দিন হইলেকে উয়ায় নিজের বউ প্রিষ্কিল্লাক সাথত নিয়া ইতালী থাকি আসছিলেক। ক্যেনেনা রোমের মহারাজা ক্লোদিয়, সউগ যিহূদীলাক রোম গঞ্জ থাকি চলি যাবার হুকুম দিছিলেক।

৩ আকিলা আর প্রিষ্কিল্লা পৌলের নাকান তাম্বু বানা ব্যবসায়ী আছিলেক। এই বাদে পৌলও উমার সাথত থাকিয়া ঐ কাম করির নাগিলেক।

৪ সউগ জিরানের দিন উপাসনা ঘরত যায়া যিহূদী আর গ্রীক মানষিলারটে যীশুর সমন্ধে আলোচনা করিয়া উমারলার মন জয় করির চেষ্টা করির নাগিলেক।

৫ শিলাস আর তীমথিয় ম্যাসিডোনিয়া থাকি আইসার পাছত পৌল সদায় দিনে খালি ভগবানের বাইক্য প্রচার করির নাগিলেক। যীশুই যে বাছাই করা রাজা, এই সাক্ষী যিহূদীলাক দিবার ধরছিলেক।

৬ কিন্তু যিহূদী মানষিলা পৌলক গালি দিয়া নিন্দা অপমান করির নাগিলেক। পৌল স্যেলা নিজের কাপড়-চোপড়ের ধূলা ঝাড়িয়া উমারলাক কইলেক, "তোমারলার অক্তের দায়, তোমারলার মাথার উপরাত থাকুক, মোর কোন দোষ নাই। এলা থাকি মুই অযিহূদী মানষিলার ঐটে যাইম।"

৭ ওটে থাকি পৌল, তিতিয় যুষ্ট নামে এক ভগবান ভক্তের বাড়িত সোন্দাইলেক। উয়ার বাড়িটা আছিলেক উপাসনা ঘরের বগলত।

৮ উপাসনা ঘরের নেতা ক্রীস্প আর উয়ার পরিবারের সগায় যীশুক বিশ্বাস করিলেক। আর করিন্থীয়লার মইদ্ধো থাকি ম্যেলা মানষি পৌলের কতা শুনি বিশ্বাস করিয়া দীক্ষা নিলেক।

৯ এক দিন রাত্তি বেলা প্রভু যীশু পৌলক দেখা দিয়া কইলেক, "তুই ভয় না খাইস, চুপ করি না রইস, কতা কয়া যা।

১০ মুই তোর নগত আছং। তোক আক্রমণ করি কাঙো ক্ষতি করির পাবে না, ক্যেনেনা এই গঞ্জত মোর ম্যেলা ভক্ত আছে।"

[১১] আর এই বাদে পৌল দেড় বছর থাকিয়া ঐ গঞ্জত রয়া ভগবানের বাইক্য শিক্ষা দিলেক।

[১২] যেলা শ্রী গাল্লিয়ো, গ্রীস দেশের রাজ্যপাল হইলেক, স্যেলা যিহূদীলা জোট বান্দিয়া পৌলের বিরুদ্ধে বিচারের বাদে রাজ্যপালেরটে ধরি আনিয়া কইলেক,

[১৩] "এই মানষিটা আইন-কানুনের বিরোধীতা করিয়া ভগবানের ভজনা করির বাদে মানষিলাক কু-বুদ্ধি দিবার ধরচে।"

[১৪] কিন্তু পৌল কতা কবার চাইতে কালে, রাজ্যপাল গাল্লিয়ো যিহূদী মানষিলাক কইলেক, "এই মানষিটার যদি দারুন অপরাধ বা আসল কোন দোষ থাকিলেক হয়, তাইলে তোমারলার কতা শোনা ঠিক হইলেক হয়।

[১৫] কিন্তু কতা বা নাম বা তোমারলার সমাজের আইন-কানুন সমন্ধে প্রশ্ন যেইলা থাকে, তাইলে তোমরালায় উয়ার বিচার কর। মুই ঐ নাকান বিষয়ের বিচারকর্তা হবার চাং না।"

[১৬] স্যেলা রাজ্যপাল যিহূদী মানষিলাক আদালত থাকি খ্যেদেয়া দিলেক।

[১৭] তার পাছত উমরালা উপাসনা ঘরের কর্তা শ্রী সোস্থিনিক ধরিয়া আনিয়া আদালতের আগ-পাকে ডাঙের নাগিলেক, কিন্তুক রাজ্যপাল গাল্লিয়ো ঐ বিষয়োত মন দিলেক না।

[১৮] আর এদিয়া পৌল করিন্থ গঞ্জত ম্যেলা দিন কাটেবার পাছত গুরুভাইলারটে থাকি বিদায় নিলেক। আকিলাক আর প্রিষ্কিল্লাক

সাথত নিয়া জল জাহাজত করিয়া সুরিয়া দেশ চলি গেইলেক। পৌল যিহূদী নিয়ম মতন কিংক্রিয়া বন্দরত মাথা নাড়িয়া করিলেক, ক্যেনেনা উয়ায় মানা-চিনা করিচিলেক।

১৯ পাছত উমরালা ইফিষ গঞ্জত পৌছিয়া আক্বিলাক আর প্রিষ্কিল্লাক ওটেকোনা থুইলেক। স্যেলা পৌল উপাসনা ঘরত সোন্দেয়া যিহূদী মানষিলার সাথত শাস্ত্র আলোচনা করির নাগিলেক।

২০ উমরালা পৌলক আরো কয় দিন উমারলার সাথত রবার বাদে আব্দার করিলেক, উয়ায় কিন্তুক রাজি হইলেক না।

২১ উমারলারটে বিদায় নিয়া কইলেক, "ভগবানের যদি ইচ্ছা হয়, তাইলে আরো তোমারলারটে মুই ফিরি আসিম।" স্যেলা উয়ায় জাহাজত করিয়া ইফিষ থাকি চলি গেইলেক।

২২ পৌল কৈসরিয়া পৌছিয়া জাহাজ থাকি নামিয়া যিরূশালেম গঞ্জত গেইলেক। আর ঐটে খ্রীষ্টিয় সমিতির মানষিলার মঙ্গল কামনা করিয়া নিজের জাগা আন্তিয়খিয়াত চলি গেইলেক।

২৩ ওটেকোনা কয় দিন কাটেবার পাছত পৌল গালাতীয়া আর ফরুগিয়া দেশ যাত্রা করিলেক। নানা নাকান জাগা ঘুরি বেরেয়া সউগ শিষ্যলার বিশ্বাস আরো শক্তিশালী করি তুলিলেক।

২৪ আপল্লো নামে এক জন যিহূদী মানষি ইফিষ গঞ্জত আসিলেক। উয়ার বাড়ি আছিলেক আলেক্সান্দ্রীয়া গঞ্জত। উয়ায় শাস্ত্র জানা এক জন পন্ডিত মানষি আর ভাল বক্তা আছিলেক।

[২৫] প্রভুর ঘাটার বিষয় শিক্ষা পায়া আত্মার শক্তি দিয়া উয়ায় যীশুর সমন্ধে নির্ভুল শিক্ষা দিছিলেক। কিন্তু উয়ায় খালি মহাপুরুষ যোহনের দীক্ষার বিষয়েই জানিছিলেক।

[২৬] আপল্লো খুব সাহস করিয়া উপাসনা ঘরত প্রচার করির নাগিলেক। প্রিষ্কিল্লা আর আকিলা, আপল্লোক বাড়িত ড্যেকে আনিয়া ভগবানের ঘাটার বিষয় আরো ভাল করি বুঝিয়া দিলেক।

[২৭] তার পাছত য্যেলা আপল্লো গ্রীস দেশত যাবার চাইলেক, স্যেলা শিষ্য ভাই বইনিলা উয়াক উৎসাহ দিলেক। উমরা আখায়াতের শিষ্যলাক চিঠি নেখিলেক যাতে আপল্লোক মানি নেয়। আপল্লো ওটেকোনা পৌছিয়া যায় যায় ভগবানের দয়াতে শিষ্য হইচে উমারলাক খুব উপকার করিলেক।

[২৮] ক্যেনেনা আপল্লো সগার আগত যিহূদীলার সাথত আলোচনা করির সমায় শাস্ত্র থাকি প্রমাণ করিলেক, যীশুই সেই বাছাই করা রাজা। ইয়াতে যিহূদীলা কোন উত্তর দিবার পারিলেক না।

১৯

আপল্লো য্যেলা করিন্থ গঞ্জত আছিলেক পৌল স্যেলা এশিয়া প্রদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের মইদ্ধো দিয়া ইফিষ গঞ্জত আসিলেক। ঐটেকোনা পৌল, কয়জন শিষ্যের দেখা পাইলেক।

[২] উমারলাক পুছিলেক, “তোমরালা প্রভু যীশুর শিষ্য হয়া কি পবিত্র আত্মা পাইচেন?” উমরালা কইলেক, “পবিত্র আত্মা যে আছে, এই কতা তো হামরা কোন দিনও শুনি নাই।”

[৩] পৌল কইলেক, “তাইলে তোমরালা ক্যেংকরি দীক্ষা নিচেন?” স্যেলা শিষ্যলা কইলেক, “মহাপুরুষ যোহন যেই নাকানের দীক্ষা দেয়।”

[৪] পৌল কইলেক, “যোহন তো পাপ থাকি মন ফিরিবার বাদে জল দিয়া দীক্ষা দিছিলেক। যোহন মানষিলাক কইচিলেক, মোর পাছত যায় আসিবে উয়ায় যীশু, উয়াক বিশ্বাস করিবেন।”

[৫] শিষ্যলা এই কতা শুনিয়া প্রভু যীশুর নামে দীক্ষা নিলেক।

[৬] পৌল উমারলার উপরা হাত থুইতে কালে পবিত্র আত্মা উমারলার উপরাত নামি আসিলেক। আর অজানা ভাষাত কতা কবার আরো ভাববাণী কবার নাগিলেক।

[৭] উমরা মোট বারো জন বেটাছাওয়া আছিলেক।

[৮] পাছত পৌল তিন মাস ধরি উপাসনা ঘরত যায়া খুব সাহস করিয়া ভগবানের শাসন ব্যবস্থা সমন্ধে মানষিলাক বুঝি দিবার চেষ্টা করিলেক।

[৯] কিন্তুক উমারলার মইদ্ধো থাকি কয়জনার মন পাষান হয়া পৌলের কতা বিশ্বাস করির চাইলেক না। যীশুর ঘাটার বিরুদ্ধে নিন্দা করির নাগিলেক। স্যেলা পৌল উপাসনার মইদ্ধো থাকি শিষ্যলাক যুদা করি নিয়া চলি গেইলেক। আর উমরা শ্রী তুরান্নের ডারি ঘরত সউগ দিন যুক্তি দিয়া শাস্ত্র আলোচনা করির নাগিলেক।

১০ এই নাকান করি দুই বছর চলি গেইলেক। এশিয়া প্রদেশের যিহূদী জাতি আর গ্রীক জাতির মানষিলা সগায় প্রভু যীশুর সমন্ধে জানির পাইলেক।

১১ পৌলক দিয়া ভগবান নানা নাকান অচানক কাম করির নাগিলেক।

১২ পৌলের ব্যবহার করা গামছা, দেহার কাপড়-চোপড়, রুগীর দেহাত নাগাইতে কালে অসুখ আর পিচাশ আত্মালাও ছাড়ি পালায়।

১৩ কয়জন ঘুরি বেড়া যিহূদী কবিরাজ, অপদেবতা ধরা মানষিলার বগলত প্রভু যীশুর নাম জপ করিয়া কবার নাগিলেক, “পৌল যে যীশুর সমন্ধে প্রচার করে, সেই যীশুর নামে কবার ধরচি, উমারলার ভিতিরা থাকি বিরিয়া যা।”

১৪ উমারলার মইদ্ধে স্কিবা নামে এক জন যিহূদী প্রধান বামনের সাত জন বেটাও একে নাকান করির ধরছিলেক।

১৫ এক দিন অপদেবতাটা ঐ সাত জনাক কইলেক, “মুই যীশুক জানং, আর পৌলক চেনং কিন্তুক তোমরা কায়?”

১৬ এই কতা কয়া অপদেবতা ধরা মানষিটা উমারলার উপরাত ঝাপে পড়িয়া এমন শক্তি দেখাইলেক যে উমরা চোট পায়া ন্যাংটা হয়া বাড়ি ছাড়ি পালেয়া গেইলেক।

১৭ এদিয়া ইফিষের যিহূদী আর গ্রীক জাতির মানষিলা সগায় জানির পায়া ভয় খায়া আরো প্রভু যীশুর গুণগান করির

নাগিলেক।

১৮ প্রভু যীশুক যায় যায় বিশ্বাস করিচিলেক, তায় তায় অপকর্মের ভুল সগারে আগত স্বীকার করি নিলেক।

১৯ যায় যায় যাদু খেলা দেখে বেড়ায়, উমরা যাদু মন্ত্রের বই-খাতা একটে করিয়া সগারে আগত ছোবা দিলেক। ঐ বইলার দাম হিসাব করিয়া দেখিলেক পঞ্চাশ হাজার রূপার টাকার সমান।

২০ এই নাকান করি প্রভু যীশুর কতা চাইরো পাকে ছড়িয়া পড়িলেক, আর মানষিলার ভিতিরাত খুব কাম করির নাগিলেক।

২১ এই ঘটনালা ঘটিবার পাছত, পৌল ম্যাসিডোনিয়াতে আর গ্রীস দেশ দিয়া যিরূশালেম যাবার মনস্থির করিলেক। উয়ায় কইলেক, “ঐটে থাকি মুই রোম রাজ্যত যাইম।”

২২ আর যায় যায় পৌলের কামত ঢোকা দিবার ধরছিলেক, উমারলার মইদ্ধো থাকি তীমথিয় আর ইরাস্ত নামে দুইজনক ম্যাসিডোনিয়াত প্যেঠে দিলেক। পৌল নিজে কয় দিন এশিয়াত রইলেক।

২৩ সেই সমায় যীশুর মুক্তির ঘাটার বিষয় নিয়া ইফিষ গঞ্জত মহা গন্ডগোল দেখা দিলেক।

২৪ ঐটে দীমীত্রিয় নামে এক জন বানিয়া আছিলেক। উয়ায় ছোট ছোট করি দেবী দীয়ানার মন্দির রূপা দিয়া বানাইলেক, এই বাদে ওটেকার মিস্ত্রিলার খুব লাভ হইছিলেক।

[২৫] এক দিন দীমীত্রিয় ঐ মিস্ত্রিলাক একটে ড্যেকেয়া কইলেক, “ভাইয়ের ঘর তোমরা তো জানেন, এই ব্যবসা দিয়া হামারলার বেশ ভাল আয় হয়।

[২৬] কিন্তু তোমরা পৌলের কান্ড-কির্তি দেখির আর শুনিরও ধরচেন। খালি ইফিষ গঞ্জত না হয় গোটায় এশিয়া প্রদেশের ম্যেলা মানষিক ভুল ঘাটাত নিয়া গেইচে। উমরা উয়ার কতা শুনিয়া বিশ্বাস করে, হাত দিয়া বানা দেবতালা দেবতা না হয়।

[২৭] এই বাদে যে খালি হামারলার ব্যবসার সুনাম নষ্ট হয়া যাবে সেটা না হয়। হামারলার মহাদেবী দীয়ানার মন্দিরলাক সগায় তুচ্ছ মনে করিবে। গোটায় এশিয়াত এমন কি গোটায় দুনিয়ার মানষিলা যে দেবীর পূজা-পার্বন করে, তার কোন সুনাম থাকিবে না।”

[২৮] এই কতা শুনতে কালে সগায় রাগে অগুন হয়া চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, “ইফিষ বাসীর দীয়ানায় মহাদেবী!”

[২৯] তার পাছত গোটায় গঞ্জত গন্ডগোল দেখা দিলেক। ম্যাসিডোনিয়ার শ্রী গাইয় আর আরিষ্টার্খ নামে দুই জন পৌলের সঙ্গী যাবার নাগছিলেক, মানষিলা ঐ দুইজনাক ধরিয়া স্টেডিয়ামত নিয়া গেইলেক।

[৩০] পৌল স্যেলা মানষিলার বগলত যাবার চাইলেক, কিন্তু শিষ্যলা যাবার দিলেক না।

৩১ এশিয়াত কয়জন রাজকর্মচারী পৌলের সখা আছিলেক, উমরালা আব্দার করিয়া খবর প্যেঠে দিলেক যে, পৌল যেন ঐ সভাত যায়া নিজের বিপদ ড্যেকে না আনে।

৩২ ঐ সভাত হৈ-হাল্লা শুরু হইচে বুলিয়া নানান মানষি নানান কতা কয়া চিকরির ধরচে। বেশীর ভাগ মানষি জানে না যে উমরালা ক্যেনে সভাত আসচে!

৩৩ কয়জন যিহূদী শ্রী আলেক্সান্দারক সভাত হাজির করিলেক উয়াক কিছু কবার বাদে। স্যেলা আলেক্সান্দার নিজের পক্ষে কতা কবার জইন্যে মানষিলাক হাতের ইশারায় চুপ করির চেষ্টা করিলেক।

৩৪ কিন্তু য্যেলা মানষিলা জানির পাইলেক যে, উয়ায় এক জন যিহূদী, স্যেলা সগায় মিলিয়া এক সুরে পেরায় দুই ঘণ্টা চিকরিতে থাকিলেক, "ইফিষ বাসীর দেবী দীয়ানায় হইলেক মহাদেবী।"

৩৫ শ্যেষত ঐ গঞ্জের বিশেষ সরকারী কর্মচারী মানষিলাক ঝিত করেয়া কইলেক, "ইফিষের মানষিলা, এই কতা সগায় জানে যে, মহাদেবী দীয়ানার মন্দির আর দ্যাওয়া থাকি উয়ার যে পবিত্র শিল পড়ছিলেক, ঐলার রক্ষাকারী হইলেক ইফিষের বাসী।

৩৬ তাইলে সচাং কতা তো অস্বীকার করা যায় না, এই বাদে তোমারলার বোকার নাকান কাম না করিয়া চুপ করি রওয়ায় ভাল।

৩৭ ক্যেনেনা তোমরালা যে দুই জন মানষিক ধরি আনিচেন, উমরা তো মন্দিরের কোনো কিছুই চুরি করে নাই, আর হামারলার মহাদেবীক নিন্দাও করে নাই।

৩৮ দীমীত্রিয় আর উয়ার সঙ্গী মিস্ত্রিলা তোমারলার যদি কাঙোরো বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ দাখিল করির চান, তাইলে আদালত খোলা আছে, শাসনকর্তালাও আছে। তোমরা মামলা দাখিল করির পারেন।

৩৯ কিন্তু তোমারলার যদি অইন্য কোন অভিযোগ থাকে, সেটা নিয়ম মানিয়া এই সভাত বিচার করা হবে।

৪০ ক্যেনেনা আজি এই সভাত যদি কোন গন্ডগোল হয়, তার সউগ দোষ হামারলার উপরাত আসিয়া পড়িবার ভয় আছে। এই ঘটনা যদি হয়, হামরা এই গন্ডগোলের কারন দেখের পামো না। ক্যেনেনা মানষিলাক ইয়ার উত্তর দিবার কোনো উপায় হামারলার রবে না।”

৪১ আর এইলা কতা কয়া সরকারী কর্মচারী সভা শ্যেষ করিলেক।

২০ গন্ডগোল থামার পাছত পৌল শিষ্যলাক ড্যেকেয়া সগাকে উৎসাহ দিলেক। আর উয়ায় বিদায় নিয়া ম্যাসিডোনিয়াত যাবার বাদে যাত্রা করিলেক।

২ ম্যাসিডোনিয়ার মইদ্ধো দিয়া যাবার সমায় শিষ্যলাক ম্যেলা কতা কয়া উৎসাহ দিয়া গ্রীস দেশত পৌছিলেক।

৩ ওটেকোনা তিন মাস রইলেক, যে্যলা পৌল জল-জাহাজত করিয়া সিরিয়া যাবার মন ঠিক করিলেক, স্যেলা উয়ায় জানির পাইলেক যে, যিহূদীলা উয়ার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করির ধরচে। এই বাদে উয়ায় আরো ম্যাসিডোনিয়াত ফিরি গেইলেক।

৪ আর যায় যায় উয়ার সাথত যাবার ধরছিলেক উমরা হইলেক, বিরয়া গঞ্জের পুর্হের বেটা সোপাত্র, থিষলনীকী গঞ্জ থাকি আইসা আরিষ্টার্খ আর সিকুন্দু, দর্বী নগরের শ্রী গাইয় আর তীমথিয়, আরো এশিয়া থাকি আইসা শ্রী তুখিক আর ত্রফিম।

৫ ঐ মানষিলা আগত যায়া ত্রোয়া বন্দরত হামারলার বাদে বাচ্চে আছিলেক।

৬ মুক্তি ভোজ পার্বনের পাছত হামরা ফিলিপী গঞ্জ থাকি জলপথ দিয়া পাঁচ দিনের দিন ত্রোয়া বন্দরত উমার সাথত হাজির হইলোং। আরো সাত দিন ওটেকোনা রইলোং।

৭ হাপ্তার পইলা দিন প্রভুর ভোজের বাদে হামরা একটে হইলোং। পৌল পরের দিন চলি যাবে বুলিয়া মধ্যরাতি পর্যন্ত শিষ্যলার সাথত কতা কবার নাগিলেক।

৮ হামরা তিন তালার যেই ঘরত হাজির হয়া কতা কবার ধরছিলোং, সেই ঘরত ম্যেলা বাতি আছিলেক।

[৯] উতুখ নামে এক জন গাবুর চ্যাংড়া জানালার বগলত বসি আছিলেক। পৌল অনেকক্ষণ ধরিয়া কতা কবার নাগচে বুলিয়া উতুখ নিন টুপিবার নাগিলেক। উয়ায় ঘোর নিন যাওয়াতে, নিন্দের ঝোকে তিন তালা থাকি উয়ায় নিচত পড়ি গেইলেক। স্যেলা মানষিলা উয়াক তুলিয়া দেখে মরি গেইচে।

[১০] পৌল নিজে নিচত নামি আসিয়া বুকত জড়ে ধরিয়া কইলেক, "তোমরা ভয় না খান, উয়ায় এলাও বত্তা আছে।"

[১১] ইয়ার পাছত পৌল উপর তালাত যায়া প্রভুর ভোজ খায়া অনেকক্ষণ ধরি রাতি ভোর পর্যন্ত আলাপ করিয়া ওটে থাকি রওনা দিলেক।

[১২] মানষিলা সেই গাবুর চ্যাংড়াটাক বত্তায় উয়ার বাড়ি নিয়া গেইলেক, আর সগায় খুব খুশি হইলেক।

[১৩] হামরা পৌলের আগত জল-জাহাজত চড়ি আঃস নামে বন্দর যাবার বাদে রওনা দিলং। পৌলক ঐটে থাকি তুলি নিবার মনস্থ করিলুং, ক্যেনেনা উয়ায় স্থল পথে যাবে বুলিয়া মনস্থ করচিলেক।

[১৪] যেলা পৌলের সাথত আঃস বন্দরত দেখা হইলেক, স্যেলা উয়াক জাহাজত তুলি নিয়া হামরা সগায় মিতুলীনী গঞ্জত আসিলোং।

[১৫] ওটে থাকি জাহাজত করি পরের দিন খীয় দ্বীপের বগলত পৌছিলোং। দ্বিতীয় দিন সামস দ্বীপত অল্প সমায় রয়া, পরের দিন মিলাত গঞ্জত পৌছিলোং।

১৬ ক্যেনেনা পৌল পঞ্চাশত্তমীর পার্বনের আগতে যিরূশালেম পৌছির বাদে উয়ার মন আকুল হইচে। উয়ায় আগতে মনস্থ করিচে, এশিয়াত কোন সমায় না কাটের বাদে ইফিষ গঞ্জত না থামিয়া যিরূশালেম যাবে।

১৭ মিলাত গঞ্জত আসিয়া পৌল ইফিষীয় সমিতির নেতালার সাথত দেখা করির বাদে ড্যেকেয়া আনিলেক।

১৮ যেলা উমরালা পৌলের বগলত আসিলেক, স্যেলা পৌল কইলেক, "মুই এশিয়াত আইসার পইলা থাকি সউগ সমায় তোমার সাথত ক্যেংকরি দিন কাটাইচোং তোমরা জানেন।

১৯ যিহূদীলা মোর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিচিলেক, তাঙো মুই নম্র হয়া চোখুর জল ফ্যেলেয়া নানা নাকান পরীক্ষার মইদ্ধো দিয়া ভগবানের চাকর হয়া সেবা করিচুং।

২০ কোন মঙ্গল জনক কতা না কয়া চুপ করি থাকং নাই। বাড়ি বাড়ি যায়া আরো বায়রাত খোলাখুলি যীশুর ভাল খবর প্রচার করিচুং।

২১ যিহূদী আর গ্রীকলার সগাকে কইচুং, প্রভু যীশুক বিশ্বাস করিয়া পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরিয়া ভগবানের ঘাটাত ফিরি আসির নাগিবে।

২২ "এলা মুই পবিত্র আত্মার চালনায় যিরূশালেম যাবার ধরচুং। ওটেকোনা মোর উপরাত কি কি ঘটনা ঘটিবে মুই কোনই জানং না।

২৩ কিন্তু পবিত্র আত্মা সতর্ক করিচে যে, সউগ গঞ্জত, মোক জেল খাটির নাগিবে, আরো দুঃখ-কষ্ট ভুগির নাগিবে।

২৪ কিন্তুক মোরটে মোর জীবনের কোন দাম নাই। মোর জীবনের সউগ থাকি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হইলেক, যে কামের ভার মুই প্রভু যীশুরটে পাচুং, উয়াতে থির থাকিয়া শ্যেষ পর্যন্ত যাতে দৌড়ির পাং। সেই কামের ভার হইলেক ভগবানের দয়ার ভাল খবরের সাক্ষী দেওয়া।

২৫ “এলা মুই যা কবার ধরচুং, তোমরা মন দিয়া শোন। যার যারটে ভগবানের শাসন ব্যবস্থার কতা প্রচার করিচুং, উমরালা কাঙোয় আর মোর মুখ দেখির পাবে না।

২৬ এই বাদে মুই আজি পরিস্কার করি কবার ধরচুং, কাঙো যদি অমৃত জীবন না পান, তার অক্তের দায় মুই না হং।

২৭ ক্যেনেনা ভগবান যে সউগ পরিকল্পনালা তোমারলাক জানেবার চায়, মুই সেইলা তোমারলাক জানাইচোং।

২৮ তোমরালা নিজের জইন্যে সাবধান রন, পবিত্র আত্মা তোমারলাক যে শিষ্যলার দেখাশুনা করির ভার দিচে সেই বিষয়ও সাবধান রন। ক্যেনেনা ভগবান এই সমিতি উয়ার নিজের বেটার অক্ত দিয়া কিনিচে।

২৯ মুই জানং, মুই চলি যাবার পাছত পাজি মানষিলা ভয়ংকর ন্যেকড়া বাঘের নাকান করি তোমারলার মইদ্ধোত আসিবে, আর ভগবানের শিষ্যলার ক্ষতি করিবে।

৩০ তোমারলার মইদ্ধো থাকি কোনো কোনো মানষি বিরি আসিয়া, শিষ্যলাক নিজের দলত টানি নিবার বাদে উল্টা-পাল্টা কতা কবে।

৩১ এই বাদে তোমরা জাগিয়া রন। ফম কর মুই য্যেলা তিন বছর তোমারলার সাথত আছিলুং, স্যেলা দিন রাতি চোখুর জল ফ্যেলেয়া সতর্ক করিয়া চেতনা দিচুং।

৩২ “এলা মুই তোমারলাক ভগবানের আর উয়ার বাইক্যের হাতত সঁপে দিলুং। ভগবানের বাইক্য দয়ার কতা কয়, আর তোমারলাক গড়ি তুলির ক্ষমতা এই বাইক্যের আছে। ঐ বাইক্য যে নাকান করি পাপ থাকি মুক্তি পাওয়া মানষিলাক চিরকালের আশুর্বাদ দেয়, ঐ নাকান করি তোমারলাকও সেই আশুর্বাদ দিবে।

৩৩ মুই কারো সোনা-রূপা, কাপড়-চোপড়ের লোভ করং নাই।

৩৪ তোমরালা ভাল করি জানেন, মোর আর মোর নিজের সঙ্গী-সাথীলার মঙ্গা দূর করির বাদে, মুই দুই হাতে কাম করিচুং।

৩৫ মুই তোমারলাক মোর জীবনের মইদ্ধো দিয়া দেখেয়া দিচুং, ক্যেমন করি কঠুর খাটনি করিয়া অভাবী মানষিলাক সাহায্য করির নাগিবে। এই বাদে প্রভু যীশুর এই বাইক্য ফম করা উচিত, নিজে না নিয়া, অইন্যক দান করিলে বেশী আশুর্বাদ মেলে।”

৩৬ এই কতা কয়া পৌল সগারে সাথত হাংকুড়া পাড়িয়া প্রার্থনা করিলেক।

৩৭-৩৮ উমরা সগায় কান্দির নাগিলেক, আর উয়ার মুখ দেখির পাবে না বুলিয়া পৌলের গালা জড়ে ধরিয়া চুমা খায়া উমরা খুব দুঃখ পাইলেক। আর জাহাজ পর্যন্ত আগেয়া দিবার গেইলেক।

২১ ইফিষীয়লার সমিতির নেতালারটে থাকি কষ্টে বিদায় নিয়া হামরা জাহাজত করি সিদা ঘাটা দিয়া কো-দ্বীপত আসিলোং। পরের দিন রোদঃ দ্বীপত আসিয়া, পাতারা গঞ্জত গেইলোং।

২ পাতারা গঞ্জত এমন একখান জাহাজ পাইলোং। সেই জাহাজ খান পাতারা গঞ্জ থাকি ফৈনীকিয়া অঞ্চল যাবে আর হামরা সেই জাহাজত করি যাত্রা করিলোং।

৩ হামরা যাবার সমায় সাইপ্রাস দ্বীপ দেখির পাইলোং। ঐ দ্বীপের বাও পাকে থুইয়া হামরা সিরিয়া দেশের সোর গঞ্জত যায়া জাহাজ থাকি নামিলোং। ক্যেনেনা ওটেকোনা জাহাজ থাকি মাল-পত্র নামের কতা আছিলেক।

৪ ওটেকার শিষ্যলাক খুজি পায়া হামরা উমারলার ঐটে সাত দিন রইলোং। ওই শিষ্যলা পবিত্র আত্মায় ভরপুর হয়া পৌলক মিনতি করিলেক যেন উয়ায় যিরূশালেম না যায়।

৫ ওই কয় দিন কাটি যাবার পাছত হামরা ওটে হাতে রওনা দিলোং। ওটেকার শিষ্যলা উমার বউ, ছাওয়া-ছোট নিয়া গঞ্জের বাইরা আসিয়া হামারলাক আগেয়া দিলেক। তার পাছত সাগরের

পারত হাংকুড়া পাড়িয়া প্রার্থনা করিয়া এক জন আরেক জনারটে থাকি বিদায় নিলোং।

৬ হামরা যেলো জাহাজত চড়িলোং সেলো উমরা বাড়ি ফিরি গেইলেক।

৭ সোর থাকি জল জাহাজত করি যাত্রা করিয়া হামরা তলিমিয়া গঞ্জত পৌছিলোং। ওটেকার গুরুভাইলার মঙ্গল কামনা করিয়া উমারলার সাথত এক দিন রইলোং।

৮ পরের দিন হামরা রওনা হয়া কৈসরিয়া গঞ্জত আসিলোং। ওটেকার ভাল খবর প্রচারক ফিলিপ, উয়ায় যিরূশালেমের সমিতির ঐ সাত জনের মইদ্ধে এক জন, হামরা উয়ারে বাড়িত রইলোং।

৯ ফিলিপের চাইর জন কুমারী বেটি আছিলেক। উমরা ভাববাণী কবার ধরছিলেক।

১০ হামরা উয়ার বাড়িত বেশ কয়েক দিন রবার পাছত যিহূদীয়া থাকি আগাব নামে এক জন ভাববাদী আসিলেক।

১১ উয়ায় হামারলার এটে আসিয়া পৌলের কোমরের পেট্টি খসে নিয়া নিজের হাত-ঠ্যাং বান্দিয়া কইলেক, “পবিত্র আত্মা কবার ধরচে, যিরূশালেমের যিহূদীলা এই পেট্টির মালিকক এই নাকান করি বান্দিবে আর অযিহূদীলার হাতত দিবে।”

১২ এই কতা শুনিয়া ওটেকার গুরুভাইলা আর হামরালা পৌলক মিনতি করি কইলোং, যেনে উয়ায় যিরূশালেম না যায়।

১৩ পৌল স্যেলা কইলেক, "ক্যেনে তোমরা কান্দা-কাটি করিয়া মোর মন ভাঙি দিবার ধরচেন? মুই প্রভু যীশুর বাদে যিরূশালেমত খালি বন্দী ক্যেনে, মরিতেও রাজি আছং।"

১৪ য্যেলা পৌল হামারলার কতা শুনিলেক না, স্যেলা হামরা চুপ হয়া পরে কইলোং, "ভগবান যা চায় তা পূরণ হউক।"

১৫ কয় দিন পাছত হামরা জিনিস-পাতি গোছে নিয়া যিরূশালেম রওনা দিলোং।

১৬ হামারলার সাথত কৈসরিয়ার কয়জন শিষ্য যাবার নাগিলেক। উমরা সাইপ্রাস দ্বীপের শ্রী মেনাসন নামে এক জন মানষির বাড়িত আনিলেক। উয়ায় আছিলেক শিষ্যলার মইদ্ধে পুরান শিষ্য। ইয়ার বাড়িত হামারলার রবার কতা আছে।

১৭ হামরালা যিরূশালেম পৌছিলে ওটেকার গুরুভাইলা হামারলাক আনন্দে মানি নিলেক।

১৮ পরের দিন পৌল, হামারলাক সাথত নিয়া যাকবক দেখির গেইলেক, ওটেকার সমিতির সউগ নেতালা আসিয়া হাজির হইলেক।

১৯ পৌল স্যেলা উমারলার মঙ্গল কামনা করিয়া, ভগবান ক্যেংকরি উয়ার কামের মইদ্ধো দিয়া অযিহূদী মানষিলার ভিতিরাত কাম করিচে, ঐলা একটার পর একটা বুঝিয়া দিলেক।

২০ এই কতা শুনিয়া নেতালা ভগবানের গুণগান করিয়া পৌলক কইলেক, "ভাই পৌল, তুই তো দেখির ধরচিস, যীশুর উপরা

বিশ্বাস করিয়া হাজারে হাজারে যিহুদী মানষিলা সগায় মোশির আইন-কানুন পালন করিবার বাদে খুব আগ্রহী।

[২১] উমরা তোর সমন্ধে খবর শুনিচে, যে তুই না কি অযিহুদী মানষিলার ঐটে যেইলা যিহুদী বসবাস করে উমারলাক শিক্ষা দিয়া কইচিস, মোশির দেওয়া বিধান ছাড়ি দেও, ছাওয়া-ছোটোলাক ভগবানের চিন না দেন আর আইন-কানুনও মানি না চলেন।

[২২] এলা কি করা যায়? উমরা তো শুনির পাবে তুই এটে আছিস।

[২৩] এলা হামরা তোক যেইলা করির কমু, সেইলায় তোক করির নাগিবে। হামারলার এইটে এমন চারজন বেটাছাওয়া আছে, উমরা মানা-চিনা করিচে।

[২৪] পৌল, তুই উমারলাক নিয়া যায়া উমার সাথত তুইও ছুয়া থাকি শুদ্ধি হঃ, উমারলার মাথা নাড়িয়া করির বাদে যে টাকা-পাইসা নাগিবে তা খরচা করেক। ইয়াতে সগায় জানির পাবে যে তোর সমন্ধে যেইটা শুনিচে সেইটা মিছাং আর তুই নিয়ম কানুন পালন করির ধরচিস।

[২৫] কিন্তু যে অযিহুদী মানষিলা যীশুর শিষ্য হইচে, হামরা উমারলাক নেখিয়া জানেয়া দিচি যাতে উমরা ঠাকুরের পসাদ, অক্ত, গালা মোচড়েয়া মারা পশুর মসং না খায়, আর কোন ব্যভিচারও না করে।”

২৬ পরের দিন পৌল ঐ চারজনক সাথত নিয়া নিজেও শুদ্ধি হইলেক। তার পাছত উমারলাক নিয়া মন্দিরত সোন্দাইলেক আর শুচির অনুষ্ঠান কোন দিন হবে, মানে সগার বাদে পশু বলি দেওয়া কোন দিন হবে, সেটা জানেয়া দেওয়া হইলেক।

২৭ শুদ্ধি হবার সাত দিন শ্যেষ হওয়ার আগত এশিয়া প্রদেশের যিহূদীলা পৌলক মন্দিরত দেখা পায়া ঐটেকার সউগ মানষিক উসকানি দিয়া পৌলের বিরুদ্ধে ক্ষ্যেপে তুলিলেক। উমরা পৌলক ধরিয়া চিকরিয়া কবার নাগিলেক,

২৮ "হে ইস্রায়েলী ভাইলা! তোমরা সগায় আগেয়া আসিয়া সাহায্য কর। এই মানষিটা হামারলার জাতির বিরুদ্ধে আইন কানুনের বিরুদ্ধে এই মন্দিরের বিরুদ্ধে শিক্ষা দেয়। তাছাড়া অযিহূদী মানষিলাক দশংগতি মন্দিরত আনিয়া, এই পবিত্র জাগাখান অপবিত্র করিচে।"

২৯ ক্যেনেনা মানষিলা আগত যিরূশালেমত পৌলের সাথত ইফিষ গঞ্জের শ্রী ত্রফিমক দেখছিলেক। উমরা এই বাদে চিন্তা ভাবনা করিচিলেক, যে পৌলেই ত্রফিমক দশংগতি মন্দিরত আনিচে।

৩০ স্যেলা গোটায় গঞ্জত হৈ-হাল্লা শুরু হইলেক, ওটেকার মানষিলা দৌড়ি যায়া পৌলক ধরিয়া দশংগতি মন্দির থাকি বাইরা টানিয়া আনিলেক আর স্যেলায় স্যেলায় দশংগতি মন্দিরের দুয়ার বন্ধ হয়া গেইলেক।

৩১ এই নাকান করিয়া উমরালা পৌলক মারি ফ্যেলের চেষ্টা করিলেক। অমনে এই খবরটা রোমীয় শতপতি সেনাপতিটা শুনিলেক যে, যিরূশালেমের সউগ জাগাত হৈ-হাল্লা শুরু হইচে।

৩২ স্যেলায় স্যেলায় শতপতি সেনাপতি কয়জন সেনা আর শতপতিলাক সাথত নিয়া ঐ মানষিলার ঐটে দৌড়ি গেইলেক। মানষিলা উমারলাক দেখিয়া পৌলক ডাঙা-ডাঙি করা বন্ধ করিলেক।

৩৩ স্যেলা শতপতি সেনাপতি আসিয়া পৌলক বন্দী করিলেক আর দুইখান শিকোল দিয়া বান্দির আদেশ দিলেক। আর পুছিলেক "ইয়ায় কায়, ইয়ায় কি দোষ করিচে?"

৩৪ ইয়াতে ভিড়ের মানষিলা নানা নাকান কতা কয়া চেচেবার নাগিলেক। শতপতি সেনাপতিটা কোন কিছুই ঠিক করি বুঝির পাইলেক না। এই বাদে পৌলক সেনা ছাউনিত নিয়া যাবার হুকুম দিলেক।

৩৫ স্যেলা পৌল সিড়ির উপরা উঠিলেক আর উয়াক মানষিলার হাত থাকি বাঁচেবার বাদে সেনালা ঘাড়ত করি উবিয়া নিয়া যাবার নাগিলেক।

৩৬ মানষিলা পাছে পাছে যায়া চিকরিয়া কবার নাগিলেক, "উয়াক মারি ফ্যেলান!"

৩৭ যেলা উমরা, পৌলক সেনা ছাউনির ভিতিরা নিয়া যাবার চাইলেক, পৌল স্যেলা শতপতি সেনাপতিটাক কইলেক, "মুই কি

তোমাক একটা কতা পুছির পাং?”

৩৮ শতপতি সেনাপতি কইলেক, “তুই কি গ্রীক ভাষা জানিস? তাইলে তুই কি ঐ মিশরীয় জাতির মানষি, যায় কিছু দিন আগত আন্দোলন করিয়া চার হাজার সন্ত্রাসবাদীক নিয়া নিধুয়া পাথারত পালে গেইচে?”

৩৯ স্যেলা পৌল কইলেক, “মুই যিহূদী, কিলিকিয়া প্রদেশের তার্ষ গঞ্জের মানষি, মুই যেন-তেন গঞ্জের মানষি না হং। দয়া করি মানষিলার সাথে মোক কতা কবার অনুমতি দে।”

৪০ পৌল অনুমতি পায়া সিড়ির উপরা খারা হয়া মানষিলাক হাতের ইশারা দিয়া ঝিত করি রবার কইলেক। মানষিলা যেয়লা ঝিত করিলেক, স্যেলা উয়ায় ইব্রীয় ভাষায় ভাষন দিবার নাগিলেক।

২২ পৌল কইলেক, “হে মোর ভাইয়ের ঘর আর পিতৃ তুল্য মানষিলা, এলা মুই নিজের পক্ষে কয়টা কতা কবার চাং, তোমরা শোন।”

২ উয়ায় এলা উমার ইব্রীয় ভাষাত কতা কবার শুনিয়া, উমরালা একেবারে চুপ হয়া গেইলেক। পৌল স্যেলা কইলেক,

৩ “মুই এক জন যিহূদী। কিলিকিয়ার তার্ষ গঞ্জত মোর জন্ম কিন্তু যিরূশালেম গঞ্জত মুই বড় হইচুং। পন্ডিত গমলীয়েলের চরণের তলত বসিয়া মুই নিখুঁতিয়ার নাকান মোর চৌদ্দ পুরুষের

নিয়ম শিক্ষালাভ করিচুং। ভগবান সমন্ধে আজি তোমরা যেমন আগ্রহী, মুইও তেমন আগ্রহী ছিলুং।

৪ যায় যায় যীশু খ্রীষ্টের ঘাটাত চলির ধরছিলেক, মুই উমার উপরা নির্যাতন করিয়া ম্যেলা মানষিক মারি ফ্যেলাইচুং। বেটাছাওয়া, বেটিছাওয়ালাক ধরিয়া জেলত দিচুং।

৫ এই বিষয়ে প্রধান বামন, নেতালা মোর সাক্ষী। মুই উমারলারটে থাকি চিঠি নিয়া দামেস্ক গঞ্জের যিহূদী নেতালাক দিবার বাদে গেলুং, যাতে যিরূশালেমত যীশুর শিষ্যলাক বন্দী করি আনিয়া শাস্তি দিবার পাং।”

৬ “কিন্তু দুপর বেলা মুই যাইতে যাইতে য্যেলা দামেস্কের বগলা-বগলি পৌছিলুং, স্যেলা স্বর্গ থাকি অচমকা আলোর ঝিলিক মোর চাইরো পাকে পড়িলেক।

৭ মুই মাটিত পড়ি যায়া একটা বাণী শুনিলুং, শৌল, ‘শৌল ক্যেনে তুই মোক অইত্যাচার করির ধরচিস?’

৮ “মুই পুছিলুং, ‘প্রভু তোমরা কায়?’ “উয়ায় মোক কইলেক, ‘মুই নাসারতের যীশু, তুই যাক অইত্যাচার করির ধরচিস।’

৯ “যায় যায় মোর সাথত আছিলেক, উমরা আলো দেখির পাইচে, কিন্তু আওয়াজ শুনির পায় নাই।

১০ “তার পাছত মুই কইলুং, প্রভু মোক কি করির নাগিবে? “প্রভু মোক কইলেক, ‘উঠিয়া দামেস্ক গঞ্জত যা। যে কামের বাদে তোক বাছাই করা হইচে ঐ কামের কতা ওটেকোনা কওয়া হবে।’

১১ আলোর ঝিলিকে মোর চোখু কানা হয়া গেইচে, এই বাদে মোর সঙ্গী-সাথীলা মোক হাত ধরিয়া দামেস্কত নিয়া গেইলেক।

১২ "অননিয় নামে এক জন মানষি মোর এটে আসিলেক। উয়ায় মোশির নিয়ম-কানুন ভক্তি ভরে পালন করির ধরছিলেক। ওটেকার সউগ যিহূদী মানষিলা উয়াক সন্মান দেয়।

১৩ উয়ায় আসিয়া মোর বগলত খাড়া হয়া কইলেক, ভাই শৌল, তুই দেখিবার শক্তি ফিরি পা। আর স্যেলায় স্যেলায় মুই দেখির পালুং।

১৪ "স্যেলা অননিয় কইলেক, হামার চৌদ্দ গুষ্টির ভগবান তোক বাছাই করিচে। এই বাদে তুই উয়ার ইচ্ছা যাতে জানির পাইস আর ঐ নির্দোষ যীশু খ্রীষ্টক দেখির আর উয়ার মুখের বাণী শুনির পাইস।

১৫ ক্যেনেনা তুই যেইলা দেখিছিস, শুনিচিস ঐলা সউগ মানষিলারটে কঃ।

১৬ এলা ক্যেনে তুই দেড়ি করির ধরচিস? ওঠেক, দীক্ষা নে আর প্রভু যীশুর নাম ড্যেকেয়া তোর সউগ পাপ ধুইয়া ফ্যেলাও।"

১৭ "তার পাছত মুই যিরূশালেমত ফিরি আসিয়া দশংগতি মন্দিরত প্রার্থনা করির ধরচিলুং, ঐ সমায় একটা দর্শন দেখির পালুং।

১৮ প্রভু যীশু মোক কইলেক, পচ-পচে ওঠেক, তুই যিরূশালেম থাকি চলি যা। ক্যেনেনা তুই মোর বাদে যেই কতা কবার ধরচিস,

সেই কতা উমরা শুনিবে না।

১৯ "মুই কইলুং, হে প্রভু, যিরূশালেমের মানষিলা তো জানে, যায় যায় তোমাক বিশ্বাস করচিলেক, মুই সউগ উপাসনা ঘরত থাকি উমারলাক ধরি আনিয়া ডাঙেয়া জেলত ভরে থুইছিলুং।

২০ য্যেলা তোর সাক্ষী স্তিফানক খুন করা হইলেক, স্যেলা মুই সায় দিচিলুং আর খুন করাইয়ালার কাপড়-চোপড় পাহারা দিবার ধরচিলুং।"

২১ "স্যেলা প্রভু মোক কইলেক, তুই বহু দূরত যা, মুই তোক অযিহূদী মানষিলারটে প্যেঠাইম।"

২২ মানষিলা, এতক্ষণ পর্যন্ত পৌলের কতা শুনির ধরছিলেক কিন্তুক য্যেলা অযিহূদীলার কতা কইলেক স্যেলা মানষিলা খুব জোরে চিকরিয়া কইলেক, "ইয়াক এই দুনিয়া থাকি দূর করিয়া দেও। ইয়ার বত্তি থাকির কোনো অধিকার নাই।"

২৩ মানষিলা য্যেলা চিকরিতে চিকরিতে কাপড়-চোপড় ফ্যেলে দিয়া দ্যাওয়ার ভিতি ধূলা উড়ির ধরছিলেক,

২৪ স্যেলা প্রধান সেনাপতি, পৌলক সেনা ছাউনিত নিয়া যাবার হুকুম দিলেক। আর মানষিলা ক্যেনে চিকরির ধরচে, তা জানির বাদে পৌলক চাবুক মারিয়া জেরা করির আদেশ দিলেক।

২৫ পৌলক য্যেলা চাবুক মারির বাদে বান্দা হইলেক, স্যেলা ওটে যে শতপতি খাড়া হয়া আছিলেক। পৌল উয়াক পুছিলেক, "এক

জন রোমের নাগরিকক এলাও দোষী সাব্যস্ত করা হয় নাই তাক চাবুক দিয়া মারার কি তোমারলার আইনের কাম?”

[২৬] শতপতিটা এই কতা শুনিয়া প্রধান সেনাপতিটাক যায়া কইলেক, “তোমরা কি করির নাগচেন? এই মানষিটা তো রোমীয়।”

[২৭] স্যেলা প্রধান সেনাপতিটা পৌলক কইলেক, “মোক কঃ দেখি, তুই কি রোমীয় নাগরিক?” পৌল কইলেক, “হ্যে।”

[২৮] প্রধান সেনাপতিটা কইলেক, “মোর রোমীয় নাগরিক হবার বাদে ম্যেলা টাকা-পাইসা খরচ হইচে।” পৌল কইলেক, “মুই জন্ম গত রোমীয় নাগরিক।”

[২৯] এই কতা শুনিয়া যায় যায় জেরা করির যাবার ধরছিলেক, উমরা স্যেলায় স্যেলায় ফিরি যাবার নাগিলেক। প্রধান সেনাপতিটা য্যেলা জানির পাইলেক, উয়ায় এক জন রোমীয় নাগরিকক বান্দিচে, এই বাদে প্রধান সেনাপতিটাও ভয় খাইলেক।

[৩০] পরের দিন যিহূদী মানষিলা ক্যেনে পৌলের উপর দোষ চাপের ধরচে, তা জানিবার বাদে প্রধান সেনাপতি পৌলের বান খসে দিলেক। পরে প্রধান বামনক, মহাসভার মানষিলাক একটে হবার বাদে হুকুম দিলেক। স্যেলা উয়ায় পৌলক আনিয়া উমার আগপাকে খাড়া করিলেক।

২৩ পৌল মহাসভার মানষিলার ভিতি থির দৃষ্টিতে দেখিয়া কইলেক, “হে মোর ভাই বইনিলা মুই আজি পর্যন্ত ভগবানের সউগ বিষয় শুদ্ধি মন নিয়া পালন করির ধরচুং।”

২ স্যেলা প্রধান বামন অননিয় এই কতা শুনিয়া, যায় যায় পৌলের বগলত খাড়া হয়া আছিলেক, উমারলাক পৌলের মুখত চড় মারির হুকুম দিলেক।

৩ স্যেলা পৌল অননিয়ক কইলেক, “হে ভন্ড! চুনের রং করা দেওয়াল! ভগবান তোক আঘাত করিবে। তুই বিধির বিধান মতে বিচার করির বসিয়া এলা বিধির বিধান ভাঙিয়া মোক আঘাত করির হুকুম দিবার ধরচিস?”

৪ উয়ার বগলত যায় যায় খাড়া হয়া আছিলেক, উমরা কইলেক, “ভগবানের মহাবামনক তুই অপমান করির ধরচিস?”

৫ পৌল স্যেলা কইলেক, “হে মোর ভাইয়ের ঘর! মুই জানিং না যে, উয়ায় হইলেক মহাবামন। ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে, ‘তোমার জাতির নেতাক অসন্মান করেন না।’”

৬ আর ঐ সভার মানষিলার মইদ্ধোত একদল ফরীশী আর অইন্য দল সদ্দূকী, এইটা জানির পায়া পৌল মহাসভাত জোরে চিকিরিয়া কইলেক, “হে ভাইয়ের ঘর, মুই এক জন ফরীশী! ফরীশী গুষ্টির ছাওয়া। মোর বিচার হবার ধরচে, ক্যেনেনা মুই বিশ্বাস করং মরা মানষিলা বত্তি উঠিবে।”

[৭] উয়ার কতা শ্যেষ হইতে না হইতে ফরীশী আর সদ্দূকীলার মইদ্ধোত ঝগড়া শুরু হইলেক, স্যেলা সভার মানষিলা দুইটা দলে ভাগ হয়া গেইলেক।

[৮] ক্যেনেনা সদ্দূকীলার বিশ্বাস যে, মরা মানষি কোন দিন বত্তি উঠির না হয়, স্বর্গদূত আর আত্মা বুলিয়া কোন কিছুই নাই। কিন্তু ফরীশীলা এই তিনটা বিশ্বাস করে।

[৯] স্যেলা চাইরো পাকে দারুন হাল্লা-চিল্লা শুরু হয়া গেইলেক। ফরীশী দলের কয়জন উঠিয়া পন্ডিতলা জোরে তর্কা-তর্কি শুরু করিয়া কইলেক, "হামরা এই মানষিটার কোন দোষ দেখির ধরচি না, হয় তো, কোন স্বর্গদূত বা আত্মা উয়ার নগত কতা কইচে।"

[১০] য্যেলা বড় ধরনের কাজিয়া শুরু হইলেক, স্যেলা প্রধান সেনাপতি ভয় খাইলেক। ক্যেনেনা মানষিলা যাতে আরো পৌলক টানা-টানি করি ছিড়িয়া না ফ্যেলায়। এই বাদে উয়ায় হুকুম দিলেক, যিহূদীলার মইদ্ধো থাকি সেনা ছাউনিত নিয়া যাবার।

[১১] পরের দিন রাতি বেলা প্রভু যীশু পৌলের বগলত আসিয়া খাড়া হয়া কইলেক, "সাহসী হঃ, যিরূশালেমত তুই যেমন মোর বিষয়ে সাক্ষী দিচিস, একে নাকান করি রোমতও সাক্ষী দিবার নাগিবে।"

[১২] আর পরের দিন সাকাল বেলা যিহূদীলা এক জোট হয়া কিরা কাটিয়া একটা চক্রান্ত করির সিদ্ধান্ত নিলেক। পৌলক মারি না ফ্যেলা পর্যন্ত, কোন কিছুই খাবে না।

১৩ চল্লিশ জনের বেশী মানষি কিরাকাটি এই চক্রান্ত করিলেক।

১৪ উমরা প্রধান বামন আর যিহূদী নেতালাক যায়া কইলেক, “হামরা কিরা কাটিচি, পৌলক মারি না ফ্যেলা পর্যন্ত কোন কিছুই খামু না।

১৫ এলা তোমরা মহাসভার সদস্যলার নগত প্রধান সেনাপতিরটে যায়া আব্দার করেন, যাতে পৌলক তোমাক দেয়। তোমরা যায়া কন যে, উয়ার ভাল করি বিচার করা চাই। উয়ায় এটে আইসার আগত মারি ফ্যেলের বাদে হামরা তৈরি হয়া রইলুং।”

১৬ কিন্তু পৌলের এক ভাগিনা এই চক্রান্তের কতা জানির পায়া সেনা ছাউনিত সোন্দেয়া পৌলক যায়া কইলেক,

১৭ পৌল স্যেলা এক জন প্রধান সেনাপতিক বগলত ড্যেকেয়া কইলেক, “তোমরা এই গাবুর চ্যেংড়াটাক প্রধান সেনাপতিরটে নিয়া যাও, ক্যেনেনা ইয়ার উয়াক কিছু কতা কবার আছে।”

১৮ এই বাদে চ্যেংড়াটাক নগত নিয়া প্রধান সেনাপতিরটে নিয়া যায়া কইলেক, “বন্দী পৌল এই চ্যেংড়াটাক তোমারটে ধরি আসির কইলেক, ইয়ায় কিছু কতা কবার চায়।”

১৯ স্যেলা প্রধান সেনাপতি চ্যেংড়াটার হাত ধরিয়া খানিক দূরত নিয়া যায়া গোপনে পুছিলেক, “কঃ দেখি, তুই মোক কি কবার চাইস?”

২০ চ্যেংড়াটা কইলেক, “যিহূদীলা ঠিক করিচে, পৌলের বিষয় আরো ভাল করি খবর নিবার বাদে তাল-বাহানা দেখেয়া আইসা

কালি মহাসভাত আনিবার তোমাক আব্দার করিবে।

২১ তোমরা উমার কতাত রাজি হন না, ক্যেনেনা চল্লিশ জনের বেশী মানষি পৌলক মারি ফ্যেলের বাদে ঘাটি গাড়ি বসিয়া আছে। উমরা কিরা কাটিচে, উয়াক না মারা পর্যন্ত কোন কিছু খাবে না। এলা খালি তোমার হুকুমের বাচ্চে আছে।”

২২ স্যেলা প্রধান সেনাপতি চ্যেংড়াটাক বিদায় দিয়া কইলেক, “তুই যেইলা কতা মোক কচিস, আর কাঙোকে কইস না।”

২৩ পরে প্রধান সেনাপতি দুই জন শতপতিক ড্যেকেয়া কইলেক, “দুইশ বল্লমধারি সেনা আর সত্তর জন ঘোড়সওয়ারক রাতি নয়টার সমায় কৈসরিয়া গঞ্জত যাবার বাদে তৈরি থাকির কন।”

২৪ আর পৌলক নিরাপদে রাজ্যপাল ফীলিক্সেরটে পৌছে দিবার বাদে বাহন জোগার করির কইলেক।

২৫ পাছত প্রধান সেনাপতি একখান চিঠি নেখিলেক,

২৬ মানিগুনী রাজ্যপাল ফীলিক্স, মুই ক্লৌদিয় লুসিয়, মুই তোমার মঙ্গল কামনা করং।

২৭ পৌল নামে মানষিটাক যিহূদীলা ধরিয়া মারি ফ্যেলের চায়। কিন্তু মুই যে্যলা জানির পালুং উয়ায় এক জন রোমীয় নাগরিক স্যেলা মোর সেনালাক নিয়া যায়া উয়াক মুক্তি করিলুং।

২৮ পাছত জানির চালুং ক্যেনে মানষিলা দোষ দিবার ধরচে, সেইটা জানের বাদে যিহূদীলার মহাসভাত উয়াক হাজির করিয়া ধরি আসিলুং।

২৯ পাছত মুই বুঝির পালুং যে, যিহূদীলার ধর্মের নিয়ম-কানুন নিয়া উয়াক দোষী করিচে। কিন্তু মারি ফ্যেলের বা জেলত দিবার মত কোন দোষ নাই।

৩০ য্যেলা মুই জানির পালুং, এই মানষিটার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করির ধরচে, এই বাদে মুই তোমারটে প্যেঠালুং। যায় যায় দোষ দিবার ধরচে, স্যেলা মুই পচ-পচে উমারলাক তোমারটে প্যেঠে দিয়া এই আদেশ দিলুং যাতে উমরা উয়ার দোষের বিষয় তোমাক কয়।

৩১ স্যেলা আদেশ মতন পৌলক রাতি বেলা আন্তিপাত্রিত নিয়া গেইলেক।

৩২ পরের দিন ঘোড়সওয়ার সেনালাক খালি উয়ার নগত যাবার ব্যবস্থা করিলেক, আর বাকি সেনালা সেনা ছাউনিত ফিরি আসিলেক।

৩৩ ঘোড়সওয়ার সেনালা কৈসরিয়াত পৌছিয়া চিঠিখান রাজ্যপালের হাতত দিলেক। আর পৌলক উয়ার বগলত হাজির করিলেক।

৩৪ রাজ্যপাল চিঠিখান পড়িয়া পৌলক পুছিলেক, “তুই কোন রাজ্যের মানষি?” স্যেলা উয়ায় জানিলেক যে, পৌল কিলিকিয়া প্রদেশের মানষি, আর জানির পায়া রাজ্যপাল কইলেক,

৩৫ “যায় যায় তোর উপরাত দোষ দিচে, য্যেলা উমরা আসিবে স্যেলা তোর কতা মুই শুনিম।” আর রাজ্যপাল পৌলক রাজা

হেরোদের রাজবাড়ির জেলত থুইয়া পাহারা দিবার কইলেক।

২৪ পাঁচ দিন পাছত প্রধান বামন অননিয়, যিহূদী সমাজের কয়েক জন বুড়া নেতা আর তর্তুল্লক নামে এক জন উকিলক সাথত নিয়া কৈসরিয়াত যায়া পৌলের বিরুদ্ধে রাজ্যপালেরটে নালিশ জানাইলেক।

২ পৌলক ড্যেকে আনার পাছত তর্তুল্ল এই কয়া দোষ দিবার নাগিলেক, “হে মানিগুনী ফীলিক্স! হামরা তোমার বাদে মহা শান্তিতে আছি। তোমার জ্ঞানের গুণে এই জাতির নানান অমঙ্গল খন্ডন হইচে।

৩ এই উপকার হামরা সগায় সউগ জাগাত কৃতজ্ঞতার সাথত মানি নিবার ধরচি।

৪ কিন্তু বেশী কতা কয়া মুই তোমার মূল্যবান সমায় নষ্ট করির না চাং। এই বাদে আব্দার করির ধরচুং, দয়া করি হামার কতা শুনো, হামরা অল্প কতায় সউগ কমু।

৫ “কিন্তু হামরা দেখির পাইলুং এই মানষিটা হইলেক নষ্টের গোড়া। সারা দুনিয়াত যিহূদীলার মইদ্ধোত গন্ডগোল পাকে বেরেবার ধরচে। ইয়ায় নাসারতীয় দলের এক জন নেতা।

৬-৭ ইয়ায় হামার মন্দির ছুয়া করির চেষ্টা করির ধরচে। এই বাদে হামরা ইয়াক ধরি আনিয়া দোষ দিবার ধরচি।

৮ তোমরা নিজে উয়াক পুছিলে, সউগ বিষয় জানির পাবেন।”

৯ ওটে জোটো সউগ যিহূদীলা সাক্ষী দিয়া কইলেক, এই কতাটা সচাং।

১০ পৌলক ইশারা দিয়া রাজ্যপাল ফীলিক্স কিছু কবার কইলেক। স্যেলা পৌল কইলেক, “তোমরা ম্যেলা বছর থাকি যিহূদী জাতির বিচার করি আসির ধরচেন। এই বাদে মুই খুশি হয়া কতা কবার চাং।

১১ তোমরা খোজ খবর নিয়া দেখিবেন এলাও বারো দিনের বেশী হয় নাই, মুই উপাসনা করির বাদে যিরূশালেম গেইচোং।

১২ মোক যায় যায় দোষ দিবার ধরচে, উমরা দশংগতি মন্দিরত সোন্দে তর্কাতর্কি করা, উপাসনা ঘরলাত যায়া, হাটে বাজারে আরো গঞ্জের অইন্য কোনোটে কাঙোকো উসকানি দেওয়া মোক দেখে নাই।

১৩ এলা মোর যে দোষ দিবার ধরচে, উমরা তার প্রমাণ তোমাক দিবার পাবে না।

১৪ কিন্তু মুই এই কতা স্বীকার করং যে, খ্রীষ্ট যীশুর ঘাটা অনুসরন করিয়া চৌদ্দ গুষ্টির ভগবানের উপাসনা করং। আর উমরালা এই ঘাটাক ধর্ম বিরুদ্ধ কয়, যেইলা আসলে মোশির আইন কানুনের সাথে মিল আছে, ভগবানের ভাববাদীলার শাস্ত্রত নেখা আছে, সেইলায় মুই বিশ্বাস করং।

১৫ উমরাও যেই নাকান আশা করে, সেই নাকান মুইও ভগবানের উপরাত আশা-ভরসা করির ধরচুং যে, ধার্মিক-

অধার্মিক সগাকে বত্তে তুলা হবে।

১৬ সেই বাদে মুই এই নাকান করি চলং, যাতে মানষি আর ভগবানেরটে মোর অন্তর সউগ সমায় পরিস্কার থুবার পাং।

১৭ “ম্যেলা বছর পাছত, যিরূশালেমের মোর নিজ জাতির গরীব মানষিলাক কিছু দান করিবার আর নৈবদ উৎসর্গ করিবার বাদে আসিলুং।

১৮ স্যেলা মানষিলা মোক শুদ্ধি করার অনুষ্ঠানের পাছত মন্দিরত দেখির পাইলেক। আর ওটে মানষির ভিড়ও হয় নাই, মোক নিয়া কোন গন্ডগোলও হয় নাই।

১৯ কিন্তু এশিয়া প্রদেশের কয়েক জন যিহূদী ওটেকোনা আছিলেক। উমার যদি মোর সমন্ধে কোন দোষ দিবার থাকে, তাহলে এই যিহূদীলা তোমারটে আইসা উচিত আছিলেক।

২০ উমরা যায় যায় হাজির এলা আছে, উমরায় কউক, মুই য্যেলা মহাসভাত খাড়া হয়া আছিলুং, স্যেলা উমরা মোর কি দোষ পাইছিলেক।

২১ খালি একটা বিষয় দোষ দিবার পায়, মুই উমার আগত খাড়া হয়া জোরে চিকিরিয়া কইছিলুং, মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিবার বিষয় নিয়া এই বাদে আজি তোমারলার আগত মোর বিচার হবার ধরচে।”

২২ যীশুর ঘাটার বিষয় রাজ্যপাল ফীলিক্স খুব ভাল করি জানে। উয়ায় বিচার করা মুলতুবী করিয়া কইলেক, “প্রধান সেনাপতি

লুসিয় আসিলে এই বিচার মুই নিস্পত্তি করিম।”

২৩ স্যেলা উয়ায় পৌলক পাহারা দিবার বাদে শতপতিক হুকুম দিলেক। কিন্তুক উয়াক স্বাধীন রাখির কইলেক, “উয়ার কোন সাগাই-সোদর, বন্ধু-বান্ধব আসিয়া উয়াক দেখ-শোনা করির চাইলে বাধা না দেন।”

২৪ কয়েক দিন পাছত ফীলিক্স আর উয়ার যিহূদী বউ দ্রুষিল্লাক নগত ধরি আসিয়া পৌলক ড্যেকেয়া আনিলেক। পৌলের মুখ থাকি যীশু খ্রীষ্টের বিশ্বাসের কতা শুনিলেক।

২৫ যেলা পৌল উয়াক সৎ ভাবে চলা, নিজক ইন্দ্রিয় দমনত থোয়া, আর পরকালের বিচারের বিষয় কইলেক, স্যেলা ফীলিক্স ভয় খায়া কইলেক, “তুই এলা যা, যেলা সমায় পাইম, স্যেলা তোক মুই ড্যেকাইম।”

২৬ উয়ায় আশা করিচিলেক যে, পৌল উয়াক ঘুষ দিবে। এই বাদে উয়ায় পৌলক বারে বারে ড্যেকেয়া কতা কবার নাগিলেক।

২৭ ফীলিক্স যিহূদীলাক খুশি করিবার বাদে পৌলক জেলখানাত বন্দী করি থুইছিলেক। আর দুই বছর চলি যাবার পাছত পর্কিয় ফীষ্ট রাজ্যপালের পদত বসিলেক।

২৫ রাজ্যপাল ফীষ্ট সেই প্রদেশত আসিবার তিন দিন পাছত কৈসরিয়া থাকি যিরূশালেম গেইলেক।

২ স্যেলা প্রধান বামন আর যিহূদী নেতালা ফীষ্টেরটে পৌলের বিরুদ্ধে নালিশ জানাইলেক।

৩ উমরা কাউলা-কাউলি করি কইলেক, দয়া করি পৌলক যাতে যিরূশালেমত নিয়া যাবার ব্যবস্থা করে। ক্যেনেনা উমরায় ঘাটাত নুকিয়া থাকি পৌলক খুন করির চক্রান্ত করিলেক।

৪ কিন্তু ফীষ্ট কইলেক, "পৌলক কৈসরিয়াত বন্দী করি থোয়া হইচে, মুই এলায় ওটে যাইম।

৫ এই বাদে তোমারলার মইদ্ধোত যায় যায় ক্ষমতাবান মোর সাথত চল। আর পৌলের কোন দোষ থাকিলে, ওটে দেখে দেও।"

৬ ফীষ্ট যিরূশালেমত আট-দশ দিন থাকার পাছত কৈসরিয়া চলি গেইলেক। পরের দিন উয়ায় বিচার সভাত বসিয়া পৌলক হাজির করির হুকুম দিলেক।

৭ পৌল য্যেলা ওটে আসিলেক স্যেলা যিরূশালেম থাকি আইসা যিহূদী মানষিলা উয়ায় চাইরো পাকে খাড়া হয়া ঘিরি ধরিলেক। উয়ার বিরুদ্ধে ম্যেলা জঘন্য অপরাধের কতা কবার নাগিলেক কিন্তু কোন প্রমাণ দেখের পাইলেক না।

৮ পৌল নিজের সমন্ধে কইলেক, "মুই যিহূদীলার আইন-কানুন আর দশংগতি মন্দির এমন কি মহারাজার বিরুদ্ধেও কোন অন্যায় করং নাই।"

৯ কিন্তু ফীষ্ট যিহূদীলারটে সুনাম পাবার বাদে পৌলক কইলেক, “এই দোষের বিচার মুই যিরূশালেমত করির চাং, তুই কি রাজি আছিস?”

১০ স্যেলা পৌল কইলেক, “মুই মহারাজার বিচার সভাত আপিল করলুং, এটেই মোর বিচার হওয়া উচিত। মুই যিহূদীলার বিরুদ্ধে কোন অন্যায় করং নাই, এইটা তোমরা ভাল করি জানেন।

১১ মুই যদি দোষী হং, আর মরণ দন্ড পাবার নাকান কোন দোষ করিয়া থাকং, তাইলে মুই মরিরও রাজি আছং। কিন্তু এই যিহূদীলা মোর বিরুদ্ধে যে দোষ দিবার ধরচে, সেইলা যদি প্রমাণ না হয়, তাইলে মোক উমারলার হাতত তুলি দিবার অধিকার কাঙোরো নাই। এই দাবি মুই মহারাজারটে আপিল করিলুং।”

১২ স্যেলা ফীষ্ট মন্ত্রিসভার নগত পরামর্শ করিয়া কইলেক, “তুই মহারাজারটে দাবি আপিল করিচিস, এলা তুই মহারাজার ওটে যা।”

১৩ কিছু দিন পাছত, রাজা আগ্রিপ্পা আর শ্রীমতি বর্ণীকী ফীষ্টক মঙ্গল কামনা জানের বাদে কৈসরিয়াত আসিলেক,

১৪ উমরা ম্যেলা দিন ওটে থাকিলেক। ফীষ্ট পৌলের বিষয় রাজা আগ্রিপ্পাক কইলেক, “ফীলিক্স এটে এক জন মানষিক বন্দী করি থুইয়া গেইচে।

১৫ যে্যলা মুই যিরূশালেমত আছিলুং, স্যেলা যিহূদী প্রধান বামনলা আর বুড়া নেতালা ঐ মানষিটার বিরুদ্ধে দোষী হিসাবে

শাস্তি দিবার চায়া নালিশ করিচিলেক।

১৬ মুই মানষিলাক কইলুং, কোন মানষির বিরুদ্ধে যদি কোন নালিশ করা হয়, উয়ায় যতক্ষণ নির্দোষ প্রমাণ করিবার সুযোগ না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত উয়াক শাস্তি দিবার রোমীয়লার নিয়ম নাই।

১৭ "যিহূদীলা যে্যলা মোর এটে আসিলেক, স্যেলা মুই দেড়ি না করিয়া পৌলক বিচার সভাত আনিবার হুকুম দিলুং।

১৮ কিন্তু মুই পৌলের যে নাকান দোষ অনুমান করিচুং, সেই নাকান দোষ উমরা বিচার সভাত নালিশ করে নাই।

১৯ বরং উমরা নিজের ধর্ম সমন্ধে আর যীশু নামে কোন মরা মানষি, যাক পৌল বত্তা কইচিলেক, ঐলা সমন্ধে তর্ক জুড়িয়া দিলেক।

২০ এই ঘটনালা ক্যেংকরি খোজ নিম বুঝির না পায়া, মুই পৌলক পুছিলুং, তুই কি বিচারের বাদে যিরূশালেম যাবার রাজি আছিস?

২১ কিন্তু যে্যলা পৌল মহারাজার বিচারের রায়ের বাদে মোক আপিল করিলেক, স্যেলা মুই মহারাজার ওটে না প্যেঠেয়া উয়াক জেলত থুবার আদেশ দিলুং।"

২২ স্যেলা আগ্রিপ্পা কইলেক, "মুইও উয়ার বিষয় শুনির চাং।" ফীষ্ট কইলেক, "আইসা কালি শুনির পাবেন।"

২৩ পরের দিন রাজা আগ্রিপ্পা আর বর্ণীকী খুব জাক-জমক করিয়া সভাঘরত সোন্দাইলেক। উমার সাথত সেনাপতিলা আর

গঞ্জের মানিগুনী মানষিলা আছিলেক। ফীষ্টের হুকুমে পৌলক ওটে আনা হইলেক।

[২৪] স্যেলা ফীষ্ট কইলেক, “রাজা আগ্রিপ্পা আর সভাত হাজির মানি-গুণী জন, ইয়াক দেখির ধরচেন। ইয়ার বিরুদ্ধে যিরূশালেমের সউগ যিহূদীলা মোরটে নালিশ করি ছিলেক, আর চিকরিয়া কইচিলেক, এই মানষিটাক বত্তি রওয়ার দেওয়া উচিত না হয়।

[২৫] কিন্তু মুই দেখিলুং, উয়ায় মরণ দন্ড পাবার নাকান কোন দোষ করে নাই। উয়ায় নিজে বিচারের বাদে মহারাজার ওটে যাবার আপিল করিচে। এই বাদে মুই উয়াক ওটে প্যেঠেবার মন ঠিক করিচিলুং।

[২৬] কিন্তু মহারাজারটে নালিশ নেখিবার মতন মুই কিছুই পাইলুং না। এই বাদে মুই তোমারলার সগারে আগত বিশেষ করি রাজা আগ্রিপ্পা তোমারটে উয়াক হাজির করিলুং। যাতে জেরা করিয়া উয়ার সমন্ধে কিছু নেখির পাই।

[২৭] ক্যেনেনা মোর মতে কোন বন্দীক চালান দিবার আগত, উয়ার দোষের বিবরণ না দেওয়া বেআইনি।”

২৬

রাজা আগ্রিপ্পা পৌলক কইলেক, “এলা তোর নিজের যা কবার আছে, তা কবার অনুমতি দেওয়া হইলেক।” স্যেলা পৌল হাত বাড়েয়া নিজের পক্ষে কতালা কইলেক,

২ “রাজা মশায়, যিহূদীলা মোর বিরুদ্ধে যে দোষ দিচে, মুই আজি তোমার আগত নিজের কতা কবার সুযোগ পাচুং বুলিয়া মুই ভাগ্যবান।

৩ ক্যেনেনা তোমার যিহূদী নিয়ম-নীতি আর তর্কের বিষয়লা ভাল করি জানা আছে। এই বাদে মুই মিনতি করি কবার ধরচুং, মোর কতালা ধৈর্য ধরি শুন।

৪ “ছাওয়া কাল থাকি নিজের দেশত, তার পাছত যিরূশালেমত থাকির সমায় মুই ক্যেমন করি জীবন কাটাইচোং যিহূদীলা সউগে জানে।

৫ মোক যিহূদীলা ম্যেলা দিন থাকি চেনে। মুই যে ফরীশীর নাকান করি জীবন যাপন করিচিলুং, উমরা ইচ্ছা করিলে সাক্ষী দিবার পায়।

৬ হামার চৌদ্দ গুষ্টির মানষিলারটে ভগবান যে প্রতিজ্ঞা করিচিলেক, সেইটার প্রতি আশা আছে বুলিয়া আজি মোর বিচার হবার ধরচে।

৭ হামার জাতির বারো গোষ্ঠির মানষিলা দিন-রাতি মন-পরান দিয়া উপাসনা করিতে করিতে তার ফল পাবার আশায় আছে। হে মহারাজ এইটা আশা করং বুলিয়া যিহূদীলা মোক দোষ দিবার ধরচে।

৮ ভগবান মরা মানষিলাক বত্তে তোলে এই কতা তোমরা ক্যেনে অসম্ভব মনে করেন?

৯ “মুই নিজেই এক সমায় মনে করচিলুং, নাসারতের যীশুর বিরুদ্ধে যা করা যায়, মোর করা উচিত।

১০ মুই যিরূশালেমত এই নাকান করিচিলুং। মুই প্রধান বামনলারটে অনুমতি নিয়া যীশুর শিষ্যলাক জেলত দিচিলুং। এমন কি উমার পরান দন্ড দিবার বাদে সমর্থন করিচিলুং।

১১ উমাক শাস্তি দিবার বাদে মুই এক উপাসনা ঘর থাকি অইন্য উপাসনা ঘরত যায়া উমারলাক জোর করিয়া যীশুর নিন্দা করির চেষ্টা করিচিলুং। উমারলার উপরাত মোর এত গোসা আছিলেক যে, মুই ভিন দেশের গঞ্জলাত যায়া অইত্যাচার করির ধরচিলুং।”

১২ পৌল আরো কইলেক, “হে রাজা মশায়, এক দিন মুই প্রধান বামনলারটে আজ্ঞা-পত্র নিয়া দামেস্ক গঞ্জ যাবার ধরচিলুং।

১৩ স্যেলা পেরায় দুপুর বেলা, মুই দেখলুং বেলার রৌদে থাকিও খুব তেজি এক আলো দ্যাওয়া থাকি মোর আর মোর সঙ্গী-সাথীলার চাইরো পাকে জ্বলির নাগিলেক।

১৪ হামরা সগায় মাটিত পড়ি গেলুং। ইব্রীয় ভাষায় মুই একটা আওয়াজ শুনির পালুং মোক কইলেক, শৌল! শৌল! তুই ক্যেনে মোক যাতনা করির ধরচিস? অবাধ্য গরুর নাকান কাটা ওলা নাটিত চাইটিয়া তুই নিজের ক্ষতি নিজে ক্যেনে করির ধরচিস?

১৫ “স্যেলা মুই কলুং প্রভু, তোমরা কায়? প্রভু কইলেক, মুই যীশু, যাক তুই যাতনা দিবার ধরচিস।

[১৬] “প্রভু কইলেক, তুই ওঠেক নিজের ঠ্যেংএর উপরা ভর দিয়া খাড়া হঃ। তোক মোর সেবাকারী আর সাক্ষী হিসাবে নিযুক্ত করির বাদে দর্শন দিনুং। তুই মোক যে নাকান করি দেখিছিস, মুই তোক যা দেখাইম সেইলা তুই অইন্য মানষিরটে কবু।

[১৭] তোর নিজের যিহূদী মানষিলার হাত থাকি রক্ষা করিম। আর মুই তোক অযিহূদীলারটে প্যেঠেবার ধরচুং।

[১৮] তুই উমারলার চোখু খুলিয়া দিবু যাতে উমরা আন্ধার থাকি আলোর ভিতি আর শয়তানের কবল থাকি ভগবানের এদিয়া ফিরি আইসে। মোক বিশ্বাস করিলে পাপ থাকি ক্ষমা পাবে আর উমরাও ভগবানের বাদে বাছাই করা শিষ্যলার ভাগিদারী হবে।”

[১৯] পৌল রাজা আগ্রিপ্পাক আরো কইলেক, “হে রাজা মশায়, স্বর্গ থাকি দর্শনের মইদ্ধো দিয়া মোক যেইলা কওয়া হইচে, তার অবাধ্য মুই হং নাই।

[২০] মুই মানষিলারটে প্রচার করিলুং, উমরা যাতে পাপের ঘাটা থাকি ভগবানের ঘাটাত ফিরি আইসে। উমরা এমন কাম করুক যেই দিয়া প্রমাণ হবে যে, সচাং করি ভগবানের ঘাটাত ফিরি আসচে। আর এই কতালা মুই পইলা দামেস্কের মানষিলারটে প্রচার করিচিলুং। তার পর যিরূশালেমত আরো সউগ যিহূদীয়া প্রদেশের যিহূদী আরো অযিহূদী মানষিলারটে প্রচার করলুং।

[২১] এই বাদে যিহূদীলা মোক দশংগতি মন্দিরত মারি ফ্যেলের চেষ্টা করির নাগিলেক।

[২২] কিন্তু আজি পর্যন্ত মুই যে ভগবানের সাহায্য পাইচুং, আর এলা ছোট বড় সগারে আগত খাড়া হয়া সাক্ষী দিবার ধরচুং। মহাপুরুষ মোশি আর ভাববাদীলা যেইলা ঘটিবে কয়া গেইচে, সেইলা ছাড়া মুই অইন্য কোন কতা কং নাই।

[২৩] উমরা কয়া গেইচে, বাছাই করা রাজাটাক দুঃখ ভোগ করির নাগিবে। আর মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিয়া নিজের জাতির মানষিলাক আর অযিহূদীলাক, সগারেটে এক নয়া আলোময় ঘাটার প্রচার করিবে।"

[২৪] পৌল যেলা নিজের পক্ষে কতালা কবার ধরচে, স্যেলা রাজ্যপাল ফীষ্ট ধমকেয়া চিকিরিয়া কইলেক, "পৌল তুই পাগলা হয়া গেইচিস! তুই ভালে দূর পড়া শোনা করিচিস বুলিয়া তোর মাথা খারাপ হয়া গেইচে!"

[২৫] স্যেলা পৌল কইলেক, "মানিগুনী রাজ্যপাল, মুই পাগলা হং নাই। মুই যেইলা কবার ধরচুং সেইলা সচাং আর যুক্তিপূর্ণ।

[২৬] রাজা আগ্রিপ্পা তো এইলা বিষয় সউগে জানে, আর মুই উয়ার আগত খোলা-মেলা সউগ কতা কবার পাং। মোর ধারনা এই ঘটনালা রাজা মশায়য়ের অজানা না হয়। ক্যেনেনা এই ঘটনালা গোপনে হয় নাই।

[২৭] রাজা মশায়, তোমরা ভগবানের ভাববাদীর কতা বিশ্বাস করেন? মুই জানং তোমরা করেন।"

২৮ স্যেলা রাজা আগ্রিপ্পা পৌলক কইলেক, “তুই কি মনে করির ধরচিস, মোক খানেক সমায়ের মইদ্ধোত খ্রীষ্টান বানের চেষ্টা করির ধরচিস?”

২৯ পৌল কইলেক, “অল্প সমায়ে হউক আর বেশী সমায়ে হউক, সেইটা বড় কতা না হয়, খালি তোমরায় না হন, ভগবানেরটে প্রার্থনা করির ধরচুং যতলা মানষি মোর কতা শুনির ধরচে, উমরা সগায় মোর নাকান হউক, খালি এই শিকল খান ছাড়া!”

৩০ স্যেলা রাজা আসন ছাড়ি খাড়া হইলেক, উয়ার সাথে সাথে রাজ্যপাল, শ্রীমতি বর্ণীকী আর যায় যায় বসি আছিলেক সগায় খাড়া হইলেক।

৩১ তার পাছত বায়রাত যায়া এক জন আরেক জনের নগত পরামর্শ করির নাগিলেক, “এই মানষিটা মরণের শাস্তি পাবার, জেল খাটিবারো মত কোন দোষ করে নাই।”

৩২ রাজা আগ্রিপ্পা রাজ্যপালক কইলেক, “এই মানষিটা যদি মহারাজারটে আপিল না করিলেক হয়, তাইলে ছাড়ি দেওয়া গেইলেক হয়।”

২৭ তার পাছত জাহাজত করিয়া পৌলক ইতালিত নিয়া যাবার ঠিক করিলেক, স্যেলা পৌলের নগত আরো কয়েক জন বন্দীক মহারাজার নিজের সৈন্য দলের জুলিয়াস নামের এক জন শতপতির হাতত দেওয়া হইলেক।

২ হামরা আদ্রামুত্তীয় থাকি আইসা একখান জাহাজত চড়ি যাত্রা শুরু করিলুং। এই জাহাজ খান এশিয়া প্রদেশের অইন্য অইন্য বন্দর যাওয়ার কতা আছিলেক। ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের থিষলনীকী গঞ্জের শ্রী আরিষ্টার্খ হামার নগত আছিলেক।

৩ হামার জাহাজ পরের দিন সীদোন বন্দরত যায়া থামিলেক। ওটে জুলিয়াস পৌলের নগত বেশ ভাল ব্যবহার করিলেক, আর উয়াক বন্ধু-বান্ধবেরটে যাবার অনুমতি দিলেক, যাতে উয়ার দরকারি জিনিস-পাতি দিবার পায়।

৪ পরে ওটে থাকি হামার জাহাজ ছাড়িলেক। বাতাস হামার উল্টা পাক থাকি আসির ধরছিলেক, এই বাদে হামরা সাইপ্রাস দ্বীপের যে পাকে বাতাস কম ঐ পাকে যাবার নাগিলুং।

৫ তার পর হামরা কিলিকিয়া আর পাম্ফুলিয়া প্রদেশ ছাড়িয়া জলপথ দিয়া লুকিয়া প্রদেশের মুরা নামের বন্দরত আসিলুং।

৬ শতপতিটা আলেক্সান্দ্রীয়া থাকি আইসা একখান জাহাজ পাইলেক, ঐ জাহাজ খান ইতালী যাবার ধরছিলেক, স্যেলা উয়ায় হামাক ঐখানত চড়াইলেক।

৭ হামার জাহাজ খান ম্যেলা দিন ধরি আস্তে আস্তে চলিয়া খুব কষ্টে ক্নীদোন বন্দরের বগলত আসিয়া পৌছিলেক। কিন্তু বাতাস হামারলাক আগেয়া যাবার দিলেক না। স্যেলা হামরা ক্রীত দ্বীপের যেই পাকে বাতাস কম, সেই পাক দিয়া সলমোনী বন্দর পার হইলুং।

৮ সাগরের কাইন্টা ধরিয়া কষ্ট করি লাসেয়া গঞ্জের বগলত সুন্দর নামের বন্দরত আসিলুং।

৯ এই নাকান করি ম্যেলা সমায় নষ্ট হয়া গেইলেক। জলপথ দিয়া যাত্রা করাটা খুব বিপদের ব্যাপার হইলেক, ক্যেনেনা এই পাকে উপাস পার্বনের সমায় চলি গেইলেক। এই বাদে পৌল সাবধান করিয়া কইলেক,

১০ "ভাইয়ের ঘর শুন, মুই দেখির পাবার ধরচুং যে, এই যাত্রা খুব ভয়ংকর আরো ক্ষতি হবে। এই ক্ষতি খালি জাহাজ আর মাল-পত্রের হবে এমন না হয়, হামারলার জীবনেরও ক্ষতি হবে।"

১১ শতপতিটা পৌলের কতা না শুনিয়া জাহাজের ক্যাপ্টেন আর জাহাজের মালিকের কতা শুনিলেক।

১২ এই বন্দরটা জারের কাল কাটের ঠিক জাগা না হয়, এই বাদে জাহাজের বেশীর ভাগ মানষি একমত হইলেক যে, সম্ভব হইলে ফৈনিক যায়া জারের দিন কাটাবে। ফৈনিক আছিলেক ক্রীত দ্বীপের একটা জাহাজ থামেবার জাগা। এই জাগাখান হইলেক দক্ষিন পশ্চিম আর উত্তর পশ্চিম দিকের ফাকা জাগা।

১৩ পাছত য্যেলা আস্তে আস্তে দক্ষিনা বাও দেখা দিলেক, স্যেলা উমরা মনে করিলেক, উমরা যেমন চাইচে তেমনে হইচে। এই বাদে নোংগর তুলিয়া ক্রীত দ্বীপের কাইন্টা দিয়া যাবার নাগিলেক।

১৪ খানিক পাছত ঐ দ্বীপ থাকি ভয়ংকর তুফান শুরু হইলেক, এই তুফানক ঈশান বাও কয়।

১৫ তুফানের বাদে হামার জাহাজের মাথা বাতাসের পাকে ঘুরিয়া দিবার পাইলুং না। এই বাদে জাহাজের মাথা ঘুরিবার চেষ্টা করা ছাড়ি দিয়া বাতাসত ভাসেয়া দিলুং।

১৬ ইয়ার পাছত কৌদা নামের ছোট দ্বীপের যেই পাকে বাতাস কম সেই পাকে গেলুং। আর জাহাজত যে ছোট নাও থাকে সেইখান খুব কষ্ট করি ধ্বংসের হাত থাকি হামরা বাঁচিলোং।

১৭ মানষিলা নাওখান জাহাজের উপরাত টানি তুলিলেক তার পাছত জাহাজের খোলত ভাল করি দড়ি দিয়া বান্দিলেক, যাতে তক্তালা খুলি পড়িয়া না যায়। সুর্তী নামে চরত জাহাজ আটক হবার ভয়ে পাল নামেয়া জাহাজ খানক হাওয়াত চলির দেওয়া হইলেক।

১৮ তুফানের দাপটে হামার জাহাজ খান খুব কাঁপিবার নাগিলেক, এই বাদে পরের দিন নাবিকলা জাহাজের খোল থাকি ভারি মাল পত্র ফ্যেলে দিবার নাগিলেক।

১৯ তৃতীয় দিনে উমরা নিজের হাতে সাজ-সরঞ্জাম ফ্যেলে দিলেক।

২০ ম্যেলা দিন, বেলা, কি তারা, কোন কিছুই দেখা গেইলেক না, দারুন তুফান হইতে থাকিলেক। শ্যেষত হামরা বত্তির আশা একেবারে ছাড়ি দিলুং।

২১ ম্যেলা দিন মানষিলা কোন কিছু খায় নাই। এই বাদে পৌল উমারলার আগ-পাকে খাড়া হয়া কইলেক, “হে মোর ভাই

বইনিলা মোর কতা শুনিয়া ক্রীত দ্বীপ থাকি তোমরা যদি জাহাজ না ছাড়িলেন হয় তাইলে এই বিপদ আর ক্ষয় ক্ষতির হাত থাকি বাঁচিলেন হয়।

২২ কিন্তু এলা মুই কবার ধরচুং, তোমরালা সাহস কর, ক্যেনেনা তোমরা কাঙোয় মরিবেন না! খালি জাহাজ খান নষ্ট হবে।

২৩ মুই যেই ভগবানের উপাসনা করং উয়ার এক জন স্বর্গদূত যাওয়া রাতি মোর আগ পাকে খাড়া হয়া কইলেক,

২৪ ‘ঐ পৌল ভয় না করেন, তোক মহারাজার আগত খাড়া হবার নাগিবে। এই জাহাজত যায় যায় তোর সাথত যাবার ধরচে সগারে পরান ভগবান রক্ষা করিবে।’

২৫ এই বাদে তোমরা মনত সাহস থোন, ভগবানের উপরাত মোর এই বিশ্বাস আছে উয়ায় যা কইচে তাই হবে।

২৬ তাইলে হামরা কোন না কোন দ্বীপত যায়া আছড়ে পড়িমো।”

২৭ তুফানের মইদ্ধোত চৌদ্দ রাতি আদ্রিয়া সাগরত ভাসি থাকার পাছত, মইদ্ধো রাতিত নাবিকলার মনে হইলেক যে, জাহাজ খান কোন ডাঙার বগল আসিচে।

২৮ উমরা জলের তলা মাপিয়া দেখিলেক যে, উপর থাকি জলের তলা পর্যন্ত আশি হাত। অল্প খানিক পাছত আরো মাপিয়া দেখিলেক ষাইট হাত।

২৯ উমরা ভয় করির নাগলেক যে, জাহাজ খান কাইন্টার শিলোত ধাক্কা নাগিবে। এই বাদে উমরা জাহাজের পাছ পাকের

চারটা নোংগর ফ্যেলেয়া দিলেক আর দিনের বাদে প্রার্থনা করির নাগিলেক।

৩০ নাবিকলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো জাহাজ থাকি পালেয়া যাবার চেষ্টা করির নাগিলেক। এই বাদে জাহাজের মাথা থাকি আরো নোংগর ফ্যেলের ভান করি ছোট নাও খান সাগরত নামেয়া দিলেক।

৩১ পৌল শতপতি আর সৈন্যলাক কইলেক, “এই মানষিলা যদি জাহাজত না থাকে, তোমরা বত্তির পাবেন না।”

৩২ স্যেলা সৈন্যলা নাও এর দড়ি কাটিয়া দিলেক, যাতে নাওখান জলত পড়ি ভাসিয়া যায়।

৩৩ খুব সাকালে পৌল সগাকে কিছু খাবার আব্দার করি কইলেক, “আজি থাকি চৌদ্দ দিন হইলেক কি হবে না হবে, এই চিন্তা করিয়া তোমরা না খায়া উপাস করিয়া আছেন।

৩৪ এলা মুই তোমারলাক কিছু খায়া নিবার আব্দার করির ধরচুং। বত্তি রবার বাদে তোমারলাক কিছু খাওয়া দরকার। দেখেন তোমরালার একখান চুলি পর্যন্ত নষ্ট হবে না।”

৩৫ এই কতা কয়া পৌল রুটি নিয়া সগারে আগত ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া টুকরা করি খাবার নাগিলেক।

৩৬ স্যেলা উমরা সগায় সাহস পায়া খাবার নাগিলেক।

৩৭ হামরা জাহাজত মোট দুইশ ছিয়াত্তরজন আছিলোং।

৩৮ সগায় প্যেট ভরে খাবার পাছত জাহাজের ওজন কমেবার বাদে সউগ গম সাগরত ফ্যেলে দেওয়া হইলেক।

৩৯ দিন হবার পাছত উমরা জাগাখান চিনির পাইলেক না। কিন্তু এমন একটা উপসাগর দেখির পাইলেক, যার কাইন্টাখান বালাতে ভত্তি। উমরা ঠিক করিলেক, যদি সম্ভব হয় জাহাজ খান কাইন্টাত তুলিয়া থুবে।

৪০ এই বাদে জাহাজের নোংগরলা কাটিয়া সাগরত ফ্যেলেয়া দিলেক। আর হালত বান্দা দড়িলা খসেয়া দিলেক। তার পাছত পাল তুলিয়া কাইন্টার পাকে আগে যায়া বালা বাড়িত আটকি গেইলেক।

৪১ জাহাজের আগপাক খান ডাবি যাওয়াতে পাছপাকে জলের ঢেউয়ের ধাক্কায় ভাঙিয়া টুকরা টুকরা হয়া গেইলেক।

৪২ সৈন্যলা স্যেলা বন্দীলাক মারি ফ্যেলাবে, এইটা ঠিক করিলেক, যাতে উমারলার মইদ্ধে কাওঁায় সাতরেয়া পালেয়া যাবার না পায়।

৪৩ কিন্তু শতপতি পৌলের জীবন বত্তের চাওয়াতে সৈন্যলাক ইচ্ছা মতন কাম করির দিলেক না। উয়ায় আদেশ দিলেক, যায় যায় সাতার জানে উমরা পইলা ডাঙাত যায়া উঠুক।

৪৪ আর বাকি সগায় জাহাজের তক্তা বা অইন্য কোন টুকরা ধরিয়া কাইন্টা যাবার চেষ্টা করুক। এই নাকান করি সগায় নিরাপদে ডাঙাত আসিয়া উঠিলেক।

২৮ নিরাপদে পৌছির পাছত হামরা জানিলোং যে, দ্বীপটার নাম মাল্টা।

২ ওটেকার মানষিলা হামাক খুব আদর করিলেক। জল পড়ির বাদে খুব ঠাণ্ডা পড়ায়, উমরা অগুন জ্বলেয়া হামারলাক সগাকে ড্যেকাইলেক।

৩ পৌল এক বোঝা শুকান খড়ি জড়ো করি অগুনত দিবার সমায় অগুনের আছে একটা বিষাক্ত সাপ বাইর হয়া পৌলের হাতত কামড়াইলেক।

৪ সাপটাক পৌলের হাতত ঝুলা দেখিয়া ঐ দ্বীপের মানষিলা কওয়াকুয়ি করির নাগিলেক, "এই মানষিটা নিশ্চয় খুনী, ক্যেনেনা সাগরের হাত থাকি বত্তিলেও বিচারের দেবতা উয়াক বত্তির দিলেক না।"

৫ কিন্তু পৌল হাতটা ঝাড়িতে কালে সাপটা অগুনত পড়ি গেইলেক, আর উয়ার কোনয় ক্ষতি হইলেক না।

৬ এই ঘটনাটা দেখিয়া মানষিলা মনে মনে ভাবিবার নাগিলেক উয়ার দেহা ফুলিয়া হঠাৎ মরি যাবে। কিন্তু ম্যেলা ক্ষণ দেড়ি করিয়াও উয়ার কোনয় হইলেক না, এই বাদে উমরালা মত বদলে কবার নাগিলেক, "উয়ায় নিশ্চয় দেবতা।"

৭ ঐ জাগার বগলত দ্বীপের প্রধান জোতদার পুব্লিয়র একটা খামার বাড়ি আছিলেক। ওটেকোনা হামাক ড্যেকাইলেক আর

তিন দিন ধরিয়া খুব আদর করি সেবা-যতন করিলেক।

৮ এই সমায় পুব্লিয়র বাপ, জ্বর আর আমাশা অসুখে বিছনাত পড়ি ভুগিবার ধরছিলেক। পৌল উয়াক দেখিবার বাদে ভিতিরাত যায়া প্রার্থনা করিলেক, আর দেহাত দুই হাত থোয়াতে ভাল হয়া গেইলেক।

৯ এই ঘটনার পাছত ঐ দ্বীপত যত অসুকিয়া আছিলেক, উমরা সগায় পৌলেরটে আসিয়া ভাল হইলেক।

১০ উমরা নানা নাকান উপহার দিয়া হামাক সন্মান জানাইলেক। পাছত জাহাজ ছাড়ির সমায় হামারলার যাত্রার বাদে সউগ দরকারি জিনিস-পাতি জাহাজত বোঝাই করি দিলেক।

১১ ঐ দ্বীপত তিন মাস থাকার পাছত হামরা আলেক্সান্দ্রীয়া গঞ্জের একখান জাহাজত উঠিয়া যাত্রা করিলুং। জারের দিনলা জাহাজ খান ঐ দ্বীপতে থাকিলেক, ঐ জাহাজের মাথাত যমজ দেবতার মূর্তি খোদাই করা আছিলেক।

১২ পাছত হামরা সুরাকুষ নামে বন্দরের ঘাটত জাহাজ বান্দিয়া ওটে তিন দিন রইলোং।

১৩ আর ওটে থাকি যাত্রা করি রীগিয় নামে জাগাত পৌছিলোং। পরের দিন দক্ষিনা বাও বওয়াতে তার পরের দিন পূতিয়লী বন্দরত পৌছিলোং।

১৪ ওটেকোনা হামরা কয়েক জন গুরুভাইয়ের দেখা পাইলোং। উমার সাথত এক হাপ্তা কাটার বাদে হামাক আব্দার করিলেক।

এই নাকান করি হামরা রোম গঞ্জত আসিলোং।

[১৫] ওটেকার গুরুভাইলা হামার আসিবার কতা শুনিলেক। শুনিয়া ঘাটাত হামার সঙ্গী হবার বাদে আপ্পিয়ের হাট, কাঙো কাঙো তিন সরাই পর্যন্ত হামার নগত দেখা করির আসিলেক। এই মানষিলাক দেখিয়া পৌল ভগবানক ধন্যবাদ দিলেক, নিজেরও সাহস বাড়িলেক।

[১৬] হামরা রোমত পৌছিবার পাছত পৌলের পছন্দ মতন আলদা ঘরত থাকিবার অনুমতি পাইলেক। কিন্তু এক জন সৈন্য উয়াক পাহারা দিলেক।

[১৭] আর তিন দিন পাছত পৌল ওটেকার যিহূদী প্রধান নেতালাক নিয়া একটা সভা ড্যেকাইলেক। উমাক কইলেক, “হে মোর ভাইলা, যদিও মোর জাতির বিরুদ্ধে, হামার বাপ ঠাকুর দাদার নিয়মের বিরুদ্ধে মুই কোন কিছু নাই করং, তাঙো মোক যিরূশালেমত বন্দী করিয়া রোমীয় সরকারের হাতত তুলি দেওয়া হইচে।

[১৮] উমরা মোর বিচার করিয়া মারি ফ্যেলের কোন দোষ না পায়া মোক ছাড়ি দিবার চাইচে।

[১৯] কিন্তু যিহূদী মানষিলা ইয়ার বিরোধীতা করায় মুই মহারাজারটে আপিল করির বাধ্য হলুং। তাঙো মোর জাতির মানষিলা অন্যায় করিচে এইটা দোষ দিবার মুই চাং নাই।

২০ আসলে হইলেক, যেই বাছাই করা রাজাটার বাদে ইস্রায়েল জাতির মানষিলা আশা করে, মুই বিশ্বাস করং উয়ায় আসিচে। আর মোর এই বিশ্বাসের বাদে আজি শিকল দিয়া মুই বন্দী আছং। এই বাদে তোমারলার সাথত দেখাশুনা করিয়া এই বিষয় আলাপ-আলোচনা করির ড্যেকালুং।”

২১ যিহূদী নেতালা কইলেক, “তোমার বিষয়ে যিহূদীয়া প্রদেশ থাকি কোন চিঠি পাই নাই। ওটেকোনা থাকি আইসা হামার ভাইলার মইদ্ধো থাকি তোমার বিষয় কাঙো কোন বেয়া খবর দেয় নাই, বেয়া কতাও কয় নাই।

২২ কিন্তু তোমার মতামত কি, সেইটায় তোমার মুখ থাকি হামার শুনিবার ইচ্ছা। ক্যেনেনা এই দলের বিষয় হামরা জানি, মানষিলা সউগ জাগাতে ইয়ার বিরুদ্ধে কতা কয়।”

২৩ পৌলের সাথত একটে হবার বাদে একটা দিন থির করিলেক, আর পৌল যেটে রয় ওটে উমরা ছাড়াও আরো ম্যেলা মানষি আসিলেক। স্যেলা পৌল সাকাল থাকি সইন্ধা পর্যন্ত ভগবানের শাসন ব্যবস্থার বিষয় সাক্ষ্য দিলেক। আরো মহাপুরুষ মোশির নিয়ম থাকি আর ভগবানের ভাববাদীলার গ্রন্থের নেখা থাকি যীশুর বিষয় দেখেয়া উমার বিশ্বাস বাড়েবার চেষ্টা করিলেক।

২৪ উয়ার কতা শুনিয়া কাঙো বিশ্বাস করিলেক, কাঙো করিলেক না।

২৫ আর উমার মইদ্ধে মতের মিল না হওয়াতে উমরা চলি যাবার নাগিলেক। উমরালা যাবার সমায় পৌল কইলেক, “পবিত্র আত্মা ভাববাদী যিশাইয়র মইদ্ধো দিয়া তোমার বাপ ঠাকুরদাদাক সচাং করি এই কতা কইচে,

২৬ ‘তোমরা এই মানষিলারটে যায়া কও, তোমরা শুনিবেন কিন্তু বুঝিবেন না, চায়া দেখিবেন কিন্তু দেখির পাবেন না।

২৭ এই মানষিলার অন্তর পাষান হয়া গেইচে, কান আছে কিন্তু শুনির পায় না, উমরা চোখু মুজিয়া আছে, যাতে দেখির না পায়, আর কান দিয়া শুনির না পায়, অন্তর দিয়া বুঝির না পায়, আর ভাল হবার বাদে মোরটে ফিরিয়া না আইসে।’

২৮ “তোমরা এইটা ফম থোন, ভগবান মানষিক ক্যেমন করি পাপ থাকি মুক্তি দেয়, এই কতা অযিহূদী মানষিলাক জানে দেওয়া হবে। উমরালায় এই কতা শুনিবে।”

২৯-৩০ পৌল দুই বছর নিজের খরচায় ভাড়া বাড়িত থাকিলেক। যত মানষি পৌলের সাথত দেখা করির আসিলেক, উয়ায় সগাকে আপন করিয়া নিলেক।

৩১ পৌল সাহস করিয়া ভগবানের শাসন ব্যবস্থার বিষয় প্রচার করির আরো প্রভু যীশুর বিষয় শিক্ষা দিবার ধরছিলেক, কাঙো উয়াক বাধা দেয় নাই॥

রোমীয়

১ মুই পৌল, ভগবানের বাছাই করা রাজা যীশুর চাকর, রোম গঞ্জের যীশুর শিষ্যলারটে এই চিঠি নেখির ধরচুং। ভগবান উয়ার খবরিয়া হবার বাদে মোক ড্যেকাইচে আর সউগ মানষিরটে ভগবানের ভাল খবর প্রচার করির বাদে মোক বাছাই করিচে।

২ ভগবান উয়ার ভাববাদীলাক দিয়া যে ভাল খবর পবিত্র শাস্ত্রত আগতে প্রতিজ্ঞা করিচিলেক,

৩ সেই ভাল খবর হইলেক উয়ার নিজের বেটার সমন্ধে। সেই বেটা মানষি হিসাবে রাজা দায়ূদের গুষ্টির আছিলেক,

৪ আর উয়ায় পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়া মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিয়া প্রমাণ করিলেক যে, উয়ায় ভগবানের বেটা। আর উয়ায় হইলেক হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট।

৫ খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া আর উয়ার নামের গুণের বাদে হামরা ভাগ্যবান হয়া খবরিয়ার পদ পাইচি, যেনে সউগ জাতির মানষি বিশ্বাস করিয়া ভগবানের বাধ্য থাকির পায়।

৬ সেই মানষিলার মইদ্ধোত তোমরালাও আছেন, যীশু খ্রীষ্টের মনের মানষি হবার বাদে ভগবান তোমারলাক ড্যেকাইচে।

৭ হে রোমবাসীর ঘর, তোমরা যায় যায় ভগবানের পবিত্র মানষি, ভগবান তোমারলাক ভাল পায়। আর তোমারলাক সগাকে মুই

এই চিঠি নেখির ধরচুং। ভগবান আর খ্রীষ্ট যীশু তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৮ পইলাতে মুই তোমারলার সগারে বাদে যীশু খ্রীষ্টের নামে ভগবানক ধন্যবাদ জানের ধরচুং, ক্যেনেনা তোমারলার বিশ্বাসের কতা সারা দুনিয়াত ছড়িয়া পড়িচে।

৯ ভগবানের বেটার সমন্ধে ভাল খবর প্রচার করিয়া মন-পরান দিয়া মুই ভগবানের সেবা করির ধরচুং। যত বার মুই প্রার্থনা করং ততবারেই যে তোমারলার কতা ফম করং, আর উয়ায় ঐলার সাক্ষী।

১০ মোর প্রার্থনা এই মতন, যদি ভগবানের ইচ্ছা হয়, মুই কোনো মতে এইবার তোমারলার ওটে যাবার পাং।

১১ ক্যেনেনা তোমারলাক শক্তিবান করি তুলিবার বাদে কোনো আত্মিক বরদান মুই যেন তোমারলাক দিবার পাং, এই বাদে মুই তোমারলার সোদে দেখা করির চাবার ধরচুং।

১২ মুই কবার চাং যে, হামারলার আর তোমারলার যে বিশ্বাস আছে, হামরা যেন সগায় একে অপরক সায় দেই।

১৩ ভাই-বইনির ঘর, তোমরা এই কতা জানেন যে, মুই ম্যেলা বার তোমারলারটে যাবার চেষ্টা করিচুং, কিন্তু খালি বাধা পায়া আসচুং। মুই তোমারলার ঐটে এই বাদে যাবার চাং, যাতে তোমরালার আত্মিক জীবন বাড়েয়া তুলির সাহায্য করির পাং।

যেই নাকান করি দোসরা জাগার অযিহূদী মানষিলাক সাহায্য করির ধরচুং, ঐ নাকান করি তোমারলাকও সাহায্য করির চাং।

[১৪] সভ্য-অসভ্য, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, সগারেটে মুই ঋণী।

[১৫] এই বাদে তোমরা যায় যায় রোমত আছেন তোমারলারটেও যীশু খ্রীষ্টের সমন্ধে ভাল খবর প্রচার করির বাদে মুই আগ্রহী।

[১৬] ক্যেনেনা মুই ভাল খবর সমন্ধে শরম না খাং, ভাল খবর তো হইলেক শিষ্যলারটে ভগবানের শক্তি। বিশ্বাস করা দিয়া শিষ্যলাক পাপ থাকি মুক্তি করে, পইলাত যিহূদীলাক পরে অযিহূদীলাক।

[১৭] ভগবান ক্যেংকরিয়া মানষিলার পাপ নির্দোষ কয়া মানি নেয়, সেই কতা ভাল খবরের মইদ্ধো দিয়া তুলি ধরা হইচে। পইলা থাকি শ্যেষ পর্যন্ত খালি বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হয়। পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “যাক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হয় উয়ায় বিশ্বাসের বাদেই জীবন পাবে।”

[১৮] মানষি ভগবানের সচাংটাক অন্যায় দিয়া ঢাকি থোয়, তারে বাদে ভগবানের প্রতি মানষির ভক্তির অভাব আর সউগ অন্যায় কামের বাদে স্বর্গ থাকি ভগবানের গোসা মানষির উপরা নামি আইসে।

[১৯] ভগবান সমন্ধে মানষির যেইটা জানার দরকার সেইটা উমারটে পষ্ট জানা। ক্যেনেনা ভগবান নিজে উমারটে সেইলা তুলি ধরচে।

[২০] ভগবান সমন্ধে এমন নিগূঢ় গুণলা মানষি চোখু দিয়া দেখিরে পায় না, তাঙো উয়ার চিরকালের ক্ষমতা আর দৈব স্বভাব, দুনিয়া সিজ্জনের পইলা থাকি ঝকঝক করি দেখা যাবার ধরচে যে, উয়ায় ভগবান। এই বাদে মানষি আর কোনো তাল-বাহানা দেখের পায় না।

[২১] আর মানষি উয়ার সমন্ধে জানিয়াও ভগবান হিসাবে মান দেয় নাই আর উয়াক ধন্যবাদও জানায় নাই। মানষিলার চিন্তা-ভাবনা হীন হয়া গেইচে আর উমারলার হীনবুদ্ধির অন্তর কানা হয়া গেইচে।

[২২] যদিও উমরা নিজেকে জ্ঞানী বুলি দাবি করে, আসলে উমরা মূর্খ হয়া গেইচে।

[২৩] উমরা চিরকালের ক্ষমতাশালী মহিমায় ভরপুর ভগবানের উপাসনা ছাড়ি দিয়া, ক্ষমতা হীন মানষির, পশু-পখি আর বুক দিয়া হাটা প্রাণীর ফটকলার পূজা করে।

[২৪] মানষি ভগবানক ছাড়ি দিচে বুলিয়া ভগবান উমারলার খুশি মতো পাপের ঘাটা দিয়া উমাক যাবার দিলেক। উমার মনের কামনা-বাসনার বাদে বেয়া কাম করির দিলেক।

[২৫] উমরা ভগবানের সচাং ঘাটা ফ্যেলে থুইয়া কুঘাটা দিয়া যাবার ধরচে, সিজ্জন কর্তাক সারে থুইয়া সিজ্জন জিনিসক পূজা করির ধরচে। চিরদিন এক মাত্র ভগবানের উপাসনা করা উচিত।

[২৬] মানষিলা ঐলা বেয়া কামের কুঘাটা দিয়া গেইচে বুলিয়া ভগবান উমারলাক কামনা-বাসনার ঘাটাত ছাড়ি দিলেক। বেটিছাওয়ালা বেটাছাওয়ালার নগত ভাল ব্যবহার বদলে অস্বাভাবিক যৌন কামনাত মজিয়া গেইচে।

[২৭] ঠিক একে নাকান করি বেটাছাওয়ালা বেটিছাওয়ালার নগত স্বাভাবিক ব্যবহারের বদলে দোসরা বেটাছাওয়ার নগত যৌন কামনাত মজিয়া গেইচে। বেটাছাওয়ায় বেটাছাওয়ায় শরমের খারাপ কাম করিচে। এই বাদে উমরা সগায় এই পাপ কামের শাস্তি নিজে নিজে পাইচে।

[২৮] মানষি ভগবানক মানির চায় নাই এই বাদে ভগবানও উমাক ছাড়ি দিচে যাতে উমরালা বেয়া কামত, বেয়া চিন্তাত ডুবি থাকে আর যেইলা কাম করা ঠিক না হয় সেইলায় করে।

[২৯] সউগ নাকানের অন্যায়, বেয়া কাম, লোভ, ঘিন করা, হিংসা, খুন, মারামারি, ছলনা আর অইন্যের ক্ষতি করির ইচ্ছা।

[৩০] উমরা কান ভাঙানির কতা কয়, অইন্যের গেলানি গায়, আর ভগবানক ঘিন খায়। উমরা বদমেজাজী, অহংকারী, আর সউগ কিছুতে দর্প করে। ক্ষতি করির বাদে নয়া নয়া উপায় বাইর করে। উমরা বাপ-মাও এর অবাধ্য হয়,

[৩১] ন্যায়-অন্যায়ের জ্ঞান উমারলার নাই। উমরালা কতা দিয়া কতা রাখে না, পরিবারের প্রতি উমার মায়া-দয়া নাই, উমারলার অন্তর পাষান হয়া গেইচে।

[32] ভগবানের বিচারের কতা উমরালা খুব ভাল করি জানে, জানিয়াও আজিলির নাকান হয়া মরির বাদে শাস্তি পাবার কাম করে। খালি এই নাকানে না হয় অইন্য মানষিলাক উমরালা এই বেয়া কামলা করির সায় দেয়।

২ কাঙো যদি মনে করে ঐ মানষিলার বিচার করির পারে, তাইলে মুই উয়াক কইম, তুই ভুল করির ধরচিস, ক্যেনেনা তুইও তো দোষী। তুই অইন্য মানষির বিচার করিস, কিন্তু তুইও একে মতন বেয়া কাম করিস। এই বাদে য্যেলা তুই অইন্য মানষির বিচার করিস, স্যেলা তুই নিজক দোষী বুলিয়া প্রমাণ করিস।

[২] হামরা জানি যায় যায় বেয়া কাম করে, ভগবান উমারলার বিচার করে। আর ভগবানের বিচার হইলেক ন্যায্য বিচার।

[৩] যেইলা কামের বাদে মানষিলাক তুই দোষ দিস ঐ একে কাম তুই নিজেও করিস, স্যেলা কি তুই ভগবানের শাস্তির হাত থাকি রেহাই পাবু বুলি মনে করিস?

[৪] তুই তো ভগবানের সীমাহীন দয়া, সহ্যগুণ আর ধৈর্য তুচ্ছ করির ধরচিস। তুই ফম হারে ফ্যেলাইছিস ভগবানের দয়ার উদ্দেশ্য হইলেক, তোক পাপের ঘাটা থাকি মন ঘুরিয়া ভগবানের ঘাটাত ফিরি নিয়া আইসা।

[৫] কিন্তুক তোর মন তো পাষান আর অবাধ্য, তুই তো পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরির চাইস না। এই বাদে তোর দোষ তুই

ঘোরতর করি তুলির ধরচিস। যেদিন ভগবানের গোসা দেখা দিবে সেই দিনের বাদে তুই তোর পাওনা শাস্তি জমা করি থুবার ধরচিস। সেই দিন মানষিলা ভগবানের ন্যায্য বিচার দেখির পাবে।

৬ ভগবান পতিটা মানষিক উয়ার কাম অনুসারে ফল দিবে।

৭ যায় যায় ভাল কাম ধৈর্য ধরি করে, উমরা ভগবানেরটে থাকি গুণগান, সন্মান, আর ধ্বংস না হওয়া জীবন পাবার চায়, ভগবান উমারলাক অমৃত জীবন দিবে।

৮ কিন্তুক যায় যায় স্বার্থপর আর সত্য না মানিয়া অন্যায়ক মানি নেয় ভগবান উমারলাক কঠিন শাস্তি দিবে।

৯ যায় যায় পাপ করি বেড়ায় উমারলার সগারে জীবনত দুঃখ-কষ্ট আর দুর্দশা আসিবে, পইলা যিহূদীলার তার পাছত অযিহূদীলার উপরাত।

১০ কিন্তুক যায় যায় ভাল কাম করে উমরালা ভগবানের গুণগান, সন্মান আর শান্তি পাবে, পইলা যিহূদীলা তার পাছত অযিহূদীলা।

১১ ইয়াতে দেখা যায় ভগবানের চখুত সগায় সমান।

১২ শ্রী মোশির বিধানের বায়রা থাকা অবস্থায় যায় যায় পাপ করে উমরা বিধান ছাড়ায় ধ্বংস হবে। কিন্তুক যায় যায় বিধানত থাকিয়া পাপ করে উমার বিচার বিধান দিয়ায় হবে।

১৩ যায় যায় খালি বিধানের কতা শুনে উমরা ভগবানের চখুত নির্দোষ না হয়। কিন্তুক যায় যায় বিধান পালন করে ভগবান

উমাকে নির্দোষ কয়া মানি নিবে।

[১৪] অযিহূদীলাক মোশির বিধান দেওয়া হয় নাই, কিন্তুক তাঙো উমরা নিজের থাকি বিধান মত যদি কাম করে তাইলে দেখা যায় উমরা বিধানত না থাকিয়াও নিজেই নিজে বিধান হয়া ওঠে।

[১৫] ইয়াতে দেখা যায় যে, বিধানের মতে কোনটা ভাল কোনটা মন্দ সেইটা উমার অন্তরত নেখা আছে। উমার বিবেকও এই ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়। উমার ভাবনা কোন কোন সমায় উমাক দোষী করে আর কোন কোন সমায় উমার পক্ষে সাক্ষ্য দেয়।

[১৬] ভগবান যেদিন যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া মানষির গোপন সউগ কিছুর বিচার করিবে ঐ দিন ঐলা নিকলিবে। মুই এই নাকান প্রচার করং।

[১৭] তুই নিজক যিহূদী কইস, হয় কি না? তুই শ্রী মোশির বিধানের উপরত নির্ভর করিস আর নিজক ভগবানের মানষি কয়া দর্প করিস।

[১৮] ভগবান কি চায় সেইটা তুই জানিস আর যেইটা ভাল সেইটা মানি নে, ক্যেনেনা বিধান থাকি তুই শিক্ষা পাইচিস।

[১৯] তুই মনে করিস কানালাক ঘাটা দেখের ধরচিস। তুই ভাবিস যায় যায় আন্ধারত আছে উমারটে তুই আলোর মতন।

[২০] তোর ধারনা, তুই বিবেক হীনের গুরু, ছাওয়ালার মাষ্টার। বিধানের মইদ্ধোত জ্ঞান আর সইত্য আছে বুলিয়া তুই জানিস।

২১ বেশ ভাল, তুই যদি অইন্য মানষিলাক শিক্ষা দিস তাইলে তুই নিজক শিক্ষা দিস না ক্যেনে? তুই প্রচার করির ধরচিস, “চুরি না করিস,” কিন্তু তুই নিজেই চুরি করির ধরচিস।

২২ তুই কয়া থাকিস, “ব্যভিচার না করিস,” কিন্তু তুই নিজে ব্যভিচার করিচিস কিনা? তুই তো প্রতিমা ঘিন খাইস কিন্তুক তুই তো নিজে প্রতিমার মন্দিরত যায়া চুরি করিচিস কিনা?

২৩ বিধান নিয়া গর্ব করিস, কিন্তু তুই নিজে বিধান না মানিয়া ভগবানক অসন্মান করিচিস কিনা?

২৪ শাস্ত্রত নেখা আছে, “তোমারলার বাদে অযিহূদীলা ভগবানের নিন্দা করে।”

২৫ তুই যদি মোশির বিধান মানি চলিস তাইলে তোর সুন্নত করার দাম আছে, কিন্তু যদি বিধান না মানিস তাইলে সুন্নত করা হইলেও সুন্নত না করা মানষির মতন।

২৬ এই বাদে সুন্নত না করা মানষি যদি বিধানের আদেশ মানিয়া চলে, তাইলে কি ভগবান উয়াক সুন্নত করা মানষি কয়া ধরিবে না?

২৭ তোমার যিহূদীলারটে নেখা বিধান আছে আর সুন্নতও দেওয়া হইচে। কিন্তুক তুই যদি বিধান অমান্য করিস তাইলে অযিহূদীলা যায় যায় সুন্নত না করিয়াও বিধান মানির ধরচে, উমরা তোক দোষী করিবে।

[২৮] খালি বায়রাত যায় যিহূদী উয়ায় আসল যিহূদী না হয়, দেহাত সুন্নত হইলেই আসল সুন্নত হয় নাই।

[২৯] কিন্তুক অন্তরত যায় যিহূদী উয়ায় হইলেক আসল যিহূদী। আসল সুন্নত দেওয়ার কাম অন্তরত হয়। ঐটা হইলেক আত্মিক ব্যাপার, দেহার ব্যাপার না হয়। উমরা মানষির গুণগান না পাইলেও কিন্তুক ভগবানের গুণগান পায়।

৩

তাইলে যিহূদীলার কি বিশেষ সুবিধা হইচে যেইটা অইন্য মানষিলার হয় নাই? সুন্নত করিয়ায় বা লাভ কি?

[২] সউগ পাকে যিহূদীলার ম্যেলা লাভ হইচে। পইলাত ভগবান উয়ার বাইক্য যিহূদীলাকে দিছিলেক।

[৩] এই কতা ঠিক যে উমার মইদ্ধে কিছু কিছু মানষি বেইমানি করিচে, কিন্তুক তাতে কি হইচে? উমরা বেইমানি করে বুলিয়া কি ভগবানও বেইমানি করিবে?

[৪] নিশ্চয় করিবে না। সউগ মানষি মিথ্যাবাদী হইলেও ভগবান সউগ সমায় যে সত্যবাদী সেইটা স্বীকার করা হউক। শাস্ত্রত নেখা আছে, "তোমার রায় ঠিক, তোমার বিচার নিখুঁত।"

[৫] কিন্তুক হামারলার অন্যায় কামলা যদি আরো ঝকঝকা করি বুঝায় যে, ভগবান কত ন্যায়বান, তাইলে হামরা কি কমু? ভগবান গোসা হয়া য্যেলা শাস্তি দেয় স্যেলা অন্যায় বিচার করে, এই কতা কমু কি? (মুই দুনিয়ার মানষির নাকান কবার ধরচুং)

৬ একেবারে না হয়! ভগবান যদি এই নাকান হয় তাইলে দুনিয়ার বিচারের অধিকার উয়ার ক্যেমন করি থাকিবে?

৭ কাঙো হয় তো কবে, "হামরা মিছা কতা কবার বাদে আরো ঝকঝকা করি দেখা যায় ভগবান সত্যবাদী। ইয়াতে হামার মিছার বাদে ভগবানের গুণগান হয় তাইলে পাপী হিসাবে হামারলার বিচার করা হয় ক্যেনে?"

৮ তাইলে কি হামরা এই কতা কমু যে, "চল, হামরা বেয়া কাম করিতে থাকি যাতে সেই বেয়া কামের বাদে ভাল ফল আসির পারে?" কোন কোন মানষি হামার গেলানি করি কয় যে, হামরা নাকি এই নাকান কতা কই, উমরা উমার পাওনা শাস্তি পাবে।

৯ এলা হামরা কি কমু? যিহূদী হিসাবে হামার অবস্থা কি অযিহূদীলার চায়া ভাল? না এই মতন না হয়, হামরা আগত কইচি যে যিহূদী আর অযিহূদী সগায় সমান পাপের অধীন।

১০ পবিত্র শাস্ত্রত তো নেখা আছে, "কাঙো নির্দোষ নাই, এক জনও নাই!

১১ বোঝে এমন কাঙো নাই, ভগবানক খোঁজে এমন কাঙোয় নাই।

১২ সগায় ভগবানের ঘাটা থাকি দূরত সারি গেইচে, সগায় বেয়া হয়া গেইচে, ভাল কাম করে এমন কাঙো নাই, এক জনও নাই।

১৩ উমারলার মুখ বন্ধ না করা সমাধির মতন, জিবা দিয়া উমরা ছলনার কতা কয়, উমার ঠোটত যেন সাপের বিষ আছে,

১৪ সউগ সমায় উমার মুখত খালি অভিশাপ আর হিংসায় ভরা।

১৫ খুন করির বাদে উমার পাও পচপচে দৌড়ায়,

১৬ উমার পাও যেই ঘাটা দিয়া যায় ঐ ঘাটাত থুইয়া যায় ধ্বংস আর নাশ।

১৭ শান্তির ঘাটা উমরা জানে না,

১৮ উমরা ভগবানকও ভয় না খায়।”

১৯ হামরা জানি শ্রী মোশির বিধান উমারে বাদে যায় যায় ঐ আইন কানুনের অধীন। এই বাদে যিহূদী বা অযিহূদী কাঙোরো কিছু কবার নাই, সউগ মানষি ভগবানেরটে দোষী হইচে।

২০ বিধান পালন করিলে যে ভগবান মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নিবে এমন কিন্তুক না হয়। বিধানের বাদে মানষি খালি পাপের চেতনা বুঝির পাবে।

২১ ভগবান মানষিক এলা বিধান ছাড়ায় ক্যেমন করি নির্দোষ কয়া মানি নেয় সেইটা প্রকাশ পাইচে। শ্রী মোশির বিধান আর ভাববাদীলা সেই বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়া গেইচে।

২২ যায় রাজা যীশুর উপরাত বিশ্বাস থোয় উমার সেই বিশ্বাসের বাদেই ভগবান উমাক নির্দোষ কয়া মানি নিবে, যিহূদী আর অযিহূদী সগায় সমান,

২৩ ক্যেনেনা সগায় পাপ করিচে, আর ভগবানের সাব্বাস পাবার অযোগ্য হয়া পড়িচে।

২৪ কিন্তু রাজা যীশু হামারলাক পাপের হাত থাকি মুক্ত করির ব্যবস্থা করিচে আর এই বাদে দয়ার দান হিসাবে নির্দোষ কয়া ভগবান মানি নিচে।

২৫ ভগবান যীশুক বলির বাদে হামারলারটে সঁপে দিলেক, যাতে যায় যায় উয়াক বিশ্বাস করে, বিশ্বাসেই উমার সউগ পাপ ক্ষমা হয়। ভগবান দেখাইচে, উয়ায় উয়ার সহ্যগুণ দিয়া মানষির আগের পাপের শাস্তি দেয় নাই, তাঞো উয়ায় ন্যায়বান।

২৬ উয়ায় যে ন্যায়বান উয়ায় সেইটা এলায় দেখাইচে, যাতে প্রমাণ হয় উয়ায় নিজে ন্যায়বান আর যে কাঙো যীশুক বিশ্বাস করে উয়াকও নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হয়।

২৭ এই বাদে গর্ব করির মত আর কি আছে? কিছুই নাই। কিন্তুক ক্যেনে নাই? মানষি বিধান পালন করে কয়া কি উয়ার গর্ব করির কিছুই নাই? কিন্তুক সেইটা না হয়। আসল কতা হইলেক আস্থার উপরাত গর্বের কোন জাগা নাই।

২৮ ক্যেনেনা হামরা জানি, ভগবান মানষিক উয়ার আস্থার বাদে নির্দোষ কয়া মানি নেয়, বিধান পালন করির বাদে না হয়।

২৯ ভগবান কি খালি যিহূদীলারে ভগবান, অযিহূদীলার না হয়? হ্যে অযিহূদীলারো ভগবান,

৩০ ক্যেনেনা ভগবান তো এক জন। উয়ায় যিহূদীলাক যেই মতন বিশ্বাসের বাদে নির্দোষ কয়া মানি নেয় একে মতন অযিহূদীলাকো বিশ্বাসের বাদে মানি নেয়।

৩১ এই বিশ্বাসের বাদে হামরা কি বিধান বাতিল করির ধরচি? কোন দিন না হয়, বরং বিশ্বাসের ঘাটাত চলিয়া হামরা বিধান যে সচাং সেইটা প্রমাণ করচি।

৪

তাইলে হামার পূর্বপুরুষ শ্রী অব্রাহামের বিষয়ে হামরা কি কোমু? বিশ্বাস সমন্ধে উয়ায় কি বুঝির পাইচে?

২ কামের বাদে যদি অব্রাহামক ধার্মিক কওয়া হয় তাইলে তো গর্ব করিরে বিষয়। কিন্তুক ভগবানের আগত উয়ার গর্ব করির কোন কিছুই নাই।

৩ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “অব্রাহাম ভগবানক বিশ্বাস করিলেক আর এই বাদে উয়াক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক।”

৪ কাম করি যে বেতন পাওয়া যায় সেইটা দান না হয়, সেইটা হইলেক ন্যায্য পাওনা।

৫ কিন্তুক কোন মানষি খালি নিজের চেষ্টার উপরত ভরসা না করিয়া ভগবানের উপরাত বিশ্বাস করে, উয়ার এই বিশ্বাসের বাদে নির্দোষ কয়া গন্য হয়। ক্যেনেনা ভগবান পাপীক নির্দোষ বুলিয়া মানি নিবার পারে।

৬ শ্রী দায়ূদও ঐ মানষিলাক আশুর্বাদ পাওয়া কইচে, যার কাম দিয়া নাই হয়, বিশ্বাসে ভগবান নির্দোষ কয়া গন্য করে। সনাতন শাস্ত্রত দায়ূদ কইচে,

[৭] “আশুর্বাদ পাওয়া সেই মানষিলা যার যার অন্যায় ক্ষমা করিচে, যার যার পাপ ঢাকি থুইচে।

[৮] আশুর্বাদ পাওয়া সেই মানষিটা পরম প্রভু যার পাপ ক্ষমা করিচে।”

[৯] যিহূদী মানষিলা সুন্নত তার মানে কি খালি উমরালা ভাগ্যবান? অযিহূদী মানষিলাক কি কওয়া হয় নাই? হ্যে উমাকও ভাগ্যবান কওয়া হইচে, ক্যেনেনা হামরা কবার ধরচি “অব্রাহামের বিশ্বাসের বাদে উয়াক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হইচে।”

[১০] কোন অবস্থাত মানি নেওয়া হইছিলেক? সুন্নত করার আগত না পাছত? মুই কইম সুন্নত করার আগতে ধরা হয়।

[১১] অব্রাহামক সুন্নত না করা আবস্থায় বিশ্বাসের বাদে নির্দোষ কয়া মানি নেয় আর পাছত উয়ার সুন্নত করা সেই বিশ্বাসের প্রমাণ। এই বাদে যায় যায় সুন্নত না করিয়া বিশ্বাস করে উমরায় অব্রাহামের বেটা, আর ভগবান উমারলাক নির্দোষ বুলিয়া মানি নেয়।

[১২] সুন্নত করার আগত অব্রাহামের যেই নাকান বিশ্বাস আছিলেক, সুন্নত করা যিহূদীলা যদি অব্রাহামের মতন বিশ্বাসের ঘাটাত চলে তাইলেই উমরাও অব্রাহামের ছাওয়া।

[১৩] ভগবান প্রতিজ্ঞা করিচিলেক যে এই দুনিয়া অব্রাহাম আর উয়ার গুষ্টিরে হবে। বিধান মানির বাদে এই প্রতিজ্ঞা উয়ারটে করা

হয় নাই, কিন্তুক উয়ার বিশ্বাসের বাদে উয়াক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হইছিলেক আর এই বাদে এই প্রতিজ্ঞা করা হয়।

১৪ বিধান পালন করি যদি কাঙো দুনিয়ার অধিকার পায় তাইলে বিশ্বাস কোন কামের না হয় আর ভগবানের প্রতিজ্ঞার কোন দাম থাকিলেক না হয়,

১৫ ক্যেনেনা বিধান ভগবানের শাস্তিক ড্যেকে আনে। আর সচাং কতাটা হইলেক যেটেকোনা বিধান নাই সেটেকোনা বিধান মানির কোন প্রশ্ন নাই।

১৬ মানষির বিশ্বাসের কারনে এই প্রতিজ্ঞা পূরণ করা হয়। যাতে এইটা ভগবানের দয়ার দান হবার পারে। আর অব্রাহামের গুষ্টিলার সগারে বাদে এই প্রতিজ্ঞা নিশ্চয় পূরণ করা হবে। বিধান মানা মানষিলার বাদে যে এই প্রতিজ্ঞা খালি পূরণ করা হবে সেইটা না হয়, যেইলা মানষি অব্রাহামের মতন একই বিশ্বাসে বিশ্বাসী উমারলার বাদে নিশ্চয় এই প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে।

১৭ পবিত্র শাস্ত্রত ভগবান কইচে, “মুই তোক ম্যেলা জাতির বাপ করি থুইচোং,” সেই অনুসারে ভগবানের চখুত অব্রাহাম হামার সগারে বাপ। ভগবান মরা মানষিক জিউ দেয় আর যেইলা নাই সেইলা উয়ায় সিজ্জন করে, এই ভগবানক অব্রাহাম বিশ্বাস করচিলেক।

১৮ অব্রাহামের বাপ হবার কোন আশা আছিলেক না স্যেলাও অব্রাহাম ভগবানের উপরাত ভরসা থুইয়া বিশ্বাস করিচিলেক।

ভগবান উয়াক কইচিলেক, “তোর গুষ্টিলা দ্যাওয়ার তারার নাকান ম্যেলা হবে।” আর এই কতা মতন অব্রাহাম ম্যেলা জাতির বাপ হয়।

১৯ অব্রাহামের বয়স য্যেলা একশ বছর স্যেলা ছাওয়া পাবার দেহার ক্ষমতা উয়ার শ্যেষ হয় গেইছিলেক। উয়ার মাইয়া সারারও ছাওয়া হবার ক্ষমতা আর নাই, তাও অব্রাহাম বিশ্বাসে দুর্বল হয়া যায় নাই।

২০ ভগবানের প্রতিজ্ঞা সমন্ধে উয়ার মনত কোন দিনও সন্দেহ আইসে নাই, উয়ায় বিশ্বাসে মজবুত হয়া ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক।

২১ অব্রাহাম পুরাপুরি বিশ্বাস করচিলেক যে, ভগবান যে কতা দিচে সেইটা পূরণ করির ক্ষমতা উয়ার আছে।

২২ অব্রাহামের বিশ্বাসের দরুন ভগবান উয়াক “নির্দোষ বুলিয়া মানি নেয়।”

২৩ এই কতা খালি অব্রাহামের বাদে নেখা হয় নাই,

২৪ এই কতালা হামারো বাদে নেখা হয়, হামার বিশ্বাসের দরুন ভগবান হামাক নির্দোষ বুলি মানি নিবে। ক্যেনেনা উয়ায় প্রভু যীশুক মরণ থাকি ফির বত্তে তুলিচে। হামরা উয়ারে উপরত বিশ্বাস করি।

২৫ হামার পাপের বাদে প্রভু যীশুক মরণের হাতত তুলি দেওয়া হইচে, আর হামারলাক নির্দোষ কয়া মানি নিবার বাদে উয়াক

মরণ থাকি বক্তে তোলা হয়।

৫ বিশ্বাসে হামারলাক নির্দোষ বুলি মানি নেওয়া হইচে, উয়ার ফলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া ভগবান আর হামরালা আসল শান্তি পাইচি।

২ ভগবানের যে দয়ার ঘাটাত এলা হামরা চলির ধরচি, এটেকোনা হামরা বাছাই করা রাজাটার মইদ্ধো দিয়া বিশ্বাসের মাধ্যমে পৌছিচি। এক দিন হামরা ভগবানের মহিমার ভাগীদার হমো, এই বাদে হামরা আনন্দ করি।

৩ খালি এইটায় না হয় দুঃখ-কষ্টতো হামরা আনন্দ করিমু, ক্যেনেনা হামরা জানি দুঃখ-কষ্টের ফল হইলেক ধৈর্য,

৪ ধৈর্য হামার স্বভাবক খাটি করি তুলে, এই খাটি স্বভাবের ফলে জীবনত আশার সিজ্জন হয়।

৫ এই আশা হামাক নইজ্জাত ফ্যেলায় না, ক্যেনেনা ভগবানের দেওয়া পবিত্র আত্মা হামারলার অন্তর পিরিতে ভরপুর করি তুলিচে।

৬ যে্যেলা হামার কোন শক্তি আছিলেক না, স্যেলা বাছাই করা রাজাটা হামার বাদে পরান দিচে। ঠিক সমায়ে উয়ায় হামার মত পাজি মানষিলার বাদে পরান দিচে।

৭ কোন সৎ মানষির বাদে কাঙো নিজের পরান দেয় না কইলেই চলে। যায় অইন্যের উপকার করে সেই নাকান মানষির বাদে হয়

তো কাঙো সাহস করি পরান দিলেও দিবার পারে।

৮ কিন্তুক ভগবান যে হামাক পিরিত করে উয়ার প্রমাণ এই যে, হামরা পাপী অবস্থায় বাছাই করা রাজাটা হামার বাদে পরান দিচে।

৯ যেহেতু ভগবান বাছাই করা রাজাটার অক্ত দিয়া হামারলাক নির্দোষ কয়া মানি নিলেক, এইটা নিশ্চিত যে বাছাই করা রাজাটার মইদ্ধো দিয়া ভগবানের শাস্তি থাকি হামরা রেহাই পামো।

১০ হামরা যে্যেলা উয়ার শত্রু আছিলোং স্যেলা উয়ার বেটার মরণ দিয়া উয়ার নগত হামার মিল হইলেক। এই মিলনের ফলে নিশ্চিত যে, হামরা উয়ার জীবন দিয়া মুক্তি পাইচি।

১১ খালি যে মুক্তি পামো তা কিন্তুক না হয়, যাক দিয়া ভগবানের নগত হামার মিল হইচে সেই বাছাই করা রাজাটার বাদে হামরা পরম প্রভুক নিয়া আনন্দ করির ধরচি।

১২ একটা মানষির মইদ্ধো দিয়া এই দুনিয়াত পাপ আসিচে আর এই পাপের কারনে মরণ আসিচে। সউগ মানষি পাপ করিচে বুলিয়া এই নাকান করি সগারেটে মরণ আসিচে।

১৩ হ্যাঁ এই কতা ঠিক যে মোশির বিধান দিবার আগতেই এই দুনিয়াত পাপ আছিলেক, কিন্তু বিধান না থাকিলে পাপক পাপ কয়া ধরা হয় না।

১৪ তাঙো শ্রী আদমের সমায় থাকি মোশির সমায় পর্যন্ত সগারে উপরত মরণ রাজত্ব করির ধরছিলেক। এমন কি, ভগবানের

আদেশ না মানিয়া যায় যায় আদমের মতন পাপ নাই করে উমারো উপরত মরণ রাজত্ব করিচিলেক। আসলে যার আসির কতা আছিলেক, আদম আছিলেক সেই বাছাই করা রাজার ছায়া।

১৫ কিন্তুক আদমের পাপ যে নাকানের, ভগবানের বিনামূল্যের দান সেই নাকানের না হয়। ক্যেনেনা একটা মানষির পাপের ফলে ম্যেলা মানষির মরণ হইলেক। একে মতন ভগবানের দয়ায়, আরো একটা মানষি দিয়া যে দান আসিলেক, সেইটা ম্যেলা মানষির উপরত উথুলি পড়িলেক! সেই অইন্য মানষিটা হইলেক রাজা যীশু।

১৬ ভগবানের দান আদমের পাপের ফলের মত না হয়, ক্যেনেনা উয়ার একটা পাপের বিচারের ফলে সউগ মানষিক শাস্তির যোগ্য কয়া ধরা হইচে, কিন্তুক নির্দোষ কয়া মানি নিবার ভগবানের যে দয়ার দান সেইটা মানষি ম্যেলা পাপ করির পাছতও আসিচে।

১৭ ক্যেনেনা এক জন মানষি পাপ করিলেক, আর সেই একজনের জইন্যে সগারে উপরত মরণ রাজত্ব করিলেক। কিন্তুক যেই মানষিলা ম্যেলা ম্যেলা আশুর্বাদ পায়া নির্দোষ বুলি গন্য হয়, উমরালা অইন্য এক জন মানষি মানে রাজা যীশুর মইদ্ধো দিয়া নিশ্চয় ভরপুর জীবন পাবে।

১৮ আদমের একটা পাপ সগারে উপরত মরণের দন্ড নিয়া আসিলেক, একে মতন বাছাই করা রাজাটার একটা ন্যায় কাম দিয়া সউগ মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নিবার ব্যবস্থা করা হইচে।

আর ইয়ার ফল হইলেক মানষিলাক ধার্মিক বানেয়া আসল জীবন দেওয়া।

[১৯] যেই নাকান এক জন মানষির অবাধ্যতার ফলে সউগ মানষিক পাপী কয়া ধরা হইলেক, সেই মতন এক জন মানষির বাধ্যতার কারনে ম্যেলা মানষিক নির্দোষ কয়া গন্য করা হবে।

[২০] বিধান দেওয়া হইছিলেক যাতে পাপ বাড়ি যায়, কিন্তুক যেটেকোনা পাপ বাড়িলেক সেটেকোনা ভগবানের দয়া আরো উথুলি পড়িলেক।

[২১] সেই দয়া এই বাদে বাড়িলেক, এক সমায় যেই নাকান মরণ দিয়া হামারলার উপরাত পাপ রাজত্ব করিচিলেক, একে নাকান করি মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নিবার বাদে এলা দয়া রাজত্ব করির পারে, আর ইয়ার ফল হইলেক হামারলার প্রভু যীশুর মইদ্ধো দিয়া অমৃত জীবন।

৬ তাইলে কি হামরা কমু যে, ভগবানের দয়া যাতে বাড়ে তার বাদে হামরা পাপ করিতেই থাকিমু?

[২] নিশ্চয় না হয়! পুরান পাপ জীবনের বাদে হামার মরণ হইচে, তাইলে ক্যেমন করি আরো পাপের ঘাটাত চলিমু?

[৩] তোমরালা কি ভুলি গেইচেন দীক্ষা নিবার সমায় যীশু খ্রীষ্টের মরণের সোদে এক হবার বাদে হামরা জলের দীক্ষা নিচি?

৪ দীক্ষা নিবার সমায় বাছাই করা রাজাটার নগত মরি যায়া হামারলাক সমাধি দেওয়া হইচে, বাছাই করা রাজাটা যেই নাকান ভগবানের মহাশক্তিতে মরা মানষিলার মইদ্ধো থাকি ফির বত্তি উঠিচে, সেই নাকান হামরাও উয়ার নগত ফির বত্তি উঠিয়া এক নয়া জীবনের ঘাটাত চলির পাই।

৫ হামরা তো উয়ার মরণে উয়ার সোদে যুক্ত হইলং। আর উয়ায় যেমন মরণ থাকি বত্তি উঠিচে নিশ্চয় তেমন হামরাও উয়ার নাকান বত্তি উঠিমু।

৬ হামরা জানি, হামরালার পাপ স্বভাবক অকাম করিবার বাদে হামারলার পুরান জীবন, যীশুর নগত ক্রুশ খুটাত ঝুলি থোয়া হইচে, যাতে পাপের চাকর হয়া হামারলাক আর থাকির না নাগে।

৭ ক্যেনেনা যার মরণ হইচে উয়ায় পাপের হাত থাকি ছাড়া পাইচে।

৮ যেহেতু হামরা বাছাই করা রাজাটার নগত মরিচি সেহেতু হামরা বিশ্বাসে উয়ার নগত বত্তি রমু।

৯ হামরা জানি বাছাই করা রাজাটাক মরণ থাকি বত্তে তোলা হইচে এই বাদে উয়ায় আর কোন দিন মরিবে না, মানে উয়ার উপরত মরণের আর কোন হাত নাই।

১০ যেহেতু উয়ায় সগারে পাপের ঋণের বাদে মরিলেক আর উয়ার উপরত পাপের কোন দাবি রইলেক না, এলা উয়ায় বত্তি উঠিয়া ভগবানের বাদে বাঁচি আছে।

[১১] ঠিক একে নাকান করি তোমরা মনে কর পাপের শক্তির বাদে মরিচেন, আর নিজেরলাক বাছাই করা রাজাটার সোদে যুক্ত করিয়া ভগবানের বাদে বত্তি আছেন।

[১২] এই বাদে তোমারলার মরণের অধীন দেহার উপরত পাপক রাজত্ব করির দেন না। যদি দেন তাইলে তোমারলার দেহা বেয়া ইচ্ছার অধীনে চলিতে থাকিবে।

[১৩] দেহার কোন অঙ্গক অন্যায় কামের হাতিয়ারের বাদে পাপের হাতত তুলি না দেন। মরণ থাকি বত্তি থাকা মানষি হিসাবে তোমরা বরং ভগবানের হাতত নিজেরলাক সঁপে দেও, আর ন্যায় কাম করিবার হাতিয়ার হিসাবে তোমারলার গোটায় দেহাক ভগবানের হাতত গতে দেও।

[১৪] তোমরা আর পাপের চাকর হন না। ক্যেনেনা তোমরা বিধানের অধীন না হন, ভগবানের দয়ার পাত্র।

[১৫] তাইলে হামরা কি করিমু? হামরা বিধানের অধীন না হই, আর এই দয়ার অধীন হইচি বুলিয়া কি পাপ করিমু? নিশ্চয় না হয়।

[১৬] তোমরা কি জানেন না? চাকরের মতন যে্যলা তোমরা নিজক কারো হাতত তুলি দেন আর উয়ার আদেশ পালন করিতে থাকেন, স্যেলা তোমরা উয়ার চাকর হয়া পড়েন। পাপ যদি তোমারলার মালিক হয়া থাকে তাইলে তোমরা মরিবেন। আর

ভগবান যদি তোমারলার মালিক হয় তোমরালা ন্যায় কাম করিবেন।

১৭ আগত তোমরা পাপের চাকর আছিলেন, পাপ তোমারলাক চালনা করির ধরছিলেক। কিন্তুক ভগবানক ধন্যবাদ দেং, এলা যে শিক্ষা তোমারলাক দেওয়া হইচে সউগ অন্তর দিয়া তোমরা উয়ার বাধ্য হইচেন।

১৮ পাপের হাত থাকি ছাড়া পায়া তোমরা ন্যায়ের চাকর হইচেন।

১৯ মানষির দুর্বলতার বাদে কতালা মুই মানষি যেই নাকান করি বুঝিবে সেই নাকান করি কবার ধরচুং। আগত তোমরা যেই নাকান আরো বেশী করি অন্যায় কাম করিবার বাদে নিজের দেহাক অপবিত্র আর অন্যায়ের চাকর করি তুলিছিলেন, ঠিক এলা পবিত্রতায় বাড়ি উঠিবার বাদে তোমারলার দেহাক ন্যায় কামের চাকর করি তোলো।

২০ আগত য্যেলা তোমরা পাপের চাকর আছিলেন স্যেলা ন্যায় সমন্ধে স্বাধীন আছিলেন।

২১ আগের যেইলা কামের কতা ভাবিয়া তোমরা এলাও নইজ্জা পান সেইলা কাম থাকি তোমারলার কি লাভ হইচে? এই কামের শ্যেষ ফল মরণ।

২২ কিন্তুক এলা তোমরা পাপের হাত থাকি ছাড়া পায়া ভগবানের চাকর হইচেন। ইয়াতে তোমারলার এই লাভ হইচে যে, তোমরা

পবিত্রতায় বাড়ি উঠিচেন, উয়ার শ্যেষ ফল হইলেক অমৃত জীবন।

২৩ ক্যেনেনা পাপ যে বেতন দেয় সেইটা হইলেক মরণ, কিন্তুক ভগবান যে বরদান দেয় সেইটা হামারলার প্রভু যীশুর মইদ্ধো দিয়া অমৃত জীবন।

৭ হে মোর ভাই-বইনিলা, তোমরালা মোশির বিধান জানেন, তাইলে তোমরা তো এইটাও জানেন যে, মানষি যত দিন বত্তি থাকিবে খালি ততদিন বিধানের অধীনত থাকিবে।

২ তোমারলাক একটা উপমা দেং, একটা বেটিছাওয়া নিয়ম মতন যত দিন উয়ার সোয়ামি বত্তি থাকে ততদিন উয়ার প্রতি দায়বদ্ধ থাকে। সোয়ামি মরিলে উয়ায় বিবাহ বন্ধনের আইন থাকি মুক্তি পায়।

৩ এই বাদে সোয়ামি বত্তি থাকাতে ঐ বেটিছাওয়া যদি অইন্য কাঙোকো বিয়াও করে তাইলে উয়াক ব্যভিচারিণী কওয়া হয়। কিন্তু যদি সোয়ামি মরে তাইলে উয়ায় এই আইনের বন্ধন থাকি মুক্তি পায়। আর স্যেলা যদি উয়ায় অইন্য কাঙোকে বিয়াও করে তাইলে উয়ায় ব্যভিচারিণী না হয়।

৪ হে মোর ভাই-বইনিলা, একে নাকান করি বাছাই করা রাজাটার সোদে মোশির বিধানের দাবি দাওয়ারটে মরিচেন। আর যাক মরণ থাকি বত্তে তোলা হইচে ইয়ার ফলে তোমরা সেই বাছাই করা

রাজাটার হইচেন যাতে ভগবানের বাদে তোমারলার জীবন ফলবান হয়া ওটে।

[৫] হামরা য্যেলা পাপ স্বভাবের অধীন আছিলং স্যেলা বিধান হামারলার মইদ্ধোত পাপের কামনা বাসনা জাগেয়া তুলির ধরছিলেক, এই কামনা বাসনা হামারলার দেহার মইদ্ধোত কাম করির ধরছিলেক, এই বাদে হামার জীবনত মরির বাদে ফল ধরির ধরছিলেক।

[৬] স্যেলা বিধান হামারলাক বন্দী বানে থুবার ধরছিলেক, কিন্তুক এলা হামার পুরান স্বভাবের মরণ হইচে আর হামরা বিধান থাকি মুক্ত হইচি। ইয়ার ফলে বিধানের নেখা পুরান ঘাটার চাকর না হই, কিন্তুক পবিত্র আত্মার দেওয়া নয়া ঘাটার চাকর হইচি।

[৭] তাইলে হামরা কি কমু যে, বিধান বেয়া? নিশ্চয় না হয়। এই কতা ঠিক যে বিধান না থাকিলে পাপ কি সেইটা হামরা জানির পারিলং না হয়। “লোভ না করেন” বিধান যদি এই কতা না কইলেক হয় তাইলে লোভ কি জানিলং না হয়।

[৮] কিন্তুক পাপ সেই আদেশের সুযোগ নিয়া হামার মইদ্ধোত সউগ নাকানের লোভ জাগে তুলিচে, ক্যেনেনা বিধান না থাকিলে পাপ যেন মরার মত পড়ি রয়।

[৯] মোর জীবনত বিধান আইসার আগত মুই বত্তি আছিলুং, কিন্তুক সেই আদেশ আসিবার সাথে সাথে পাপ আসিয়া রবার নাগিলেক।

১০ আর মুই আত্মিক ভাবে মরি গেলুং, যেই আদেশ পাবার ফলে জীবন পাবার কতা সেই আদেশ মোক মরণত ফ্যেলে দিলেক।

১১ ক্যেনেনা সেই আদেশের সুযোগ নিয়া পাপ মোক ঠকাইলেক, আর সেই আদেশ দিয়ায় পাপ মোক মারি ফ্যেলাইলেক।

১২ তাইলে এই কতা ঠিক যে, বিধান পবিত্র আর উয়ার আদেশও পবিত্র, ন্যায্য আর উপকারী।

১৩ যেইটা উপকারী সেইটার দ্বারায় কি মোর মরণ হইলেক? কোন দিনও না। যেইটা উপকারী উয়ার দ্বারা পাপে মোর মরণ ঘটিলেক, যাতে পাপ যে সচাংএ পাপ সেইটা বুঝা যায়। পাপ যে কত জঘন্য সেইটা বিধানের আদেশলা দিয়া বুঝা যায়।

১৪ হামরা জানি বিধান আত্মিক, কিন্তুক মুই পাপ স্বভাবের অধীন কয়া পাপের চাকর হইচুং।

১৫ মুই যে কি সেইটা মুই নিজেই জানং না, ক্যেনেনা মুই যেইটা করির চাং সেইটা করং না, যেইটা ঘিন করং সেইটায় করং।

১৬ যেইটা চাং না সেইটা য্যেলা মুই করং ইয়াতে মানি নেং বিধান ভাল।

১৭ তাইলে দেখা যাবার ধরচে যে, মুই নিজে এইলা না করং, কিন্তুক মোর মইদ্ধোত যে পাপ বসবাস করে উয়ায় মোক দিয়া এইলা করের ধরচে।

[১৮] মুই জানং মোর মইদ্ধোত, মানে মোর পাপ স্বভাবের মইদ্ধোত ভালো কোন কিছুই নাই। যেইটা সচাং ভাল সেইটা করির মোর ইচ্ছা আছে কিন্তুক সামর্থ নাই।

[১৯] ক্যেনেনা যেইলা ভাল কাম মুই করির চাং সেইলা মুই করং না বরং উয়ার বদলে যেইলা মুই করির না চাং সেই বেয়া কামলায় মুই করং।

[২০] যেইলা করির না চাং সেইলায় মুই করং সেইটা আসলে মুই নিজে না করং মোর মইদ্ধোত পাপ বসবাস করে উয়ায় মোক দিয়া করের ধরচে।

[২১] তাইলে মোর মইদ্ধোত একটা নিয়ম দেখির পাবার ধরচুং সেইটা হইলেক এই যে, যেইলা ভাল সেইলা যেলা মুই করির চাং স্যেলা বেয়া সউগ সমায় মোর মইদ্ধোত থাকে।

[২২] মোর অন্তর ভগবানের বিধানে আনন্দিত হয়,

[২৩] তাঙো মুই দেখির পাবার ধরচুং যে, একটা অইন্য কাম মোর দেহাত করির ধরচে। যেইলা ভাল সেইলা ভাল কওয়ায় মোর মন মানি নেয়, কিন্তু অইন্য নিয়মটা মোর মনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করির ধরচে।

[২৪] কি হতভাগা মানষি মুই! মোর মইদ্ধোত যে পাপ স্বভাব, যেইটা মরণ নিয়া আইসে উয়ার হাত থাকি মোক কায় বাঁচাবে?

[২৫] মুই ভগবানক ধন্যবাদ দেং যে, হামার প্রভু রাজা যীশু মোক বাঁচাবে! তাইলে দেখা যায়, মনের দিক থাকি মুই ভগবানের

বিধানের চাকর, কিন্তুক পাপ স্বভাবের দিক থাকি মুই পাপের নিয়মের চাকর।

৮ এই বাদে এলা যায় যায় প্রভু যীশুর নগত যুক্ত হইচে উমারলার আর শাস্তি হবার না হয়।

২ ক্যেনেনা জীবন দাতা পবিত্র আত্মার শক্তিতে বাছাই করা রাজা যীশুর মইদ্ধো দিয়া মোক পাপ আর মরণের শক্তি থাকি মুক্ত করিচে।

৩ মানষির পাপ স্বভাবের বাদে বিধান শক্তিহীন হয়া পড়ছিলেক, এই বাদে বিধান যেইটা করির পারে নাই ভগবান সেইটা নিজে করিচে। উয়ায় মানষির পাপ দূর করির বাদে নিজের নিষ্পাপ বেটাক মানষির স্বভাব দিয়া প্যেঠে দিলেক, আর সেই বেটার মরণ দিয়া পাপের বিচার করি পাপের শক্তিক বাতিল করিলেক।

৪ উয়ায় এইটা করিলেক যাতে পাপ স্বভাবের অধীনে না চলিয়া বরং পবিত্র আত্মার বশে চলিবার দরুন হামারলার হয়া বিধানের দাবি দাওয়া পূরণ হয়।

৫ যায় যায় পাপ স্বভাবের অধীন উমারলার মন পাপ স্বভাব যেইলা চায় ঐলাতে আগ্রহ দেখায়। আর যায় পবিত্র আত্মার অধীন উমার মন পবিত্র আত্মা যেইলা চায় সেইলাতে আগ্রহ দেখায়।

৬ ক্যেনেনা পাপ স্বভাব যেইলা চায় সেইলাতে আগ্রহী হবার ফল হইলেক মরণ, কিন্তুক পবিত্র আত্মা যেইলা চায় সেইলাত আগ্রহী হবার ফল হইলেক জীবন আর শান্তি।

৭ এই বাদে যার মন পাপ স্বভাব দিয়া চালনা করে, উয়ায় ভগবান বিরোধী ক্যেনেনা উয়ায় ভগবানের বিধান মানির না চায়, মানির পারেও না।

৮ কাজেই যায় যায় পাপ স্বভাবের অধীন উমরা ভগবানক সন্তুষ্ট করির না পারে।

৯ ভগবানের আত্মা যদি তোমারলার অন্তরত বসবাস করে তাইলে তোমরা পাপ স্বভাবের অধীন না হন কিন্তুক পবিত্র আত্মার অধীন। যার অন্তরত বাছাই করা রাজাটার আত্মা নাই, উয়ায় বাছাই করা রাজাটার না হয়।

১০ কিন্তুক বাছাই করা রাজাটার আত্মা যদি তোমারলার অন্তরত থাকে তাইলে পাপের দরুন তোমারলার দেহার উপরত মরণের কাম করির থাকিলেও তোমারলার আত্মা বত্তি রবে, ক্যেনেনা ভগবান তোমারলাক নির্দোষ বুলি মানি নিচে।

১১ যায় বাছাই করা রাজাটাক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে সেই ভগবানের আত্মা যদি তোমারলার অন্তরত থাকে তাইলে ভগবান উয়ার সেই আত্মার দ্বারা তোমারলার মরণের দেহাক জীবন দান করিবে।

[১২] এই বাদে ভাই-বইনিলা, পাপ স্বভাবের অধীন হামরা না হই, পাপ স্বভাবের অধীনে হামার আর চলির একদম দরকার নাই।

[১৩] যদি তোমরা পাপ স্বভাবের অধীনে চলেন তাইলে তোমরা চিরকালের মত মরিবেন। কিন্তুক যদি পবিত্র আত্মার দ্বারায় দেহার সউগ অন্যায় কাম ধ্বংস করি ফ্যেলান তাইলে চিরকাল বত্তি রবেন।

[১৪] ক্যেনেনা যায় যায় আত্মার চালনায় চলে উমরায় ভগবানের ছাওয়া।

[১৫] তোমরা তো চাকরের আত্মা পান নাই যার বাদে ভয় করিবেন, তোমরালা ভগবানের আত্মাক পাইচেন যায় তোমারলাক ছাওয়া হবার অধিকার দিচে। এই বাদে হামরা ভগবানক আব্বা মানে বাপ কয়া ড্যেকাই।

[১৬] পবিত্র আত্মা নিজে হামারলার আত্মাক এই সাক্ষী দিচে যে, হামরা ভগবানের ছাওয়া।

[১৭] হামরা যদি উয়ার ছাওয়া হয়া থাকি তাইলে ভগবান উয়ার ছাওয়ালাক যেইলা দিবে কয়া কিরা কাটিচে সেইলা হামরা পামো। বাছাই করা রাজাটাও ভগবানেরটে থাকি সেইলা পাবে, আর হামরাও উয়ার নগত সেইলা পামু, ক্যেনেনা হামরা যদি বাছাই করা রাজাটার নগত কষ্ট ভোগ করি তাইলে উয়ার নগত শোভা-ক্ষমতার ভাগী হমো।

[১৮] হামরা জানি, হামারলার বাদে যে জাকজমক পরে প্রকাশ পাবে উয়ার তুলনায় হামারলার এই জীবনের কষ্ট ভোগ কিছুই না হয়।

[১৯] এই গোটায় দুনিয়া খুব আগ্রহ নিয়া ভগবানের বাদে বাচ্চে আছে, কায় উয়ার ছাওয়ালা।

[২০] ক্যেনেনা দুনিয়ার উদ্দেশ্য বিফল হয়া গেইচে। কিন্তুক এইটা নিজের ইচ্ছায় হয় নাই, ভগবান উয়াক বিফল হবার বাদে ছাড়ি দিচে। আর এইটাও আশা দিচে যে,

[২১] ধ্বংসের হাত থাকি মুক্ত হয়া এই দুনিয়া এক দিন ভগবানের ছাওয়ালা অচানক স্বাধীনতার ভাগী হবার পাবে।

[২২] হামরা জানি যে, ভগবানের গোটায় দুনিয়া বিষে গোঙের ধরচে যেই নাকান নিদারুন গাওভারী বেটিছাওয়া ছাওয়া হবার বিষে গোঙায়।

[২৩] খালি এইটায় না হয়, হামরা যায় যায় পবিত্র আত্মাক মুক্তির পইলা ফল হিসাবে পাইচি, হামরা নিজেও দেহার মুক্তির বাদে বাচ্চে রয়া অন্তরত গোঙের ধরচি, ভগবানের ছাওয়া কয়া মানি নিবার বাদে।

[২৪] মুক্তি পায়া হামরা এই আশা পাইচি। হামরা যার বাদে আশা করি আছি যদি সেইটা পায়া থাকি তাইলে সেই আশা আর আশা রইলেক না। যেইটা পাওয়া গেইচে উয়ার বাদে আর কায় আশা করে?

২৫ কিন্তুক যেইটা পাওয়া হয় নাই উয়ার বাদে হামার আশা আছে, উয়ার বাদে হামরা ধৈর্য ধরি বাচ্চে আছি।

২৬ একে নাকান করি হামারলার দুর্বলতাত পবিত্র আত্মা হামারলাক সাহায্য করে। কিন্তুক কিসের বাদে প্রার্থনা করা দরকার সেইটা হামরা জানিনা। যেইটা হামরা মুখ দিয়া কই নাই এই নাকান না কওয়া কতা পবিত্র আত্মা খুব গম্ভীর হয়া হামার হয়া প্রার্থনা করে।

২৭ যায় মানষির অন্তর খুজি দেখে উয়ায় পবিত্র আত্মার মনের কতাও জানে, ক্যেনেনা পবিত্র আত্মা ভগবানের ইচ্ছা মতন ভগবানের মানষিলার বাদে মিনতি করে।

২৮ হামরা জানি যায় যায় ভগবানক পিরিত করে, মানে ভগবান উয়ার উদ্দেশ্যের বাদে যাক যাক ড্যেকাইচে উমারলার মঙ্গলের বাদে সউগ কিছুই একসোদে কাম করি যাবার ধরচে।

২৯ ভগবান যাক বাছাই করিচিলেক উমারলাক উয়ায় উয়ার বেটার ফটকের নাকান হবার বাদে আগতে ঠিক করি থুইচে, যাতে সেই বেটা ম্যেলা ভাই বইনির মইদ্ধোত প্রধান হয়।

৩০ যাক যাক উয়ায় আগতে ঠিক করি থুইচে উমারলাক উয়ায় ড্যেকাইলেক, যাক যাক ড্যেকাইলেক উমারলাক উয়ায় নির্দোষ কয়া মানি নিলেক আর নিজের মহিমাও দান করিলেক।

৩১ তাইলে এইলা ব্যাপারে হামরা কি কমু? ভগবান যেহেতু হামারলার পক্ষে আছে, সেহেতু হামারলার বিপক্ষে ক্ষতি করির

কায় আছে?

৩২ ভগবান নিজের বেটাক পর্যন্ত রেহাই দেয় নাই উয়ায় হামারলার সগারে বাদে উয়ার বেটাক মরণের হাতত সঁপে দিলেক, উয়ায় কি হামারলাক আর সউগ কিছু দয়া করি দান করিবে না?

৩৩ ভগবান যাক যাক বাছাই করি নিচে উমারলার বিরুদ্ধে কায় নালিশ করিবে? ভগবান তো নিজেই উমারলাক নির্দোষ কয়া মানি নিচে।

৩৪ কায় উমারলাক দোষী কয়া রায় দিবে? যায় মরি গেইচে, আর যাক মরণ থাকি বত্তে তোলা হইচে সেই বাছাই করা রাজা যীশু এলা ভগবানের ডাইন পাকে বসি আছে আর হামারলার বাদে ভগবানেরটে মিনতি করির ধরচে।

৩৫ এই বাদে বাছাই করা রাজাটা থাকি কায় হামাক দূরত সারে থুবে? যন্তনা? মনের দুঃখ-কষ্ট? অইত্যাচার? প্যেটের ভোগ? কাপড়-চোপড়ের অভাব? বিপদ? মরণ?

৩৬ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “তোমার বাদে সউগ সমায় হামারলাক মারি ফ্যেলের ধরচে, বলি দেওয়ার ভেড়ার নাকান মানষি হামারলাক মনে করে।”

৩৭ কিন্তুক যায় হামারলাক পিরিত করে উয়ার দ্বারায় সউগ কিছুতে হামরা পুরাপুরি জয় লাভ করির ধরচি।

৩৮ মুই এই কতা ভাল করি জানং মরণ বা জীবন, স্বর্গদূত বা শয়তানের দূত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের কোন কিছুই, এমন কি অইন্য যে কোন নাকানের শক্তি,

৩৯ দ্যাওয়ার উপরত বা দুনিয়ার নিচত কোন কিছুই এমন কি সিজ্জনের কোন ব্যাপার ভগবানের পিরিত থাকি হামারলাক দূরত সারে থুবার পাবে না। ভগবানের এই পিরিত হামারলার প্রভু যীশুত দেখা যায়।

৯ প্রভু যীশু খ্রীষ্টত মুই সচাং কবার ধরচুং, মিছাং না কং মোর বিবেকও পবিত্র আত্মাত মোর হয়া সাক্ষ্য দিবার ধরচে যে

২ মোর অন্তরত মুই দুঃখ-কষ্ট বুঝির পাবার ধরচুং।

৩ ক্যেনেনা মোর ভাই-বইনিলার বদলে যায় যায় মোর জাতির মানষি, উমার বদলে যদি সম্ভব হয় তাইলে নিজেই মুই বাছাই করা রাজাটার বগল থাকি দূরত যাবার অভিশাপ মাথাত নিলুং হয়।

৪ উমরা তো ইস্রায়েল জাতির মানষি। ভগবান উমাক পোষানি নিচে, নিজের জাকজমক দেখাইচে, উমার নগত চুক্তি করিচে। ভগবান উমারলাক মোশির দেওয়া বিধান, সঠিক উপাসনার নিয়ম আর ম্যেলা কিরা কাটিচে।

৫ ভগবানের মহান ভক্তলা আছিলেক উমার বাপ ঠাকুর দাদার গুষ্টি আর মানষি হিসাবে বাছাই করা রাজাটা উমারে গুষ্টিত জন্ম

নেয়। উয়ায় প্রভু, যায় সউগ কিছুর উপরত কর্তা, চিরকাল উয়ার গুণকিত্তন হউক। আমেন।

[৬] ভগবানের বাইক্য যে মিছাং তা কিন্তুক না হয়, ক্যেনেনা যায় যায় ইস্রায়েল জাতির মইদ্ধোত জন্মিচে উমরা সগায় সত্যিকারে ইস্রায়েল না হয়।

[৭] অব্রাহামের গুষ্টির বুলিয়া যে উমরা সত্যিকারের ছাওয়া তা না হয়, কিন্তুক ভগবান অব্রাহামক কইচে, “তোর বেটা ইসহাকের ছাওয়ালাক তোর গুষ্টি কয়া ধরা হইবে।”

[৮] ইয়ার মানে হইলেক এই যে, দেহা নিয়া জন্মা অব্রাহামের ছাওয়ালা সগায় ভগবানের ছাওয়া না হয় কিন্তুক অব্রাহামের আসল গুষ্টি উমরায় যায় যায় অব্রাহামেরটে থাকি ভগবানের দেওয়া কিরা মত জন্ম নিচে।

[৯] সেই কিরা এই যে, “মুই ঠিক সমায় ফিরি আসিম আর তোর ভার্জা সারার একটা চ্যেংড়া ছাওয়া হবে।”

[১০] খালি এইটায় না হয়, রিবিকার জামটিয়া বেটালা একেই বেটাছাওয়ার ছাওয়া আছিলেক। এই বেটাছাওয়াটা হইলেক হামারলার বাপ ঠাকুর দাদা ইসহাক।

[১১] ছাওয়া দুইটা জন্ম না হওয়ার আগত যে্যেলা উমরা ভাল বেয়া কোন কিছুই করে নাই ভগবান স্যেলায় রিবিকাক কইচে,

[১২] “বড়টা ছোটটার চাকর হবে।” ইয়াতে ভগবান এইটা দেখে দিচে, উয়ার নিজের উদ্দেশ্য পূরণ করির বাদে বাছাই করে, কোন

কামের বাদে উয়ায় এইটা নাই করে উয়ার ইচ্ছা মতন উয়ায় মানষিক ড্যেকায়।

১৩ শাস্ত্রত নেখা আছে, “মুই যাকবক পিরিত করিচুং কিন্তুক এষৌক ঘিন করিচুং।”

১৪ তাইলে হামরা কি কমু ভগবান অন্যায় করে? না একদম না হয়।

১৫ ভগবান মোশিক কইচে, “মোর যাক ইচ্ছা তাক দয়া করিম, যাকে ইচ্ছা তাকে মায়া করিম।”

১৬ এইটা মানষির চেষ্টা বা ইচ্ছার উপরত নির্ভর করে না। ভগবানের মায়ার উপরত নির্ভর করে।

১৭ পবিত্র শাস্ত্রত ভগবান ফরৌণক কইচে, “মুই এই উদ্দেশ্যে তোক রাজা করিচুং যাতে তোর সর্বনাশ করিয়া মুই মোর ক্ষমতা দেখের পাং আর গোটায় দুনিয়াত মোর নাম প্রচার হয়।”

১৮ তাইলে দেখা যায় ভগবান যাক দয়া করির চায় উয়াক দয়া করে আর যার অন্তর পাষান করির চায় তার অন্তর পাষান করে।

১৯ তাইলে তোমারলার মইদ্ধে কাঙো মোক পুছির পারে, ভগবান মানষির দোষ ধরে ক্যেনে? কাঙো কি ভগবানের উদ্দেশ্য বাধা দিবার পারে?

২০ উয়ার উত্তরে মুই কইম যে, তুই মানষি, ভগবানের কতার উপরা কতা কবার তুই কায়? কোন মানষি যদি একটা জিনিস

বানায় তাইলে কি সেই বানা জিনিসটা উয়াক পুছির পারে, “ক্যেনে মোক এই নাকান বানালু?”

[২১] একেই মাটি থাকি কুমোর কি নানা নাকানের মাটির জিনিস বানেবার অধিকার নাই, কোনটা ভালো কামের বাদে কোনটা বেয়া কামের বাদে?

[২২] ঠিক একে নাকান করি ভগবানের গোসা আর শক্তি দেখের চাইছিলেক, কিন্তুক যেই মানষিলার উপরত উয়ার গোসা দেখাবে, তাঙো উয়ায় ধৈর্যের নগত উমারলাক সহ্য করিলেক। এই মানষিলার এক মাত্র পাওনা আছিলেক সর্বনাশ।

[২৩] আর উয়ায় উয়ার অশেষ জাকজমকের কতা জানেবার চাইছিলেক। যায় যায় উয়ারটে থাকি দয়া পাবার উপযুক্ত উয়ায় উয়ার শোভা ক্ষমতার ভাগীদার হবার বাদে আগতে উমাক সিজ্জন করি থুইচে।

[২৪] হামরায় সেই আশুর্বাদের পাত্র। উয়ায় খালি হামারলাক যিহূদীলার মইদ্ধো থাকি ড্যেকায় নাই, অযিহূদীলার মইদ্ধো থাকি ড্যেকাইচে।

[২৫] এই ব্যাপারে ভগবানের খবরিয়া হোশেয় নেখিচে, “যায় যায় মোর না আছিলেক উমারলাক, মুই মোর মানষি কয়া ড্যেকাইম, আর যাক মুই আগত পিরিত করং নাই, উয়াক মুই মোর মনের এক জন কয়া ড্যেকাইম।

২৬ আর যেই জাগাত কওয়া হইচে ‘তোমরা মোর মানষি না হন,’ ওটেকোনা উমাক জীবন্ত ভগবানের বেটা কয়া ড্যেকা হবে।”

২৭ ভগবানের খবরিয়া যিশাইয় ইস্র্রায়েল জাতির বিষয়ে কইচে, “ইস্র্রায়েলীলা যদিও সংখ্যায় সাগরের পারের বালার নাকান তাঙো উমার মইদ্ধো থাকি কম মানষি মুক্তি পাবে।

২৮ প্রভু খুব পচপচে দুনিয়ার পাওনা দন্ড দিবে।”

২৯ যিশাইয় আরো কইচে, “সউগ ক্ষমতার অধিকারী প্রভু যদি কিছু গুষ্টি থুইয়া না গেইলেক হয় তাইলে হামার অবস্থা সদোম আর ঘমোরা গঞ্জের মত নাশ হইলেক হয়।”

৩০ তাইলে হামরা এই কতা কমু যে, যদিও অযিহূদীলা ভগবানের মন মত হবার চেষ্টা করে নাই, তাঙো উমারলার বিশ্বাসেই ভগবানের মন মত নির্দোষ হইচে।

৩১ কিন্তুক ইস্র্রায়েলীলা বিধান পালন করির চেষ্টা করিয়া ভগবানের মন মত নির্দোষ হবার চাইচে, কিন্তুক হবার পায় নাই।

৩২ ক্যেনে হবার পারে নাই? ক্যেনেনা উমরা বিশ্বাসের উপরত নির্ভর না করিয়া কামের উপরত নির্ভর করিচিলেক। যেই শিলোত মানষি উষ্টা খায় ঐ শিলটাতে উমরা উষ্টা খাইচে।

৩৩ শাস্ত্রত নেখা আছে, “দেখ, মুই সিয়োনত এমন একটা শিল থুইচোং ঐ শিলটাত মানষি উষ্টা খাবে, কিন্তু যায় উয়ার উপরত বিশ্বাস করিবে উমরা কোন দিন হতাশ হবার না হয়।”

১০ এই বাদে ভাই-বইনিলা, মোর অন্তরের খুব ইচ্ছা আর ভগবানেরটে মোর প্রার্থনা যে, মোর ইস্রায়েল জাতির মানষিলা যাতে মুক্তি পায়।

২ মুই উমার সমন্ধে জানং যে, ভগবানের প্রতি উমার খুব আগ্রহ আছে, কিন্তুক সেইটা ভুলে ভরা।

৩ ভগবান মানষিক ক্যেমন করি নির্দোষ কয়া মানি নেয় সেই কতাত মন না দিয়া উমরা মোশির বিধান মানিয়া নিজেরলার চেষ্টাত উয়ার মনের মত হবার চাইচে। এই বাদে ভগবান মানষিক যেই নাকান করি নির্দোষ কয়া মানি নিবার চাইছিলেক সেই নাকান করি উমরা মানি নেয় নাই।

৪ কিন্তুক যীশুই বিধানের উদ্দেশ্য পরিপূর্ণ করিচে, এই বাদে যায় যায় উয়ার উপরত বিশ্বাস করে উমরালাক ভগবান নির্দোষ কয়া মানি নেয়।

৫ মোশির বিধান পালন করিয়া ভগবান ক্যেমন করি মানি নিবে, এই সমন্ধে মোশি নেখিচে, “যেই মানষি বিধান মানিয়া নির্দোষ হয়া চলে উয়ায় বিধানতেই জীবন পাবে।”

৬ কিন্তুক বিশ্বাসে মানষি ক্যেমন করিয়া নির্দোষ হয় এই বিষয়ে সনাতন শাস্ত্রত কওয়া হইচে, “মনে মনে এই কতা না কন, কায় স্বর্গত যাবে?” (ইয়ার মানে হইলেক, স্বর্গ থাকি বাছাই করা রাজাটাক নিচাত নামে আনির কায় স্বর্গত যাবে।)

৭ এইটাও না কন যে, “পাতালত কায় যাবে?” (মানে, মরণের জাগা থাকি যীশুক ফির বত্তে তুলি আনিবার কায় যাবে।)

৮ কিন্তু ভগবানক মানি নিবার বিষয়ে শাস্ত্রত এই কতা কইচে, “ভগবান যেইটা কইচে সেইটা তোমারলার নগত আছে, মানে তোমারলার মুখত আর অন্তরত আছে।” যেই বিশ্বাসের কতা হামরা প্রচার করির ধরচি সেইটা হইলেক ভগবানের সেই কতা।

৯ সেই কতাটা এই নাকান, ক্যেনেনা তুই যদি যীশুক মুখ দিয়া প্রভু বুলিয়া স্বীকার করিস আর অন্তরত বিশ্বাস করিস, যে উয়াক মরণ থাকি ফির বত্তে তুলিচে তাইলে তুই মুক্তি পাবু।

১০ ক্যেনেনা অন্তরত বিশ্বাস করির বাদে ভগবান মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নেয়, আর মুখত স্বীকার করির বাদে মুক্তি পায়।

১১ সনাতন শাস্ত্রত কইচে, “যে কাঙো উয়ার উপরাত বিশ্বাস করে উয়ায় হতাশ হবার না হয়।”

১২ যিহূদী বা অযিহূদীর কোন ফারাক নাই, ক্যেনেনা সগারে একে ভগবান। যায় যায় উয়াক ড্যেকায় উয়ায় উমারলার উপরা ম্যেলা ম্যেলা আশুর্বাদ ঢালি দেয়।

১৩ সনাতন শাস্ত্রত নেখা আছে, “মুক্তি পাবার বাদে যে কাঙো প্রভুক ড্যেকায় উয়ায় মুক্তি পাবে।”

১৪ কিন্তুক যার উপরত উমরা বিশ্বাস করে নাই উয়াক ক্যেমন করি ড্যেকাবে? যার কতা উমরা কোন দিন শোনে নাই উয়াক

উমরা ক্যেমন করি বিশ্বাস করিবে? কাঙো যদি উয়াক খবর না শুনায় তাইলে ক্যেমন করি শুনিবে?

১৫ তাছাড়া কাঙো না প্যেঠাইলে খবরিয়ালা ক্যেমন করি খবর শুনাবে? সনাতন শাস্ত্রত নেখা আছে, “আশুর্বাদ পাওয়া উমার ঠ্যেংলা, যায় যায় ভাল খবর শোনেবার আইসে।”

১৬ কিন্তুক সগায় সেই ভাল খবর শুনিয়া সাড়া দেয় নাই। ভগবানের খবরিয়া যিশাইয় কইচে, “প্রভু, হামার দেওয়া ভাল খবরত কায় বিশ্বাস করিচে?”

১৭ তাইলে দেখা যায়, ভগবানের বাইক্য শুনিয়ায় বিশ্বাস আইসে, আর প্রভু যীশুর ভাল খবর শুনাইলে স্যেলায় মানষিলা ভাল খবর শুনির পায়।

১৮ তাইলে মুই পুচ করং ইস্রায়েলের মানষিলা কি সেই বাইক্য শুনির পায় নাই? নিশ্চয় শুনিচে। সনাতন শাস্ত্রত কইচে, “উমার ড্যেক দুনিয়ার কোণায় কোণায় ছড়িয়া পড়িচে, উমার বাইক্য দুনিয়ার সউগ জাগাতে পৌছিচে।”

১৯ মুই আর একবার কং, ইস্রায়েলের মানষিলা কি সেই বাইক্য বুঝির পারে নাই? পইলা শ্রী মোশিক দিয়া ভগবান কইচে, “যেই জাতি কোন জাতি না হয়, সেই জাতিক দিয়ায় মুই তোমারলার মনের জ্বালা জাগেয়া তুলিম, একটা তুচ্ছ জাতিক দিয়া তোমার রাগ উঠাইম।”

[20] ইয়ার পাছত ভগবানের খবরিয়া যিশাইয় সাহসের সোদে কইলেক, “যায় যায় মোক খোজে নাই, উমরা মোক পাইচে, যায় যায় মোরটে আসিয়া মোক পোছেই নাই, উমারলাক মুই দেখা দিলুং।”

[21] কিন্তুক ইস্রায়েলীলার বিষয়ে উয়ায় কইচে, “অবাধ্য আর বর্বরা মানষিলার পাকে মুই সারা দিন মোর হাত বাড়ে দিয়ায় আছিলুং।”

১১ তাইলে মুই পৌল পুচ করং, ভগবান কি উয়ার মানষি ইস্রায়েলীলাক দূরত সারে থুইচে? নিশ্চয় না। মুই নিজেও এক জন ইস্রায়েলী, অব্রাহামের বংশের আর বিন্যামীন গুষ্টির মানষি।

[2] ভগবান যেই মানষিলাক নিজের মানষি মনে করি আগতে বাছাই করি থুইচে, উমারলাক দূরত সারে থোয় নাই। ভগবানের খবরিয়া এলিয়র বিষয়ে শাস্ত্রত কি কইচে, সেইটা তোমরা কি জানেন না? এলিয় ইস্রায়েলীলার বিরুদ্ধে ভগবানেরটে মিনতি করিচে,

[3] “প্রভু, ইমরা তোমার ভাববাদীলাক মারি ফ্যেলাইচে আর তোমার যজ্ঞের বেদীলাক ভাঙি ফ্যেলাইচে, খালি মুইয়ে বাকি আছং আর মোকও উমরা মারি ফ্যেলের চেষ্টা করির ধরচে।”

[4] কিন্তুক ভগবান এলিয়ক কি কইচে মুই এলা কইম, “সাত হাজার মানষিক মুই মোর বাদে থুইয়া দিচুং উমরা বাল নামের

দেবতার উপাসনা করে নাই।”

৫ ভগবান একে নাকান দয়া অনুসারে ইজ্রয়েলীলার একটা বিশেষ অংশক এলাও বাছাই করি থুইচে।

৬ ভগবান যদি দয়া অনুসারে বাছাই করি থুইচে তাইলে তো কোন কামের ফল না হয়। যদি কামের ফল হয় তাইলে দয়া আর দয়া থাকিলেক না হয়।

৭ তাইলে বুঝা যায় ইজ্রায়েলীলা যেইটা খুজিয়া পাবার চেষ্টা করিচিলেক সেইটা পায় নাই, কিন্তুক ভগবান যাক বাছাই করি থুইচে উমরায় সেইটা পাইচে, অইন্য সগারে মন পাষান হয়া গেইচে।

৮ শাস্ত্রত নেখা আছে, “ভগবান উমারলার মন এমন পাষান করিলেক যে, আজি পর্যন্ত উমরা চোখ দিয়া দেখিয়াও দেখে না আর কান দিয়া শুনিয়াও শুনে না।”

৯ একে নাকান করি মহারাজা দায়ূদ কইচে, “উমার ভোজের অনুষ্ঠানলা টোপ দেওয়া ফানের মত আর ছাপি জাল যেই নাকান করি ধরে, ঐ নাকান হউক, ঐলা যাতে উমার উষ্টা খাবার কারন হয়, আর উমার পাওনা দন্ড উমরা পাউক।

১০ উমারলার চখু কানা হউক, যাতে উমরা দেখির না পায়, কষ্টের বোঝা নিয়া হেলি পড়ুক।”

১১ তাইলে কি যিহূদীলা উষ্টা খায়া চিরকালের বাদে পড়ি গেইলেক? সেইটা না হয় বরং উমার পাপের বাদে অযিহূদীলা

মুক্তি পাবার সুযোগ পাইলেক। এইটা ঘটিলেক যিহূদীলার হিংসার অগুন জ্বলে তুলির বাদে।

১২ যিহূদীলার মহা ভুলের বাদে এই দুনিয়াত মহা আশুর্বাদ আসিচে, যিহূদীলার ভুলের বাদে অযিহূদীলাক ধনে ধনবান করি তুলিলেক। এই বাদে উমরা য্যেলা ভাল খবর মানি নিবে স্যেলা আরো কত ম্যেলা আশুর্বাদে ভরপুর হবে।

১৩ হে অযিহূদীলা, মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, অযিহূদীলার খবরিয়া হয়া মুই মোর কাম খুব সন্মানের চখুত দেখং।

১৪ ইয়াতে মুই মোর নিজের যিহূদী জাতির মানষিলাক অন্তর জ্বালা জাগেয়া উমারলার মইদ্ধো থাকি কিছু মানষিক মুক্তি করির পারং।

১৫ ভগবান যিহূদীলার পাক থাকি নজর ঘুরি নিচে বুলিয়া জগতের অইন্য মানষিলার নগত মিল হইলেক। এই বাদে ভগবান য্যেলা যিহূদীলার প্রতি নজর দিবে স্যেলা কি ফল হবার পারে? সেইটা মরা মানষির জিউ ফিরি পাবার মত হইলেক কি না।

১৬ ময়দার দালা থাকি তৈরি পইলা রুটি যদি পবিত্র হয় তাইলে গোটা দালাটায় পবিত্র। জলপই গছের মূল শিপা যদি পবিত্র হয় তাইলে উয়ার ডালপালাও পবিত্র।

১৭ যদি সেই জলপই গছের, ডালপালা ভাঙি ফ্যেলেয়া মানে অব্রাহামের বংশের ওটেকোনা, তোর মত জংলি জলপই কলমের

ডাল নাগেয়া দেওয়া হয়, আর তুই আসল গছের শিপা থাকি রস টানি নিস,

[১৮] তাইলে ভাঙি ফ্যেলা ডালপালার চায়া নিজক তুই বড় মনে না করিস। যদি করিস তাইলে ফম করেক তুই শিপাক ধরি থুইস না বরং শিপায় তোক ধরি থুইচে।

[১৯] তুই হয় তো কবু, "মোক কলম নাগেবার বাদে ডালপালা ভাঙা হইচে।"

[২০] হ্যে ঠিক। কিন্তুক উমারলাক ভাঙা হইচে উমার অবিশ্বাসের বাদে। এই বাদে তুই গর্ব না করিস, বরং শ্রদ্ধার ভয়ে, ভক্তি করেক।

[২১] ক্যেনেনা ভগবান য্যেলা আসিলেক ডালপালাকো রেহাই নাই দেয় স্যেলা তোমাকো রেহাই দিবে না।

[২২] এই বাদে একবার ভাবিয়া দেখেক যে ভগবান কত দয়ালু আর কত কঠুর। যায় যায় পড়ি গেইচে উমার প্রতি কঠুর হইচে, কিন্তুক উয়ায় তোর প্রতি দয়ালু অবশ্য থাকিবে তুই যদি উয়ার দয়ার মইদ্ধোত থাকিস। তা না হইলে তোক কাটিয়া ফ্যেলা হবে।

[২৩] আর উমরা যদি ভগবানেরটে ফিরি আইসে উয়াক বিশ্বাস করে, তাইলে উমরা যেটেকোনা আছিলেক ওটেকোনা যুক্ত করি দেওয়া হবে। ক্যেনেনা যুক্ত করির কাম ভগবানেই করির পারে।

[২৪] আসলে তুই একটা জংলি জলপই গছের ডাল আছিলু, আর ঐ গছটা থাকি কলম কাটি বান্দি দেওয়া হইচে। তাইলে যায় যায়

ঐ গছের আসল ডাল আছিলেক, উমারলাক কত না সহজে ঐ গছত যুক্ত করা যাবে!

[২৫] ভাই-বইনিলা, তোমরালা নিজক নিজে জ্ঞানী মনে না করেন এই বাদে মুই তোমার বাদে গোপন সইত্য জানে দিবার চাং। এই সইত্য হইলেক ঠিক করি থোয়া অযিহূদী শিষ্য সংখ্যা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত বেশীর ভাগ ইস্রায়েলীলার অন্তর পাষান হয়া থাকিবে।

[২৬] আর এই নাকান করি ইস্রায়েল জাতির সগায় মুক্তি পাবে। পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “সিয়োন থাকি মুক্তিদাতা আসিবে, উয়ায় যাকবের গুষ্টির সউগ অধর্ম দূর করিবে।

[২৭] যেলা উমার পাপ দূর করিম, স্যেলা মুই উমারলার সোদে এই চুক্তি করিম।”

[২৮] ভাল খবর মানি না নিবার বাদে ইস্রয়েলীলা ভগবানের শত্রু হইচে, কিন্তু বাছাই করি নিবার পাক থাকি যিহূদীলা এলাও ভগবানের পিরিতের মানষি। উমারলার বাপ ঠাকুর দাদালারটে ভগবান যে কিরা কাটিচে সেই বাদে উমারলাক পিরিত করে।

[২৯] ভগবান যাক যেইটা দান করে আর যাক ড্যেকায় ঐ বিষয়ে উয়ার মন না বদলায়।

[৩০] যেই নাকান তোমরালা এক সমায় ভগবানের অবাধ্য আছিলেন, কিন্তুক যিহূদীলার অবাধ্যতার বাদে এলা তোমরা ভগবানের দয়া পাইচেন।

৩১ ঠিক একে নাকান করি তোমরা দয়া পাইচেন কয়া যিহূদীলা এলা অবাধ্য হইচে, যাতে যিহূদীলাও এলা আশুর্বাদ পাবার পারে।

৩২ ভগবান যাতে সগাকে দয়া করির পারে এই বাদে সগাকে অবাধ্যতার মইদ্ধোত বন্দী করি থুইচে।

৩৩ কায় মাপির পারে ভগবানের ধন, উয়ার জ্ঞান আর বুদ্ধি! উয়ার সউগ কাম বুঝা মুশকিল।

৩৪ "কায় ভগবানের মন বুঝির পাইচে? কায় উয়াক আদেশ দেয়?

৩৫ কায় ভগবানক কিছু দান দিচে? এই নাকান কায় যারটে ভগবানের দেনা আছে?"

৩৬ সউগ কিছুই তো উয়ারটে থাকি আর উয়ারে দিয়া আইসে আর সউগ কিছু উয়ারে বাদে। চিরকাল উয়ারে গৌরব হউক। আমেন।

১২ তাইলে ভাই-বইনিলা, ভগবানের এইলা দয়ার বাদে মুই তোমারলাক বিশেষ করি মিনতি করির ধরচুং, তোমরালা তোমার দেহাক ভগবানের উদ্দেশ্যে বত্তায় পবিত্র বলিদানের বাদে সঁপে দেও। এইটায় হবে তোমারলার উপযুক্ত সেবা।

২ এলাকার বেয়া দুনিয়ার চাল-চলনের মইদ্ধোত তোমরা নিজেরলাক ডুবিয়া না দেন। বরং নয়া চিন্তায় নিজেরলাক

বদলান, যাতে বুঝির পারেন ভগবান কি চায়। ভগবানের ইচ্ছা ভাল, সউগলায় নির্ভুল আর উয়াতে ভগবান সন্তুষ্ট হয়।

৩ মুই যে ভগবানেরটে থাকি বিশেষ দয়া পাইচুং সেই দয়ার গুণে মুই তোমারলাক সগাকে কবার ধরচুং, নিজক যতকোনা বড় মনে করা দরকার উয়ার চায়া তোমরা নিজক বেশী বড় মনে না করেন। যতকোনা মনে করা দরকার অতকোনা কর। ভগবান যাক যতকোনা বিশ্বাসের শক্তি দিচে উয়ার চায়া কাঙো যাতে নিজক বেশী মনে না করে।

৪ হামার সগারে দেহাত ম্যেলা অংশ আছে, কিন্তুক সউগ অংশ একে নাকান কাম না করে।

৫ ঠিক একে নাকান করি হামরা সংখ্যায় ম্যেলা হইলেও খ্রীষ্টের শিষ্য হয়া একটা দেহা হইচি। হামারলার সগারে একে অপরের সোদে যোগ আছে।

৬ ভগবানের দয়া অনুসারে হামরা আলদা আলদা বরদান পাইচি। সেই বরদান যদি ভগবানের খবরিয়া হিসাবে ভগবানের বাইক্য কবার ক্ষমতা হয় তাইলে বিশ্বাস অনুসারে উয়ায় ভগবানের বাইক্য কউক।

৭ যদি সেবা করির ক্ষমতা থাকে তাইলে উয়ায় সেবা করুক। যায় শিক্ষা দিবার ক্ষমতা পাইচে উয়ায় শিক্ষা দেউক।

৮ যায় উৎসাহ দিবার ক্ষমতা পাইচে উয়ায় উৎসাহ দেউক। যায় অইন্যক দান করির ক্ষমতা পাইচে উয়ায় সাদাসিদা মনে দান

করুক। যায় নেতা হবার ক্ষমতার বরদান পাইচে উয়ায় আগ্রহ সহকারে পরিচালনা করুক।

৯ পিরিতের মইদ্ধোত ভন্ডামি না থাকুক। যেইটা বেয়া সেইটা ঘিন কর, যেইটা ভাল সেইটা শক্ত করি ধরি থোন।

১০ একে অপরক ভাইয়ের নাকান অন্তর দিয়া পিরিত কর। নিজের চায়া অপরক বেশী সন্মান কর।

১১ যতন করির আলসিয়া না হন, প্রভুর কামত ঠাণ্ডা না হন, প্রভুর সেবা করিতেই থাক।

১২ তোমারলার আগত আশা আছে উয়ার বাদে আনন্দ কর। দুঃখে কষ্টে ধৈর্য ধর। সউগ সমায় প্রার্থনা কর।

১৩ ভগবানের মানষিলার অভাবের সমায় সাহায্য কর। সাগাই সোদরক সেবা করির আগ্রহী হন।

১৪ যায় যায় তোমারলাক অইত্যাচার করে উমারলার অমঙ্গল না চান। বরং মঙ্গল চান।

১৫ যায় যায় আনন্দ করে উমার সোদে আনন্দ কর, যায় যায় কান্দে উমার সোদে কান্দো।

১৬ তোমারলার একে অপরে একতা রাখ। দীনহীন মানষিলার সোদে সম্পর্ক থুইয়া চল। নিজক জ্ঞানী মনে না করেন।

১৭ বেয়ার বদলে কাঙোরো বেয়া না করেন। সউগ মানষির নজরত যেইটা ভাল সেই বিষয়ে মন দেও।

[১৮] তোমারলার দিক থাকি যত দূর পারেন সউগ মানষির সাথে শান্তিতে বসবাস করেন।

[১৯] মোর আদরের ভাই-বইনিলা, তোমারলার বিরুদ্ধে কাঙো অন্যায় করিলে উয়াক শাস্তি দিবার না যান, বরং ভগবানক শাস্তি দিবার দেও। শাস্ত্রত প্রভু কইচে, "অন্যায়ের শাস্তি দিবার অধিকার খালি মোরে আছে, যার যা পাওনা মুই তাক সেইটায় দিম।"

[২০] শাস্ত্রের কতা মত, "তোমার শত্রুর যদি ভোগ নাগে খাবার দেও, যদি টিস্সা নাগে জল দেও। এই নাকান করিলে উয়ার মাথাত জ্বলন্ত আংরা ঢিব করি থুবু।"

[২১] বেয়ারটে হারি না যান, ভাল দিয়া বেয়াক জয় কর।

১৩

প্রতিটা মানষির উচিত দেশের শাসনকর্তালার শাসন মানি চলা, ক্যেনেনা ভগবান যাক শাসনকর্তা বানায় উয়ায় ছাড়া আর কাঙো শাসনকর্তা হবার পারেনা।

[২] এই বাদে যায় শাসনকর্তার বিরুদ্ধে খাড়া হয়, উয়ায় ভগবানের শাসনের বিরুদ্ধে খাড়া হয়। যায় যায় এই নাকান করে উমরা নিজের শাস্তি নিজে ড্যেকে আনে।

[৩] যায় যায় ভাল কাম করে শাসনকর্তালাক উমার ভয় খাবার কোন কারন না রয়। কিন্তুক যায় যায় অন্যায় কাম করে উমরায় ভয় খায়। শাসনকর্তাক ভয় না খায়া কি তোমরা চলির চান?

তাইলে যেইটা ভাল সেইটায় করিতে থাকো। ইয়াতে শাসনকর্তা তোমার গুণগান গাবে।

[৪] তোমারলার ভালের বাদেই উয়ায় ভগবানের সেবাকারী হিসাবে কাম করে। তোমরা যদি অন্যায় করেন তাইলে ভয় খান, ক্যেনেনা অন্যায় কারিলাক শাস্তি দিবার অধিকার শাসনকর্তার আছে। উয়ায় তো ভগবানের সেবাকারী হিসাবে কাম করে, যায় যায় অন্যায় কাম করে উমারলাক উয়ায় ভগবানের হয়া শাস্তি দেয়।

[৫] এই বাদে তোমরা শাসনকর্তার অধীনে থাকির বাধ্য হন। ভগবানের শাস্তির ভয়ে যে খালি উমার অধীনত থাকিবেন তা কিন্তুক না হয়, তোমারলার বিবেক ঝকঝকা করি থুবার বাদে এইটা কর।

[৬] আর এই বাদে তোমরা মাসুল দিয়া থাকেন, ক্যেনেনা মাসুল আদায়কারীলা উমার কাম দিয়ায় ভগবানের সেবা করির ধরচে।

[৭] তোমারলারটে যার যেইটা পাওনা সেইটা উয়াক দেও। যায় মাসুল আদায় করে উয়াক মাসুল দেও। তোমারলার কর্তব্য হিসাবে যাক শ্রদ্ধা করা উচিত উয়াক শ্রদ্ধা কর, যাক সন্মান করা উচিত উয়াক সন্মান কর।

[৮] অন্যেরটে পিরিতের দেনা ছাড়া অইন্য কোন দেনা তোমার না থাকুক। যায় যায় অইন্যক পিরিত করে উমরালা তো শ্রী মোশির আইন-কানুন মানি চলির ধরচে।

[৯] উয়ার আদেশ আছে, ব্যভিচার না করেন, খুন না করেন, চোর না করেন, লোভ না করেন, এইলা আর এই নাকান আরো অইন্য অইন্য আদেশলা মিলিয়া এক কতায় কওয়া হইচে, “তোমার পাড়া-পড়শিলাক নিজের দেহার নাকান পিরিত কর।”

[১০] পিরিত করিলে কাঙো কাঙোরো ক্ষতি করির না পারে, তাইলে দেখা যায়, পিরিত দিয়ায় সউগ আইন-কানুন পালন করা যায়।

[১১] এইলা ছাড়াও তোমরা জানেন হামরা এই দুনিয়াত অল্প দিন বসবাস করমু, তোমরা এলাকার সমায় বুঝিয়া সেই নাকান করি চল, ক্যেনেনা এলা নিন থাকি জাগিবার সমায় হইচে, পইলা হামরা যে্যলা প্রভুর উপরত বিশ্বাস থুইছিলং, স্যেলাকার চায়া এলায় রক্ষা পাবার সমায় ঘড়ির কাটার একেবারে বগলত আসিচে।

[১২] রাতি পেরায় শ্যেষ, ভোর হবার ধরচে, এই বাদে আইস, আন্ধারের বেয়া কাম ছাড়ি দিয়া আলোত সৎ কাম করির বাদে ভগবানের দেওয়া সাজ পোশাক পিন্দি।

[১৩] হৈ-হুল্লা করি মদ খাওয়া আর মাতলামি করি না হয়, ব্যভিচার আর বিশৃঙ্খল জীবনত না হয়, ঝগরাঝাটি আর হিংসাতে না হয়, কিন্তু যায় যায় দিনের আলোত চলাফেরা করে, আইস, হামরা উমারলার নাকান সঠিক ভাবে জীবন কাটাই।

১৪ তোমরা যেই নাকান করি কাপড় পেন্দেন সেই নাকান করি প্রভু যীশুক নিয়া নিজের জীবন ঢাকো, পাপ স্বভাবের ইচ্ছা পূরণ করির ভিতি মন না দেন।

১৪ যেই গুরু ভাই-বইনিলা বিশ্বাসে দুর্বল উমারলাক আপন করি নেও, উমার মতামত নিয়া উমার নগত তর্কাতর্কি না করেন।

২ কাঙো মনে করে উয়ায় সউগ কিছুই খাবার পারে, কিন্তুক যায় বিশ্বাসে দুর্বল উয়ায় খালি শাক-সবজিই খায়।

৩ আমিষ খাওয়া মানষি যাতে নিরামিষ খাওয়া মানষিক তুচ্ছ মনে না করে। আর নিরামিষ খাওয়া মানষি যাতে আমিষ খাওয়া মানষিলাক ঘিন না করে, ক্যেনেনা ভগবান তো সগাকে আপন করি নিচে।

৪ তুই কায়, যে অইন্যের চাকরের বিচার করিস? উয়ায় খাড়া হয়া আছে, না পড়ি গেইচে, উয়ার মালিকে সেইটা বুঝিবে। ক্যেনেনা উয়ার প্রভুই উয়াক খাড়া করি থুবার পারে।

৫ কাঙো হয় তো মনে করির পারে ঐ দিনটার থাকি এই দিনটা ভাল। আর কাঙো কাঙো সউগ দিনকে সমান মনে করে। পতিটা মানষি নিজের নিজের মনত নিশ্চিত হউক।

৬ বিশেষ কোন একটা দিন কাঙো পালন করে উয়ায় প্রভুক খুশি করির বাদে পালন করে। যায় সউগ কিছুই খায় উয়ায় প্রভুক খুশি করির বাদে খায়, ক্যেনেনা উয়ায় ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া খায়।

যায় সউগ কিছু না খায় উয়ায় ভগবানক খুশি করির বাদে না খায় আর উয়ায়ও ভগবানক ধন্যবাদ দেয়।

৭ হামরালা কাঙো নিজের বাদে বত্তি থাকি না আর কাঙো নিজেই মরি না।

৮ হামরা যদি বত্তি রই তাইলে প্রভুর বাদে বত্তি রই, আর যদি মরি প্রভুর বাদেই মরি। তাইলে হামরা বত্তি বা মরি হামরা প্রভুর।

৯ বাছাই করা রাজাটা মরিচে আরো ফির বত্তি উঠিচে, যাতে উয়ায় মরা আর বত্তা দুইএর প্রভু হবার পারে।

১০ তাইলে ক্যেনে তুই তোর ভাইয়ের দোষ ধরির ধরচিস? আর ক্যেনে তোর ভাইয়োক তুচ্ছ মনে করির ধরচিস? বিচারের বাদে তো হামরা সগায় ভগবানের আগত খাড়া হমো।

১১ শাস্ত্রত নেখা আছে, “প্রভু কইলেক, মুই মোর জীবনের কিরা কাটি কবার ধরচুং, মোর আগত সগায় হাংকুড়া পাড়িবে আর মোক ভগবান কয়া স্বীকার করিবে।”

১২ তাইলে দেখা যায়, হামারলাক সগাকে নিজের বিষয়ে ভগবানক হিসাব দিবার নাগবে।

১৩ হামরা যাতে এক জন অইন্য জনের দোষ না ধরি, এমন কাম না করিমু কয়া ঠিক করি যেইটা দেখিয়া অইন্য ভাই-বইনিলার মনত বিশ্বাসের গোন্ডগোল দেখা দিবার পারে, বা পাপত পড়ির পারে।

[১৪] প্রভু যীশুর নগত মুই যুক্ত হইচুং বুলিয়া মুই ভাল করিয়া জানং, এমনি কোন খাবার অশুদ্ধি না হয়, কিন্তুক কাঙো যদি কোন খাবারক অশুদ্ধি মনে করে সেইটা উয়ারটে অশুদ্ধি।

[১৫] কোন খাবারের বাদে যদি তুই তোর ভাই বইনিক দুঃখ দিস তাইলে বুঝির নাগবে তোর আর পিরিতের ঘাটাত চলির মনোভাব নাই। খাবারের বাদে উয়ার সর্বনাশ না করিস। বাছাই করা রাজা তো উয়ারও বাদে পরান দিচে।

[১৬] তোরটে যেইটা ভাল সেইটা যাতে কাঙো গেলানি করির না পারে।

[১৭] ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত খাওয়া-দাওয়া বড় কতা না হয়, বড় কতা হইলেক পবিত্র আত্মার দেওয়া শান্তি আর আনন্দত থাকিয়া সৎ হয়া চলা।

[১৮] যায় এই নাকান করি বাছাই করা রাজাটার সেবা করে, ভগবান উয়ার উপরত সন্তুষ্ট হয় আর মানষিলাও উয়াক ভাল পায়।

[১৯] এই বাদে যেইটা করিলে শান্তি হয় আর যেইটা দিয়া হামরা এক জন অইন্য জনক গড়ে তুলির পারি, আইসো হামরা সেইটারে চেষ্টা করি।

[২০] কোন খাবারের বাদে ভগবানের কাম নষ্ট না করেন। সউগ খাবারে শুদ্ধি, কিন্তুক কাঙো কোন খাবার খায়া যদি অইন্যের

মনত বাধা দেখা দেয় তাইলে সেইটা খাবার খাওয়া উয়ার পক্ষে অন্যায়।

[২১] মসং খাওয়া, মদ খাওয়া, আর এমন কিছু করা উচিত না হয় যাতে তোর কোন ভাইয়ের মনত বাধা জন্মায়।

[২২] এই বিষয়ে তুই যেইলা কাম করা বা না করা ভাল মনে করিস সেইলা তুই তোর আর ভগবানের মইদ্ধোত থো। কাণ্ডোরো বিবেক যদি সন্দেহ না করিয়া কোনো কাম করে তাইলে উয়ায় ভাগ্যবান।

[২৩] কিন্তু কাণ্ডো যদি সন্দেহ করি কোন কিছু খায় তাইলে উয়ায় দোষী, ক্যেনেনা উয়ায় উয়ার বিশ্বাস মত কাম না করে। বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কোন কিছু করায় পাপ।

১৫ হামরা যায় যায় বিশ্বাসে শক্তিশালী, হামরা যাতে নিজেরলাক সন্তুষ্ট করির বাদে নজর না দিয়া দুর্বল বিশ্বাসী গুরুভাইলার দুর্বলতা সহ্য করি।

[২] গুরুভাইলাক গড়ে তুলির বাদে হামরা সগায় যাতে অইন্যক খুশি করির চেষ্টা করি, উমরা যাতে বিশ্বাসে শক্তিশালী হয়া উঠির পারে।

[৩] বাছাই করা রাজাটাও নিজক সন্তুষ্ট করে নাই। সনাতন শাস্ত্রত নেখা আছে, “যায় যায় তোক অপমান করে, উমারলার অপমান মোর উপরত পড়িচে।”

৪ শাস্ত্রত যেইলা আগতে নেখা হইচে সেইলা সউগ হামারলাক শিক্ষা দিবার বাদেই নেখা হইচে। যাতে সেই শাস্ত্র থাকি হামরা ধৈর্য, উৎসাহ আর অন্তরত আশা দেখির পাই।

৫ মুই প্রার্থনা করং, রাজা যীশুর সোদে চলিবার ঘাটাত ধৈর্য আর উৎসাহদাতা ভগবান সগারে মনত শান্তি দিয়া এক করুক।

৬ তাইলে তোমরা মনে মুখে এক হয়া হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভগবান আর বাপের গুণগান করির পারিবেন।

৭ ভগবানের মহিমা যাতে প্রকাশ পায়, এই বাদে যীশু যেমন তোমারলাক আপন করি নিচে তেমন তোমরাও এক জন অইন্য জনক আপন করি নেও।

৮ ফম থোন, ভগবানের কতা যে সচাং সেইটা প্রমাণ করির বাদে বাছাই করা রাজাটা যিহূদীলার সেবাকারী হইছিলেক। ইয়ার উদ্দেশ্য আছিলেক, উমার বাপ ঠাকুর দাদালারটে ভগবান যে কিরা কাটিচে সেইটা যাতে পূরণ হয়,

৯ আর উয়ার দয়ার বাদে অযিহূদীলা উয়ার গুণগান করে। শাস্ত্রত নেখা আছে, “এই বাদে অযিহূদীলার মইদ্ধোত মুই তোমার গুণগান করিম, আর তোমার সুনাম গাইম।”

১০ আরো নেখা আছে, “অযিহূদীলা তোমরা আইস, ভগবানের বাছাই করা মানষিলার নগত আনন্দ কর।”

১১ আর নেখা আছে, “সউগ অযিহূদীলা তোমরা প্রভুর গুণগান কর, সউগ জাতির মানষি আসিয়া উয়ার উপাসনা করুক।”

[১২] ভগবানের খবরিয়া যিশাইয় কইচে, “মহাপুরুষ দাউদের গুষ্টি থাকি এক জন শাসন করির আসিবে, উয়ায় সউগ জাতিক শাসন করিবে, আর উমরা উয়ার উপরত আশা থুবে।”

[১৩] মুই প্রার্থনা করং, যায় তোমারলার মনত আশা জাগেয়া তোলে সেই ভগবানের উপরাত বিশ্বাস করিয়া আনন্দ আর শান্তি দিয়া তোমারলাক ভরপুর করি তুলুক। তাইলে পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়া তোমারলার অন্তরত আশা উথুলি পড়িবে।

[১৪] মোর ভাই-বইনিলা, মুই তোমারলার সমন্ধে এই কতা বিশ্বাস করির পারং যে, তোমারলার মন মঙ্গলের ইচ্ছায় ভরপুর, তোমারলার সউগ নাকানের জ্ঞান আছে, আর তোমরা এক জন অইন্য জনক উপদেশ দিবার পারেন।

[১৫-১৬] তাঞো কয়েকটা বিষয় ফম করি দিবার বাদে মুই সাহস করি তোমার অযিহূদীলারটে এই কতালা নেখিলুং, ক্যেনেনা ভগবান মোক অযিহূদীলারটে ভাল খবর প্রচার করির বাদে যীশুর সেবাকারী হবার আশুর্বাদ দান করিচে। পবিত্র আত্মা যত অযিহূদীলাক যীশুর বাদে যুদা করি থুইচে, উমরা যাতে ভগবানক সঁপে দেওয়া পবিত্র উপহার হয়। এই বাদে মুই উয়ারে দেওয়া ভাল খবর প্রচার করি বামনের কাম করির ধরচুং।

[১৭] মুই ভগবানের বাদে যে কাম করির ধরচুং ইয়াতে যীশু খ্রীষ্টক নিয়া মোর গর্ব করির অধিকার আছে।

১৮ বাছাই করা রাজাটা মোক দিয়া যেইলা করিচে উয়ার বায়রাত কোন কতা কবার সাহস মুই করিম না। প্রভু মোর কতা আর কাম দিয়া, অচানক কামের আর চিন দিয়া, আর পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়া অযিহুদীলাক ভগবানের বাধ্য করিচে।

১৯ এই বাদে মুই যিরূশালেম থাকি আরম্ভ করি ইল্লুরিকা দেশ অব্দি সউগ জাগাত বাছাই করা রাজাটার বিষয় ভাল খবর প্রচার করিচুং।

২০ যেটেকোনা বাছাই করা রাজাটার নাম কোন দিনও কওয়া হয় নাই ওটেকোনা ভাল খবর প্রচার করায় হইলেক মোর জীবনের আসল লক্ষ্য, যাতে অইন্যের গড়া ভিটার উপরত মোক বানেবার না নাগে।

২১ মুই এই নাকান করং যাতে পবিত্র শাস্ত্রের কতা পুরা হয়, “যাক যাক উয়ার বিষয়ে কওয়া হয় নাই উমরা ওইলা দেখির পাবে, আর যায় যায় শুনে নাই উমরা বুঝির পাবে।”

২২ এই বাদে মুই তোমারটে ম্যেলাবার যাবার চায়াও বাধা পাইচুং।

২৩ ম্যেলা বছর থাকি তোমারলার ওটে মোর যাবার ইচ্ছা, কিন্তুক এলা এইলা এলাকাত মোর কাম শ্যেষ হইচে।

২৪ এই বাদে স্পেন দেশ যাবার সমায় মুই তোমারলার নগত দেখা করিম। মুই আশা করং যে, ঐ ঘাটা দিয়া যাবার সমায় তোমারলারটে যাবার পাইম আর কিছু সমায় আনন্দে তোমারলার

সোদে কাটের পাছত তোমরায় মোক স্পেন দেশ যাবার ব্যবস্থা করি দিবেন।

২৫ কিন্তুক এলা মুই ভগবানের মানষিলাক সাহায্য করির বাদে যিরূশালেম যাবার ধরচুং,

২৬ ক্যেনেনা যিরূশালেমের ভগবানের মানষিলার মইদ্ধোত যেইলা গরীব মানষি আছে, উমারলার বাদে ম্যাসিডোনিয়ার আর গ্রীস দেশের সমিতির মানষিলা কিছু চান্দা তুলিচে।

২৭ এই চান্দা উমরা খুশি হয়ায় তুলিচে। এইলা ছাড়াও সমিতিলা যিরূশালেমের ভগবানের মানষিলারটে দেনাদার, ক্যেনেনা যিহূদীলা য্যেলা উমার আত্মিক আশুর্বাদের ভাগ অযিহূদীলাক দিচে, স্যেলা অযিহূদীলারো উচিত সংসারের বিষয়ে যিহূদীলাক সাহায্য করা।

২৮ মোর এই কাম শ্যেষ হবার পাছত মুই জানিম যে, সেই চান্দা ঠিক মত যিরূশালেমোত পৌছিচে, স্যেলা মুই তোমারলারটে কিছু দিন রয়া স্পেনত যাইম।

২৯ মুই জানং মুই য্যেলা তোমারলার ওটে যাইম স্যেলা মুই বাছাই করা রাজাটার ভরপুর আশুর্বাদ নিয়ায় যাইম।

৩০ ভাই-বইনিলা, হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আর পবিত্র আত্মার দেওয়া পিরিত নিয়া মুই তোমারলাক বিশেষ করি মিনতি করির ধরচুং, তোমরা ভগবানেরটে মোর বাদে প্রার্থনা করিতে থাক।

৩১ তোমরালা প্রার্থনা করেন, যিহূদীয়া প্রদেশত যায় যায় প্রভু যীশুক না মানে উমারলার হাত থাকি যাতে মুই রক্ষা পাং আর যিরূশালেমের ভগবানের মানষিলা যাতে মোর এই সাহায্য উমরা নেয়।

৩২ স্যেলা ভগবানের ইচ্ছায় মুই খুশি মনে তোমারলারটে যাবার পাইম আর তোমারলার সোদে থাকিয়া পরানটা জুড়াইম।

৩৩ শান্তিদাতা ভগবান তোমারলার সগারে সাথে সাথে থাকুক। আমেন।

১৬ এলা মুই হামারলার গুরু বইনি ফৈবির বিষয় কং। উয়ায় কিংক্রিয়া গঞ্জের সমিতির পরিচালিকা।

২ ভগবানের মানষিলাক যেই নাকান করি আপন করি নেওয়া দরকার ঐ নাকান করি আপন করি নেন। কোন ব্যাপারে যদি তোমারলারটে সাহায্য চায় তোমরালা সাহায্য করেন, ক্যেনেনা উয়ায় ম্যেলা মানষিক সাহায্য করিচে এমন কি মোকও সাহায্য করিচে।

৩ শ্রীমতি প্রিষ্কিল্লা আর শ্রী আকিলাক মোর পিরিত জানান। উমরাও বাছাই করা রাজা যীশুর কামত মোর সোদে পরিশ্রম করিচে।

৪ মোর পরান বাঁচের যায়া উমরা মরণ ফান্দের মুখত পরিচে। খালি মুই না হং কিন্তুক সউগ অযিহূদী সমিতিলাও উমারলারটে

উপকার পাইচে।

৫ উমার বাড়িত সমিতি হিসাবে যায় যায় একটে হয় উমারলাকও মোর মঙ্গল কামনা জানান। মোর পরানের সখা ইপিনিতাকও মঙ্গল কামনা জানান। এশিয়ার মইদ্ধোত উয়ায়ে পইলা ধর্মান্তরিত হয়া যীশুর শিষ্য হয়।

৬ মরিয়ম, যায় তোমারলার বাদে ম্যেলা পরিশ্রম করিচে, উয়াকও মঙ্গল কামনা জানান। আন্দ্রনীক আর শ্রীমতি যূনিয়কও মঙ্গল কামনা জানান।

৭ উমরা মোরে নাকান যিহূদী আর মোরে নাকান উমরাও জেলত বন্দী আছিলেক। খবরিয়ালার মইদ্ধে উমরা খুব মানিগুনী মানষি। উমরা মোর আগতে বিশ্বাস করিয়া প্রভু যীশুর শিষ্য হয়।

৮ প্রভুর উপরত আস্থা থুইচে মোর পরানের সখা আমপ্লিয়াতকও মঙ্গল কামনা জানান।

৯ উরবানুসক মঙ্গল কামনা জানান, উয়ায়ও হামারলার নগত বাছাই করা রাজাটার বাদে কাম করে। মোর পরানের সখা শ্রী স্তাখিস, উয়াকও মঙ্গল কামনা জানান।

১০ আর শ্রী আপিলিসক মঙ্গল কামনা জানান, বাছাই করা রাজার মানষি হিসাবে উয়াক যাচাই করি দেখা হইচে। শ্রী আরিষ্টবুলের বাড়ির মানষিলাকও মঙ্গল কামনা জানান।

১১ শ্রী হেরোদিয়ান, উয়ায় মোর মতয় যিহূদী, উয়াক মঙ্গল কামনা জানান। শ্রী নার্কিসের বাড়ির মইদ্ধোত যায় যায় প্রভুর

উপরাত আস্থা থোয় উমাকও মঙ্গল কামনা জানান।

১২ শ্রীমতি ত্রুফেনা, শ্রীমতি ত্রুফোষা, আর আদরের বইনি শ্রীমতি পর্ষিসকও মঙ্গল কামনা জানান। ইমরালা প্রভুর বাদে খুব পরিশ্রম করিচে।

১৩ খ্রীষ্টের বাছাই করা শ্রী রূফক আর উয়ার মাকও মঙ্গল কামনা জানান। উয়ার মাও মোরটে মোর মাও এর নাকান।

১৪ শ্রী অসুংক্রিত, শ্রী ফ্লিগোন, শ্রী হের্মেস আর উমারলার সোদে অইন্য অইন্য ভাইলাকও মঙ্গল কামনা জানান।

১৫ শ্রী ফিললগ আর শ্রীমতি যুলিয়া, শ্রী নিরীয় আর উয়ার বইনি, শ্রী ওলুম্প আর উমারলার নগত যেই গুরু ভাই বইনিলা আছে সগাকে মঙ্গল কামনা জানান।

১৬ পিরিতের মনভাব নিয়া তোমরা একে অইন্যক মঙ্গল কামনা জানান। খ্রীষ্টের সউগ সমিতিলা তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানেবার ধরচে।

১৭ ভাই-বইনিলা, তোমরা যেইলা শিক্ষা পাইচেন উয়ার বিরুদ্ধে শিক্ষা দিয়া যায় যায় দলাদলি আর বাধার সৃষ্টি করে, উমার ভিতি নজর দিবার মুই তোমারলাক বিশেষ করি অনুরোধ করির ধরচুং। তোমরালা উমার বগল থাকি দূরত রন।

১৮ ক্যেনেনা এই মানষিলা হামার প্রভু যীশুর সেবা না করিয়া উমরা খালি নিজের প্যেটের সেবা করির ধরচে। তোষামোদ আর মিষ্টি কতা কয়া উমরা সরল মনা মানষিলাক ঠকের ধরচে।

[১৯] তোমারলার বাধ্য থাকির কতা সগায় জানে আর এই বাদে মুই খুশি হচুং। তাঙো মুই চাং তোমরা যেইটা ভাল সেইটা চিনিয়া মানি নেও আর যেইটা বেয়া সেইটা থাকি দূরত থাকো।

[২০] শান্তিদাতা ভগবান খুব পচকরি শয়তানক তোমারলার ঠ্যেংএর নিচত ফ্যেলে খচিয়া চ্যেপ্টা করিবে।

[২১] হামার সোদে কাম করে তীমথিয় উয়ায়ও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানাইচে। শ্রী লুকিয়, শ্রী যাসোন আর শ্রী সোষিপাত্রও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানাইচে। উমরাও হামার নাকান যিহূদী জাতির মানষি।

[২২] মুই, শ্রী তর্তিয়, পৌলের এই চিঠিখান নেখিচুং। প্রভুর মানষি হয়া মুইও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানের ধরচুং।

[২৩-২৪] মুই যার বাড়িত থাকং আর সমিতির মানষিলা যার বাড়িত একসোদে মিল হয় উয়ায় শ্রী গাইয়, উয়াও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানাইচে। এই গঞ্জের ভান্ডারী শ্রী ইরাস্ত আর হামারলার ভাই শ্রী কার্ত তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানেবার ধরচে।

[২৫] বাছাই করা রাজা যীশুর বিষয়ে যে ভাল খবর মুই প্রচার করং সেই ভাল খবর দিয়া থির থুবার ক্ষমতা ভগবানের আছে। ম্যেলা কাল থাকি ভগবান উয়ার গোপন বিষয় কাঙোকে কয় নাই।

[২৬] কিন্তুক এলা ভাল খবর থাকি নিকলির ধরচে। আর ঐ নাকানে মুই প্রচার করির ধরচুং। সনাতন ভগবানের আদেশ মত খবরিয়ালার নেখা থাকি সউগ জাতির মানষিলারটে জানে দেওয়া হবার ধরচে। যাতে উমরা খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাস করি ভগবানের বাধ্য হয়া চলে।

[২৭] এক মাত্র খালি উয়ায়ে ভগবান, উয়ায় জ্ঞানী। যীশু খ্রীষ্টের গুণে চিরকাল পরমপ্রভুর গুণগান হউক। আমেন॥

১ করিন্থীয়

১ হে করিন্থ গঞ্জের যীশু-ভক্তের দল, জয় যীশু! মুই পৌল, আর গুরু ভাই সোস্থিনির সোদে এই চিঠি তোমারলারটে নেখির ধরচি। ভগবানের ইচ্ছাত মুই যীশু খ্রীষ্টের এক জন খবরিয়া হিসাবে নিযুক্ত হচুং। তোমারলাক রাজা যীশুর সোদে যুক্ত হবার বাদে, পরম ভগবান উয়ার নিজের উদ্দেশ্যে তোমারলাক শুদ্ধি করিচে। উয়ার নিজের মানষিলা হবার বাদে তোমারলাক নিযুক্ত করিচে। তোমারলারটে আর অইন্য সউগ জাগাত যায় যায় হামার রাজা যীশুক প্রভু কয়া মানি নেয়, উমারলারটে হামরা এই চিঠি নেখির ধরচি। উয়ায় উমারলার প্রভু, হামারলারও প্রভু।

৩ হামারলার স্বর্গের বাপ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৪ যীশু খ্রীষ্টর নগত একটে হইচেন বুলিয়া তোমরা ভগবানের দয়া পাইচেন, এই বাদে সউগ সমায় তোমারলার বাদে মুই ভগবানক ধন্যবাদ দেং।

৫ আর সেই দয়ায় তোমরালা খ্রীষ্টের সোদে যোগ হয়া চাইরো পাকে সউগ কিছু কবার ক্ষমতা পাইচেন আর জ্ঞানও বারি গেইচে।

৬ এই নাকান করি খ্রীষ্টের সোদে তোমারলার সম্পর্ক যে সচাং, এইটা প্রমাণ হইচে।

৭ তোমরা প্রভু যীশু আইসার বাদে খুব আগ্রহ নিয়া বাচ্চে আছেন। এই বাদে ভগবানের পবিত্র আত্মার দান দেওয়া নানা নাকানের ক্ষমতা পাইচেন বুলিয়া তোমারলার কোনো অভাব নাই।

৮ হামার প্রভু যীশু শ্যেষকাল পর্যন্ত তোমারলাক থির থুবে, যাতে উয়ায় ফির আইসার দিন পর্যন্ত তোমরা নির্দোষ হয়া থাকেন।

৯ ভগবান বিশ্বাসযোগ্য, উয়ায় তোমারলাক ড্যেকাইচে, যাতে উয়ার বেটা হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট আর তোমারলার মইদ্ধোত যোগাযোগের সমন্ধ থাকে।

১০ মোর ভাই-বইনির ঘর, হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে তোমারলাক মিনতি করির ধরচুং, তোমারলার মইদ্ধোত কোনো দলা-দলি না হউক, যাতে একমন আর একমত হন।

১১ হে মোর ভাই-বইনির ঘর, তোমারলার সমন্ধে বইনি ক্লোয়ীর বাড়ির মানষিলারটে জানির পালুং তোমরা এক জন আরে জনের নগত ঝগড়া করির নাগচেন।

১২ মুই এই কতা কবার চাং, তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো কয়, “মুই পৌলের দলের,” কাঙো কয়, “মুই আপল্লোর দলের,” কাঙো কয়, “মুই পিতরের দলের,” আর কাঙো কয়, “মুই বাছাই করা রাজা যীশুর।”

১৩ বাছাই করা রাজাটাক কি ভাগ করা যায়? পৌলক কি তোমারলার বাদে ক্রুশ খুটাত টাঙা হইচে? তোমরালা কি পৌলের নামে দীক্ষা নিচেন?

১৪ মুই ভগবানক ধন্যবাদ দেং যে, শ্রী ক্রীস্প আর শ্রী গাইয় ছাড়া মুই কাঙোকে দীক্ষা দেং নাই।

১৫ এই বাদে কাঙো কবার না পায় যে, তোমরালা মোর নামে দীক্ষা নিচেন।

১৬ ও মোর ফম হইলেক স্তিফানের পরিবারের মানষিলাকও মুই দীক্ষা দিচুং। তাছাড়া কাঙোরো কতা মোর ফম না পরে।

১৭ বাছাই করা রাজাটা তো মোক দীক্ষা দিবার নাই প্যেঠাই, মোক প্যেঠাইচে ভাল খবর প্রচার করির বাদে। এই ভাল খবর মোক জাগতিক জ্ঞানে প্রচার করির নাই প্যেঠায়, মোক প্যেঠাইচে বাছাই করা রাজাটার ক্রুশের মরণ যাতে বিফল না হয়।

১৮ “হামাক বত্তেবার বাদে রাজা যীশু ক্রুশত মরিচে” এই কতা শুনিয়া ম্যেলা মানষি মনে করে যে, এইটা মুর্খামি কতা। উমরালা তো ধ্বংসের ঘাটাত যাবার ধরচে, হামরালা কিন্তু মুক্তির ঘাটাত যাবার ধরচি। এই বাদে হামরা জানি যে, ক্রুশের কতা দিয়া ভগবানের শক্তি দেখা দেয়।

১৯ সনাতন শাস্ত্রত নেখা আছে যে, মুই পন্ডিতলার জ্ঞান ধ্বংস করিম, আর যায় নিজক বুদ্ধিমান মনে করে, উমার বুদ্ধি মুই বুদ্ধিহারা করিম।

২০ তাইলে জ্ঞানী মানষি কোটে? পন্ডিত মানষি কোটে? যার তর্ক করির ক্ষমতা আছে, এই যুগত এই নাকান মানষি বা কোটে? ভগবানের নজরত উমার গুরুত্ব আছে কি?

[২১] ভগবানের বুদ্ধিতে দুনিয়ার মানষিলা নিজের বুদ্ধি দিয়া ভগবানক জানির পায় নাই। ভগবান কিন্তু এইটা ভাল পাইচে যে, হামারলার মূর্খের নাকান প্রচার মানি নিয়া মানষিলা বিশ্বাস করিয়া মুক্তি পায়। ইয়াতে ভগবান এই দুনিয়ার জ্ঞানী মানষিলাক অজ্ঞানী করি থুইচে।

[২২] হামারলার প্রচার না মানিয়া, যিহূদী মানষিলা খালি অচানক কাম দেখির চায়, আর গ্রীক মানষিলা খালি জ্ঞান খোজে,

[২৩] কিন্তু হামরালা এই কতা প্রচার করি যে, "ভগবানের বাছাই করা রাজাক ক্রুশ খুটাত মারি ফ্যেলা হইচে।" এই কতা শুনিয়া যিহূদীলার মনত বাধা আসচে, আর গ্রীক মানষিলা মনে করে যে, এইটা মূর্খের নাকান।

[২৪] কিন্তু যিহূদী হউক আর অযিহূদী হউক, ভগবান যাক যাক ড্যেকাইচে উমারলারটে রাজা যীশুই ভগবানের শক্তি আর ভগবানের জ্ঞান।

[২৫] ক্যেনেনা মানষিলার জ্ঞানের তুলনায় ভগবানের মূর্খতা অনেক বুদ্ধিমান। আর মানষিলার শক্তির তুলনায় ভগবানের দুর্বলতা অনেক শক্তিমান।

[২৬] ভাই বইনিলা তোমারলাক য্যেলা ড্যেকা হইচে, স্যেলা তোমরালা ক্যেমন মানষি আছিলেন, খানিক চিন্তা ভাবনা কর। মানষির বিচারে তোমরালা যে জ্ঞানী বা উচা বংশের তা কিন্তু খুব কম মানষি তোমারলার মইদ্ধ্যোত হয়।

[২৭] কিন্তু এই দুনিয়ার মানষিলার যে বিষয়লা মূর্খ বুলিয়া মনে হয়, ভগবান সেইটাই বাছাই করি নিচে যাতে জ্ঞানীলা নইজ্জা পায়।

[২৮] দুনিয়া যেইলাক নিচা আর তুচ্ছ মনে করে, ভগবান সেইলায় বাছাই করি নিচে। যেইলা দুনিয়ার চোখুত খুব দামী, সেইলা যাতে মূল্যহীন হবার পারে।

[২৯] উয়ায় ঐলা বাছাই করিয়া নিছিলেক, যাতে কোন মানষি উয়ার আগত গর্ব করির না পায়।

[৩০] পরম প্রভু তোমারলাক রাজা যীশুর নগত এক করিচে। আর যীশুই হামারটে ভগবানের দেওয়া জ্ঞান, বুদ্ধি, সৎ জীবন, পবিত্রতা আর মুক্তি।

[৩১] এই বাদে পবিত্র শাস্ত্রের কতা মত, “যায় গর্ব করে, উয়ায় পরমপ্রভুর বাদে গর্ব করুক।”

২

ভাই বইনিলা যে্যলা মুই পইলা তোমারটে গেইচোং স্যেলা ভগবানের দেওয়া ভাল খবর প্রচার করির সমায় মুই খুব সুন্দর কতাবার্তা বা জ্ঞানী মানষির নাকান কতা নাই কং।

[২] মুই মনত থির করিচুং যে, তোমার সোদে থাকির সমায় মুই যীশু খ্রীষ্টক, বিশেষ করি উয়ার ক্রুশের উপরত মরণের কতা ছাড়া আর কিছুই না জানাইম।

৩ য্যেলা তোমারলারটে আছিলুং, স্যেলা মুই নিজেকে দুর্বল মনে করির ধরছিলং আর ভয়ে কাঁপির ধরচিলুং।

৪ আর মোর শিক্ষা আর মোর প্রচার কোন মানষির মন জয় করির মতন জ্ঞানী কতা না আছিলেক। স্যেলা পবিত্র আত্মার শক্তিতে ভরা আছিলেক।

৫ যাতে করি তোমারলার বিশ্বাস মানষির জ্ঞানের উপর নির্ভর না করে, ভগবানের শক্তির উপর নির্ভর করে।

৬ কিন্তু তাঙো উমরালা যায় যায় খ্রীষ্ট জীবনত পাকা, উমারলারটে জ্ঞানের কতা কই। তাও সেই জ্ঞান এই জগতের না হয়। সেইলা এই কালের শাসকের জ্ঞানের মত না হয়। এই শাসকের ঘরের তো ক্ষমতা শূন্য হয়া পড়ির ধরচে।

৭ কিন্তু হামরা ভগবানের আসল জ্ঞানের উদ্দেশ্যের কতা কই। এই উদ্দেশ্য গোপন আছিলেক। আর এইলা দুনিয়া সিজ্জনের আগতে ভগবান থির করি থুইচে, যাতে হামরা উয়ার মহিমার ভাগী হবার পাই।

৮ এই যুগের শাসকলার মইদ্ধোত কাঙো ঐ বিষয় বুঝির নাই পায়, যদি বুঝিলেক হয়, তাইলে মহিমাময় প্রভুক ক্রুশ খুটাত না টাঙাইলেক হয়।

৯ পবিত্র শাস্ত্রের কতা মত, “ভগবানক যায় যায় ভালবাসে উমারলার বাদে যেইলা ঠিক করি থুইচে, সেইলা কাঙোয় চোখু দিয়া দেখে নাই, কান দিয়া শুনে নাই এমন কি ভাবেও নাই।”

১০ কিন্তু ভগবান উয়ার আত্মার মইদ্ধো দিয়া খালি হামারটে প্রকাশ করিচে। ক্যেনেনা পবিত্র আত্মার অজানা কিছুই নাই, এমন কি উয়ায় ভগবানের গুরুত্বপূর্ণ আসল বিষয়ও জানে।

১১ মানষিলার মইদ্ধোত এমন কায় আছে, যে অইন্য মানষির মনের কতা জানির পায়? মানষির মনের মইদ্ধোত যে আত্মা আছে, উয়ায় খালি উয়ার নিজের বিষয় জানির পায়। একে নাকান ভগবানের আত্মা ছাড়া ভগবানের মনের কতা অইন্য কাঙো জানে না।

১২ হামরা দুনিয়ার আত্মা নাই পাই, কিন্তুক ভগবানেরটে থাকি উয়ার আত্মা পাইচি, যাতে ভগবান হামরালাক যে দানলা দিচে সেইলা বুঝির পাই।

১৩ আর হামরালা সেই দানলার কতায় কই। আর হামরা সেইলা কবার বাদে, যে কতা ব্যবহার করি, সেইলা মানষির দেওয়া জ্ঞান থাকি শিক্ষা পায়া কই না। কিন্তুক পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া শিক্ষা পায়া হামরা কই। আত্মিক কতা বুঝি দিবার হামরা আত্মিক কতায় কই।

১৪ যেই মানষি আত্মিক জীবন পায় নাই, উমরালা ভগবানের আত্মা থাকি যেইলা বিরিয়া আইসে সেইলা মানি নেয় না। উমারটে ঐলা মূর্খের বিষয়। ঐলা উয়ায় বুঝির পায় না, ক্যেনেনা পবিত্র আত্মা শিক্ষা না দিলে, সেইলা পরীক্ষা করি দেখা যায় না।

১৫ যেই মানষিটা আত্মিক উয়ায় সউগ কিছুই পরীক্ষা করিয়া দেখে, কিন্তু কাঙো উয়াক পরীক্ষা করিয়া দেখির পায় না।

১৬ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, "কায় প্রভুর মন বুঝির পায়? যে উয়ায় উয়াক উপদেশ দিবার পায়?" কিন্তু হামরা বুঝির পাই ক্যেনেনা খ্রীষ্টের মন হামার অন্তরত আছে।

৩ কিন্তু ভাই বইনিলা তোমরা কোন মতেই আত্মিক হন নাই, এই বাদে আত্মিক মানষিলারটে যেই নাকান করি কতা কওয়া উচিত, মুই সেই নাকান করি কতা কবার নাই পাং। বরং জগতের মানষিক যেই নাকান করি কতা কওয়া দরকার, সেই নাকান করি মোক তোমারলারটে কতা কওয়া খাইলেক। খ্রীষ্টিয় জীবনত তোমরা একে বারে কাচুয়া ছাওয়ার নাকান, এই বাদে জগতের মানষির নাকান কতা কইচুং।

২ মুই তোমারলাক শক্ত খাবার না দিয়া, দুধ খোয়াইচোং ক্যেনেনা সেই সমায় তোমারলার শক্ত খাবার খাওয়ার নাকান না আছিলেন। আর এলাও তোমরালা নাই হন।

৩ তোমরা এলাও জগতের চিন্তা ভাবনা নিয়া আছেন। তোমারলার মইদ্ধোত হিংসা-ঝগড়া নাগিয়ায় আছে। ইয়াতে জানা যায় যে, তোমরা আত্মিক মানষি না হন, তোমরালা জাগতিক।

৪ তোমারলার মইদ্ধে কাঙো য্যেলা কয় মুই পৌলের দলের, আর কাঙো কয়, মুই আপল্লোর দলের, তাইলে তোমরালার চাল-চলন

একেবারে সাধারন মানষির মতন ব্যবহার করির ধরচেন কি না?

৫ আপল্লো কায়? আর পৌলেই বা কায়? হামরা তো ভগবানের সেবাকারী মাত্র, যার মইদ্ধো দিয়া তোমরালা বিশ্বাসের ঘাটাত আসিচেন। প্রভু হামারলাক এক এক জনক এক এক নাকানের কাম দিচে, হামরা খালি ঐলা করির ধরচি।

৬ মুই বিচন ফ্যেলালুং, আপল্লো জল দিলেক, আর ভগবান ঐলাক বড় করি তুলিলেক।

৭ যায় বিচন নাগায় উয়ায় কিছু না হয়, যায় জল দেয় উয়াও কিছু না হয়, কিন্তু পরম ভগবান যায় বড় করি তোলে উয়ায়ে সউগ।

৮ যায় বিচন ছিটায় আর যায় জল দেয় উমার দুই জনের উদ্দেশ্য এক। উমরা সগায় যেমন কর্ম করিবে, তেমনে ফল পাবে।

৯ ক্যেনেনা হামরা দুইজনে ভগবানের নগত কাম করচি, তোমরালা ভগবানের ফসলের ভুই যার মালিক হইলেক ভগবান। তোমরা ভগবানের বানা দালান।

১০ ভগবান যে মোক ক্ষমতা দিচে, সেই অনুসারে পাকা রাজমিস্ত্রির মতন করি ভিটি গাথিচুং। আর উয়ার উপরত অইন্য মানষিলা দালান বানেবার ধরচে। কিন্তু কায় কি নাকান করি বানেবার ধরচে উয়ায় ঐ বিষয়ে সাবধান হউক।

[১১] ক্যেনেনা যে ভিটি গাথা হইচে, সেইটা ছাড়া অইন্য ভিটি কাঙো গাথির পায় না, সেই ভিটি হইলেক যীশু খ্রীষ্ট।

[১২] কিন্তু সেই ভিটির উপরাত সোনা, রূপা, দামী শিল দিয়া গাথনি হউক, বা খুটা, খ্যেড়, নাড়া দিয়া গাথনি,

[১৩] তাইলে কায় কি নাকানের কাম করির ধরচে তা ভাল করি দেখা যাবে। বিচারের দিনত সেইটা প্রকাশ পাবে, কার কাম কি নাকানের সেইটা অগুনে যাচাই করিবে। আর ঐ অগুন দিয়া সগারে কাম যাচাই করা হবে।

[১৪] যায় যেইলা গাথিয়া তুলিচে, সেইলা যদি টিকিয়া থাকে, তাইলে উয়ায় পুরুস্কার পাবে।

[১৫] আর যদি কাঙোরো কাম ছোবা যায় তাইলে উয়ার ক্ষতি হবে। কিন্তুক উয়ায় মুক্তি পাবে। উয়ার অবস্থা হবে অগুনের মইদ্ধো দিয়া পার হয়া আইসা মানষির নাকান।

[১৬] তোমরা কি জানেন না যে, তোমরা ভগবানের মন্দির, আর ভগবানের আত্মা তোমারলার অন্তরত বাস করে?

[১৭] কাঙো যদি ভগবানের মন্দির নষ্ট করে, তাইলে ভগবান উয়াক নষ্ট করিবে। কারন ভগবানের মন্দির পবিত্র, আর তোমরালায় সেই মন্দির।

[১৮] তোমরা কাঙো নিজক ফাকি দেন না। তোমারলার মইদ্ধে কাঙো যদি এই কালের চিন্তা ধারা অনুসারে নিজক জ্ঞানী মনে

করে, তাইলে উয়ায় জ্ঞানবান হবার বাদে মূর্খ হউক। যাতে উয়ায় সচাং করি জ্ঞানী হবার পারে।

[১৯] ক্যেনেনা ভগবানের চোখুত এই জগতের জ্ঞান খালি মূর্খতা। পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, "ভগবান জ্ঞানীলাক উমারলার ছলচাতুরিতে ধরে।"

[২০] আর নেখা আছে, "জ্ঞানীলার সউগ চিন্তা যে নিস্ফল সেইলাও প্রভু জানে।"

[২১] এই বাদে তোমরা কোন মানষিক নিয়া গর্ব করেন না, ক্যেনেনা সউগে তোমারলার।

[২২] পৌল, আপল্লো, পিতর, এমন কি এই দুনিয়া, জীবন, মরণ, বর্তমান আর ভবিষ্যত, এইলা সউগ কিছুই তোমারলার।

[২৩] আর তোমরালা খ্রীষ্টের আর খ্রীষ্ট পরমপ্রভুর।

৪ মুই পৌল আর আপল্লো হামার এইটায় পরিচয়, হামরা খ্রীষ্টের সেবাকারী আর হামারলাক ভগবানের গোপন সত্য জানেবার ভার দেওয়া হইচে।

[২] যার যার উপরাত যে কোন ভার দেওয়া হইচে, উমারলাক কাজে কর্মে দেখের নাগিবে যে, উমরালা বিশ্বস্ত।

[৩] তোমরালা মোর বিচার কর বা আদালতে করুক, তাতে কি আইসে যায়। এমন কি, মুইও মোর নিজের বিচার না করং।

৪ যদিও মোর অন্তর পরিস্কার, ইয়াতে এইটা প্রমাণ হয় না যে, মুই নির্দোষ। প্রভুই মোর বিচার করিবে।

৫ এই বাদে তোমরা সঠিক সমায়ের আগত মানে প্রভু আইসার আগত, কোনো কিছুর বিচার না করেন। ক্যেনেনা ঐ সমায় আন্ধারত যেইলা নুকি থোয়া আছে, প্রভুই সেইলা আলোত আনিবে। মানষির মনের গোপন উদ্দেশ্যলাও প্রকাশ করিবে। সেই সমায় ভগবানেরটে থাকি যার যা পাওনা প্রশংসা তায় তা পাবে।

৬ ভাই বইনিলা তোমারলার উপকারের বাদে মুই মোর নিজের আর আপল্লোর উপমা দিয়া এইলা কতা কলুং, তোমরালা যাতে হামারটে থাকি শিখির পান যে, পবিত্র শাস্ত্রত যেইলা নেখা আছে, সেইলার বায়রাত না যান। এই বাদে তোমরা এক জনক ফ্যেলেয়া আর জনক নিয়া অহংকার করেন না।

৭ অইন্যের চায়া যে তুই নিজক বড় মনে করিস এইটা কি তোর উচিত? তোর এমন কি আছে যে, তুই ভগবানেরটে থাকি দান হিসাবে পাইস নাই? আর যদি সেইলা পাইচিস, তাইলে এমনি পাং নাই কয়া, ক্যেনে অহংকার করির ধরচিস?

৮ তোমারলাক দেখিয়া মনে হবার ধরচে যে, তোমরা আগতেই দরকারি সউগে পাইচেন, আগতে ধনী হইচেন, আর হামারলাক বাদ দিয়া রাজার নাকান হয়া বসি আছেন! তোমরা আসল রাজা হইলে ভালে হইলেক হয়, তাইলে হামরাও তোমারলার সাথত রাজার অংশিদার হবার পাইলং হয়!

৯ কিন্তুক আসল কতা হইলেক, মারি ফ্যেলা হবে বুলিয়া বন্দীলাক মিছিলের একে বারে পাছত থোয়া হয়, মোর মনে হয় ভগবান হামাক মানে যীশুর খবরিয়ালাক ঠিঁক তেমনি সগারে পাছপাকে থুইচে। হামরা ত্রিভূবন, মানে স্বর্গদূত আর মানষিলারটেও ঠাট্টার পাত্র হইচি।

১০ হামরা খ্রীষ্টের বাদে মূর্খ হইচি, আর তোমরালা মনে হয় খ্রীষ্টতে বুদ্ধিমান হইচেন! হামরা কাহিল কিন্তু তোমরা বলবান! তোমরা সন্মান পাইচেন আর হামরা অসন্মান হইচি!

১১ এলাও হামরা প্যেটের ভোগ আর টিস্সায় কষ্ট পাবার ধরচি, হামরালার কাপড়ের অভাব আছে, হামারলাক মারপিট করা হবার ধরচে, হামারলার বাড়ি-ঘর নাই।

১২ হামরা বাঁচির বাদে নিজের হাতে কঠুর খাটনি করচি। য্যেলা মানষিলা হামাক গালি পাড়ে, স্যেলা হামরা উমারলার মঙ্গল কামনা করি, য্যেলা উমরা হামারলাক তান্না দেয়, স্যেলা হামরা সহ্য করি।

১৩ য্যেলা উমরা হামারলার গেলানি করে, স্যেলা হামরা নত-নম্র হয়া উমারলার উত্তর দেই। এলা পর্যন্ত হামরা এই দুনিয়াত জাবুরার নাকান জঞ্জাল হয়া আছি।

১৪ মুই তোমারলাক নইজ্জা-শরম দিবার বাদে এইলা নেখির ধরং নাই, বরং মোর মনের আপনজন মনে করি, তোমারলাক চেতনা দিবার বাদে এইলা নেখির ধরচুং।

১৫ ক্যেনেনা খ্রীষ্টের বিষয়ে শিক্ষা দিবার মতন মানষি তোমারলার হাজার হাজার থাকির পায়, কিন্তু তোমারলার বাপ ম্যেলা নাই। মুইয়ে যীশু খ্রীষ্টের ভাল খবর প্রচারের মইদ্ধো দিয়া তোমারলার আত্মিক বাপ হচুং।

১৬ এই বাদে মুই তোমারলাক মিনতি করি কবার ধরচুং, মুই যেইলা করং তোমরাও সেইলা কর।

১৭ আর এই বাদে মুই ভাই তীমথিয়ক তোমারলারটে প্যেঠাচুং। প্রভুর শিষ্য হিসাবে উয়ায় মোর আদরের বিশ্বস্ত ছাওয়া। যীশু খ্রীষ্টত মুই কি নাকান করি চলির ধরচুং উয়ায় তোমারলাক ফম করি দিবে। সউগ জাগার সউগ সমিতিত মুই একে নাকান শিক্ষা দিয়া থাকং।

১৮ মুই আসিম না মনে করিয়া তোমারলার মইদ্ধে কাঙো কাঙো অহংকার করি বেড়ের ধরচে।

১৯ কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা হইলে মুই পচ-পচে তোমারলারটে ফিরি আসিম। যায় যায় অহংকারে ফুলি উঠিচে উমার কতা শুনির বাদে আসিম না, উমার ক্ষমতা কি সেইটায় জানির আসিম।

২০ ভগবানের শাসন ব্যবস্থা খালি কতার ব্যাপার না হয়! এইটা হইলেক ক্ষমতার ব্যাপার।

২১ তোমরা কি চান? শাস্তি দিবার বাদে মুই নাটি নিয়া আসিম, না পিরিত আর শান্তির মনোভাব নিয়া আসিম?

৫ একটা কতা শোনা যাবার ধরচে যে, তোমারলার মইদ্ধোত ব্যভিচার আছে, এমন জঘন্য ব্যভিচার যেইলা পরজাতিলার মইদ্ধোতও দেখা যায় না। এমন কি তোমারলার এক জন উয়ার সৎ মাক নিজের বউ এর নাকান করি ধরি আছে।

২ তাঙো তোমরা গর্ব করির ধরচেন! বরং তোমরালা পস্তেবার দরকার, এই নাকানের কাম যেই মানষিটা করিচে, উয়াক তোমারলার মইদ্ধো থাকি নিকিলি দেওয়া উচিত ছিল কি না?

৩ মোর দেহা নিয়া তোমারলার ওটে থাকির না পাইলেও, আত্মাতে তোমারলার সোদে আছং। যায় এই নাকান পাপ কাম করিচে, মুই তোমারলার বগলত হাজির হওয়ার মত উয়ার বিচার করিচুং।

৪ হামারলার প্রভু যীশুর নামে যেলা তোমরা কোন জাগাত একটে হবেন, মুইও আত্মাত তোমারলার সোদে থাকিম। আর প্রভু যীশুর ক্ষমতা তোমারলার উপরত থাকিবে।

৫ স্যেলা ঐ মানষিটাক সমিতি থাকিয়া নিকিলি দিয়া শাস্তির বাদে শয়তানের হাতত দিবার নাগিবে। যাতে উয়ার পাপ স্বভাব ধ্বংস হয় আর অবশেষে প্রভু যীশু আইসার দিন আত্মাটা মুক্তি পায়।

৬ অহংকার করা তোমারলার শোভা পায় না। তোমরা তো এই কতা জানেন, “অল্প খানিক সোডা ময়দার গোটায় দালাটাক ফাপেয়া তোলে?”

[৭] তোমারলার মইদ্ধো থাকি পুরান সোডা নিকিলি ফ্যেলেয়া দেও। যেনে তোমরা নয়া খাটি ময়দার দালা হবার পান। খ্রীষ্টান হিসাবে তোমরালা তো সোডা ছাড়া রুটির নাকান। ক্যেনেনা হামারলার মুক্তি ভোজের পার্বনের ভেড়ার বাচ্চা হিসাবে বাছাই করা রাজাটাক বলি দিবার বাদে সঁপে দেওয়া হইচে।

[৮] এই বাদে আইসো হামরা মুক্তি ভোজের পার্বন ঐ রুটি দিয়া পালন করি, যার মইদ্ধোত সেই পুরান সোডা নাই। এই পুরান সোডা হইলেক পাপ আর হিংসা; কিন্তুক আইসো হামরা সোডা ছাড়া রুটি খাই আর সাদা-সিদা মন আর সত্য দিয়া মুক্তি ভোজটা পালন করি।

[৯] মুই মোর আগের চিঠিত নেখিচিলুং, যাতে তোমরালা বেয়া চরিত্রের মানষিলার সোদে মেলা-মেশা না করেন।

[১০] কিন্তুক এই দুনিয়ার বেয়া চরিত্রের মানষিলা লোভী, ঠগবাজী, যায় প্রতিমা পূজা করে, উমার কতা অবশ্য মুই কং নাই, ক্যেনেনা তাইলে তো তোমারলাক একেবারে এই দুনিয়ার বায়রাত যাবার নাগিবে।

[১১] আসলে মুই যা নেখিচুং তার মানে হইলেক এই, যে কাঙো নিজক যীশুর শিষ্য কয়া পরিচয় দেয়, অথচ উয়ায় বেয়া চরিত্রের মানষি, লোভী, ঠগবাজ আর প্রতিমা পূজাকারী, নিন্দুক, মাতাল, এই নাকান নাম ধারি শিষ্যর সোদে মেলা-মেশা না করেন। এমন কি উমার নগত খাওয়া-দাওয়াও না করেন।

[১২] খ্রীষ্টিয় সমিতির বায়রার মানষিলার বিচার করিবার মোর কি দায় পড়িচে? কিন্তু খ্রীষ্টিয় সমিতির ভিতিরার মানষিলার বিচার করার দায় তো তোমারলার অবশ্যই আছে।

[১৩] বায়রার মানষিলার বিচার ভগবানে করিবে। পবিত্র শাস্ত্রের কতা মত, "তোমারলার মইদ্ধো থাকি সেই বেয়া মানষিলাক নিকলি দেও।"

৬

তোমারলার মইদ্ধে কাঙো যদি কোন গুরু ভাইয়ের বিরুদ্ধে কোন দোষ থাকে, তাইলে কোন সাহসে ভগবানের পবিত্র মানষিলারটে না যায়া আদালত, মানে অধার্মিক মানষিলারটে যায়া বিচার চান?

[২] তোমরা কি জানেন না যে, ভগবানের মানষিলা এই দুনিয়ার বিচার করিবে? যদি দুনিয়ার বিচার তোমরালা করেন, তাইলে ক্যেনে এই ছোট ছোট ঘটনালার বিচার করির পান না?

[৩] তোমরা কি জানেন না যে, স্বর্গদূতলারও বিচার হামরায় করিমু? আর এইটায় যদি হয় তাইলে দুনিয়ার বিষয় তো ছোট ঘটনা।

[৪] যদি তোমারলার কোন নালিশ থাকে, তাইলে যায় খ্রীষ্ট সমিতির মানষি না হয়, তোমরা এই নাকান মানষিক বিচার করির দায়িত্ব ক্যেনে দেন?

৫ তোমারলাক নইজ্জা দিবার বাদে মুই এই কতা কবার ধরচুং। তোমারলার মইদ্ধোত সচাংয়ে কি এই নাকান জ্ঞানী মানষি নাই যে গুরুভাইলার গন্ডগোল মিমাংসা করি দিবার পায়?

৬ নিজের মইদ্ধোত মিমাংসা না করিয়া ভাই ভাইয়ের বিরুদ্ধে কাচারি যায়, আর গুরু ভাই না হয় এমন মানষিলারটে!

৭ তোমরা একে অইন্যের বিরুদ্ধে মামলা করির ধরচেন, ইয়াতে প্রমাণ হবার ধরচে যে তোমরা হারি গেইচেন। তার চায়া ভাল তোমরা ঝিত করি রন, তোমারলার বিরুদ্ধে অন্যায় করির দেন।

৮ কিন্তু তোমরালা নিজে অন্যায় করির ধরচেন, তোমরালা ঠকের ধরচেন। এমন কি তোমার গুরু ভাইলাকও!

৯ তোমরা কি জানেন না, যায় যায় অন্যায় করে উমারলার ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত জাগা নাই? তোমরা দোমনা না হয়া নিশ্চিত হও, যার যার চরিত্র বেয়া, যায় যায় প্রতিমা পূজা করে, ব্যভিচার করে, মাগা-মাগি, সমকামী,

১০ চোর, লোভী, মাতাল, অইন্যের গেলানি করে, ঠকবাজী, উমারলার ভগবানের শাসন ব্যবস্থাত থাকির অধিকার নাই।

১১ আর তোমারলার মইদ্ধোত তো কাঙো কাঙো এই নাকানের মানষি আছিলেন। কিন্তু প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নাম নিয়া ভগবানের আত্মার মইদ্ধো দিয়া তোমাক ধুইয়া পরিস্কার করা হইচে। ভগবানের কামের বাদে তোমারলাক যুদা করা হইচে, আর নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হইচে।

১২ কাঙো কাঙো কয়, “সউগ কিছু করির অধিকার মোর আছে।” কিন্তু মুই কং, সউগ যে মানষির উপকার করে এমন না হয়। যদিও সউগে করিবার অধিকার মোর আছে, তাঙো কোন কিছুর মুই চাকর না হং।

১৩ আর কাঙো কাঙো কয়, “খাবার পেটের বাদে, পেট খাবারের বাদে।” সেটা ভাল কতা, কিন্তু ভগবান দুইটায় এক দিন বাতিল করিবে। দেহা ব্যভিচার করির বাদে না হয়, এইটা ভগবানের বাদে, আর ভগবান দেহার বাদে।

১৪ ভগবান উয়ার শক্তি দিয়া প্রভুক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে, উয়ায় হামারলাকও বত্তে তুলিবে।

১৫ তোমরা কি জানেন না, তোমারলার দেহা খ্রীষ্টের দেহার অঙ্গ? তাইলে মুই কি খ্রীষ্টের দেহার অঙ্গ নিয়া বেশ্যার দেহার নগত যুক্ত করিম? কোন দিনও না, এইটা হবার না পায়।

১৬ তোমরা কি জানেন না, যায় বেশ্যার নগত যুক্ত হয়, উয়ায় উয়ার নগত এক দেহা হয়। ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে, “উমরা দুইজনে এক দেহা হবে।”

১৭ কিন্তু যে কাঙো প্রভুর নগত যুক্ত হয় উয়ায় আত্মাতেও উয়ার নগত এক হয়।

১৮ এই বাদে সউগ নাকানের ব্যভিচার থাকি দূরত পালাও। মানষি যেইলা অইন্য নাকানের পাপ করে দেহার বায়রাত করে, কিন্তু যায় ব্যভিচার করে উয়ায় নিজের দেহার বিরুদ্ধে করে।

[১৯] তোমরা কি জানেন না, তোমারলার দেহা পবিত্র আত্মার মন্দির, তোমারলার অন্তরত যায় বসবাস করে যাক ভগবানেরটে থাকি পাইচেন, সেই পবিত্র আত্মার থাকিবার ঘর হইলেক তোমারলার দেহা? তোমরা তোমারলার নিজের না হন,

[২০] তোমারলাক ম্যেলা দাম দিয়া কেনা হইচে। এই দান হইলেক প্রভু যীশুর ক্রুশের মরণ, এই বাদে তোমারলার দেহাক ভগবানের গুণকিত্তন করির বাদে ব্যবহার কর।

৭ তোমরা মোক যে সমন্ধে নেখিচেন, সেই সমন্ধে মুই এলা উত্তর দিম। তোমারলার কতা ঠিক, বিয়াও না করা ভাল।

[২] কিন্তুক মুই কং, চাইরো পাকে ম্যেলা ব্যভিচার হবার ধরচে, এই বাদে সউগ বেটাছাওয়ার ভার্জা থাকুক আর সউগ বেটিছাওয়ার সোয়ামি থাকুক।

[৩] দেহার দিক থাকি ভার্জার যেইলা পাওনা, সোয়ামি সেইলা পূরণ করুক, একে নাকান ভার্জাও সোয়ামির পূরণ করুক।

[৪] ভার্জার দেহা তো উয়ার নিজের না হয়, উয়ার সোয়ামির। একে নাকান সোয়ামির দেহা উয়ার নিজের না হয়, উয়ার ভার্জার।

[৫] সোয়ামি-ভার্জা, তোমরা একে অপরের সোদে মিলন হবার আপত্তি না করেন, খালি প্রার্থনা করির বাদে দুইজনে পরামর্শ করিয়া অল্প সমায়ের বাদে যুদা থাকির পান। তার পরে আরো

একটে হন, যাতে তোমরা নিজক দমনের অভাবে শয়তান তোমারলাক পাপত ফ্যেলের না পায়।

৬ এইলা কতা মুই তোমারলাক আদেশ দিয়া না কং, তোমারলাক অনুমতি দিবার ধরচুং।

৭ মোর ইচ্ছা সগায় যাতে মোর নাকান ঢ্যেনা হয়, কিন্তু সগাকে ভগবান দান হিসাবে এক একটা ক্ষমতা দিচে। একজনের ক্ষমতা এক নাকানের, অইন্য জনের ক্ষমতা আরেক নাকানের। কাঙোরো বিয়াও করার ক্ষমতা আর কাঙোরো বিয়াও না করা ক্ষমতা আছে।

৮ যায় বিয়াও করে নাই, আর যায় বিধুয়া, উমারলাক কবার ধরচুং, উমরা যদি মোর নাকান ঢ্যেনা থাকির পারে তাইলে উমার বাদে এইটা ভাল।

৯ কিন্তু উমরা যদি নিজক দমনে থুবার না পারে তাইলে বিয়াও করুক। ক্যেনেনা দেহার কামনাত জ্বলি পুরি মরির চায়া বিয়াও করা অনেক ভাল।

১০ যার বিয়াও হইচে উমারলাক মুই এই আদেশ দিবার ধরচুং। মুই দিবার ধরচুং যে, সেটা না হয়, ভগবানে দিবার ধরচে। ভগবান যে ভার্জা দিচে উয়ায় যাতে সোয়ামীরটে থাকি চলিয়া না যায়।

১১ কিন্তু যদি চলি যায়, তাইলে আর বিয়াও না করুক, তা না হইলে যদি পারে নিজের সোয়ামির সোদে আর মিল হউক। একে নাকান, সোয়ামির উচিত ভার্জাক ছাড়িয়া না দেউক।

১২ এলা মুই অইন্য সউগ মানষিলাক কবার ধরচুং, মুই কবার ধরচুং প্রভু না কয়, যদি কোন গুরু ভাইয়ের ভার্জা যীশুর শিষ্যা নাই হয়, আর উয়ায় সোয়ামির সোদে থাকির রাজি থাকে তাইলে সোয়ামীটা উয়াক ছাড়িয়া না দেউক।

১৩ আর যদি কোন গুরু বইনির সোয়ামি যীশুর শিষ্য নাই হয়, একে নাকান করি সোয়ামি উয়ার সোদে থাকির রাজি থাকে, তাইলে উয়ায় সোয়ামিক ছাড়িয়া না দেউক।

১৪ ক্যেনেনা যীশুর শিষ্যা হওয়া ভার্জার মইদ্ধো দিয়া যীশুর শিষ্য না হওয়া সোয়ামি, আর যীশুর শিষ্য হওয়া সোয়ামির মইদ্ধো দিয়া সেই যীশুর শিষ্যা না হওয়া ভার্জা পবিত্র হইচে। এই নাকান না হইলে তোমারলার ছাওয়া-ছোটলা ছুয়া হইলেক না হয়। কিন্তু আসলে উমরা শুদ্ধি।

১৫ কিন্তু সেই যীশুর শিষ্য না হওয়া সোয়ামি বা ভার্জা যদি ছাড়িয়া চলি যাবার চায়, তাইলে উয়ায় চলি যাউক। এই নাকান অবস্থাত শিষ্য ভাই বা বইনি ধরাবান্দার মইদ্ধে রইলেক না। ভগবান তো তোমারলাক শান্তিতে জীবন যাপন করিবার বাদে ড্যেকাইচে।

১৬ আর ভার্জা তুই কি করি জানিস, তোর সোয়ামিক তুই মুক্তির ঘাটাত আনির পাবু কি না? আর সোয়ামি তুই কি করি জানিস, তোর ভার্জাক তুই মুক্তির ঘাটাত আনির পাবু কি না?

[১৭] প্রভু যাক যেই নাকান থুইচে আর ভগবান যাক যেই বাদে ড্যেকাইচে, উয়ায় ঐ নাকান জীবন যাপন করুক। এই আদেশ মুই সউগ খ্রীষ্ট সমিতিক দিবার ধরচুং।

[১৮] কোন ভগবানের চিন দেওয়া মানষিক কি ড্যেকা হইচে? তাইলে উয়ার চিন মুছিয়া না ফ্যেলাউক। কোন ভগবানের চিন না দেওয়া মানষিক কি ড্যেকা হইচে? তাইলে উয়াক ভগবানের চিন দেওয়া না হউক।

[১৯] দেহাত চিন দিলেই বা কি, না দিলেই বা কি, ভগবানের আদেশ মানায় হইলেক আসল কতা।

[২০] ভগবান যাক যে অবস্থাত ড্যেকাইচে, উয়ায় ঐ অবস্থাতে থাকুক।

[২১] য্যেলা তোক ড্যেকা হইচে স্যেলা কি তুই চাকর আছিলু? এই বাদে চিন্তা না করিস। তাঙো যদি স্বাধীন হবার সুযোগ পাইস, তাইলে সুযোগ হারাইস না।

[২২] চাকর অবস্থায় ভগবান যাক ড্যেকাইচে, উয়ায় প্রভুর স্বাধীন মানষি হইচে। একে নাকান স্বাধীন অবস্থাত ভগবান যাক ড্যেকাইচে উয়ায় যীশু খ্রীষ্টের চাকর।

[২৩] তোমারলাক ম্যেলা দাম দিয়া কেনা হইচে, মানষির চাকর না হন।

[২৪] ও ভাই-বইনির ঘর, মুই আর কং ভগবান যাক যেই অবস্থাত ড্যেকাইচে, উয়ায় ঐ অবস্থাত থাকুক।

২৫ কুমারী কইনা ছাওয়ালার বাদে ভগবানেরটে থাকি মুই কোন আদেশ পাং নাই। তাঙো ভগবানের দয়া পায়া মোর শিক্ষা বিশ্বস্ত এই বাদে মোর মতামত জানালুং।

২৬ যে দারুন দুঃখ-কষ্টের সমায় আসির ধরচে, এই বাদে মোর মনে হয় তোমরা যায় যেই নাকান আছেন ঐ নাকানে থাকা ভাল।

২৭ তোর কি ভার্জা আছে? তাইলে ভার্জাক ছাড়ি দিবার চেষ্টা না করিস। যদি বিয়াও করিস নাই, তাইলে বিয়াও করির চেষ্টা করিস না।

২৮ কিন্তু বিয়াও যদি তুই করিস তোর কোন পাপ হবে না। কোন কইনা ছাওয়া যদি বিয়াও করে তাইলে উয়ারও কোন পাপ হয় না। কিন্তু যায় যায় বিয়াও করে, উয়ায় এই সংসারে কষ্ট পাবে। এই কষ্ট এরেবার বাদে মুই তোমারলাক সাহায্য করির চাং।

২৯ ভাই-বইনির ঘর মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, সমায় বেশী নাই। যার যার ভার্জা আছে ভগবানের কামের বাদে উমরা এলা থাকি এমন করি চলুক, যেন উমারলার ভার্জা নাই।

৩০ যায় যায় দুঃখ করির ধরচে, যেন উমারলার দুঃখ নাই। যায় যায় আনন্দ করির ধরচে, যেন উমার আনন্দ নাই। যায় যায় কিনা কাটা করির ধরচে, উমরা এমন করি ভাবুক, যে উয়ার নিজের বাদে না হয়।

৩১ যায় যায় সংসারের বিষয় বস্তু ভোগ করির ধরচে, উমরা যাতে পুরাপুরি জড়িয়া না যায়, ক্যেনেনা সংসারের রূপ বদলি

যাবার ধরচে।

৩২ মুই চাং যে, তোমরা যাতে ভাবনা-চিন্তা থাকি মুক্ত থাকির পারেন। যায় বিয়াও করে নাই, উয়ায় প্রভুর বিষয় বেশী চিন্তা করে, ক্যেংকরি উয়ায় প্রভুক সন্তুষ্ট করিবে।

৩৩ কিন্তু বিয়াও করা মানষি সংসারের বিষয় চিন্তা করে, উয়ায় চিন্তা করে যে, ক্যেংকরিয়া ভার্জাক সন্তুষ্ট করা যাবে।

৩৪ উয়ায় দোমনা, প্রভুকও সন্তুষ্ট করির চায়, আর ভার্জাকো সন্তুষ্ট করির চায়। বিয়াও না করা কুমারী চেংড়ি প্রভুর বিষয় চিন্তা করে যাতে উয়ায় দেহা মনে পবিত্র থাকে। কিন্তু বিয়াও ওলা বেটিছাওয়া সংসারের বিষয় চিন্তা করে, উয়ায় তো সংসারের বিষয় বেশী চিন্তা করে, আর উয়ার চিন্তা হইলেক ক্যেমন করি উয়ার সোয়ামিক সন্তুষ্ট করিবে।

৩৫ মুই তোমারলার ভালের বাদে এই কতা কবার ধরচুং, কোন নিয়ম-কানুন চাপে দিবার বাদে না হয়। যাতে তোমরা সঠিক ঘাটাত চলির পান, আর নানা নাকান বিষয়োত জড়িয়া না পড়েন। যাতে মনে পরানে প্রভুর সেবা করির পান।

৩৬ যদি কাঙো মনে করে উয়ার কুমারী বেটির প্রতি দায় দায়িত্ব পালন করির ধরচে না, যদিও বেটিটার বিয়াওয়ের বয়স ভাটি যাবার ধরচে। আর উয়ায় যদি বেটিটাক বিয়াও দিবার দরকার মনে করে, তাইলে উয়ায় নিজের ইচ্ছা মতন কাম করুক। বেটিটার বিয়াও হউক, তাতে কোন পাপ না হয়।

৩৭ কিন্তু যেই বাপের মন থির আছে, বেটিক বিয়াও দিবার দরকার নাই, উয়াক কুমারী থুবে, সেই বাপটা ভালে করে।

৩৮ তাইলে দেখা যায় যে, যায় বেটিক বিয়াও দেয় উয়াও ভাল করে, আর যায় বিয়াও না দেয় উয়ায় আর বেশী ভাল করে।

৩৯ সোয়ামি যত দিন বত্তি থাকে ততদিন ভার্জা বিয়াও এর বন্ধনত বান্দা থাকে। কিন্তু যদি সোয়ামি মরি যায় তাইলে উয়ায় যাকে খুশি আর বিয়াও করির পায়। কিন্তু যাতে মানষিটা যীশুর শিষ্য হয়।

৪০ তাঙো মোর মতে যদি আর বিয়াও না করে, তাইলে আর সুখী হবে। আর মোর মনে হয় মুই এই কতালা ভগবানের আত্মার মইদ্ধো দিয়া কবার ধরচুং।

৮ এইবার মুই প্রতিমাক সঁপে দেওয়া খাবারের বিষয় কবার ধরচুং। হামরা জানি, হামারলার সগারে জ্ঞান আছে। এইটা ঠিক কতা, কিন্তু জ্ঞান মানষিক অহংকারী করি তোলে, পিরিত মানষিক গড়ে তোলে।

২ যদি কাঙো মনে করে যে, উয়ায় খানিক জানে, তাইলে উয়ায় মনে করুক উয়ার যেই নাকান জ্ঞান থাকা দরকার, সেই নাকান জ্ঞান উয়ার এলাও নাই।

৩ কিন্তু কাঙো যদি ভগবানক পিরিত করে, তাইলে প্রভু উয়াক চেনে।

৪ এইবার প্রতিমারটে সঁপে দেওয়া খাবার খাওয়ার বিষয় কবার ধরচুং, হামরা জানি, এই দুনিয়াত প্রতিমা আসলে কোন কিছুই না হয়, আর ভগবানও মাত্র এক জন।

৫ স্বর্গত হউক আর দুনিয়াতে হউক, দেব-দেবী বুলি যদি কোন কিছু থাকে, অবশ্যে দেবতাও ম্যেলা, প্রভুও ম্যেলা।

৬ তাঙো হামারলার বাদে পরম প্রভু এক জনেই আছে। উয়ায় স্বর্গের বাপ; উয়ারটে থাকি সউগ কিছু সিজ্জন হইচে, উয়ারে বাদে হামরালা বত্তি আছি। আর প্রভু হামার এক জন, উয়ায় যীশু খ্রীষ্ট। উয়ার মইদ্ধো দিয়া সউগ কিছু আসিচে আর উয়ারে মইদ্ধো দিয়া হামরালা বত্তি আছি।

৭ কিন্তু সগারে এইলা জ্ঞান নাই। যীশুর শিষ্য হওয়ার আগত প্রতিমা পূজার অভ্যাস আছিলেক বুলিয়া প্রতিমারটে দেওয়া প্রসাদ যদি খায়, তাতে উমারলার বিবেক দুর্বল হওয়াতে উমরা অশুদ্ধি মনে করে।

৮ কিন্তু আসলে কোন খাওয়ার জিনিস হামারলাক ভগবানেরটে নিয়া যায় না। ঐলা যদি হামরালা না খাই তাইলে কোন ক্ষতিও না হয় আর খাইলে লাভও না হয়।

৯ কিন্তু সাবধান! যায় যায় বিশ্বাসে দুর্বল, তোমারলার এই স্বাধীনতা যাতে দুর্বল মনের মানষিলার পাপের কারন না হয়।

১০ তোর তো জ্ঞান আছে, কিন্তু যার বিবেক দুর্বল উয়ায় যদি তোক দেবতার মন্দিরত বসিয়া খাওয়া দেখে, তাইলে কি উয়ায়

প্রতিমারটে সঁপে দেওয়া বলির মসং খাবার বাদে সাহস করিবে না? যদিও উয়ায় বিশ্বাস করে যে, এইটা ঠিক না হয়।

১১ তোর এই নাকান জ্ঞানের বাদে, তোর দুর্বল বিবেকের ভাই, যার বাদে যীশু মরিচে, উয়ায় ধ্বংস হয়া যায়।

১২ এই নাকান করি তোমরা তোমারলার শিষ্য ভাইলার বিরুদ্ধে পাপ করিলেন আর উয়ার দুর্বল বিবেকক দুঃখ দিয়া তোমরা যীশুরো বিরুদ্ধে পাপ করিলেন।

১৩ এই বাদে কোন খাবারের আর যদি মোর ভাই পাপত পরে তাইলে সেই খাওয়ার মুই কোনো দিনও খাইম না। মোর ভাই যাতে পাপত না পড়ে, তার আর এমন কি মুই মসংও খাওয়া ছাড়ি দিম।

৯ ভাই বইনিলা মুই কি এক জন স্বাধীন মানষি না হং? মুই কি এক জন খবরিয়া না হং? হামারলার প্রভু যীশুক কি মুই দেখং নাই? প্রভুর বাদে মুই যেইলা কাম করিচুং, তোমরা কি তার ফল না হন?

২ অইন্য মানষিলা যদি মোক খবরিয়া কয়া মানি না নেয়, কিন্তু তাঞো তোমরা মানি নিবেন। তোমরা যে ভগবানের মানষি হইচেন, এইটায় মোর খবরিয়া পদের প্রমাণ।

৩ যায় যায় মোর দোষ-গুণ বিচার করে, উমরা মোর কতা শুনুক।

[৪] বার্ণবার আর মোর কি খাওয়া-দাওয়া করির অধিকার নাই?

[৫] অইন্য সউগ খবরিয়ালা, প্রভু যীশুর আপন ভাইলা আর পিতর যেই নাকান করি নিজের ভার্জাক নিয়া প্রচারত বাইর হয়, সেই নাকান করি খ্রীষ্ট বিশ্বাসী নিজের ভার্জাক নিয়া প্রচারত বাইর হবার অধিকার কি হামারলারও নাই?

[৬] বার্ণবাক আর মোকেই খালি কি নিজের হাতে কাম করি খাবার নাগিবে?

[৭] কোন সৈন্য কি নিজের পাইসা খরচ করিয়া সৈন্য দলত থাকে? আংগুর গছ যায় গাড়ে তায় কি তার ফল না খায়? যায় পশুর পাল চড়ায় তায় কি তার দুধ না খায়?

[৮] মুই কি এইলা কতা সাধারন মানষির বিচার বুদ্ধির উপর নির্ভর করি কবার ধরচুং? শ্রী মোশির আইন-কানুনত কি একই কতা কয় নাই?

[৯] ওটে কোনা নেখা আছে, “ফসল মাড়া দিবার সমায় গরুর মুখত গোমা না দেন।” ভগবান কি খালি হালুয়া গরুর কতা চিন্তা করে?

[১০] আসলে উয়ায় হামারলারও কতা চিন্তা করিয়া এই কতালা কইচে, হয় কি না? ক্যেনেনা যায় চাষ করে আর ফসল মাড়ে, ফসল পাবার আশা নিয়া উমারলার এইলা করা দরকার।

[১১] যেহেতু হামরা তোমারলার মইদ্ধোত আত্মিক বিচন গাড়চি, এই বাদে তোমারলারটে থাকি যদি জাগতিক খাওয়া-পড়া

জোগার করির পাই, তাইলে কি সেইটা খুব বেশী কিছু?

[১২] এই ব্যাপারে যদি তোমারলারটে অইন্য মানষিলার দাবি থাকে, তাইলে হামারলার কি আরো বেশী থাকিবে না? হামরা কিন্তুক সেই দাবি করি নাই বরং সউগে সহ্য করচি। যাতে যীশুর বিষয়ে ভাল খবর প্রচারের কামত হামরা কোন বাধা না হই।

[১৩] তোমরা কি জানেন না, যায় যায় মন্দিরত কাম করে, উমরা মন্দির থাকি খাবার পায়। আর যায় যায় বেদীত কামাই করে উমরা বেদীত যেইলা সঁপে দেওয়া হয় ঐলার ভাগ পায়?

[১৪] একে নাকান করি ভগবানের ভাল খবর প্রচারকলার বাদে প্রভু বিধান দিচে, যাতে ভাল খবর প্রচারের মইদ্ধো দিয়া উমরালা জীবন যাপন করির পারে।

[১৫] কিন্তু এলা পর্যন্ত মুই কোন কিছু ভোগ করং নাই। তোমরালা যাতে মোর বাদে এই নাকান ব্যবস্থা করেন, এই বাদে মুই এই কতালা নেখং নাই। এই বিষয়ে কাঙো মোর গর্ব করা যদি মিথ্যা বানায় তাইলে ইয়ার চায়া মোর মরণ ভাল।

[১৬] আর যাই হউক মুই ভাল খবর প্রচার করং, এই বাদে মোর গর্ব করিবার মত কিছু নাই। ক্যেনেনা মোক এইলা করিবার নাগিবেই। আর যদি মুই সেই ভাল খবর প্রচার না করং, তাইলে মোর এইটা দুর্ভাগ্য।

[১৭] যদি মুই নিজের ইচ্ছায় প্রচার করিলুং হয়, তাইলে মুই পুরুস্কার পাবার যোগ্য হলুং হয়। যেহেতু মুই নিজের ইচ্ছায় করং

নাই, মোর উপরত দায়িত্ব হিসাবে এই ভার দেওয়া হইচে, এই বাদে মুই এইলা করং।

[১৮] তাইলে মুই কি পুরুস্কার পাইম? পুরুস্কারটা হইলেক এই নাকান, যে্যেলা মুই ভাল খবর প্রচার করং, স্যেলা বিনা পাইসায় করং। এই নাকান করি ভাল খবর প্রচার করির সমায়, মোর বেতন পাবার যে অধিকার আছে সেইলা মুই ব্যবহার না করং। আর এই হইলেক মোর পুরুস্কার।

[১৯] যদিও মুই কাঙোরো চাকর না হং, তাঙো মুই নিজে সগারে চাকর হইচুং। যাতে করি মুই ম্যেলা মানষিক বাছাই করা রাজাটার বাদে জয় করির পাং।

[২০] যিহূদী মানষিলাক জয় করির বাদে মুই উমারলারটে যিহূদীর মত হইচুং। যদিও মুই মহাপুরুষ শ্রী মোশির আইন-কানুনের অধীনোত না হং, তাঙো যায় যায় আইন-কানুনের অধীনে আছে, উমারলাক জয় করির বাদে মুই উমারলার নাকান হইচুং।

[২১] আর আইন-কানুনের বায়রাত যায় যায় আছে উমারলাক জয় করির বাদে, আইন-কানুনের বায়রাত থাকা মানষির নাকান হইচুং। অবশ্য ইয়ার মানে এই না হয় যে, মুই ভগবানের আইন-কানুন মানং না, মুই তো যীশুর আইন-কানুন মানিয়া জীবন যাপন করির ধরচুং।

[২২] যায় যায় বিশ্বাসে দুর্বল, উমারলারটে মুই উমার নাকান মানষি হলুং, যাতে উমারলাক বাছাই করা রাজাটার বাদে জয়

করির পাং। মুই সগারেটে উমার মনের মতন হলুং, যাতে যে কোন উপায়ে উমারলাক বাঁচের পারং।

২৩ এইলা সউগে মুই ভাল খবরের বাদে করির ধরচুং, যাতে করি এইলার আশুর্বাদের অংশিদার হবার পারং।

২৪ তোমরা কি জানেন না, যে্যলা দৌড়া দৌড়ি খেলা হয়, স্যেলা ম্যেলা মানষি অংশগ্রহন করে কিন্তু জয়ী হয় এক জন, আর উয়ায়ে পুরুস্কার পায়। এই বাদে তোমরা এমন করি দৌড়ান যাতে পুরুস্কার পান।

২৫ আর দেখেন যায় যায় দৌড়ত যোগ দেয় উমরা আগত থাকি সগায় কঠিন নিয়ম মানিয়া চলে। উমরা যেইলা নষ্ট হয়া যায় সেই জয়ের মালা পিন্দির এইলা করে। কিন্তু হামরা এমন পুরুস্কারের বাদে দৌড়াই, যেই পুরুস্কার কোন দিনও নষ্ট হবার না হয়।

২৬ এই বাদে উদ্দেশ্য ছাড়া মুই দৌড়াং না। যায় যায় ফাকাত ঘুসি মারে এই নাকান মানষির নাকান মুই না হং।

২৭ মুই দেহাক কষ্ট দিয়া নিজের অধীনত থুইচোং, যাতে দোসরা মানষিলারটে ভাল খবর প্রচার করিবার পাছত পুরুস্কার পাবার বাদে অযোগ্য হয়া না পড়ং।

১০ ভাই-বইনির ঘর, মুই চাং তোমরা ফম না হারান যে, হামার চৌদ্দ গুষ্টির সগায় অচানক ম্যেঘের নিচত আছিলেক আর সগায় লোহিত সাগর পার হইছিলেক।

২ মহাপুরুষ শ্রী মোশির নগত এক হবার বাদে ঐ মেঘ আর ঐ সাগরের মইদ্ধোত উমারলার সগারে দীক্ষা হয়া গেইচে।

৩ পরম প্রভুর দেওয়া একে আত্মিক খাবার

৪ আর একে আত্মিক জল উমরা সগায় খাইচে। ক্যেনেনা উমরালা পরম প্রভুর দেওয়া যে শিল নগত নিয়া যাবার ধরছিলেক, ঐটা থাকি উমরা খাবার জল পাবার ধরছিলেক। আর সেই শিলটা হইলেক বাছাই করা রাজা।

৫ কিন্তু উমারলার মইদ্ধে বেশীর ভাগ মানষির প্রতি পরম প্রভু সন্তুষ্ট আছিলেক না। এই বাদে উমার মরাদেহা নিধুয়া পাথারত পরি রইলেক।

৬ হামরা যাতে শিখির পাই, এই বাদে ঐ ঘটনালা ঘটিছিলেক, যাতে উমরা যে নাকান বেয়া জিনিসের উপরাত লোভ করিচিলেক, হামরা ঐ নাকান না করি।

৭ উমারলার মইদ্ধে কাঙো কাঙো মূর্তি পূজা করিচিলেক, তোমরা ঐ নাকান না করেন। পবিত্র শাস্ত্রত উমারলার সমন্ধে নেখা আছে, “মানষিলা খাওয়া-দাওয়া করির বসিলেক, পাছত হাল্লা-চিল্লা করিয়া আমোদ করির বাদে খাড়া হয়া নাচির নাগিলেক।”

৮ উমারলার মইদ্ধে ম্যেলা মানষি ব্যভিচার করির বাদে একদিনে তেইশ হাজার মানষি মরি গেইচে। হামরালা যাতে এই নাকান ব্যভিচার না করি।

[৯] উমারলার মইদ্ধে ম্যেলা মানষি প্রভুক পরীক্ষা করির যায়া সাপের কামড়ে মরি গেইছিলেক, হামরা যেনে ঐ নাকান করি প্রভুক পরীক্ষা না করি।

[১০] উমারলার মইদ্ধে ম্যেলা মানষি বিরক্ত বোধ করিচে বুলিয়া, ধ্বংসকারী এক দূত উমারলাক ধ্বংস করিচে, তোমরা ঐ নাকান বিরক্ত বোধ প্রকাশ না করেন।

[১১] সগায় যাতে দেখিয়া শিখির পায় তারে বাদে এই ঘটনালা উমার উপরাত ঘটিচে। আর হামারলাক সাবধান করি দিবার বাদে এইলা নেখা হইচে, ক্যেনেনা হামরা শ্যেষ কালত আসিয়া পৌছিচি।

[১২] এই বাদে কাঙো যদি মনে করে উয়ায় শক্ত হয়া খাড়া হয়া আছে, তাইলে উয়ায় সাবধান হউক যাতে পড়িয়া না যায়।

[১৩] মানষির জীবনত যেইলা পরীক্ষা আইসে, এইলা ছাড়া দোসরা কোনো পরীক্ষা তোমারলার উপরাত আইসে নাই। তোমরা ভগবানের প্রতি বিশ্বস্ত থাক, যে পরীক্ষা তোমরালা সহ্য করির পাইবেন না সেইটা উয়ায় তোমারলার নগত হবার দিবে না। এই পরীক্ষাত পড়ার সাথে সাথে ঐলা থাকি বাইর হবার ও ঘাটা উয়ায় দেখেয়া দিবে, যাতে তোমরা ঐলা সহ্য করির পান।

[১৪] মোর আদরের সখার ঘর, তোমরালা সউগ নাকানের প্রতিমা পূজা থাকি দূরত রও।

[১৫] মুই জানং তোমরা বুদ্ধিমান; এই বাদে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, মুই যেইলা কং, তোমরালা সেইলা নিজে নিজে বিচার করিয়া দেখ।

[১৬] প্রভুর ভোজের সমায় ধন্যবাদ দিয়া যে আশুর্বাদের নোটা থাকি যেইলা হামরা খাই, ঐটা কি খ্রীষ্টের অক্তের সহভাগিতা না হয়? আর যে রুটি টুকরা টুকরা করিয়া খাওয়া হয়, সেইটা কি খ্রীষ্টের দেহার সহভাগিতা না হয়?

[১৭] হামরা ম্যেলা হইলেও একখান রুটির সগায় অংশিদার হয়া একে দেহা হইচি।

[১৮] ইস্রায়েল জাতির কতা চিন্তা কর। উমারলার মইদ্ধে যায় যায় বলির মসং খায়, উমরালা কি বেদীর সউগ কিছুতে অংশগ্রহন করে না?

[১৯] তাইলে মোর কতার মানে কি? মুই কি এইটা কবার ধরচুং যে, যায় প্রতিমাক গতে দিবার নিয়া আইসে বাস্তবে এইটা বত্তা আছে? আর বাস্তবে এইটা কি ভগবান? এই গতে দেওয়ার কোন গুরুত্ব আছে?

[২০] না, কোন গুরুত্ব নাই। মুই কবার ধরচুং অযিহুদীলা যেইলা গতে দেয় সেইলা ভগবানেরটে না দেয়, অপদেবতালার উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়। মুই চাং না, অপদেবতালার নগত তোমারলার যোগাযোগ থাকুক।

২১ প্রভুর ভোজের নোটা আর অপদেবতার ভোজের যে নোটা এই দুইটা নোটা থাকি তোমরা খাবার পারেন না। আর তোমরালা প্রভুর টেবিল আর অপদেবতার টেবিল এই দুইটা টেবিলত অংশ নিবার পারেন না।

২২ তোমরা কি প্রভুর মনত গোসা তুলির চাবার ধরচেন? হামরালা কি উয়ার চায়া বলবান?

২৩ মানষি কয়, "হামারলার সউগ কিছু করিবার স্বাধীনতা আছে।" এই কতা ঠিক, কিন্তু সউগে যে মানষির উপকার করে এমন না হয়। যে কোন কিছু করির স্বাধীনতা হামারলাক দেওয়া হইচে, কিন্তুক সউগে যে মানষিক গড়ে তোলে এমন না হয়।

২৪ কাঙো খালি নিজের মঙ্গলের চেষ্টা না করুক, সগায় সগারে মঙ্গলের চেষ্টা করুক।

২৫ বাজারত বেচের আনা যে কোন মসং খাও, পোছেন না যে এই মসং প্রতিমার আগত সঁপে দেওয়া হইচে কি না, এমন না হউক উয়ার উত্তরে তোমরা মনত দুঃখ পান।

২৬ ক্যেনেনা শাস্ত্রত নেখা আছে, "দুনিয়া আর উয়ার মইদ্ধোত সউগে পরম প্রভুর।"

২৭ এই বাদে যদি কোন মানষি গুরু ভাই না হয়, উয়ায় তোমাক নিমন্ত্রন করে আর তুই যাবার চাইস, তাইলে কোন কিছু না পুছিয়া তোর আগত যেইলা খাবার আনিয়া দিচে ঐলা খা।

২৮ কিন্তুক কাঙো যদি কয়, “এইলা প্রতিমারটে সঁপে দেওয়া হইচে,” তাইলে উয়ার আর খালি বিবেকের কতা চিন্তা করিয়া সেইটা না খাইস।

২৯ মুই তোর নিজের বিবেকের কতা কবার ধরচুং না, অইন্য মানষিটার বিবেকের কতা কবার ধরচুং। মোর স্বাধীনতা ক্যেনে অইন্য মানষির বিবেক দিয়া বিচার করা হবে?

৩০ মুই যদি ধন্যবাদ দিয়া এই খাবার খাং তাইলে উয়ার বাদে ক্যেনে মোর নিন্দা করা হবে?

৩১ এই বাদে তোমরা খাওয়া-দাওয়া কর আর যাই কর, সউগ কিছুই ভগবানের মহিমার বাদে কর।

৩২-৩৩ মুই যেই নাকান সউগ মানষিক সউগ নাকান করি সন্তুষ্ট করির চেষ্টা করং, তোমরাও একে নাকান কর। কি যিহূদী, কি গ্রীক, কি খ্রীষ্ট সমিতি, কারো ঘাটার বাধা না হন। মুই খালি নিজের ভাল না চাং, অইন্যের ভাল চাং যাতে উমরালা পাপ থাকি মুক্তি পায়।

১১ মুই যেই নাকান খ্রীষ্টের মত চলির ধরচুং তোমরাও তেমনি মোর মত চল।

২ মুই তোমারলার গুণগান করির ধরচুং, ক্যেনেনা তোমরা সউগ সমায় মোর কতা মনে করেন, আর মুই তোমারলাক যেই শিক্ষা দিচুং সেইলা তোমরা ভাল করি পালন করির ধরচেন।

৩ কিন্তুক মুই চাং তোমরা যাতে বুঝির পারেন যে পতিটা বেটাছাওয়ার মাথা হইলেক খ্রীষ্ট। বেটিছাওয়ার মাথা হইলেক সোয়ামি, আর খ্রীষ্টের মাথা হইলেক পরম প্রভু।

৪ যেই বেটাছাওয়া মাথা ঢাকিয়া প্রার্থনা করে বা ভাববাণী কয় উয়ায় উয়ার মাথার অসন্মন করে।

৫ আর যেই বেটিছাওয়া মাথাত ঘোমটা না দিয়া প্রার্থনা করে বা ভাববাণী কয়, উয়ায় উয়ার মাথার অপমান করে। উয়ায় মাথা নাড়িয়া করা বেটিছাওয়ার মতই হয়।

৬ যদি কোন বেটিছাওয়া উপাসনার সমায় মাথাত ঘোমটা না দেয়, তাইলে উয়ার চুল একেবারে কামেয়া ফ্যেলাউক! কিন্তুক বেটিছাওয়ার বাদে চুল কামেয়া ফ্যেলা নজ্জার বিষয় এই বাদে উয়ার মাথাত ঘোমটা দিয়া থুক।

৭ উপাসনা করির সমায় মাথা ঢাকিয়া থোয়া বেটাছাওয়ার উচিত না হয়। ক্যেনেনা পরম প্রভু বেটাছাওয়াক নিজের মত করিয়া সিজ্জন করিচে। আর বেটাছাওয়ার মইদ্ধো দিয়া পরম প্রভুর মহিমা প্রকাশ পায়। কিন্তুক বেটিছাওয়ার মইদ্ধো দিয়া বেটাছাওয়ার মহিমা দেখা যায়।

৮ বেটাছাওয়া বেটিছাওয়া থাকি আইসে নাই। কিন্তু পইলা বেটিছাওয়া সিজ্জন হইচে পইলা বেটাছাওয়া থাকি।

৯ বেটিছাওয়ার বাদে বেটাছাওয়ার সিজ্জন হয় নাই, কিন্তুক বেটাছাওয়ার বাদে বেটিছাওয়ার সিজ্জন হইচে।

১০ এই কারনে, আর স্বর্গদূতলার বাদে, অধীনতার চিন হিসাবে এক জন বেটিছাওয়ার মাথাত ঘোমটা দেওয়া উচিত।

১১ যাই হউক, প্রভু যীশুর সমাজত যোগ দিয়া বেটিছাওয়া সোয়ামির উপরত নির্ভর করে, আর সোয়ামি বেটিছাওয়াটার উপরাত নির্ভর করে।

১২ ক্যেনেনা যেই নাকান পইলা বেটাছাওয়া থাকি পইলা বেটিছাওয়া আসিচে, একে নাকান বেটিছাওয়ার মইদ্ধো দিয়া বেটাছাওয়ার জন্ম হয়। কিন্তুক সউগে পরম প্রভু থাকি হয়।

১৩ তোমরা নিজেই বিচার করি দেখ, মাথাত ঘোমটা না দিয়া ভগবানেরটে প্রার্থনা করা বেটিছাওয়ার মানায় কি?

১৪ সাধারন বুদ্ধি দিয়া কি এইটা বুঝা যায় না যে, বেটাছাওয়া যদি লম্বা চুল থোয় উয়ার বাদে ঐটা অসন্মানের।

১৫ কিন্তুক বেটিছাওয়ার লম্বা চুল থোয়া সন্মানের।

১৬ যদি কাঙো এই নিয়া তর্ক করির চায়, তাইলে মুই কইম যে, অইন্য কোন নিয়ম হামারলার মইদ্ধোত নাই আর খ্রীষ্ট সমিতিলাতও নাই।

১৭ এইবার মুই তোমারলাক যেইলা বিষয় আদেশ দিবার ধরচুং, ঐলার বিষয় মুই কোন গুণগান না করিম। ক্যেনেনা তোমরালা যেই নাকান করি খ্রীষ্ট সমিতিত একটে হন তাতে কোন ভাল হয় না বরং ক্ষতি হয়।

[১৮] পইলা মুই শুনির পাবার ধরচুং, তোমরা য্যেলা খ্রীষ্ট সমিতিত এক সাথে মিল হন স্যেলা তোমারলার মইদ্ধোত দলাদলি থাকে, আর মুই খানিক বিশ্বাস করং।

[১৯] তোমারলার মইদ্ধোত মতের অমিল হবেই ইয়ার ভাল দিক হইলেক, ভগবানের চোখুত তোমারলার মইদ্ধোত যোগ্য মানষি কায় সেইটা ঝকঝকা করি ধরা পড়ে।

[২০] খ্রীষ্ট সমিতিত প্রভুর ভোজের বাদে একটে মিল হয়া যা খান আসলে সেইটা প্রভুর ভোজ না হয়।

[২১] ক্যেনেনা তোমরা কাঙো কারো বাদে বাচ্চে না রয়া খায়া নেন। উয়াতে কাঙোয় ভোগতে রয় আর কাঙো খায়া মাতাল হয়।

[২২] খাওয়া-দাওয়া করির বাদে তোমারলার কি ঘর-বাড়ি নাই? তোমরা কি সমিতিক তুচ্ছ মনে করেন, আর যার কিছুই নাই উমারলাক নইজ্জা দিবার ধরচেন? মুই তোমারলাক কি কইম? ইয়াতে মুই কি তোমারলার গুণগান করিম? মোটেও না!

[২৩] মুই প্রভুর ভোজের বাদে প্রভুরটে থাকি যেই শিক্ষা পাইচুং সেইটায় মুই তোমারলাক দিবার ধরচুং। যেই রাতিত প্রভু যীশুক শত্রুলার হাতত ধরেয়া দেওয়া হইচে, সেই রাতিত উয়ায় রুটি নিয়া,

[২৪] পরম প্রভুক ধন্যবাদ দিছিলেক আর সেইটা টুকরা টুকরা করি কইলেক, “এইটা মোর দেহা, এইখান তোমারলার বাদে, মোক ফম করির বাদে তোমরালা এই নাকান করো।”

২৫ খাওয়া শ্যেষ করিয়া প্রভু একে নাকান নোটা নিয়া কইলেক, "এই নোটা হইলেক মোর অক্ত, এই অক্ত দিয়া মানষির মুক্তির বাদে নয়া চুক্তি করা হইলেক। তোমরালা যত বার এইটা হাতে খাবেন মোক ফম করেন।"

২৬ এই বাদে উয়ায় না আইসা পর্যন্ত তোমরা যত বার এই রুটি খাবেন আর এই নোটা থাকি খাবেন, ততবার প্রভুর মরণের কতা প্রচার করিতে থাকেন।

২৭ এই বাদে যে কাঙো অযোগ্য হয়া এই রুটি আর এই নোটা থাকি খায় উয়ায় প্রভুর দেহার আর অক্তের বিরুদ্ধে পাপ করিচে বুলিয়া দোষী হয়।

২৮ এই রুটি আর নোটা থাকি খাবার আগত মানষি নিজক পরীক্ষা করিয়া দেখুক।

২৯ ক্যেনেনা খাবার সমায় উয়ায় যদি প্রভুর দেহার বিষয় না বোঝে তাইলে ঐ খাওয়াতে উয়ায় নিজের উপরত শাস্তি ড্যেকেয়া আনে।

৩০ এই বাদে তোমারলার মইদ্ধোত আজি ম্যেলা দুর্বল আর অসুকিয়া মানষি আছে, আর কাঙো কাঙো মরিয়াও গেইচে।

৩১ যদি হামরা নিজক বিচার করিয়া দেখি তাইলে হামরা প্রভুর বিচারের হাত থাকি রেহাই পাইলাং হয়।

৩২ কিন্তু প্রভু য্যেলা হামারলার বিচার করে স্যেলা হামারলাক শাসনও করে, যাতে দুনিয়ার মানষিলার সগারে নগত হামারলাক

দোষী কয়া ধরা না হয়।

[৩৩] এই বাদে মোর ভাই-বইনিলা, তোমরা যে্যলা প্রভু ভোজ করির বাদে একটে হন স্যেলা এক জন অইন্য জনের বাদে বাচ্চে রন।

[৩৪] যদি কাঙোরো ভোগ নাগে তাইলে উয়ায় বাড়ি যায়া খায়া আসুক, যাতে সমিতি হিসাবে একটে মিল হবার ফলে শাস্তি পাবার না নাগে। আর অইন্য বিষয়লা সমন্ধে যে্যলা মুই আসিম স্যেলা উপদেশ দিম।

১২ মোর ভাই-বইনিলা, মুই চাং না যে, পবিত্র আত্মার দেওয়া বরদান সমন্ধে তোমরালা অজানা থাকো।

[২] তোমরা জানেন, যে্যলা তোমরা যীশুর শিষ্য হন নাই, স্যেলা তোমারলাক এমন সউগ প্রতিমার পাকে টানিয়া নিয়া গেইলেক হয়, যেইলা কতা কবার পারে না।

[৩] মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, পরম প্রভুর আত্মার মইদ্ধো দিয়া কতা কইলে কাঙো কয় না যে, “যীশুর উপরত অভিশাপ আসুক।” আর পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া ছাড়া কাঙো কবার পারে না যে, “যীশুই প্রভু।”

[৪] একে পবিত্র আত্মার দেওয়া বরদান নানা নাকানের।

[৫] হামরা এক প্রভুর নানা নাকান করি সেবা করি।

[৬] হামারলাক সগাকে আলদা আলদা কাম দেওয়া হইচে, কিন্তু একই ভগবান সউগ নাকানের কাম সউগ মানষির মইদ্ধোত করান।

[৭] সগারে মংগলের বাদে পবিত্র আত্মার বরদান এক এক মানষিক আলদা আলদা করি দেওয়া হয়।

[৮] এই আত্মার মইদ্ধো দিয়া জ্ঞানের কতা বা বুদ্ধির কতা কবার দেওয়া হইচে।

[৯] আর কাঙোকে কাঙোকে একে আত্মার বরদান দিয়া বিশ্বাসের ক্ষমতা, বা অসুখ ভাল করির ক্ষমতা,

[১০] বা অচানক কাম করির ক্ষমতা, আর ভগবানের বাইক্য কবার ক্ষমতা দেওয়া হইচে। আর কোন বাইক্য ভাল আত্মা থাকি আসিচে না বেয়া আত্মা থাকি সেইটা চিনির ক্ষমতা দেওয়া হইচে। অইন্য কাঙো কাঙোক স্বর্গের ভাষাত কতা কবার ক্ষমতা আর কাঙো কাঙোক এইলা ভাষার মানে বুঝি দিবার ক্ষমতা দেওয়া হইচে।

[১১] এইলা সউগ কাম পবিত্র আত্মা একলায় করে। উয়ার খুশি মতন সগাকে এইলা ক্ষমতা আলদা আলদা করি দেয়।

[১২] হামারলার সগারে দেহা নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ দিয়া গড়া। যদিও ম্যেলা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তবু সউগে মিলিয়া একটা দেহা। খ্রীষ্টর দেহাও তেমন একে নাকান, এই দেহা হইলেক সমিতি।

[১৩] সমিতির মইদ্ধোত হামরা যিহূদী কি অযিহূদী, চাকর কি স্বাধীন, সগায় একটা পবিত্র আত্মা দিয়া দীক্ষা হইচে। আর এলা হামরা সগায় একটা দেহা হইচি। ক্যেনেনা হামরা তো সগায় একটায় পবিত্র আত্মাক পাইচি।

[১৪] দেহা খালি এক অঙ্গ দিয়া গড়া না হয়, ম্যেলা অঙ্গ দিয়া গড়া।

[১৫] ঠ্যেং যদি কয়, "মুই হাত না হং, এই বাদে মুই দেহার অঙ্গ না হং," তাইলে সেইটা যে দেহার অঙ্গ না হয় এমন না হয়।

[১৬] আর কান যদি কয়, "মুই চোখু না হং এই বাদে মুই দেহার অঙ্গ না হং," তাইলে সেই কতাটা ঠিক না হয়।

[১৭] যদি গোটায় দেহাটা চোখু হইলেক হয় তাইলে শুনিবার শক্তি কোটে থাকিলেক হয়? আর গোটায় দেহাটা যদি কান হইলেক হয় তাইলে গন্ধ নিবার শক্তি কোটে থাকিলেক হয়?

[১৮] আসলে ভগবান যেই নাকান চাইচে ঠিক সেই নাকান করি দেহার অঙ্গলাক উয়ায় একটা একটা করি দেহাত বসাইচে।

[১৯] যদি সউগ অঙ্গলা একে নাকান হইলেক হয় তাইলে দেহা কোটে থাকিলেক হয়?

[২০] অঙ্গ ম্যেলা কিন্তুক দেহা একটায়।

[২১] চোখু কোন দিনও হাতক কবার পারেনা, "তোক মোর দরকার নাই," আর মাথা ঠ্যেং দুইটাক কবার পারে না,

“তোমারলাক মোর দরকার নাই।”

২২ আসলে দেহার যেই অঙ্গলা দুর্বল মনে হয় সেইলায় বেশী দরকারি।

২৩ আর যেই অঙ্গলাক হামরা তুচ্ছ মনে করি, সেইলাক বেশী করি যতন করির নাগিবে। যে অঙ্গলা মানষিক দেখা না যায় ঐলা হামরা আর যতন করি ঢাকি থুই।

২৪ কিন্তু যে অঙ্গলা বায়রাত দেখা যায় ঐলা হামার ঢাকি থুবার দরকার হয় না। দেহার যে অঙ্গলার কোন সন্মান নাই ভগবান সেইলাক বেশী সন্মান দিচে, আর সউগলাকে এক সাথে যুক্ত করিচে।

২৫ যাতে দেহা ভাগ হয়া না যায়, বরং সেইলা যাতে আর একে অইন্যের বাদে চিন্তা করে।

২৬ দেহার কোন অঙ্গ যদি কষ্ট পায় তাইলে উয়ার সাথত সগায় কষ্ট করে। যদি একটা অঙ্গ সন্মান পায় তাইলে উয়ার নগত অইন্য অঙ্গলাও আনন্দিত হয়।

২৭ ঠিক তেমনি তোমরায় খ্রীষ্টের দেহা, আর এক এক জন এক একটা অঙ্গ।

২৮ খ্রীষ্ট সমিতিত পইলা যীশুর খবরিয়ালাক, দ্বিতীয়তঃ ভাববাদীলাক, তৃতীয়তঃ মাষ্টার, ভগবান নিযুক্ত করিচে। তার পাছত এই মানষিলাক নিযুক্ত করিচে যায় যায় অচানক কাম করির ক্ষমতা, যায় যায় অসুখ ভাল করির ক্ষমতা, যায় যায়

সাহায্য করির ক্ষমতা, আর স্বর্গের ভাষাত কতা কবার ক্ষমতা পাইচে।

২৯ ইমরা সগায় কি খবরিয়া? সগায় কি ভাববাদী? সগায় কি মাষ্টার? সগায় কি অচানক কাম করিবার ক্ষমতা পাইচে?

৩০ সগায় কি অসুকিয়া মানষিলাক ভাল করির ক্ষমতা পাইচে? সগায় কি স্বর্গের ভাষাত কতা কবার ক্ষমতা পাইচে? সগায় কি উয়ার মানে বুঝিয়া দিবার ক্ষমতা পাইচে? না পায় নাই!

৩১ কিন্তুক তোমরালা আত্মার সউগ চায়া দরকারি ক্ষমতা পাবার আগ্রহী হন। আর মুই তোমারলাক এইবার আর একটা ভাল ঘাটা দেখেয়া দিবার ধরচুং:

১৩ মুই যদি দুনিয়ার যত ভাষা আছে, আর স্বর্গদূতলার ভাষাত কতা কং কিন্তুক মোর মইদ্ধোত পিরিত না থাকে, তাইলে মুই জোরে বাজা ঘণ্টা আর ঝন ঝন করা করতাল হয়া পড়িচুং।

২ যদি ভাববাণী কবার ক্ষমতা মোর থাকে, যদি মুই সউগ গোপন বিষয় বুঝির পাং আর মোর যদি সউগ নাকানের জ্ঞান থাকে, এমন কি পাহাড়ক এক জাগা থাকি অইন্য জাগাত সরেয়া দিবার পুরা বিশ্বাস থাকে, কিন্তু মোর মইদ্ধোত পিরিত না থাকে তাইলে মোর কোন দাম নাই।

৩ মোর যা কিছু আছে তা যদি মুই গরীবলাক খাবার বাদে দান করি দ্যেং, এমন কি, দেহাটা পোড়েবার জন্যে দিয়া দ্যেং, কিন্তু

মোর মইদ্ধোত পিরিত না থাকে, তাইলে মোর কোন লাভ নাই।

[৪] পিরিত সউগ সমায় ধৈর্য ধরে, দয়া করে, হিংসা করে না, বড় বড় কতা কয় না, অহংকার করে না।

[৫] বেয়া ব্যবহার করে না, নিজের সুবিধার চেষ্টা করে না। গোসা হয় না, কারো বেয়া ব্যবহারের কতা ফম থোয় না।

[৬] পিরিত কোন বেয়া বিষয় নিয়া আনন্দ করে না, কিন্তু সচাং বিষয় নিয়া আনন্দ করে।

[৭] পিরিত সউগ কিছু সহ্য করে, সগাকে বিশ্বাস করে, সউগ কিছুতে আশা করে, সউগ কিছুই ধৈর্য ধরিয়া মানিয়া নেয়।

[৮] পিরিত কোন দিনও শ্যেষ হয় না। ভাববাণী কবার ক্ষমতা তাঙো এক দিন শ্যেষ হবে। নানা নাকান ভাষাত কতা কবার ক্ষমতা তাঙো শ্যেষ হয়া যাবে। যদি জ্ঞান থাকে তাঙো এক দিন অকামের হবে।

[৯] এলা হামরা সউগ বিষয়ে পুরাপুরি জানিনা, ভাববাণীও পুরাপুরি কবার পারি না।

[১০] কিন্তু শ্যেষকালে সউগ পরিপূর্ণ হয়া য্যেলা আসিবে, যেইলা পরিপূর্ণ নাই হয় সেইলাও শ্যেষ হবে।

[১১] মুই য্যেলা ছাওয়া আছিলুং স্যেলা ছাওয়ার নাকান কতা কইচুং, ছাওয়ার নাকান চিন্তা করিচুং, ছাওয়ার নাকান বিচার করিচুং। এলা মোর বয়স হইচে এই বাদে ছাওয়ার নাকান চিন্তালা বাদ দিচুং।

[১২] এলা হামরা আয়নাত আবছা দেখির ধরচি। কিন্তুক সেই সমায় পরিস্কার দেখিমু।

[১৩] তাইলে হামরা জানির পাবার ধরচি যে, বিশ্বাস, আশা আর পিরিত এই তিনটায় শ্যেষ পর্যন্ত টিকি রবে। কিন্তুক এইলার মইদ্ধোত পিরিত হইলেক সউগ চায়া মহান।

১৪

তোমরা পিরিত করিবার বাদে চেষ্টা কর আর পবিত্র আত্মার দেওয়া ক্ষমতালা, বিশেষ করি ভগবানের বাইক্য কবার ক্ষমতা পাবার বাদে আগ্রহী হও।

[২] পবিত্র আত্মার দেওয়া স্বর্গের ভাষাত যে কোন মানষি কতা কয় উয়ায় মানষিরটে কয় না, ভগবানেরটে কয়। উয়ায় তো পবিত্র আত্মার দেওয়া গোপন তত্ত্বের বিষয় কয়, এই বাদে অইন্য মানষি সেইলা বুঝির পারে না।

[৩] কিন্তুক যায় ভগবানের বাইক্য কয় উয়ায় মানষিক গড়ে তুলিয়া উৎসাহ আর সান্তনা দেয়।

[৪] যায় স্বর্গের ভাষাত কতা কয়, উয়ায় খালি নিজক গড়ে তুলে, কিন্তুক যায় ভগবানের বাইক্য কয় উয়ায় খ্রীষ্ট সমিতির মানষিলাক গড়ে তুলে।

[৫] মোর ইচ্ছা যাতে তোমরা সগায় স্বর্গের ভাষাত কতা কবার পারেন। আর চাং যাতে তোমরা ভগবানের বাইক্য কবার পান। স্বর্গের ভাষাত কতা কবার চায়া তো ভগবানের বাইক্য কওয়া আর

ভাল। খালি মানে বুঝিয়া দিবার পারে এমন মানষি যদি থাকে তাইলে স্বর্গের ভাষাত কতা কইলে লাভ হয় যাতে খ্রীষ্ট সমিতির মানষিলাক গাথিয়া তুলা যায়, তা না হইলে বেকার।

৬ মোর ভাই-বইনিলা, মুই যদি তোমারটে আসিয়া খালি স্বর্গের ভাষাত কতা কং, তাইলে মুই তোমারলাক কি উপকার করির পারং? মুই যদি ভগবানের কোন সচাং কতা বা জ্ঞানের কতা ভগবানের বাইক্য বা শিক্ষার কতা কং তাইলে উপকার হবে।

৭ এমন কি জিউ না থাকা বাঁশী বা বীণার নাকান বাজনা যদি পরিস্কার সুর-তাল না বাজে তাইলে ক্যেমন করি গান বুঝা যাবে?

৮ যুদ্ধের শিংগা যদি পরিস্কার না বাজে তাইলে কায় নিজক যুদ্ধত যাবার বাদে তৈরি করিবে?

৯ একে নাকান যেই ভাষা মানষিলা বোঝে না সেই ভাষাত তোমরা যদি কতা কন, তাইলে তোমরা যেইটা কন সেইটা ক্যেমন করি বুঝা যাবে? ক্যেনেনা তোমরা যেইলা কন সেইলা ফাকোতে বাতাসক কন।

১০ এই দুনিয়াত নানা নাকানের ভাষা আছে ঐলার মইদ্ধে কোনটায় অর্থহীন না হয়।

১১ কিন্তুক মুই যদি ভাষার মানে না বুঝং তাইলে যায় মোর সোদে কতা কবার ধরচে মুই উয়ারটে বিদেশীর নাকান হইম, উয়াও মোরটে একে নাকান হবে।

১২ তোমারলার বেলাও একে নাকান। মুই জানং তোমরা পবিত্র আত্মার বরদান পাবার বাদে হাউস করির ধরচেন। কিন্তু মুই কং, যেইলা দিয়া খ্রীষ্ট সমিতিক গড়ে তোলা যায় খালি সেইলায় পাবার চেষ্টা কর।

১৩ এই বাদে যেই মানষি স্বর্গের ভাষাত কতা কয় উয়ায় প্রার্থনা করুক যাতে উয়ার মানে বুঝির ক্ষমতা পায়।

১৪ ক্যেনেনা মুই যদি স্বর্গের ভাষাত প্রার্থনা করং খালি মোর আত্মায় করে, মুই নিজেই বুঝির না পারং।

১৫ তাইলে মোর কি করা দরকার? মুই আত্মা দিয়া প্রার্থনা করিম, বুদ্ধি দিয়াও প্রার্থনা করিম। মুই আত্মা দিয়া গুণকিত্তন করিম, বুদ্ধি দিয়াও গুণকিত্তন করিম।

১৬ যদি তুই খালি আত্মাতে গুণগান করিস, তাইলে যেই মানষি ওটেকোনা শুনির ধরচে উমরা না বুঝিয়া ক্যেমন করি তোর গুণগানের আমেন কবে? ক্যেনেনা তুই কি কবার ধরচিস উমরা তো বোঝে না।

১৭ তুই হয় তো ঠিক করি গুণগান করির ধরচিস, কিন্তু অইন্য জনাক আত্মিক করি গড়ে তুলির নাই পারিস।

১৮ মুই তোমারলার সগারে চায়া বেশী স্বর্গের ভাষাত কতা কবার পাং এই বাদে মুই ভগবানক ধন্যবাদ দ্যেং।

১৯ কিন্তু সমিতির মইদ্ধোত স্বর্গের ভাষাত হাজার হাজার কতা কবার বদলে অইন্যলাক শিক্ষা দিবার আর মুই বুদ্ধি দিয়া বরং

পাঁচটা কতা কইম।

২০ ভাইয়ের ঘর, চ্যেংড়ার নাকান আর বুদ্ধি না করেন। তোমারলার বয়স্ক মানষির নাকান বুদ্ধি হউক, হিংসা নিন্দার ব্যাপারে কাচুয়া ছাওয়ার নাকান সাদাসিদা হন।

২১ মহাপুরুষ মোশির আইন-কানুনত নেখা আছে, অইন্য ভাষার মানষিলাক দিয়া আর বৈদেশিয়ার মুখ দিয়া মুই এই জাতিরটে কতা কইম তাঙো উমরা মোর কতা শুনিবে না। মুই ভগবান কবার ধরচুং।

২২ তাইলে দেখা যায়, শিষ্যলার বাদে স্বর্গের ভাষাত কতা কওয়া কোন চিন না হয়, বরং যায় শিষ্য হয় নাই উমারে বাদে এই চিন। কিন্তু যায় শিষ্য হয় নাই উমার বাদে ভগবানের বাইক্য কওয়া কোন চিন না হয়, বরং শিষ্যলার বাদে ঐটায় চিন।

২৩ সমিতির মানষি এক জাগাত জড়ো হইলে সগায় স্বর্গের ভাষাত কতা কইতে থাকে, স্যেলা কোন বায়রার মানষি যায় শিষ্য নাই হয়, উমরা যদি ভিতরত সোন্দায় তাইলে কি তোমারলাক পাগলা কবে না?

২৪ কিন্তু যদি সগায় ভগবানের বাইক্য কয় সেই সমায় কোন সাধারন মানষি যায় শিষ্য নাই হয় উয়ায় আইসে, তাইলে সেই মানষিটা সগারে কতা শুনি নিজের পাপের সমন্ধে চেতনা পাবে আর ঐলা কতার দ্বারা উয়ার অন্তরের বিচার নিজে করিবে।

২৫ ইয়াতে উয়ার অন্তরের গোপন বিষয়লা বাইর হয়া পড়িবে, স্যেলা উয়ায় মাটিত উবুর হয়া পড়িয়া ভগবানের গুণগান করি কবে, “সচাংএ ভগবান তোমারলার মইদ্ধোত আছে।”

২৬ হে মোর আদরের ভাই বইনিলা তাইলে কি কইম? তোমরা য্যেলা সমিতিত এক জাগাত জোড়ো হন স্যেলা তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো গুণকিত্তন করে, কাঙো শিক্ষা দেয়, কাঙো সচাংটা উদলি দেয়, কাঙো স্বর্গের ভাষাত কতা কয়, আর কাঙো উয়ার মানে বুঝিয়া দেয়। যায় যেই নাকান করুক না ক্যেনে সউগে যাতে সমিতিক গড়ে তুলির বাদে হয়।

২৭ দুই বা তিন জনের বেশী স্বর্গের ভাষাত কতা না কউক, উমরা যাতে পালা নিয়া কয়, আর এক জন যাতে উয়ার মানে বুঝিয়া দেয়।

২৮ বুঝিয়া দেওয়া মানষি যদি না থাকে তাইলে স্বর্গের ভাষাত কতা কওয়া মানষি সমিতিত চুপ থাকুক। উয়ায় একলায় নিজের নগত আর ভগবানের নগত স্বর্গের ভাষাত কতা কউক।

২৯ ভাববাদীলা যায় যায় ভগবানের বাইক্য কয় উমরা দুই বা তিন জন কতা কউক, অইন্যলা উয়ার বিচার করি দেখুক।

৩০ ওটেকোনা বসিয়া আছে এমন কাঙোরোটে যদি ভগবানের বাইক্য আইসে তাইলে পইলা যায় বাইক্য কবার ধরছিলেক উয়ায় চুপ করুক।

৩১ যাতে একের পর এক সগায় বাইক্য কবার পায়, শিক্ষালাভ করিয়া সমিতির সগায় আর উৎসাহিত হয়।

৩২ ফম থোন, ভাববাদীলার আত্মা নিজের বশে থুক।

৩৩ ভগবান তো গন্ডগোলের ভগবান না হয়, উয়ায় শান্তির ভগবান। ভগবানের মানষিলার সউগ সমিতিত যেমন হয়া থাকে,

৩৪ একে নাকান বেটিছাওয়ালা সমিতিত গল্প না করিয়া চুপ করি থাকুক, ক্যেনেনা কতা কবার অধিকার উমারলাক দেওয়া হয় নাই। মোশির বিধানত যেই নাকান কয় সেই নাকান উমরা বাধ্য হয়া থাকুক।

৩৫ যদি উমরা কোন কিছু জানির চায় তাইলে বাড়িত উয়ার সোয়ামিক পুছুক, ক্যেনেনা সমিতিত কতা কওয়া বেটিছাওয়ার বাদে নজ্জার বিষয়।

৩৬ পরম প্রভুর বাইক্য কি তোমারলার মইদ্ধো থাকি বাইর হয়া আইসচে আর খালি কি তোমারলারটেই আইসচে?

৩৭ কাঙো যদি নিজক ভাববাদী মনে করে বা আত্মিক বরদান পাইচে কয়া মনে করে, তাইলে উয়ায় স্বীকার করুক যে, মুই যেইলা নেখিচুং সেইলা প্রভুর আদেশ।

৩৮ যদি কাঙো এই কতা অবজ্ঞা করে তাইলে উয়াকও অবজ্ঞা করা হবে।

৩৯ এই বাদে হে মোর ভাই বইনির ঘর, ভগবানের বাইক্য কবার আগ্রহী হন, আর স্বর্গের ভাষাত কতা কবার মানা না করেন।

৪০ কিন্তু সউগ কিছু যাতে নিয়ম মানিয়া সঠিক করা হয়।

১৫ মোর ভাই-বইনির ঘর, তোমরা জানিচেন মুই তোমারলারটে আগত ভগবানের ভাল খবর প্রচার করিচুং, ঐলা তোমরা মানি নিয়া থির আছেন। এলা মুই ঐ ভাল খবর ফম করি দিবার ধরচুং।

২ আর যে বাইক্য শুনিচেন, সেইটা যদি জীবনত শক্ত করি ধরি রাখেন, তাইলে তোমরালা এই ভাল খবরের মইদ্ধো দিয়া মুক্তি পাবার ধরচেন। কিন্তু সাবধান, সেই বিশ্বাস খালি মানষিক দেখা বিশ্বাস না হউক।

৩ মুই যেই খবর প্রভুরটে থাকি পাইচুং সেইটা খুব জরুরি খবর মনে করিয়া তোমারটে পৌছে দিচুং। সেই জরুরি খবরটা হইলেক, বাছাই করা রাজাটা শাস্ত্রের কতা মতন হামারলার পাপের বাদে মরিলেক,

৪ উয়াক সমাধিত দেওয়া হইলেক, শাস্ত্রের কতা মতন তিন দিনের দিন মরণ থাকি ফির বত্তে তুলা হইলেক।

৫ আর উয়ায় খবরিয়া পিতরক, আরো পরে উয়ার নিজের বারো জন খবরিয়ালাক দেখা দিলেক।

৬ ইয়ার পাছত উয়ায় একই সমায় পাঁচশোর বেশী শিষ্যলাক দেখা দিলেক। উমার মইদ্ধে কাঙো কাঙো মরি গেইলেও বেশীর ভাগ মানষি এলাও বত্তিয়া আছে।

৭ তার পাছত উয়ায় যাকবক দেখা দিলেক আরো খবরিয়ালাক সগাকে দেখা দিলেক।

৮ তার পাছত যেমন অকালে জন্মা ছাওয়ার নাকান, সগারে শ্যেষত মোকও দেখা দিলেক।

৯ খবরিয়ালার মইদ্ধে মুই সউগ চায়া ছোট, খবরিয়া কয়া কাঙো মোক ড্যেকায় এইটা মোর যোগ্যতা নাই, ক্যেনেনা মুই শিষ্য হবার আগত প্রভুর সমিতিলাক অইত্যাচার করির ধরচিলুং।

১০ কিন্তু এলা মুই যা হইচুং সেইটা ভগবানের দয়াতে হইচুং। মোর উপরত উয়ার ঐ দয়া নিস্ফল হয় নাই। মুই বরং অইন্য খবরিয়ালার তুলনায় বেশী পরিশ্রম করিচুং। মুই যে বেশী করিচুং এইটা না হয়, মোর উপরত যে ভগবানের দয়া আছে এই দয়াতে এইলা করিচুং।

১১ এই বাদে মুই হং বা অইন্য খবরিয়ালা হউক, সগায় একে ভাল খবর প্রচার করচি আর তোমরালা সেইটা বিশ্বাস করিচেন।

১২ কিন্তু হামরা প্রচার করির ধরচি বাছাই করা রাজাটা মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিচে, তাইলে তোমারলার মইদ্ধে কাঙো কাঙো কি করি কবার ধরচে, মরালা ফির বত্তি উঠির না হয়?

১৩ মরালা যদি ফির বত্তি না ওঠে তাইলে বাছাই করা রাজাটাকও ফির বত্তে তোলা নাই হয়।

১৪ আর উয়ায় ফির বত্তি না উঠিয়া থাকে তাইলে হামার প্রচার মিছাং আর তোমারলার বিশ্বাসও মিছাং।

১৫ হামার সাক্ষ্য এই, ভগবান বাছাই করা রাজাটাক ফির বত্তে তুলিচে। মরালাক যদি বত্তে তোলা না হয়, তাইলে বাছাই করা রাজাটাকও বত্তে তোলা নাই হয়। তাইলে এইটা প্রমাণ হবার ধরচে যে, ভগবানের বিষয় হামরা মিছাং সাক্ষী দিবার ধরচি।

১৬ ক্যেনেনা মরালাক যদি ফির বত্তে তুলা না হয় তাইলে বাছাই করা রাজাটাক বত্তে তোলা হয় নাই।

১৭ যদি উয়াক বত্তে তোলা না হয়া থাকে তাইলে তোমারলার বিশ্বাসের কোন দাম নাই, আর তোমরা এলাও পাপের মইদ্ধোত পড়িয়া আছেন।

১৮ তাইলে বাছাই করা রাজাটার শিষ্য হয়া যায় যায় মরিচে উমরা সগায় নাশ হইচে।

১৯ আর বাছাই করা রাজাটার উপরত যে আশা খালি যদি এই জীবনের বাদে হয়, তাইলে অইন্য মানষিলার চায়া হামারা খুব হতভাগা হমু!

২০ বাছাই করা রাজাটাক কিন্তু সচাং করি বত্তে তোলা হইচে। উয়ায় ফসলের পইলা ফল, মানে মরণ থাকি যাক যাক ফির বত্তে তোলা হবে উমারলার মইদ্ধে উয়ায় পইলা বত্তি উঠিচে।

২১ ক্যেনেনা একটা মানষির মইদ্ধো দিয়া যেমন মরণ আসিচে, মরালার মইদ্ধোত ফির বত্তি উঠা তেমনি একটা মানষি দিয়া আইসেচে।

২২ পইলা মানষি আদমের নগত যুক্ত আছি বুলিয়া যেই নাকান সউগ মানষি মরে, একে নাকান করি যায় যায় বাছাই করা রাজাটার নগত যুক্ত আছে উমারলাক সগাকে নয়া জীবন দান দিয়া বত্তে তোলা হবে।

২৩ কিন্তু সগাকে উয়ার পালা মতন বত্তে তোলা হবে, পইলা বাছাই করা রাজাটাক, তার পাছত উয়ার যায় যায় নিজের। বাছাই করা রাজাটা আইসার সমায় উমারলাক বত্তে তোলা হবে।

২৪ ইয়ার পাছত বাছাই করা রাজাটা য্যেলা ত্রিভূবনের মইদ্ধোত শত্রুলার সউগ ক্ষমতা, অধিকার আর শক্তি ধ্বংস করিয়া স্বর্গের বাপ ভগবানের হাতত শাসন ব্যবস্থা দিয়া দিবে স্যেলায় শ্যেষকাল আসিবে।

২৫ ক্যেনেনা যত দিন স্বর্গের বাপ উয়ার সউগ শত্রুলাক বাছাই করা রাজাটার ঠ্যেংএর তলাত না থোয়, ততদিন পর্যন্ত বাছাই করা রাজাটাক শাসন করির নাগিবে।

২৬ শ্যেষ শত্রু যে মরণ উয়াকও ধ্বংস করা হবে।

২৭ শাস্ত্রের কতা মতন, "ভগবান সউগ কিছু উয়ার অধীন করিয়া ঠ্যেংএর তলাত থুবে।" এইটা ঝকঝকা যে, ভগবান নিজক বাদ দিয়া সউগ কিছুই বাছাই করা রাজাটার অধীন করিচে।

২৮ সউগ কিছু বাছাই করা রাজাটার অধীনে যে্যেলা থোয়া হবে, স্যেলা যায় সউগ কিছু উয়ার অধীনে থুইলেক, সেই ভগবান যাতে এক মাত্র মালিক হবার পারে, এই বাদে বেটাও নিজে স্বর্গের বাপ ভগবানের অধীন হবে।

২৯ মনে কর, মরা মানষির উদ্দেশ্যে যায় যায় দীক্ষা নেয়, উমরালার কি লাভ হবে? মরালাক যদি বত্তে তোলা না হয়, তাইলে ক্যেনেই বা উমরা মরালার বাদে দীক্ষা নিবে?

৩০ আর হামরা ক্যেনে সউগ সমায় বিপদত পড়ির ধরচি?

৩১ ভাই বইনিলা প্রভু যীশুর কামত তোমারলাক নিয়া মোর যে গর্ব, ঐ গর্বত নিশ্চিত যে সউগ দিনে মুই মরণের নগত নড়াই করির ধরচুং।

৩২ ইফিষ গঞ্জত বনুয়া জানোয়ারলার নগত মুই যে নড়াই করিচুং আরে! সেইটা খালি জাগতিক উদ্দেশ্যের বাদে করি থাকং তাইলে মোর কি লাভ হইচে? মরালাক যদি ফির বত্তে তোলা না হয়, “তাইলে আইসো খাওয়া-দাওয়া করি ক্যেনেনা কালি তো মরি যামো।”

৩৩ ঐ নাকান ভুল না করেন। কতাত কয়, “বেয়া সঙ্গী ভাল মানষিকও বেয়া বানেয়া দেয়।”

৩৪ ধার্মিক হবার বাদে চেতন হও, পাপ না করেন, ক্যেনেনা কাঙরো কাঙরো ভগবান-জ্ঞান নাই। মুই তোমারলাক নজ্জা দিবার বাদে এই কতা কবার ধরচুং।

৩৫ কাঙো কাঙো কবে, “মরা মানষিক ক্যেমন করি বত্তে তোলা হবে? উমারলার দেহাটা বা ক্যেমন হবে?”

৩৬ কি বোকার মতন প্রশ্ন! তুই নিজে যে বিচন ছিটাইস, সেইটা না মরা পর্যন্ত বত্তা যায় না।

৩৭ তোর গাড়া বিচি থাকি যে চারা হয় সেইটা তুই গাড়িস নাই, খালি বিচি গাড়িচিস, সেইটা গমের বিচন বা অইন্য কোন।

৩৮ ভগবান নিজের ইচ্ছা মতন সেই বিচিক একটা দেহা দেয়। পতিটা বিচিক উয়ার উপযুক্ত দেহা দান করি থাকে।

৩৯ মনে কর, সউগ প্রাণীর মসং একে নাকান না হয়, মানষির মসং এক নাকানের, পশুর মসং আরেক নাকানের, পখিলার মসং অইন্য নাকানের।

৪০ আর স্বর্গের যেমন দেহালা আছে, তেমন জাগতিক দেহালাও আছে। স্বর্গের দেহালার তেজ এক নাকানের, জাগতিক দেহালার তেজ অইন্য নাকানের

৪১ বেলার তেজ এক নাকানের, চানের তেজ অইন্য নাকানের, আর তারালার তেজ আরেক নাকানের। তেজের দিক দিয়াও একটা তারা আর একটা তারার থাকি আলদা।

৪২ মরালার বত্তি ওঠা ঠিক একে নাকানের। দেহা সমাধিত দিলে তা নষ্ট হয়া যায়, কিন্তু সেই দেহা এমন অবস্থাত বত্তে তোলা হবে আর কোন দিনও নষ্ট হবার না হয়।

৪৩ যে দেহা সমাধিত দেওয়া হয় তার কোন সন্মান থাকে না, কিন্তু মহিমার নগত বত্তে তোলা হবে। দুর্বল অবস্থায় সমাধিত দেওয়া হয়, শক্তিমান অবস্থায় ফির বত্তে তোলা হয়।

৪৪ যে দেহা সমাধিত দেওয়া হবে তা হবে জাগতিক দেহা, আর যে দেহা ফির বত্তে তোলা হবে সেইটা হবে আত্মিক দেহা।

৪৫ শাস্ত্রত তো এই নাকান নেখা আছে, "পইলা মানষি আদম জীবন্ত প্রাণী হইলেক।" আর শ্যেষ আদম (মানে যীশু) জীবন দানকারী আত্মা হইলেক।

৪৬ যেইটা আত্মিক সেইটা পইলা না হয়, যেইটা জাগতিক সেইটা পইলা, আর যেইটা আত্মিক সেইটা পাছত আইসে।

৪৭ পইলা মানষি আদম আসিলেক দুনিয়ার ধূলা থাকি, সেই দুতিয়া মানষি আসছিলেক স্বর্গ থাকি।

৪৮ দুনিয়ার মানষিলা সেই মাটির গড়া মানষি আদমের মত, আর যায় যায় স্বর্গত যাবে উমরা স্বর্গের মানষি যীশুর মত।

৪৯ হামরা যেই নাকান মাটির মানষির আকার পাইচি, ঠিক তেমনি স্বর্গের মানষির আকারও পামো।

৫০ হে মোর ভাই বইনিলা মুই যা কবার ধরচুং সেইটা হইলেক, কোন মানষি উয়ার অক্ত-মসং এর দেহা নিয়া ভগবানের শাসন ব্যবস্থার অধিকারী হবার পারে না। যেইলা নষ্ট হয়া যাবে, সেইলা এমন কিছুর অধিকারী হবার পায় না যা নষ্ট হবার না হয়।

৫১ মুই তোমারলাক একটা গোপন সচাং কতা কং শোন। হামরা সগায় যে মরি যামু এমন না হয়, কিন্তু বদলি যামু।

৫২ এক মুহূর্তের মইদ্ধে, চোখুর পলকে, শ্যেষ সমায়ের শিংগা র আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে হামরা সগায় বদলি যামু। সেই শিংগা যেলা বাজিবে স্যেলা মরালা এই নাকান করি বত্তি উঠিবে উমরা আর কোন দিনও মরির না হয় আর হামরাও অইন্য আকার ধরিমু।

৫৩ ক্যেনেনা এই নষ্ট হওয়া দেহাক এমন নয়া কাপড় পেন্দার নাকান নয়া আকার দিবার নাগিবে যা কোন দিন নষ্ট হবার না হয়, মরিবারো না হয়।

৫৪ এই নষ্ট হওয়া দেহা পুরান কাপড়ের নাকান খুলিয়া ফ্যেলেয়া নষ্ট না হওয়া দেহা নয়া কাপড়ের নাকান যেলা পিন্দিবে, আর মরিবে না, স্যেলা শাস্ত্রের এই নেখা সচাং হবে,

৫৫ "মরণ তোর জয় কোটে? মরণ তোর হুল কোটে?"

৫৬ মরণের হুল হইলেক পাপ আর পাপের শক্তিই আইন কানুন।

৫৭ কিন্তু ভগবানক ধন্যবাদ, হামারলাক প্রভু যীশুর মইদ্ধো দিয়া জয়ী করিচে।

৫৮ এই বাদে হে মোর আদরের ভাই বইনিলা শক্ত হয়া খাড়া হও, কোন কিছুই যাতে তোমারলাক নড়ের না পারে। প্রভু যীশুর কামত নিজক একেবারে সঁপে দেও, ক্যেনেনা তোমরা জানেন উয়ার কামত তোমারলার প্ররিশ্রম ফলহীন হবার না হয়।

১৬ এলা মুই ভগবানেরে মানষিলাক সাহায্য দিবার বাদে চান্দা তুলিবার বিষয় কবার ধরচুং। গালাতীয়া প্রদেশের সমিতির মানষিলাক যেমন করিবার কইচুং তোমরাও তেমন কর।

২ তোমরালা সগায় তোমারলার আয় অনুসারে কিছু থুইয়া পতি রবিবারের বাদে জমা কর। তাইলে মুই যে্যলা আসিম সে্যলা যাতে চান্দা তুলির না নাগে।

৩ মুই যে্যলা তোমারলার ওটেকোনা আসিম সে্যলা তোমারলার জমা করা দান যিরূশালেমত নিয়া যাবার বাদে তোমরা যাক যাক যোগ্য মনে করেন, মুই চিঠি নেখি উমাকে দিয়া পে্যঠাইম।

৪ আর মোর যাওয়া যদি দরকার মনে করেন তাইলে মুই উমার সোদে যাইম।

৫ মুই ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশ হয়া যাবার সিদ্ধান্ত নিচুং, ম্যাসিডোনিয়া দিয়া যাবার সমায় তোমারলার ওটেকোনা আসিম।

৬ মুই কিছু দিন তোমারলার ওটেকোনা থাকির পারং, যদি সম্ভব হয় গোটায় জারের কালটা কাটাইম। ইয়ার পাছত মুই তোমারলার ওটে থাকি যেটেকোনা যাইম তোমরা মোক আগেয়া দিবার পাবেন।

৭ যাত্রার সমায় মুই তোমারলার নগত খালি দেখা করির চাং না, ভগবানের ইচ্ছা হইলে বেশ কিছু দিন তোমারলার নগত থাকিম।

[৮] পঞ্চাশত্তমীর পার্বনের দিন পর্যন্ত মুই ইফিষ গঞ্জত থাকিম।

[৯] ক্যেনেনা এটেকোনা যে কামের ফল পাওয়া যায় সেই নাকান কামের একটা মস্তবড় সুযোগ মোরটে আইসচে যদিও ম্যেলা মানষি বিরোধীতা করির ধরচে।

[১০] ভাই তীমথিয় তোমারলার ওটেকোনা যাবার পারে, উয়াক আদর যতন করেন। দেখেন যাতে উয়ায় তোমারলার নগত নির্ভয়ে থাকির পারে। উয়ায়ও মোর নাকান প্রভুর কাম করে, এই বাদে কাঙো যেন উয়াক তুচ্ছ মনে না করুক।

[১১] উয়াক তোমরা উয়ার যাত্রার সমায় শান্তিতে আগেয়া দেন, যাতে উয়ায় মোর এটে আসির পারে। উয়ায় অইন্য গুরুভাইলার নগত আসিবে এই বাদে মুই বাচ্চে আছং।

[১২] এলা মুই ভাই আপল্লোর সমন্ধে কং, মুই উয়াক অনেক কাউলা কাউলি করিচিনুং যাতে উয়ায় গুরুভাইলার নগত তোমারলার ওটে যায়। কিন্তু এলা উয়ার যাবার কোন ইচ্ছা নাই। উয়ায় সুযোগ পাইলে পাছত তোমারলার ওটে যাবে।

[১৩] তোমরা সতর্ক থাকেন, বিশ্বাসে থির থাকেন, সাহসী আর বলবান হও।

[১৪] তোমরালা যেইলায় করেন না ক্যেনে পিরিতের মনোভাব নিয়া কর।

[১৫] ভাইয়ের ঘর তোমরা জানেন, শ্রী স্তিফানের পরিবারের মানষিলা গ্রীস দেশত উমরায় পইলা যীশুর শিষ্য হয়। ভগবানের

মানষিলাক সেবা করির বাদে উমরা নিজক সঁপে দিচে।

[১৬] এই বাদে তোমরা এই নাকান যায় প্রভুর সেবাত যুক্ত আছে, উমার নেতৃত্ব মানিয়া নেও।

[১৭] মুই খুব খুশি ক্যেনেনা স্তিফান, ফর্তুনাত আর আখাই ভাই আসিয়া তোমরালা না থাকির অভাব পূরণ করি দিচে।

[১৮] উমরা মোর আর তোমারলার অন্তরত উৎসাহ জাগাইচে। তোমরা এই নাকান মানষিলাক সন্মান কর।

[১৯] এশিয়া প্রদেশের সমিতির মানষিলা তোমারলার মঙ্গল কামনা করির ধরচে। ভাই আকিলা আর বইনি প্রিষ্কিল্লা উমার বাড়িত যায় যায় প্রার্থনা করির আইসে, সগায় তোমারলার মঙ্গল কামনা করির ধরচে।

[২০] সউগ গুরু ভাই-বইনিলাও তোমারলার মঙ্গল কামনা করির ধরচে। তোমরা একে অপরক পিরিতের মনভাব নিয়া মঙ্গল কামনা জানান।

[২১] মুই পৌল নিজের হাতে চিঠির শ্যেষ মঙ্গল কামনা জানালুং।

[২২] কাঙো যদি প্রভুক পিরিত না করে উয়ার উপরত অভিশাপ নামিয়া আসুক। হে হামারলার প্রভু আইস!

[২৩] প্রভু যীশুর আশুর্বাদ তোমারলার নগত থাকুক।

[২৪] তোমারলার সগারে বাদে মোর খ্রীষ্টিয় পিরিত রইলেক॥

২ করিন্থীয়

১ মুই পৌল, ভগবানের ইচ্ছায় মোক যীশু খ্রীষ্টের এক জন খবরিয়া বানাইচে। মুই আর গুরুভাই শ্রী তীমথিয় দুইজনে এই চিঠি নেখিচি। করিন্থ গঞ্জের ভগবানের সমিতি আর গ্রীস দেশের সউগ ভগবানের মানষিলারটে হামরা নেখিচি।

২ হামারলার স্বর্গের বাবা ভগবান আর হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট, তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৩ হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভগবান আর স্বর্গের বাপের মহিমা হউক। উয়ায় দয়াময় বাপ, উয়ায় সউগ সান্তনা দাতার ভগবান।

৪ উয়ায় হামারলাক সউগ দুঃখ-কষ্টের মইদ্ধোত সান্তনা দেয়, যাতে উয়ারটে থাকি পাওয়া সান্তনা হামরা অইন্য মানষিলাক দুঃখ-কষ্টের সমায় দিবার পারি।

৫ যেমন যীশু খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্ট হামারলার উপরত উথলি পড়িচে, তেমন যীশুর মইদ্ধো দিয়া সান্তনাও হামারলারটে উথলি পড়ে।

৬ হামরা যদি কষ্ট পাই সেইটা হইলেক সান্তনা আর মুক্তির উদ্দেশ্যে। আর যদি সান্তনা পাই সেইটা হইলেক তোমারলার সান্তনার উদ্দেশ্যে। এই সান্তনা হামারলার নাকান তোমারলাকও একে নাকান শক্তি আর ধৈর্য যোগান দেয়।

[৭] তোমারলার সমন্ধে হামারলার থির বিশ্বাস আছে, ক্যেনেনা তোমরালা যেই নাকান হামারলার কষ্টের ভাগী সেই নাকান হামারলার সান্তনারও ভাগী।

[৮] ভাই-বইনিলা, এশিয়া প্রদেশত রবার সমায় হামার যে কষ্ট হইছিলেক, সেইটা তোমারলাক জানেবার চাবার ধরচুং। ওটেকার দুঃখ-কষ্ট হামারলার সহ্যের বায়রা আছিলেক, হামরা বাঁচির আশা ছাড়ি দিচিলং।

[৯] হামরা ভাবছিলং যে, এইবার হামরা নিশ্চয় মরিমো। কিন্তুক এই অবস্থায় হামারা যাতে নিজের উপরাত নির্ভর না করিয়া ভগবানের উপরত নির্ভর করি, ক্যেনেনা ভগবান মরা মানষিক বত্তে তোলে।

[১০] উয়ায় হামাক ভয়ংকর মরণের হাত থাকি রক্ষা করিচে আর এলাও করিতে আছে। হামরা উয়ার উপরত আশা থুই যে, উয়ায় সউগ সমায় হামারলাক রক্ষা করিবে।

[১১] আর তোমরালাও হামারলার বাদে প্রার্থনা করি হামারলাক সাহায্য করো। তাইলে ম্যেলা মানষির প্রার্থনার ফলে হামরা যে আশুর্বাদ পামো, উয়ার দরুন হামার বাদে ম্যেলা মানষি ভগবানক ধন্যবাদ দিবে।

[১২] হামরা গর্ব করি, হামারলার বিবেক এই সাক্ষ্য দিবার ধরচে যে, ভগবানের দেওয়া পবিত্রতা আর সাদাসিদা মনে হামরা যেইলা মানষির মইদ্ধোত, বিশেষ করি তোমারলার পতি যে আচরন করি

আসির ধরচি। এই জীবন জগতের জ্ঞান বুদ্ধি ব্যবহার করি নাই হয়। এইটা হইচে ভগবানের দয়ার গুণের চালনায়।

[১৩-১৪] তোমরা যেইটা পড়ির আর বুঝির পান, সেইটায় হামরা সহজ সরল করিয়া নেখিলং। মুই আশা করং, তোমরালা এক দিন হামারলাক ভাল করি জানির পাবেন। যদিও তোমরালা এলা অল্প জানির পাইচেন। যাতে প্রভু যীশু আইসার দিনত তোমরালা যেমন হামারলার গর্বের বিষয় তেমন হামরাও তোমারলার গর্বের বিষয় হমো।

[১৫] এই কতা যে সচাং সেইটা পুরাপুরি বিশ্বাস করিয়া আগতে তোমারলারটে যাইম কয়া ঠিক করিচুং, যাতে তোমরালার দ্বি গুণ লাভ হয়।

[১৬] মুই চাইছিলুং যে, ম্যাসিডোনিয়া যাবার সমায় তোমারলার নগত দেখা করি যাইম আর ওটে থাকি থাকি ফিরি আসির সমায় তোমারলার নগত আরো দেখা করিম। যাতে তোমরালা মোক যিহূদীয়াত প্যেঠেবার ব্যবস্থা করির পারেন।

[১৭] তোমরা কি মনে করেন ক্যেনে মুই মোর পরিকল্পনা বদলাচুং? তোমরা কি মনে করেন মুই কোন তামসার মনভাব নিয়া এইটা ঠিক করিচুং? সাধারন মানষি যেই নাকান এলায় কয় “হা” আর এলায় কয় “না”। মুই কি ঐ নাকান করি কোন কিছু ঠিক করং?

১৮ ভগবান বিশ্বস্ত, এই কতা যেই নাকান সচাং সেই নাকান এইটাও সচাং যে, তোমারলারটে হামার কতা একে সমায় “হা” কইলে আর “না” হয় না।

১৯ ভগবানের বেটা যীশু খ্রীষ্টের কতা মুই, শিলাস, আর তীমথিয় তোমারলারটে প্রচার করিচিলুং, সেই যীশু খ্রীষ্ট একে সমায় দুই নাকানের কতা “না” আর “হা” কয় না। কিন্তুক যেইটা কয় সেইটায় হয়।

২০ ভগবানের সউগ কিরা খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া “হা” হয়া ওঠে। সউগ কিরা খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া পুরা হইচে। এই বাদে ভগবানের মহিমা করির জইন্যে হামরা “আমেন” কই।

২১ যায় হামারলাক খ্রীষ্টের নগত শক্ত করি খাড়া করি থুইচে, উয়ায়ে ভগবান। আর উয়ায় তোমারলাকও শক্ত করি তুলিচে, উয়ায় হামারলাক অভিষেক করিচে,

২২ মানে পবিত্র আত্মা উয়ার নিজের সম্পত্তি সরিক হিসাবে উয়ায় হামাক সীলমোহর দিয়া থুইচে; আর হামারলার অন্তর আত্মাক বায়না করি থুইচে।

২৩ মোর জীবন দিয়া মুই ভগবানক সাক্ষী থুইয়া কবার ধরচুং, শাস্তি থাকি তোমারলাক রেহাই দিবার বাদে মুই করিন্থ ফিরি যাং নাই।

২৪ মালিকের নাকান করি হামরা যে তোমারলার বিশ্বাসোত হাত দিবার ধরচি তা কিন্তুক না হয়, বরং তোমরালা যাতে আনন্দ পান

এই বাদে তোমারলার নগত সহকর্মীর মত কাম করির ধরচি, ক্যেনেনা বিশ্বাসে তোমরা শক্ত হয়া খাড়া হয়া আছেন।

২

তোমারলাক গালি না দিবার বাদে মুই মনে মনে ঠিক করিলুং, আর তোমারলাক মনত দুঃখ দিবার বাদে তোমারলারটে না যাইম।

২ ক্যেনেনা তোমারলাক যদি মুই দুঃখ দ্যেং, তাইলে মোক আনন্দ কায় দিবে? এক মাত্র তোমরায়, যায় যায় মোরটে দুঃখ পাইচেন।

৩ য্যেলা মুই তোমারটে যাইম, যার যারটে মোর আনন্দ পাবার কতা উমারলারটে থাকি মুই যাতে দুঃখ না পাং, এই বাদে মুই এই কতা আগতে নেখিচিলুং, তোমারলার উপরাত মোর বিশ্বাস আছে তোমরা যেইটাত আনন্দ পান সেইটাতে মোর আনন্দ।

৪ তোমারলাক ম্যেলা গালি দিবার বাদে মোর দুঃখ আর মনের জ্বালা যন্তনায় ম্যেলা চখুর জল ফ্যেলেয়া মুই তোমারলাক নেখিচিলুং। মুই তোমারলাক দুঃখ দিবার বাদে নাই নেখং, বরং তোমারলার পতি মোর যে কত পিরিত, সেইটা জানেবার বাদে নেখিলুং।

৫ ঐ মানষি যদি মোক দুঃখ দিয়া থাকে, তাইলে উয়ায় খালি মোকে দুঃখ নাই দেয়, কিন্তু অল্প হইলেও তোমারলাকও সগাকে দুঃখ দিচে।

৬ তোমারলার বেশীর ভাগ মানষি মিলিয়া উয়াক যে শাস্তি দিচেন, সেইটায় উয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

৭ বরং তোমারলার এলা ক্ষমা করি সান্তনা দেওয়া উচিত যাতে বেশী দুঃখে হাতাস না খায়,

৮ মুই তোমারলারটে বিশেষ করি মিনতি করং, উয়াক যে তোমরা পিরিত করেন সেইটা প্রমাণ করি দেখান।

৯ তোমরা মোর আগের নেখা কতা অনুসারে সউগ কিছু ঠিক করি মানেন কি না, এইলার সমন্ধে জানেবার বাদে তোমারলাক নেখিচিলুং।

১০ কোন ব্যাপারে যদি কাঙোকো তোমরালা ক্ষমা করেন, তাইলে মুইও উয়াক ক্ষমা করিম। যদি ক্ষমা করার মত কোন কিছু থাকে, তাইলে যেইটা মুই করিচুং সেইটা খ্রীষ্টের নজরত তোমারলার ভালের বাদে করিচুং,

১১ যাতে শয়তান হামারলার উপরা কোন সুযোগ সুবিধা নিবার না পারে, উয়ার মতলবের কতা তো হামারলার অজানা না হয়।

১২ মুই ত্রোয়া গঞ্জত খ্রীষ্টের বিষয় ভাল খবর প্রচার করির যায়া দেখিলুং যে, ওটেকোনা প্রচার করির বাদে প্রভু মোক একটা সুযোগ করি দিচে।

১৩ কিন্তু তাঙো মুই মনত শান্তি নাই পাং, ক্যেনেনা মোর ভাই তীত ওটেকোনা আছিলেক না। এই বাদে ত্রোয়া গঞ্জের মানষিলারটে বিদায় নিয়া মুই ম্যাসিডোনিয়া চলি গেলুং।

[১৪] ভগবানক ধন্যবাদ যে, হামরা খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হইচি বুলিয়া সউগ সমায় হামাক জয়ের ঘাটা দেখাইচে। খ্রীষ্টক জানাটা হইলেক সুগন্ধের মতন, এইটা হামারলার মইদ্ধো দিয়া সউগ জাগাত ছড়িয়া যাবার ধরচে।

[১৫] যায় যায় মুক্তি পাবার ধরচে আরো যায় যায় ধ্বংস হবার ধরচে, উমার আগত হামরা ভগবানের উদ্দেশ্যে খ্রীষ্টের সুগন্ধ ওয়ালা ধূপ।

[১৬] যায় যায় হারেয়া যাবার ধরচে, উমারলারটে হামার গন্ধ হইলেক মরণের গন্ধ। যার ফল হইলেক জঘন্য মরণ। আর যায় যায় মুক্তি পাবার ধরচে, উমারটে হামরা সুগন্ধ, যার ফল হইলেক অমৃত জীবন। আর এই কামের যোগ্য কায়?

[১৭] নিজেরলার লাভের বাদে ম্যেলা মানষি ভগবানের বাইক্য নিয়া ব্যবসা করে, হামরা ঐ নাকান না হই। বরং হামরা খাটি অন্তর থাকি কতা কই ক্যেনেনা হামরা খ্রীষ্টের নগত যুক্ত আছি, আর ভগবান হামারলাক দেখির নাগচে।

৩

হামরা এইলা কতা কয়া কি আরো নিজেরলার গুণগান করা শুরু করচি? কোন কোন মানষির পরিচয় জানিবার বাদে যেই নাকান চিঠি দরকার হয়া থাকে, হামারলারও কি তোমারলারটে ঐ নাকানের চিঠির দরকার আছে? না, দরকার নাই।

২ কিন্তুক তোমরালায় হামার পরিচয়ের চিঠি, হামারলার অন্তরত নেখা আছে, যেইটা সউগ মানষিলা জানে আর পড়ির পাড়ে।

৩ তোমরালায় যে খ্রীষ্টের নেখা চিঠি আর হামারলার কামের ফল সেইটা ঝকঝকা করি দেখা যায়। এই চিঠি কালি দিয়া নেখা নাই হয়, এইটা জীবন্ত ভগবানের আত্মা দিয়া নেখা হইচে। এইটা কোন শিলের স্লেটের উপরত নেখা নাই হয়, মানষির অন্তরত নেখা হইচে।

৪ হামরা সউগ বিষয়ে নিশ্চিত ক্যেনেনা খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া ভগবানের পতি হামারলার বিশ্বাস মজবুত হইচে।

৫ কিন্তু ইয়ার মানে এই না হয় যে, হামরা নিজেই নিজের যোগ্যতা দিয়া এই কাম করির পারি কিন্তুক ভগবান থাকি এই শক্তি আইসে।

৬ উয়ায় হামারলাক নয়া চুক্তি জানেবার জইন্যে হামারলাক যোগ্য করি তুলিচে। এই চুক্তি অক্ষরে অক্ষরে পালনের ব্যাপার না হয়। কিন্তুক পবিত্র আত্মার পরিচালনায় অন্তর দিয়া মানি চলার ব্যাপার, ক্যেনেনা পুরানা চুক্তি হইলেক মরণ আর পবিত্র আত্মা জীবন দান করে।

৭ শিলোত নেখা যে চুক্তির ফলে মরণ আইসে, যদিও সেই নিয়ম দিবার সমায় ভগবানের মহিমা প্রকাশ পাইছিলেক। ইয়াতে মোশির মুখও ভগবানের মহিমায় ভইভইয়া হইছিলেক। এই বাদে

ইস্রায়েলী মানষিলা মোশির মুখের ভিতি তাকের নাই পায়, কিন্তুক ঐ ভইভইয়া আলোর তেজ আস্তে আস্তে কমি যাবার ধরছিলেক।

৮ এই চুক্তির ফল এত মহিমায় ভরপুর হবার পারে, তাইলে পবিত্র আত্মার কামের ফল কি আরো বেশী ভরপুর হবার পারে না?

৯ যেই চুক্তি দিয়া মানষিক দোষী কয়া সাব্যস্ত করা হয় উয়ার কাম যদি এত মহিমাত ভরপুর, তাইলে যে চুক্তি দিয়া মানষিক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হয়, উয়ার কাম আরো কতয় না বেশী মহিমাত ভরপুর হবে!

১০ আর এইটা সচাং, আগত যেইটা মহিমায় ভরপুর আছিলেক, আসলে উয়ার এলা কোন মহিমা নাই, ক্যেনেনা উয়ার তুলনায় এলাকার নয়া চুক্তির মহিমা ম্যেলা অচানক।

১১ যেই নিয়ম-কানুন অল্প দিনে ধ্বংস হয় উয়ার মহিমার তেজ যদি এত ভইভইয়া হয়, তাইলে যেইটা চিরস্থায়ী উয়ার মহিমার তেজ আরো কতয় না বেশী ভইভইয়া হবে।

১২ হামারলার এই নাকানের আশা আছে বুলিয়া হামরা খোলাখুলি কতা কবার পারি।

১৩ হামরা মোশির নাকান না হই, মোশি তো নিজেই মুখ ঢাকা দিয়া থুবার ধরছিলেক যাতে ইস্রায়েলী মানষিলা ভইভইয়া আলো দেখির না পারে। যে উয়ার মহিমার ভইভইয়া আলো আস্তে আস্তে কমি যাবার ধরছিলেক।

[১৪] কিন্তু ঐ মানষিলার অন্তর পাষান আছিলেক। এই বাদে এলাও য্যেলা পুরান চুক্তির কতা পড়া হয় স্যেলা উমারলার অন্তরের উপরা একে নাকানের ঢাকনা দিয়া ঢাকা রয়ায় যায়, ক্যেনেনা খালি খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হইলেই ঐ ঢাকনা সারি যায়।

[১৫] আজিও মোশির নিয়ম-কানুনের বইলা পড়িবার সমায় ইস্রায়েলীলার অন্তর সেই ঢাকনা দিয়া ঢাকা থাকে।

[১৬] কিন্তুক উমারলার মইদ্ধো থাকি কাঙো য্যেলা প্রভুর ঘাটাত ফিরে স্যেলায় সেই ঢাকনা সারি যায়।

[১৭] এই প্রভুই হইলেক পবিত্র আত্মা; আর যেটেকোনা পবিত্র আত্মা ওটেকোনায় স্বাধীনতা।

[১৮] এই বাদে হামরা খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হয়া ঢাকনা খুলি ফ্যেলাইচি। হামরা প্রভুর মহিমা দেখিয়া বদলি গেইচি আর যীশুর নাকান আকার ধারন করচি। আর এইটা প্রভুর কাম, মানে পবিত্র আত্মার শক্তিতেই এইটা হয়।

৪

হামরা ভগবানের দয়াতে এই নয়া ঘাটা প্রচারের ভার পাইচি এই বাদে হামরা নিরাশ না হই।

[২] মানষি গোপনে যেইলা নইজ্জার কাম করে সেইলা হামরা একেবারে না করি। হামরা কোন কামত ছলনা না করি, ভগবানের কতার কোন প্যেচ না দেই, হামরা বরং ভগবানেরটে ঝকঝকা করি পতিটা মানষির বিবেকেরটে হামার সত্যতা তুলি ধরি।

[৩] হামার ভাল খবর যদি ঢাকা থাকে তাইলে যায় যায় ধ্বংস হয়া যাবার ধরচে খালি উমারলারটে ঢাকা থাকে।

[৪] অবিশ্বাসী মানষিলার মন এই কালের অসুর কানা করি দিচে, যাতে উমরা ভগবানের রূপ নিয়া আইসা যে খ্রীষ্ট উয়ার মহিমার ভাল খবরের আলো উমরা দেখির না পারে।

[৫] হামরা তো নিজের বিষয় প্রচার না করি বরং প্রচার করির ধরচি যে, যীশু খ্রীষ্টই প্রভু আর যীশুর বাদে হামরা তোমারলার চাকর হইচি।

[৬] হামরা এই কতা প্রচার করির ধরচি ক্যেনেনা উয়ায় কইচে, “আন্ধার জাগাত আলো হউক,” ঐ ভগবানেই হামারলার অন্তরত জ্ঞানের আলোর মহিমা জ্বলাইছিলেক, যেই আলোর মহিমা খ্রীষ্টের মইদ্ধোত আছে।

[৭] ভাবিয়া দেখ, দামী ধন নরম মাটির বাসনত থোয়া হইচে, হামরাও একে নাকান। ভগবানের দামী ধন এই নশ্বর মানষির মইদ্ধোত থোয়া হইচে, যাতে মানষি বুঝির পারে যে, অসাধারণ মহাশক্তি হামার নিজেরলারটে থাকি নাই আইসে, এইটা ভগবানেরটে থাকি আসচে।

[৮] হামরা সউগ পাক থাকি নানা নাকানের কষ্টের যন্তনার মইদ্ধোত আছি তাঞো হামরা ভাঙি না পড়ি। হামরা জানিনা কি করিমু কিন্তুক হাল ছাড়ি দেই নাই।

৯ হামার উপরাত মানষিলা অইত্যাচার করিলেও ভগবান হামাক ছাড়ি নাই দেয়। মাটিত আছড়ে ফ্যেলাইলেও হামরা ধ্বংস না হই।

১০ হামরা সউগ সমায় যীশুর নাকান এই দেহা মরণের মুখামুখি হবার ধরচি। যাতে হামার দেহার মইদ্ধোত যীশুর জীবনও দেখা যায়।

১১ হামরালা বত্তি থাকিয়াও হামারলাক সউগ সমায় যীশুর বাদে মরণের হাতত সঁপে দেওয়া হবার ধরচে, যাতে হামার অক্ত মসং এর দেহাত শত দুঃখ ভোগের মইদ্ধোত যীশুর দেওয়া শান্তি আর যীশুর জীবন হামার জীবনত দেখির পাবার ধরচে।

১২ এই নাকান করি হামারলার মইদ্ধোত মরণ আর তোমারলার মইদ্ধোত অমৃত জীবনের কাম করির ধরচে।

১৩ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, "মুই বিশ্বাস করিচুং বুলিয়া কতা কবার ধরচুং।" একে নাকান বিশ্বাসের মনভাব নিয়া হামরাও বিশ্বাস করি বুলিয়া কতা কই।

১৪ ক্যেনেনা হামরা জানি, পরম প্রভু যীশুক বত্তে তুলিচে, উয়ায় যীশুর নাকান হামারলাকও বত্তে তুলিবে। আর তোমারলার নগত হামারলাকও খ্রীষ্টের সামনাত হাজির করিবে।

১৫ সউগলায় তোমারলার উপকারের বাদে হবার ধরচে, যাতে ভগবানের যে দয়া ম্যেলা মানষির উপরাত ঢালি দেওয়া হইচে, ঐ দয়ার বাদে ম্যেলা মানষি আরো বেশী করি ভগবানের গুণগান করে, আর এই নাকান করি ভগবানের মহিমা হয়।

[১৬] এই বাদে হামরা হতাশ না হই। যদিও হামার বায়রার দেহা ক্ষয় হবার ধরচে, তাঞো হামার অন্তর আত্মা দিনে দিনে নয়া হবার ধরচে।

[১৭] এলা হামরা অল্পকালের বাদে খণিকের কষ্ট ভোগ করির ধরচি, ইয়ার ফলে হামরা চিরকালের মহিমা লাভ করিমু। এই মহিমা এত বেশী যে, সেইটা মাপা যায় না।

[১৮] যেইলা দেখা যায় সেইলা না দেখিয়া বরং যেইলা দেখা না যায় সেইলার উপরাত হামরা নজর দেই। যেইলা দেখা যায় সেইলা অল্প দিনের কিন্তুক যেইলা দেখা না যায় সেইলা চিরদিনের।

৫ হামরা জানি যে, মানব দেহা নিয়া এই দুনিয়াত হামরা বসবাস করির ধরচি। সেই দেহা যদি নষ্ট হয়া যায়, তাঞো ভগবানের দেওয়া একটা মানব দেহা আছে। এই দেহাটা মানষির হাতের বানা না হয়, সেইটা স্বর্গত চিরকাল ধরি আছে।

[২] এই মানব দেহা থাকা অবস্থায় হামরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যেলের ধরচি আর সউগ অন্তর দিয়া চাবার ধরচি স্বর্গের পাওয়া সেই নয়া মানব দেহাত হামারলাক কাপড় পেন্দা হউক।

[৩] ক্যেনেনা হামরা স্বর্গের দেহা ধারন করিমু আর দেহা ছাড়া তো আত্মা থাকে না।

[৪] এইটা সচাং, দুর্বল দেহা থাকা অবস্থায় হামার জীবনত বোঝা হইচে। এই ভারে হামরা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফ্যেলের ধরচি। হামরা চাই না যে, দেহাহীন হই, হামরা ভগবানের দেওয়া নয়া দেহা দিয়া ঢাকা হবার চাই। যাতে হামার মরণের অধীনত থাকা দেহা চিরকালে বত্তা থাকা দেহায় বদলি যায়।

[৫] ভগবান হামারলাক এই বাদে সিজ্জন করিচে আর অমৃত জীবনের জামিনদার হিসাবে পবিত্র আত্মাক দিচে।

[৬] এই বাদে কোন সমায় হামারলার সাহসের অভাব হয় না। আর হামরা বুঝির পাই যত দিন হামরা এই মানব দেহাত বসবাস করিমু ততদিন ভগবানেরটে থাকি দূরত রমু।

[৭] যেইটা দেখা যায় সেইটার দ্বারায় হামরা না চলি, বরং বিশ্বাসের দ্বারায় হামরা চলাফিরা করি।

[৮] হামার নিশ্চিত ভরসা আছে এই দেহা ছাড়িয়া হামার আসল দেহাত প্রভুর সোদে থাকায় ভাল।

[৯] এই বাদে হামরা মানব দেহাত বসবাস করি বা না করি, হামার আসল উদ্দেশ্য প্রভুক খুশি করা।

[১০] ক্যেনেনা হামারলাক সগাকে খ্রীষ্টের সামনাত বিচারের বাদে খাড়া হবার নাগবে। আর এই দেহা থাকিতে যেইলা বেয়া, ভাল কাম করচি উয়ার উপযুক্ত পাওনা পামো।

[১১] প্রভুক সন্মান করি বুলিয়া নিজের সমন্ধে মানষির মনত বিশ্বাস জন্মের চেষ্টা করি, ভগবান হামার অন্তরের কতা ঝকঝকা

করি জানে, আর আশা করং, তোমরালাও এইটা জানেন।

১২ ইয়াতে হামরা তোমারলারটে নিজের গুণগান না করি, কিন্তুক হামারলার বাদে তোমারলাক গর্ব করির সুযোগ দিবার ধরচি। যাতে অন্তর না দেখিয়া, যায় যায় বায়রার চেহারা দেখি গর্ববোধ করে, উমারলাক তোমরা জবাব দিবার পারেন।

১৩ যদি হামরা পাগলা হয়া থাকি তাইলে ভগবানের বাদেই হইচি, আর যদি সুস্থ হয়া থাকি তাইলে তোমারলার বাদেই হইচি।

১৪ ক্যেনেনা খ্রীষ্টের পিরিতের অধীনে বশ করিয়া হামারলাক চালের ধরচে, হামরা নিশ্চিত হয়া বুঝির পাইচি যে, হামার জীবনের বাদে সগারে হয়া এক জন মরিলেক। মানে হামার পুরান জীবনও মরিচে।

১৫ ভগবানের পরিকল্পনা অনুসারে উয়ায় সগার জইন্যে মরিলেক। যায় যায় বত্তায় আছে আর যায় উয়ার উপরত ভরসা রাখে উমরা নিজের বাদে না বত্তুক কিন্তু, উয়ারে বাদে বত্তুক যায় উমার বাদে মরিচে আর ফির বত্তি উঠিচে।

১৬ এই বাদে এলা থাকি মানষিক আর হামরা দুনিয়ার দৃষ্টিভঙ্গি নিয়া বিচার না করি। অবশ্য যীশুক এই নাকান করি আগত বিচার করছিলং, কিন্তুক এলা আর না করি।

১৭ যদি কাঙো খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হয়া থাকে, তাইলে উয়ায় নয়া করি সিজ্জন হইলেক। উয়ার পুরান বিষয়লা সউগে মুছি যায়া নয়া হয়া উঠিচে।

[১৮] এইলা সউগে ভগবান থাকি হয়। উয়ায় খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া উয়ার নিজের সাথে হামারলাক মিলন করিচে, আর উয়ার নগত মিলন করির দায়িত্ব হামারলার উপরত দিচে।

[১৯] ইয়ার মানে হইলেক, ভগবান মানষির পাপ না ধরিয়া, খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া নিজের নগত দুনিয়াক মিল করিলেক, আর এই মিল হবার খবরের দায়িত্ব উয়ায় হামারলার উপরত দিচে।

[২০] এই বাদে হামরা খ্রীষ্টের রাজদূত হিসাবে উয়ার হয়া কতা কবার ধরচি। আসলে ভগবান নিজেই হামারলার মইদ্ধো দিয়া মানষিলারটে মিনতি করিচে। এই বাদে খ্রীষ্টের হয়া হামরা মিনতি করির ধরচি, "তোমরালাও ভগবানের সাথে মিল হন।"

[২১] যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধোত কোন পাপ আছিলেক না, কিন্তুক ভগবান হামারলার পাপ উয়ার উপরাত তুলি দিয়া উয়াকে পাপের জাগাত খাড়া করিলেক। যাতে খ্রীষ্টের নগত যুক্ত থাকিবার ফলে ভগবানের পবিত্রতা হামারলার পবিত্রতা হয়।

৬

ভগবানের সহকর্মী হিসাবে হামরা তোমারলাক আবদার করির ধরচি, তোমরালা যেহেতু ভগবানের দয়া পাইচেন, সেহেতু সেইটা নিস্ফল হবার না দেন।

[২] ভগবান পবিত্র শাস্ত্রত কইচে, "সঠিক সমায়ে মুই তোমারলার কতা শুনিচুং আর মুক্তি পাবার দিনে মুই তোমারলাক সাহায্য

করিচুং।” মুই যেইটা কইম সেইটা শোন, এলায় সঠিক সমায়, আজিই মুক্তি পাবার দিন।

৩ যীশু খ্রীষ্টের বাদে হামরা যেই কাম করি উয়ার যাতে নিন্দা না হয়, এই বাদে হামরা এমন কোন কাম না করি যার বাদে অইন্য মানষির মনত বাধা পাবার পারে।

৪ কিন্তুক হামরা সউগ বিষয়ে ভগবানের সেবাকারী হিসাবে নিজক প্রমাণ করি। অইত্যাচার, বিপদ আর কষ্টের মইদ্ধো দিয়া ধৈর্য ধরি হামরা ইয়ার প্রমাণ দিবার ধরচি।

৫ কতবার হামারলাক মাইর, ডাং করা হইচে, কতবার জেলত দেওয়া হইচে, কত দাংগা-হাংগামা হামার উপরা দিয়া গেইচে, কত খাটাখাটনি করচি, কত রাতি হামরা নিন না পাড়ি কাটাচি, কত দিন না খায়া কাটাচি।

৬ এইলা ছাড়া হামারলার খাটি জীবন দিয়া, হামারলার জ্ঞান, সহ্যগুণ আর দয়া, পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া, আসল খাটি পিরিত দিয়া,

৭ সত্যের প্রচারের মইদ্ধো দিয়া আর ভগবানের শক্তির মইদ্ধো দিয়া হামরা প্রমাণ দিবার ধরচি যে, হামরা ভগবানের সেবাকারী। আরো দুই হাতত ন্যায়ের অস্ত্র তুলি নিয়া হামরা প্রমাণ করির ধরচি, হামরা ভগবানের সেবাকারী।

৮ মানষি হামাক সন্মান করুক বা না করুক, হামারলার বিষয়ে ভাল কউক বা বেয়া কউক হামরা প্রমাণ করি দিবার ধরচি যে,

হামরা ভগবানের সেবাকারী। মানষি হামাক ঠক কউক, কিন্তুক আসলে হামরা সত্যের ঘাটাত চলির ধরচি।

[৯] কিছু মানষি হামারলাক খবরিয়া বুলিয়া চেনে না, কিন্তুক সগায় হামারলাক চেনে, হামরা মরার নাকান হবার ধরচি, তাঞো হামরা বত্তি আছি। হামারলাক মাইর, ডাং করা হবার ধরচে তাঞো মারি ফ্যেলা হবার ধরচে না।

[১০] হামরা ম্যেলা দুঃখ ভোগ করির ধরচি তাঞো হামারলার অন্তর আনন্দে ভরা। হামরা নিজে গরীব, তাঞো হামরা ম্যেলা মানষিক ধনী করচি। হামারলার কিছুই নাই তাঞো হামরা সউগ কিছুর অধিকারী। এই নাকান করি হামরা প্রমাণ করির ধরচি হামরা ভগবানের সেবাকারী।

[১১] হা বাহে করিন্থ গঞ্জের গুরু ভাই-বইনিলা, হামরা তোমারলারটে খোলাখুলি কতা কবার ধরচি আর হামারলার অন্তর তোমারলার বাদে খুলি দেওয়া হইচে।

[১২] তোমারলার পতি হামারলার অঢেল পিরিত আছে, কিন্তুক তোমরা তোমারলার পিরিত থাকি হামারলাক দূরত থুইচেন।

[১৩] মোর ছাওয়া হিসাবে মুই তোমারলাক কবার ধরচুং, হামরা যেই নাকান করি তোমারলার বাদে হামারলার অন্তর খুলি থুইচি তোমরাও একে নাকান করি তোমারলার অন্তর হামারলার বাদে খুলি দেও।

১৪ যায় যায় প্রভু যীশুর শিষ্য নোয়ায়, এই অসমান যোঙালির সোদে তোমরালা যুক্ত না হন, ক্যেনেনা ন্যায় আর অন্যায়ের মইদ্ধোত কোন যোগাযোগ থাকির পারে না। আলোর নগত আন্ধারের কোন যোগাযোগ থাকির পারে না।

১৫ খ্রীষ্টের নগত অসুর মানে শয়তানের মিল কোটে? ভগবানের মানষি হিসাবে শিষ্যের যে অধিকার, তাতে যায় শিষ্য নাই হয় উয়ার কি সম্পর্ক?

১৬ ভগবান থাকির ঘরত প্রতিমার থান কোটে? হামরায় তো জীবন্ত ভগবানের মন্দির। পবিত্র শাস্ত্রত ভগবান কইচে, "মুই মোর মানষিলার মইদ্ধোত বসবাস করিম, উমারলার নগত চলাফিরা করিম। মুই উমারলার ভগবান হইম, আর উমরা মোর নিজের মানষি হবে।"

১৭ প্রভু আরো কইচে, "এই বাদে যায় শিষ্য নাই হয় উমারলার মইদ্ধো থাকি বাইর হয়া আসিয়া যুদা হন। কোন ছুয়া জিনিস না নারেন, তাইলেই মুই তোমারলাক মানিয়া নিম।

১৮ এইলা ছাড়াও সর্বশক্তিমান প্রভু কয়, 'মুই তোমারলার বাপ হইম আর তোমরা মোর বেটাবেটি হবেন।'"

৭ মোর পরানের সখালা, হামারলার বাদে ভগবান যেইলা প্রতিজ্ঞা করিচে এই বাদে তোমরালা আইসো, হামারলার দেহা

আর অন্তরের সউগ অশুদ্ধি থাকি নিজেরলাক শুদ্ধি করি, আর ভগবানের পতি ভক্তিপূর্ণ ভয়ে পবিত্রতার ঘাটাত আগে যাই।

২ তোমারলার অন্তরত হামারলার বাদে জাগা কর। হামরা তো কাঙোরো পতি অন্যায় করি নাই। কাঙোরো ক্ষতি করি নাই, কাঙোকো ঠকাইও নাই।

৩ এই কতালা মুই তোমারলাক দোষী করির বাদে না কং। মুই তো আগতে কইচুং, তোমরালা মোরটে এত আপন যে হামরা মরিমো তো এক সাথে মরিমু আর বত্তিমু তো এক সাথে বত্তিমু।

৪ তোমারলার উপরাত মোর খুব ভরসা আছে আর তোমারলার বাদে মুই গর্ব করির ধরচুং, হামারলার সউগ নাকানের দুঃখ-কষ্টের মইদ্ধোত মুই শান্তিতে ভরপুর হয়া আনন্দে উথুলি পরির ধরচুং।

৫ ম্যাসিডোনিয়াত পৌছিয়া হামরা জিরিবার পাই নাই সউগ পাক থাকি কষ্ট পাইচুং, চাইরো পাকে আছিলেক গন্ডগোল আর অন্তরত আছিলেক ভয়।

৬ কিন্তুক ভগবান, যায় দুঃখী মানষিলাক সান্তনা দেয়, উয়ায় শ্রী তীত আইসার মইদ্ধো দিয়া হামারলাক সান্তনা দিচে।

৭ খালি তীতের আইসায় না হয়, তীত নিজে তোমারলার মইদ্ধো দিয়া সান্তনা পাইচে বুলিয়া মুইও সান্তনা পাইচুং। উয়ায় স্যেলা কইলেক, মোক কত দেখির চান, তোমরালা এলা শোক করিয়া বুঝির পাইচেন যে তোমরা মোর সোদে ভাল ব্যবহার করেন নাই

এই বাদে মুই খুশি। আর মোর উপরত আস্থা থুইচেন এই বাদে মুই খুব আনন্দ পাইচুং।

৮ যদিও মুই মোর চিঠি খানের মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক দুঃখ দিচিলুং, তাঞো মুই খুব দুঃখ নাই পাং, ক্যেনেনা সেই চিঠির মইদ্ধো দিয়া তোমরালা চেতনা পাইচেন, এই বাদে মুই খুব খুশি।

৯ তোমরা দুঃখ পাইচেন বুলিয়া মুই খুশি নাই হং, বরং তোমরালা দুঃখ পায়া পাপের ঘাটা থাকি মন ঘুরাইচেন বুলিয়া খুশি হইচুং। ভগবানের ইচ্ছা মতন তোমরালা এই দুঃখ পাইচেন এই বাদে হামারলার মইদ্ধো দিয়া তোমারলার কোন ক্ষতি নাই হয়।

১০ ভগবান যে দুঃখ দেয় তারে বাদে পাপের ঘাটা থাকি ভাল ঘাটাত মন ঘোরে, আর ইয়ার ফলে পাপ থাকি মুক্তি পাওয়া যায়। ইয়াতে দুঃখ করির আর কোনয় না রয়, কিন্তুক দুনিয়ার দেওয়া দুঃখ মরণ ড্যেকে আনে।

১১ চিন্তা ভাবনা করি দেখ, ভগবানের দেওয়া দুঃখের ফলেই তোমারলার অন্তরত এইলা দেখা গেইচে, তোমারলার নির্দোষ প্রমাণ করির বাদে কত আগ্রহ দেখাইচেন। তোমরালা পাপক কত ঘিন করির ধরছিলেন, মনত কত ভয় জাগছিলেক, হামারলাক দেখির বাদে কত ইচ্ছা হইছিলেক, কত চিন্তা-ভাবনা করির ধরছিলেন, তোমারলার মনত কত দরদ দেখা গেইচে, অন্যায়ক শাস্তি দিবার বাদে তোমারলার কত ইচ্ছা হইছিলেক, সউগ কিছুতেই তোমরালা প্রমাণ করিচেন, তোমরালা নির্দোষ।

[১২] মুই তোমারলারটে চিঠি নেখিচুং, কিন্তুক যায় অন্যায় করিচে আর যার উপরাত অন্যায় করা হইচে উমার বাদে নাই নেখং। কিন্তুক এই বাদে নেখিচুং, ভগবানের আগত তোমরালা দেখিয়া বুঝির পান যে তোমরা সচাংএ হামারলাক পিরিত করেন।

[১৩] হামরা সান্তনা পাইচি আর তীতের খুশি দেখি হামরাও খুব খুশি হইচি আর তীতও তোমারলারটে থাকি যথেষ্ট শান্তি পাইচে।

[১৪] মুই খুশি হইচুং, তীত যাওয়ার আগতে মুই যেইলা কইছিলুং সেইলা সচাং বুলি প্রমাণিত হইচে, ইয়াতে মোক নইজ্জাত পড়ির নাই নাগে। তোমারলারটে কওয়া হামারলার কতা যেই নাকান সচাং আছিলেক, একে নাকান তীতেরটে তোমারলাক নিয়া হামারলার গর্ব সচাং বুলিয়া প্রমাণ হইচে।

[১৫] তোমরা সগায় উয়াক কি নাকান মানিচেন, কি নাকানের সন্মানের নগত ভয় করিচেন, এইলা ফম করিয়া তোমারলার পতি উয়ার পিরিত আরো বাড়ি গেইচে।

[১৬] এই বাদে মুই খুব খুশি, ক্যেনেনা মুই সউগ ব্যাপারে তোমারলার উপরাত ভরসা করির পাং।

৮

ভাই-বইনিলা, ম্যাসিডোনিয়ার খ্রীষ্ট সমিতিলা ভগবানেরটে থাকি যে দয়া পাইচে, এই বিষয়ে হামরা তোমারলাক জানেবার ধরচি।

[২] ম্যেলা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির মইদ্ধো দিয়া যদিও উমারলাক খুব যাচাই করা হবার ধরছিলেক, আর উমরা খুব গরীব আছিলেক, তাঞো উমারলার মনত এত আনন্দ আছিলেক যে, উমরালা খোলা মনে দান করির ধরছিলেক।

[৩] মুই উমারলার হয়া এই সাক্ষ্য দিবার ধরচুং যে, উমরা নিজের ইচ্ছায় সাধ্যমত, এমন কি সাধ্যেরও বেশী দান করচিলেক।

[৪] উমরা আকুল হয়া হামারটে আবদার করিলেক, যেই ভগবানের মানষিলা অভাবের মইদ্ধোত আছে, যিরূশালেম এর ভগবানের মানষিলার অভাব দূর করির বাদে উমরা যাতে এই কামত যোগ দিবার সুযোগ পায়।

[৫] হামরা যেইটা আশা করচি উয়ার চায়া বেশী দান করিচে, পইলা উমরা নিজের জীবন প্রভুরটে সঁপে দিচে তার পাছত হামারলাক দিচে। ভগবান যেই নাকান চাইছিলেক উমরা ঐ নাকানে করে।

[৬] এই দেখিয়া তীতক বিশেষ করিয়া আবদার করচি, দান করিবার কাম উয়ায় উমারলার মইদ্ধোত আরম্ভ করিচে, সেইটা যাতে তোমরালা শ্যেষ করেন আর তীত সেই ব্যাপারে তোমারলাক উৎসাহ দিবে।

[৭] তোমরা সউগ বিষয়ে যেমন উথুলি পরির ধরচেন, মানে বিশ্বাসোত, ভগবানের বিষয়ে কবার ক্ষমতা, জ্ঞান, আগ্রহ আর

হামারলার পতি পিরিত, ঠিক একে নাকান দান করার গুণটাও যাতে তোমারলার উথুলি পড়ে।

[৮] এই কতালা মুই আদেশ হিসাবে নাই কং, কিন্তু অইন্যের আগ্রহের উপমা দিয়া তোমারলার পিরিত সঠিক কিনা, সেইটা যাচাই করি দেখির চাং তোমারলার পিরিত কত খাটি।

[৯] তোমরা হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার দানের কতা জানেন, উয়ায় ধনী হয়াও তোমারলার বাদে গরীব হইলেক, যাতে তোমরা উয়ার গরীব হওয়ার মইদ্ধো দিয়া ধনী হবার পারেন।

[১০] তোমারলার পক্ষে যেইটা ভাল সেই সমন্ধে মুই মোর মতামত জানেবার ধরচুং। যাওয়া বছর এই চান্দা তোমরায় পইলা তুলির শুরু করছিলেন। আর ঐ কামের মইদ্ধোত তোমারলার খুব আগ্রহ দেখা গেইছিলেক,

[১১] এলায় সেই কাম শ্যেষ কর। তোমরা যেই আগ্রহ নিয়া কাম করা আরম্ভ করছিলেন, তোমরা একে নাকানের আগ্রহ নিয়া তোমারলার সাধ্য মতন, সেই অনুসারে শ্যেষ কর।

[১২] যদি কারো দান দিবার ইচ্ছা থাকে তাইলে উয়ার যা আছে সেই হিসাবে দান করিলে ভগবান উয়ার দান সন্তুষ্ট হয়া নেয়। উয়ার যা নাই উয়ার বেশী যাতে না হয়।

[১৩] মুই না চাং অইন্য মানষিলা সুখে রয় আর তোমরালা কষ্টত রন। মুই চাং যাতে তোমরালার সগারে অবস্থা সমান রয়।

১৪ বর্তমানে তোমারলার বেশী আছে উয়ার দিয়া উমারলার অভাব মিটিবে যে্যেলা উমারলার বেশী হবে সে্যেলা উমরালা তোমারলার অভাব মিটাবে। এই নাকান করি সগারে অবস্থা সমান হবে।

১৫ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “যায় যায় মে্যেলা কুড়াইলেক উমারলার বেশী নাই হয়, আর যায় যায় অল্প কুড়াইলেক তাঙো উমারলারও অভাব নাই হয়।”

১৬ তোমারলার বাদে মোর অন্তরত যে আগ্রহ আছে, ঠিক একে নাকান আগ্রহ ভগবান তীতের অন্তরত দিচে, এই বাদে মুই ভগবানক ধন্যবাদ দে্যং।

১৭ তীত হামারলার আবদার মানি নিচে, উয়ার চায়াও বড় কতা হইলেক যে, উয়ায় নিজের ইচ্ছায় খুব উৎসাহ নিয়া তোমারলারটে যাবার ধরচে।

১৮ তীতের সোদে হামরা আর এক ভাইয়োক প্যেঠেবার ধরচি। যীশু খ্রীষ্টের ভাল খবর প্রচারের কামত সউগ সমিতির মানষিলা এই ভাইয়ের গুণগান করে।

১৯ উয়ায় ভগবানের আশুর্বাদ পাবার আর হামারলার সহকর্মী হিসাবে সমিতিলা উয়াক বাছাই করিচে, যাতে প্রভুর মহিমা হামারলার কামের মইদ্ধো দিয়া দেখা যায়।

২০ এই মহৎ দান বিলি করির ব্যপারে কাঙো যেন হামারলার বিরুদ্ধে কোন কবার না পারে এই বাদে এই ভাইয়োক প্যেঠেবার

ধরচি।

[২১] হামরা খালি প্রভুর আগত না হয়, কিন্তুক মানষির আগতও সৎ ভাবে চলিবার ধ্যান দেই।

[২২] তাছাড়াও উমারলার নগত হামরা হামার আর এক ভাইয়োক প্যেঠের ধরচি, উয়ার যে উৎসাহ সেইটা উয়ায় ম্যেলাবার ম্যেলা ব্যাপারে হামারলারটে প্রমাণ করিচে। এলা তোমারলার উপরাত খুব বিশ্বাস হইচে, এই বাদে উয়ায় ভরসা করির পাইচে।

[২৩] তীতের সমন্ধে এলা যেইটা মোর কবার আছে সেইটা হইলেক এই, উয়ায় মোর সঙ্গী আর উয়ায় মোর নগত তোমারলার বাদে কাম করে। আর অইন্য ভাইলার সমন্ধে মোর যেইটা কবার আছে, সেইটা হইলেক এই সমিতিলা উমারলাক বাছাই করি নিয়া প্যেঠেবার ধরচে। এই ভাইলার মইদ্ধো দিয়া প্রভু যীশুর মহিমা হউক।

[২৪] এই বাদে কবার ধরচুং তোমারলার পিরিত প্রমাণ কর। তোমারলার উপরাত হামারলার গর্বের কারন, এই দুই বিষয়ে প্রমাণ দেখাই যাতে সউগ সমিতিলা দেখির পারে।

৯ যিরূশালেমের গুরু ভাই-বইনিলার বাদে দান দিবার যে কাম চলছে, সেই সমন্ধে তোমারলারটে নেখিবার কোন দরকার নাই,

[২] ক্যেনেনা তোমারলার উৎসাহ সমন্ধে মোর জানা আছে। মুই তোমারলাক নিয়া ম্যাসিডোনিয়ার মানষিলারটে এই কয়া গর্ব

করং যে, যাওয়া বছর থাকি গ্রীসের মানষিলা, মানে তোমরালা দান দিবার বাদে সাজি আছেন। তোমারলার এই আগ্রহ ম্যাসিডোনিয়ার মানষিলাকও উৎসাহ দিচে।

৩ মুই তীত আর এক ভাইয়োক প্যেঠেবার ধরচুং, তোমারলাক নিয়া হামারলার যে গর্ব সেইটা যাতে সচাং প্রমাণ হয়, মুই যেই নাকান উমাক কইচুং সেই নাকান তোমরা সাজি রন।

৪ না হইলে ম্যাসিডোনিয়ার গুরু ভাই-বইনিলা যদি মোর নগত যায়া দেখে যে, তোমরা সাজিয়া রওয়া নাই, তাইলে তোমারলার পতি যে বিশ্বাস, সেইটা তোমার আর হামার সগারে নইজ্জার ব্যাপার হবে।

৫ এই বাদে ভাইলাক আবদার করি কইলুং, তোমারলার ওটেকোনা আগত যাওয়া দরকার। আর দান হিসাবে যেই টাকা দিবেন কইছিলেন, সেই দান জোগার করি সাজি থাকির পারেন। সেই দান যাতে সইচ্ছায় হয়, জোর করি আদায় করা চান্দার টাকা না হয়।

৬ ফম থোন, যায় অল্প বিচন ফ্যেলায় উয়ায় অল্পয় ফসল কাটিবে, আর যায় বেশী বিচন ফ্যেলায় উয়ায় বেশী ফসল কাটিবে।

৭ সগায় নিজ নিজ অন্তরত যেই নাকানের ঠিক করি থুইচে, সেই নাকানে যাতে দান দেয়। কাঙো যাতে অইন্যর চাপে, অনিচ্ছায়

দান না করে। ক্যেনেনা যায় খুশি মনে দান করে, ভগবান উয়াক পিরিত করে।

[৮] তোমারলাক সউগ কিছু দিয়া আশুর্বাদ করির ক্ষমতা ভগবানের আছে, যাতে তোমারলার সউগ কিছুই সউগ সমায় রয়। আর ইয়াতে তোমরালা সউগ নাকানের ভাল কামের বাদে, বেশী করি খোলা মনে দান করির পারেন।

[৯] পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “যায় সইচ্ছায় গরীবলাক দান করির ধরচে, উয়ার এই সৎকাম, সউগ সমায় সগায় ফম করিবে।”

[১০] ভগবান চাষীর বাদে বিচন আর আহারের যোগান দেয়, উয়ায় তোমারলাক বিচন ছিটির বাদে বিচন যোগাবে, আরো বেশী বেশী করি দিবে। তোমারলার ভাল কামের ফল আরো ম্যেলা গুণ হবে।

[১১] ভগবান তোমারলাক সউগ পাক থাকি আশুর্বাদ করিবে, যাতে তোমরা খোলা মনে দান করির পারেন। আর হামারলার মইদ্ধো দিয়া তোমারলার এই দান য্যেলা গরীব মানষিলা পাবে, স্যেলা উমরা ভগবানক ধন্যবাদ দিবে।

[১২] তোমারলার সেবা কামের মইদ্ধো দিয়া ভগবানের মানষিলার যেইলা দরকার, সেইলা পূরণ করির ধরচেন। খালি এইটায় না হয়, ম্যেলা মানষি আনন্দে ভগবানক ধন্যবাদ দিবে।

১৩ তোমরা খ্রীষ্টের বিষয় ভাল খবর বিশ্বাস করিয়া উয়ার বাধ্য হইচেন। আর তোমরালা খোলা মনে সগাকে দান করির ধরচেন। তোমরালা যে বিশ্বস্ত, তোমারলার এই দান করা সেইটা প্রমাণ করিবে। আর এই দেখিয়া উমরালা ভগবানের গুণগান করিবে।

১৪ ভগবানেরটে থাকি তোমরালা যে বিশেষ দয়া পাইচেন, তারে বাদে উমরা মনপরাণ দিয়া প্রার্থনা করিবে।

১৫ যেই দানের কতা ভাষায় কয়া শ্যেষ করা না যায়, ভগবানের সেই দানের বাদে ধন্যবাদ হউক।

১০ রাজা যীশুর নম্র আর দয়ালু অন্তরের কতা ফম থুইয়া মুই পৌল নিজেই তোমারলাক মিনতি করির ধরচুং। মুই জানং তোমারলার এই নাকানের ধারনা, যে্যলা মুই তোমারলার ওটে থাকং স্যেলা নম্র থাকং, যে্যলা দূরত থাকং স্যেলা মোর চিঠিলা খুব কড়া ভাষাত নেখা মনে হয়।

২ কিছু মানষি মনে করে হামরা জাগতিকের নাকান করি চলির ধরচি। যীশুর গুণের কতা ফম করিয়া কবার ধরচুং, মুই যে্যলা আসিম, স্যেলা যাতে মোক জোড় করির না নাগে।

৩ যদিও হামরা অক্ত-মসং এর মানষি, তাঙো হামরা যে নড়াই করির নাগচি, সেইটা অক্ত-মসং এর যুদ্ধ না হয়।

৪ সাধারন মানষি যেই অস্ত্র দিয়া নড়াই করে, হামরা সেই অস্ত্র দিয়া নড়াই না করি, কিন্তুক ভগবানের শক্তিতে হামারলার অস্ত্র

শত্রুর শক্ত ঘাটি ধ্বংস করে।

৫ হামরা মানষির মিছাং যুক্তি নষ্ট করি, আর ভগবানক জানির ঘাটাত বাধা হিসাবে যে সউগ চিন্তা অহংকার মাথা তুলি খাড়া হয়, সেইলাক ধ্বংস করি। আর মনের সউগ চিন্তা ভাবনাক বশ করিয়া বাছাই করা রাজাটাক শ্রদ্ধা করি।

৬ যোলা সগায় পুরাপুরি বাছাই করা রাজাটার বাধ্য হবে স্যেলাও কাঙো যদি অবাধ্য থাকে তাইলে উমারলাক হামরা শাস্তি দিবার পামু।

৭ তোমরালার নজরত যেইটা পড়চে সেইটায় দেখির ধরচেন। কাঙো যদি নিজক খ্রীষ্টের কয়া বিশ্বাস করে, তাইলে উয়াক একবার চিন্তা করা দরকার, যেই নাকান উয়ায় খ্রীষ্টের সেই নাকান হামরাও খ্রীষ্টের।

৮ প্রভু হামারলাক যে অধিকার দিচে সেই অধিকারের উদ্দেশ্য হইলেক তোমারলাক গড়েয়া তোলা তোমারলার ক্ষতি করা না হয়। যদিও এই অধিকার নিয়া মুই গর্ব করং তাঙো মুই ইয়ার বাদে নজ্জা না খাইম।

৯ মুই চিঠিলার মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক ভয় দেখের ধরচুং তোমরা এইটা মনে না করেন।

১০ কোন কোন মানষি কবার ধরচে, “পৌলের এই চিঠিলা মনত দাগ কাটে আর শক্তিশালীও, কিন্তুক উয়ায় বগলত থাকিলে দেখা যায় উয়ায় দুর্বল আর উয়ার কতালা মনের মতন না হয়।”

১১ এই নাকানের মানষিলা বুঝুক যে, হামরা য্যেলা উমারলার নগত না থাকি স্যেলা হামার চিঠির মইদ্ধো দিয়া যেইলা করির কইচি, য্যেলা তোমারলার সামনাত যামু স্যেলাও একে নাকানের করির কমু।

১২ তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো নিজের গুণগান করি থাকে। হামরালা নিজক উমার দলত ফ্যেলের আর উমার নগত তুলনা করির সাহস না করি। কি ভোদাই উমরালা! ক্যেনেনা উমরালা যেইটা ভাল মনে করে সেইটার নগত নিজেরলাক তুলনা করে আর ঐটা দিয়া নিজেরলার বিচার করে।

১৩ কিন্তু যতকোনা গর্ব করা দরকার উয়ার বেশী গর্ব না করি। ভগবান যে হামারলাক কামের সীমা ঠিক করি দিচে উয়ার মইদ্ধোত থাকিয়া গর্ব করিমু, আর সেই সীমনার মইদ্ধোত তোমরাও আছেন।

১৪ যদি হামরা তোমারলার ওটেকোনা না গেইলোং হয়, তাইলে হামারলার গর্ব করা সীমার বায়রাত হইলেক হয়। কিন্তুক হামরা খ্রীষ্টের ভাল খবর পইলা প্রচার করিতে করিতে তোমারলার ওটেকোনা গেচি, এই বাদে তোমারলার কতা কয়া হামরা য্যেলা গর্ব করি, স্যেলা সীমার বায়রাত কোন কিছুই না কই।

১৫ তাছাড়া অইন্য মানষিলার কাম নিয়াও হামরা গর্ব না করি, যদি করিলুং হয় তাইলে সেইটা হইলেক হয় সীমার বায়রা। হামরা

এই আশা করি তোমারলার বিশ্বাস বাড়ি গেইলে হামরা তোমরালার মইদ্ধোত আরো ম্যেলা কাম করির পামু।

১৬ ইয়াতে তোমারলার ওটে থাকি আরো দূরের জাগালাত যায়া ভাল খবর প্রচারের কাম করির পামু। ইয়ার ফলে কাঙো কবার পাবে না যে, অইন্য মানষিলা যেটেকোনা কাম করির ধরচে উমারলার ওটেকার কামের বাদে হামরা গর্ব করির ধরচি।

১৭ কিন্তু শাস্ত্রের কতা মত, “যায় গর্ব করে উয়ায় প্রভুক নিয়ায় গর্ব করুক।”

১৮ কারন নিজের গুণগান নিজে করির বাদে কাঙো ভাল, এইটা প্রমাণ হয় না। কিন্তুক প্রভু যাক ভাল মনে করে, উয়ায়ে ভাল।

১১ তোমরা মোর বোকমি দেখির পায়া খানেক সহ্য কর। অবশ্য তোমরা সহ্য করির ধরচেন।

২ ভগবানের দেওয়া অন্তর জ্বালায় তোমারলার বাদে মোর জ্বালা হবার ধরচে, ক্যেনেনা মুই তোমারলাক এক বরের নগত বিয়ার সমন্ধ পাকা করিচুং, যাতে সতী কইনা হিসাবে উয়ারটে তোমারলাক দিবার পারং।

৩ কিন্তুক মোর ভয় নাগির ধরচে, দুষ্ট সাপ ছল চাতুরী করিয়া হবাক যেমন করি ভুলাইচে, সেই নাকান করি খ্রীষ্টের পতি খাটি অন্তরের ভক্তি থাকি কাঙো তোমারলাকও ভুলিয়া নিয়া যাবে।

[৪] যেই যীশুর কতা হামরা প্রচার করির ধরচি কাঙো য্যেলা উয়াক ছাড়া অইন্য কোন যীশুর কতা তোমারলারটে প্রচার করে, আর যেই পবিত্র আত্মা হামরা পাইচি উয়াক ছাড়া আলদা অইন্য আত্মা তোমরা পান, আর যেই ভাল খবর তোমরা মানি নিচেন উয়ার থাকি অইন্য নাকানের ভাল খবর তোমরা পান। আর যেইটায় শোনেন সেইটায় তোমরালা মানি নেন!

[৫] মোর মনে তো হয় না মুই ঐ “বিশেষ” খবরিয়ালার চায়া কোন পাকে পাছত পড়ি আছং।

[৬] যদিও মুই ভাল কতা বুঝিয়া কবার না পারং তাঙো মোর ভাল জ্ঞান আছে, আর সেইলা সউগ নাকান করি সউগ কিছুতে তোমারলাক দেখাইচুং।

[৭] তোমারলাক বড় করির যায়া মুই বিনা পাইসায় ভগবানের দেওয়া ভাল খবর তোমারলারটে প্রচার করি নিজক নত করিচুং, ইয়াতে কি মুই পাপ করিচুং?

[৮] তোমারলাক সেবা করির বাদে মুই অইন্য সমিতিলারটে থাকি সাহায্য নিচুং।

[৯] তোমারলারটে থাকির সমায় য্যেলা মোর অভাব হইচে স্যেলাও মুই কাঙোরোটে কোন চাং নাই, ক্যেনেনা যেই ভাইলা ম্যাসিডোনিয়া থাকি আসছিলো উমরায় মোর অভাব পূরণ করিচিলেক। মুই কোন দিন তোমারলারটে একটাকা চাং নাই আর চাইম না।

১০ মোর মইদ্ধোত যে খ্রীষ্টের সততা আছে, সেই অনুসারে মুই কবার ধরচুং, গ্রীস দেশের কোন জাগাত মোর গর্ব করা বন্ধ করির পাবার না হয়।

১১ ক্যেনে মুই এই নাকানের কতা কবার ধরচুং? তোমারলাক পিরিত না করং বুলিয়া কি? ভগবান জানে যে, মুই তোমারলাক পিরিত করং।

১২ কিন্তুক মুই এই বাদে এই নাকান করিম, যায় যায় অহংকার করে উমার অহংকার কর শ্যেষ করিম, যে উমরা কয় ভগবানের কাম ঐ নাকান করে যেই নাকান হামরা করি। যায় যায় উমার গর্বের বিষয় নিয়া নিজেরলাক হামারলার সমান কয়া দেখের চায়, উমরা যাতে এই সুযোগ না পায়। এই বাদে মুই যেইটা করির ধরচুং সেইটা করিতে থাকিম।

১৩ ভগবান ঐ মানষিলাক কোনো দিনও প্যেঠায় নাই যেই মানষিলা ঠগবাজ যায় তোমারলাক ঠকাইচে, উমরালা খ্রীষ্টের খবরিয়ার ছদ্মবেশ ধারন করে। তোমরা উয়াক আসলে ঐ নাকানের খবরিয়া কামের মানষিলা তো ভন্ড।

১৪ ইয়াতে অচানক হবার কিছুই নাই, ক্যেনেনা শয়তানও আলোর স্বর্গদূতের ছদ্মবেশ ধারন করে।

১৫ তাহলে যায় যায় শয়তানের সেবা করে উমরা যদি ছদ্মবেশে ন্যায়ের রূপ ধারন করে, ইয়াতে অচানক হবার কিছুই নাই, শ্যেষ দিনত উমরা উমার কাম অনুসারে ফল পাবেই।

[১৬] মুই আর একবার কবার ধরচুং কাঙো যাতে মোক ভোদাই মনে না করে। কিন্তুক তোমরালা যদি মোক ভোদাই মনে করেন তাইলে সেইটায় মানি নেন। যাতে মুই খানিক গর্ব করির পারং।

[১৭] মুই এলা যেইটা কবার ধরচুং সেইটা প্রভুর আদেশ মত না হয়, কিন্তুক নিজের সমন্ধে গর্ব করির যায়া ভোদাইর মতই কবার ধরচুং।

[১৮] মানষি যেহেতু জাগতিক বিষয় নিয়া গর্ব করে, তাইলে মুইও করিম।

[১৯] তোমরালা তো নিজেরলাক জ্ঞানী মনে করেন কিন্তুক ভোদাই মানষিলার কতা শুনিয়া তোমরা ধৈর্য ধরি সহ্য করেন।

[২০] খালি এইটায় না হয়, তোমারলাক চাকর বানায়, তোমারলাক একে বারে বিনাশ করে, তোমারলাক ফান্দোত ফ্যালের ধরচে। তোমারলার মালিক হয়া খাড়া হয় আর তোমারলার গালত চড় মারে, তোমরালা সেইলাও সহ্য করেন।

[২১] মুই পৌল তামশা করি কইলুং, হামরা তো এই নাকান করি নাই, তার মানে কি এইটা; হামরা দুর্বল আছিলং আর শরম খাইচি! কিন্তুক গর্ব করির যদি কাঙোরো সাহস থাকে তাইলে মুই সাহসী হইম আর গর্ব করিম, এই কতা মুই ভোদাইর নাকান কবার ধরচুং।

[২২] যায় যায় গর্ব করে উমরা তো ইব্রীয় জাতি, মুইও তো। উমরা তো ইস্রায়েলের মানষি, মুইও তো। উমরা তো অব্রাহামের গুষ্টির

মানষি, মুইও তো।

[২৩] উমরা কি খ্রীষ্টের সেবাকারী? মুই উমার চায়া বেশী খাটা খাটনি করিচুং, আর উমার চায়া বেশী জেল খাটিচুং, উমার চায়া বেশী মাইরও খাইচোং, ম্যেলা বার মরণের হাতত পড়চুং। এই নাকানের গর্ব করা মাথা খারাপ মানষির মত শুনাইলেও,

[২৪] যিহূদীলার হাতত মুই পাঁচবার উনচল্লিশটা করি চাবুকের মাইর খাইচোং। খ্রীষ্টের সেবা করির যায়া

[২৫] তিন বার মোক নাটি দিয়া ডাঙায়, একবার মোক শিল দিয়া ঢ্যেলায়, আর তিন বার হুড়কার ঝড়িত জাহাজ ডুবি যায়া কষ্ট পাং। এক দিন একরাতি মুই সাগরের জলত পড়ি ছিলুং।

[২৬] মুই ম্যেলা দেশ ঘুরি বেড়াইচুং। বন্যা, ডাকাইত, নিজের জাতির মানষি আর অযিহূদীলার বাদে মুই বিপদত পড়চুং। এইলা ছাড়াও গঞ্জত, নিধুয়া পাথারত, সাগরত, আর ভন্ড গুরু ভাইলারটে বিপদত পড়িচুং।

[২৭] খ্রীষ্টের প্রচার করির যায়া কষ্টের মইদ্ধোত কঠিন পরিশ্রম করিচুং। ম্যেলা রাতি জাগিয়া আছিলুং ভোগ আর টিস্সাত কষ্ট পাইচুং। না খায়া আছিলুং, জারের দিনত কাপড় চোপড়ের অভাবেও কষ্ট পাইচুং।

[২৮] বায়রার এই ব্যাপারলা ছাড়াও সউগ সমিতিলার বাদে মাথাত সউগ দিনেই চিন্তা আছিলেক।

২৯ কাঙো দুর্বল হইলে মুই কি উয়ার দুর্বলতার সহভাগী না হং? কাঙোরো বাদে কাঙো পাপে পড়িলে মুই কি রাগে জ্বলি না উঠং?

৩০ যদি মোক গর্ব করির নাগে তাইলে মুই মোর দুর্বলতার বাদে গর্ব করিম।

৩১ হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভগবান আর স্বর্গের বাপ, যায় চিরকাল গুণগান পাবার যোগ্য, উয়ায় জানে মুই মিছাং কতা না কং।

৩২ মুই যে্যলা দামেস্কত আছিলুং সে্যলা রাজা আরিতার অধীনের রাজ্যপাল মোক বন্দী করির বাদে গঞ্জের চাইরো পাকে পাহাড়া দিছিলেক।

৩৩ কিন্তুক মোর সখালা দেওয়ালের একখান ফাকা দিয়া একটা ডেলিত করি মোক নামেয়া দিছিলেক, আর এই নাকান করি মুই রাজ্যপালের হাত থাকি পালেয়া গেইছিলুং।

১২ মোক আরো গর্ব করির নাগিবে, যদিও ইয়াতে কোন লাভ নাই তাঙো প্রভু যেইলা দর্শন মোক দে্যখে দিচে আর যেইলা মোক নিকলি দিচে সেইলা বিষয়ে এলা মুই কইম।

২ যীশু খ্রীষ্টের এক জন শিষ্যক মুই চেনং। চৌদ্দ বছর আগত উয়াক তৃতীয় স্বর্গত তুলি নেওয়া হইছিলেক। সে্যলা উয়ায় সশরীরে বা অশরীরে আছিলেক কি না সেইটা মুই জানং না, ভগবানে জানে।

৩-৪ মুই জানং সেই মানষিটাক স্বর্গের শান্তির দেশত তুলি নেওয়া হইছিলেক। উয়ায় এমন অচানক কতা শুনছিলেক, যেইলা নিয়া মানষির কতা কওয়া ঠিক না হয়। স্যেলা উয়ায় সশরীরে বা অশরীরে আছিলেক কি না মুই জানং না, ভগবানে জানে।

৫ এমন মানষিটার সমন্ধে মুই গর্ব করিম, মুই নিজের সমন্ধে গর্ব না করিম, খালি মোর দুর্বল বিষয়লা নিয়া গর্ব করিম।

৬ মুই নিজের সমন্ধে গুণগান করিলেও বোকামি না করিম, ক্যেনেনা মুই সচাং কতাটায় কইম। তাঙো মুই গর্ব না করিম, ক্যেনেনা কাঙোয় মোক যেমন দেখে আর মোর মুখত যেমন কতা শুনে, মানষি মোক তার থাকিও বেশী বড় বুলি মনে করে।

৭ ম্যেলা অচানক দর্শন মোক দেখানো হইচে বুলিয়া যাতে মুই অহংকারী না হং, এই উদ্দেশ্যে মোক নাঞ্চনা দিবার বাদে মোর দেহাত একটা কষ্ট দায়ক সমস্যা দেওয়া হইলেক। শয়তানের এক দূত মোক আঘাত করে যাতে মুই বেশী অহংকারী না হং।

৮ এই ব্যাপারে মুই তিন বার প্রভুক অনুরোধ করচিলুং, যাতে উয়ার থাকি মুই মুক্তি পাং।

৯ কিন্তুক উয়ায় মোক কইলেক, “মোর দয়ায় তোর বাদে যথেষ্ট। ক্যেনেনা দুর্বলতার মইদ্ধো দিয়া মোর শক্তি দেখা যায়।” এই বাদে মোর দুর্বলতার সমন্ধে মুই খুশি হয়া গর্ব করিম, যাতে খ্রীষ্টের শক্তি মোর উপরত রয়।

১০ খ্রীষ্টের বাদে মুই, দুর্বলতায়, অপমানে, যন্তনায়, অইত্যাচারে, দুঃখ ভোগ করিলেও মুই সন্তুষ্ট, ক্যেনেনা য্যেলা মুই দুর্বল, স্যেলায় মুই শক্তিশালী।

১১ মুই ভোদাই, মুই নিজেই কবার ধরচুং, কিন্তুক তোমরায় মোক জোড় করি ভোদাই বানাইচেন। ক্যেনেনা তোমারলার উচিত আছিলেক মোর গুণগান করা। যদিও মুই কিছুই না হং, তাঙো তোমারলার ঐ "বিশেষ খবরিয়ালার" চায়া কোন মতেই ছোট না হং।

১২ য্যেলা মুই তোমারলার নগত আছিলুং মুই ধৈর্য ধরিয়া, তোমারলার মইদ্ধোত নানা নাকানের মহৎ আর অচানক চিনের কাম করিয়া, মুই নিজক এক জন খবরিয়া কয়া প্রমাণ করিচুং।

১৩ অইন্য সমিতিলার থাকি তোমরালা কোন পাকে ছোট না হন। খালি একটা বিষয়ে তোমরা ছোট আর সেইটা হইলেক এই যে, মুই তোমারলারটে বোঝা নাই হং, মুই তোমারলারটে খাবার চাং নাই। এই ভুলের বাদে মোক মাপ করি দেন!

১৪ মুই এলা তৃতীয় বার তোমারলার ওটে যাবার বাদে তৈরি হয়া আছং। মুই তোমারলার বোঝা না হইম ক্যেনেনা মুই তোমারলারটে থাকি কোন কিছু না চাং, মুই খালি তোমারলাক চাং। বেটা-বেটিলা যে উমার বাপ-মাও এর বাদে টাকা-পাইসা জমাবে সেইটা না হয়, কিন্তুক বেটা-বেটির বাদে টাকা-পাইসা জমা করা বাপ-মাও এর উচিত।

১৫ মুই খুব খুশি হয়া তোমারলার বাদে মোর সউগ কিছুই খরচ করিম আর নিজকো সঁপে দিম। যদি মুই তোমারলাক বেশী পিরিত করং, তাইলে কি তোমরালা মোক কম পিরিত করিবেন।

১৬ যাই হউক, মুই তোমারলার বোঝা নাই হং, কিন্তু কাঙো কবে মুই চালাক এই বাদে ছলেবলে তোমারলাক ভুলাইচুং।

১৭ মুই যাক যাক তোমারলার ওটেকোনা প্যেঠাইচুং উমারলার কাঙোরো মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক কি ঠকাইচোং?

১৮ মুই তীতক তোমারলার ওটেকোনা যাবার অনুরোধ করিচুং আর উয়ার নগত অইন্য এক ভাইয়ক প্যেঠাইছিলুং। তীত কি তোমারলাক ঠকাইচে? না কোন দিন ঠকাই নাই। মুই আর তীত কি একে নাকানের মনোভাব নিয়া একে নাকান কাম নাই করি?

১৯ তোমারলার কি মনে হয় এই চিঠির মইদ্ধো দিয়া হামরা তোমারলারটে নিজের পক্ষ হয়া কতা কইচি? খ্রীষ্টের শিষ্য হয়া হামরা ভগবানের আগত এইলা কতা কবার ধরচি। পরানের সখার ঘর, তোমারলাক আত্মিক করি গড়ে তুলির বাদে হামরা এইলা কতা কইচি।

২০ মুই য্যেলা আসিম স্যেলা তোমরা মোক যেই নাকান দেখির আশা করেন হয় তো সেই নাকান দেখির পাবেন না, এইটায় মোক ভয় নাগির ধরচে। ক্যেনেনা মুই তোমারলাক যেই নাকান দেখির আশা করং ঐ নাকান দেখির পাইম না, আর হবার পায় স্যেলা তোমারলার মইদ্ধোত ঝগড়া, হিংসা, মেজাজ গরম করা,

দলাদলি, অইন্যের গেলানি করা, নিন্দা করা, অহংকার আর গোলমাল নাগিয়া যায়।

২১ মোক হাতাস নাগির ধরচে মুই যে্যলা আরো তোমারলার ওটেকোনা যাইম সে্যলা মোর ভগবান তোমারলার আগত মোক নইজ্জা দিবে, আর আগত যায় যায় পাপ করিচে উমার অশুদ্ধি ব্যভিচার, আরো ভন্ডামি থাকি মন ফিরান নাই। ইমার সগারে বাদে মোক মে্যলা দুঃখ উবি বেরের নাইগবে।

১৩ মুই তিন বারের বার তোমারলার ওটেকোনা যাবার ধরচুং। শাস্ত্রত নেখা আছে, "দুই তিন জন সাক্ষীর কতায় এইলা বিষয় সচাং কয়া প্রমাণ হবে।"

২ দ্বিতীয় বার মুই যে্যলা তোমারলার ওটেকোনা গেইছিলুং, সে্যলা আগত যায় পাপ করিচিলেক উমারলাক আরো অইন্য সগাকে মুই সাবধান করি দিচিলুং। এলা মুই তোমারলার ওটেকোনা না যায়া আরেকবার সাবধান করি দিবার ধরচুং। মুই যে্যলা আসিম সে্যলা কাঙোকে রেহাই না দিম।

৩ কে্যনেনা বাছাই করা রাজাটা মোর মইদ্ধো দিয়া কতা কইচে, ইয়ার প্রমাণ তোমরালা চাবার ধরচেন। উয়ায় তোমারলার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিবার বাদে দুর্বল না হয়, এই ব্যাপারে উয়ায় তোমারলার থাকিও শক্তিবান।

৪ দুর্বল দেহা নিয়া উয়াক ক্রুশত দেওয়া হইছিলেক, কিন্তুক ভগবানের শক্তিতে উয়ায় বত্তায় আছে। আর এই নাকান করি হামরাও দুর্বল, কিন্তুক তোমারলার বাদে ভগবানের শক্তিতে উয়ার নগত হামরা বত্তায় থাকিমু।

৫ নিজেরলাক যাচাই করি দেখ, তোমরালা বিশ্বাসে থির আছেন কি না! এইটা প্রমাণ করিবার বাদে নিজেরলাকে যাচাই কর! তোমরালা কি নিজেরলার সমন্ধে জানেন না যে, যীশু খ্রীষ্ট তোমারলার মইদ্ধ্যোত আছে। অবশ্য তোমরালা যদি ভেজাল না হন।

৬ কিন্তুক আশা করং, আর তোমরা জানেন যে, হামরালা খাটি।

৭ হামরা ভগবানেরটে প্রার্থনা করির ধরচি তোমরালা সউগ নাকানে বেয়া কাম থাকি দূরত সরি রও। হামরা নিজক খাটি প্রমাণ করির বাদে এইটা না করি। মানষি তোমারলাক ভাল মনে না করিলেও তোমরা সউগ সমায় ভাল কাম করিতে থাক। ক্যেনেনা মুই যেলা আসিম স্যেলা যাতে তোমারলাক শাস্তি দিবার না নাগে।

৮ সইত্যের বিরুদ্ধে হামার কোন করিবার ক্ষমতা নাই, খালি সইত্যের পক্ষ হয়া করির পারি।

৯ যেলা হামরা দুর্বল আর তোমরা বলবান হন স্যেলা হামরা আনন্দ করি। আরো হামরা প্রার্থনা করি যে, তোমারলার খ্রীষ্টিয় জীবন যাতে দিনে দিনে আরো বাড়ে।

[১০] ক্যেনেনা মুই তোমারলার ওটে না থাকির সমায় মুই তোমারলারটে নেখিবার ধরচুং, যেলা মুই তোমার ওটেকোনা যাইম স্যেলা যাতে তোমারলাক শাস্তি দিবার বা গালি দিবার না নাগে। এই ক্ষমতা তোমারলার ক্ষতি করির বাদে না হয়, তোমারলাক আত্মিক জীবন গড়ের বাদে প্রভু মোক এই ক্ষমতা দিচে।

[১১] ভাই-বইনিলা, এইবার বিদায়। তোমরা আনন্দ কর, পাকাপোক্ত হন, ভরসা থোন, একমনা হন, শান্তিতে থাক, তাইলে পিরিত আর শান্তির ভগবান তোমারলার নগত রবে।

[১২] পিরিতের মনোভাব নিয়া তোমরা একে অইন্যের মঙ্গল কামনা কর।

[১৩] ভগবানের সউগ মানষিলা তোমারলার মঙ্গল চাবার ধরচে।

[১৪] হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া, ভগবানের পিরিত আর পবিত্র আত্মার যোগাযোগের সমন্ধ তোমারলার সগারে অন্তরত থাকুক॥

গালাতীয়

১ মুই শ্রী পৌল এক জন খবরিয়া। এই খবরিয়ার পদ মুই কোন মানষিরটে থাকি বা কোন মানষির মইদ্ধো দিয়া পাং নাই, মুই এইটা পাইচুং যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া আর হামার স্বর্গের বাপ ভগবান যায় বাছাই করা রাজাটাক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে, উয়ার মইদ্ধো দিয়ায় মোক খবরিয়া হিসাবে বাছাই করা হইচে।

২ মুই পৌল গালাতীয় সমিতিলারটে এই চিঠি নেখিলুং আর মোর অইন্য ভাই-বইনিলা মোর সোদে আছে।

৩ হামার স্বর্গের বাপ ভগবান আর যীশু খ্রীষ্ট তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৪ হামারলার ভগবান আর বাপের ইচ্ছামত খ্রীষ্ট হামারলার পাপের বাদে জীবন দিছিলেক, যাতে এলাকার এই বেয়া দুনিয়ার হাত থাকি হামারলাক রক্ষা করির পারে।

৫ চিরকাল ভগবানের গুণগান হউক। আমেন।

৬ মোর অচানক মনে হবার ধরচে যে, বাছাই করা রাজাটার দয়াতে যায় উয়ার মানষি হবার বাদে তোমারলাক ড্যেকাইচে, তোমরা পচপচে উয়াক ছাড়ি দিয়া অইন্য নাকানের ভাল খবরের ওদি ঝুকি পড়িচেন।

[৭] আসলে ঐটা কোন ভাল খবর না হয়। তাঙো কিছু মানষি তোমারলাক ভুল ঘাটা দিয়া নিয়া যাবার ধরচে, উমরা বাছাই করা রাজাটার বিষয়ে ভাল খবর বদলে দিবার চাবার ধরচে।

[৮] কিন্তুক যেই ভাল খবর হামরা তোমারলারটে প্রচার করচি, উয়ার থাকি যদি কোন দোসরা ভাল খবর তোমারলারটে প্রচার করা হয়, সেইটা হামরা নিজেই করি বা কোন স্বর্গ হইতে আইসা কোন স্বর্গদূত করে, তাইলে উয়ার উপরাত শাও পড়ুক।

[৯] মুই যেমন আগতও কইচুং তেমন এলাও কইম, যেই ভাল খবর তোমরা বিশ্বাস করিচেন উয়ার থাকি দোসরা কোন ভাল খবর যদি কাঙো প্রচার করে তাইলে উয়ার উপরাত শাও পড়ুক।

[১০] মুই কার সাব্বাস পাবার চেষ্টা করির নাগাইচুং, মানষির না ভগবানের? না কি খালি মানষিক সন্তুষ্ট করির চেষ্টা করির ধরচুং। এলাও যদি মুই মানষিক সন্তুষ্ট করির চেষ্টা করির ধরচুং, তাইলে তো মুই বাছাই করা রাজাটার চাকর হলুং না হয়।

[১১] হে মোর ভাই-বইনিলা, মুই তোমারলাক জানের ধরচুং মুই যেইলা ভাল খবর তোমারলারটে প্রচার করচুং সেইলা কোন মানষির বানা কতা না হয়।

[১২] মোর প্রচার করা কতা কোন মানষিরটে থাকি মুই পাং নাই আর সেইটা কাঙো মোক শিখায় নাই। কিন্তুক বাছাই করা রাজাটা নিজেই মোরটে প্রকাশ করিচে, কি কবার নাগবে।

[১৩] তোমরা তো শুনিচেন মুই আগত ক্যেংকরি যিহূদী ধর্ম পালন করি জীবন যাপন করির ধরচিলুং। কি নিষ্ঠুর হয়া মুই ভগবানের সমিতিলাক অইত্যাচার করিয়া নাশ করির চেষ্টা করির ধরচিলুং।

[১৪] মোর বয়সের ম্যেলা যিহূদী থাকিয়াও, ম্যেলা মানষির চায়া মুই একলায় সেই ধর্ম আলোচনাত আগেয়া যাবার ধরচিলুং। এইলা ছাড়াও বাপ ঠাকুরদারটে থাকি যে নিয়ম চলি আসির ধরছিলেক সেই বিষয়েও মুই খুব উৎসাহী আছিলুং।

[১৫] কিন্তুক জন্মের সমায় থাকি ভগবান মোক বাছাই করি নেয়, আর উয়ার দয়াতে খবরিয়া হবার বাদে উয়ায় মোক ড্যেকায়।

[১৬] মুই যাতে অযিহূদীলারটে বাছাই করা রাজাটার বিষয় প্রচার করং, এই বাদে ভগবান য্যেলা উয়ার দয়া দেখেয়া ইচ্ছামত উয়ার বেটাক মোরটে নিকলি দিলেক, স্যেলা মুই কোন মানষিরটে পরামর্শ নেং নাই।

[১৭] আর মোর আগত যায় যায় খবরিয়া হইছিলেক, উমার সোদে দেখা করির মুই যিরূশালেম যাং নাই। কিন্তু মুই আরব দেশ চলি গেইছিলুং পাছত আরো দামেস্ক গঞ্জত ফিরি আসছিলুং।

[১৮] ইয়ার তিন বছর পাছত মুই পইলা বার শ্রী পিতরের সোদে দেখা করির বাদে যিরূশালেম গেইছিলুং। আর ওটেকোনা মুই উয়ার সোদে পনেরো দিন আছিলুং।

[১৯] কিন্তুক প্রভুর ভাই যাকব ছাড়া দোসরা কোন খবরিয়ালার সোদে মোর দেখা হয় নাই।

[২০] ভগবান জানে, মুই যেইলা তোমারটে নেখিচুং সেইলা মিছাং না হয়।

[২১] তার পাছত মুই সিরিয়া আর কিলিকিয়ার নানা জাগাত গেইছিলুং।

[২২] যিহূদীয়ার বাছাই করা রাজাটার সমিতির মানষিলা মোক চেনে না।

[২৩] উমরা খালি এইটা কতা শুনছিলেক, "যেই মানষিটা হামারলার উপরাত অইত্যাচার করিচিলেক সেই মানষিটা এলা বাছাই করা রাজাটার শিষ্য হয়া ভাল খবর প্রচার করির ধরচে।"

[২৪] আর উমরা মোর বাদে ভগবানের গুণগান করির নাগিলেক।

২ ইয়ার চৌদ্দো বছর পাছত মুই বার্ণবার সোদে আরেক বার যিরূশালেম গেলুং, আর তীতকও সাথত নিলুং।

[২] ভগবানের ইচ্ছা প্রকাশের পাছত মুই ওটেকোনা গেলুং। ওটেকার মানিগুনী দেওয়ানী মানষিলারটে একটা গোপন সভা করিয়া কইলুং। অযিহূদীলারটে যায়া মুই ভাল খবর প্রচার করং। মুই চাইছিলুং যে উমরা যাতে বুঝির পায় মুই কি কাম করির ধরচুং। মুই ভয় খাবার ধরচিলুং যে, মুই ভবিষ্যতের বাদে ফাকতে খাটির ধরচুং।

৩ এমন কি তীত মোর সোদে আছিলেক উয়ায় অযিহূদী হওয়া সত্বেও দেওয়ানীলা তীতক সুন্নত করির জোর করে নাই।

৪ কয়জন ভন্ড ভাই গোপনে সোন্দে ফে্যলাইচে বুলিয়া কতাটা উঠিচে, যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য বুলিয়া হামারলার যে স্বাধীনতা আছে, সেই স্বাধীনতার দোষ ধরিবার বাদেই ইমরালা গোপনে চোরের নাকান করি সোন্দাইচে, যাতে হামারলাক চাকর বানে থুবার পায়।

৫ কিন্তুক ভাল খবরের সচাং কতাটা যাতে তোমারলার বাদে রক্ষা করির পাই, এই বাদে এক পলকের জন্যেও হামরা উমারলার কতা মানি নেই নাই।

৬ সমিতির মানিগুনী মানষিলা ভাল খবরের বিষয়ে নয়া কোনো কিছুই মোক জানায় নাই, আসলে উমরালা যায় হউক না ক্যেনে, তাতে মোর কোনো যায় আইসে না, ক্যেনেনা ভগবান চেহারা দেখি কাঙোরো বিচার করে না,

৭ যাই হউক, যিহূদীলারটে ভাল খবর প্রচার করিবার ভার যেই নাকান পিতরের উপরা দেওয়া হইচে, সেই নাকান অযিহূদীলারটে ভাল খবর প্রচার করির ভার ভগবান মোর উপরাত দিচে।

৮ উমরালা এইটা দেখির পাইলেক, ক্যেনেনা যিহূদীলারটে পিতরের খবরিয়া কামের ক্ষমতা যায় দিছিলেক সেই ভগবান অযিহূদীলারটে খবরিয়া হিসাবে মোক প্যেঠাইচে।

৯ ওই মানিগুনী দেওয়ানী মানষিলা, মানে যাকব, পিতর আর যোহন এইলা দেখিয়া বুঝির পাইছিলেক যে, মুই ভগবানেরটে

থাকি বিশেষ দয়া পাইচুং। উমার আর হামারলার মইদ্ধোত যে যোগাযোগ সমন্ধ আছে, সেইটা দ্যেখের বাদে উমরালা হামার আর বার্ণবার সোদে ডাইন হাত মিলাইলেক। উমরা রাজি হইলেক যে, অযিহূদীলারটে যামো আর উমরা যিহূদীলারটে যাবে।

১০ উমারলার একনায় অনুরোধ আছিলেক যে, হামরালা যাতে গরীবলার কতা ফম করি; অবশ্য মোরও সেই নাকান আগ্রহ আছিলেক।

১১ য্যেলা পিতর সিরিয়া দেশের আন্তিয়খিয়াত আসিলেক, স্যেলা মুই উয়াক মুখতে আপত্তি জানালুং, ক্যেনেনা উয়ায় অন্যায় করিচিলেক।

১২ আন্তিয়খিয়াত আইসার পাছত পইলা উয়ায় অযিহূদীলার নগত খাওয়া-দাওয়া করিচিলেক। কিন্তুক কতলা যিহূদী মানষিক য্যেলা যাকব প্যেঠেয়া দিলেক যায় যায় কইচিলেক সুন্নত না করিলে যীশুর শিষ্য হওয়া যায় না, স্যেলা উমারলার ভয়ে পিতর অযিহূদীলার সঙ্গ ছাড়িয়া নিজক যুদা করিলেক।

১৩ ইয়ার পাছত আন্তিয়খিয়ার অইন্য যিহূদীলাও পিতরের সোদে ভন্ডামি করির নাগিলেক। এমন কি, বার্ণবাও উমার ভন্ডামির বাদে ভুল ঘাটাত যাবার ধরছিলেক।

১৪ কিন্তুক য্যেলা মুই দেখিলুং যে, উমরা সচাং ভাল খবরের সোদে উমারলার কামের কোনো মিল নাই, স্যেলা মুই সগারে আগত পিতরক কইলুং, “তুই যিহূদী হয়াও যিহূদীর নাকান চলিস

না, তোর চালচলন অযিহূদীর মত। তাইলে ক্যেনে অযিহূদীলাক যিহূদীর নাকান চলির বাধ্য করির ধরচিস?

১৫ হামরা জন্ম থাকি যিহূদী, পাপী অযিহূদী হয়া জন্মাই নাই।

১৬ হামরা এই কতা জানি যে বিধান পালন করিয়া ভগবান মানষিক নির্দোষ কয়া মানি না নেয়, কিন্তুক যীশু খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাসেই মানি নেয়। এই বাদে হামরা যীশু খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাস করচি। বিধান পালনের বাদে না হয়, খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাসেই হামারলাক নির্দোষ কয়া মানি নিবে। ক্যেনেনা বিধান পালন করিয়া কাঙোকে নির্দোষ বুলিয়া মানি নেওয়া হয় না।

১৭ "খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া নির্দোষ কয়া মানি নিবার চেষ্টা করির যায়া দেখা যায়, অযিহূদীলার নাকান হামরাও পাপী, তাইলে ইয়ার মানে কি এই যে, খ্রীষ্ট পাপের সেবা করে? নিশ্চয় না হয়।

১৮ ক্যেনেনা মুই যেইটা ভাঙি ফ্যেলাইচুং সেইটা যদি মুই আরো গড়াং তাইলে প্রমাণ করলুং যে মোর পইলাটা ভুল আছিলেক।

১৯ বিধানের দাবি দাওয়ারটে বিধানের বাদে মোর মরণ হইচে যাতে মুই ভগবানের বাদে বত্তি রবার পারং।

২০ মোক খ্রীষ্টের সোদে ক্রুশত টাঙা হইচে। এই বাদে মুই আর বত্তি নাই, খ্রীষ্ট মোর মইদ্ধোত বত্তি আছে। এলা মোর এই দেহা নিয়া যে জীবন কাটের ধরচুং সেইটা ভগবানের বেটার উপরাত বিশ্বাস করিয়া জীবন কাটের ধরচুং। উয়ায় মোক পিরিত করিয়া মোর বাদে জীবন সঁপে দিচে।

২১ ভগবানের এই দয়াক মুই বাতিল করিম না, ক্যেনেনা মানষি যদি বিধান দিয়া নির্দোষ কয়া ভগবানের মন মত হবার পায়, তাইলে যীশু খ্রীষ্ট মিছাং মরিচে।”

৩ হায়রে অবুঝ গালাতীয়র ঘর! কায় তোমারলাক যাদু করিচে? ঝকঝকা করি শিক্ষা দেওয়া হইচে যে, যীশু খ্রীষ্টক ক্রুশত দেওয়া হইছিলেক।

২ মুই তোমারলারটে জানির চাং, তোমরালা বিধান মানি চলিয়া কি পবিত্র আত্মাক পাইছিলেন? না প্রভু যীশুর ভাল খবর শুনি বিশ্বাস করিচেন?

৩ তোমরালা কি এত অবুঝ? পবিত্র আত্মার মধ্য দিয়া নয়া জীবন শুরু করিয়া কি এলা নিজের চেষ্টাত জয় লাভ করির চাবার ধরচেন?

৪ তোমরালা কি ফাকতে এত দুঃখ ভোগ করিচেন? মুই আশা করং যে তোমারলার দুঃখ ভোগ বেকার নাই হয়।

৫ ক্যেনে ভগবান তোমারলাক পবিত্র আত্মা দিচে আর তোমারলার মইদ্ধোত এত অচানক কাম করিচে তা ভাবি দেখ। তোমারালা বিধান মানি চলিচেন বুলিয়া কি উয়ায় এইলা করিচে, নাকি ভগবানের ভাল খবর শুনিয়া বিশ্বাস করিচেন বুলিয়া করিচে?

৬ অব্রাহামের কতা ভাবি দেখ, পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “অব্রাহাম ভগবানের কতা বিশ্বাস করিচে আর ভগবান সেই বাদে উয়াক নির্দোষ বুলি মানি নিচে।”

৭ এই বাদে তোমরালা এই কতা জানি রাখো, যায় যায় ভগবানক বিশ্বাস করে উমরালায় অব্রাহামের গুষ্টির মানষি।

৮ পবিত্র শাস্ত্রত আগতে নেখা হইছিলেক, বিশ্বাসের বাদেই ভগবান অযিহূদীলাক নির্দোষ বুলি মানি নিবে, অব্রাহামক এই ভাল খবর আগতে জানা হইচে যে, “তোর মইদ্ধো দিয়ায় সউগ জাতির মানষি আশুর্বাদ পাবে।”

৯ তাইলে দেখা যায়, ভগবানক বিশ্বাস করি অব্রাহাম যেই নাকান আশুর্বাদ পাইছিলেক, ঠিক সেই নাকান করি তার পাছত যায় যায় ভগবানক বিশ্বাস করিচে উমরালাও একে নাকান আশুর্বাদ পাবার ধরচে।

১০ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “সেই মানষিটা শাও পাওয়া, যায় বিধির বিধানের সউগ কতা মানি চলে না,” তাইলে দেখা যায়, বিধান মানি চলির উপরা যায় যায় নির্ভর করে উমারলার সগারে উপরাত এই শাও আসিবে।

১১ তাছাড়া এইটাও ঝকঝকা দেখা যাবার ধরচে যে, বিধান মানি চলির বাদে ভগবান কাঙোকো নির্দোষ বুলিয়া মানি নেয় না, ক্যেনেনা পবিত্র শাস্ত্রের কতা মত, “যাক নির্দোষ বুলি মানি নেওয়া হয় উয়ায় বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়ায় জীবন পাবে।”

১২ বিশ্বাসের সোদে বিধির বিধানের কোনো সমন্ধ নাই। বিধির বিধানত কয়, “যেই মানষি বিধান মতে চলে উয়ায় উয়ার মইদ্ধো দিয়ায় জীবন পাবে।”

১৩ বিধান না মানিবার বাদে যে শাও হামারলার উপরাত আছিলেক, খ্রীষ্ট সেই শাও নিজের উপরা নিয়া হামারলাক মুক্তি দিচে। পবিত্র শাস্ত্রত এই কতাও নেখা আছে, “যাক গছত টাঙা হয় উয়ায় শাও পাওয়া।”

১৪ ভগবান অব্রাহামক যে আশুর্বাদ করচিলেক সেই আশুর্বাদ যীশুর মইদ্ধো দিয়া যাতে অযিহূদীলাও পায়, আর যাতে হামরা বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মাক পাই, সেই বাদে খ্রীষ্ট সেই শাও নিজের উপরা নিছিলেক।

১৫ ভাই বইনিলা, মুই একটা সাধারন চুক্তি দিয়া ব্যাপারটা বুঝি দিবার ধরচুং। একবার যে্যলা মানষির মইদ্ধোত কোন চুক্তি পাকা করি ফে্যলা হয়, সে্যলা সেই চুক্তি কাঙো বাতিল করির পায় না আর উয়ার নগত কোন কিছু যোগ করির পায় না।

১৬ অব্রাহাম আর উয়ার গুষ্টিরটে ভগবান প্রতিজ্ঞা করিচিলেক, পবিত্র শাস্ত্রত কয় নাই, “গুষ্টিলারটে” মানে মে্যলা কিন্তুক “গুষ্টিরটে” আরো কইচে, “গুষ্টিরটে” মানে একটা মানষি, ইয়ায় হইলেক খ্রীষ্ট।

১৭ মোর কতার মানে হইলেক, ভগবান অব্রাহামের সমায়ত একটা প্রতিজ্ঞা করিচিলেক, তারও চারশো ত্রিশ বছর পাছত এই

বিধান দেওয়া হইছিলেক, কিন্তুক ইয়াতে আগের সেই চুক্তি বাতিল নাই হয়, এই বাদে উয়ার প্রতিজ্ঞা টিকি রইলেক।

১৮ কিন্তু ভগবান দয়া করি একটা প্রতিজ্ঞার মইদ্ধো দিয়া অব্রাহামক আশুর্বাদ করিচে। ভগবানের আশুর্বাদ পাওয়া যদি বিধান পালনের উপরাত নির্ভর করে, তাইলে আর সেইটার উপরাত প্রতিজ্ঞা নির্ভর করিলেক না।

১৯ তাইলে ক্যেনে বিধান দেওয়া হইচে? ক্যেনেনা মানষি পাপ করে। বিধান থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত অব্রাহামের গুষ্টিরটে ভগবানের প্রতিজ্ঞা আসিচে। স্বর্গদূতলার মইদ্ধো দিয়া এক ঘটকক মানে মোশিক দিয়া এই বিধান চালু করা হইছিলেক।

২০ কিন্তুক খালি একলায় থাকিলে ঘটকের দরকার নাই, আর ভগবান তো একলায়।

২১ তাইলে বিধান কি ভগবানের প্রতিজ্ঞার বিরুদ্ধে? নিশ্চয় না হয়। ভগবান যদি এই নাকান বিধান দিলেক হয়, যেইলা জীবন দিবার পায় তাইলে সেইলা পালনের মইদ্ধো দিয়া ভগবান মানষিক মানি নিলেক হয়।

২২ কিন্তুক পবিত্র শাস্ত্র সউগ মানষিক পাপের বাদে দোষী বুলিয়া থির করিচে, যাতে যীশুর উপরাত যায় যায় বিশ্বাস করে উমরা উমার বিশ্বাসের বাদে প্রতিজ্ঞার উপরত আশুর্বাদ পায়।

২৩ বিশ্বাস আসির আগোত বিধির বিধান হামারলাক পাহারা দিয়া থুইছিলেক। আর যত দিন এই বিশ্বাস দেখা দিলেক না,

ততদিন পর্যন্ত হামারলাক বন্দী করি থুইছিলেক।

২৪ তাইলে দেখা যাবার ধরচে খ্রীষ্টেরটে পৌছি দিবার বাদে এই বিধির বিধান হামারলার চালনাকারি। যাতে বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া হামারলাক নির্দোষ বুলি মানি নেওয়া হয়।

২৫ কিন্তুক এলা বিশ্বাস আসিচে বুলিয়া এই বাদে হামরা আর বিধির বিধান চালনার অধীন না হই।

২৬ যীশু খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া তোমরালা সগায় ভগবানের বেটা হইচেন,

২৭ ক্যেনেনা তোমরা যায় যায় খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া দীক্ষা নিচেন, তোমরা কাপড়ের নাকান করি খ্রীষ্টক দিয়া নিজক ঢাকি থুইচেন।

২৮ যিহূদী আর অযিহূদীর মইদ্ধোত চাকর আর স্বাধীন মানষির মইদ্ধোত, বেটাছাওয়া আর বেটিছাওয়ার মইদ্ধোত কোন ফারাক নাই, ক্যেনেনা যীশু খ্রীষ্টের নগত একটে হয়া তোমরা সগায় এক হইচেন।

২৯ য্যেলা তোমরালা খ্রীষ্টের হইচেন স্যেলা অব্রাহামের গুষ্টির হইচেন। আর ভগবান যেইলা দিবার প্রতিজ্ঞা অব্রাহামেরটে করিচিলেক তোমরালাও সেইলা পাবার অধিকার পাইচেন।

৪ বাপের সউগ কিছুর উপরাত ছাওয়ার অধিকার থাকিলেও যত দিন সেই ছাওয়াটা নাবালক থাকে, ততদিন পর্যন্ত উয়ার সোদে চাকরের মইদ্ধোত কোন ফারাক থাকে না।

[২] য্যেলা উয়ার বাপ ঠিক করে যে, ছাওয়াটা যত দিন সাবালোক না হয়, ততদিন পর্যন্ত উয়ার বাপের ভাড় দেওয়া মানষিলার অধীনত থাকির নাগিবে।

[৩] একে নাকান করি হামরাও য্যেলা ছোট আছিলোং স্যেলা দুনিয়ার নানান রীতিনীতির চাকর আছিলোং।

[৪] কিন্তুক ঠিক সমায়ে ভগবান উয়ার বেটাক প্যেঠে দিলেক। সেই বেটাটা বেটিছাওয়ার গর্ভত জন্ম নিলেক আর উয়ায় বিধির বিধান মানিয়া জীবন কাটাইলেক,

[৫] যাতে বিধির বিধানের বশ মানি থাকা মানষিলাক উয়ায় স্বাধীন করির পায়। আর ভগবানের ছাওয়া হিসাবে হামারলাক মানি নিবার পায়।

[৬] তোমরা সগায় ভগবানের ছাওয়া, এই বাদে ভগবান উয়ার বেটার আত্মাক তোমারলার অন্তরত প্যেঠাইচে। এই আত্মা ভগবানক আব্বা, মানে বাপ বুলি ড্যেকায়।

[৭] এই বাদে তোমরা আগের নাকান আর চাকর না হন, ভগবানের ছাওয়া। এলা তোমরালা ভগবানের ছাওয়া, এই বাদে ভগবান যেইলা দিবে কয়া প্রতিজ্ঞা করিচে সেইলা তোমারলাক দিবে।

[৮] আগোত য্যেলা তোমরালা ভগবানক জানেন নাই স্যেলা তোমরা যেইলা দেবতার সেবা করিচেন সেইলা আসলে ভগবান না হয়।

৯ কিন্তুক তোমরা এলা সচাং করি ভগবানক জানির পাইচেন, এই কতা কওয়া ভাল যে, ভগবানে তোমারলাক জানিবার দিচে। তাইলে ক্যেনে তোমরা আরো দুনিয়ার সেই নানা নাকান দুর্বল আর ফলহীন রীতিনীতির ওদিয়া ফিরিচেন? তোমরা কি আরো ঐলার চাকর হবার ধরচেন?

১০ তোমরা বিশেষ বিশেষ দিন, মাস, ঋতু আর বছর পালন করির ধরচেন।

১১ তোমারলার বাদে মোর ভয় হবার ধরচে যে, তোমারলার মইদ্ধোত হয় তো মুই বেকার খাটনি করির ধরচুং।

১২ ভাই বইনিলা, তোমারলাক মুই অনুরোধ করির ধরচুং, তোমরালা মোর নাকান হন, ক্যেনেনা মুইও তোমারলার নাকান হইচুং। তোমরা মোর উপরা কোনো অন্যায় করেন নাই।

১৩ তোমরা জানেন যে, মোর দেহা অসুস্থ আছিলেক বুলিয়া মুই পইলাবার তোমারলারটে ভাল খবর প্রচার করির সুযোগ পাইছিলুং।

১৪ যদিও মোর অসুস্থতা তোমারলাক কষ্ট দিছিলেক তাঙো তোমরালা মোক তুচ্ছ বা ঘিন খান নাই, তোমরা বরং ভগবানের দূতক আর খ্রীষ্ট যীশুক যেই নাকান করি মানিচেন, সেই নাকান করি তোমরা মোকও মানি নিচেন।

১৫ কিন্তু এলা তোমারলার সেই আনন্দ কোটে গেইলেক? মুই তোমারলার বাদে এই সাক্ষ্য দিবার পাং যে, যদি সম্ভব হইলেক

হয়, স্যেলা তোমরা তোমারলার চখু তুলি নিয়া মোক দিলেন হয়।

[১৬] এলা সচাং কতা কবার যায়া কি মুই তোমারলার শত্রু হইচুং?

[১৭] অইন্য মানষিলা তোমারলার বাদে আগ্রহ দেখাইচে, কিন্তুক সেইটা কোনো ভাল উদ্দেশ্যের বাদে না হয়। উমরা তোমারলাক মোরটে থাকি আলদা করির চায়, যাতে তোমরালা উমরালার বাদে আগ্রহী হন।

[১৮] এইটা সচাং যে, ভাল উদ্দেশ্যের বাদে আগ্রহ থাকা দরকার। য্যেলা মুই তোমারলার ওটেকোনা হাজির থাকং, খালি স্যেলায় না হয়, কিন্তু সউগ সমায় আগ্রহ থাকা ভাল।

[১৯] হে মোর ছাওয়ার ঘর, যত দিন না তোমরা খ্রীষ্টের নাকান হন, ততদিন পর্যন্ত মুই আরো তোমারলাক নিয়া ছাওয়া জন্ম দেওয়া বিষ ওঠার নাকান কষ্ট ভোগ করির ধরচুং।

[২০] এলা তোমারলারটে যাবার মোর খুব ইচ্ছা হবার ধরচে, মুই মোর কতা বদলে নরম করি কবার পারং, আসলে মুই বুঝির পাবার ধরচুং না যে, তোমারলাক নিয়া কি করিম!

[২১] তোমরা যায় যায় বিধানের বশে থাকির চাবার ধরচেন, তোমরা মোক কন দেখি, বিধানত যেটা কয়, সেইটা কি তোমরা শুনির না পান?

[২২] শাস্ত্রত নেখা আছে, অব্রাহামের দুইটা বেটা আছিলেক, উমারলার একজনের মাও আছিলেক এক জন চাকরানী হাগার,

আর আরেক জনের মাও আছিলেক অব্রাহামের আসল বিয়ার ভার্জা সারা।

২৩ অব্রাহামের চাকরানী ভার্যারটে যে বেটা জন্ম নেয়, উয়ার জন্ম স্বাভাবিক হয়। কিন্তুক আসল ভার্জার গর্ভত যে বেটা জন্ম হইছিলেক, সেই ছাওয়াটা ভগবানের প্রতিজ্ঞা মতন জন্ম হইছিলেক।

২৪ গল্পের উদ্দেশ্যে মুই এই কতালা কবার ধরচুং। এই দুই জন বেটিছাওয়া দুইটা চুক্তিক বুঝায়। একটা সিনাই পাহাড় থাকি আসচে আর উয়ার বশে থাকা মানষিলাক চাকর হবার ঘাটাত নিয়া যাবার ধরচে। এইটায় হইলেক সেই চাকরানী হাগার।

২৫ হাগার হইলেক আরব দেশের সিনাই পাহাড়ের মত। উয়ায় এলা যিহূদীলার গঞ্জ যিরূশালেমের নাকান, ক্যেনেনা যিরূশালেম উয়ার বেটা বেটিলাক নিয়া চাকরানী হইচে।

২৬ কিন্তুক যে দ্বিতীয় ভার্জা এলা স্বর্গের যিরূশালেমের নাকান, উয়ায় হামারলার মাও, উয়ায় চাকরানী না হয়।

২৭ শাস্ত্রত নেখা আছে, "হে আটকুড়ি বেটিছাওয়া, যার কোন দিন ছাওয়া নাই হয়, তুই আনন্দে গান করেক। যায় কোনো দিনও ছাওয়া হওয়া বিষ ওঠা না জানে, তায় আনন্দে চিকরুক। ক্যেনেনা যার সোয়ামি আছে উয়ার চায়া যার সোয়ামি ছাড়িয়া চলি গেইচে উয়ারে ম্যেলা ছাওয়া হবে।"

২৮ ভাই বইনিলা, তোমরাও ইসহাকের নাকান ভগবানের প্রতিজ্ঞার ছাওয়া।

২৯ কিন্তুক সেই সমায় যার স্বাভাবিক ভাবে জন্ম হইছিলেক, উয়ায় অইত্যাচার করির ধরছিলেক উমার উপরাত যার পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া জন্ম হইছিলেক। আর এলাও সেইটা হবার ধরচে।

৩০ কিন্তু পবিত্র শাস্ত্র কি কয়? পবিত্র শাস্ত্র কয় যে, "চাকরানী আর উয়ার বেটাক যাতে বাইর করি দেওয়া হয়, ক্যেনেনা চাকরানীর বেটা কোন মতেই বৈধ ভার্জার বেটার নগত কোনো সম্পত্তির ভাগ পাবার পায় না।"

৩১ ভাই বইনিলা, তাইলে এই বাদে হামরা চাকরানীর ছাওয়া না হই, বরং হামরা বৈধ ভার্জার ছাওয়া।

৫ খ্রীষ্ট হামারলাক স্বাধীন করিচে, যাতে হামরা স্বাধীন থাকির পাই। এই বাদে তোমরা শক্ত হয়া খাড়া হন, যাতে তোমারলাক আর কাঙো যাতে বিধানের চাকর বানের না পায়।

২ মুই পৌল তোমারলাক কবার ধরচুং, ভাল করি শোন, যদি তোমরালা সুন্নত করেন তাও তোমারলারটে খ্রীষ্টের কোন দাম নাই।

৩ যে কোনো মানষিক সুন্নত করা হয় উয়ায় পুরাপুরি মোশির বিধান পালন করির বাধ্য।

৪ তোমরা যায় যায় বিধান পালন করিয়া ধার্মিক হবার চান, তোমরা তো খ্রীষ্টের থাকি যুদা হয়া ভগবানের দয়া থাকি বঞ্চিত হইচেন।

৫ কিন্তুক হামারলাক যে নির্দোষ বুলিয়া মানি নেওয়া হবে, সেই বিশ্বাসে মুক্তির বাদে পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া হামরা বাচ্চে আছি;

৬ ক্যেনেনা যায় যায় যীশু খ্রীষ্টের, উমারলারটে সুন্নত করা বা না করার কোন দাম নাই, কিন্তুক যেই বিশ্বাস পিরিতের মইদ্ধো দিয়া কাম করে সেই বিশ্বাসে হইলেক আসল জিনিস।

৭ তোমরা তো বেশ ভাল করি চলির ধরছিলেন; তাইলে সইত্যের ঘাটাত চলির কায় তোমারলাক বাধা দিলেক?

৮ যে কতাটা তোমরা মানি নিচেন, যায় তোমারলাক ড্যেকাইচে সেই ভগবানেরটে থাকি এই বাধা আইসে নাই।

৯ সাবধান হন! অল্প খানিক সোডা একটা গোটায় ময়দার দালাক ফাঁপে তোলে।

১০ তোমারলার সমন্ধে প্রভুর উপরত মোর এই বিশ্বাস আছে যে, তোমরা আর অইন্য কোন মতামত মানি না নিবেন। কিন্তুক যায় তোমারলার মইদ্ধোত অস্থিরতা সিজ্জন করিচে, উয়ায় যে কাঙোয় হউক না ক্যেনে, উয়ার পাওনা শাস্তি উয়াক ভোগ করির নাগবে।

১১ ও মোর ভাই বইনিলা, যদি মুই এলাও প্রচার করং যে, মানষিলার মোশির বিধান মতে সুন্নত করা দরকার তাইলে ক্যেনে

মোক এলাও অইত্যাচার করা হবার ধরচে? এই সুন্নত সমন্ধে যদি মুই এলাও কং, তাইলে ক্রুশের উপরাত খ্রীষ্টের মরণের কতা কবার মনত কোন বাধা রইলেক না হয়।

১২ যায় যায় তোমারলার মইদ্ধোত অস্থিরতা সিজ্জন করির ধরচে, মুই চাং উমরা যাতে নিজেই নপুংসক হয়া যায়।

১৩ ভাই বইনিলা, স্বাধীন হবার বাদেই তো ভগবান তোমারলাক ড্যেকাইচে। কিন্তুক তোমারলার পাপ স্বভাবের ইচ্ছা পূরণ করির বাদে এই স্বাধীনতা ব্যবহার করেন না। ইয়ার চায়া বরং পিরিতের মনোভাব নিয়া একে অপরের সেবা কর,

১৪ ক্যেনেনা সউগ বিধির বিধানক একটে করি এইটায় কওয়া হইচে, "তোমার পাড়া-পড়শিক নিজের নাকান পিরিত কর।"

১৫ কিন্তুক তোমরা যদি একে অপরের সোদে ঝগড়া-ঝাটি আর হিংসা-হিংসি করেন, তাইলে সাবধান! এই নাকান করিলে তো তোমরা একে অপরক নাশ করি ফ্যেলাবেন।

১৬ মুই যেইটা কবার ধরচুং সেইটা এই যে, তোমরা পবিত্র আত্মার অধীনত চলাফিরা কর। সেইটা করিলে তোমারলার পাপ-স্বভাবের ইচ্ছা জাগির না হয়।

১৭ পাপ-স্বভাব যেইটা চায় সেইটা পবিত্র আত্মার বিরুদ্ধে আর পবিত্র আত্মা যেইটা চায় সেইটা পাপ স্বভাবের বিরুদ্ধে। পাপ স্বভাব আর পবিত্র আত্মা একে অইন্যের বিরুদ্ধে এই বাদে তোমরা যেইটা করির চান সেইটা করেন না।

[১৮] তোমরা যদি পবিত্র আত্মার অধীনে চলেন তাইলে তোমরা নিয়মের অধীন না হন।

[১৯] পাপ-স্বভাবের কাম ঝকঝকা করি দেখা যায়। সেইলা হইলেক ব্যভিচার, অশুদ্ধি, লম্পটতা,

[২০] প্রতিমা-পূজা, যাদুবিদ্যা, শত্রুতা, দন-ঝগড়া, লোভ, রাগ, স্বার্থপরতা, অমিল, দলাদলি,

[২১] হিংসা, মাতলামি, হৈ-হল্লা করি মদ খাওয়া এই নাকানের আরো ম্যেলা কিছু। মুই যেমন ইয়ার আগত তোমারলাক সাবধান করি দিচুং, এলা আরেক বার করির ধরচুং, যায় যায় এই নাকানের কাম করে, উমরালা ভগবানের রাজ্যত সোন্দের অধিকার পাবে না।

[২২] কিন্তু পবিত্র আত্মার ফল হইলেক পিরিত, আনন্দ, শান্তি, সহ্যগুণ, দয়ার স্বভাব, ভাল স্বভাব, বিশ্বস্ততা,

[২৩] নম্র স্বভাব আর নিজক দমন করা। এইলার বিরুদ্ধে কোনো নিয়ম নাই।

[২৪] যায় যায় যীশু খ্রীষ্টের, উমরা উমারলার সউগ কামনা বাসনার পাপ স্বভাব ক্রুশত দিয়া শ্যেষ করি ফ্যেলাইচে। মানে পুরান নালসা ছাড়ি দিচে।

[২৫] যদি হামরা পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া জীবন পায়া থাকি, তাইলে আইসো, হামরা পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়ায় চলা ফিরা করি।

২৬ হামরা যাতে বেকার অহংকার না করি আর একে অপরক বিরক্তি আর হিংসা না করি।

৬ ভাই বইনিলা, তোমারলার মইদ্ধোত যদি কাঙো কোনো পাপের ফান্দোত পড়ে, তাইলে তোমরালার মইদ্ধে যায় যায় পবিত্র আত্মার অধীনে চলা ফিরা করির ধরচেন তোমরা উয়াক তুলি আনো, কিন্তুক খুব নম্র মনোভাব নিয়া করো আর নিজের বিষয়ে সাবধান থাকেন যাতে তোমরা পাপত না পরেন।

২ তোমরা একে অপরের ভার উবান। এই নাকান করি তোমরা খ্রীষ্টের বিধান পালন কর।

৩ কোন মানষি যদি নিজক মুই কি হলুং বুলি মনে করে তাইলে উয়ায় নিজক ঠকায়।

৪ সগায় নিজক যাচাই করি দেখুক। তাইলে অইন্যের নগত নিজের তুলনা না করিয়া উয়ার নিজের কামের বাদে গুণগান করির পাবে।

৫ কারন সগারে উচিত নিজের দায়িত্ব নিজে পালন করা।

৬ যাক ভগবানের বাইক্য শিক্ষা দেওয়া হয় উয়ায় যাতে উয়ার মাষ্টারক উয়ার সউগ ভাল জিনিসের ভাগ দেয়।

৭ তোমরালা ভুল করেন না, ভগবানের সোদে তামশা করা চলে না; ক্যেনেনা যায় যেই নাকান বিচন ফ্যেলাবে উয়ায় ঐ নাকান

ফসল কাটিবে।

[৮] পাপ-স্বভাবক খুশি করির বাদে বিচন ফ্যেলাইলে উয়ারটে থাকি ধ্বংসের ফসল আসিবে। কিন্তুক পবিত্র আত্মাক খুশি করির বাদে বিচন ফ্যেলাইলে উয়ার থাকি অমৃত জীবনের ফসল আসিবে।

[৯] হামরা যাতে সৎকাম করিতে করিতে হাপসি না যাই, ক্যেনেনা সেই হাল ছাড়ি না দিয়া করিতে থাকিলে হামরা ঠিক সমায় উয়ার ফসল পামু।

[১০] সুযোগ পাইলে হামারলার সগারে বাদে উপকার করা উচিত, বিশেষ করি গুরু ভাই-বইনিলার পরিবারের বাদে।

[১১] দেখ, কত বড় বড় অক্ষরে মুই নিজের হাতে তোমারলারটে নেখির ধরচুং!

[১২] যায় যায় বায়রাত নিজক ভাল দেখের চায় উমরালায় তোমারলাক সুন্নত করির বাধ্য করির ধরচে। খ্রীষ্টের ক্রুশের মরণের বাদে যাতে উমারলার উপরাত অইত্যাচার না আইসে এই বাদে উমরা এই নাকান করির ধরচে।

[১৩] যার যার সুন্নত করা হয় উমরাও তো বিধান পালন করে না। তাঙো উমরা তোমারলার সুন্নত করির চায়, উদ্দেশ্য হইলেক তোমারলার দেহাত চিন দিয়া বশ করির পারিলে এই কামের বাদে উমরা গর্ব করিবে।

[১৪] কিন্তুক মুই কং খালি হামার প্রভু যীশুর ক্রুশ ছাড়া যাতে আর অইন্য কিছুর বাদে মুই গর্ব না করং। এই ক্রুশের মইদ্ধো দিয়ায় দুনিয়া মোরটে মরি গেইচে আর মুইও দুনিয়ারটে মরি গেইচোং।

[১৫] সুন্নত করা বা না করার কোন দাম নাই, খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া নয়া করি সিজ্জন হওয়াটায় হইলেক বড় কতা।

[১৬] ভগবানের মানষিলা যায় যায় এই নিয়মে চলে, উমরা ভগবানের বাছাই করা জাতি, ভগবান উমারলাক শান্তি আর দয়া-মায়া দান করুক।

[১৭] চিঠি নেখা শ্যেষ করির আগত মোর মিনতি, কাঙো যাতে মোক কষ্ট না দেয়। ক্যেনেনা যীশুর আউলি যাওয়া ঘাউয়ার চিন মুই মোর দেহাত উবি নিয়া বেড়ের ধরচুং।

[১৮] ভাই-বইনিলা, হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া তোমারলার অন্তরত থাকুক। আমেন॥

ইফিষীয়

১ মুই পৌল, ভগবানের ইচ্ছায় যীশু খ্রীষ্টের এক জন খবরিয়া। ইফিষ গঞ্জত যায় যায় ভগবানের মানষি আর প্রভু যীশুর শিষ্য উমারলারটে মুই এই চিঠি নেখির ধরচুং।

২ হামারলার স্বর্গের বাপ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৩ হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাপ আর ভগবানের গুণগান হউক। হামরা খ্রীষ্টের সোদে একটে হইচি বুলিয়া ভগবান স্বর্গের সউগ আত্মিক আশুর্বাদ হামাক দান করিচে,

৪ হামরা যাতে ভগবানের চখুত পবিত্র আর নিখুঁত হবার পাই, এই বাদে ভগবান দুনিয়া সিজ্জনের আগত খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া হামারলাক বাছাই করি নিচে।

৫ উয়ার পিরিতির মইদ্ধো দিয়া উয়ায় খুশি হয়া নিজের ইচ্ছা মতন আগতে ঠিক করি থুইচে যে, যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া উয়ার ছাওয়ার নাকান করি উয়ায় হামারলাক মানি নিবে।

৬ উয়ায় এইটা করিলেক যাতে উয়ার আদরের বেটার মইদ্ধো দিয়া খোলা মনে যে মহিমার দয়া হামারলাক দান করিচে, সেই দানের গুণগান করির পায়।

[৭] ভগবানের অসীম দয়ার বাদে খ্রীষ্টের সোদে একটে হয়া উয়ার অক্ত দিয়া হামরা মুক্তি লাভ করচি, মানে পাপের ক্ষমা পাইচি।

[৮] এই দয়া ভগবান উয়ার মহা জ্ঞান আর বুদ্ধির নগত দুই হাতে হামারলাক দান করিচে।

[৯] ঠিক যেই নাকান উয়ায় চাইছিলেক আর খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া আগতে থির করি থুইছিলেক, সেই অনুসারে উয়ায় উয়ার আসল গোপন তথ্য হামারলাক জানাইছিলেক।

[১০] উয়ায় থির করি থুইছিলেক যে, ঠিক সমায় আসিলে সেই উদ্দেশ্যের কাম করির বাদে উয়ায় স্বর্গের আর দুনিয়ার সউগ কিছু একটে করিয়া খ্রীষ্টের শাসনের অধীনত আনিবে।

[১১] ভগবান উয়ার নিজের ইচ্ছা মতন সউগ কাম করে। উয়ার উদ্দেশ্য অনুসারে উয়ায় আগতে যেইলা ঠিক করি থুইচে, সেই নাকান খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া উয়ার নিজের মানষি হবার বাদে উয়ায় হামারলাক বাছাই করি নিচে।

[১২] হামরা যায় যায় আগতে খ্রীষ্টের উপরাত আশা করচি, এই বাদেই উয়ায় হামারলাক বেছি নিচে যাতে হামারলার মইদ্ধো দিয়া ভগবানের গুণগান হয়।

[১৩] আর তোমরাও সইত্যের বাইক্য, মানে পাপ থাকি মুক্তি পাবার ভাল খবর শুনিয়া খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাস করিচেন। খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হইচেন বুলিয়া ভগবান উয়ার প্রতিজ্ঞা করা পবিত্র আত্মা দিয়া তোমারলাক সীলমোহর দিয়া থুইচে।

[১৪] যেইলা মানষিক ভগবান উয়ার নিজের সম্পত্তি মনে করিচে, ভগবান উমারলাক পইলা অংশ আশুর্বাদ হিসাবে পবিত্র আত্মা দান করিচে। এই পবিত্র আত্মা হইলেক জামিনদার, এই বাদে হামরা ভগবানের আশুর্বাদ পামো। যতক্ষণ পর্যন্ত হামারলাক পুরাপুরি মুক্তি করা না হয়। আর এইলা দিয়ায় ভগবানের মহিমার গুণগান হবে।

[১৫] ইয়ার কারন হইলেক, তোমারলার প্রভু যীশুর উপরা যে বিশ্বাস আর সউগ পবিত্র মানষির প্রতি তোমারলার যে পিরিতি আছে, এই কতা শুনিয়া মুই তোমারলার বাদে ধন্যবাদ দিবার ভোলং নাই।

[১৬] মুই স্যেলা থাকি তোমারলার বাদে প্রার্থনা করির সমায় ফম করং।

[১৭] মুই প্রার্থনা করং যাতে হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের ভগবান মানে স্বর্গের মহিমার বাপ তোমারলাক আত্মিক জ্ঞান আর বুঝিবার ক্ষমতা দান করে। যাতে তোমরালা উয়াক আরো ভাল করি জানির পান।

[১৮] মুই আরো প্রার্থনা করং, যাতে তোমারলার অন্তর চখু খুলি যায়া আন্ধার দূর করিয়া ভগবানের জ্ঞানে আলোময় হয়, তোমরা জানেন যে উয়ায় কি আশায় তোমারলাক ড্যেকাইচে। আর সেই মহিমার ধন ভগবান উয়ার পবিত্র মানষিলাক দিবার বাদে থির করি থুইচে।

১৯ হামরা যায় যায় প্রভুক বিশ্বাস করি, হামার মইদ্ধোত যে মহাশক্তি কাম করির ধরচে সেইটা যাতে বুঝির পাই।

২০ সেই মহাশক্তি দিয়া পরমপ্রভু যীশু খ্রীষ্টক মরণ থাকি বত্তে তুলিচে, আর স্বর্গত উয়ার ডাইন পাকে বসাইচে।

২১ যার হাতত শাসন, ক্ষমতা, আর শক্তি, অধিকার আছে, উমারলাক খ্রীষ্টের অধীনত আনিচে। আর যাক যেই নামেই দেওয়া হউক না ক্যেনে, সেইটা এই যুগের হউক আর আইসা যুগের হউক, সউগ নামের উপরাত খ্রীষ্টের নাম।

২২ ভগবান উয়াক সউগ কিছুর অধিকার দিচে, আর উয়াকে সমিতির মাথা হিসাবে মানা হইচে উয়ায়ে সউগ কিছু।

২৩ এই সমিতি আসলে খ্রীষ্টের দেহা। উয়ায় সউগ পাক থাকি সউগ কিছুই পূরণ করে, সেই খ্রীষ্টের পূরণ করা হইলেক এই সমিতি।

২

তোমরালা নিজ নিজ অবাধ্যের আর পাপের ফলে মরি গেইছিলেন।

২ দুনিয়ার চিন্তা ধারা অনুসারে তোমরালাও এক সমায় অবাধ্য হয়া পাপের মইদ্ধোত চলাফিরা করির ধরছিলেন। যে আত্মা দুনিয়ার ক্ষমতাশালীলার রাজা, সেই অসুরের আত্মা ভগবানের অবাধ্য মানষিলার মইদ্ধোত কাম করির ধরচে। আর তোমরালাও সেই বেয়া আত্মার পাছে পাছে চলির ধরচেন।

৩ হামরা সগায় হামার পাপ-স্বভাবের ইচ্ছা পূরণ করির বাদে ঐ মানষিলার মইদ্ধোত জীবন কাটের ধরছিলং, এই পাপ স্বভাব আর মনের ইচ্ছার বাদে ভগবান হামারলাক গোসার যোগ্য আছিলোং।

৪ কিন্তু ভগবান দয়ার ভান্ডার উয়ায় হামারলাক খুব পিরিত করে,

৫ যেলা পাপের বাদে হামরা আত্মিক দিক দিয়া মরি গেইছিলোং স্যেলা যীশু খ্রীষ্টের নগত উয়ায় হামারলাক নয়া করি জীবন দিলেক। ভগবানের দয়ায় তোমরালা পাপ থাকি মুক্তি পাইচেন।

৬ ভগবান হামাক খ্রীষ্টের নগত মরণ থাকি বত্তে তুলিয়া খ্রীষ্টের সোদে স্বর্গত বসাইচে।

৭ উয়ায় এইটা কাম করিচে যাতে উয়ায় তুলনাহীন অশেষ দয়া আইসা যুগে যুগে দেখের পায়। ভগবান খ্রীষ্ট যীশুর মইদ্ধো দিয়া হামারলার উপরাত যে দয়া করিচে তাতে উয়ার এই দয়া প্রকাশ পাইচে।

৮ ভগবানের দয়ায় বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া তোমরা পাপ থাকি মুক্তি পাইচেন। এইটা তোমারলার নিজের চেষ্টাতে হয় নাই, এইটা ভগবানেরে দান।

৯ এইটা কামের ফল হিসাবে দেওয়া হয় নাই, যাতে কাঙো গর্ব করির না পায়।

১০ হামরা ভগবানের হাতে গড়া। ভগবান খ্রীষ্ট যীশুর নগত একটে করিয়া হামারলাক নয়া করি সিজ্জন করিচে, যাতে হামরা

সৎ কাম করি। এই সৎ কাম উয়ায় আগতে ঠিক করি থুইচে, যাতে হামরা এইটা করি জীবন কাটাই।

[১১] তোমরা অযিহূদী হয়া জন্ম নিচেন। যিহূদী মানষিলার দেহাত চিন দেওয়া হইচে, উমার পুরুষাংগের চামড়া কাটা হইচে খালি মানষির হাত দিয়া, কিন্তু উমরা তোমারলাক চিন না দেওয়া মানষি কয়া তুচ্ছ করে।

[১২] ফম করো, আগোত তোমরা খ্রীষ্টের থাকি দূরত আছিলেন; জাতি হিসাবে ইস্রায়েলীলার যে অধিকার তোমারলাক দেওয়া হয়, সেই অধিকারের বায়রাত আছিলেন; ভগবান ইস্রায়েল জাতির বাদে যে কয়টা চুক্তির প্রতিজ্ঞা করিচিলেক, উয়ার নগত তোমারলার কোন সমন্ধ আছিলেক না; তোমারলার কোন আশা আছিলেক না; আর এই দুনিয়াত তোমরা ভগবান ছাড়ায় আছিলেন।

[১৩] এক কালে তোমরা দূরত আছিলেন, কিন্তুক খ্রীষ্টের নগত একটে করিয়া তোমারলাক এলা উয়ার অক্ত দিয়া উয়ার বগলত আনা হইচে।

[১৪] উয়ায় হামারলার শান্তি। যিহূদী আর অযিহূদী জাতিক উয়ায় এক করিচে। এই দুই জাতির মইদ্ধোত যে শত্রূায়ামির দেওয়াল আছিলেক সেইটা ভাঙিয়া চুরমার করিচে।

[১৫] উয়ায় উয়ার ক্রুশত দেওয়া দেহার মইদ্ধো দিয়া মোশির বিধানের সউগ আদেশ আর নিয়ম বাতিল করিচে। উয়ায় এইটা

করিচে যাতে ঐ দুই জাতি দিয়া নিজেই একটা নয়া মানষি সিজ্জন করির পারে। আর যাতে উমার মইদ্ধোত শান্তি রয়।

১৬ এইটাও উয়ার উদ্দেশ্য আছিলেক যে, উয়ার ক্রুশত মরণের মইদ্ধো দিয়া সেই দুইটাক উয়ায় এক দেহাত ভগবানের নগত আরো মিলন করিলেক, ক্যেনেনা এই দুইটার মইদ্ধে যে শত্রু ভাব আছিলেক সেইটাক উয়ায় উয়ার ক্রুশের মরণের মইদ্ধো দিয়া নাশ করিলেক।

১৭ তোমরা যায় যায় দূরত আছিলেন আর উমরা যায় যায় উয়ার বগলত আছিলেক, সগারেটে আসিয়া উয়ায় শান্তির ভাল খবর প্রচার করিলেক।

১৮ উয়ার মইদ্ধো দিয়া একে পবিত্র আত্মা দিয়া স্বর্গের বাপেরটে যাবার অধিকার হামারলার সগারে আছে।

১৯ এই বাদে তোমরালা আর অচেনা না হন, বৈদেশীয়াও না হন; কিন্তুক ভগবানের মানষিলার নগত তোমরাও উয়ার শাসনের আর উয়ার পরিবারের মানষি হইচেন।

২০ যীশুর খবরিয়ালা আর ভগবানের ভাববাদীলা হইলেক ভিটি, আর সেই ভিটির প্রধান শিল হইলেক খ্রীষ্ট যীশু। উয়ারে উপরাত তোমারলাক গাথি তোলা হবার ধরচে।

২১ খ্রীষ্টের নগত যুক্ত থাকিবার বাদে দালানের সউগ অংশ একটে হয়া প্রভুতে আরো বাড়ি উঠিবার বাদে একটা পবিত্র মন্দির গড়ে তোলা হইচে।

২২ তোমরা উয়ারে নগত একটে হইচেন আর এই বাদে তোমারলাকও একে নগত গাথি তোলা হবার ধরচে। যাতে পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া তোমরালার দেহা ভগবানের থাকিবার ঘর হয়।

৩ মুই পৌল এই বিষয়লা ভাবিয়া ভগবানেরটে প্রার্থনা করির ধরচুং। তোমরা যায় যায় অযিহূদী তোমারলার বাদে মুই জেলত যীশু খ্রীষ্টের প্রচারের বাদে বন্দী হইচুং।

২ তোমরালা নিশ্চয় শুনিচেন যে, ভগবান দয়ার মূল কতা তোমারলাক শোনেবার ভার মোর উপরাত দিচে।

৩ উয়ার গোপন তথ্য উয়ায় বিশেষ করি মোক জানাইচে, আর মুই সেইলা অল্প কতাত তোমারলারটে নেখিলুং।

৪ তোমরালা সেইলা পড়িলে বুঝির পাবেন যে, খ্রীষ্টের বিষয়ে গোপন তথ্য মোর বুঝির ক্ষমতা আছে।

৫ সেই গোপন তথ্য পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া এলা যেই নাকান করি উয়ার পবিত্র খবরিয়ালা আর ভাববাদীলারটে নিকিলি দেওয়া হইচে, আগের কালের মানষিলারটে সেই নাকান করি নিকিলি দেওয়া নাই হয়।

৬ সেই গোপন তথ্য হইলেক ভাল খবরের মইদ্ধো দিয়া অযিহূদীলা খ্রীষ্টের নগত একটে হয়া যিহূদীলার নগত একে নাকান

সুযোগ সুবিধার অধিকারী পাবে। একটা দেহার অংশ হবে, আর একটায় প্রতিজ্ঞার আশুর্বাদের ভাগী হবে।

[৭] ভগবান উয়ার মহাশক্তি দিয়া মোক যে দয়া করিচে সেই দয়ার দান হিসাবে উয়ায় মোক ভাল খবর প্রচার করির কাম দিচে।

[৮] ভগবানের মানষিলার মইদ্ধোত মোর চায়া নগন্য আর কাঙো নাই, কিন্তুক ভগবান মোক যে দয়া করিচে যাতে মুই অযিহূদীলারটে খ্রীষ্টের যে অঢেল ধন আছে, সেইটায় ভাল খবরের মইদ্ধো দিয়া উমারলাক জানাং।

[৯] এইলা ছাড়া উয়ার গোপন তথ্য ক্যেংকরি কামত নাগা হবে, সেইটা প্রকাশ করিবার ভারও উয়ায় মোর উপরাত দিচে। সউগ কিছুর সিজ্জনকর্তা ভগবান এতকাল ধরি উয়ার সেই উদ্দেশ্য গোপন করি থুইচে।

[১০] উয়ায় এইটা করিচিলেক ভগবানের বুদ্ধি যাতে সউগ পাকে খ্রীষ্টের সমিতিলার মইদ্ধো দিয়া স্বর্গের সউগ শাসন আর অধিকারিলারটে প্রকাশ পায়।

[১১] এইটায় আছিলেক উয়ার চিরকালের ইচ্ছা, আর এই ইচ্ছা উয়ায় হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া পূরণ করিচে।

[১২] খ্রীষ্টের নগত একটে হয়া উয়ার উপরাত বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া হামরা ভগবানের আগত সাহস আর আত্মবিশ্বাস নিয়া উয়ারটে আসির পাই।

[১৩] এই বাদে মুই অনুরোধ করির ধরচুং, তোমারলার বাদে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির ধরচুং বুলিয়া তোমরা মনের সাহস না হারান। ক্যেনেনা সেইলা তোমারলার মহিমা হবার ধরচে।

[১৪-১৫] যায় স্বর্গ আর দুনিয়ার সউগ প্রাণীর জীবন দাতা, এই বাপেরটে মুই হাংকুড়া পাড়ং।

[১৬] মুই প্রার্থনা করং ভগবান তোমারলাক যাতে অশেষ মহিমা দিয়া উয়ায় এমন শক্তি দেয়, যাতে পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া তোমারলার অন্তর শক্তিশালী হয়।

[১৭] আর বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া খ্রীষ্ট তোমারলার অন্তরত থান নেয়, আরো প্রার্থনা করং, খ্রীষ্টের পিরিতত তোমরা গছের শিপার নাকান জড়ে ধরিয়া রন,

[১৮] আর ভগবানের সউগ মানষিলার সোদে তোমরাও যাতে বুঝির পান যে, খ্রীষ্টের পিরিতের কোন কূল-কিনারা নাই, আর কোন দিয়া কোন সীমনা নাই।

[১৯] খ্রীষ্টের পিরিত বুদ্ধি দিয়া জানা যায় না, তাঙো মুই প্রার্থনা করং, যাতে তোমরালা এই পিরিত বুঝির পান। আর ভগবানের সউগ গুণাগুণ তোমারলার জীবনত ভরপুর হয়।

[২০] হামারলার অন্তরত ভগবানের যে শক্তি কাম করে সেই শক্তি অনুসারে উয়ায় হামারলার চাওয়া আরো চিন্তার থাকিও অনেক বেশী কাম করে।

২১ যীশু খ্রীষ্টের বাদে সমিতির মইদ্ধো দিয়া বংশের পর বংশ ধরি চিরকাল ভগবানের গুণগান হউক। আমেন।

৪ এই বাদে মুই পৌল, প্রভুর বাদে বন্দী অবস্থায় তোমারলারটে অনুরোধ করির ধরচুং, ভগবান তোমারলাক যেই বাদে ড্যেকাইচে, উয়ার যোগ্য হয়া চল।

২ তোমারলার স্বভাব যাতে পুরাপুরি নত-নম্র আর সরল হয়। ধৈর্য ধরিয়া পিরিতের মনভাব নিয়া একে অপরক সহ্য কর। পিরিতি মনভাব নিয়া ক্ষমা কর,

৩ যে শান্তি তোমারলাক একে নগত একটে করিচে, সেই শান্তির মইদ্ধো দিয়া পবিত্র আত্মার একতা রক্ষা করির মনে পরানে চেষ্টা কর।

৪ এক দেহা আর এক পবিত্র আত্মা আছে, এই বাদে ভগবান তোমারলাক ড্যেকাইচে বুলিয়া তোমারলার একটায় আশা আছে।

৫ প্রভু এক জন, বিশ্বাস একটায়, দীক্ষা একে নাকান,

৬ ভগবান আর স্বর্গের বাপও খালি এক জন আছে, উয়ায় সগারে উপরাত; উয়ায়ে সগারে মইদ্ধো দিয়া আর সগারে অন্তরত আছে।

৭ কিন্তু খ্রীষ্ট যেই নাকান ঠিক করি থুইচে সেই মাপ মত হামরা সগায় বিশেষ দয়া পাইচি।

৮ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, যে্যলা উয়ায় স্বর্গত উঠিলেক, সে্যলা উয়ায় বন্দীলাক ধরিয়া নিয়া গেইলেক, আর মানষিলাক মে্যলা দান দিলেক।

৯ “উয়ায় উঠিলেক,” এই কতা থাকি এইটায় বুঝা যায় না যে, দুনিয়ার যায় নিচাত নামিচে।

১০ যায় নামিছিলেক উয়ায় দ্যাওয়ার থাকিও উপরাত উঠিচে, যাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সউগ পূরণ হয়।

১১ উয়ায় কয়জন মানষিক খবরিয়া বানায়, কয়জনক ভাববাদী বানায়, কয়জন মানষিক ভাল খবর প্রচার করাইয়া আর কয়জন মানষিক সমিতির রাখোয়াল আরো কয়জনক মাষ্টার হিসাবে খাড়া করিলেক।

১২ উয়ায় ইমারলাক কাম করিবার পে্যঠাইচে, যাতে ভগবানের সউগ মানষিলা ভগবানের সেবা করির পায়, তার বাদে সাজিয়া থাকো। এই নাকান করি খ্রীষ্টের দেহা গড়েয়া তোলা হয়।

১৩ ইয়ার উদ্দেশ্য হইলেক, হামরা সগায় ভগবানের বেটার উপরাত বিশ্বাসে আর জ্ঞানে একতা থাকিয়া পুরাপুরি বড় হই আর খ্রীষ্টের মইদ্ধোত যে নাকান গুণ আছে সেই নাকান সউগ গুণ অর্জন করিয়া ভরপুর হই।

১৪ সে্যলা হামরা ছাওয়ার নাকান রমু না। ভুল শিক্ষা আর মানষিলার শয়তানি বুদ্ধি খাটেয়া অইন্য মানষিলাক ভুল ঘাটাত

নিয়া যাবার ছলনার মইদ্ধোত হামরা বাতাসত ঢুলা ঢেউয়ের নাকান এপাক ওপাক ঢুলিতে থাকিমু না।

১৫ হামরা বরং পিরিতির মনোভাব নিয়া খ্রীষ্টের বিষয়ে সচাং কতা কমু। আর সউগ কিছুতে বাড়িয়া প্রভুর নাকান হমো।

১৬ উয়ায় মাথা, দেহার সউগ অঙ্গ একটা আর একটার নগত জোড়া নাগা থাকে। দেহার পতিটা অঙ্গ যার যার নিজের কাম করে, স্যেলা গোটায় দেহাটাক মাথার চালনায় বাড়িয়া যায়া আর পিরিতির মইদ্ধো দিয়া নিজক গড়ে তুলো।

১৭ এই বাদে মুই কবার ধরচুং, আর প্রভুর হয়া মুই তোমারলাক সাবধান করি দিবার ধরচুং, অকামের চিন্তার মইদ্ধো দিয়া বিশ্বাস না করা মানষিলা যেই নাকান করি জীবন যাপন করে, তোমরালা সেই নাকান করি জীবন যাপন করেন না।

১৮ উমার মন আন্ধারত পড়ি আছে। উমারলার বর্বরা স্বভাবের ফলে ভগবান সমন্ধে কোনো কিছুই জানির পায় না, আর এই বাদে উমরালার জীবন ভগবানের বগল থাকি ম্যেলা দূরত চলি গেইচে।

১৯ উমারলার মনত নইজ্জা শরম কোনো কিছুই নাই। উমরালার জীবন বিশৃঙ্খল এই বাদে সউগ নাকানের বেয়া কাম করির কোন দ্বিধা করে না। আর উমার মনের চাহিদা মিটে না।

২০ কিন্তুক তোমরা তো খ্রীষ্টের বিষয়ে এই নাকানের শিক্ষা পান নাই।

[২১] তোমরা উয়ার বিষয়ে শুনিচেন, আর যীশুর ঘাটাত যে সচাং আছে, সেই নাকান করি শিক্ষা পাইছিলেন।

[২২] তোমারলাক পুরান স্বভাবক ছাড়িবার শিক্ষা দেওয়া হইচে, তোমরালা সেই শিক্ষাও পাইছিলেন। ক্যেনেনা পুরান স্বভাবত আছিলেক ছলচাতুরি আর কামনায়-বাসনায় ভরা, যেইটা তোমারলাক ধ্বংস করির ধরছিলেক।

[২৩] এই বাদে ভগবানক তোমারলার মন নয়া করি গড়েবার দেও,

[২৪] আর ভগবানের দেওয়া নয়া স্বভাব, নয়া কাপড়ের নাকান পেন্দো। সেই নয়া স্বভাবক ভগবানের নাকান হবার বাদে সিজ্জন করা হইচে। যেইটা নির্দোষ আর পবিত্র।

[২৫] এই বাদে তোমরালা মিছাং কতা কওয়া ছাড়ি দেও আর একে অইন্যক সচাং কতা কন। ক্যেনেনা হামরা এক দেহার অংশ।

[২৬] যদি গোসা হন, তাইলে সেই গোসা নিয়া পাপ না করেন; বেলা ডুবিবার আগত তোমরা গোসাটা ছাড়ি দেন,

[২৭] আর শয়তানক কোন সুযোগ দেন না।

[২৮] যায় চোর করে উয়ায় আর চুরি না করুক, বরং সচাং মন নিয়া কাম করুক, যাতে গরীব মানষিলাক দান করির বাদে উয়ারটে কিছু থাকে।

২৯ তোমারলার মুখ দিয়া কোন বাজে কতা বাইর না হউক, বরং দরকার মত অইন্যক গড়ে তুলির বাদে যেইটা ভাল ঐ নাকান কতা কওয়া উচিত, যাতে যায় যায় শোনে তাতে উমারলার উপকার হয়।

৩০ তোমরা ভগবানের পবিত্র আত্মাক দুঃখ না দেন, যাক দিয়া ভগবান মুক্তি পাবার দিন পর্যন্ত তোমারলাক সীলমোহর নাগে দিচে।

৩১ সউগ সমায় বিরক্তির ভাব, মেজাজ, গোসা, চিকিরিয়া ঝগড়া করা, নিন্দাচর্চা আর সউগ নাকানের হিংসা থাকি তোমরালা দূরত রন।

৩২ তোমরা একে অইন্যের পতি দয়ালু হন, অইন্যের দুঃখত দুঃখী হন, আর ভগবান যেই নাকান খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক ক্ষমা করিচে তোমরাও সেই নাকান একে অইন্যক ক্ষমা কর।

৫

ভগবানের আদরের ছাওয়া হিসাবে তোমরা ভগবানের নাকান করি চল।

২ খ্রীষ্ট যে নাকান হামারলাক পিরিতি করিচে আর ভগবানের উদ্দেশ্যে হামারলার বাদে নিজক বেদীত সঁপে দিলেক আর মলমলা সুগন্ধযুক্ত হইলেক, ঠিক একে নাকান করি তোমরাও উয়ার ঘাটা দিয়া চল।

৩ কোন নাকানের ব্যভিচার, অশুদ্ধি লোভের কতা অব্দি যাতে তোমারলার মইদ্ধোত শোনা না যায়, ক্যেনেনা এইলা কতা ভগবানের মানষিলাক মানায় না।

৪ কোন বেহায়া-বেইজ্জতির কতাবার্তা, বোকামির কতাবার্তা আর জঘন্য ইয়ারকির কতাবার্তা যাতে তোমারলার মইদ্ধোত না হয়, ক্যেনেনা এইলা তোমারলাক মানায় না। তার থাকি বরং তোমরা ভগবানক ধন্যবাদ দেও।

৫ তোমরা এইটা ভাল করি জানেন, যায় যায় ব্যভিচারী, অশুদ্ধি আর লোভী, মানে যাক এক নাকানের প্রতিমা পূজাকারী কওয়া হয়, উমারলার ভগবানের আর খ্রীষ্টের শাসন ব্যবস্থাত কোন অধিকার নাই।

৬ ফালতু কতা কয়া যাতে তোমারলাক কাঙো ছলনা না করে ক্যেনেনা যায় অবাধ্য হয়া ঐলা কাম করে, ভগবানের দেওয়া শাস্তি উমারলার উপরাত নামি আইসে।

৭ এই বাদে এই নাকানের মানষিলার নগত মেলামেশা করেন না,

৮ ক্যেনেনা তোমরা আগত আন্ধারত থাকিলেও এলা প্রভুর নগত যুক্ত হয়া আলোত আসচেন। এই বাদে তোমারলারও সেই নাকান আলোত চলা উচিত।

৯ ক্যেনেনা যেইটা ভাল, নির্দোষ আর সইত্য সেইটায় হইলেক আলোর ফল।

১০ ইয়াতে তোমরা যাচাই করি দেখির পাবেন কোন কোন কামত প্রভু খুশি হয়।

১১ আন্ধারের ফলহীন কামের নগত তোমারলার কোন যোগাযোগ না থাকুক; বরং তোমরালা ঐলার দোষ দেখেয়া দেও,

১২ ক্যেনেনা মানষির গোপনে করা এইলা কামের কতা কওয়াও নইজ্জার বিষয়।

১৩ আলোর মইদ্ধো দিয়া কোন কামের দোষ দেখেয়া দিলে সেইলা প্রকাশ হয়া যায়।

১৪ ক্যেনেনা আলো সউগ কিছু প্রকাশ করে। এই মানষির শ্লোক আছে, "হে নিন যাওয়া মানষিলা, তোমরা জাগনা হন, মরণ থাকি বত্তি ওঠো; ইয়াতে তোমারলার উপরাত খ্রীষ্ট আলো দিবে।"

১৫ তোমরা কি নাকান করি চলির ধরচেন সেই বিষয়ে ভাল করি ভাবিয়া দেখ। বুদ্ধিহীন মানষির মত না চলিয়া বুদ্ধিমান মানষির নাকান চল।

১৬ তোমারলার হাতত যে সৎ কাম করির সুযোগ আছে সেইটা পুরাপুরি কামত নাগান, ক্যেনেনা এই কাল বেয়া।

১৭ এই বাদে কং, তোমরা বুদ্ধিহারা না হন, বরং প্রভুর ইচ্ছা কি সেইটা বুঝি নেও।

১৮ মাতাল না হন, মাতাল হইলে আত্মিক জীবন নষ্ট হয়া যাবে উয়ার চায়া বরং পুরাপুরি ভাবে পবিত্র আত্মার অধীনে থাক,

১৯ আর গীতসংহিতার গান, গুণগান, আত্মিক গানের মইদ্ধো দিয়া তোমরালা একে অপরের নগত কতা কন; অন্তরত প্রভুর গান গুণ গুণ করিতে থাক।

২০ সউগ সমায় সউগ কিছুর বাদে হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে স্বর্গের বাপ ভগবানক ধন্যবাদ দেও।

২১ খ্রীষ্টের পতি ভক্তির বাদে তোমরা একে অপরের অধীনে চল।

২২ তোমরা যায় যায় ভার্জা, প্রভুর পতি সন্মান হিসাবে সোয়ামির অধীনে থাক,

২৩ ক্যেনেনা খ্রীষ্ট যেই নাকান সমিতির মাথা, সোয়ামিও সেই নাকান ভার্জার মাথা। এইলা ছাড়াও খ্রীষ্ট হইলেক দেহার মুক্তিদাতা।

২৪ সমিতি যে নাকান খ্রীষ্টের অধীনে আছে একে নাকান ভার্জাকো সউগ বিষয়ে সোয়ামির অধীনে থাকা উচিত।

২৫ তোমরা যায় যায় সোয়ামি, খ্রীষ্ট যেই নাকান সমিতিক পিরিত করিচিলেক আর সেই বাদে নিজক সঁপে দিছিলেক ঠিক একে নাকান করি তোমরালা সগায় ভার্জাক পিরিত কর।

২৬-২৭ খ্রীষ্টের উদ্দেশ্য হইলেক সমিতিক পবিত্র করির বাদে উয়ার ভাল খবরের বাইক্যের মইদ্ধো দিয়া জলত ধুইয়া ঝকঝকা করিলেক। ঐ সমিতির মইদ্ধোত কোন কলংকের দাগ, খুত বা ঐ নাকান কোন কিছু থাকিবে না। কিন্তুক পবিত্র আর নিখুঁত হবে।

২৮ সোয়ামি যেই নাকান নিজের দেহাক পিরিত করে একে নাকান করি নিজের ভার্জাকো উয়ার পিরিত করা উচিত। যায় নিজের ভার্জাক পিরিত করে উয়ায় নিজকে পিরিত করে।

২৯ কাঙো তো কোন দিন নিজের দেহাক ঘিন না করে, বরং উয়ার ভরন-পোষন দেয় আর যতন করে। ঠিক একে নাকান খ্রীষ্টও উয়ার সমিতির যতন করে,

৩০ ক্যেনেনা হামরা উয়ার দেহার এক অংশ।

৩১ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “এই বাদেই মানষি মাও-বাপক ছাড়িয়া উয়ার ভার্জার নগত এক হয়া থাকিবে আর উমরা দুইজনে এক দেহা হবে।”

৩২ এইটা একটা গভীর গোপন তথ্য, কিন্তু আসলে খ্রীষ্ট আর উয়ার সমিতির কতা মুই কবার ধরচোং।

৩৩ যাই হউক। তোমরা সগায় নিজের ভার্জাক নিজের নাকান পিরিত করো, আর ভার্যারো উচিত উয়ায় যাতে নিজের সোয়ামিক সন্মান করে।

৬ ছাওয়ালা, ভগবান যেই নাকান চায় তোমরা সেই নাকান করি মাও-বাপের বাধ্য হয়া চল, এইটায় উচিত।

২ পবিত্র শাস্ত্রত পইলা যে আদেশের সাথে প্রতিজ্ঞা আছে সেইটা হইলেক, “তোমরা মাও-বাপক সন্মান কর

৩ যাতে তোমার মঙ্গল হয় আর তোমরা ম্যেলা দিন এই দুনিয়াত বাঁচি থাকির পারেন।”

৪ তোমরা যায় যায় ছাওয়া ছোটর বাপ হইচেন, তোমরা তোমার ছাওয়া ছোটলাক বিরক্ত করি না তুলেন, বরং উমারলাক প্রভুর শাসন আর চেতনার শিক্ষা দিয়া মানষি করি তোল।

৫ তোমরা যায় যায় চাকর, তোমরা যেই নাকান খ্রীষ্টের বাধ্য, একে নাকান শ্রদ্ধা, ভয়, আর খাটি অন্তরে তোমরালা এই দুনিয়ার মালিকের বাধ্য হন।

৬ মানষিক খুশি করির মনোভাব নিয়া তোমারলার মালিকের চোখুর সামনাত খালি বাধ্য না হন; ইয়ার চায়া বরং খ্রীষ্টের চাকর হিসাবে ভগবানের ইচ্ছা মনে পরানে পালন করিয়া মালিকের বাধ্য হন।

৭ চাকর হিসাবে তোমরা সউগ মন পরান দিয়া এমন করি কাম কর যে, তোমরা খালি মানষির কাম না করেন ভগবানের সেবা করির ধরচেন।

৮ ক্যেনেনা তোমরা জানেন যে, সগায় উয়ার সউগ ভাল কামের বাদে প্রভুরটে থাকি পুরুস্কার পাবে, ইয়াতে উয়ায় চাকর হউক আর স্বাধীন হউক।

৯ তোমরা যায় যায় মালিক, তোমরাও চাকরলার পতি একে নাকান ব্যবহার কর। উমারলাক ভয় দেখা ছাড়ি দেও, ক্যেনেনা

তোমরা তো জানেন যে, উমার আর তোমারলার একে ভগবান আর উয়ায় স্বর্গত আছে; উয়ার নজরত সগায় সমান।

১০ চিঠি নেখা শ্যেষ করির আগত একে কতা আরেক বার কইলুং, প্রভুতে বলবান হন আর উয়ার শক্তিতে শক্তিবান হন।

১১ যুদ্ধের বাদে প্রভুর দেওয়া সউগ সাজ-পোশাক পিন্দি নেও, যাতে তোমরা শয়তানের সউগ চালাকির বিরুদ্ধে শক্ত হয়া খাড়া রবার পারেন।

১২ হামারলার এই যুদ্ধ কোন মানষির বিরুদ্ধে না হয় এইটা হইলেক আন্ধারের শাসন ব্যবস্থা আর ক্ষমতার অধিকারিলার বিরুদ্ধে, আন্ধারের দুনিয়ার শক্তিশালী আত্মালার বিরুদ্ধে, আর দ্যাওয়ার সউগ বেয়া আত্মালার বিরুদ্ধে।

১৩ এই বাদে তোমরালা যুদ্ধের বাদে ভগবানের দেওয়া সউগ সাজ-পোশাক পিন্দি নেও, যাতে বেয়া সমায় আসিলে তোমরালা রুখি দাড়ের পারেন। আর সউগ কিছুর শ্যেষত তোমরা থির হয়া খাড়া রবার পান।

১৪ এই বাদে সইত্য দিয়া কমড় বান্দ, বুক বাঁচের বাদে সৎ জীবন দিয়া বুক ঢাক,

১৫ আর শান্তির ভাল খবর প্রচারের বাদে জুতা পিন্দিয়া সাজিয়া থাক।

১৬ এইলা ছাড়াও বিশ্বাসের ঢালও তুলি নেও; সেই ঢাল দিয়া তোমরা শয়তানের সউগ অগুনবান নিভি দিবার পাবেন।

[১৭] মাথা বাঁচের বাদে ভগবানের দেওয়া মুক্তি মাথাত দিয়া পবিত্র আত্মার তরোয়াল, তার মানে ভগবানের বাইক্য মানি নেও।

[১৮] পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া চালনা হয়া সউগ সমায় প্রার্থনা কর। সজাগ থাকিয়া ভগবানের মানষিলার বাদে সউগ সমায় প্রার্থনা করিতে থাক।

[১৯] মোর বাদেও প্রার্থনা কর যাতে মুই যে্যেলা কতা কইম স্যে্যেলা ভগবান মোক এমন ভাষা যোগেয়া দেয় যাতে মুই সাহসের নগত ভগবানের দেওয়া ভাল খবরের সমন্ধে গোপন তথ্য প্রচার করির পাং।

[২০] এই বাদে ভগবান মোক ভাল খবর প্রচার করির রাজদূত হিসাবে বাছাই করিচে বুলিয়া মুই জেলত আছং। প্রার্থনা করেন যাতে সাহসের সাথে মুই এই কাম করির পাং যেই নাকান করি করা দরকার।

[২১] মুই ক্যে্যমন আছং আরো ক্যে্যমন করি মুই দিন কাটের ধরচুং সেইটা জানির পাবেন মোর আদরের ভাই তুখিকেরটে, উয়ায় প্রভুর কামত এক জন বিশ্বস্ত সেবাকারী।

[২২] উয়াক মুই তোমারলারটে প্যে্যঠালুং যাতে তোমরালা হামার সউগ খবর জানির পারেন আর এইটা জানিয়া তোমারলার উৎসাহ বাড়িয়া যায়।

[২৩] স্বর্গের বাপ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শান্তি, আর বিশ্বাসের পিরিত, ভাই-বইনিলারটে থাকুক।

২৪ হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টক যায় যায় খাটি অন্তর দিয়া পিরিত করে, প্রভুর দয়া উমারলার সগারে নগত থাকুক॥

ফিলিপীয়

১ তীমথিয় আর মুই পৌল হামরা যীশু খ্রীষ্টের চাকর। খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হয়া ভগবানের যেইলা মানষি ফিলিপী গঞ্জত আছে, হামরা উমারলারটে আর উমারলার দেওয়ানী আর পরিচালকলারটে নেখির ধরচি।

২ হামারলার স্বর্গের বাপ ভগবান আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৩ মুই যত বার তোমারলার কতা ফম করং ততবারই মোর ভগবানক মুই ধন্যবাদ দেং।

৪ তোমারলার বাদে প্রার্থনা করির সমায় মুই সউগ সমায় আনন্দের নগত প্রার্থনা করং।

৫ ক্যেনেনা যীশু খ্রীষ্টের বিষয়ে ভাল খবর প্রচারের কামত পইলা দিন থাকি তোমরা মোক সাহায্য করি আসির ধরচেন।

৬ মোর এইটা বিশ্বাস আছে, তোমারলার অন্তরত যায় ভাল কাম আরম্ভ করিচে উয়ায় যীশু খ্রীষ্ট আসিবার দিন পর্যন্ত সেইটা চালেয়া নিয়া শ্যেষ করিবে।

৭ তোমরা মোর পরানের পরান, তোমারলার সগারে সমন্ধে মোর মনের ভাব এই নাকানের। মুই জেলত রং বা ভাল খবর প্রচার

করির ভগবানের সচাংটা প্রমাণ করং, ইয়াতে তোমরা সগায় মোর সোদে দয়ার অংশিদার।

৮ খ্রীষ্ট যীশুর পিরিতে মুই তোমারলাক সগাকে পিরিত করং। ভগবান এইটার সাক্ষী।

৯ মুই প্রার্থনা করং তোমারলার পিরিত যাতে জ্ঞান আর বিচারবুদ্ধি একসোদে মিল হয়া দিনে দিনে বাড়ি যায়।

১০-১১ তাইলে তোমরা সউগ চায়া ভাল যেইটা সেইটা বুঝিয়া বাছাই করি নিবার পাবেন। ইয়াতে তোমরালা যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া খাটি জীবনের ফল দিয়া ভরপুর হয়া প্রভু যীশু আইসার দিন পর্যন্ত খাটি আর নিখুঁত থাকির পাবেন, আর ইয়াতে ভগবানের মহিমা আর গুণগান হবে।

১২ ভাই-বইনিলা মুই চাং যাতে তোমরালা জানির পারেন যে, মোর উপরত যেইলা ঘটির ধরচে এই বাদে ভাল খবরের প্রচারের কাম আরো আগেয়া গেইচে।

১৩ আর ইয়াতে রাজবাড়ির সৈন্যলা আরো অইন্য সগায় জানির পাইচে যে খ্রীষ্টের বাদে মুই বন্দী হয়া আছং।

১৪ আর মুই বন্দী থাকির ফলে ভাই-বইনিলা বেশী করি প্রভুর উপরাত নির্ভর করির শিখিচে। এই বাদে ভয় না করিয়া ভগবানের বাইক্য প্রচার করির ধরচে।

১৫ উমারলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো হিংসা আরো দলাদলি মনোভাব নিয়া খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করে, আরো অইন্য মানষিলা

সেইটা ভালো উদ্দেশ্য নিয়া সেইটা করে।

১৬ এই মানষিলার মনত খ্রীষ্টের পিরিত আছে, এই বাদেই উমরা খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করে। ক্যেনেনা ইমরা জানে যে খ্রীষ্টের বাদে ভাল খবর প্রচার করির বাদে মোক নেওয়া হইচে।

১৭ কিন্তুক পইলা দলের মানষিলা নিজেরলার স্বার্থের বাদে খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার করিতে থাকে, কোন ভাল উদ্দেশ্য নিয়া উমরা করে না। উমরা মনে করে ইয়াতে হামার বন্দী অবস্থায় কষ্ট দিবার পাবে।

১৮ কিন্তু আসল উদ্দেশ্য হইলেক যে, ইয়াতে যেই নাকান করি হউক খ্রীষ্টের বিষয় প্রচার হবার ধরচে, সেইটা ভন্ডামির উদ্দেশ্যে হউক আর ভাল উদ্দেশ্যে হউক। যাই হউক এইটায় হইলেক মোর আনন্দের বিষয়। মোর এই আনন্দ থাকিবেই।

১৯ ক্যেনেনা মুই ভাল করি জানং যে এই দুর্দশা থাকি মোর মুক্তি হবে, তোমার প্রার্থনা আর যীশু খ্রীষ্টের আত্মা দ্বারায় এই মুক্তি হবে।

২০ আর মোর থির বিশ্বাস আছে যে মুই কোন কিছুতে নজ্জা পাইম না, কিন্তুক মুই সাহস করি বত্তি থাকং বা মরি যাং এলা আর সউগ সমায় মোর দেহা দিয়া খ্রীষ্টের গুণকিত্তন হবে।

২১ ক্যেনেনা মোর বত্তি থাকা হইলেক খ্রীষ্টের বাদে আর মরণ হইলেক লাভ।

২২ কিন্তুক এই দেহা নিয়া যদি মোক বত্তি থাকির নাগে তাইলে মুই প্রভুর বাদে এই কাম করির সুযোগ পাইম। কিন্তুক মুই কি বাছাই করি নিম বত্তি থাকির না মরির, সেইটা মুই জানং না।

২৩ মুই দোটানা হয়া আছং। মুই মরি যায়া খ্রীষ্টের নগত থাকির চাং ক্যেনেনা সেইটায় হবে মোর পক্ষে সউগ চায়া ভাল।

২৪ তাঙো তোমারলার বাদে বত্তি থাকা মুই দরকার মনে করং।

২৫ আর মুই নিশ্চয় জানং মুই বত্তি রইম যাতে মুই তোমারলার নগত একসোদে থাকিয়া তোমারলাক সাহায্য করির পারং আর তোমরা বিশ্বাসে মজবুত হন আরো উৎসাহ বাড়ে।

২৬ ফলে তোমারলার মইদ্ধোত মোর আরো আইসার দরুন তোমরা যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া মোক নিয়া আনন্দে উতলা হন।

২৭ সউগ চায়া বড় কতা হইলেক তোমরা এমন করি জীবন কাটান যেইটা খ্রীষ্টের বিষয় ভাল খবরের উপযুক্ত। তাইলে মুই নিজে আসিয়া তোমারলাক দেখিয়া বা দূর থাকি তোমারলার কতা শুনিয়া মুই জানিম যে, তোমরালা মনে পরানে থির হয়া খাড়া হয়া আছেন। আর যেই বিশ্বাস ভাল খবরের মইদ্ধো দিয়া আইসে উয়ার বাদে একসোদে পরিশ্রম করির ধরচেন।

২৮ যায় যায় তোমারলার বিরুদ্ধে আছে উমারলাক তোমরালা ভয় না করেন, ইয়াতে প্রমাণ হবে যে উমরালা নাশ হবার ধরচে। আর তোমরালা মুক্তি পাবার বাদে যাবার ধরচেন, আর সেই মুক্তি আইসে ভগবান থাকি।

২৯ তোমারলাক বর দেওয়া হইচে তোমরা খালি খ্রীষ্টের উপরত বিশ্বাস করেন তারে বাদে না হয়, যাতে উয়ার বাদে কষ্ট ভোগও করির পান।

৩০ তোমরা আগত মোক যেই নাকান করি কষ্ট করির দেখিচেন আর এলাও ঐলা সমন্ধে যেইলা শুনির ধরচেন, তোমরালাও একে নাকান কষ্টের মইদ্ধোত জড়েয়া পরিচেন।

২ তোমারলার মইদ্ধোত তো খ্রীষ্টের উৎসাহ আছে, খ্রীষ্টের পিরিতের ফলে যে্যলা তোমরা সান্তনা পান, পবিত্র আত্মা আর তোমারলার মইদ্ধোত যোগাযোগের সমন্ধ আছে, তোমারলার অন্তরত করুণা আর দয়ামায়া আছে।

২ যেহেতু তোমারলার সগারে মন এক, তাইলে তোমরালা একে অপরক পিরিত কর মনে পরানে এক হন। তাইলে মুই আনন্দিত হইম।

৩ নিজের লাভের আশায় বা অহংকার করিয়া কোন কিছু না করেন। তোমরা বরং নম্র হয়া অইন্যক বড় বুলিয়া জাগা দেও।

৪ খালি নিজক নিয়া ব্যস্ত না থাকেন অইন্যের বাদেও চিন্তা কর।

৫ যীশু খ্রীষ্টের যেই নাকানের মনভাব আছিলেক সেই নাকান মনভাব তোমারলার হউক।

৬ যদিও উয়ায় ভগবান আছিলেক, তবু উয়ায় নিজক ভগবান মনে করিলেক না,

৭ কিন্তুক মহান জাগা থাকি নিজেই নামিলেক, চাকরের মত হইলেক, মানষির রূপ নিয়া জন্ম নিলেক।

৮ এইলা ছাড়াও চেহারার দিক থাকি নিজক নম্র করিয়া মরণ পর্যন্ত এমন কি ক্রুশত মরণ পর্যন্ত বাধ্য থাকিলেক।

৯ এই বাদে পরমপ্রভু উয়াক উচাত উঠাইলেক আর এমন একটা নাম দিলেক যেইটা সউগ নামের চায়া মহান,

১০ যাতে যীশুর নামে স্বর্গ, মত্য, পাতালত এই ত্রিভূবনত বসবাস কারিলা সগায় প্রভু যীশুর আগত হাংকুড়া পারে।

১১ আর সগারে জিবা স্বীকার করে যে যীশু খ্রীষ্টই প্রভু। এই নাকান করি যাতে স্বর্গের বাপ ভগবানের গুণগান হয়।

১২ হে মোর আদরের ভাই-বইনিলা, তোমরালা তো সউগ সমায় বাধ্য হয়া আছেন। খালি মুই যে্যলা থাকিম সে্যলা না হয়, কিন্তুক মুই যে্যলা না থাকিম সেলাও যাতে তোমরা আরো বেশী বাধ্য হন। আর তোমরা ভক্তি আরো ভয়ের নগত কামের মইদ্ধো দিয়া দেখাও যে তোমরা পাপ থাকি মুক্তি পাইচেন।

১৩ ক্যেনেনা ভগবান তোমারলার অন্তরত এমন করি কাম করির ধরচে যে, যার ফল হইলেক উয়ায় যেইটা কামত সন্তুষ্ট হয় সেই নাকানের কাম করির ইচ্ছা আর ক্ষমতা তোমারলারও হয়।

১৪ তোমরালা আপত্তি আর তর্ক না করিয়া সউগে কর,

১৫-১৬ যাতে তোমরালা নির্দোষ আর খাটি হবার পারেন, এই কালের বিবেকহীন আর খারাপ স্বভাবের মানষিলার মইদ্ধোত ভগবানের কলঙ্ক না হওয়া ছাওয়া হবার পারেন। এই মানষিলার আগত তোমরালা তো জীবন দানকারী বাইক্য তুলি ধরিয়া এই দুনিয়ার ভলভলা তারার নাকান হয়া আছেন। তাইলে খ্রীষ্ট যেদিন আরো ফিরি আসিবে সেই দিন মুই এই নিয়া গর্ব করির পারিম যে, মোর চেষ্টা আর পরিশ্রম বেকার নাই হয়।

১৭ যদিও মোর মরণ হয় আর মোর অক্ত ভগবানক গতে দেওয়া হয় এই নাকান করি তোমারলার বিশ্বাসের সেবা ভগবানের বাদে সঁপে দিবার নাগবে। তাইলে মুই তোমারলার সাথে খুশি আর আনন্দিত হইম।

১৮ আর তোমারলারও ঠিক একে নাকান করি মোর সোদে আনন্দ করা উচিত।

১৯ মুই আশা করং প্রভু যীশুর ইচ্ছা হইলে মুই তীমথিয়ক পচপচে তোমারলারটে প্যেঠাইম। যাতে তোমারলার খবর পায়া মোর পরান জুড়াইম।

২০ মোর সোদে এমন আর কাঙো নাই যে তীমথিয়র মতন করি তোমারলার বিষয়ে চিন্তা করে।

২১ অইন্য সগায় যীশু খ্রীষ্টের ব্যপারে ব্যস্ত না থাকিয়া নিজেরলার ব্যাপার নিয়া ব্যস্ত থাকে।

২২ কিন্তুক তোমরা এইটা জানেন যে তীমথিয় উয়ার যোগ্যতা প্রমান করি দেখাইচে, ক্যেনেনা বেটা যেই নাকান করি বাপের নগত কাম করে, সেই নাকান করি উয়ায় মোর নগত যীশু খ্রীষ্টের বিষয় ভাল খবর প্রচারের বিষয়ে পরিশ্রম করিচে।

২৩ এই বাদে মোর অবস্থা কি হয় সেইটা জানির পাইলে মুই উয়াক তোমারলার ওটে প্যেঠেয়া দিম।

২৪ মুই প্রভুর উপরত এই বিশ্বাস থোং যে মুইও খুব পচপচে তোমারলাক দেখির যাইম।

২৫ মুই ইপাফ্রদীতক তোমারলার ওটেকেনা প্যেঠেবার দরকার মনে করলুং। উয়ায় হামার শিষ্য গুরুভাই। হামরা একে নগত কাম করি আরো খ্রীষ্টের বাদে যুদ্ধ করি। সেবাকারী হিসাবে মোর প্রয়োজন মিটিবার বাদে উয়াক তোমরা মোর এটেকোনা প্যেঠেয়া দিচেন।

২৬ উয়ায় তোমারলাক সগাকে দেখির হাউস করির ধরচে, এই বাদে মুই উয়াক তোমারলার ওটেকোনা প্যেঠেয়া দিবার ধরচুং। আর তোমরা উয়ার অসুখের কতা শুনিচেন কয়া ইপাফ্রদীত ব্যাকুল হয়া পড়িচে।

২৭ আর সচাং করি উয়ার এমন অসুখ হইচে যে, উয়ায় মরির যাবার নাকান হইচে কিন্তুক ভগবান উয়ার উপরত দয়া করিচে, খালি উয়াকে দয়া করিচে এই নাকান না হয় মোকও দয়া করিচে যাতে মুই দুঃখের উপরত দুঃখ না পাং।

২৮ এই বাদে মুই খুব যতন করিয়া তোমারলারটে প্যেঠেবার ধরচুং যাতে তোমরা উয়াক দেখিয়া ফির আরো আনন্দ করির পারেন। আর মোর ভাবনা কমে।

২৯ তোমরা প্রভুর মানষি হিসাবে পুরাপুরি আনন্দে উয়াক মানি নেও এই নাকানের মানষিলাক তোমরা সন্মান কর।

৩০ ক্যেনেনা খ্রীষ্টের কামের বাদে উয়ায় মরণপন নড়াই করিচে। তোমরা না থাকাতে মোর বাদে যেইটা করির পারেন নাই সেইটা করির উয়ায় জীবন দিবারও রাজি আছিলেক।

৩ শ্যেষত এই কতা কইম যে, হে মোর ভাই বইনিলা, তোমরা প্রভুর নগত যুক্ত আছেন এই বাদে আনন্দ কর। তোমারলারটে একে নাকান কতা বার বার নেখিবার মোর কোন কষ্ট না হয়। আর তোমারলাক এইলা নিয়া সর্তক করা ভাল।

২ একটা দল আছে, উমরা কয় যে মুক্তির বাদে সুন্নত করা দরকার। এই কুকুরের নাকান বেয়া মানষিলা থাকি সাবধান!

৩ হামরায় ভগবানের আসল মানষি, হামরা আত্মার সাহায্যে উয়ার আরাধনা করি আর যীশু খ্রীষ্টক নিয়া গর্ব করি, হামরা মানষিক দেখা আচার অনুষ্ঠানের উপরত নির্ভর করি না।

৪ মুই অবশ্য করির পারলুং হয়। যদি কাওো মনে করে এই আচার অনুষ্ঠানের উপরত নির্ভর করির কারন আছে, তাইলে মোর উয়ার চায়া আরো বেশী কারন আছে।

৫ আট দিনের দিন মোশির বিধান মতে মোক সুন্নত করা হইছিলেক, ইস্রায়েল জাতির মইদ্ধোত বিন্যামীনের গুষ্টিত মোর জন্ম; মুই এক জন খাটি ইব্রীয় জাতির; মোশির নিয়ম পালন করং বুলি মুই এক জন ফরীশী।

৬ মোর ধর্মের ব্যপারে আগ্রহ আছিলেক যে, খ্রীষ্টের সমিতির মানষিলার উপরা মুই অইত্যাচার করিলুং; মোশির বিধান পালনের ব্যপারে কাঙো মোর নিন্দা করির পায় নাই।

৭ কিন্তুক তাতে মোর যে লাভ হইছিলেক, সেইলা মুই খ্রীষ্টের বাদে সেই লাভক ক্ষতি বুলি মনে করং।

৮ আসলে যার জইন্যে মুই এইলা ক্ষতি বুলিয়া মানি নিবার ধরচুং মোর সেই প্রভু যীশু খ্রীষ্টক জানিবার মইদ্ধো দিয়া তুলনাহীন আশুর্বাদ আছে, উয়ার সোদে আর সউগ কিছুকে মুই ক্ষতি বুলিয়া মনে করং।

৯ খ্রীষ্টক যাতে মুই লাভ করির পারং আরো খ্রীষ্টের নগত যাতে মুই নাগি থাকির পারং, মোর নিজের নির্দোষ হওয়া যেইটা বিধান থাকি পাওয়া সেইটা যাতে মোর না হয়। কিন্তুক খ্রীষ্টক বিশ্বাস করিয়া মোক নির্দোষ বুলি মানি নেওয়া হইচে, এই নির্দোষ হওয়া ভগবানেরটে থাকি আইসে বিশ্বাসের ফলে।

১০ মুই খ্রীষ্টক জানির চাং আর যেই শক্তি দিয়া উয়াক ফির বত্তে তোলা হইচে সেই শক্তিক জানির চাং। মুই উয়ার দুঃখ-কষ্টের

ভাগী হবার চাং। আসল কতা হইলেক, যেই মনোভাব নিয়া উয়ায় মরছিলেক, মুইও সেই নাকানের মনোভাব পাবার চাং।

[১১] এই বাদে যেইটায় হউক না ক্যেনে, মুই মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিম।

[১২] মুই যেইটা করির ধরচুং সেইটা মুই এলায় যে মুই পায়া গেইচোং বা খাটি হইচুং তা কিন্তুক না হয়। কিন্তুক যেই বাদে খ্রীষ্ট যীশু মোক বেছি নিচে সেইটায় করির বাদে মুই দৌড়ির ধরচুং।

[১৩] ভাই-বইনিলা মুই যেইটা ধরির পাইচুং সেইটা মুই মনে না করং। তাএো একটা কাম মুই করিচুং যাওয়া দিনের সউগ কিছু ফম হারেয়া আগ পাকে ঝুকিয়া সউগ শক্তি দিয়া মুই শ্যেষ সীমনার পাকে দৌড়ির ধরচুং।

[১৪] যাতে খ্রীষ্ট যীশুর মইদ্ধো দিয়া ভগবানের স্বর্গমুখী ড্যেকের মইদ্ধো দিয়া যে পুরুস্কার আছে সেইটা যাতে পাং।

[১৫] এই বাদে হামরা যায় যায় পুরাপুরি বড় হয়া আগে যাবার ধরচি হামারলারও ঐ একে নাকান মনোভাব হওয়া উচিত। আর যদি কোন বিষয়ে তোমারলার অইন্য নাকানের মনোভাব থাকে সেইটাও তোমারলাক ভগবান দেখেয়া দিবে।

[১৬] কাঙোর মনভাব যত দূর হামরা আগেয়া যাবার ধরচি, সেই অনুসারে ভগবান হামারলাক আগতে বানাইচে।

[১৭] ভাই-বইনিলা, তোমরা আর অইন্য শিষ্যলা সগায় মিলি মোক দেখিয়া চল আর মোর যেই নাকানের আদর্শ, আর অইন্য

মানষিলা যায় যায় মোর নাকান চলে, উমারলাক দেখিয়া শেখ।

[১৮] মুই তোমারলাক বারে বারে কইচুং আর এলা চখুর জল ফ্যালেয়া কবার ধরচুং যে, এই নাকান ম্যেলা মানষি আছে উমরা খ্রীষ্টক ক্রুশত তুলি দেওয়া শত্রু।

[১৯] উমারলার শ্যেষ পরিণাম হইলেক ধ্বংস আর প্যেট হইলেক উমারলার ভগবান। যেইটা নজ্জার বিষয় সেইটা নিয়া উমরালা গর্ব করে আর দুনিয়ার বিষয় নিয়া উমারলার মন পড়িয়া আছে।

[২০] কিন্তুক হামারলার তো আসল থাকির জাগা হইলেক স্বর্গ। ওটে থাকি হামারলার মুক্তিদাতা প্রভু যীশু আসিবার বাদে আগ্রহ সহকারে বাচ্চে আছি।

[২১] উয়ায় হামারলার নশ্বর দেহাক বদলেয়া জাকজমকের দেহার মত করিবে। যে শক্তির মইদ্ধো দিয়া উয়ায় সউগ কিছুক নিজের অধীনত আনে সেই শক্তির মইদ্ধো দিয়া উয়ায় এই কাম করিবে।

৪

হে মোর ভাই-বইনিলা, মুই তোমারলাক পিরিত করং আর তোমারলাক দেখির চাং। তোমরায় মোর আনন্দ মোর জয়ের মালা। তোমরালা প্রভুর নগত যুক্ত হয়া স্থির থাক।

[২] শ্রীমতি উবদিয়া আর শ্রীমতি সুন্তখী, মুই তোমারলাক বিশেষ করি মিনতি করির ধরচুং প্রভুর নগত যুক্ত হইচেন এই বাদে তোমারলার মন এক হউক।

৩ আর মোর আসল সাথী, মুই তোক মিনতি করির ধরচুং তুই এই বেটিছাওয়ালাক সাহায্য করেক। ক্যেনেনা ইমরা খ্রীষ্টের ভাল খবর প্রচার করির মোর সোদে আর শ্রী ক্লীমেন্ত আরো মোর অইন্য অইন্য সহসাথীলার নগত কষ্ট করিচিলেক। ইমারলার নাম ভগবানের জীবন্ত বইয়ত নেখা আছে।

৪ তোমরা সউগ সমায় প্রভুত আনন্দ কর, আরেকবার কইম, আনন্দ কর।

৫ তোমারলার নরম স্বভাব সগায় দেখির পাউক। ফম থোন, প্রভু খুব পচপচে আসির ধরচে।

৬ কোন বিষয় নিয়া উতলা হন না, বরং তোমারলার সউগ কিছু চাওয়ার বিষয় ধন্যবাদের সোদে প্রার্থনার মইদ্ধো দিয়া ভগবানক জানাও।

৭ ইয়াতে প্রভুর দেওয়া যেই শান্তির কতা মানষি চিন্তা করিয়াও জানির পারে না, খ্রীষ্ট যীশুর মইদ্ধো দিয়া সেই শান্তি তোমারলার অন্তর আর মনক বাঁচাবে।

৮ শ্যেষত কং, হে মোর ভাই-বইনিলা, যেইটা সচাং যেইটা উপযুক্ত, যেইটা সৎ, যেইটা খাটি, যেইটা সুন্দর, যেইটা সন্মানের আসল কতা হইলেক, যেইটা ভাল, যেইটা সুনামের সেই পাকে মন দেও।

৯ তোমরা মোরটে থাকি যেইটা শিখিচেন আরো ভালো করি মানিয়া নিচেন, মোর মুখ থাকি শুনিচেন, দেখিচেন সেইলা নিয়া

নিজক ব্যস্ত থোন। ইয়াতে শান্তিদাতা ভগবান তোমারলার সোদে রবে।

১০ মুই প্রভুত খুব আনন্দ হইলুং ক্যেনেনা ম্যেলা দিন পাছত তোমরা আরো মোক সাহায্য করির ধরচেন। কিন্তুক সউগ সমায় মোক তোমরালা সাহায্য করির চাইছিলেন কিন্তুক সেইটা তোমরালা করির সুযোগ পান নাই।

১১ মোর কোন অভাবের বাদে মুই এই কতা কবার ধরচুং তা কিন্তুক না হয়। ক্যেনেনা যেই অবস্থাত আছং সেইটাতে সন্তুষ্ট থাকির শিখিচুং।

১২ য্যেলা মোর অভাব দেখা দেয় আর য্যেলা মোর ম্যেলা থাকে, ভরা প্যেট হউক আর খালি প্যেটে হউক, ম্যেলা রবার সমায় হউক, আর অভাবের মইদ্ধোত হউক, সউগ অবস্থাত ক্যেমন করি সন্তুষ্ট থাকা যায় সেইটা মুই শিখিচুং।

১৩ যায় মোক শক্তি দান করে উয়ার মইদ্ধো দিয়া মুই সউগ কিছুই করির পাং।

১৪ তাঙো তোমরালা মোর কষ্টের ভাগী হয়া ভালে করিচেন।

১৫ ফিলিপীয় খ্রীষ্ট সমিতির মানষিলা তোমরা তো নিজেই জানেন যে, তোমারলাক পইলা ভাল খবর শোনের পাছত য্যেলা মুই ম্যাসিডোনিয়া ছাড়িয়া চলি যাং, স্যেলা তোমরালা ছাড়া কোন খ্রীষ্ট সমিতি মোর সোদে টাকা-পাইসা দেওয়া নেওয়া ব্যাপারে যুক্ত হয় নাই।

[১৬] এইটা বাস্তব যে য্যেলা মুই থিষলনীকীত আছিলুং স্যেলাও তোমরালা কয়েক বার মোক সাহায্য প্যেঠেয়া মোর অভাব পূরণ করছিলেন।

[১৭] মুই এলা দান পাবার চেষ্টা করং নাই কিন্তুক মুই চাং ভগবান তোমারলাক আশুর্বাদ করুক।

[১৮] মোর যা দরকার তার চায়াও বেশী মোর আছে। শ্রী ইপাফ্রদীর হাত দিয়া যেইলা উপহার মোর বাদে প্যেঠাইচেন সেইলা পায়া মোর যথেষ্ট হইচে। এই উপহারলা সুগন্ধের নাকান আরো ভগবান মানি নিবার যোগ্য বলিদান, ইয়াতে ভগবান খুশি হয়।

[১৯] হামার ভগবান উয়ার অফুরন্ত ধন প্রভু যীশুর মইদ্ধো দিয়া তোমারলার অভাব পূরণ করে।

[২০] যুগ যুগ ধরি চিরকাল হামারলার স্বর্গের বাপ ভগবানের গুণগান হউক। আমেন।

[২১] খ্রীষ্ট যীশুর নগত ভগবানের সউগ মানষিক মোর মঙ্গল কামনা জানান। মোর নগত যেই ভাইলা আছে উমরা তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানের ধরচে।

[২২] ভগবানের মানষি যেইলা এটেকোনা আছে বিশেষ করি রোমের মহারাজার বাড়ির মানষিলা তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানের ধরচে।

[২৩] প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া তোমারলার দয়া অন্তরত থাকুক॥

কলসীয়

১ মুই পৌল, ভগবানের ইচ্ছায় রাজা যীশুর এক জন খবরিয়া হইচুং। কলসাই গঞ্জত খ্রীষ্টের নগত একটে হয়া যায় যায় ভগবানের মানষি আর বিশ্বস্ত গুরু ভাই-বইনিলারটে, মুই পৌল আর হামারলার ভাই তীমথিয় এই চিঠি নেখিলং। হামারলার স্বর্গের বাপ ভগবান তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৩ যেয়েলায় হামরা প্রার্থনা করি স্যেলায় হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাপ ভগবানের ধন্যবাদ দিয়া থাকি।

৪ ক্যেনেনা যীশু খ্রীষ্টের উপরাত তোমারলার যে বিশ্বাস আছে, সউগ ভগবানের মানষিলার পতি পিরিত তোমারলার আছে এই সংবাদটা হামরা শুনিচি।

৫ স্বর্গত তোমারলার বাদে যেইলা জমা করা আছে, সেইলা পাবার আশায় তোমারলার এই বিশ্বাস আর পিরিত জন্মিচে। যে ভাল খবর, মানে সইত্যের বাইক্য তোমারলারটে পৌছিচে, উয়ার মইদ্ধোত তোমরালা এই আশার বাণী শুনিচেন।

৬ এই ভাল খবর সারা দুনিয়াত ছড়াছড়ি হয়া পরাতে ফল পাবার ধরচে, আর দিনে দিনে আগে যাবার ধরচে। যেই দিন থাকি তোমরা এই ভাল খবর শুনিলেন আর ভগবানের দয়ার কতা সচাং করি জানিচেন, সেই দিন থাকি তোমারলারও মইদ্ধোত একে নাকান কাম করির ধরচে।

৭ এই ভাল খবরের কতা তোমরা হামার সহকর্মী শ্রী ইপাফ্রারটে থাকি শুনিচেন। উয়ায় তোমারলার পক্ষ থাকি খ্রীষ্টের এক জন বিশ্বস্ত চাকর।

৮ পবিত্র আত্মা তোমারলাক যে পিরিতের মনোভাব দান করিচে তার সমন্ধে ইপাফ্রা হামাক জানাইচে।

৯ এই বাদে তোমারলার সমন্ধে শুনিবার পর থাকি হামরা তোমারলার বাদে প্রার্থনা করির ধরচি। আত্মিক জ্ঞান আর বুদ্ধি দিয়া যাতে তোমরা ভগবানের ইচ্ছা পুরাপুরি বুঝির পান এইটায় হামরা ভগবানেরটে চাই।

১০ যাতে তোমরা সৎ কাম করিয়া ফলবান হন আর ভগবানক আরো ভাল করি জানির পান। এই নাকান করি সউগ কিছুতে প্রভুক সন্তুষ্ট করিয়া উয়ার যোগ্য হবার পান।

১১-১২ এইটা সম্ভব, ক্যেনেনা ভগবান উয়ার মহাশক্তি অনুসারে সউগ শক্তি দিয়া তোমারলাক শক্তিবান করিচে যাতে তোমরা সউগ সমায় আনন্দের নগত ধৈর্য ধরি সউগ সহ্য করি ভগবানক ধন্যবাদ দেন। আলোর শাসনত ভগবানের মানষিলা যেই অধিকার লাভ করিবে উয়ার ভাগী হবার বাদে তোমারলাক ঠিক করি তুলিচে।

১৩ ক্যেনেনা উয়ায় আন্ধারের শাসন থাকি হামারলাক মুক্ত করি উয়ার পরানের বেটা যীশুর শাসনত নিয়া আসচে।

১৪ এই বেটার নগত যুক্ত হয়া হামরা মুক্ত হইচি, মানে হামরা পাপের ক্ষমা পাইচি।

১৫ এই বেটা হইলেক, না দেখা ভগবানের মূর্তি। সউগ কিছু সিজ্জনের আগত উয়ায়ে আছিলেক আর সউগ সিজ্জনের উপরত উয়ায় প্রধান,

১৬ ক্যেনেনা দ্যাওয়া আর দুনিয়াত যেইলা দেখা যায় আর যেইলা দেখা যায় না, সউগ কিছুই উয়ার দিয়ায় সিজ্জন হইচে। সিংহাসন, অধিকার, ক্ষমতা যত আছে উমারলাক সগাকে উয়াক দিয়া উয়ারে বাদে সিজ্জন করা হইচে।

১৭ সউগ কিছুর সিজ্জনের আগত উয়ায় আছিলেক আর উয়ার মইদ্ধো দিয়া সউগ কিছু টিকি আছে।

১৮ এইলা ছাড়াও উয়ার দেহার, মানে সমিতির উয়ায় মাথা। উয়ায়ে পইলা আর উয়ায়ে মরণ থাকি পইলা বত্তি উঠিচে, যাতে সউগ কিছুতে প্রধান হবার পায়।

১৯ ভগবান চাইচে যে, উয়ার সউগ গুণাগুণ পুরাপুরি যীশুর মইদ্ধোত থাকে।

২০ খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া অমিল দূর করিয়া উয়ার নিজের নগত সউগ কিছুর মিলন উয়ায় চাইচে। খ্রীষ্ট ক্রুশের উপরাত উয়ার অক্ত সঁপে দিয়া শান্তি আনিচে বুলিয়া এই মিলন হবার পাইচে, এইলা ছাড়াও স্বর্গত আর দুনিয়াত সউগ কিছুর মিলন করিচে।

২১ এক সমায় তোমরা ভগবানেরটে থাকি দূরত ছিলেন আর উয়ার বিরুদ্ধে তোমারলার মনের শত্রুয়ামি আছিলেক। তোমারলার বেয়া কামের বাবদ সেইটা দেখা গেইচে।

২২ কিন্তুক খ্রীষ্টের মরণের ফলে উয়ার অক্ত মসংএর দেহা দিয়া ভগবান নিজের নগত এলা তোমারলার মিলন করিচে, যাতে উয়ায় তোমারলাক পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক, আর নির্দোষী অবস্থায় উয়ারটে আনির পায়।

২৩ অবশ্য এই বাদে খ্রীষ্টের বিষয়ে ভাল খবর থাকি তোমরা যে নিশ্চিত ভরসা পাইচেন, এইটা থাকি দূরত সারি না যায়া তোমারলাক বিশ্বাসে থির থাকির নাগবে। সেই ভাল খবর গোটায় দুনিয়াত প্রচার করা হইচে আর তোমরালা সেইলা শুনিচেন। মুই পৌল এই ভাল খবরের খবরিয়া হইচুং।

২৪ মুই তোমারলার বাদে যে কষ্ট ভোগ করচুং, সেই বাদে মুই আনন্দ পাচুং। খ্রীষ্টের দেহা, মানে সমিতির বাদে খ্রীষ্টের যে দুঃখ ভোগ এলাও বাকি আছে সেইটা মুই মোর দেহা দিয়া পূরণ করির ধরচুং।

২৫ আর ভগবান উয়ার বাইক্য তোমারলারটে পুরাপুরি প্রচার করিবার ভার মোর উপরা দিচে বুলিয়া মুই এক জন সমিতির সেবাকারী হচুং।

২৬ ভগবানের বাইক্যের মইদ্ধোত যে আগিলা কালের মানষিলারটে যুগ যুগ ধরি গোপন সইত্য আছিলেক, এলা উয়ার

মানষিলারটে সেইলা প্রকাশ করা হইচে।

২৭ ক্যেনেনা ভগবান চাইলেক, অযিহূদীলার মইদ্ধোত উয়ার এই গোপন সইত্যের মহাগৌরব যে কি, তা যেন উয়ার সউগ মানষিলা জানির পায়। সেই সত্য হইলেক যে, খ্রীষ্ট নিজে তোমারলার অন্তরত আছে এই বাদে তোমরা গৌরব পাবার আশা পাইচেন।

২৮ হামরা সেই খ্রীষ্টের বিষয়ে প্রচার করির ধরচি। মানে ভগবানের দেওয়া সীমাহীন জ্ঞান দিয়া সগাকে শিক্ষা দেই আর সাবধান করি, যাতে সগাকে হামরা খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া খাটি করি তুলির পাই।

২৯ এই উদ্দেশ্যে ভগবানের যে মহাশক্তি হামার মইদ্ধোত কাম করির ধরচে, সেই শক্তি অনুসারে মরণ বত্তন পরিশ্রম করির ধরচুং।

২ মুই তোমারলাক জানেবার চাং, তোমারলার বাদে আর লায়দিকেয়া গঞ্জের খ্রীষ্ট সমিতির মানষিলার জইন্যে, যায় যায় মোক দেখে নাই উমারলার বাদে মুই পরান দিয়া খাটা খাটনি করির ধরচুং।

২ মুই চাং যাতে উমরা অন্তরত উৎসাহ পায় আর পিরিতে একমন হয়। আর খ্রীষ্টের বিষয় বুঝিবার ফলে জ্ঞানের নিশ্চয়তা পাওয়া যায় আর সউগ ধনে ধনী হয়া ওঠে। যাতে ভগবানের আসল গোপন তত্ত্ব বুঝির পায়, মানে খ্রীষ্টক জানির পায়।

৩ খ্রীষ্টের মইদ্ধোত সউগ জ্ঞান আর বুদ্ধি নুকি থোয়া আছে।

৪ মুই এই কতা কবার ধরচুং যাতে তোমারলাক কাঙো মন ভুলিয়া, যুক্তি তর্ক দিয়া তোমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া না যায়।

৫ মুই সশরিলে তোমারলার ওটেকোনা না থাকিলেও আত্মায় তোমারলার ওটে আছং। আর তোমারলার ভাল চালচলন আর খ্রীষ্টের উপরত থির বিশ্বাস দেখিয়া আনন্দ পাবার ধরচুং।

৬ তোমরা যেই নাকান করি যীশু খ্রীষ্টক প্রভু বুলি মানি নিচেন, ঠিক একে নাকান করি উয়ার সাথত একটে হয়া জীবন কাটান।

৭ খ্রীষ্টের মইদ্ধোত গছের শিপার নাকান আকড়ে ধরি নিজক বড় কর। তোমরা যেই শিক্ষা পায়া বিশ্বাস করিচেন উয়াতে থির থাকো আর ভগবানক সউগ সমায় ধন্যবাদ দেও।

৮ তোমরা সাবধান হন, যাতে মানষি ছলনা ওয়ালা ফাকুয়া দর্শনের শিক্ষা দিয়া বন্দী বানেয়া তোমারলাক নিয়া না যায়। খ্রীষ্টের নগত সেই শিক্ষার কোন সমন্ধ নাই, মানষির বানা নিয়ম দুনিয়ার নিয়ম নীতির উপরাত সেইটা নির্ভর করে।

৯ ক্যেনেনা ভগবানের সউগ গুণাবলি খ্রীষ্টত দৈহিকরূপে ভরপুর।

১০ আর খ্রীষ্টের নগত একটে হয়া তোমরালাও ভরপুর হইচেন। উয়ায়ে ত্রিভূবনের সউগ শাসনকর্তালার আর ক্ষমতার অধিকারিলার মাথা।

১১ তোমরালা খ্রীষ্টের নগত একটে হইচেন বুলিয়া তোমারলার দেহাত চিন দেওয়া হইচে, এই চিন কোন মানষির হাত দিয়া দেওয়া নাই হয়, খ্রীষ্ট নিজেই সেই চিন দিচে। মানে দেহার উপরাত পাপ স্বভাবের যেই পাপ শক্তি আছিলেক সেই শক্তি থাকি তোমারলাক মুক্ত করা হইচে।

১২ দীক্ষা নিয়া তোমরালাক খ্রীষ্টের নগত সমাধি দেওয়া হইচে। খালি এইটায় না হয়, যায় খ্রীষ্টক মরণ থাকি ফির বত্তে তুলিচে সেই ভগবানের শক্তির উপরাত বিশ্বাস করি তোমারলাক খ্রীষ্টের নগত বত্তে তোলা হইচে।

১৩ তোমরালা তো পাপ করা আর পাপ স্বভাব না ছাড়ির বাদে মরা ছিলেন, কিন্তুক এলা ভগবান তোমারলাক খ্রীষ্টের সোদে বত্তে তুলিচে, উয়ায় তোমারলার সউগ পাপ ক্ষমা করিচে।

১৪ আর হামারলার বিরুদ্ধে যে হাতে নেখা দোষীনামা আছিলেক, উয়ার সউগ দাবি দাওয়া সুদ্ধা বাতিল করিচে। সেই দোষীনামা উয়ায় ক্রুশ খুটিত খিল দিয়া নটকে থুইয়া বাতিল করি দিচে।

১৫ উয়ায় ত্রিভূবনের সউগ শাসনকর্তালার আর ক্ষমতার অধিকারিলার ক্ষমতা হীন করি দিচে। এই নাকান করি উয়ায় নিজের ক্রুশের মইদ্ধো দিয়া সগারে উপরাত জয় করিয়া উমারলার যে পরাজয় সেইটা ঝকঝকা করি দেখে দিচে।

১৬ এই বাদে খাওয়া দাওয়া আর কোন পার্বন অমাবস্যা-পূর্ণিমা, জিরানের দিনলা, এইলা নিয়া তোমারলার দোষ দিবার অধিকার

কাঙোরো নাই।

[১৭] যেইটা আসির কতা আছিলেক সেইলা খালি একটা ছায়া, কিন্তুক আসলটা হইলেক খ্রীষ্ট।

[১৮] ধর্মীয় নিয়ম নীতি দিয়া নিজের দেহাক কষ্ট দেওয়া আর স্বর্গদূতক আরাধনা করা যায় যায় দরকারি মনে করে, উমরা যাতে তোমারলার স্বর্গীয় ঘাটার বাধা না জন্মায়। এই নাকানের মানষি যেইলা দেখিচে কয়া আজলি হয় উমরা বড় বড় কতা কয়া বিনা কারনে অহংকারে ফুলিয়া ওঠে। ক্যেনেনা উমারলার মন পাপ স্বভাবের অধীন।

[১৯] উমরা শক্ত করি মাথাক মানে যীশু খ্রীষ্টক ধরি রয় না, উয়ায় তো গোটায় দেহার আসল মাথা, যেই মাথার চালনায় গোটা দেহা, হাড্ডি, রগ, মসংএর নগত একটে থির হয়া আত্মিক জীবন বড় হয়।

[২০] খ্রীষ্টের নগত মরিয়া তোমরা য্যেলা দুনিয়ার নানা নিয়ম হাতে দূরত সারি আসচেন, তাইলে এলাও দুনিয়ার মানষিলার মতন করি তোমরা ক্যেনে দুনিয়ার নিয়মত চলির ধরচেন?

[২১] এই নাকানের নিয়ম আছে, ধরেন না, চাখেনও না, নারেনও না।

[২২] ঐ বস্তুলা ব্যবহার করি নষ্ট হয়, ক্যেনেনা এই নিয়মলা মানষির দেওয়া আদেশ আর শিক্ষা।

[23] এই নিয়মলা মনে হয় জ্ঞানে ভর্তি, ক্যেনেনা ক্যেমন করি আরাধনা করির নাগে, ক্যেমন করি নিজক নত করির নাগে, ক্যেমন করি নিজের দেহাক কষ্ট দেওয়া যায় এই নিয়মলা মানষিক জানায়। কিন্তুক পাপ স্বভাবক বশ করির ব্যপারে এইলার কোন দাম নাই।

৩ খ্রীষ্ট ভগবানের ডাইন পাকে স্বর্গত বসি আছে, আর তোমরা খ্রীষ্টের নগত মরণ থাকি ফির বত্তি উঠিচেন, এই বাদে স্বর্গীয় বিষয়লা খোজ কর।

[2] স্বর্গীয় বিষয় নিয়া ভাবনা কর, দুনিয়ার বিষয় নিয়া না ভাবেন।

[3] ক্যেনেনা তোমরা মরি গেইচেন আর তোমারলার জীবন খ্রীষ্টের নগত ভগবানেরটে নুকি থোয়া হইচে।

[4] হামার জীবন হইলেক খ্রীষ্ট, যেলো খ্রীষ্টক দেখা যাবে স্যেলো তোমরাও উয়ার নগত মহিমার ভাগী হবেন।

[5] এই বাদে তোমারলার পাপ স্বভাবের মইদ্ধোত যেইলা আছে সেইলা নষ্ট করি ফ্যেলান। উয়াতে আছে সউগ নাকানের ব্যভিচার, অশুচিতা, কুবাসনা, বেয়া ইচ্ছা, আর লোভ যাক এক নাকানের প্রতিমা পূজা করা কওয়া হয়।

[6] এই সউগ কারনে অবাধ্য ছাওয়ালার উপরত ভগবানের শাস্তি নামি আইসে।

[৭] আগত যেলা তোমরা এইলা নিয়া জীবন ধারন করির ধরছিলেন সেলা তোমরা এই সউগ নিয়া চলির ধরছিলেন।

[৮] কিন্তুক এলা রাগ, মেজাজ দেখা, হিংসা, গাইলাগাইলি, বেয়া কতাবার্তা তোমরালা ছাড়ি দেও।

[৯] এক জন আরেক জনেরটে মিছাং কতা না কন, ক্যেনেনা পুরান স্বভাবক আর উয়ার কামলা কাপড়ের নাকান করি ছাড়ি দিচেন, নয়া স্বভাবক পিন্দিচেন।

[১০] আর নয়া হইতে হইতে আপন সিজ্জনকর্তার নাকান হইচেন।

[১১] এই জাগাত যিহূদী আর অযিহূদীর মইদ্ধোত দেহাত চিন দেওয়া আর না দেওয়া মানষির মইদ্ধোত, অশিক্ষিত, নিচা জাতি, চাকর বা স্বাধীন মানষির মইদ্ধোত কোন ফারাক নাই, ওটেকোনা যীশু খ্রীষ্টই হইলেক মূল। আর উয়ায় সগারে মইদ্ধোত আছে।

[১২] এই বাদে ভগবান যাক বাছাই করি নিয়া নিজের বাদে যুদা করি থুইচে, উয়ায় সেই মনের মানষি হিসাবে তোমরা অন্তরের মায়া মমতা, দয়া, নত-নম্র, নরম স্বভাব আর ধৈর্য দিয়া নিজেরলাক সাজান।

[১৩] একে অইন্যক সহ্য কর, আর কাঙোরো বিরুদ্ধে তোমারলার কোন দোষ দিবার কারন থাকে তাইলে উয়াক ক্ষমা কর। প্রভু যেই নাকান তোমারলাক ক্ষমা করিচে একে নাকান করি তোমারলারও একে অইন্যক ক্ষমা করা উচিত।

১৪ এই সউগের উপরাত পিরিত দিয়া নিজেরলাক সাজান। পিরিতে সউগ মানষিক একটে করে।

১৫ খ্রীষ্ট যে শান্তি দেয় সেই শান্তি তোমারলার অন্তরত থাকিয়া তোমারলাক চালনা করুক। শান্তিতে থাকির বাদে তোমারলাক এক দেহা হিসাবে ড্যেকা হইচে। তোমরা উয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান।

১৬ খ্রীষ্টের বাইক্য তোমারলার অন্তরত ভরপুর হয়া বসবাস করুক। ভগবানের দেওয়া জ্ঞানে একে অইন্যক শিক্ষা আর পরামর্শ দেও আর অন্তরত কৃতজ্ঞতার নগত ভগবানের উদ্দেশ্যে গীতসংহিতার গান আর আত্মিক গুণগানের গান কর।

১৭ তোমরালা যেইলায় কন আর করেন না ক্যেনে প্রভু যীশুর নামে করেন আর উয়ার মইদ্ধো দিয়া স্বর্গের বাপ ভগবানক ধন্যবাদ দেও।

১৮ বিয়াও করা বেটিছাওয়া তোমরা সগায় সোয়ামির অধীনতা মানি নেও, যেই নাকান প্রভুর মানষি হিসাবে এইটায় ঠিক।

১৯ বিয়াও করা বেটাছাওয়ালা তোমরা সগায় তোমার মাইয়াক পিরিত কর আর উয়ার সোদে নিষ্ঠুর ব্যবহার না করেন।

২০ বেটা-বেটিলা, তোমরা সউগ বিষয়ে মাও বাপের বাদ্ধ থাকেন, ক্যেনেনা ইয়াতে প্রভু খুশি হয়।

২১ তোমরা যায় বাপ, তোমরালা বেটা-বেটিলার মন তিতা না করেন, যাতে উমরা উৎসাহ না হারায়।

২২ তোমরা যায় চাকর, তোমরা সউগ বিষয়ে তোমারলার এই দুনিয়ার মালিকের বাদ্ধ থাকেন। যেলা উমরা তোমারলাক দেখে স্যেলায় যে খালি উমারলাক খুশি করির বাদে বাদ্ধ হবেন তা কিন্তুক না হয়। তোমরা খাটি অন্তরে প্রভুর উপরাত ভক্তি থুইয়া উমারলার বাদ্ধ হন।

২৩ তোমরালা যেইটায় কাম করেন না ক্যেনে মনে পরানে কর। মানষির বাদে না হয় প্রভুর বাদে করির ধরচেন।

২৪ ক্যেনেনা তোমরালা জানেন, প্রভু উয়ার মানষিলার বাদে যেইটা থুইচে সেইটা তোমরা পুরুস্কার হিসাবে উয়ারটে থাকি পাবেন। তোমরালা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের সেবা করির ধরচেন।

২৫ যায় অন্যায় করে উয়ায় উয়ার ফল পাবে। প্রভুর চখুত সগায় সমান উয়ায় মুখ চিনিয়া মুগের ডাইল দেয় না।

৪ মালিকলা, স্বর্গত তোমারলার এক জন মালিক আছে। এইটা জানিয়া তোমরা তোমারলার চাকরলার সোদে সৎ আর ন্যায় ব্যবহার কর।

২ তোমরা কৃতজ্ঞ ও সতর্ক হয়া নিজেরলাক প্রার্থনাত ব্যস্ত রাখো।

৩ আর হামারলারও বাদে প্রার্থনা কর যাতে খ্রীষ্টের বিষয় গোপন সচাংএর কতা প্রচার করির ভগবান হামারলাক সুযোগ করি দেয়। সেই গোপন সচাংটার বাদে তো মোক বন্দী করা হইচে।

৪ যেই নাকান ঝকঝকা করি হামার বিষয় বুঝিয়া কওয়া উচিত, প্রার্থনা কর যাতে মুই সেই নাকান করি বুঝিয়া কবার পাং।

৫ যায় যায় ভগবানের মানষি না হয় উমারলার সোদে বুদ্ধি ব্যবহার করি চল আর খ্রীষ্টের বিষয় কবার প্রতিটা সুযোগ কামত নাগান।

৬ তোমারলার কতাবার্তা মধুর মত হউক, নোনতা স্বাদ যুক্ত খাবারের নাকান হউক। কাক ক্যেমন করি উত্তর দিবার নাগিবে সেইটা তোমরা বুঝির পারেন।

৭ প্রভুতে আদরের ভাই, বিশ্বস্ত সেবাকারী আর প্রভুর কামত হামারলার সহকর্মী শ্রী তুখিক, মোর সউগ খবরা খবর তোমারলাক জানাবে।

৮ তোমরা যাতে হামার সমন্ধে জানির পান আর উয়ায় যাতে তোমারলাক উৎসাহ দিবার পায় এই বাদে মুই শ্রী তুখিক তোমারলারটে প্যেঠালুং।

৯ শ্রী তুখিকের সোদে মুই মোর বিশ্বস্ত পরানের ভাই ওনীষিমক প্যেঠালুং। উয়ায় তোমারলার এক জন। উমরা এটেকার সউগ কিছুই তোমারলাক জানাবে।

১০ মোর সোদে বন্দী ভাই আরিষ্টার্খ আর শ্রী বার্ণবার কাকাতো ভাই মার্কও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানেবার ধরচে। মার্কের বিষয় তোমরা জানির পাইচেন যে উয়ায় যদি তোমারলার

ওটেকোনা যায় তাইলে আদর করিয়া সাগাইয়ের নাকান সন্মান জানান।

১১ যাক যুষ্ট কয়া ড্যেকা হয় সেই যীশুও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানের ধরচে। যিহূদীলার মইদ্ধে খালি এই তিন জন শিষ্য ভগবানের শাসন ব্যবস্থার প্রচারের বাদে মোর সোদে কাম করির ধরচে। উমরা মোক ম্যেলা উৎসাহ দিচে।

১২ শ্রী ইপাফ্রাও তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানেবার ধরচে। উয়ায় তোমারলার নিজের মানষিলার মইদ্ধে এক জন আর উয়ায় যীশু খ্রীষ্টের চাকর। উয়ায় সউগ সমায় তোমারলার হয়া প্রার্থনাত নড়াই করির ধরচে, যাতে তোমরা ভগবানের ইচ্ছা জানিয়া শক্ত হয়া খাড়া হয়া রন।

১৩ ইপাফ্রার সমন্ধে মুই কবার পাং তোমারলার বাদে আর যায় যায় লায়দিকেয়া গঞ্জত আর হিয়রাপলি গঞ্জত আছে উমারলার বাদে খুব খাটাখাটনি করিচে।

১৪ আদরের ডাক্তার লূক আর শ্রী দীমা তোমারলাক মঙ্গল কামনা জানের ধরচে।

১৫ লায়দিকেয়ার শিষ্য ভাই-বইনিলার আর শ্রীমতি নুম্ফা আর উয়ার বাড়িত যেই মানষিলা সমিতিত জড়ো হয় উমারলাক মঙ্গল কামনা জানান।

১৬ তোমারলার এই চিঠি পড়া শ্যেষ হওয়ার পাছত লায়দিকেয়ার সমিতিক এই চিঠিখান পড়ির দেন। আর

লায়দিকেয়ার সমিতিক যেই চিঠিখান পড়ির দেওয়া হবে সেইখানও তোমরালা পরেন।

১৭ শ্রী আর্খিপ্পক এই কতা কন, “প্রভুর সেবার বাদে তোক যেইটা কাম দেওয়া হইচে সেই কাম শ্যেষ করির বাদে বিশেষ করি মন দে।”

১৮ মুই পৌল নিজের হাত দিয়া এই মঙ্গল কামনার কতা নেখির ধরচুং। ফম কর, মুই জেলত বন্দী আছং। ভগবান তোমারলাক দয়া করুক॥

১ থিষলনীকীয়

১ স্বর্গের বাপ ভগবান আর প্রভু যীশু নগত একটে হয়া থিষলনীকী গঞ্জত খ্রীষ্টিয় সমিতিরটে, শিলাস, তীমথিয় আর মুই পৌল এই চিঠি নেখির ধরচি। হামার স্বর্গের বাপ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া আর শান্তি তোমারলার উপরা আসুক।

২ হামরা প্রার্থনা করির সমায় তোমারলার সগারে কতা ফম করিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দেই।

৩ তোমরা বিশ্বাস আর পিরিতি নিয়া যে খাটনি করিচেন, হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরা যে আশা নিয়া উৎসাহের নগত ধৈর্য ধরি আছেন, সউগ সমায় স্বর্গের বাপ ভগবানের আগত প্রার্থনাত ফম করি।

৪ ভাই বইনিলা ভগবান তোমারলাক বাছাই করি নিচে বুলিয়া তোমরা ভগবানের আপন মানষি। হামরা ঐ কতা জানি

৫ ক্যেনেনা হামারলার ভাল খবর প্রচার খালি শোনার মইদ্ধো দিয়া তোমারলারটে আইসে নাই, কিন্তু সেইটা ঐশ্বরিক শক্তিতে, পবিত্র আত্মার বলে আর হামারলার মনের ভরপুর বিশ্বাসের ফলে আসিচে। তোমারলার ওটে থাকির সমায় তোমারলার মঙ্গলের বাদে হামরা কি নাকান করি চালচলন করচি সেইটা তোমরা জানেন।

৬ তোমরালা নানা নাকান অইত্যাচার সহ্য করিয়াও, পবিত্র আত্মার দেওয়া আনন্দে ভাল খবর মানি নিয়াও তোমরালা হামারলাক আর প্রভুক ফম করি চলির ধরচেন।

৭ এই নাকান করি তোমরালা ম্যাসিডোনিয়া আর গ্রীস দেশের সউগ শিষ্যলারটে একটা আদর্শ হইচেন।

৮ খালি ম্যাসিডোনিয়া আর গ্রীস দেশত তোমারলারটে থাকি প্রভুর বাইক্য ছড়ি পরিচে এমন না হয়, কিন্তু প্রভুর উপরা তোমারলার বিশ্বাসের কতাও সউগ জাগাতে পৌছিচে। এই ব্যাপারে হামারলার কোন কিছুই কবার নাই।

৯ ক্যেনেনা সউগ জাগার মানষি হামারলাক জানেবার ধরচে, ক্যেংকরি তোমরালা হামাক সাগাইয়ের নাকান বরণ করিচেন। আর ক্যেংকরি দেব-দেবীর পূজা ছাড়ি দিয়া জীবন্ত অন্তরসত্তা ভগবানের সেবাত মন দিচেন।

১০ আর ভগবানের বেটা যীশু স্বর্গ থাকি ফিরি আইসার বাদে তোমরালা ক্যেংকরি বাচ্চে আছেন সেইটাও উমরা কবার ধরচে। পরম প্রভু উয়াক মরণ থাকি ফির বত্তে তুলিচে, ভগবানের যে শাস্তি নামি আসির ধরচে, ঐ শাস্তি থাকি উয়ায় হামারলাক রক্ষা করিবে।

২ হে মোর আদরের ভাই-বইনির ঘর, তোমরালায় জানেন যে, তোমারলারটে যাওয়া হামারলার অকামের হয় নাই।

২ তোমরালা এই কতাও জানেন যে, তোমারলার ওটে যাবার আগত ফিলিপী গঞ্জত হামরালা দুঃখ ভোগ করছিলং আর অপমানও হইছিলং। কিন্তুক এইলা বাধা থাকাতেও হামরালা ভগবানেরটে থাকি সাহস পায়া উয়ার ভাল খবরের কতা তোমারলাক জানাচি।

৩ হামারলার এই উপদেশ ভুল শিক্ষা দেওয়া না হয়, বেয়া উদ্দেশ্যের না হয়, আর ছলনারও কোন কতা কবার ধরচি না।

৪ বরং হামারলাক যোগ্য মনে করি এই ভাল খবর প্রচারের ভার দিচে। হামরা যে্যলা প্রচার করি মানষিক সন্তুষ্ট করির বাদে না হয়, যায় হামার অন্তর যাচাই করে সেই ভগবানক সন্তুষ্ট করির বাদে।

৫ তোমরালা ভাল করি জানেন হামরালা কোন দিনও খোষা-মোদ করি কোন কতা কই নাই, আর লোভ ঢাকি থুইয়াও ছলনা করি কোনো কতা কই নাই, ভগবানে এইলার সাক্ষী।

৬ মানষিলারটে থাকি বা তোমারলারটে আর অইন্য কাঙোরটে থাকি হামরা নাম কামের চেষ্টা করি নাই।

৭ খ্রীষ্টের খবরিয়া হিসাবে হামারলার অধিকার অবশ্য হামরালা তোমারলার উপরত খাটের পাইলং হয়; কিন্তুক তার বদলে মাও যেই নাকান ছাওয়াক আদর যতন করে, একে নাকান তোমারলার নগত থাকির সমায় হামরালাও নরম ব্যবহার করচি।

৮ তোমারলার উপরা খুব মায়া-মমতা থাকাতে তোমারলাক খালি যে ভগবানের ভাল খবরের ভাগীদার করির চাই, এই নাকান না

হয়, হামরালা নিজের জীবনও তোমারলার বাদে সঁপে দিবার রাজি আছিলং। ক্যেনেনা তোমরালা হামারলারটে খুব আদরের।

৯ আদরের ভাই বইনিলা তোমারলার মনে আছে যে হামরা কত কঠুর খাটা-খাটনি করচি, আর কষ্টের কতা নিশ্চয় তোমারলার ফম আছে। তোমারলারটে ভগবানের ভাল খবরের কতা প্রচার করির সমায় হামরা দিন রাতি রুজি রোজগারের বাদে খাটা-খাটনি করচি, যাতে টাকা-পাইসার বাদে হামরালা তোমারলার কারোটে বোঝা না হই।

১০ তোমরালা যায় যায় শিষ্য হইচেন তোমারলার মইদ্ধোত হামারলার জীবন কত পবিত্র, সৎ আর নিখুঁতিয়ার নাকান আছিলেক, সেইলার সাক্ষী তোমরালাও আছেন আর ভগবানও আছে।

১১-১২ তোমরালা জানেন, বাপ যেই নাকান উয়ার নিজের ছাওয়ালাক উৎসাহ, সান্তনা দেয় আর মিনতি করে, হামরাও তোমারলার সাথে একে নাকান ব্যবহার করচি। যাতে ভগবানের মানষি হিসাবে ভাল করি চলেন। ভগবান উয়ার শাসন ব্যবস্থাত মহিমার ভাগীদার হবার বাদে তোমারলাক ড্যেকাইচে।

১৩ আর এই বাদে সউগ সমায় হামরা ভগবানক ধন্যবাদ দেই, ক্যেনেনা ভগবানের বাইক্য হামারলারটে থাকি শুনিয়া তোমরা বিশ্বাস করিচেন। সেইটা মানষির বাইক্য হিসাবে না হয় কিন্তুক ভগবানের বাইক্য হিসাবে বিশ্বাস করিচেন। আর সচাং করি এইটা

হইলেক ভগবানের বাইক্য। তোমরালা যায় যায় বিশ্বাস করিচেন, তোমারলার অন্তরত এই বাইক্য কাম করির ধরচে।

[১৪] মোর আদরের ভাই বইনিলা যিহূদীয়া প্রদেশত যেই সউগ খ্রীষ্ট সমিতিলা একটে হইচে, তোমারলার অবস্থা উমারলারে নাকান। যিহূদী মানষিলার হাতত উমরা যে দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিচে, তোমরাও নিজের দেশের মানষিলার হাতত একে নাকান দুঃখ ভোগ করিচেন।

[১৫] সেই যিহূদীলায় প্রভু যীশুক আর ভাববাদীলাক মারি ফেল্যাইচে। ইমরালা হামারলাকও অইত্যাচার করিচে, এইলার বাদে ভগবান উমার উপরত খুশি নাই, ইমরা তো সউগ মানষির বিরুদ্ধে।

[১৬] উমরা চায় না হামরালা মুক্তির ঘাটার সমন্ধে অযিহূদীলাক কই। উমরা হামার প্রচারের এই নাকান বিরোধীতা করিয়া পাপের উপর পাপ করির ধরচে, এই বাদে উমারলার উপরত ভগবানের ভয়ংকর গোসা নামি আসিচে।

[১৭] ভাই বইনিলা অল্প কয় দিন হইলেক হামরালা দেহার দিক হাতে যুদা হইচি কিন্তুক মনের দিক থাকি হই নাই। এই বাদে খুব চেষ্টা করির ধরছিলোং যাতে তোমারলার সাথে হামারলার দেখা হয়।

[১৮] তারে বাদে হামরালা, বিশেষ করি মুই পৌল বারে বারে তোমারটে আসির চেষ্টা করিচোং, কিন্তুক শয়তান হামারলাক বাধা

দিচে।

১৯ হামারলার প্রভু যীশু যে্যেলা আসিবে, সে্যলা উয়ার সামনাত হামারলার আশা, আনন্দ আর গর্বের মটুক কায় হবে? তোমরালায় কি?

২০ সচাংয়ে তোমরালায় হামারলার গর্বের, আর আনন্দের।

৩ যে্যলা তোমারলাক দেখির না পায়া আর ধৈর্য ধরির পারিলং না, সে্যলা হামার ভাই তীমথিয়ক তোমারলারটে পে্যঠাইলং আর হামরা এথেন্স গঞ্জত একলায় রয়া গেলুং। তীমথিয় হামার সোদে খ্রীষ্টের বিষয় ভাল খবর প্রচার করিয়া ভগবানের কাম করে। হামরালা উয়াক পে্যঠাইচি যাতে উয়ায় তোমারলাক থির রাখে আর বিশ্বাসের সমন্ধে উৎসাহ দিবার পারে,

৩ যাতে এইলা দুঃখ-কষ্টের মইদ্ধো দিয়াও তোমরা কাঙো পাছে না যান। তোমরালায় জানেন যে, এই দুঃখ-কষ্ট হামারলার বাদে ঠিক করায় আছে।

৪ দুঃখ-কষ্ট যে হামারলার উপরাত আসিবে সেই কতা তোমারলার নগত থাকির সমায় হামরালা বার বার কইচি। তোমরালা জানেন যে, হামরা যেমন কইচি তেমনে হইচে।

৫ এই বাদে মুই আর সহ্য করির না পায়া বিশ্বাসের দিক দিয়া তোমরালা কি অবস্থাত আছেন, এইটা জানির বাদে তীমথিয়ক পে্যঠাইলুং। মোর ভয় হইছিলেক যে, শয়তান হয় তো

তোমারলাক ফান্দত ফেল্যাইচে আর হামারলার সউগ পরিশ্রম বিফলে গেইচে।

৬ কিন্তুক এলা তীমথিয় তোমারলার ওটে থাকি ফিরি আসিয়া তোমারলার পিরিত আর বিশ্বাস সমন্ধে ভালে খবর দিচে। উয়ায় কইচে পিরিতের মনভাব নিয়া তোমরালা সউগ সমায় হামারলার কতা ফম করেন, আর হামরালা যেমন তোমারলাক দেখির চাইছি তেমন তোমরালাও হামারলাক দেখির চাইছেন।

৭ এই বাদে ভাই-বইনিলা, তীমথিয়র মুখত তোমারলার বিশ্বাসের কতা শুনিয়া হামারলার সউগ দুঃখ-কষ্টের মইদ্ধেও সান্তনা পাইচি।

৮ প্রভু যীশুর উপরত তোমারলার বিশ্বাস থির থাকিলেই হামার জীবন ধন্য।

৯ তোমারলার বাদে হামার খুব আনন্দ, আর হামরা ভগবানক অসীম ধন্যবাদ জানেবার ধরচি।

১০ হামরা তোমারলার বাদে দিনে রাতি খুব প্রার্থনা করির ধরচি, যাতে তোমারলার ওটেকোনা যাবার পারি আর তোমারলার বিশ্বাসের সউগ অভাব পূরণ করির পারি।

১১ হামরা প্রার্থনা করির ধরচি হামারলার স্বর্গের বাপ ভগবান নিজে আরো হামার প্রভু যীশু যাতে তোমারলারটে যাবার ঘাটা ঠিক করি দেয়।

১২ হামরালা প্রার্থনা করির ধরচি যাতে প্রভু তোমারলার একে অপরের প্রতি পিরিত বাড়েয়া দিয়া উথুলি পরে।

১৩ তাইলে উয়ায় তোমারলার অন্তর ঠিক করিবে, য্যেলা হামার প্রভু যীশু উয়ার নিজের মানষিলাক নিয়া ফিরি আসিবে, স্যেলা হামার স্বর্গের বাপের সামনাত পবিত্র আর খাটি হন।

৪ হে মোর আদরের ভাই-বইনিলা, তোমারলারটে মোর আরো কিছু কবার আছে। ক্যেমন করি ভগবানক সন্তুষ্ট করি জীবন যাপন করির নাগিবে, এই বিষয়ে তোমরা হামারলারটে শিক্ষা পাইচেন, আর সচাংএ তোমরা ঐ নাকানে চলির ধরচেন। তাঙো প্রভু যীশুর হয়া হামরা আবদার করির ধরচি যাতে তোমরা আরো বেশী করি ঐ নাকান করি চলেন।

২ প্রভু যীশুরটে অধিকার পায়া হামরা তোমারলাক কি কি আদেশ দিচি সেইলা তো তোমারলার জানা আছে।

৩ ভগবান চায় যে, তোমরা পবিত্র হন আর সউগ নাকানের যৌন পাপ থাকি দূরত থাকেন।

৪ তোমরালা সগায় নিজের দেহাক পবিত্র করি সন্মানের সাথে বশে থুবার শেখ।

৫ বিধর্মীলা তো কামনার বশে চলে আর ভগবানক জানে না, উমারলার মত তোমরালা চলেন না।

৬ বিশেষ করি ব্যভিচার করিয়া কাঙো যাতে নিজের গুরু ভাইয়ের ক্ষতি না করে, হামরা আগতে তোমারলাক কইচি আর সাবধান করি দিচি, এইলা অন্যায়ের বাদে প্রভুই বদলা নিবে।

৭ ক্যেনেনা ভগবান অশুদ্ধি হয়া চলিবার বাদে হামারলাক ড্যেকায় নাই, পবিত্র হয়া চলির বাদে ড্যেকাইচে।

৮ এই বাদে যায় এই শিক্ষা মানে না, উয়ায় মানষিক মানে না খালি সেইটায় না হয়, কিন্তুক যেই ভগবান পবিত্র আত্মা দান করিচে উয়াকও মানে না।

৯ ভাইয়ের পতি ভাইয়ের পিরিতের কতা তোমারলাক আর নেখিবার দরকার নাই, ক্যেনেনা একে অপরক পিরিতি করির শিক্ষা তোমরা ভগবানেরটে থাকি পাইচেন।

১০ আর সচাং করি তোমরালা ম্যাসিডোনিয়া প্রদেশের সউগ ভাই-বইনিলাক ভালবাসেন, কিন্তুক ভাই বইনিলা বিশেষ করি যে তোমারলারটে মোর আবদার এই পিরিতি যাতে আরো গভীর হয়।

১১ হামরা তোমারলাক যে নাকান আদেশ দিচি, সেই নাকান শান্ত জীবন কাটেয়া নিজের কামত ব্যস্ত থাকো, আর মন দিয়া রুজি রোজগারের বাদে নিজের হাতে কাম কর।

১২ এই দেখিয়া খ্রীষ্ট সমিতির বায়রার মানষিলা তোমারলাক সন্মান করিবে, আর কাঙোর উপরাত তোমারলাক নির্ভর করির নাগিবে না।

১৩ আদরের ভাই-বইনিলা, হামরা চাই না যায় যায় মরি গেইচে উমারলার সমন্ধে তোমারলার অজানা থাকুক; যার যার মনত আশা নাই, উমারলার নাকান তোমরালা দুঃখে ভাঙি না পরেন।

[১৪] হামরা বিশ্বাস করি যীশু মরিয়া ফির বত্তি উঠিচে, হামরা এইটাও বিশ্বাস করি, যায় যায় যীশুর শিষ্য হয়া মরিচে, ভগবান উমারলাকও যীশুর সোদে নিয়া যাবে।

[১৫] হামরা যেইলা কবার ধরচি সেইলা প্রভুর বাইক্য হিসাবে জানির পায়া কবার ধরচি। হামরা যায় যায় প্রভুর ফিরি আইসার সমায় বত্তি থাকিমু, হামরালা কোন মতে সেই মরা মানষিলার আগত যামু না।

[১৬] ক্যেনেনা যেলা প্রধান দূতের ড্যেক আর ভগবানের তূরীর বাজনায় জাকজমকের নগত প্রভু নিজেই স্বর্গ থাকি নামি আসিবে। শিষ্য হয়া যায় যায় মরিচে স্যেলা উমরায় আগত বত্তি উঠিবে।

[১৭] তার পাছত হামরা যায় যায় বত্তি রমু, হামারলাক স্বর্গত প্রভুর সোদে মিল হবার বাদে উমারলার নগত ম্যেঘের মইদ্ধোত তুলি নেওয়া হবে; এই নাকান করি হামরালা সগায় চিরকাল প্রভুর নগত থাকিমু।

[১৮] এই বাদে তোমরালা এই কতা কয়া এক জন অইন্য জনাক সান্তনা দেও।

৫

ভাই বইনিলা কোন সমায় বা ক্যেমন করি ঘটিবে সেই সমন্ধে তোমারলারটে নেখিবার দরকার নাই।

২ তোমরালা নিজেই ভাল করি জানেন যে, রাতি বেলা চোর যে নাকান করি আইসে, প্রভুর ফিরি আইসার দিন ঐ নাকান করি চোখুর পলকে আসিবে।

৩ মানষিলা যেই সমায় কবে হামরা শান্তিতে আছি ভয়ের কোন কারন নাই, স্যেলা গাওভারী বেটিছাওয়ার নিমিষের মইদ্ধোত প্রসব বিশ উঠিবার মতন করি ঐ মানষিলার সর্বনাশ হবে। উমরা কোন মতে বাঁচির পাবে না।

৪ কিন্তু ভাই বইনিলা তোমরা তো আন্ধারত নাই, এই বাদে ঐ দিনটা চোরের নাকান তোমারলার উপরত নামি আসির পারে না।

৫ তোমরা তো সগায় আলোর আর দিনের মানষি। হামরা রাতির আর আন্ধারের মানষি না হই।

৬ এই বাদে হামরা অইন্য মানষিলার মত যাতে না নিন্দাই। হামরা চেতনে রমো আর নিজক দমনে থুমু।

৭ যায় যায় নিন যায় উমরা রাতিত নিন্দায় আর যায় মাতাল হয় উমরা রাতিত মাতাল হয়।

৮ হামরা কিন্তুক দিনের মানষি, এই বাদে বিশ্বাস আর পিরিত দিয়া বুক ঢাকিয়া, মাথা বাঁচের বাদে মুক্তির ভরসা মটুকের নাকান মাথাত পিন্দি। এই নাকান করি হামরা নিজক দমনে থুই।

৯ শাস্তি পাবার বাদে না হয়, হামারলার প্রভু যীশুর মইদ্ধো দিয়া মুক্তি পাবার বাদে ভগবান হামারলাক ঠিক করি থুইচে।

১০ বাছাই করা রাজাটা হামার বাদে মরিচে, হামরা বাঁচি বা মরি, যাতে হামরা উয়ার নগত বত্তায় থাকির পারি।

১১ এই বাদে তোমরা এলা যেমন করির ধরচেন এই নাকান করি একে অইন্যক উৎসাহ দেও আর গড়ে তুলিতে থাক।

১২ ভাই বইনিলা হামরা তোমাক অনুরোধ করির ধরচি, যায় যায় তোমারলার মইদ্ধে খাটনি করে, প্রভুর হয়া তোমাক পরিচালনা করে আর উপদেশ দেয়, শিক্ষা দেয়, উমাক সন্মান করো।

১৩ উমারলার কামের বাদে উমাক সন্মান করো, সউগ অন্তর দিয়া পিরিত করো। আর একে অপরের মইদ্ধে শান্তি বজায় রাখ।

১৪ ভাই বইনিলা হামরা তোমাক উপদেশ দিবার ধরচি, যায় আলসিয়া উমারলাক সাবধান করি দেন, যার সাহস নাই উমারলাক সাহস দেও, যায় কাহিল উমারলাক সাহায্য কর, আর সগাকে ধৈর্য ধরিয়া সহ্য কর।

১৫ দেখেন অন্যায়ের বদলে কাঙো যাতে অন্যায় না করে। তোমরা সউগ সমায় গুরু ভাই বইনিলার, এমন কি সগারে ভাল করির চেষ্টা কর।

১৬ সউগ সমায় আনন্দে থাকেন,

১৭ সউগ সমায় প্রার্থনা করেন।

১৮ সউগ বিষয়ে ভগবানক ধন্যবাদ দেও, ক্যেনেনা খ্রীষ্ট যীশুর শিষ্যলার বাদে এইটায় ভগবানের ইচ্ছা।

[১৯] পবিত্র আত্মাক দম বন্ধ করি থোন না।

[২০] ভাববাদীর কতা তুচ্ছ করেন না,

[২১] কিন্তুক সউগ কিছুই যাচাই করি দেখ, যেইলা ভাল সেইলা ধরি রন।

[২২] সউগ নাকানের বেয়া কাম থাকি দূরত রন।

[২৩] শান্তিদাতা ভগবান তোমারলাক পুরাপুরি শুদ্ধি করুক। আর হামার প্রভু যীশুর আইসার সমায় পর্যন্ত তোমারলার দেহা, আত্মা আর মন কলঙ্ক মুক্ত থুক।

[২৪] যায় তোমারলাক ড্যেকাইচে, উয়ার দেওয়া কতা মতন ঐলা উয়ায় করিবে। ক্যেনেনা উয়ায় বিশ্বস্ত।

[২৫] ভাই বইনিলা, হামার বাদে প্রার্থনা করো।

[২৬] পিরিতের মনভাব নিয়া সগারে মঙ্গল কামনা করেন।

[২৭] মুই প্রভুর নামে তোমাক এই আদেশ দিবার ধরচুং, যাতে এই চিঠিখান সউগ ভাই-বইনিলাক পড়েয়া শোনা হয়।

[২৮] হামার প্রভু যীশুর দয়া তোমারলার সাথত থাকুক॥

২ থিষলনীকীয়

১ হামারলার স্বর্গের বাপ ভগবান আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নগত একটে হয়া থিষলনীকীয় সমিতির উদ্দেশ্যে শিলাস, তীমথিয় আর মুই পৌল এই চিঠি নেখিলুং।

২ স্বর্গের বাপ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমারলাক দয়া করুক আর শান্তি দেউক।

৩ ভাই-বইনিলা, হামরা তোমারলার বাদে সউগ সমায় ভগবানক ধন্যবাদ দেওয়া উচিত আর এইটা হামার কর্তব্য। তোমারলার বিশ্বাস বাড়ির ধরচে আর একে অইন্যের প্রতি পিরিত উথলি পরির ধরচে।

৪ এই বাদে খ্রীষ্ট সমিতিলারটে তোমারলাক নিয়া হামরা গর্ববোধ করির ধরচি কারন সউগ নাকানের অইত্যাচার আর দুঃখ-কষ্ট তোমরা সহ্য করির ধরচেন, আর ধৈর্য ধরি বিশ্বাসে টিকি আছেন।

৫ এইলা তো ভগবানের ন্যায় বিচারের প্রমাণ। আর ইয়ার উদ্দেশ্য হইলেক, যাতে তোমরা ভগবানের শাসনত যোগ্য বুলিয়া গন্য হন। যার জইন্যে তোমরা দুঃখ ভোগ করির ধরচেন।

৬ ক্যেনেনা ভগবান ন্যায্য বিচারক, তোমারলাক যায় যায় কষ্ট দেয়, ভগবান উমারলাকও কষ্ট দিবে।

৭ আর তোমরা যায় যায় কষ্ট পাবার ধরচেন, উয়ায় হামারলার নগত তোমারলাকও কষ্ট থাকি রেহাই দিবে। যে্যেলা প্রভু যীশু শক্তিশালী স্বর্গদূতলাক সোদে জ্বলা অগুন নিয়া স্বর্গ থাকি নিকলি আসিবে,

৮ যায় যায় ভগবানক জানে না আর যায় যায় প্রভু যীশুর ভাল খবরের কতা মানি চলে না, উমারলাক উয়ায় শাস্তি দিবে।

৯ প্রভু যে্যেলা আসিবে স্যেলা উমারলাক এমন শাস্তি দেওয়া হবে যে, চিরকালের মত নরকত রবে আর প্রভুর শক্তি, মহিমা দেখির পাবে না।

১০ সেই দিন উয়ার নিজের মানষিলারটে থাকি মহিমা প্রকাশ পাবে, আর যায় যায় বিশ্বাস করিচে, উমারলার সগারেটে থাকি গুণগান পাবে। তোমরাও সেই শিষ্যলার মইদ্ধোত আছেন, ক্যেনেনা যীশুর সমন্ধে হামার সাক্ষ্য তোমরা বিশ্বাস করিচেন।

১১ এই বাদে হামরা তোমারলার বাদে সউগ সমায় প্রার্থনা করির ধরচি, যাতে হামারলার ভগবান তোমারলাক উয়ার ড্যেকের যোগ্য বুলিয়া মনে করে। আর উয়ার শক্তি দিয়া তোমারলার ভাল কাম করির সউগ ইচ্ছা পূরণ করে। আর বিশ্বাসে তোমরা যে কাম করির ধরচেন, সেইটা যাতে পূরণ হয়।

১২ তাইলে হামারলার ভগবান আর প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়ার দরুন হামারলার প্রভু যীশুর গুণকিত্তন তোমারলার মইদ্ধো দিয়া প্রকাশ পাবে, আর তোমরালাও সন্মান পাবেন।

২ ভাই-বইনিলা, প্রভু যীশু ফিরি আসিবে আর হামারলাক একসোদে মিল করিয়া উয়ার নিজেরটে নিয়া যাবে। এই বিষয়ে হামরালাও তোমারলাক মিনতি করি কিছু কবার চাই।

২ কাঙো কাঙো কবার ধরচে প্রভুর ফিরি আইসার দিন আসচে। উমরা দাবি করির পারে হয়ত আধ্যাত্মিক দর্শন বা খবর পাইচি, হয়ত হামারলার একখান চিঠি দেখাবে, তোমরা উমার কতা বিশ্বাস করেন না। তোমরা সহজে অস্থির না হন, ভয়ও না খান।

৩ ইমরা যাতে তোমারলাক কোনো মতে ভুল ঘাটাত নিয়া না যায়। আসল কতা হইলেক, ঐ দিন আসিবার আগত ভগবানের বিরুদ্ধে দারুন গন্ডগোল দেখা দিবে, আর সেই নীতিহীনতার বেটাছাওয়া যার ধ্বংস হবার কতা আছে উয়ায় নিকলিবে।

৪ ভগবান বুলিয়া যেইলা আছে সেইলার বিরুদ্ধে আরো আরাধনা করির মতো সউগ কিছুর বিরুদ্ধে খাড়া হয়া উয়ায় নিজক বড় মনে করিবে, এমন কি দশংগতি মন্দিরত বসিয়া নিজক ভগবান কয়া দাবি করিবে।

৫ তোমরা কি ফম হারে ফ্যেলাইচেন? মুই য্যেলা তোমারলার ওটেকোনা আছিলুং, স্যেলা এইলা কতা তোমারলাক কবার ধরচিলুং।

৬ তোমরা আরো জানেন, সেই নীতিহীনতার বেটাছাওয়া যাতে ঠিক সমায়ের আগত প্রকাশ হবার না পারে সেই বাদে উয়াক বাধা

দিবার ধরচে।

৭ তোমরা এইটাও জানেন, নীতিহীনতার বেটাছাওয়াটা গোপনে কাম এলাও করির ধরচে। কিন্তুক যায় উয়াক বাধা দিয়া থুইচে উয়ায় সারি না যাওয়া পর্যন্ত বাধা দিতেই থাকিবে।

৮ ইয়ার পাছত এই নীতিহীনতার বেটাছাওয়া নিকলিবে। কিন্তুক প্রভু যীশু উয়ার মুখের বাতাস আর আইসার মহিমার তেজ দিয়া উয়াক নাশ করিবে।

৯ সেই নীতিহীনতার বেটাছাওয়া যেলা আসিবে স্যেলা উয়ার নগত থাকিবে শয়তানের শক্তি। সেই মায়া শক্তিত দেখা যাবে নানা নাকানের মিছাং চিন আর অচানক কাম।

১০ আর ধ্বংসের ঘাটাত আগেয়া যাওয়া মানষিলাক ঠকেবার সউগ নাকানের বেয়া ছলনা দেখাবে। উমরা ধ্বংস হবে, ক্যেনেনা পাপ থাকি মুক্তি পাবার বাদে সইত্যক পিরিত করে নাই আর মানি নিবার পায় নাই।

১১ এই বাদে ভগবান উমারলারটে এমন কঠুর ঠকবাজী মন ভাব প্যেঠাবে যেইটা দিয়া উমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবে আর উমরালা মিছাং যেইটা সেইটাক বিশ্বাস করিবে।

১২ সচাং যেইটা, সেইটাক বিশ্বাস না করিয়া অন্যায় কামত আনন্দ পাইচে বুলিয়া উমারলাক সগাকে বিচারত দোষী সাব্যস্ত করা হবে।

১৩ মোর আদরের ভাই-বইনিলা আর প্রভুর মনের মানষিলা, তোমারলার বাদে সউগ সমায় ভগবানক হামারলার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। ভগবান আদিকাল থাকি পবিত্র আত্মা দিয়া আর সচাং বিশ্বাসের মুক্তির বাদে তোমারলাক বাছাই করি থুইচে।

১৪ তারে বাদে হামরা যে ভাল খবর প্রচার করির ধরচি উয়ার মইদ্ধো দিয়া মুক্তি পাবার বাদে তোমারলাক ড্যেকাইচে, যাতে তোমরালা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মহিমার ভাগী হন।

১৫ এই বাদে ভাই-বইনিলা প্রভুতে থির থাক, আর চিঠির মইদ্ধো দিয়া, আরো কতার মইদ্ধো দিয়া যে শিক্ষা তোমরালা হামারটে থাকি পাইচেন সেইটা ধরি রন।

১৬ হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট নিজেই আর হামারলার স্বর্গের বাপ যায় হামাক পিরিত করিচে আর চিরকালের সান্তনা আর আশা দেয়,

১৭ উয়ায় তোমারলাক উৎসাহ দেউক আর পতিটা ভাল কামত আরো কতাত তোমারলাক সাহায্য করুক।

৩ মোর শ্যেষ কতা, ভাই-বইনিলা, হামারলার বাদে প্রার্থনা করো, যেই নাকান প্রভুর বাইক্য তোমারলার মইদ্ধোত কাম করিচে, সেই নাকান সউগ জাগাতে পচপচে ছড়াছড়ি আর সন্মানিত হউক।

২ প্রার্থনা কর হামরা যাতে বিবেকহীন আর দুষ্ট মানষিলার হাত থাকি বাঁচির পাই। সউগ মানষিলা যে যীশুর শিষ্য তা কিন্তুক না

হয়।

৩ কিন্তুক প্রভু বিশ্বাসযোগ্য, উয়ায় তোমারলাক থির থুবে আর শয়তানের হাত থাকি বাঁচাবে।

৪ তোমারলার সমন্ধে হামারলার গভীর বিশ্বাস আছে যে, হামরা তোমারলাক যে আদেশ দিচি সেইলা তোমরালা পালন করির ধরচেন আর করিবেন।

৫ প্রভু তোমারলার অন্তরক ভগবানের পিরিতত আর খ্রীষ্টের ধৈর্যের ঘাটাত চালাউক।

৬ হে মোর ভাই-বইনিলা, হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে হামরা তোমারলাক এই আদেশ দিবার ধরচি, যদি কোন ভাই আলসিয়ামি করে আর হামারলারটে থাকি যেই শিক্ষা পাইচেন সেইটা পালন না করে, তাইলে তোমরালা উয়ার নগত মেলামেশা না করেন।

৭ ক্যেমন করি হামারলার মত হয়া চলা দরকার সেইটা তোমরালা নিজেই জানেন। তোমারলার ওটেকোনা যে্যলা হামরা আছিলং স্যেলা তো আলসিয়ামি করি নাই,

৮ আর বিনা পাইসায় কাঙোরো খাবার খাই নাই। হামরা দিন রাতি খাটনি আর কষ্ট করচি যাতে হামরা কাঙোরো বোঝা হয়া না পড়ি।

৯ তোমারলারটে থাকি যে সাহায্য নিবার অধিকার নাই সেইটা কিন্তুক না হয়, কিন্তু তোমরা যাতে হামারলার নাকান হয়া চলেন,

হামরা কাম করিয়া আদর্শ তোমারলাক দেখেয়া দিচি।

[১০] তোমারলার ওটে থাকির সমায় হামরা তোমারলাক আদেশ দিয়া কইচি যে, যদি কাওো কাম করির না চায় তাইলে উয়ায় যাতে খাবার না খায়।

[১১] কিন্তুক হামরা শুনির পাবার ধরচি তোমারলার মইদ্ধোত কাওো কাওো আলসিয়া হয়া পড়িচে আর কাম করা বন্ধ করি দিচে। উমরা অইন্যের ব্যাপার নিয়া ব্যস্ত থাকির ধরচে।

[১২] এই নাকান মানষিলাক হামরালা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আদেশ আর উপদেশ দিবার ধরচি, যাতে উমরা থির হয়া কামাই করি নিজের খাবার নিজে জোগার করে।

[১৩] হে মোর ভাই-বইনিলা, ভাল কাম করির উৎসাহ হারে না ফ্যোলান।

[১৪] কাওো যদি হামারলার নেখা এই চিঠির উপদেশ মানির না চায়, তাইলে উয়াক চিনিয়া থোন আর উয়ার সোদে না রয়া দূরত রন যাতে উয়ায় নইজ্জা খায়।

[১৫] আর উয়াক শত্রু মনে না করিয়া কিন্তুক উয়াক ভাই মনে করিয়া সাবধান করি দেও।

[১৬] শান্তিদাতা প্রভু যীশু সউগ সমায় সউগ পরিস্থিতিত তোমারলাক শান্তি দান করুক। প্রভু তোমারলার সগারে নগত থাকুক।

[১৭] এই মঙ্গলের কতা মুই পৌল নিজের হাতে নেখিলুং। মোর সউগ চিঠির এইটায় প্রমাণ, মুই এই নাকান করি নেখং।

[১৮] হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া তোমারলার সগারে নগত থাকুক॥

১ তীমথিয়

১ হামারলার মুক্তিদাতা ভগবান আর হামারলার আশার উৎস যীশু খ্রীষ্টের আদেশ মতন মুই যীশুর এক জন খবরিয়া হইচোং। মুই পৌল এই চিঠিখান নেখির ধরচুং,

২ তীমথিয় তুই মোর সচাং শিষ্য বেটা, মুই তোক এই চিঠি নেখিলুং। হামারলার স্বর্গের বাপ ভগবান আর হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোক দয়া, মায়া আর শান্তি দেউক।

৩ ম্যাসিডোনিয়াত যাবার সমায় মুই যেমন তোক অনুরোধ করিচুং তেমন এলাও কবার ধরচুং। তুই ইফিষ গঞ্জত থাক, আর এটেকোনা যায় যায় ভুল শিক্ষা দিবার ধরচে উমরা যাতে সেইলা বন্ধ করে।

৪ উমাক হুকুম দেক, উমরা যাতে পৌরাণিক মন গড়া গল্প আর অকাজুয়া বংশের হাইলচাত মন না দেয়। ঐলা খালি তর্কা-তর্কি নাগে দেয়, কিন্তুক ভগবানের ঘাটা বিশ্বাসে জানা যায়।

৫ মোর এই আদেশের উদ্দেশ্য হইলেক অইন্যের প্রতি পিরিত জাগে তোলা। এই পিরিত খাটি অন্তর, পরিস্কার বিবেক আর সচাং বিশ্বাস থাকি আইসে।

৬ কাঙো কাঙো এইলা শিক্ষা থাকি দূরত সরি যায়া বাজে শিক্ষাত মন দিচে।

[৭] উমরা বিধির বিধানের মাষ্টার হবার চায়, কিন্তুক কি বিষয়ের উপরত জোর দিয়া কবার ধরচে নিজেও বোঝে না।

[৮] কিন্তুক বিধির বিধান ভাল, যদি সেইটা সঠিক করি কামত নাগা যায়।

[৯] হামরা জানি এই বিধির বিধান সাধু মানষির বাদে না হয়। উমারে বাদে যায় যায় আইন মানে না, যায় যায় অবাধ্য, ভগবান বিরোধী, পাপী, অশুচি, অধার্মিক, যায় মাও-বাপক খুন করে, নরঘাতক,

[১০] ব্যভিচারী, সমকামী, যায় মানষির ব্যবসা করে, যায় মিছাং সাক্ষ্য দেয়। যায় যায় সচাং শিক্ষার বিরুদ্ধে এই নাকান কাম করে, বিধান উমারে বাদে দেওয়া হইচে।

[১১] যেই ভাল খবর প্রচারের দায়িত্ব মহিমাময় ভগবান মোক দিচে, সেই মহান ভাল খবর হইলেক সচাং শিক্ষা।

[১২] যায় মোক শক্তি দিচে, সেই প্রভু যীশুক মুই ধন্যবাদ দ্যেং। ক্যেনেনা উয়ায় মোক বিশ্বাস করিয়া সেবা করির বাছাই করিচে।

[১৩] যদিও আগত মুই যীশু খ্রীষ্টের নামের নিন্দা করির ধরচিলুং, উয়ার শিষ্যলাক অইত্যাচার করিচিলুং, উমার প্রতি মুই বেয়া ব্যবহার করির ধরচিলুং, তাঙো ভগবান মোক দয়া করিয়া ক্ষমা করিলেক। ক্যেনেনা মুই এইলা যে্যলা করিচুং স্যেলা যীশুর শিষ্য হং নাই, আর কি করির ধরচুং মুই নিজেই জানং নাই।

[১৪] হামার ভগবান হামাক ম্যেলা দয়া করিচে, উয়ায় প্রভু যীশুর সোদে একটে হবার বাদে মোর মনত বিশ্বাস আর পিরিতি ভরপুর করিচে।

[১৫] এই কতা সচাং আর পুরাপুরি মানি নিবার যোগ্য, যীশু খ্রীষ্ট পাপী মানষিলাক উদ্ধার করির বাদে এই দুনিয়াত আসিচে। এই পাপীলার মইদ্ধোত মুই সউগ চায়া বড়।

[১৬] আর এই বাদে ভগবান মোক মায়া করিচে, মুই এক জন বড় পাপী হওয়া সত্বেও মোর মইদ্ধো দিয়া যীশু খ্রীষ্ট যাতে উয়ার অশেষ ধৈর্য দেখের পায়। এইলা দেখিয়া যীশুর উপরা বিশ্বাসের ফলে যায় যায় অমৃত জীবন পাবে, উমরা যাতে মোর আদর্শ দেখি শিখির পায়।

[১৭] যায় চিরকালের রাজা যার কোন ক্ষয় নাই, যাক দেখা যায় না উয়ায় এক মাত্র ভগবান, উয়ার চিরকাল সন্মান আর মহিমা হউক। আমেন।

[১৮] আদরের ছাওয়া তীমথিয়, তোর সমন্ধে যে ভাববাণীলা কওয়া হইচে, ঐলার সাথত মিল থুইয়া মুই এই কতা কবার ধরচুং। ঐ কতালা মনত ফম থুইয়া মরণ-বত্তন নড়াই করি যা,

[১৯] একে সাথে বিশ্বাস আর বিবেক ঝকঝকা করি রক্ষা করেক। ক্যেনেনা কোন কোন মানষি সৎ বিবেক ছাড়ি দিয়া উমার বিশ্বাস নষ্ট করি ফ্যেলাইচে।

২০ এই মানষিলার মইদ্ধে হইলেক হুমিনায় আর আলেক্‌জান্দার। উমারলাক মুই শয়তানের হাতত ছাড়ি দিচুং, যাতে উমরা শিখির পারে ভগবানের নিন্দা করা যায় না।

২ পইলা মুই কবার ধরচুং, সউগ মানষির বাদে ভগবানেরটে মিনতি, প্রার্থনা, অনুরোধ কর, আর ধন্যবাদ দেও।

২ এই নাকান করি রাজার বাদেও আর যায় যায় উচা পদত বসি আছে, উমারলার বাদে প্রার্থনা করির নাগিবে। যাতে ভগবানের প্রতি ভক্তি ভরে হামরা থির হয়া শান্তিতে জীবন যাপন করি।

৩ হামার মুক্তিদাতা ভগবানের নজরত এইটা ভাল আর তাতে উয়ায় খুশি হয়।

৪ উয়ার ইচ্ছা যাতে সউগ মানষিলা মুক্তি পায়, আর যীশু সমন্ধে সচাংটা জানির পায়।

৫ ক্যেনেনা এক মাত্র ভগবান আছে, ভগবান আর মানষিলার মইদ্ধোত এক মাত্র ঘটক, উয়ায়ও এক জন মানষি যার মইদ্ধো দিয়া মানষিলা ভগবানেরটে পৌছির পায়, উয়ার নাম যীশু খ্রীষ্ট।

৬ উয়ায় সউগ মানষিলাক পাপের ঘাটা থাকি মুক্তি দিবার বাদে নিজের জীবন সঁপে দিছিলেক। সঠিক সমায়ত এই বিষয়ে প্রকাশ করা হইচে।

৭ অযিহূদীলারটে এই সাক্ষ্য দিবার বাদে মোক এক জন প্রচারক আর খবরিয়া হিসাবে নিযুক্ত করা হইচে। বিশ্বাসে আর আদর্শে মুই অযিহূদীলারটে এক জন মাষ্টার। মুই সচাং কবার ধরচুং মিছাং না হয়।

৮ মুই চাং যাতে সউগ জাগাত বেটাছাওয়ালা রাগ আর তর্ক না করিয়া খাটি অন্তর নিয়া হাত তুলিয়া প্রার্থনা করুক।

৯ একে নাকান করি বেটিছাওয়ালাও বুদ্ধিমতী আর নইজ্জাবতী হয়া সঠিক কাপড়-চোপড় পিন্দুক, আর উমরা যাতে নানা নাকানের চুলের বেনী বান্দিয়া, সোনা আর মুক্তার গয়না পিন্দিয়া আর দামী কাপড়-চোপড় দিয়া নিজক না সাজায়।

১০ ইয়ার বদলে উমরা যাতে ভাল ভাল কামের মইদ্ধো দিয়া নিজক সাজায়। যেই বেটিছাওয়ালা নিজক ভগবান ভক্ত কয় উমারলার বাদে এইটায় হবে সঠিক কাম।

১১ আর বেটিছাওয়ালা নিরব হয়া পুরাপুরি ভাবে বাধ্য থাকিয়া শিক্ষালাভ করুক।

১২ বেটাছাওয়ালার উপরাত কোন উপদেশ দিবার আর দেওয়ানী গিরি করির অধিকার মুই কোনো বেটিছাওয়াক দেং না।

১৩ ক্যেনেনা পইলা শ্রী আদমক সিজ্জন করা হইচে, তার পাছত শ্রীমতি হবাক।

১৪ তাছাড়া আদম শয়তানের ছলনাত ভুলে নাই, কিন্তুক বেটিছাওয়া ভুলিচে আর ভগবানের আদেশ অমান্য করিচে।

[১৫] তাঙো উয়ায় ছাওয়া প্রসব করার মইদ্ধো দিয়া মুক্তি পাবে; কিন্তুক বেটিছাওয়ালাক সঠিক ভাবে, বিশ্বাসে, পিরিতে আর পবিত্রতাত চলির নাগিবে।

৩ এই কতা সচাং যে, কাঙো যদি খ্রীষ্ট সমিতির দেওয়ানী হবার চায় তাইলে উয়ায় একটা খুব ভাল কাম করির চায়।

[২] এই বাদে দেওয়ানী এই নাকান হবার নাগিবে, যাতে উয়ার কাঙো কোন দোষ দিবার না পায়। উয়ার মাত্র এক জন ভার্জা থাকিবে। উয়ায় নিজক দমনে থুবে আর উয়ার বিচারবুদ্ধি ভাল থাকিবে। উয়ায় যাতে ভদ্র হয় আর সাগাই সোদর সেবা করির যাতে ভাল পায়। অইন্যক শিক্ষা দান করির ক্ষমতা যাতে উয়ার থাকে।

[৩] উয়ায় যাতে মাতাল আর বদমেজাজী না হয়, বরং উয়ার স্বভাব যাতে নম্র হয়, উয়ায় কেচলিয়া আর টাকার লোভী যাতে না হয়।

[৪] উয়ায় যাতে সঠিক করি নিজের বাড়ির সউগ কিছু পরিচালনা করে আর উয়ার বেটা বেটি যাতে বাধ্য আর ভদ্র হয়।

[৫] কিন্তু কাঙো যদি নিজের ঘর সংসার দেখাশুনা করির না জানে, তাইলে উয়ায় ক্যেংকরি ভগবানের খ্রীষ্ট সমিতিক দেখাশুনা করিবে?

[৬] সমিতির কোন দেওয়ানী যাতে নয়া শিষ্য না হয়, যদি হয় অহংকারে ফুলি উঠিবে আর শয়তানক দেওয়া শাস্তির যোগ্য হইবে।

[৭] বায়রার মানষিরটে উয়ার সুনাম থাকা দরকার, যাতে উয়ায় দুর্নামের ভাগী না হয় আর শয়তানের ফান্দত না পড়ে।

[৮] একে নাকান সেবকলাও সন্মান পাবার যোগ্য আর এক কতার মানষি হবে। উমরা মাতাল হবে না, লোভীও হবে না।

[৯] উমরা শুদ্ধ মনে খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাসের গোপন সত্য আকড়ে ধরি থাকে।

[১০] উমারলাক আগত যাচাই করি দেখির নাগিবে। যদি নির্দোষ বুলি গন্য হয়, তাইলে সেবক হবার পারে।

[১১] এই নাকান করি সেবিকালাকো গুণবতী হবার নাগিবে। উমরা যাতে অইন্যের গেলানি করি না বেড়ায়। সউগ বিষয়ে যাতে বিশ্বাস করা যায়।

[১২] সেবকলার এক জন করি ভার্জা থাকিবে, উমরা ছাওয়া ছোটক ভাল করি লালন পালন করি সংসার চালাবে।

[১৩] ক্যেনেনা যে সেবক ভাল করি সমিতির কাম করে, উয়ায় সুনাম পাবে। খ্রীষ্ট যীশুর উপরাত বিশ্বাসের বাদে উয়ার সাহস বাড়ি যাবে।

১৪ মুই পচ করি তোর ওটে যাইম, এই আশা করি চিঠিখান নেখিলুং।

১৫ যদি মোর কোন কারনে দেড়ি হয়, সেইটা তুই চিঠি পড়িয়া জানির পাবু ভগবানের পরিবারের মানষিলার ক্যেমন আচার-ব্যবহার হওয়া উচিত। এই পরিবার হইলেক জীবন্ত ভগবানের সমিতি, সেই সমিতি মজবুত ভিটা আর খুটির নাকান ভগবানের সইত্যক ধরি থোয়।

১৬ হামার খ্রীষ্ট ধর্মের মহান সইত্যক কাওো অস্বীকার করির পায় না। সেই সইত্য এই নাকান, খ্রীষ্ট মানষি হয়া দেখা দিলেক, আত্মাতে উয়ার ধার্মিক স্বভাব প্রমাণ হইলেক, স্বর্গের দূতলা উয়ার দেখা পাইলেক। উয়াক সউগ জাতিরটে প্রচার করা হইলেক, দুনিয়ার মানষিলা উয়াক বিশ্বাস করিলেক, উয়াক মহিমার সাথত তুলি নেওয়া হইলেক।

৪ পবিত্র আত্মা পরিস্কার করি কয়া দিচে, ভবিষ্যতে ম্যেলা মানষি খ্রীষ্টের বিশ্বাস থাকি দূরত সারি যাবে। আরো ছলনা কারি আত্মার আর অপদেবতার শিক্ষাত মন দিবে।

২ যার অন্তর পাষান হয়া গেইচে, এই নাকান মিথ্যাবাদী মানষিলার ভন্ডামি শিক্ষার বাদে এই নাকান হবে।

৩ ইমরা বিয়াও করিবার বাদা করে, আর কয় কোন কোন খাবার খাওয়া যাবে না। এইলা খাবারও ভগবান সিজ্জন করিচে। হামরা

বিশ্বাসীলা যায় যায় ভগবানের সইত্যক জানচি, হামারলা ভগবানক ধন্যবাদ দিয়া খাবার পারি।

৪ ভগবানের সিজ্জন সউগ জিনিসে ভাল, ধন্যবাদ দিয়া খাইলে হয় আর কোন খাবারক বেয়া কয়া বাদ দেওয়া ঠিক না হয়।

৫ ক্যেনেনা ভগবানের বাইক্য আর প্রার্থনার মইদ্ধো দিয়া এইলা শুদ্ধি হয়।

৬ তীমথিয় তুই এইলা কতা ভাই-বইনিলাক ফম করি দেক, তাঙো তুই যে বিশ্বাসে ভাল শিক্ষা মানিয়া জ্ঞানী হচিস সেইটা প্রমাণ পাবে, আর তুই খ্রীষ্ট যীশুর ভাল সেবাকারী হবু।

৭ ভক্তিহীন ফাকুয়া গল্প শুনেন না, ঐলা তো বুড়া-বুড়ির বানা কতার নাকান।

৮ যোগ আসন করিলে, দেহা সবল থাকে। ইয়ার থাকিয়াও বেশী লাভ হয় ভগবানের প্রতি ভক্তিত মন দিলে, ইহজীবন, পরজীবন দুইটারে লাভ হয়।

৯ মুই যে কতা কবার ধরচুং সেইটা সচাং আর মানি নিবার যোগ্য।

১০ এই বাদে হামরা আপ্রাণ খাটা-খাটনি করির ধরচি, আগ্রহ নিয়া খাটিয়া কাম করির ধরচি। ক্যেনেনা জ্যান্ত ভগবানের উপরাত হামরা আশা করি। উয়ায় সউগ মানষির মুক্তিদাতা, বিশেষ করি শিষ্যলার।

১১ তুই এইলা সউগ বিষয়ে আদেশ করিয়া শিক্ষা দে।

[১২] তুই গাবুর এই বাদে কাণ্ডো যাতে তোক তুচ্ছ না করে। কিন্তু তোর কতায়, আচার-ব্যবহার, পিরিতে, বিশ্বাসে, পবিত্রতায়, শিষ্যলার আগত আদর্শ হঃ।

[১৩] মুই না আইসা পর্যন্ত তুই পবিত্র শাস্ত্র পড়ে শুনাও, উৎসাহ করা আর শিক্ষা দিবার বাদে নিজক ব্যস্ত রাখেক।

[১৪] সমিতির দেওয়ানীলা যেলা তোর উপরাত হাত দিয়া প্রার্থনা করিচিলেক আর ভাববাণী কইচিলেক, স্যেলা যে বিশেষ আধ্যাত্মিক দান তোক দেওয়া হইচে, সেই দান তুই অবহেলা করিস না।

[১৫] এইলা সমন্ধে মনযোগি হঃ, ঐলা কামের বাদে নিজক সঁপে দেক। যাতে সগায় দেখির পায় যে, তুই আগে যাবার ধরচিস।

[১৬] তোর নিজের সমন্ধে আর তোর শিক্ষার সমন্ধে সাবধান রইস। এইলা করিতে থাক, ক্যেনেনা তাতে তুই নিজক আর যায় যায় তোর কতা শুনে উমারলাকও মুক্তি দিবার পাবু।

৫

বয়স্ক মানষিলার দোষ দেখেবার যায়া কঠুর মন নিয়া কতা না কইস, উমারলাক বাপের নাকান আর গাবুর চ্যাংড়ালাক তোর ভাইয়ের নাকান মনে করি কতা কইস।

[২] বয়স্কা ভার্জালার সোদে মাওয়ের নাকান আর গাবুর চ্যাংড়িলার সোদে বইনির নাকান ব্যবহার করিয়া পবিত্রতা বজায় থুইয়া ভুল দেখেয়া দে।

৩ যে বিধুয়ালার কাঙোয় নাই, উমারলার যতন করিয়া দেখাশুনা করেক।

৪ কিন্তু কোন বিধুয়ার যদি ছাওয়া-ছোট বা নাতি-নাতনি থাকে, তাইলে উমরা আগত নিজের পরিবারের দায়িত্ব পালন করার মইদ্ধো দিয়া ভগবানের পতি ভক্তি করুক। এই নাকান করিলে বাপ-মার দেনা শোধ করির পাবে, আর ইয়াতে ভগবান সন্তুষ্ট হবে।

৫ যে বিধুয়ার কাঙোয় নাই, উয়ায় ভগবানের উপরা ভরসা করি জীবন যাপন করে। উয়ায় ভগবানেরটে সাহায্য পাওয়ার আশায় দিন রাতি প্রার্থনা করিতে থাকে।

৬ কিন্তুক যেই বিধুয়া বিলাসিতা করি দিন কাটায়, উয়ায় তো বত্তাতে মরার নাকান।

৭ এইলা আদেশ তুই গুরুভাইলাক ফম করে দে, যাতে কাঙো উমার দোষ দিবার না পায়।

৮ কোন মানষি যদি সাগাই-সোদরক, বিশেষ করি পরিবারের মানষিলার ভরন-পোষন না দেয়, তাইলে উয়ায় উয়ার বিশ্বাসক অস্বীকার করে, উয়ায় অবিশ্বাসীর থাকিও অধম।

৯ কাঙোকো সমিতির বিধুয়ার হাইলচাত নাম নেখেবার আগত, দেখির নাগিবে উয়ার বয়স যাতে ষাইট বছরের কম না হয়। আর যার এক জন সোয়ামি আছিলেক।

[১০] এইলা ছাড়া যার নানা নাকান সৎ কামের সুনাম শোনা যায়, তার মানে যদি ছাওয়া-ছোট লালন-পালন করে, যদি সাগাই-সোদরের সেবা-যতন করে, আর ভগবানের মানষিলাক ঠ্যাং ধুইয়া দিয়া থাকে, যায় দুঃখ-কষ্টত আছে উমাক সাহায্য করে, আর নানা নাকান সৎ কামত যোগ-দান দিয়া থাকে।

[১১] কিন্তুক গাবুর বিধুয়ালার নাম বিধুয়ার হালচাত নেখেন না, ক্যেনেনা য্যেলা উমারলার দেহার কামনা-বাসনা জাগিবে স্যেলা খ্রীষ্টের পতি ভক্তি উঠি যাবে আর বিয়াও করির চাবে।

[১২] ইয়াতে উমরা উমার পইলা খ্রীষ্টের সতী সেবিকা হবার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া নিজের শাস্তি নিজেই ড্যেকে আনে।

[১৩] এইলা ছাড়া বাড়ি বাড়ি ঘুরি বেড়েয়া উমরা কাম-কাজে কুড়িয়া হওয়া শেখে। খালি কুড়িয়া হয় না, উমরা বেয়া কতা কয়া পরের গেলানি করির শিখে, যেইলা কতা কওয়া উচিত না হয়, ঐ নাকানের কতা কওয়া শেখে।

[১৪] এই বাদে মোর ইচ্ছা, গাবুর বিধুয়ালা বিয়াও করুক আর ছাওয়া-ছোটর মাও হউক। নিজের সংসারের দেখাশুনা করুক, হামার বিরোধীলাক নিন্দা করির কোন সুযোগ না দেউক।

[১৫] ক্যেনেনা কয়েক জন বিধুয়া ধর্মের ঘাটা ছাড়ি দিয়া শয়তানের ঘাটাত যাবার ধরচে।

[১৬] যদি কোন শিষ্যর ঘরত বিধুয়ালা থাকে, উমার দেখ-ভাল করিবার দায়িত্বের ভার সতিতির উপরাত না দিয়া নিজেই দেখ-

ভাল করুক। যে বিধুয়ার কাঙো নাই, খালি উয়াক সমিতি থাকি দেখ-ভাল করির ভার নিবার পায়।

১৭ সমিতিত যে দেওয়ানী ভাল করি শাসন করে, ভগবানের বাইক্যের প্রচার আর শিক্ষা দিবার বাদে খাটনি করে, উমরা দুইগুণ সন্মানের যোগ্য।

১৮ ক্যেনেনা সনাতন পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “যে বলদ দিয়া ফসল মাড়া-মাড়ে উয়ার মুখত গোমা দেন না।” আর, “কাজুয়া মানষি বেতন পাবার যোগ্য।”

১৯ সমিতির কোনো দেওয়ানীর উপরা অভিযোগ সহজে মানি নেন না, আগত দুই, তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য খাড়া করির নাগিবে।

২০ যে দেওয়ানী পাপ করি রয়, সমিতির সউগ মানষিলার আগত উয়ার দোষ দেখে দেও। যাতে অইন্য মানষিলা ভয় খায়।

২১ মুই ভগবানের, খ্রীষ্ট যীশুর আর বাছাই করা স্বর্গদূতলার আগত তোক এই আদেশ দিবার ধরচুং, কাঙরো সচাং ঘটনা না জানিয়া আর কাঙরো মুখ দেখিয়া বিচার করিবু না।

২২ সমিতির কামের বাদে তারাতারি কারো উপরাত হাত থুইয়া কোন পদত নিযুক্ত করেন না। অইন্যের পাপের ভাগী হন না। নিজক খাটি থোন।

২৩ তীমথিয়, তোর সউগ সমায় পেটের অসুখ হয়, হজমের বাদে অল্প খানিক করি আংগুরের শরবত খাইস, খালি জল না খাইস।

২৪ কোন কোন মানষির পাপ সহজে দেখা যায়, আর উমার পাপের ফল আগত পাবে। আর কোন কোন মানষির পাপ পাছত দেখা যায়, উমার বিচার দেড়িত হবে।

২৫ একে নাকান করি কাঙরো সৎ কাম সহজে দেখা যায়, আর এইলা এলা ঝকঝকা করি দেখা না গেইলেও এইলাক সারা জীবন নুকি থোয়াও যায় না।

৬ চাকরলা সগায় নিজের মালিকলাক সন্মান করুক, যাতে কাঙো ভগবানের নাম আর উয়ার শিক্ষার নিন্দা করির না পায়।

২ যে চাকরের মালিকও যীশুর শিষ্য, শিষ্য বুলিয়া উয়াক ছোট মনে না করুক। বরং উয়াক আরো যতন করি সেবা করুক, ক্যেনেনা চাকরের সেবায় যে মালিক উপকার পাবার ধরচে উয়ায় তো ঐ চাকরের আদরের গুরুভাই। এইলা বিষয় শিক্ষা দেও আর অনুরোধ কর।

৩ সেইটা উপদেশ হামারলার যীশু খ্রীষ্টের খাটি শিক্ষা, আর সেই শিক্ষা মানষির জীবনত ভক্তি আনে। কাঙো যদি অইন্য নাকানের শিক্ষা দেয়,

৪ ঐ মানষির শিক্ষা হইলেক ভুল, উয়ায় কিছুই বোঝে না, ঝগড়া আর তর্কাতর্কি করা উয়ার একটা রোগ হয়া গেইচে। এই নিচমনা মানষিলার সউগ সমায় গন্ডগোল দেখা যায়। যেমন হিংসা, ঝগড়া, গেলানি আর কু-নজরে দেখা,

৫ এই মানষিলার মনত ভগবানের ভক্তি নাই। ইমরা খালি জাগতিক লাভের আশায় ভগবানের ভক্তির ভাব দেখায়।

৬ কিন্তুক মানষি ভগবানক সচাং ভক্তি ভরে সন্তুষ্ট মনে সেবা করিলে মহাধন লাভের উপায় পায়।

৭ ক্যেনেনা হামরা এই দুনিয়াত কোন কিছুই ধরি আসি নাই, আর এটে থাকি কোন কিছুই নিয়া যাবার পামু না।

৮ কাপড়-চোপড় আর খাবার-দাবার পাইলে তাতে হামরা সন্তুষ্ট থাকিমু।

৯ কিন্তু যায় যায় ধনী হবার বাসনা করে, উমরা শয়তানের পরীক্ষাত আর ফান্দোত পড়িবে। উমার নানা নাকানের মূর্খামির কাম আর মনত ক্ষতি করির যে বাসনা জাগে, এইলা উমারলাক ধ্বংসের আর সর্বনাশের ঘাটাত ঠেলি দেয়।

১০ ক্যেনেনা সউগ মন্দের গোড়া হইলেক ধন-দৌলতের মায়া। আর ধন-দৌলতের নালসাত পরিয়া কত মানষি সনাতন খ্রীষ্টিয় ধর্মের বিশ্বাস থাকি সারি গেইচে। এই নাকান করি নিজেই নিজের দুঃখ ড্যেকে আনিচে।

১১ কিন্তু তুই তো ভগবানের মানষি, এইলা থাকি দূরত সারি থাকেক। সৎ জীবন, ভক্তি, বিশ্বাস, পিরিত, ধৈর্য, নরম স্বভাব, এইলা গুণের অধিকারী হঃ।

১২ খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস রক্ষা করির বাদে মরণপন যুদ্ধ চালে যা। যে অমৃত জীবনের বাদে তোক ড্যেকা হইচে সেই অমৃত জীবনের

কতা তুই মনত গাঁথি থুইয়া জীবন যাপন করেক, ক্যেনেনা তুই ম্যেলা মানষির আগত তোর বিশ্বাসের কিরা কাটিচিস।

[১৩] খ্রীষ্ট যীশু যায় শাসনকর্তা পীলাতের সামনাত সচাং কতার বিষয় সাক্ষ্য দিছিলেক, উয়ার আগত, আর সগারে জীবন দাতা ভগবানের আগত, তোক মুই কবার ধরচুং,

[১৪] প্রভু যীশু ফিরি না আইসা পর্যন্ত তুই নিজে নিষ্কলঙ্ক থাকিয়া আর মনত আনন্দ নিয়া এই আদেশ পালন করি যা।

[১৫] পরম ধন্য ভগবান, যায় এক মাত্র শাসনকর্তা, রাজালার মহারাজা, প্রভুলার প্রভু, উয়ায় ঠিক সমায় যীশু খ্রীষ্টক প্রকাশ করিবে।

[১৬] খালি উয়ার হাতত অমৃত জীবনের অধিকার আছে। উয়ায় এমন ভইভইয়া আলোত বসবাস করে, যেটেকোনা মানষি যাবার পায় না। কোন মানষি কোন দিন উয়াক দেখে নাই, দেখিরো পায় না। সন্মান আর ক্ষমতা চিরকাল উয়ারে। আমেন।

[১৭] উমরালাক আদেশ দেও যায় যায় এই যুগের ধনবান, উমরা যাতে অহংকারী না হয় আর ক্ষণিকের ধনের উপর নির্ভর না করিয়া ভগবানের উপরা যাতে নির্ভর করে। ভগবান তো হামারলাক সুখ ভোগের বাদে সউগ কিছুই খোলা হাতে যোগান দেয়।

[১৮] ধনীলাক আদেশ দেও, উমরা যাতে অইন্যের উপকার করে, সৎ কামত ব্যস্ত থাকে, দাতা হয়, ধন-দৌলত ভাগ করিয়া

অইন্যক দান করে।

১৯ ইয়াতে উমরা আইসা কালের বাদে ধন জমা করিয়া নিজের বাদে শক্ত ভিটা বানাবে। যাতে সত্যিকারের জীবন শক্ত করি ধরি রবার পায়।

২০ তীমথিয়, তোর উপরাত যে দায়িত্ব দেওয়া হইচে, ভাল করি সামলাইস। মিছা জ্ঞানের ভক্তিহীন বাজে কতা আর যুক্তিহীন শিক্ষা থাকি দূরত থাকিস।

২১ কোন কোন মানষি এই নাকান ভুল জ্ঞানের দাবি করিয়া খ্রীষ্টিয় ধর্ম বিশ্বাস থাকি দূরত সারি গেইচে। ভগবান তোমারলাক দয়া করুক॥

২ তীমথিয়

১ মুই পৌল! ভগবানের ইচ্ছায় মুই খ্রীষ্ট যীশুর এক জন খবরিয়া, ভগবান মোক বাছাই করি প্যেঠাইচে অইন্য মানষিলাক অমৃত জীবনের বাইক্য শোনের বাদে। মোর আদরের ছাওয়া তীমথিয়েরটে এই চিঠিখান নেখির ধরচুং।

২ স্বর্গের বাপ ভগবান আর হামার প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোক দয়া, মায়া আর শান্তি দেউক।

৩ হামার বাপ-ঠাকুরদা যে নাকান করি ভগবানের সেবা করি আসচে, মুইও তেমন শুদ্ধ মন নিয়া ভগবানের সেবা করং; আর তোমার বাদে দিন রাতি প্রার্থনাত ফম করিয়া মুই সউগ সমায় ভগবানক ধন্যবাদ দেং।

৪ ও তীমথিয়, তোর চখুর জল ফ্যেলা ফম করিয়া দিন রাতি তোক দেখির মোর খুব ইচ্ছা। তোক দেখিলে মোর মন আনন্দে ভরি উঠিবে।

৫ তোর অন্তরত আসল বিশ্বাস আছে সেই কতা মুই ফম করির ধরচুং। এই নাকান বিশ্বাস তোর দিদিমা শ্রীমতি লোয়ীর আর তোর মাও শ্রীমতি উনীকীর অন্তরত আছিলেক। মুই জানং! একে নাকান বিশ্বাস তোর অন্তরতও আছে।

৬ এই বাদে মুই তোক ফম করে দিবার ধরচুং, মোর হাত তোর মাথাত থুইয়া আশুর্বাদের মইদ্ধো দিয়া ভগবান তোক আত্মিক বরদান দিচে, সেইটা জাগে তোলেক।

৭ ক্যেনেনা ভগবান হামাক কাপুরুষের আত্মা দেয় নাই, কিন্তু শক্তির, পিরিতির আর সুবুদ্ধির আত্মা দিচে।

৮ মুই প্রভু যীশুর বাদে জেলত বন্দী, মোক নিয়া শরম না খাইস। আর হামার প্রভু যীশুর কতা মানষিক কবারও শরম না খাইস। কিন্তু ভগবানের শক্তি দিয়া ভাল খবরের বাদে মোর সোদে কষ্ট ভোগ করির রাজি হও।

৯ ভগবান হামারলাক পাপ থাকি মুক্তি দিচে আর পবিত্র জীবন যাপনের বাদে ড্যেকাইচে। হামার কামের বাদে এইটা হয় নাই, এইটা হইলেক, উয়ার উদ্দেশ্য পূরণের আর দয়ার বাদে। দুনিয়া সিজ্জনের আগতে, বাছাই করা রাজা যীশুর মইদ্ধো দিয়া ভগবানের দয়া হামাক দান করিচে।

১০ আর এলা হামার মুক্তিদাতা প্রভু যীশু এই দুনিয়াত আইসার মইদ্ধো দিয়া সেই দয়া প্রকাশ পাইলেক। উয়ায় মরণক জয় করিচে, আর ভাল খবরের মইদ্ধো দিয়া অমৃত জীবনের ঘাটা দেখাইচে।

১১ আর এই ভাল খবর প্রচার করিবার বাদে মোক খবরিয়া আর মাষ্টার হিসাবে নিযুক্ত করা হইচে।

১২ এই বাদে মুই এইলা কষ্ট ভোগ করিবার ধরচুং। তাঙো মুই শরম খাং নাই। ক্যেনেনা মুই যাক বিশ্বাস করিচুং, মুই উয়াক চেনং আর উয়ার উপরাত নির্ভর করিচুং। আর মুই এইটাও জানং যে, বিশ্বাস করিয়া মোক যেইলা দায়িত্ব দেওয়া হইচে, যীশু ফিরি না আইসা পর্যন্ত সেইলা রক্ষনাবেক্ষন করিবার ক্ষমতা উয়ার আছে।

১৩ তুই মোরটে থাকি যেইলা শুনিচিস, সেই সচাং শিক্ষার আদর্শ নিয়া যীশু খ্রীষ্টের দেওয়া পিরিত আর বিশ্বাসে চলেক।

১৪ তোক যে ভাল খবরের দায়িত্ব দেওয়া হইচে সেইটা পবিত্র আত্মার শক্তি দিয়া রক্ষা করেক। এই পবিত্র আত্মা তোর অন্তরত আছে।

১৫ তুই জানিস, এশিয়া প্রদেশের সগায় মোক ছাড়ি চলি গেইচে, উমারলার মইদ্ধে শ্রী ফুগিল্ল আর শ্রী হর্মগিনিও আছে।

১৬ কিন্তুক শ্রী অনীষিফের পরিবারক ভগবান দয়া করুক, ক্যেনেনা অনীষিফ ম্যেলা বার মোর সোদে দেখা করিয়া মোক উৎসাহ দিচে। মুই জেলত বন্দী আছং, তাঙো উয়ায় শরম খায় নাই।

১৭ যে্যেলা উয়ায় রোমত হাজির হইলেক, স্যেলা ভাল করিয়া তন্ন তন্ন করি খুজিয়া মোর সোদে দেখা করিচিলেক।

১৮ আর ইফিষ গঞ্জত উয়ায় ক্যেমন করি সাহায্য করিচে, তা তোর ভালেই জানা আছে। ভগবান উয়াক এই বর দেউক, বাছাই

করা রাজা যীশু ফিরি আইসার দিন যাতে উয়ায় দয়া পায়।

২

তীমথিয় তুই মোর ছাওয়ার নাকান, বাছাই করা রাজা যীশুর দয়াত তুই বলবান হয়া ওঠেক।

২ মেয়লা সাক্ষীর আগত মোর মুখ দিয়া যে শিক্ষার কতা তুই শুনিচিস, সেইলা শিক্ষা এমন বিশ্বস্ত মানষিলাক শেখাও, যায় অইন্য মানষিলাক শিক্ষা দিবার পারে।

৩ তুই বাছাই করা রাজা যীশুর উপযুক্ত সেনার মত হামার নগত কষ্ট স্বীকার করেক।

৪ ফম থোন, যুদ্ধ করির যায়া কাঙো নিজক সংসারত জড়ায় না, যেই সেনাপতি উয়াক সেনা হিসাবে ঢুকাইচে, উয়ায় যাতে উয়াক সন্তুষ্ট করির পায়।

৫ একে নাকান কোন মানষি যদি খেলাত অংশ নিয়া নিয়ম মানি না খেলায়, তাইলে উয়ায় জয়ের মালা পায় না।

৬ যে চাষা খাটনি করে, উয়ারে পইলা ফসলের ভাগ পাওয়া উচিত।

৭ মুই যেইলা কলুং, সেইলা তুই ভাবি দেখেক, ক্যেনেনা এইলা বিষয় বুঝিবার বাদে ভগবানে তোক বুদ্ধি দিবে।

৮ যীশু খ্রীষ্টক ফম কর। মোর ভাল খবরের প্রচার হইলেক, উয়ায় রাজা দায়ূদের বংশত জন্ম নিচে আর মরালার মইদ্ধো হাতে

ফির বত্তি উঠিচে।

[৯] আর এই ভাল খবরের বাদেই মুই কষ্ট ভোগ করির ধরচুং, এমন কি, এক জন দোষী মানষির নাকান মোক শিকল বন্দীও করি থোয়া হইচে। কিন্তুক ভগবানের বাইক্যক তো শিকল দিয়া বান্দি থোয়া হয় নাই।

[১০] এই বাদে ভগবান যাক যাক বাছাই করি থুইচে, উমার বাদে মুই সউগ কিছু সহ্য করিচুং। যাতে উমরাও বাছাই করা রাজা যীশুর মইদ্ধো দিয়া মুক্তি পায় আর চিরকালের মহিমা পায়।

[১১] এই কতা সচাং যে, হামরা যদি যীশুর সোদে মরি যাই, তাইলে উয়ার সোদে বত্তিও উঠিমু।

[১২] হামরা যদি ধৈর্য ধরি সহ্য করি, তাইলে উয়ার সোদে রাজত্ব করিমু। হামরা উয়াক অস্বীকার করিলে, উয়ায়ও হামাক অস্বীকার করিবে।

[১৩] হামরা যদি বিশ্বস্ত না হই তাঙো উয়ায় বিশ্বস্ত, উয়ায় নিজক অস্বীকার করির পায় না।

[১৪] এইলা কতা মানষিলাক ফম করি দেও। ভগবানের আগত উমারলাক সাবধান করি দেও যাতে বাজে কতা নিয়া তর্কাতর্কি না করে। ইয়াতে কোন লাভ হয় না, বরং যায় শোনে উমারে সর্বনাশ হয়।

[১৫] নিজের কামের সমন্ধে শরম না খান, তুই নিজক এমন এক জন কর্মীষ্ট মানষি হিসাবে দেখাও, যাতে ঠিক মত ভগবানের

বাইক্য শিক্ষা দিবার পাইস আর ভগবান যাতে সন্তুষ্ট হয়।

১৬ ভক্তিহীন জাগতিক কতাবার্তা কওয়া থাকি যুদা হয়া রঃ, ঐ নাকানের কতাবার্তা মানষিলাক আস্তে আস্তে ভগবানেরটে থাকি দূরত সারে নিয়া যায়।

১৭ যায় এই নাকানের কতা-বার্তা কয়, উমার শিক্ষা বসন্ত রোগের নাকান ছড়িয়া যাবে।

১৮ শ্রী হুমিনায় আর শ্রী ফিলীত এই নাকানের মানষি আছিলেক, উমরা আসল শিক্ষা থাকি দূরত সারি গেইচে। উমরা কয় যে, শিষ্যলার মরণ থাকি ফির বত্তি উঠা আগতে হয়া গেইচে। ইমরা কাঙো কাঙো বিশ্বাসক নষ্ট করি দিচে।

১৯ তাঙো ভগবানের বানা শক্ত ভিটি খাড়া হয়া আছে, আর উয়ার উপরাত সীলমোহরের নাকান করি এই কতালা নেখা আছে, “ভগবান জানে, কায় কায় উয়ার” আর, “যে কাঙো যীশুক প্রভু বুলি ড্যেকায় উয়ায় সউগ বেয়া থাকি দূরত থাউক।”

২০ ধনীর বাড়িত খালি কি সোনা, রূপার ভাড়া-খোড়া থাকে? কিন্তু খুটার আর মাটিরও থাকে। এইলার মইদ্ধে কতলা ভাড়া বিশেষ কামত আর কতলাক বেয়া কামত ব্যবহার করা হয়।

২১ যদি কাঙো নিজক এই মন্দ বিষয় থাকি শুদ্ধ থোয়, তাইলে উয়ায় হবে খাটি সোনার ভাড়ার নাকান। এই বাদে উয়ায় আদর পাবে, ক্যেনেনা উয়ায় এক জন পবিত্র মানষি। উয়ায় প্রভুর

কামের বাদে উপযুক্ত। সউগ নাকান ভাল কাম করিবার বাদে সাজি থাকিবে।

[22] গাবুর বয়সের বেয়া কামনা-বাসনা থাকি পালান, আর যায় যায় খাটি অন্তরে ভগবানক ড্যেকায়, উমার সোদে সৎ জীবন, বিশ্বাস, পিরিত আর শান্তির বাদে চেষ্টা কর।

[23] বেয়া, মূর্খের নাকান তর্কাতর্কিত যোগ দেন না, ক্যেনেনা তুই তো জানিস, এইলা শ্যেষ অব্দি কেচাল-ঝগড়া নাগে দেয়।

[24] যায় ভগবানের সেবক, তার ঝগড়া করা উচিত না হয়, বরং উয়াক সগারে পতি দয়ালু হওয়া খাবে। উয়ার অইন্য জনক শিক্ষা দিবার ক্ষমতা আর সহ্যগুণ থাকির নাগিবে।

[25] এই সেবকের বিরুদ্ধে যায় খাড়া হয়, উয়াক নত-নম্র হয়া শিক্ষা দিবার নাগিবে। সেই শিক্ষা যাতে উয়ায় এই আশায় দেয় যে, ভগবান উমাক পাপ থাকি মন ফিরিবার সুযোগ দিবে যাতে ভগবানের সচাং জ্ঞান উমরালা ভাল করি জানির পারে।

[26] ইয়ার ফলে উমরা শয়তানের ফান থাকি পালে আসিবে ক্যেনেনা শয়তান উয়ার ইচ্ছা পালন করির বাদে উমারলাক ধরছিলেক।

৩

তীমথিয়, তুই এই কতা ফম থো, শ্যেষ কালত ভয়ঙ্কর সমায় আসির ধরচে।

[২] নিজক বেশী ভাল পাবে, টাকা-পাইসা ভাল পাবে, নিজক বড় মনে করি অহংকার করা, অভিমানী, ধর্ম নিন্দুক, মাও বাপের অবাধ্য, নিমক হারাম, ভক্তিহীন,

[৩] উমার মইদ্ধোত প্রেম-পিরিতি থাকিবে না, আর উমরালা ঝগড়া করি আপোস করির চাবে না। উমরা অইন্যের নিন্দা করবে, ইন্দ্রিয় দমন করিবে না, নিষ্ঠুর হবে, আর যেইলা ভাল সেইলাকে ঘিন করিবে।

[৪] উমরা বিশ্বাস ঘাতক, বিবেকহীন আর মনের অহংকারে ফুলি উঠিবে। উমরা ভগবানক ভাল না বাসিয়া জাগতিক সুখে মত্ত হবে।

[৫] উমরা মাকালের ফলের নাকান হবে, বায়রাত দেখিলে মনে হবে কত যে ভগবানক ভক্তি করে, কিন্তু আসলে উমরা ভগবানের ভক্তির শক্তিক অস্বীকার করে। এই নাকান মানষিলারটে থাকি দূরত সারি রইস।

[৬] এই মানষিলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো ছলনা করি ঘরত সোন্দেয়া সাদা-সিদা বেটিছাওয়ালাক বেয়া ঘাটাত নিয়া যায়। উমরা নানা নাকান কামনা-বাসনাত জীবন যাপন করে, এই বেটিছাওয়ালার ভিতিরাত পাপ দানা বান্দে।

[৭] উমরা সউগ সমায় শিক্ষার কতা শোনে, কিন্তু কোন দিনও ভগবানের সচাং শিক্ষাটাক গভীরভাবে বুঝির পায় না।

[৮] যেই নাকান যান্নি আর যামব্রি মোশির বিরুদ্ধে খাড়া হইচে, ঠিক একে নাকান করি এই মানষিলাও সচাং শিক্ষার বিরুদ্ধে খাড়া হবে। ইমারলার মন জঘন্য। খ্রীষ্ট ধর্মের বিশ্বাসের কোন প্রমাণ ইমারলার মইদ্ধোত পাওয়া যায় নাই।

[৯] কিন্তু উমরা কাজ-কামাইয়ে আগেয়া যাবার পাবে না। সগায় উমার মুর্খামি দেখিয়া ঝকঝকা করিয়া জানির পাবে। একে নাকান অবস্থা যান্নি আর যামব্রিরও আছিলেক।

[১০] কিন্তু তুই তো মোর সমন্ধে এইলা জানিস, শিক্ষা, চালচলন, উদ্দেশ্য, বিশ্বাস, সহ্যগুণ, পিরিত আর ধৈর্য ভাল করি দেখির ধরচিস।

[১১] এইলা ছাড়াও তুই তো জানিস, আন্তিয়খিয়া গঞ্জত, ইকনিয়া গঞ্জত আর লুস্ত্রা গঞ্জত মোর জীবনত কি কি তান্না ঘটিচে, আর কত না কষ্ট সহ্য করিচুং। কিন্তু ভগবান সেইলা থাকি মোক রক্ষা করিচে।

[১২] যত মানষি যীশু খ্রীষ্টক ধারন করিচে, ভগবানের প্রতি ভক্তি ভরে জীবন কাটায়, উমার উপরাত তাড়না আসিবেই।

[১৩] কিন্তু দুষ্ট মানষিলা আর ঠকবাজলা দিনে দিনে বেয়া ঘাটাত বেশি করি যাবে। উমরা অইন্যক ঠকাবে, নিজেও ঠকিবে।

[১৪] কিন্তুক তুই যেইলা শিখছিস, সেইলা নিশ্চিন্তে বিশ্বাস করিয়া থির থাকেক। ক্যেনেনা তুই জানিস সেইলা কারটে শিখছিস।

১৫ ছাওয়া কাল থাকি তীমথিয় তুই সনাতন শাস্ত্রর শিক্ষা পাইচিস। এই পবিত্র শাস্ত্রয় তোক বাছাই করা রাজা যীশুর উপরাত বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া পাপের ঘাটা থাকি মুক্তি পাবার জ্ঞান দিবার পায়।

১৬ পবিত্র শাস্ত্রের প্রতিটা কতা ভগবানেরটে থাকি আসচে, এইলা শিক্ষা, চেতনা দান, সংশোধন, সৎ জীবন গড়ি উঠিবার বাদে দরকারি।

১৭ যাতে ভগবানের মানষি হিসাবে পাকাপোক্ত হয়া যে কোন ভাল কামের বাদে সাজিয়া থাকির পায়।

৪ মরা আর বত্তা মানষিলার বিচার যীশু করিবে। আর উয়ায় শাসন করিবার বাদে আরো একবার ফিরি আসিবে, এই বাদে পরম প্রভু আর বাছাই করা রাজা যীশুর আগত মুই তোক থুইয়া, এই আদেশ দিবার ধরচুং।

২ তুই সমায়ে আর অসমায়ে ভগবানের বাইক্য প্রচার করেক, সউগ সমায় প্রচারের বাদে সাজি থাকেন। আর খুব ধৈর্যের নগত শিক্ষা দিয়া মানষিলার দোষ দেখেয়া দেক। সৎ কামের বাদে উৎসাহ দেক।

৩ এমন সমায় আসির ধরচে, সেই সমায় মানষি ভাল শিক্ষা সহ্য করির পাবে না। কিন্তু উমরা কান চুলকানি কতা শুনিয়া নিজ নিজ ইচ্ছা মতন গুরু ভজিবে।

[৪] আর উমরা ভগবানের বাইক্য শুনির না চায়া গল্পের ওদি মন দিবে।

[৫] কিন্তু তোমরা সউগ সমায় নিজক দমন কর, ধৈর্য ধরি সউগ কষ্ট সহ্য কর, আর যীশুর ভাল খবর প্রচার করিতে থাক। ভগবান যে কামের দায়িত্ব দিচে, সেইটা ভাল করি পালন কর।

[৬] এলা মোর জীবন নৈবদ্যের নাকান করি ভগবানেরটে গতে দেওয়া হইচে, আর মোর মরণের সমায় বগলত আসিচে।

[৭] বাছাই করা রাজাটার বাদে মুই জিউ ছাড়ি দিয়া নড়াই করিচুং, মোর বাদে ঠিক করি থোয়া ঘাটার শ্যেষ সীমনা পর্যন্ত দৌড়াইচুং। আর জীবনত যীশুর প্রতি বিশ্বাস ধরি রাখিচুং।

[৮] মোর সৎ জীবনের বাদে জয়ের মটুক তুলি থোয়া আছে, ন্যায়বান পরম প্রভু বিচারের দিনত মোক ঐ মটুক দিবে। খালি মোকে দিবে এই নাকান না হয়, যায় যায় উয়ার ফিরি আইসার বাদে আকুল হয়া বাচ্চে আছে, উমারলাক সগাকে দিবে।

[৯] তুই চেষ্টা করি এলায় পচ-পচে মোর এইটে চলি আইসেক।

[১০] ক্যেনেনা শ্রী দীমা বর্তমান কালটাক পিরিত করিয়া, এলা মোক ছাড়ি থিষলনীকীত চলি গেইচে। শ্রী ক্রীস্কেন্ত গালাতীয়াত আর শ্রী তীত দালমাতিয়াত গেইচে।

[১১] খালি লূক মোর নগত আছে। তুই যে্যলা আসিবু সে্যলা মার্কক ধরি আসিস, উয়ার মোর প্রচারের কামত সাহায্য করা খুব দরকার।

১২ শ্রী তুখিক মুই ইফিষ গঞ্জত প্যেঠাচুং।

১৩ ত্রোয়া বন্দরত শ্রী কার্পোসেরটে যেই শালের গিলাপখান থুইয়া আসচুং, তুই আইসার সমায় গিলাপখান আর বইলা আনিস, আর ফম করি চামড়ার উপরাত নেখা বইলা ধরি আসিস, ঐলা মোর দরকার।

১৪ যে আলেক্সান্দার কাসারী আছিলেক, উয়ায় মোর খুব ক্ষতি করিচে। যার যেমন কর্ম, তায় তেমন ফল পাবে, আর প্রভু উয়াকও ঐ নাকান ফল দিবে।

১৫ তুইও উয়ার বিষয় সাবধান থাকিস। ক্যেনেনা উয়ায় হামার কতার বিরোধীতা করির ধরচে।

১৬ পইলা বার য্যেলা মোক বিচারকের আগত খাড়া করিলেক, স্যেলা সগায় মোক ছাড়িয়া চলি গেইচে, কাঙো মোর বগলত সাহায্য করির আগে আইসে নাই। মুই প্রার্থনা করং, ভগবান যাতে উমার দোষ না ধরে।

১৭ ভগবান মোর নগত আছিলেক, আর উয়ার শক্তির গুণে মুই প্রচার শ্যেষ করির পালুং। এই বাদে অযিহূদী মানষিলা সগায় মোর প্রচার শুনির পাইচে। এই নাকান করি মুই সিংহের মুখত পড়িয়াও বত্তিলুং।

১৮ যদি কাঙো মোর ক্ষতি করির চায়, ভগবান মোক রক্ষা করিবে। উয়ার স্বর্গের শাসনত মোক নিরাপদে নিয়া যাবে। চিরদিন উয়ার মহিমা হউক। আমেন!

১৯ শ্রীমতি প্রিষ্কিল্লাক, শ্রী আকিলাক আর অনীষিফের পরিবারক মোর মঙ্গল কামনা জানান।

২০ শ্রী ইরাস্ত করিন্থ গঞ্জত রয়া গেইচে, আর শ্রী ত্রফিমের অসুখ হওয়াতে মুই উয়াক মিলাতোত থুইয়া আসচুং।

২১ তুই জারের দিন আইসার আগতে আইসার চেষ্টা করেক। শ্রী উবুল, শ্রী পুদেন্ত, শ্রী লীন, শ্রীমতি ক্লৌদিয়া আর এটেকার সউগ ভাই-বইনিলা তোমার মঙ্গল কামনা করির ধরচে।

২২ প্রভুর আত্মা তোমারলার অন্তরত বাস করুক, আর উয়ার আশুর্বাদ চিরদিন তোমার নগত থাকুক॥

তীত

১ মুই পৌল, আদরের তীত তোরটে নেখা মোর এই চিঠি, যীশু খ্রীষ্টের উপরাত বিশ্বাস করিয়া তুই মোর বেটা হইচিস। স্বর্গের বাপ ভগবান আর হামার মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের দয়া আর শান্তি তোর উপরা আসুক। মুই এক জন ভগবানের চাকর যীশু খ্রীষ্টের খবরিয়া। মোর উদ্দেশ্য হইলেক ভগবান যেইলা মানষিক বাছাই করিচে, সেইলা মানষিক যাতে খ্রীষ্ট বিশ্বাসের ঘাটাত আগে যায়া ভগবানের পতি সচাং জ্ঞান-ভক্তিতে অমৃত জীবনের আশার আলো দিয়া সেই বিশ্বাস লাভ হয়। দুনিয়া সিজ্জনের আগত ভগবান এই কিরা কাটিচে, ভগবান তো মিছাং কতা কয় না। হামারলার মুক্তিদাতা ভগবানের আদেশ মত মুই যা প্রচার করং উয়ার মইদ্ধো দিয়া ভগবান উয়ার বাইক্য ঠিক সমায়ে প্রকাশ করিচে।

৫ মুই তোক ক্রীত দ্বীপত থুইয়া আসচুং, যেইলা কাম এলাও হয় নাই, সেইলা শ্যেষ করির বাদে। মোর আদেশ মতন প্রতিটা গঞ্জের সমিতির দেওয়ানীলাক নিযুক্ত করিস।

৬ সমিতির দেওয়ানী এই নাকান হওয়া উচিত, যাতে কাঙোয় উয়াক দোষ দিবার না পায়। উয়ার এক জন মাত্র বউ থাকিবে আর অধ্যক্ষটা বিশ্বস্ত হবে, উয়ার ছাওয়া ছোটলা ভগবানক ভয় খাবে আর নিজের খুশি মত যাতে না চলে, আর বদমাইস না হয়।

[৭] অধ্যক্ষলা বর-বরা, বদ-মেজাজী, মাতাল, অহংকারী হবে না, মানষিকও ঠকেয়া ধনী হবার চেষ্টা করিবে না, এমন হবার নাগিবে কাঙোয় যাতে নিন্দা করির না পায়। কারন ইমরা হইলেক ভগবানের পরিচালক।

[৮] উয়াক সাগাই সোদোরক সেবা করির নাগিবে, ভাল জিনিসলাক ভাল পাবার নাগিবে, জ্ঞানী, ন্যায়বান, আর ভগবানের বাধ্য থাকিবে, নিজক দমন করিবে।

[৯] যেই বিশ্বাসের শিক্ষা উয়াক দেওয়া হবার ধরচে, সেই শিক্ষাত শক্তিবান হয়া থির থাকিবে। যাতে করি মানষিলাক শিক্ষা দিবার পারে, যায় যায় ভুল শিক্ষা দেয় উমার ভুল ধরে দিয়া শুধরে দিবার পারে।

[১০] ক্যেনেনা ম্যেলা মানষি আছে অবাধ্য স্বভাবের, উমরা নানা নাকান বেয়া কতা কয়া বেড়ায়, মানষির মইদ্ধোত ভুল বুঝাবুঝি সিজ্জন করে। বিশেষ করি মুই উমারলার কতা কবার ধরচুং, যায় যায় কয় অযিহূদী খ্রীষ্টান মানষিলাক দেহাত চিন দেওয়া দরকার।

[১১] এই মানষিলার মুখ বন্ধ করি দেওয়া দরকার। উমরা কুপথে টাকা কামের আশায় ভুল শিক্ষা দেয়, যেইটা দেওয়া ঠিক না হয়, আর এই নাকান করি কতলা পরিবারক নষ্ট করি ফ্যেলাইচে।

[১২] ক্রীত বাসীলার উমারে এক জন সাধু কইচে, “ক্রীত দ্বীপের মানষিলা সউগ সমায় মিছাং কতা কয়, উমরা হইলেক বনুয়া পশুর নাকান আলসিয়া আর পেটুক।”

১৩ এই কতাটা সচাং। এই বাদে তুই ঐ মানষিলাক কড়া হয়া কঃ তোমরা ভুল করির ধরচেন। তুই ভুল দেখেয়া দে যাতে বিশ্বাসে থির হয়া খ্রীষ্টক ধরি রয়,

১৪ আর যিহূদীলার বানা গল্প শুনিয়া, যায় ভগবানের ঘাটা হাতে সারি গেইচে যাতে উমার কতাত কান না দেয়।

১৫ যার অন্তর খাটি উমার বাদে সউগ কিছুই পবিত্র, যার অন্তর খাটি না হয়, অবিশ্বাসী উমার বাদে সউগ কিছুই ছুয়া, ক্যেনেনা উমার অন্তরের বিবেক বুদ্ধিও ছুয়া।

১৬ উমরা মুখতে খালি ভগবানক ভাল পায়, কিন্তুক কামে কাজে দেখায়, উমরা ভগবানক মানে না, উমরা অবাধ্য, ঘিনের নাকান যোগ্য, আর কোন ভাল কামের উপযুক্ত না হয়।

২ তুই এই নাকান করি শিক্ষা দিবু, যাতে উমারলার চাল-চলনের নগত সচাং শিক্ষার মিল রয়।

২ বুড়ালাক কন যাতে সউগ বিষয়ে উমরা নিজে দমনে রবার পায়। উমরা যাতে সন্মান পাবার উপযুক্ত হয়। ভাল বিচারবুদ্ধি, সচাং বিশ্বাস, অইন্যের পতি পিরিত আর ধৈর্যগুণ থাকে।

৩ একে নাকান করি বুড়িলাকো শিক্ষা দেউক, উমার চাল-চলনোত যাতে ভগবানের পতি ভক্তি থাকে, মানষির গেলানি করি যাতে না বেড়ায়, মদ খায়া যাতে মাতলামি না করে, উমরা ভাল শিক্ষা দিবে।

৪ তাইলে বুড়িলা গাবুর চেংড়িলাক শিক্ষা দিবে, উমরা সোয়ামি, ছাওয়া-ছোটলাক ভালবাসিবে,

৫ উমরা নিজে দমনে রবে, মন দিয়া বাড়ির কাম করিবে, উমরা দয়ালু হবে, সোয়ামির অধীনে থাকিয়া সতী রবে, যাতে ভগবানের বাইক্যের নিন্দা না হয়।

৬ একে নাকান করি গাবুর চেংড়ালাকো উপদেশ দেও, উমরা সউগ কিছুতে নিজে দমনে রবে।

৭ তুই উমারটে সউগ নাকানের ভাল কামের আদর্শবান হঃ। তোর শিক্ষার মইদ্ধোত সৎ ভাব, আর গম্ভীরতা থাকিবে।

৮ কাঙো যাতে তোর কতাত দোষ ধরির না পারে, এই নাকান সচাং শিক্ষা দে। স্যেলা হামার বিষয়ে মন্দ কতা কবার কোন কিছুই না থাকিবার বাদে তোর শত্রুলা নইজ্জা খাবে।

৯ চাকরলাক শিক্ষা দেও, উমরা যাতে সউগ সমায় মালিকের আদেশ মানি চলে। উমাক খুশি করির চেষ্টা করে, মালিকের কতার উপরত কতা না কয়,

১০ আর কোন কিছু চুরি না করে, বরং বিশ্বাস যোগ্যতা প্রমাণ করি দেখায়। এই নাকান সউগ ব্যাপারে করিলে হামার মুক্তিদাতা ভগবানের শিক্ষা আকর্ষিত হবে।

১১ ভগবানের যে দয়া প্রকাশ হইচে, সেইটা দিয়া সউগ মানষির উদ্ধার পাওয়া যায়।

১২ এই দয়া হামারলাক শিক্ষা দেয় হামরা যাতে নাস্তিক জীবন যাপন না করি, জগতের কামনা বাসনা দূরত থুইয়া এই দুনিয়াত নিজে দমনে রয়া, ভগবানক ভক্তি ভরে সৎ জীবন যাপন করি।

১৩ যাতে হামার আশা পূরণ হয় এই বাদে হামরা বাচ্চে আছি। মহান ভগবান মুক্তিদাতা রাজা যীশুর মহিমাত ফিরি আসিবে, আর এইটা হামার আশা।

১৪ রাজা যীশু, পাপের বিরুদ্ধে ভগবানের পরিকল্পনা মতন ন্যায় বিচারের বাদে মরিচে, যাতে সউগ নাকানের অধর্ম থাকি হামারলাক উদ্ধার করিব পারে, আর ঐলা মানষির মন শুদ্ধি করিবে, উমরালা উয়ারে হবে। উমরা সউগ সমায় অইন্য মানষির উপকার করিবে।

১৫ এই বাদে পুরা অধিকার নিয়া মানষিলাক শিক্ষা দেক, উপদেশ দেক, আর দোষ দেখে দেক। কাঙো তোক তুচ্ছ মনে না করুক।

৩

নিজের মানষিলাক মনে করি দেও, উমরা যাতে দেশের সরকারের আদেশ পালন করে। যে কোন মানষির উপকার করিব বাদে সউগ সমায় সাজি থাকো।

২ উমরা যাতে মানষির গেলানি, ঝগড়াঝাটি করি না বেড়ায় কিন্তুক শান্ত স্বভাবের হয় আর সউগ মানষির নগত নম্র ব্যবহার করে।

৩ হামরাও আগত বোকা আর অবাধ্য আছিলং। অইন্য মানষির মইদ্ধো দিয়া ভুল ঘাটাত যাবার ধরছিলং। নানা নাকান জগতের লোভ-নালসা, কামনা-বাসনাত বন্দী থাকিয়া, হিংসায় মানষির ক্ষতি করিবার চিন্তায় জীবন কাটের ধরছিলোং, হামরা নিজে বেয়া হয়াও অইন্য মানষির নিন্দা করির ধরছিলোং।

৪ হামার মুক্তিদাতা ভগবানের দয়া আর পিরিত যেলা প্রকাশ হইলেক,

৫ ঐ সমায় হামারলাক উদ্ধার করিলেক হামারলার ভাল কামের বাদে উদ্ধার নাই হয় কিন্তুক উয়ার দয়ার বাদে হইচে। আর হামারলাক পবিত্র আত্মা দিয়া নয়া করি বানেয়া মন পরিস্কার করিলেক এই নাকান করি হামাক রক্ষা করিলেক।

৬ হামার মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া হামারলাক পবিত্র আত্মা দান করিলেক।

৭ যাতে উয়ার দয়াত নির্দোষ হয়া অমৃত জীবন নিশ্চয় পামো।

৮ আর এই কতাটা সচাং। মুই চাং, তুই এইলার উপরত জোর দে, যাতে ভগবানক যায় যায় বিশ্বাস করিচে, উমরা সউগ সমায় ভাল কামে ব্যস্ত থাকে। মানষির বাদে এইলা শিক্ষা হইলেক ভাল আর উপকারী।

৯ ফম থুইস, মূর্খের নাকান তর্কা-তর্কি, দন-ঝগড়া, যিহূদী আত্মিক রীতি-নীতি, ক্যাচাল আর আইন-কানুন নিয়া কতা কাটা-

কাটি এইলা থাকি তুই দূরত সারি রঃ। ক্যেনেনা এইলা থাকি কোন লাভ হয় না বরং ক্ষতি হয়।

[১০] যে মানষিটা ভুল শিক্ষা দিয়া দলাদলি সিজ্জন করে, উয়াক এক দুই বার সাবধান করি দেও। ইয়াতে যদি কাম না হয় তাইলে উয়ার নগত মেলামেশা বন্ধ করি দেও।

[১১] এই নাকানের মানষি পাপের জীবন যাপন করে, উয়ার নিজের ব্যবহারে নিজে প্রমাণ করে যে উয়ায় ভুল ঘাটাত যাবার ধরচে।

[১২] মুই আর্ত্তিমা আর তুখিকক ক্রীত দ্বীপত তোর ওটে প্যেঠাইম, আর তুই পচপচে নিকাপলিত মোর নগত দেখা করির আপরান চেষ্টা করিস। ক্যেনেনা জারের দিনলা মুই ওটেকোনা থাকিম।

[১৩] আইনের মানষি সীনা আর উয়ার নগত আপল্লোক যতন করি প্যেঠাও যাতে উমারলার কোন অভাব না হয়।

[১৪] হামার মানষিলাক শিখান যেনে অইন্য মানষিলাক উপকার করির বাদে ব্যস্ত থাকে, আর অইন্য মানষিলার যাতে অভাব মিটিবার পারে। এই নাকান করিলে উমার জীবন বিফল হবে না।

[১৫] হামার সঙ্গী-সাথীলা সগায় তোক মঙ্গল কামনা জানাইচে। দয়া করি এই মঙ্গল কামনা সউগ গুরু ভাই বইনিলাক জানে দেও। তোমার সগারে উপরত ভগবানের দয়া থাকুক॥

ফিলিমন

১ মুই পৌল। এই চিঠি নেখিবার ধরচুং মুই এলা জেলত বন্দী আছং আর গুরু ভাই তীমথিয় মোর সোদে আছে। হামরা এই চিঠি নেখিলং আদরের সহকর্মী ফিলীমনেরটে,

২ আর হামার বইনি আপ্পিয়ারটে, সহযোদ্ধা আর্খিপ্পেরটে আর উমার বাড়ির সমিতির সভাত যায় যায় একটে জোটো হয় উমারটেও।

৩ হামারলার স্বর্গের বাপ আর প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তোমারলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৪-৫ মুই তোমার কতা শুনিবার ধরচুং, ক্যেনেনা প্রভু যীশুর উপরা তোমার বিশ্বাস আর ভগবানের সউগ মানষির পতি তোমার পিরিত। আর এই বাদে মুই যেলা প্রার্থনা করং, স্যেলা তোমার কতা ফম করিয়া ভগবানক ধন্যবাদ দেং।

৬ মুই প্রার্থনা করির ধরচুং যাতে তোমারলার বিশ্বাসের সোদে সহভাগিতা করা আরো বাড়ি যায়। যাতে খ্রীষ্ট যীশুতে সউগ ভাল বিষয়ে জ্ঞান আরো মজবুত হয়।

৭ ভাই তোর পিরিত দেখিয়া মুই খুব আনন্দ আর উৎসাহ পাইচুং, ক্যেনেনা তুই ভগবানের মানষিলার মনত নতুন উৎসাহ জাগেয়া তুলিচিস।

৮ যদিও মুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া তোক তোর কর্তব্যের সমন্ধে খুব সাহসের সাথে আদেশ দিবার পালুং হয়।

৯ কিন্তুক পিরিতের বাদে, তার বদলে মুই তোক অনুরোধ করিবার ধরচুং। এক জন বুড়া মানষি হয়া খ্রীষ্ট যীশুর বাদে বন্দী আছং

১০ মুই পৌল তোরটে মোর ছাওয়া ওনীষিমের বাদে অনুরোধ করির ধরচুং। জেলখানাত মুই যে্যলা বন্দী আছিলুং, স্যেলা উয়ায় শিষ্য হিসাবে মোর ছাওয়ার নাকান আছিলেক।

১১ এমন একটা সমায় আছিল যে্যলা তোরটে উয়ায় গুরুত্বহীন আছিলেক, কিন্তুক এলা উয়ায় তোরটে আর মোরটে দুইজনেরটে খুব গুরুত্বের।

১২ উয়াক মুই তোরটে আরো প্যেঠেবার ধরচুং, মুই উয়ার সাথে মোর নিজের মনটাও প্যেঠেবার ধরচুং।

১৩ মুই তো উয়াক মোরেটে রাখির চাইচোং, জেলত বন্দী থাকার সমায় যেনে ভগবানের ভাল খবর প্রচারের বাদে উয়ায় তোর হয়া মোর সেবা করিবার পায়।

১৪ তোর অনুমতি ছাড়া মুই কিছুই করির চাং নাই, মুই চাং তুই যেনে বাধ্য হয়া না করিস, কিন্তুক তোর নিজের মনের ইচ্ছাতে মোর এই উপকার করিস।

১৫ ক্যেনেনা হবার পায় এই বাদেই ওনীষিম অল্প সমায়ের বাদে আলদা হইচে যাতে তুই এলা থাকি চিরকালের বাদে উয়াক ফিরি

পাবু।

[১৬] এলা উয়ায় তোর চাকরের নাকান না হয়। কিন্তুক চাকরের থাকিও বড়, আদরের ভাইয়ের নাকান করি উয়াক ফিরি পাবু। উয়ায় তো মোরটে খুব আদরের, কিন্তুক তোরটে ভগবানের গুরু ভাই আর এক জন মানষি হিসাবে আরো বেশী আদরের হবে।

[১৭] তুই যদি মোক তোর সাথী বুলি মানিস তাইলে ওনীষিমক মানি নিস। তোমরালা মোক যেই নাকান করি বরণ করেন, ওই নাকান করি উয়াকও বরণ করি নেন।

[১৮] ওনীষিম যদি তোমার কোনো ক্ষতি করে বা কিছু ধারে নেয় তাইলে ঐ ধার মোরে ধার মনে করেন।

[১৯] মুই পৌল নিজের হাতে এইটা নেখিলুং, মুইয়ে শোধ করিম। তুই তো তোর নিজের জীবনের বাদে মোরটে ঋণী আছিস, এইটা তুই ভুলি না যাইস।

[২০] ভাইরে মোক এইলা বিষয়ে তুই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাদে উপকার করিয়া মোক মোর মনের খুশি করির জইন্যে নয়া করি উৎসাহ জাগেয়া তোলেক।

[২১] মুই জানং তুই মোর কতা মানিবু আর এই বিশ্বাসে মুই তোরটে এই চিঠি নেখিলুং। আর তাছাড়াও মুই এইটাও জানং যে, মুই যেইলা কতা কলুং তুই তার থাকিয়াও বেশী করিবু।

[২২] মোর থাকার বাদে আর একটা ঘরও ঠিক করি থুইস; ক্যেনেনা মুই আশা করং ভগবান তোমারলার প্রার্থনার উত্তর দিয়া

পচকরি মোক তোমারলারটে ফিরি দিবে।

২৩ শ্রী ইপাফ্রা রাজা যীশুর নাম প্রচারের বাদে মোর নগত জেলত বন্দী আছে, উয়ায়ও তোক মঙ্গল কামনা জানেবার ধরচে।

২৪ শ্রী মার্ক, শ্রী আরিষ্টার্খ, শ্রী দীমা, লূক আর মোর সহকর্মী ইমরা মোর সোদে কাম করে। ইমরা সগায় মঙ্গল কামনা জানেবার ধরচে।

২৫ মুই প্রার্থনা করং প্রভু যীশু খ্রীষ্টের দয়া তোমারলার অন্তরত থাকুক॥

ইব্রীয়

১ ভগবান ম্যেলা দিন আগত, নানা নাকান করি উয়ার ভাববাদীলার মইদ্ধো দিয়া হামারলার বাপ-ঠাকুরদাদালার সোদে কতা কইচিলেক।

২ কিন্তুক এই দিনলার শ্যেষত ভগবান উয়ার বেটার মইদ্ধো দিয়া হামারলার সোদে কতা কইলেক। ভগবান উয়ার বেটাক সউগ কিছুর অধিকার দিবার বাদে নিযুক্ত করিচে। বেটার মইদ্ধো দিয়া উয়ায় সউগ কিছু সিজ্জন করিচে।

৩ ভগবানের সউগ মহিমার গুণ এই বেটারটে আছে; আর এই বেটা ভগবানের ঢক। উয়ার শক্তিশালী বাইক্যর মইদ্ধো দিয়া সউগ কিছু চালনা করে। মানষির পাপ দূর করির পাছত এই বেটা স্বর্গের মহান পরম প্রভুর ডাইন পাকে বসিলেক।

৪ উয়ায় স্বর্গদূতলার থাকিও মহান আর উয়ার বাপেরটে যে নাম পাইচে, সেইটাও স্বর্গদূতের চায়াও মহান।

৫ ভগবান এইলা কতা বেটাক কইচে কিন্তুক স্বর্গদূতলাক কয় নাই, “তুইয়ে মোর বেটা, আজি মুই তোর জন্ম দাতা বাপ হলুং।” আরো কইচে, “মুই হইম উয়ার বাপ, উয়ায় হবে মোর বেটা।”

৬ ভগবান উয়ার পইলা বেটাক এই দুনিয়াত প্যেঠেবার সমায় উয়ার বাদে কইচে, ভগবানের সউগ স্বর্গদূতলা উয়াক ভক্তি

দেউক।

৭ কিন্তুক স্বর্গদূতলার বিষয়ে ভগবান কইচে, উয়ায় নিজের দূতলাক বাতাসের নাকান করিচে, আর চাকরলাক বানাইচে অগুনের ফুলকির নাকান।

৮ আর বেটাক কইচে, “হে ভগবান, তোর সিংহাসন হবে চিরকালের বাদে, তোর শাসন হবে ন্যায়ের শাসন।

৯ তুই ন্যায়ক ভাল পাইস আর অইন্যায়ক ঘিন খাইস। এই কারনেই ভগবান, তোর ভগবান, তোক বাছাই করিচে, তোর সাথীলার চায়াও অনেক বেশী আনন্দ, ত্যেলের নাকান করি তোর উপরাত ঢালি দিচে।”

১০ ভগবান আরো কইচে, “হে প্রভু, তুই ম্যেলা দিন আগতে দুনিয়ার ভিটি গাথি থুচিস। স্বর্গও তোর হাত দিয়া সিজ্জন করিচিস।

১১ এইটা ধ্বংস হয়া যাবে, কাপড়ের নাকান সেইলা পুরান হয়া যাবে কিন্তুক তুই চিরকাল থাকিবু।

১২ সেইলাক তুই কাপড়ের মতন ভাজ করি তাও তাও করি থুবু। আর সেইলাক কাপড়ের মতন বদল করা হবে। কিন্তুক তুই একে নাকান থাকিবু আর তোর জীবনের আয়ু কোন দিন শ্যেষ হবার না হয়।”

১৩ ভগবান কোনোদিন কোনো স্বর্গদূতক এই কতা কয় নাই কিন্তুক বেটাক কইচে, “যতক্ষণ না মুই তোর শত্রুলাক তোর

ঠ্যেংএর তলোত থোং ততক্ষণ তুই মোর ডাইন পাকে বসিস।”

[১৪] ফম থোন স্বর্গদূতলা খালি ভগবানের সেবাকারী আত্মা। যেই মানষিলা মুক্তি পাবে উমারলার সেবা করির বাদেই তো উমারলাক প্যেঠা হইচে।

২

এই বাদে হামরা যেইটা শুনচি সেইটা পালন করির বাদে হামারলার আরো মনোযোগ দেওয়া উচিত। যাতে হামরা উয়ার বগল থাকি দূরত সারি না যাই।

[২] যেইলা বাইক্য স্বর্গদূতলাক দিয়া কওয়া হইচে, সেই নিয়মলার কোন বদল হয় নাই। যে কাঙো ভগবানের আদেশ অমান্য করিচে আর উয়ার কতা শুনির চায় নাই, উয়ায় শাস্তি পাইচে।

[৩] মুক্তি পাবার কতা পইলা প্রভু যীশুই কইচে, আর যায় যায় উয়ারটে থাকি এই বাণী শুনিচে, উমরায় হামারটে মুক্তির কতালা জানাইচে। সেইটা যদি হামরা অবহেলা করি তাইলে ক্যেমন করি রেহাই পামু?

[৪] ভগবানও সাক্ষ্য দিচে। ম্যেলা অচানক চিনের কাম দিয়া নিজের ইচ্ছা মতন মানষিক দেওয়া পবিত্র আত্মার দেওয়া বরদানের মইদ্ধো দিয়া সাক্ষ্য দিচে।

[৫] ভবিষ্যতে যে দুনিয়ার কতা হামরা কই, ভগবান সেইটা উয়ার স্বর্গদূতলার অধীনত থোয় নাই।

৬ পবিত্র শাস্ত্রত একজন এক জাগাত নেখিয়া গেইচে, “মানষি এমন কি যে, তুই উমারলাক নিয়া চিন্তা করিস? মানষির ছাওয়ালায় কি যে, তুই উমারলার ভিতি খেয়াল করিস?

৭ তুই মানষিক স্বর্গদূতের চায়া অল্প খানিক নিচা করচিস। আর তুই মানষিলাক রাজমটুক হিসাবে দান করিলু মহিমা আর সন্মান।

৮ আর তুই মানষিলার ঠ্যাংএর তলাত থুচিস সউগ কিছু।” য্যেলা ভগবান সউগ কিছুই মানষিক দিলেক, স্যেলা উয়ায় কোন কিছুই উয়ারটে বাকি থুইলেক না। এলা সউগ কিছুই যে মানষিরটে আছে দেখির পাবার ধরচে তা কিন্তুক না হয়।

৯ কিন্তুক যীশুক তো হামরা দেখির পাবার ধরচি। উয়াক স্বর্গদূতের থাকি অল্প খানিক সমায় ছোট করা হইছিলেক, যাতে মানষির লাভের বাদে উয়ায় নিজেই মরির পায়, আর এইটা হইচে ভগবানের দয়ার মইদ্ধো দিয়া। যীশু কষ্ট ভোগ করিয়া মরিচে বুলিয়া জয়ের মালা হিসাবে মহিমা আর সন্মান উয়াকে দান করা হইচে।

১০ সউগ কিছুই ভগবানের বাদে আর সউগ কিছুই উয়ারটে থাকি হইচে। এই বাদে উয়ার ম্যেলা ছাওয়ালাক উয়ার মহিমার ভাগী করির উদ্দেশ্যে ভগবান কামটা করিলেক। যীশু উমারলার বাদে মুক্তির ঘাটা বানাইচে আর দুঃখ-কষ্ট ভোগের মইদ্ধো দিয়াও উয়ায় নিখুঁত আছিলেক। এই বাদে উয়ায় নেতা হইছিলেক।

১১ যীশু যায় পবিত্র করে আর শিষ্যলা যায় যায় পবিত্র হয় সগায় এক বাপেরটে হাতে সিজ্জন হইচে। এই বাদে যীশু উমারলাক ভাই-বইনি কইতে শরম না খায়।

১২ পবিত্র শাস্ত্রত তো উয়ায় ভগবানক কইচে, মুই মোর ভাই বইনিলারটে তোর নাম প্রচার করিম আর সমাজত তোর গুণগান গাইম।

১৩ আরো কইচে, "মুই ভগবানের উপরাত নির্ভর করিম। দেখ, এই যে মুই আর ঐ ছাওয়ালা, যাক যাক ভগবান মোক দিচে।"

১৪ সেই ছাওয়ালা হইলেক অক্ত মসংএর মানষি। এই বাদে যীশু নিজেই অক্ত মসংএর মানষি হইলেক, যীশু নিজের মরণের মইদ্ধো দিয়া শয়তানক ধ্বংস করিলেক, যার হাতত মারি ফ্যেলার ক্ষমতা আছিলেক।

১৫ আর যায় যায় আজীবন মরণক ভয় খায় উমারলাক মুক্তি করিলেক, যেই নাকান একটা চাকর মুক্তি পায়।

১৬ যীশু স্বর্গদূতলাক সাহায্য করির আইসে নাই, বরং অব্রাহামের গুষ্টির মানষিলাক সাহায্য করির বাদে আসিচে।

১৭ যীশুক সউগ বিষয় থাকি উয়ার নিজের ভাই-বইনিলার নাকান হওয়া উচিত। যাতে উয়ায় এক জন দয়ালু আর বিশ্বস্ত মহাবামন হিসাবে ভগবানের সেবা করির পায়। ইয়ার উদ্দেশ্য হইলেক, উয়ায় নিজের মরণের দ্বারা মানষির পাপ দূর করিয়া ভগবানক সন্তুষ্ট করে।

১৮ উয়ায় নিজেই যাচাই হয়া কষ্ট ভোগ করিচে, এইবাদে যায় যায় যাচাই হবার ধরচে উমারলাক সাহায্য করির পায়।

৩ হে মোর পবিত্র ভাই-বইনিলা, তোমরা যায় যায় স্বর্গের অধিকারী হবার বাদে উয়ার ড্যেকত সাড়া দিচেন, তোমরা যীশুর বিষয়ে মনযোগি হন। উয়ায় হামারলার খবরিয়া আর মহাবামন,

২ আর যায় উয়াক নিযুক্ত করিচে সেই ভগবানেরটে উয়ায় বিশ্বস্ত আছিলেক। মোশিও ভগবানের ঘরের মানষিলার দেখাশুনার কামত শ্রী মোশিও বিশ্বস্ত আছিলেক, তেমন যীশুক যায় নিযুক্ত করিচে সেই ভগবানেরটে উয়ায়ও বিশ্বস্ত আছিলেক।

৩ যে্যলা কাঙো ঘর বানায়, স্যেলা ঘরটার চায়া ঘর বানাইয়া বেশী সন্মান পায়। সেই বাদে ভগবান মোশির চায়া যীশুক আরো বেশী সন্মান দিচে।

৪ পতিটা ঘর কাঙো না কাঙো গড়ায়, কিন্তুক যায় সউগ কিছুই গড়াইচে, উয়ায় ভগবান।

৫ সচাংএ, মোশি ভগবানের ঘরের সেবাকারী হিসাবে বিশ্বস্ত আছিলেক, যাতে ভবিষ্যতে যেইলা কওয়া হবে সেইলা সমন্ধে উয়ায় সাক্ষী দেয়।

৬ কিন্তুক খ্রীষ্ট সেই ঘরের দায়িত্ব পাওয়া বেটা হিসাবে বিশ্বস্ত আছিলেক। হামারলার নিশ্চিত আশার ফলে মনত যে সাহস আর

আনন্দ আইসে, উয়াতে যদি শ্যেষ পর্যন্ত থির থাকি, তাইলে দেখা যাবে যে, হামরায় ভগবানের ঘর।

৭ এই বাদে পবিত্র আত্মা কইচে, “আজি তোমরা যদি উয়ার ড্যেক শোনেন,

৮ তাইলে তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টির মতন অন্তর পাষান না করেন, যেই নাকান ইস্রায়েলীলা বিরোধীতা করিচিলেক। উমরা নিধুয়া পাথারের মইদ্ধোত বিরোধী হয়া মোক যাচাই করিচিলেক।

৯ ওটেকোনা চল্লিশ বছর ধরি ঐ সমায়ের মানষিলা মোর অচানক কাম দেখির ছিলেক, তাঙো উমরা মোক যাচাই করিয়া বিরক্ত করিচিলেক,

১০ এইবাদে মুই উমার উপরাত খুব বিরক্ত হয়া কইছিলুং, ‘এই মানষিলা সউগ সমায় বেয়া চিন্তা করে, মোর ঘাটা বুঝির পায় না।’

১১ এই বাদে মুই গোসা হয়া কইছিলুং, মোর দেওয়া জিরানের জাগাত উমরা সোন্দের পাবে না।”

১২ ও ভাই-বইনিলা সাবধান! তোমারলার মইদ্ধোত কাঙোরো অন্তর যাতে বেয়া আর অবিশ্বাসী না হয়। এই নাকান অন্তর জীবন্ত ভগবানেরটে থাকি দূরত সারিয়া যায়।

১৩ ইয়ার চায়া বরং যত দিন মানষি “আজি” এই কতাটা কওয়া যায়, ততদিন তোমরা একে অপরক উৎসাহ দেও, যাতে

তোমারলার কাওঁরো মন পাপের ছলনাত পড়ি পাষান হয়া না যায়।

১৪ পইলা হামারলার যে বিশ্বাস আছিলেক যদি শ্যেষ পর্যন্ত হামরা সেই বিশ্বাসে থির থাকি, তাইলে এইটা প্রমান যে, হামরা সগায় খ্রীষ্টের ভাগীদার হইচি।

১৫ শাস্ত্রত এই কতা কওয়া হইচে, "আজি তোমরা যদি উয়ার ড্যেক শোনেন, তাইলে তোমারলার চৌদ্দ গুষ্টির মতন তোমরালা অন্তর পাষান না করেন, যেই নাকান ইস্রায়েলীলা বিরোধীতা করিচিলেক।"

১৬ কন দেখি, কায় কায় ভগবানের ড্যেক শুনিয়াও উয়ার বিরুদ্ধে বিরোধীতা করিচিলেক? উমরা কি মোশির মইদ্ধো দিয়া মিশর দেশ থাকি নিকলি আনা মানষি না হয়?

১৭ আর ভগবান চল্লিশ বছর ধরি কার উপরাত বিরক্ত আছিলেক? উমরা কি সেই মানষিলা না হয়, যায় যায় পাপ করিচিলেক আর যার মরাদেহা নিধুয়া পাথারত পড়ি আছিলেক?

১৮ আর ভগবান কারটে কিরা কাটি কইচে যে, "উমরা মোর দেওয়া জিরানের জাগাত যাবার পাবে না," উমরায় কি ঐ মানষিলা, যায় যায় অবাধ্য হয়া বিরোধীতা করিচে?

১৯ ইয়াতে দেখা যায় যে, অবিশ্বাসের বাদেই উমরা ভগবানের দেওয়া জিরানের জাগাত যাবার পায় নাই।

৪ ভগবানের দেওয়া জিরানের জাগাত সোন্দের বাদে যে কিরা দেওয়া আছিলেক, সেই কিরা হামারলার বাদে। এই বাদে হামাক সাবধান হবার নাইগবে, যাতে কাঙোক আশুর্বাদের অযোগ্য কয়া ধরা না হয়।

২ ইস্রায়েলীলারটে যে ভাল খবর প্রচার করা হইছিলেক, তেমন হামারলারটেও করা হইছিলেক। কিন্তু ঐ ভাল খবরত ইস্রায়েলীলার কোন লাভ হয় নাই, ক্যেনেনা উমরালা শুনিয়াও বিশ্বাস করে নাই।

৩ কিন্তুক হামরা যায় যায় বিশ্বাস করচি হামরা উয়ার কিরা দেওয়া জিরানের জাগাত সোন্দের ধরচি। অবিশ্বাসীলাক ভগবান কইচে, "মুই গোসা হয়া কিরা দিয়া কইছিলুং, মোর দেওয়া জিরানের জাগাত উমরা সোন্দের পাবে না।" দুনিয়া সিজ্জনের সাথে সাথে ভগবানের এই জিরানের জাগা তৈয়ারী করা আছিলেক।

৪ পবিত্র শাস্ত্রত এক জাগাত জিরানের সাত দিনের দিন সমন্ধে এই নাকান কওয়া হইচে, "ভগবান সাত দিনের দিন কোন কাম করে নাই।"

৫ কিন্তুক ভগবান উমারলাক বিষয়ে কইচিলেক, "মোর দেওয়া জিরানের জাগাত উমরা সোন্দের পাবে না।"

৬ ইয়াতে বুঝা যায় যে, ইস্রায়েলীলারটে আগোত যে ভাল খবর প্রচার করা হইচে উমার অবাধ্যতার বাদে উমরা ভগবানের দেওয়া

জিরানের জাগাত সোন্দের পায় নাই। কিন্তু এলা এই কতা ঠিক, কাঙো কাঙো উয়ার দেওয়া জিরানের জাগাত সোন্দের পাবে।

৭ এই বাদে ভগবান যেই নাকান আগোত ইস্রায়েলীলারটে কইচিলেক, একে নাকান করি ম্যেলা দিন পাছত রাজা দায়ূদ এই জিরানের দিনক আজি কইচে, উয়ায় কইলেক, “আজি তোমরা যদি উয়ার ড্যেক শোনেন, তাইলে তোমারলার অন্তর পাষান না করেন।”

৮ ভগবানের ভাববাদী যিহোশূয় যদি ইস্রায়েলীলাক জিরানের জাগাত নিয়া গেইলেক হয়, তাইলে ভগবানক আর একটা দিনের কতা কওয়া খাইলেক না হয়।

৯ কিন্তুক দেখা যায় ভগবানের মানষিলার বাদে জিরানের সুযোগ এলাও আছে।

১০ ক্যেনেনা ভগবান যেই নাকান উয়ার সিজ্জনের কাম শ্যেষ করিয়া জিরান নিছিলেক, ঠিক একে নাকান করি যায় ভগবানের দেওয়া জিরানের জাগাত সোন্দায়, উয়ায়ও উয়ার কামের বাদে জিরান পায়।

১১ এই বাদে আইসো হামরা সেই জিরানের দিনটা পালন করির প্রাণপনে চেষ্টা করি। কাঙো যাতে অবাধ্য ইস্রায়েলীলার নাকান করি উয়ার দেওয়া জিরানের দিন থাকি বাদ না যাই।

১২ ভগবানের বাইক্য জীবন্ত আর ক্ষমতাশালী, এই বাইক্য সউগ নাকানের দুই পাকে ধারওয়ালা ছোরার থাকিও ধার বেশী। এই

বাইক্য মানষির অন্তর-আত্মা আর হাড্ডির ভিতিরাত সোন্দায় আর মানষির সউগ মনের ইচ্ছা আর চিন্তা ভাবনা যাচাই করি দেখে।

১৩ সিজ্জনের কোন কিছুই ভগবানেরটে নুকি থোয়া থাকে না। উয়ায় সউগ কিছুই ঝকঝকা করি দেখির পায়। উয়ার নজরত সউগ কিছুই খোলা আর নিকলি থোয়া আছে। আর উয়ারটেই হামাক সউগ কামের হিসাব দিবার নাগবে।

১৪ আইসো, হামারলার এক মহাবামন আছে যায় স্বর্গত ভগবানের সোদে আছে। উয়ায় ভগবানের বেটা যীশু। এই বাদে হামরা বিশ্বাসে থির থাকি।

১৫ হামারলার মহাবামন যীশু হামারলার কাহিল হওয়ার কতা জানে আর মায়া করে। হামারলার নাকান যীশুকও এই দুনিয়াত সউগ নাকানের যাচাই করা হইচে, কিন্তুক উয়ায় পাপ নাই করে।

১৬ এই বাদে হামরালা সাহস করি ভগবানের দয়ার সিংহাসনের সামনাত আগে যাই, যাতে দরকারের সমায় হামরা উয়ার দয়া আর মায়া পাই।

৫ পতিটা মহাবামনক মানষির মইদ্ধো থাকি বাছাই করি নেওয়া হয় ভগবানের সেবা করির, যাতে উয়ায় মানষির পাপের বাদে পশু আর দোসরা উপহারও সঁপে দেয়।

২ যায় যায় না জানিয়া পাপ করে আর উল্টা ঘাটাত চলে, উমারলার নগত উয়ায় নরম ব্যবহার করির পায়। ক্যেনেনা উয়ার

নিজের মইদ্ধোতও দুর্বলতা আছে।

৩ উয়ায় যেই নাকান দোসরা মানষির পাপের বাদে পশু সঁপে দেয়, সেই নাকান নিজের পাপের বাদেও উয়াক পশু সঁপে দিবার নাগিবে।

৪ মহাবামন হবার সন্মান কাঙো নিজের ইচ্ছায় নিবার পায় না, কিন্তুক ভগবান যাক ড্যেকায় উয়ায়ে খালি এই সন্মান পায়। যেই নাকান মহাবামন হবার বাদে ভগবান শ্রী হারনক ড্যেকাইচে।

৫ কতাটা যীশু খ্রীষ্টের বেলাতো খাটে। খ্রীষ্ট নিজের ইচ্ছায় মহাবামন হবার বাদে নিজক বড় করে নাই। ভগবান এই কয়া উয়াক এই সন্মান দান করিচে, "তুইয়ে মোর বেটা, আজি মুই তোর জন্ম দাতা বাপ হলুং।"

৬ একে নাকান করি পবিত্র শাস্ত্রের আর এক জাগাত ভগবান কইচে, "তুই চিরকালের বাদে মল্কীষেদকের নাকান বামন।"

৭ যীশু এই দুনিয়াত থাকিবার সমায় ভগবানেরটে জোরে চিকরিয়া কান্দিয়া কাউলা-কাউলি করিচিলেক। যেই ভগবানের মরণ থাকি বত্তের ক্ষমতা আছে উয়ায় উয়ার প্রার্থনা শুনিচে ক্যেনেনা উয়ার প্রার্থনাত ভক্তি আর বাধ্যকতা আছিলেক।

৮ কিন্তুক ভগবানের বেটা হওয়া সত্বেও দুঃখ ভোগের মইদ্ধো দিয়া ভগবানের বাধ্য হওয়া শিখিছিলেক।

৯ এই নাকান করি যীশু খাটি মহাবামনের অধিকার পাইলেক আর স্যেলা যায় যায় উয়ার বাধ্য উমার সগারে বাদে চিরকালের

মুক্তির ঘাটা হইলেক।

১০ আর ভগবান উয়াক শ্রী মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে মহাবামন অভিষেক করিচে।

১১ এই বিষয়ে আরো ম্যেলা কতা হামার কবার আছে, কিন্তুক তোমারলারটে এই বিষয় বুঝিয়া কওয়া কঠিন। ক্যেনেনা আত্মিক বিষয়লা তোমরা সহজে বুঝির পান না।

১২ এতদিনে তোমারলার মাষ্টার হওয়া দরকার আছিলেক, কিন্তুক উয়ার বদলে ভগবানের বাইক্যের পুরান কতালা আর একবার তোমারলাক শিখিবার বাদে মাষ্টারের দরকার হইলেক। শক্ত খাবারের বদলে ছোট ছাওয়ালার নাকান আরো তোমারলাক দুধ খাওয়া দরকার হয়া পরিচে।

১৩ যায় দুধ খায়া বত্তি রয় উয়ায় তো এলাও কাচুয়া ছাওয়া, আর সৎ জীবন সমন্ধে যে শিক্ষা আছে উয়াতে উয়ায় কাচা।

১৪ প্রাপ্ত বয়স্ক মানষিলারে শক্ত খাওয়া খাবার দরকার। প্রাপ্ত বয়স্ক মানষিলা মানে, যায় যায় ভগবানের বাইক্যের কঠিন শিক্ষালা বুঝির পায়, উমরালা ম্যেলা দিন অভ্যাসের ফলে ভাল-মন্দ বিচার করির শিখিচে।

৬ আইসো হামরা খ্রীষ্টের বিষয়ে পইলা যে শিক্ষা পাইচি সেইলা থুইয়া হামরা আগে যায়া খাটি হবার চেষ্টা করি, আর একবার

হামরা ফির ভিটি না বানাই। এই শিক্ষালা হইলেক বেয়া কাম থাকি পস্তার সমন্ধে, ভগবানের উপরাত বিশ্বাস করা সমন্ধে,

২ দীক্ষালা সমন্ধে, হাত-থোয়া সমন্ধে, মরালা ফির বত্তি উঠার আর চিরকালের শাস্তির শিক্ষা সমন্ধে।

৩ ভগবানের ইচ্ছা হইলে হামরা আরো বেশী করি শিখিমু।

৪ ক্যেনেনা যদি কাঙো একবার আলো দেখে, উমরা স্বর্গীয় দানের স্বাদ পায় আর পবিত্র আত্মার ভাগীদার হয়,

৫ যদি ভগবানের ভাল বাইক্যের স্বাদ পায় আর যে যুগ আসির ধরচে উয়ার শক্তির বিষয়ে জানির পায়।

৬ কিন্তুক পাছত ঐ মানষিলা যদি খ্রীষ্টেরটে থাকি ঘুরি চলি যায়, তাইলে উমারলাক নয়া করি মন বদলেয়া আনা সম্ভব না হয়। উমরা নিজেই ভগবানের বেটাক আরো ক্রুশত দেয় আর সগারে সামনা উয়াক অসন্মান করে।

৭ যেই মাটি বার বার দ্যাওয়ার জল চুষি নেয় আর শাক-সবজি হয়, সেই মাটি চাষার বাদে ব্যবহার যোগ্য আর সেই মাটি ভগবানের আশুর্বাদ পাবে। কিছু মানষিও এই নাকান।

৮ কিন্তুক যেই মাটিত কাটা ঝোপ আর খুরিয়াকাটা জন্মায় সেই মাটি কোন কামের না হয়। উয়াত ভগবানের শাও দিবার ভয় থাকে, শ্যেষত অগুনত ছোবা যায়া ছারখার হবে।

৯ ও পরানের সখালা, যদিও হামরা এই বিষয় কতা কবার ধরচি তাঙো হামরা জানি যে, তোমরালা ঐ ভাল মাটির নাকান।

তোমারলার মুক্তির ফল দেখা দিবার ধরচে।

১০ ক্যেনেনা ভগবান অন্যায় বিচার করে না। এই বাদে তোমারলার কাম আর উয়ার মানষিলাক সেবা যতন করিয়া উয়াক যে পিরিত করির ধরচেন, সেইটা উয়ায় ফম পাসুরি যায় না।

১১ হামরা চাই, তোমরা সগায় শ্যেষ পর্যন্ত এই নাকানের আগ্রহ দেখান যাতে তোমরা পুরাপুরি নিশ্চিত হবার পারেন যে তোমারলার আশা পূরণ হবে।

১২ হামরা চাই না তোমরা এই কামলা নিয়া আলসিয়া হন। তার বদলে তোমরালা উমারলার নাকান হন, যায় যায় বিশ্বাস আর ধৈর্য নিয়া চলে, যত দিন না ভগবানের সউগ কিরা দেওয়া আশুর্বাদের অধিকারী হন।

১৩ ভগবান য্যেলা অব্রাহামেরটে কিরা কাটিচিলেক স্যেলা কোন মহান মানষির নামে শপথ করির না পায়া উয়ায় নিজের নামে শপথ করিলেক,

১৪ "মুই নিশ্চয় তোক আশুর্বাদ করিম আর তোর বংশ বাড়াইম।"

১৫ অব্রাহাম য্যেলা ধৈর্য ধরিয়া থির থাকিলেক স্যেলা ভগবান যেইটা দিবার চাইচে সেইটা উয়ায় পাইলেক।

১৬ নিজের চায়া যায় মহান উয়ার নামে মানষি শপথ করে। তাতে সেই শপথ এই নিশ্চয়তা দেয় যে, যেইটা কওয়া হইচে

সেইটা সচাং। আর ইয়াতে সউগ গোলমাল থামি যায়।

১৭ এই নাকান করি য্যেলা ভগবান যেইটা দিবার কিরা কাটিচে, উয়ায় স্যেলা নিজের নাম ব্যবহার করিচে যাতে ঐ প্রতিজ্ঞার অধিকারী মানষিলা জানিবে যে, সেইটা বদল হবার না হয়।

১৮ কিরাকাটা আর শপথ করা কোন দিন বদল হয় না। ভগবান কোন দিন মিছাং কতা কয় না, উয়ায় এই কিরা আর শপথ করিচে যাতে হামারলার আগত যে আশা আছে সেইটা আকড়ে ধরির বাদে উৎসাহ পাই।

১৯ এই আশা হামারলার জীবনত একটা জাহাজের নোংগরের মত নিশ্চিত আর থির। আর সেইটা মহাপবিত্র জাগার পর্দার পাছপাকে, মানে ভগবানের সামনাত যায়।

২০ যীশুই হামারলার হয়া হামারলার আগত সেই জাগাখানত গেইচে। উয়ায় চিরকালের বাদে শ্রী মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে হামার মহাবামন হইচে।

৭ এই মল্কীষেদক আছিলেক শালম গঞ্জের রাজা আর পরমপ্রভুর বামন। অব্রাহাম য্যেলা রাজালাক হারে দিয়া বাড়ি ফিরি আসির ধরছিলেক স্যেলা উয়ার নগত মল্কীষেদকের দেখা হয়। এই মল্কীষেদক অব্রাহামক আশুর্বাদ করিচিলেক।

২ স্যেলা অব্রাহাম সউগ জিনিসের দশ ভাগের এক ভাগ উয়াক দিছিলেক। মল্কীষেদক কতাটার মানে হইলেক ন্যায়ের রাজা।

বামন ছাড়াও মল্কীষেদকের আরো একটা পদ আছিলেক, উয়ায় আছিলেক শালমের রাজা, আর এইটার মানে হইলেক শান্তির রাজা।

৩ মল্কীষেদকের মাও-বাপ আর উয়ার গুষ্টির কোন তালিকা নাই। উয়ার জীবনের শুরু নাই, শ্যেষ নাই, ভগবানের বেটার নাকান উয়ায় আছিলেক চিরকালের বামন।

৪ ভাবিয়া দেখ, মল্কীষেদক কত মহান আছিলেক! হামার চৌদ্দ গুষ্টির মহাপুরুষ অব্রাহামও যুদ্ধত জিতিয়া ভাল ভাল জিনিস লুটিয়া দশ ভাগের এক ভাগ উয়াক দান করিচিলেক।

৫ শ্রী লেবি অব্রাহামের বংশের আছিলেক, আর অইন্য ম্যেলা বংশও আছিলেক। আর সেই লেবির গুষ্টি বামন আছিলেক। লেবি আর উয়ার গুষ্টি অব্রাহামের বংশধর। শ্রী মোশির বিধান মতে অইন্য গুষ্টিলা লেবির গুষ্টিক দশ ভাগের এক ভাগ করি দিবার ধরছিলেক।

৬ কিন্তুক মল্কীষেদক লেবির গুষ্টি না হয়াও, অব্রাহাম মল্কীষেদকক দশ ভাগের এক ভাগ দিবার ধরছিলেক। যদিও পরমপ্রভু অব্রাহামেরটে কিরা কাটিচিলেক, তাঙো মল্কীষেদক অব্রাহামক আশুর্বাদ করিচিলেক।

৭ এই বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে, আশুর্বাদ যায় পায় উয়ার চায়া আশুর্বাদ যায় করে উয়ায় মহান।

৮ মল্কীষেদকের নাকান লেবির বংশও দশ ভাগের এক ভাগ পাইচে। মল্কীষেদক উমার চায়া আরো মহান, ক্যেনেনা লেবির বংশ মরণশীল আছিলেক কিন্তুক মল্কীষেদক অমর কয়া সাক্ষ্য দেওয়া হবার ধরচে।

৯ এই নাকান আরো কইলে হয় যে, শ্রী লেবিও অব্রাহামের মইদ্ধো দিয়া দশ ভাগের এক ভাগ মল্কীষেদকক দিছিলেক।

১০ ক্যেনেনা মল্কীষেদকের নগত যে্যেলা অব্রাহামের দেখা হইছিলেক স্যেলা লেবি অব্রাহামের নারিত আছিলেক।

১১ যায় যায় বামনের কাম করে সেই লেবিয় গুষ্টির মানষিলার কামের উপরত ভিত্তি করি পরমপ্রভু ইস্রায়েলীলাক উয়ার আইন কানুন দিছিলেক। লেবিয় গুষ্টির বামনলার কামের মইদ্ধো দিয়া যদি পুরাপুরি শুদ্ধি হওয়া গেইলেক হয় তাইলে পইলা লেবিয় বামন হারনের বদলে মল্কীষেদকের নিয়ম মতন অইন্য আরেক জন বামন আসিবার কি দরকার আছিলেক?

১২ যে্যেলা বামনের পদ বদল করা হয় স্যেলা আইন কানুন বদলেবার দরকার হয়।

১৩ যার বিষয়ে মুই এইলা কতা কবার ধরচুং সেই যীশু লেবিয় গুষ্টি থাকি আইসে নাই, উয়ায় অইন্য গুষ্টির। সেই গুষ্টির কাঙো কোন দিন বামন হিসাবে বেদীর উপরত পশু সঁপে দেয় নাই।

১৪ এইটা একে বারে ঝকঝকা যে, যিহূদার গুষ্টি থাকি হামারলার প্রভু আসছিলেক। এই গুষ্টি থাকি কোন মানষি যে বামন হবে সেই

কতা মোশি কোন দিনও কয় নাই।

১৫ তাইলে এলা মল্কীষেদকের মতন আরেক জন বামন আসচে, এই বাদে হামরা ঝকঝকা করি জানি মোশির নিয়ম বদল হবার দরকার আছিলেক।

১৬ যীশু বামন হবার বিষয়ে গুষ্টি সমন্ধে কোন নিয়মের উপরত নির্ভর করে না, সেইটা অক্ষয় জীবনের শক্তির উপরত নির্ভর করে।

১৭ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে উয়ার সমন্ধে, “তুই চিরকালের বাদে মল্কীষেদকের রীতি অনুসারে বামন।”

১৮ আগত বামনের রীতি দুর্বল আর অকামের আছিলেক, এই বাদে সেইটা বাতিল করা হইচে।

১৯ ক্যেনেনা মোশির বিধান কোন কিছুকেই পরিপূর্ণ করির পারে নাই, এলা উয়ার জাগাত উয়ার চায়া একটা ভাল আশা দেওয়া হইচে। সেই আশার মইদ্ধো দিয়া হামরা পরমপ্রভুরটে যাবার পারি।

২০ যীশুর বামনের পদ পরমপ্রভু শপথ করিয়া ঠিক করিচিলেক। লেবিয় গুষ্টির মানষিলার বামন হবার সমায় পরমপ্রভু কোন শপথ করে নাই।

২১ কিন্তুক পরমপ্রভু যীশুক মহাবামন করিবার সমায় শপথ করিচিলেক। পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “প্রভু শপথ করিচে, ‘তুই

চিরকালের বাদে বামন।’ এই বিষয়ে উয়ায় আর মন বদলাবে না।”

২২ ইয়ার থাকি হামরা বুঝির পারি যে, যীশু আরো একটা চুক্তির জামিনদার হইচে।

২৩ লেবিয় গুষ্টির মইদ্ধোত ম্যেলা মানষি বামন হইছিলেক, ক্যেনেনা মরণ কাঙোকে চিরকাল বামনের কাম চালের দেয় নাই।

২৪ কিন্তুক যীশু চিরকাল বত্তায় আছে আর উয়ার বামনের পদ কোন দিন বদল হবার না হয়।

২৫ এই বাদে যায় উয়ার মইদ্ধো দিয়া ভগবানেরটে আইসে উয়ায় উমাক মুক্তি দিবার পারে চিরকালের বাদে। কারন উমার পক্ষে হয়া মিনতি করির জইন্যে উয়ায় সউগ সমায় বত্তায় আছে।

২৬ এই নাকান নির্দোষ আরো খাটি মহাবামনের হামারলার দরকার আছিলেক। উয়ায় পাপী মানষির থাকি যুদা। আর ভগবান উয়াক দ্যাওয়ার থাকিও উপরত তুলিচে।

২৭ অইন্য অইন্য মহাবামনলা যেমন নিজের পাপ আর অইন্যের পাপের বাদে পশু সঁপে দিবার ধরছিলেক। কিন্তুক এই বামনের এইটা করির দরকার নাই, ক্যেনেনা উয়ায় চিরকালের মত একবারেই নিজের জীবন সঁপে দিয়া সেই কামটা শ্যেষ করে।

২৮ যদিও মানষির মইদ্ধোত দুর্বলতা আছে তাঙো আইন কানুন মতে মানষিলাকেই মহাবামনের পদত নিযুক্ত করা হয়, কিন্তুক আইন কানুন দিবার পাছত যে শপথ করা হইছিলেক, সেই শপথ

চিরকালের বাদে নিখুঁত ভগবানের বেটাক মহাবামনের পদত নিযুক্ত করিচে।

৮ হামরা যেইটা কবার ধরচি সেইটার আসল কতা হইলেক, হামারলার এক জন মহাবামন আছে, যায় স্বর্গের মহান পরমপ্রভুর সিংহাসনের ডাইন পাকে বসি আছে।

২ উয়ায় মহাপবিত্র জাগাত মানে, আসল তাম্বুত ভগবানের সেবা করিচে। সেই উপাসনা তাম্বুটা মানষির হাতের গড়া না হয়, প্রভু নিজেই বানাইচে।

৩ প্রত্যেক মহাবামন পশু সঁপে দিবার বাদে আরো অইন্য অইন্য জিনিস সঁপে দিবার বাদে নিযুক্ত হয়, এই বাদে এই মহাবামনেরও কোন কিছু সঁপে দেওয়া দরকার।

৪ কিন্তুক উয়ায় যদি এলা এই দুনিয়াত থাকিলেক হয় তাইলে বামন হবার পারিলেক না হয়। ক্যেনেনা এটেকোনা বিধান মতে সঁপে দিবার বাদে বামন আছেই।

৫ বামনলা যেইলা কাম করে সেইলা হইলেক স্বর্গের জিনিসের নমুনা আর ছায়া। শ্রী মোশি য্যেলা পবিত্র তাম্বু বানের যাবার ধরছিলেক স্যেলা ভগবান সাবধান করি কইচিলেক, “সিনাই পাহাড়ের উপরা থাকি যেই নাকান নমুনা তোক দেখা হইছিলেক ঠিক একে নাকান সউগ কিছু বানাও।”

৬ কিন্তুক এলা যীশুক যে বামনের কামের বাদে নিযুক্ত করা হইচে সেইটা বামনলার কামের চায়া মহৎ। একে নাকান যীশু যে ভগবানেরটে থাকি নয়া চুক্তি করিচে, সেইটা পুরান চুক্তির চায়া ম্যেলা গুণ মহৎ। এই চুক্তি আরো ভাল কিরার উপরা নির্ভর করে।

৭ ক্যেনেনা পুরান চুক্তি যদি নিখুঁত হইলেক হয়, তাইলে উয়ার জাগাত নয়া চুক্তি করির না নাগিলেক হয়।

৮ কিন্তুক ভগবান উয়ার মানষিলার দোষ দেখেবার বাদে পবিত্র শাস্ত্রত কইচে, “মুই প্রভু কবার ধরচুং যে, সমায় আসির ধরচে, য্যেলা মুই ইস্রায়েল আর যিহূদীয়ার মানষিলার বাদে একটা নয়া চুক্তি করিম।

৯ মিশর দেশ থাকি উমারলার চৌদ্দগুষ্টিক মুই হাত ধরি আনিবার সমায় উমারলার বাদে যে চুক্তি করিচিলুং, এই নয়া চুক্তি সেই চুক্তির নাকান হবার না হয়। উমরা মোর চুক্তি মতন চলে নাই, এই বাদে মুই উমারলার ভিতি নজর দেং নাই, এই হইলেক মোর কতা।

১০ কিন্তুক পাছত মুই ইস্রায়েলীলার বাদে এক নয়া চুক্তি চালু করিম, মোর বিধান মুই উমারলার মনত রাখিম, আর উমারলার অন্তরত নেখিয়া থুইম। মুই উমারলার ভগবান হইম, উমরা হবে মোর মানষি।

[১১] কাঙোয় নিজের পাড়া-পড়শিক আর নিজের ভাই-বইনিক 'প্রভুক চিনিবার শেখো', এই কয়া আর কোন দিন শিক্ষা দেওয়ার দরকার নাই। ক্যেনেনা সগায় মোক চিনিবে, তুচ্ছ আর মহান সগায় মোক জানিবে।

[১২] মুই উমারলার অন্যায় ক্ষমা করিম, আর উমারলার পাপ কোন দিন ফম করিম না।"

[১৩] ভগবান এই বিধানক নয়া করি ঘোষনা করিয়া আগের বিধানক পুরান কয়া বাতিল করিলেক। যেইটা পুরান আর ম্যেলা দিন কয়া নষ্ট হয়া যাবার ধরচে সেইটা খুব তাড়াতাড়ি নিশ্চিন্হ হয়া যাবে।

৯ ভগবানের সেবা আরো প্রার্থনার জইন্যে পইলা চুক্তির নানান নিয়ম দেওয়া হইছিলেক। আরো এই দুনিয়াত একটা পবিত্র জাগার কতাও আছিলেক।

[২] সেই মতন একটা তাম্বু বানা হইছিলেক। সেই তাম্বুর পইলা ভাগোত আছিলেক বাতি থুবার ঠগা, টেবিল আরো পরমপ্রভুক সঁপে দিবার বাদে বিশেষ রুটি। এই পইলা অংশের নাম আছিলেক পবিত্র জাগা।

[৩] পর্দার পাছপাকে আর একখান জাগা আছিলেক, যেই জাগাখানক মহাপবিত্র জাগা কওয়া হয়।

[৪] এই জাগাত ধূপ জ্বলের বাদে সোনার বেদী আর চুক্তির সিন্দুক আছিলেক। সিন্দুকটার চাইরো পাকে সোনা দিয়া মোড়া। আর উয়ার মইদ্ধোত আছিলেক সোনার ঘটিত থোয়া মান্না, হারনের যেই নাটিত ফুল ফুটছিলেক সেই নাটিটা, আরো আছিলেক দুইটা চ্যেপ্টা শিল, যার উপরত চুক্তির শর্ত নেখা আছিলেক।

[৫] সেই সিন্দুকের উপরাত দুইটা মহিমাময় সোনার স্বর্গদূতের নাকান আছিলেক, উমার ডানালা সিন্দুকের উপরাত ম্যেলে দেওয়া আছিলেক। উমরা দয়ার মটুকের উপরত ডানা দিয়া পাপ ঢাকা দিবার ধরছিলেক। এই সউগের খুটিনাটি বিষয়ে কতা কওয়া এলা দরকার নাই।

[৬] য্যেলা এইলা জিনিস আগের নিয়ম মতন বানা হয়া গেইলেক, স্যেলা বামনলা পতিদিনে তাম্বুর পইলা অংশটাত সোন্দেয়া পরমপ্রভুর সেবা করির ধরছিলেক।

[৭] কিন্তুক দ্বিতীয়া অংশটাত মানে মহাপবিত্র জাগাত খালি মহাবামন সোন্দের ধরছিলেক, বছরে একবারেই খালি উয়ায় সঁপে দেওয়া পশুর অক্ত নিয়া ওটেকোনা সোন্দের ধরছিলেক। উয়ার নিজের পাপের বাদে আর মানষিলা না জানিয়া যেইলা পাপ করির ধরছিলেক, সেইলার বাদে উয়ায় এই অক্ত সঁপে দিবার ধরছিলেক।

[৮] ইয়াতে পবিত্র আত্মা দেখে দিবার ধরচে যে, যত দিন এই তাম্বুটা থাকিবে ততদিন এই মহাপবিত্র জাগাত সোন্দেবার ঘাটা

খোলা থাকির না হয়।

৯ বর্তমান কালে তাম্বুটা একটা চিন যেইটা হামাক কয়া দিবার ধরচে যে, পশু বলি দেওয়া আর অইন্য অইন্য দান, বিবেকক শুদ্ধি করির পারে না।

১০ সেইলা খালি দেহার বিষয়, মানে খাওয়া দাওয়া আর নানা নাকান দীক্ষালা সমন্ধে ধর্মের নিয়ম মতন শুদ্ধি হবার বিষয়। সেইলা সউগ কিছু সংশোধনের সমায় অব্দি পালন করা হয়।

১১ কিন্তুক খ্রীষ্ট আসিচে ভবিষ্যতের সউগ মংগলের বিষয়ে মহাবামন হয়া। আরো মহৎ আরো ভাল তাম্বুর পরমপ্রভুর সেবা করির। এই তাম্বু মানষির হাতের বানা না হয়, মানে এই দুনিয়ার কোন জিনিস না হয়।

১২ কোনো পশুর অক্ত নিয়া খ্রীষ্ট সেই মহাপবিত্র জাগাত সোন্দায় নাই। উয়ায় নিজের অক্ত নিয়া একবারেই ওটেকোনা সোন্দাইচে। এই নাকান করি উয়ায় চিরকালের বাদে মুক্তির উপায় করিলেক।

১৩ আগত যায় যায় অশুদ্ধি হবার ধরছিলেক উমারলার উপরত পশুর অক্ত বা পশুর ছোবা ছাই ছিটার নিয়ম আছিলেক, ইয়াতে উমারলার বায়রার দেহাখান খালি শুদ্ধি হইছিলেক।

১৪ কিন্তুক যীশু পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া পরমপ্রভুরটে নিজক নিখুঁতিয়ার নাকান করি সঁপে দিলেক, উয়ার অক্ত হামারলার

বিবেকক মরণের কাম থাকি আরো কত না বেশী করি শুদ্ধি করিবে, যাতে হামরা জীবন্ত পরমপ্রভুর সেবা করির পারি!

১৫ এই বাদে খ্রীষ্ট একটা নয়া চুক্তি করিয়া ঘটকের কাম করিলেক। পরমপ্রভু যাক যাক ড্যেকেয়া চিরকালের অধিকার দিবার কিরা কাটিচে, উমরা যাতে সেইটা পায় এই অধিকার পাওয়া মানষিলার পক্ষে এইটা সম্ভব হইচে, ক্যেনেনা পইলা চুক্তির সমায় মানষি যেইলা পাপ করিচে সেইলা পাপের হাত থাকি মুক্ত করির বাদে দাম হিসাবে খ্রীষ্ট নিজের পরান দিচে।

১৬ চুক্তির দানপত্র কামত নাগের বাদে যায় দানপত্র করিচে, উয়ায় যে মরিচে সেইটা প্রমাণ করা দরকার।

১৭ ক্যেনেনা মানষি মরার পাছত দানপত্র কামত নাগা যায়, যায় দানপত্র করিচে উয়ায় বত্তি থাকিতে সেই দানপত্র কামত নাগা যায় না।

১৮ ঠিক একে নাকান করি পইলা চুক্তিটাও অক্ত ছাড়া কামত নাগা হয় নাই।

১৯ পতিটা মানষিরটে বিধানের পতিটা আদেশ ঘোষনা করার পাছত মহাপুরুষ মোশিও অক্ত ব্যবহার করিচে। উয়ায় পশুর অক্তের নগত জল মিশিয়া নাল রং এর ভেড়ার লোম আর সুগন্ধওয়ালা লতা দিয়া বিধানের বই এর উপরত আরো মানষিলার উপরত ছিটিয়া দিলেক।

২০ এইলা করির সমায় উয়ায় কইচিলেক, “এই সেই চুক্তির অক্ত, যেই চুক্তি অনুসারে কাম করির পরমপ্রভু তোমারলাক নিশ্চয়তা দিচে।”

২১ তাম্বু আর সেবা কামত ব্যবহার করিবার সউগ জিনিসের উপরত মোশি একে নাকান করি অক্ত ছিটাইচে।

২২ মোশির বিধান মতে পেরায় পতিটা জিনিস অক্ত দিয়া শুদ্ধি করা হয় আর অক্তপাত না হইলে পাপের ক্ষমা হয় না।

২৩ যেইলা স্বর্গের জিনিসের নকল মাত্র সেইলা পশু সঁপে দিয়া শুদ্ধি করির দরকার আছিলেক। কিন্তুক যেইলা আসলেই স্বর্গের জিনিস সেইলা শুদ্ধি করিবার বাদে আরো যজ্ঞ করিয়া মহান করি সঁপে দিবার দরকার।

২৪ তাম্বুর ওই পইলা পবিত্র জাগাটা মানষির হাতে বানা। খ্রীষ্ট ওটে সোন্দায় নাই, হাতের বানা পবিত্র জাগাটা সচাং পবিত্র জাগাটার খালি একটা নমুনা। বরং উয়ায় স্বর্গত সোন্দাইচে যাতে উয়ায় হামারলার হয়া পরমপ্রভুরটে থাকে।

২৫ সউগ মহাবামন পশুর অক্ত নিয়া যেই নাকান পতি বছর মহাপবিত্র জাগাত সোন্দায় কিন্তুক খ্রীষ্ট বার বার নিজক সঁপে দিবার বাদে স্বর্গত সোন্দায় নাই, খালি একবার সোন্দাইচে।

২৬ সেইটায় যদি করির নাগে তাইলে দুনিয়া সিজ্জনের সমায় থাকি শুরু করিয়া ম্যেলাবার কষ্ট ভোগ করি মরির নাগিলেক হয়।

কিন্তুক এলায় সউগ যুগের শ্যেষত উয়ায় একবারেই নিকলিচে, যাতে নিজক সঁপে দিয়া উয়ায় পাপ দূর করির পারে।

[২৭] পরমপ্রভু ঠিক করি থুইচে যে, পতিটা মানষি একবারে মরিবে, তার পাছত উয়ার বিচার হবে।

[২৮] ঠিক একে নাকান করি ম্যেলা মানষির পাপের বোঝা উবিবার বাদে খ্রীষ্টক একবারে সঁপে দেওয়া হইচে। উয়ায় দ্বিতীয় বার আসিবে, কিন্তুক স্যেলা পাপের বাদে মরির আসিবে না বরং যায় যায় উয়ার বাদে আগ্রহ নিয়া বাচ্চে আছে, উমারলাক মুক্তি করির আসিবে।

১০ মোশির বিধানের মইদ্ধোত যেইলা আছে সেইলা ভবিষ্যতের সউগ মংগলের বিষয়ের অনেকটা ছায়ার মতন, উয়াত সত্যিকারের মহান বিষয়লা নাই। এই বাদে ভগবানের যায় যায় আরাধনা করির আইসে উমরা বছরের পর বছর একে নাকান করি পশু সঁপে দেয় কিন্তুক সেই বিধান মানষিক শুদ্ধি করির পারে না।

[২] আরাধনাকারীলা যদি একেবারে শুদ্ধি হবার পারিলেক হয় তাইলে পাপের বাদে আর নিজক দোষী মনে না করিলেক হয়। বিধান যদি উমারলাক পুরাপুরি শুদ্ধি করির পারিলেক হয় তাইলে পশু সঁপে দেওয়া বন্ধ হয়া গেইলেক হয়।

৩ কিন্তুক এই পশু সঁপে দেওয়া পতি বছরই নিজেরলার পাপের কতা ফম করেয়া দেয়।

৪ ক্যেনেনা পশুর অক্ত কোন দিনও পাপ দূর করির পারে না।

৫ এই বাদে যীশু খ্রীষ্ট এই দুনিয়াত আসিবার সমায় পরমপ্রভুক কইচিলেক, "পশু আর অইন্য কোন যজ্ঞ তুই চাইস না, কিন্তুক তুই মোর বাদে একটা দেহা বানাইচিস সঁপে দিবার বাদে।

৬ তুই তো হোম যজ্ঞ আর পাপের জইন্যে পশু সঁপে দিলে খুশি না হইস।

৭ তার পাছত মুই কইচুং, 'এই যে, মুই আসচুং, শাস্ত্রত মোর আইসার বিষয় নেখা আছে, হে পরমপ্রভু, তোর ইচ্ছা মুই পালন করির আসচুং।'"

৮ উপরের কতালা পইলাতে খ্রীষ্ট কইচিলেক, "পশু বলি আর অইন্য কিছু সঁপে দেওয়া, হোম আর পাপের জইন্যে বলি দিলে তুই খুশি না হইস।" যদিও এই যজ্ঞলা নিয়ম কানুন আদেশ মতয় করা হইছিলেক তাঙো উয়ায় এই কতা কইচে।

৯ তার পাছত যীশু কইচে, "দেখেক মুই তোর ইচ্ছা পালন করির আসচুং।" উয়ায় দ্বিতীয়া চুক্তিটা চালু করিবার জইন্যে আগের চুক্তিটা বাতিল করিচে।

১০ পরমপ্রভুর ইচ্ছা মতন যীশু খ্রীষ্টের দেহা একবারেই সঁপে দিয়া, উয়ার উদ্দেশ্যে হামারলাক পবিত্র করা হইচে।

[১১] পতিটা বামন পতিদিন খাড়া থাকিয়া ভগবানের সেবা করে আর বার বার একে নাকান করি সঁপে দেয়, কিন্তুক এই নাকান সঁপে দিয়া পাপ থাকি মুক্তি পাওয়া যায় না।

[১২] যীশু কিন্তুক চিরকালের বাদে একবারে নিজক মানষির পাপের বাদে সঁপে দিয়া পরমপ্রভুর ডাইন পাকে বসিলেক।

[১৩] আর স্যেলা থাকি যত দিন না শত্রুলাক উয়ার ঠ্যেংএর তলত থোয়া হয় ততদিন পর্যন্ত উয়ায় বাচ্চে আছে।

[১৪] ক্যেনেনা প্রভুর উদ্দেশ্যে যাক যাক আলদা করা হইচে ঐ একটা বলিদান দিয়া উয়ায় চিরকালের বাদে উমারলাক পবিত্র করিচে।

[১৫] পবিত্র আত্মা এই বিষয়ে হামারলাক সাক্ষ্য দিবার ধরচে। উয়ায় পইলাতে কইচে,

[১৬] “প্রভু কইলেক, পাছত উমার বাদে একটা চুক্তি চালু করিম, সেইটা হইলেক মোর নিয়ম কানুন মুই উমারলার অন্তরত থুইম, আর সেইটা উমার মনত নেখি থুইম।”

[১৭] ইয়ার পাছত উয়ায় কইচে, “মুই উমারলার পাপ আর অন্যায় কোন দিনও ফম করিম না।”

[১৮] প্রভু যেহেতু পাপ আর অন্যায় ক্ষমা করে সেহেতু পাপের জইন্যে আর পশু সঁপে দিবার দরকার নাই।

[১৯] ও ভাই বইনিলা, যীশুর অক্তের গুণে মহাপবিত্র জাগাত সোন্দের সাহস হামারলার আছে।

[২০] খ্রীষ্ট হামারলার বাদে উয়ার দেহার মইদ্ধো দিয়া একটা নয়া আর জীবন্ত ঘাটা খুলি দিচে, যেইটা হামরা পর্দার মইদ্ধো দিয়া ভগবানের ওটেকোনা যাবার পারি।

[২১] এইলা ছাড়াও হামারলার বাদে এক জন বিশেষ মহাবামন আছে, যার উপরত ভগবানের পরিবারের মানষিলার ভার দেওয়া হইচে।

[২২] বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া হামার যে নিশ্চয়তা আইসে, আইস হামরা ভগবানের ওটেকোনা যাই, ক্যেনেনা দোষী বিবেকের হাত থাকি হামারলাক পুরাপুরি খাটি অন্তরে অক্ত ছিটিয়া শুদ্ধি করা হইচে, আরো পরিস্কার জল দিয়া হামারলার দেহাক ধোয়া হইচে।

[২৩] বিশ্বাসী হিসাবে হামার অন্তরত যে ভরসা আছে কয়া স্বীকার করি, আইস হামরা সেই ভরসাক শক্ত করি ধরি, ক্যেনেনা যায় কিরা কাটিচে উয়ায় বিশ্বস্ত।

[২৪] আরো আইসো হামরা একে অপরক উৎসাহ দেই, যাতে হামরা পিরিত করির আর ভাল কাম করির পারি।

[২৫] কোন কোন মানষির যেমন বদ অভ্যাস আছে উমার নাকান করি যাতে হামরা সভা সমিতি যাওয়া বন্ধ না করি। খ্রীষ্ট আইসার দিন যত ঘনি আসির নাগচে ততই যাতে হামরা একে অপরক উৎসাহ দেই।

২৬ ভগবানের তত্ত্বজ্ঞান জানিবার পরেও যদি হামরা জানি শুনি ইচ্ছা করি পাপ করিতেই থাকি, তাইলে এই পাপের বাদে সঁপে দিবার আর কোন যজ্ঞ রবে না।

২৭ খালি রবে বিচারের বাদে যে ভয়ংকর ভয় সেইটার বাদে বাচ্চে থাকা, তার পাছত ভগবানের শত্রুলাক দাউ দাউ করি জ্বলা অগুনের গোসার নাকান করি ছাই করিবে।

২৮ কাঙো শ্রী মোশির নিয়ম না মানিলে দুই বা তিন জন সাক্ষীর সাক্ষ্য দিবার ফলে উয়াক কোন মায়া না করিয়া মারি ফ্যালা হইচে।

২৯ তাইলে ভাবিয়া দেখ, যায় যায় ভগবানের বেটাক ঘিন খায়, উমরা নিশ্চয় আরো বেশী শাস্তির যোগ্য হবে। ক্যেনেনা উমরা উয়ার অক্তে শুদ্ধি হইচে তবু ভগবানের সেই চুক্তির অক্তক অপবিত্র মনে করে আর যেই পবিত্র আত্মা দয়া করে সেই পবিত্র আত্মাক অপমান করির ধরচে।

৩০ এই কতা যায় কইচে উয়াক হামরা জানি, “অন্যায়ের শাস্তি দিবার অধিকার খালি মোরেই আছে, মুইয়ে উমার প্রতিফল দিম।” উয়ায় আর এক জাগাত কইচে, “প্রভুই নিজের মানষিলার প্রতি ন্যায়বিচার করিবে।”

৩১ আর জ্যান্ত ভগবানের হাতত পড়া খুব ভয়ানক ব্যাপার।

৩২ তোমরালা আগিলা দিনের কতা ফম করি দেখ, স্যেলা আলো পায়া দুঃখ ভোগের দারুন কষ্টের মইদ্ধোত তোমরালা থির

আছিলেন।

৩৩ কোনো কোনো দিন সগারে সামনাত তোমরালা অপমান আর অইত্যাচার সহ্য করি ঠাট্টার মানষি হয়া দুঃখ ভোগ করছিলেন। আর যার উপরা ঐ নাকান ব্যবহার করা হইছিলেক তোমরালা উমারলার সোদেও দুঃখ ভোগ করছিলেন।

৩৪ ক্যেনেনা যে মানষিলা জেলত গেইচে তোমরালা উমার দুঃখে দুঃখী হইছিলেন। তোমারলার জিনিসপত্র লুটপাট হয়া যাওয়াতেও তোমরালা সেটা আনন্দে মানিয়া নিচেন, ক্যেনেনা তোমরালা জানেন যে, আরো ভাল আর নিজের স্থায়ী ধন তোমারলার বাদে অপেক্ষা করি আছে।

৩৫ এই বাদে তোমরা সাহস হারান না, ক্যেনেনা ইয়ার প্রতিফল খুব মহৎ।

৩৬ তাঙো তোমারলার ধৈর্যের দরকার আছে, যেনে ভগবানের ইচ্ছা পালন করিয়া ফলবান হন।

৩৭ পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, “আর খুব কম সমায় বাকি আছে যায় আসির ধরচে, উয়ায় আসিবেই, দেড়ি করিবে না।

৩৮ আর যে মানষিটাক মুই নির্দোষ বুলিয়া মানি নিচুং, উয়ায় বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া বাঁচিবে। কিন্তুক কাঙো যদি ফিরিয়া যায় তাইলে মুই উয়ার উপরা সন্তুষ্ট হইম না।”

৩৯ হামরা এই নাকান মানষি না হই যে, বিশ্বাস থাকি সরি যায়া নাশ হয়া যামো। কিন্তুক যায় যায় বিশ্বাস করিয়া মুক্তি পাইচে

হামরা ঐ নাকানের মানষি।

১১ বিশ্বাস কি? হামরা যেইটা পাবার আশা করির ধরচি সেইটা যে হামরা পামোয় এই নিশ্চয়তায় হইলেক বিশ্বাস। আর সেই বিশ্বাস দিয়ায় হামরা নিশ্চিত করি বুঝির পারি যে হামরা যেইটা দেখির পাই না, সেইটা আসলে আছে।

২ বিশ্বাস করির বাদে ম্যেলা দিন আগত হামার গুষ্টির মানষিলা ভগবানের সাব্বাস পাইচে।

৩ বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া হামরা বুঝির পারি যে ভগবানের মুখের কতাত এই দুনিয়া সিজ্জন হইচে। হামরা যেইটা দেখির পাই সেইটা কোন দেখা জিনিস থাকি গড়া হয় নাই।

৪ বিশ্বাস করিয়া শ্রী হেবেল ভগবানের উদ্দেশ্যে উয়ার ভাই কয়িনের চায়া সউগ থাকি ভাল যজ্ঞ করিলেক, আর উয়ার বিশ্বাসের বাদেই ভগবান সেইটা মানি নিলেক, উয়ার বিষয় এই সাক্ষ্য দিচে যে উয়ায় ন্যায়বান। আর উয়ায় মরিচে কিন্তুক বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া এলাও কতা কবার ধরচে।

৫ বিশ্বাসের কারনে শ্রী হনোক মরে নাই, উয়াক স্বর্গত তুলি নেওয়া হইচে। ভগবান হনোকক নিয়া গেইচে বুলিয়া খুজিয়া পাওয়া যায় নাই। হনোকক নিয়া যাবার আগত ভগবান এই সাক্ষ্য দিচে যে হনোক উয়াক সন্তুষ্ট করিচে।

[৬] কিন্তুক বিনা বিশ্বাসে ভগবানের মনের মানষি হওয়া কাঙোরো সাধ্য না হয়। বিশ্বাস ছাড়া ভগবানক সন্তুষ্ট করা অসম্ভব। ক্যেনেনা ভগবানেরটে যায় যায় যাবার চায়, উয়াক বিশ্বাস করির নাগিবে যে, ভগবান আছে। আরো বিশ্বাস করির নাগিবে যে, যায় যায় ভগবানক খোজে উয়ায় উমারলাক পুরুস্কার দিবে।

[৭] বিশ্বাসে শ্রী নোহ যেইলা দেখির নাই পায় সেই বিষয়ে ভগবান নোহক সাবধান করি দিচে। নোহ ভগবান ভক্ত আছিলেক বুলিয়া ভগবানের কতা বিশ্বাস করিয়া একখান বড় নাও গড়াইচে। যাতে উয়ার পরিবার রক্ষা পায়। এই বাদে বিশ্বাসের দ্বারায় নোহ দুনিয়াক দোষী কয়া প্রমান করিচে। আর ভগবানেরটে নিজের বিশ্বাসে ন্যায়বান গন্য হইলেক।

[৮] ভগবান য্যেলা অব্রাহামক ড্যেকাইলেক স্যেলা বিশ্বাসের বাদেই উয়ায় ভগবানের কতাত বাধ্য হইচে। আর সম্পত্তি হিসাবে যেই জাগাখান পাবার কতা আছিলেক সেই জাগাত উয়ায় গেইচে। যদিও উয়ায় বুঝির পায় নাই উয়ায় কোটে যাবার ধরচে তাঙো উয়ায় যাবার ধরছিলেক।

[৯] ভগবান যেই দেশ অব্রাহামক দিবার কিরা কাটিচে উয়ায় বিশ্বাসে বৈদেশীয়া হিসাবে ওটেকোনা রবার ধরছিলেক। উয়ার সোদে যায় যায় একেই কিরার আশুর্বাদের অংশিদার আছিলেক সেই ইসহাক আর যাকবের নাকান করি উয়ায়ও তাম্বুতে তাম্বুতে রবার ধরছিলেক।

[১০] ক্যেনেনা যেই গঞ্জ চিরকাল স্থায়ী রবে উয়ায় সেই গঞ্জের বাদে বাচ্চে রবার ধরছিলেক। ঐ গঞ্জের ভিটি স্থাপন করাইয়া আর গড়াইয়ার কাম ভগবানেই করিচে।

[১১] যদিও শ্রীমতি সারার ছাওয়া হবার বয়স পার হয়া গেইচে, তাঙো বিশ্বাসের বাদে উয়ায় গর্ভত ছাওয়া ধারন করির শক্তি পাইছিলেক। ক্যেনেনা উয়ায় বিশ্বাস করিচিলেক যায় কিরা কাটিচে উয়ায় বিশ্বাসযোগ্য।

[১২] এই বাদে খুব বয়স হওয়ার সত্বেও কাহিল দেহা নিয়া অব্রাহাম দ্যাওয়ার তারার নাকান আর সাগরের বালার মত ম্যেলা ছাওয়ার বাপ হইছিলেক।

[১৩] এই মানষিলা বিশ্বাসের মইদ্ধোত জীবন কাটেয়া মরি গেইচে। ভগবান উমারলাক যেইলা দিবার কিরা কাটিচে সেইলা বাস্তবে উমরা পায় নাই, কিন্তুক দূর থাকি সেইলা দেখিয়া খুশি হইছিলেক। এই দুনিয়াত উমরা যে বৈদেশীয়া আর যাযাবরের মত রবার ধরছিলেক।,

[১৪] ইয়াতে বুঝা যায় উমরা নিজের একটা দেশের খোজ করির ধরচে।

[১৫] যেই দেশ থাকি উমরা বাইর হয়া আসচে, যদি সেই দেশের কতা চিন্তা করিলেক হয়, তাইলে উমরা ঐ দেশত ফিরি যাবার সুযোগ পাইলেক হয়।

১৬ কিন্তুক উমরা আরো একটা ভাল দেশের মানে স্বর্গীয় জাগার খোজ করির ধরছিলেক। এই বাদে ভগবান নিজক উমারলার ভগবান কবার নইজ্জা না খায়। আসলে উয়ায় উমারলার বাদে একটা গঞ্জ গড়াইচে।

১৭ অব্রাহামক যাচাই করির সমায় বিশ্বাসের বাদেই ভগবানের কতা মানিয়া, উয়ার একনায় মাত্র বেটা ইসহাকক যজ্ঞ বেদীত সঁপে দিবার ধরছিলেক।

১৮ অব্রাহাম এই কাম করিবার রাজি আছিলেক ক্যেনেনা ভগবানের উপরত উয়ার বিশ্বাস আছিলেক, যদিও ভগবান অব্রাহামক আগতে কয়া থুইচে যে, "ইসহাকের গুষ্টিক তোর গুষ্টি কয়া ধরা হবে।"

১৯ অব্রাহাম ইসহাকক সঁপে দিবার রাজি হইচে, ক্যেনেনা উয়ায় বিশ্বাস করচিলেক যে, ভগবান মরা মানষিক বত্তের পারে। আর ভগবান অব্রাহামক উয়ার বেটাক বলি দিবার মানা করি দিলেক, ইয়ার ফলে অব্রাহাম উয়ার বেটাক উদাহরনের নাকান মরণের হাত থাকি ফিরি পাইলেক।

২০ বিশ্বাসের কারনে শ্রী ইসহাক ভবিষ্যতের বাদে উয়ার বেটালাক যাকব আর এষৌক আশুর্বাদ করিচে।

২১ বিশ্বাসের কারনে যাকব মরি যাবার সমায় যোষেফের দুই বেটাক আশুর্বাদ করিচিলেক আর নাটির উপরত ভর দিয়া ভগবানের উপাসনা করিচে।

২২ বিশ্বাসের কারনে যোষেফ মরি যাবার সমায় মিশর দেশ থাকি ইস্রায়েলীলাক চলি যাবার কইচে। উয়ার মরাদেহা কি করির নাগিবে সেইটাও কইচে।

২৩ বিশ্বাসের কারনে মোশির জন্মের পাছত উয়ার বাপ-মাও তিন মাস উয়াক নুকিয়া থুইচে, ক্যেনেনা উমরা দেখছিলেক বেটাটা সুন্দর আর উমরা মহারাজার হুকুমের ভয় খাইলেক না।

২৪ বিশ্বাসের কারনে মোশি য্যেলা গাবুর হইলেক স্যেলা নিজক মহারাজা ফরৌণের বেটির বেটা বুলিয়া পরিচয় দিবার চাইলেক না।

২৫ মোশি পাপের সুখভোগ করির চাইলেক না ক্যেনেনা সেই সুখভোগ আছিলেক ক্ষণিকের। উয়ায় ভগবানের মানষিলার নগত অইত্যাচার ভোগ করির জীবন বাছাই করি নিলেক।

২৬ উয়ায় মিশরের ধন-সম্পত্তির চায়া খ্রীষ্টের বাদে বদনাম সহ্য করা ভাল মনে করিলেক, ক্যেনেনা উয়ার নজর আছিলেক পুরুস্কারের পাকে।

২৭ ভগবানের উপরত বিশ্বাসের বাদেই উয়ায় মহারাজার রাগের উপর ভয় না করিয়া মিশর দেশ ছাড়িলেক। ক্যেনেনা যাক দেখা না যায় উয়াক যেনে দেখির পাবার ধরচে, এই নাকান করি ধৈর্য ধরি রইলেক।

২৮ উয়ায় বিশ্বাস করিয়ায় মুক্তি পার্বন আর অক্ত ছিটার নিয়ম পালন করিলেক। যাতে ধ্বংসকারী স্বর্গদূত ইস্রায়েলীলার পইলা

ছাওয়ালাক মারি না ফ্যেলায়।

[29] বিশ্বাস করিয়ায় ইজ্রায়েলীলা শুকান মাটির উপরা দিয়া হাটি যাবার নাকান করি নাল সাগর পার হইছিলেক। কিন্তুক মিশরীয়লা সেই নাকান করির যায়া জলত ডুবি মরি গেইলেক।

[30] বিশ্বাস করিয়ায় ইজ্রায়েলীলা যিরীহো গঞ্জের দেওয়ালের চাইরো পাকে সাত দিন ঘুরির পাছত দেওয়াললা পড়ি গেইচে।

[31] রাহব বেশ্যা যিরীহো গঞ্জত বসবাসকারী ভগবানের অবাধ্য মানষিলার সোদে নাশ নাই হয়। ক্যেনেনা বিশ্বাসে উয়ায় গুপ্তচরলাক সখার নাকান মানি নিচে।

[32] ইয়ার চায়া বেশী আর মুই কি কইম? গিদিয়োন, বারাক, শিম্‌শোন, যিপ্তহ, দায়ূদ, শমূয়েল আর সউগ ভাববাদীলার বিষয়ে কতা কবার সমায় মোর নাই।

[33] বিশ্বাসেই উমরা রাজ্য জয় করিচিলেক, ন্যায় বিচার করিচিলেক, নানা নাকানের কিরাকাটার ফল পাইলেক, সিংহের মুখ বন্ধ করিলেক,

[34] অগুনের দারুন তেজ কমে দিছিলেক, ছোরার গুতা থাকি বাঁচি গেইচে, কাহিল হয়াও বলবান হইছিলেক, যুদ্ধত শক্তি দেখাইছিলেক আর বৈদেশীয়া সেনালাক খ্যেদেয়া দিছিলেক।

[35] বেটিছাওয়ালা উমার নিজের নিজের মরা মানষিলাক আরো বত্তায় ফিরি পাইলেক, অইন্য মানষিলা নিজের ইচ্ছায় জেল থাকি

খালাস না হয়া অইত্যাচার ভোগ করিলেক, যাতে উমরা মরণ থাকি ফির বত্তি উঠি আরো ভাল জীবন পায়।

৩৬ আরো অইন্য মানষিলা তামশা, টিটকারি আর দারুন মারপিট এমন কি হাতত শিকল পিন্দিলেক, আরো জেল খাটিলেক।

৩৭ মানষিলা উমারলাক শিল দিয়া ঢ্যেলাইলেক, কাঙো কাঙোক করাত দিয়া দুই টুকরা করা হইলেক, কাঙো কাঙোক ছোরা দিয়া মারি ফ্যেলা হইলেক। উমারলার উপরত অইত্যাচার আরো বেয়া ব্যবহার করা হইলেক। কাঙো কাঙো অভাবত পরিয়া ভেড়া আর ছাগলের চামড়া পিন্দিয়া ঘুরি বেড়ের নাগিলেক।

৩৮ উমরা নিধুয়া পাথারে নিধুয়া পাথারে, পাহাড়ে পাহাড়ে, গুহায় গুহায়, আর মাটির খালত নুকিয়া পালে বেড়ের নাগিলেক। এই দুনিয়া উমারলার যোগ্য আছিলেক না।

৩৯ বিশ্বাসের বাদে উমরা সগার গুণগান পাইলেক, কিন্তুক ভগবান যেইটা দিবার কিরা কাটিচে সেইটা উমরা পায় নাই।

৪০ ক্যেনেনা ভগবান হামারলার বাদে আরো ভালো জিনিস ঠিক করি থুইচে, যাতে হামারলাক বাদ দিয়া উমরালা খাটি হবার না পারে।

১২ তাইলে হামরা দেখি, ভগবানের পতি বিশ্বস্ততার সাক্ষী হিসাবে ম্যেলা আগের কালের মানষি হামারলার চাইরো পাকে

ভিড় করি আছে। এই বাদে আইস, হামরা সউগ নাকানের বাধা আর যেইলা পাপ সহজে হামারলাক জড়ে ধরে, সেইলাক দূরত সারে থুইয়া সামনার প্রতিযোগিতার দৌড়ত ধৈর্য ধরি দৌড়াই।

২ আর আইস, হামরা বিশ্বাসের আদিকর্তা আর সিদ্ধিকর্তা যীশুর উপরা দৃষ্টি রাখি। উয়ার সামনা যে আনন্দ থোয়া হইচে সেই বাদে উয়ায় অপমানক তুচ্ছ মনে করিয়া ক্রুশের মরণ সহ্য করিলেক আর এলা ভগবানের সিংহাসনের ডাইন পাকে বসিয়া আছে।

৩ যীশু পাপীলার এত বড় শত্রুয়ামি সহ্য করিলেক, তোমরা উয়ার বিষয় চিন্তা কর, যাতে তোমারলার মন দুর্বল আর নিরাশ হয়া না পরে।

৪ পাপের বিরুদ্ধে নড়াই করিতে করিতে এলাও তো তোমারলার অক্তপাত হয় নাই।

৫ তোমরালা ভগবানের দেওয়া আশ্বাস ফম হারেয়া ফ্যেলাইচেন না কি? উয়ায় ছাওয়ার মত তোমারলার সোদে কতা কইচে, “মোর ছাওয়ালা, প্রভুর শাসন তুচ্ছ না করেন, আর উয়ায় য্যেলা ধমক দেয়, স্যেলা নিরাশা না হন।

৬ ক্যেনেনা প্রভু যাক পিরিত করে, উয়াকে শাসন করে। ছাওয়া হিসাবে যাক মানি নেয়, উমারলাক সগাকে শাস্তিও দেয়।”

৭ তোমরা এই কষ্টলা শাসন হিসাবে ভোগ করির ধরচেন। ভগবান তোমারলার পতি বাপের নাকান ব্যবহার করির ধরচে। এমন ছাওয়া কাঙো আছে কি, যে বাপ বেটাক শাসন করে না?

৮ সউগ ছাওয়াকে শাসন করা হয়। তোমারলাক যদি শাসন করা না হয় তাইলে তো তোমরা জারুয়া ছাওয়া, উয়ার আসল ছাওয়া না হন।

৯ হামরা দেখিচি, এই দুনিয়ার বাপ-মাও হামারলাক শাসন করিচিলেক আর উমারলাক হামরা সন্মান করছিলং। তাইলে যায় হামারলার আত্মিক বাপ উয়ার অধীনত থাকা কি হামার উচিত না হয়, যাতে হামরা অমৃত জীবন পাই?

১০ হামার দুনিয়ার বাপ-মাওলা ভাল মনে করিয়া হামারলাক শাসন করে, আর সেইটা অল্প দিনের বাদে; কিন্তুক মংগলের বাদে ভগবান হামারলাক শাসন করে যাতে হামরা উয়ার পবিত্রতার ভাগীদার হই।

১১ যেই সমায় কাঙোকে শাসন করা হয়, স্যেলা উয়াক ভাল নাগে না, কিন্তুক শেখার পাছত যেলা অভ্যাসে পরিনত হয়, স্যেলা উয়ার ফল হবে ন্যায় আর শান্তির জীবন।

১২ এই বাদে তোমারলার দুর্বল হাত আর কমজোর হাটুয়া শক্তিশালী কর;

১৩ আর তোমারলার চলির ঘাটা সোজা কর, যাতে খোড়া মানষির অবস্থা আরো বেয়া না হয়, বরং উয়ায় সুস্থ হয়া ওঠে।

১৪ সউগ মানষির সোদে শান্তিতে থাকির চেষ্টা কর, পবিত্র হবার হাউস কর। পবিত্র না হইলে কাঙো প্রভুক দেখির পাবে না।

১৫ দেখ, যাতে কাঙো ভগবানের আশুর্বাদ থাকি বাদ না পরে। দেখেন তোমারলার মইদ্ধো থাকি কাঙো যাতে বিষওয়ালা তিতা গছের শিপার নাকান করি গাজে না ওঠে। তোমারলার মইদ্ধোত এমন মানষি থাকিলে গোটায় দলটাক নষ্ট করিবে।

১৬ কাঙো যাতে ব্যভিচারী আর নীতিহীন না হয়, যেই নাকান এষৌ এক বেলার খাবারের বাদে বড় বেটার অধিকার বেচে দিচে।

১৭ তোমরা জানেন পাছত উয়ায় বাপের আশুর্বাদ কান্দি কান্দি ফিরি পাবার চেষ্টা করিয়াও পায় নাই। উয়ার বাপ আশুর্বাদ দিবার রাজি নাই হয়। ক্যেনেনা উয়ায় ভুলের ঘাটা থাকি মন ফিরিবার সুযোগ পায় নাই।

১৮ ফম থোন, মোশি ভগবানক দেখির সমায় সিনাই পাহাড় এই নাকান আছিলেক জ্বলন্ত অগুন, ঘুটঘুটা আন্ধার আর হুড়কা।

১৯ আরো শোনা গেইলেক শিংগার আওয়াজ আর এই নাকান কতার আওয়াজ যেইলা শুনিয়া উমরা মিনতি করি কবার ধরছিলেক, যাতে উমারটে এই নাকান কতা আর কওয়া না হয়।

২০ উমারলাক কওয়া হইলেক, "কোন পশুও যদি সেই পাহাড়ত যায় তাইলে উয়াক শিল দিয়া মারি ফ্যেলা হবে," এই হুকুম উমরা সহ্য করির পায় নাই।

২১ আর যেইলা দেখছিলেক, সেইলা এত ভয়ঙ্কর আছিলেক যে, এমনকি মোশিও কইলেক, "মুই ভয়ে কাপির ধরচিলুং।" তোমরা তো এই নাকান পাহাড়ত আইসেন নাই।

২২ কিন্তুক তোমরালা তো সিয়োন পাহাড় আর বত্তা ভগবানের গঞ্জত আসচেন। এই গঞ্জ হইলেক স্বর্গের যিরূশালেম। সেটেকোনা হাজার হাজার স্বর্গদূতলার আনন্দ উৎসবের এটে আসচেন,

২৩ আর বাপের অধিকার পাওয়া ছাওয়া হিসাবে যার যার নাম স্বর্গত নেখা আছে, উমারলার দিয়া গড়া সমিতিরটে আসচেন। যায় সউগ মানষির বিচারক তোমরালা ঐ ভগবানেরটে আসচেন। যায় সউগ মানষিলাক খাটি করিচে সেই দোষ মুক্ত আত্মালারটে তোমরা আসচেন।

২৪ যায় নয়া চুক্তির ঘটক ঐ যীশুরটে আসচেন আরো হেবেলের অক্তের চায়া যে অক্ত আরো মহৎ কতা কয়, তোমরা সেই ছিটা অক্তেরটে আসচেন।

২৫ সাবধান! যায় কতা কইচে উয়ার কতা অমান্য না করেন। মোশি ভগবানের সাবধান বাণী এই দুনিয়াত জানেবার পাছত মানষিলা উয়ার কতা অমান্য করিচে, উমরা রেহাই নাই পায়। স্যেলা যায় স্বর্গ থাকি সাবধান করিচে উয়ার কতা অমান্য করিলে হামরা কিছুতেই রেহাই পামু না।

২৬ ঐ সমায় ভগবানের মুখের কতায় এই দুনিয়াটা কাপির ধরছিলেক। কিন্তুক উয়ায় এলা এই কিরা কাটিচে, “মুই খালি আর একবার দুনিয়াটাক কাপাইম তা কিন্তুক না হয়, দ্যাওয়াকো কাপাইম।”

[২৭] "আরো একবার," এই কতা থাকি বুঝা যাবার ধরচে, যে জিনিসলাক কাপা যায়, মানে যেইটা সিজ্জন করা হইচে সেইটা বাদ দেওয়া হইবে, আর যেই জিনিসলা কাপা যায় না সেইলা স্থির থাকে।

[২৮] এই বাদে যেই রাজ্যক কাপা না যায় হামরা সেই রাজ্য পাবার ধরচি। তাইলে আইসো হামরা ভগবানেরটে কৃতজ্ঞ। ভগবান যেই নাকান করি খুশি হয় সেই নাকান করি হামরা ভক্তি আর ভয়ের সোদে উয়ার সেবা করির পারি।

[২৯] হামার ভগবান ধ্বংসকারী অগুনের নাকান।

১৩ তোমরা একে অপরক ভাইয়ের মত পিরিত করো।

[২] সাগাই সোদোরক আদর যতন করির ভুলি না যান। কাঙো কাঙো না জানিয়া এই নাকান করি স্বর্গদূতলারও আদর যতন করিচে।

[৩] যায় যায় জেলত আছে উমারলাক ফম করিয়া তোমরাও নিজক বন্দী মনে কর। আর যার যার উপরাত অইত্যাচার হবার ধরচে উমারলার কষ্ট নিজের কষ্ট মনে কর।

[৪] সগায় বিয়ার বিষয়টাক সন্মানের চোখে দেখ। সোয়ামি আর মাইয়ার মইদ্ধোত বিয়ার সমন্ধ পবিত্র থোয়া উচিত। ক্যেনেনা যেই নাকানের ব্যভিচার হউক না ক্যেনে, যায় যায় দোষী ভগবান উমারলাক শাস্তি দিবে।

৫ টাকা-পাইসার লোভ থাকি নিজেরলাক দূরত থোন, ভগবান কইচে, "মুই তোক কোন দিন ছাড়ি না যাইম, ত্যাগ না করিম।"

৬ এই বাদে হামরা সাহস করি কবার পারি, প্রভু মোর সাহায্যকারী, মুই ভয় না খাইম, মানষি মোর কি করির পারে?

৭ যায় যায় তোমারলারটে ভগবানের বাইক্য কইচে, তোমরালা ঐ দেওয়ানীলার কতা মনত থোন। উমারলার জীবনের শ্যেষ ফলের কতা ভালো করি চিন্তা কর আর উমারলার নাকান করি তোমরাও বিশ্বাস কর।

৮ যীশু খ্রীষ্ট কালি যেমন আছিলেক, আজিও তেমনি আছে আর চিরকাল তেমনি থাকিবে।

৯ নানা নাকানের নয়া নয়া শিক্ষা যাতে তোমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া না যায়। অন্তরক ভগবানের আশুর্বাদে বলবান করি তুলো, বিশেষ বিশেষ খাওয়ার নিয়ম কানুনের উপরত যাতে না থাকে। যায় যায় সেই খাবারের উপরত নির্ভর করিচে উমার কোন লাভ হয় নাই।

১০ হামারলার এই নাকান একটা বেদী আছে, যেই বেদীর উপরাত সপে দেওয়া কোন কিছু উপাসনা তাম্বুর বামনলার খাবার অধিকার নাই।

১১ পাপের বাদে সঁপে দেওয়া পশুর অক্ত নিয়া ইজ্রায়েলীলার মহাবামন মহাপবিত্র জাগাত যায়। কিন্তুক সেই পশুলার দেহা

ইজ্রয়েলীলার থাকিবার এলাকার বায়রাত নিয়া যায়া ছোবা দেওয়া হয়।

[১২] একে নাকান করি যীশুও যিরূশালেম গঞ্জের বায়রাত কষ্ট ভোগ করি মরিচে, যাতে উয়ার নিজের অক্ত দিয়া মানষিলাক পাপ থাকি শুদ্ধি করির পারে।

[১৩] এই বাদে আইসো, হামরালায় উয়ার অসন্মান নিয়া গঞ্জের বায়রাত উয়ারটে যাই।

[১৪] ক্যেনেনা এটেকোনা হামারলার কোন চিরকালের স্থায়ী গঞ্জ নাই, কিন্তুক যেই গঞ্জটা এক দিন আসিবে হামরা সেই গঞ্জটায় খুজির ধরচি।

[১৫] এই বাদে খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া হামরা সউগ সমায় ভগবানের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করি। মানে ভগবানের মানষিলা যায় যায় নিজক স্বীকার করে উমরা উমার মুখ দিয়া ভগবানের গুণগান করুক।

[১৬] সৎ কাম করির আর অপরক সাহায্য করির ভুলি না যান, ক্যেনেনা ভগবান এই নাকানের যজ্ঞত খুশি হয়।

[১৭] তোমারলার দেওয়ানীলার কতা মানিয়া চল আর উমারলার বাধ্য হয়া চল। ক্যেনেনা যায় যায় ভগবানেরটে হিসাব দিবে ঐ নাকান মানষি হিসাবেই তো উমরা দেখাশুনা করে। উমারলার বাধ্য হন যাতে উমরালা উমার কাম আনন্দের সোদে করির পারে দুঃখের সোদে না হয়। যদি দুঃখের সোদে করির নাগে তাইলে তোমারলার কোন লাভ হবার না হয়।

[১৮] হামারলার বাদে প্রার্থনা কর, সউগ বিষয়ে হামরা সৎ হয়া চলির চাই। হামরা জানি হামার বিবেক পরিস্কার।

[১৯] কিন্তুক মুই তোমারলাক বিশেষ করি প্রার্থনা করির অনুরোধ করির ধরচুং। যাতে মুই পচপচে তোমারলার সোদে একটে দেখা করির পাং।

[২০] শান্তিদাতা ভগবান মরণ থাকি বত্তে তুলিচে যীশুক, উয়ায় হামারলার প্রভু আর মহান রাখোয়াল আর হামরা উয়ার ভেড়ার পাল। উয়ার অক্ত দিয়া ভগবান হামারলার সোদে চিরকালের চুক্তি চালু করিচে।

[২১] সউগ নাকানের ভাল চালচলন দিয়া ভগবান উয়ার ইচ্ছাত চলির তোমারলাক পুরাপুরি গড়ে তুলুক। উয়ার চখুত যেইটা ভাল যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া হামারলার অন্তরত উয়ায় সেইটায় করুক। চিরকাল ভগবানের মহিমা হউক। আমেন।

[২২] ও ভাই বইনিলা, তোমারলারটে মোর বিশেষ অনুরোধ এই যে, মোর উপদেশের কতা তোমরা মানিয়া নেও। মুই তো তোমারলারটে বেশী কিছু নেখং নাই।

[২৩] মুই তোমারলাক জানের চাং যে, হামারলার ভাই তীমথিয় জেল থাকি ছাড়া পাইচে। উয়ায় যদি পচপচে আইসে তাইলে মুই উয়াক সাথত নিয়া তোমারলাক দেখির যাইম।

[২৪] তোমারলার সউগ দেওয়ানীলাক আর ভগবানের মানষিলাক মঙ্গল কামনা জানান। ইতালী দেশের মানষিলা তোমারলাক মঙ্গল

কামনা জানের ধরচে।

২৫ তোমারলার সগারে উপরত ভগবানের দয়া থাকুক॥

যাকব

১ মুই যাকব, ভগবান আর প্রভু যীশুর এক জন চাকর। দুনিয়াত নানান দেশত ছড়াছড়ি হয়া থাকা বারোটা গোষ্ঠির যিহূদী জাতির শিষ্যলোক পিরিত জানাং।

২ হে মোর ভাই বইনিলা, তোমরা যেলা নানা নাকান পরীক্ষাত পরেন, স্যেলা আনন্দের বিষয় মানি নেন।

৩ কারন তোমরা জানেন তোমার বিশ্বস্ততার পরীক্ষা করিয়া তোমারলার ধৈর্যগুণ বাড়েয়া দেয়।

৪ এই বাদে সেই ধৈর্য গুণক ভাল করি তোমারলার জীবনত কাম করির দেও। যাতে তোমরা পাকা আর নিখুঁত হবার পান, তাতে তোমারলার জীবনত কোনো নাকান অভাব থাকিবে না।

৫ তোমারলার মইদ্ধে যদি কাঙোরো জ্ঞানের অভাব থাকে, তাইলে উয়ায় যেনে ভগবানেরটে চায়, আর ভগবান উয়াক দিবে, ক্যেনেনা ভগবান বিরক্ত হয় না, সগাকে ম্যেলা দান করে।

৬ কিন্তু কোনো সন্দেহ না করি বিশ্বাস সহকারে চাবার নাগিবে, ক্যেনেনা যায় সন্দেহ করে, তায় বাতাসোত দুলি ওঠা সাগরের ঢেউয়ের নাকান; বাতাসে উয়াক ঠেলি নিয়া যায়।

৭ এই নাকানের মানষি যেন আশা না করে যে, উয়ায় প্রভুরটে থাকি কিছু পাবে।

৮ উয়ায় দোমনা মানষি আর উয়ার সউগ কামতে অস্থির।

৯ যে গুরুভাই গরীব, ভগবান উয়াক আত্মিক দিক দিয়া উচা করিচে বুলিয়া উয়ায় নিজক ধন্য মনে করুক।

১০ ক্যেনেনা যায় ধনী, ভগবান উয়াক নত-নম্র করিচে বুলিয়া উয়ায়ও নিজক ধন্য মনে করুক, ক্যেনেনা ধনীলা ফুলের নাকান করি ঝরি পড়িবে।

১১ বেলা উঠার পাছত রৌদের ঝালাত ঘাস শুকি যায়, ফুললাও ঝরি পড়ে আর উয়ার ঢকও নষ্ট হয়া যায়। একে নাকান করি ধনী মানষিও উয়ার জীবনের ব্যস্ততার মধ্য দিয়ায় শ্যেষ হয়া যাবে।

১২ পরীক্ষার সমায় যায় ধৈর্য ধরে তায় আশুর্বাদ পাওয়া, ক্যেনেনা উয়ায় যোগ্য প্রমাণ হইলে জয়ের মালা হিসাবে জীবন পাবে। ভগবানোক যায় যায় ভালবাসে উমাক এই জীবন দিবার প্রতিজ্ঞা করিচে।

১৩ কারো অন্তর পাপের পাকে টানের বোধ করিলে কাঙো যাতে না কয় ভগবান উয়াক পাপের পাকে টানির ধরচে। কোন বেয়া কামনা ভগবানক পাপের পাকে টানির পারে না। আর ভগবান কাঙোক পাপের পাকে টানে না।

১৪ কিন্তু মানষিক নিজের অন্তরের কামনা-বাসনা পাপত টানি নিয়া যায় আর ফান্দোত পরে।

১৫ তার পাছত কামনা-বাসনত ভরপুর হয়া পাপের জন্ম হয়। আর পাপে ভত্তি হবার পাছত মরণ আইসে।

[১৬] মোর আদরের ভাই বইনিলা, তোমরা নিজক ঠকান না।

[১৭] জীবনের সউগ ভাল আর নিখুঁত দান স্বর্গ হাতে নামি আইসে আর সেইটা আইসে ভগবানেরটে থাকি, উয়ায় স্বর্গের আলো সিজ্জন করিচে, উয়ায় ছায়ার নাকান বদলি যায় না।

[১৮] উয়ার নিজের ইচ্ছায় সচাং কতার মইদ্ধো দিয়া উয়ায় হামারলাক উয়ার ছাওয়া বানাইচে, যেন উয়ার বানা জিনিসের মইদ্ধোত হামরালা এক পইলা ফলের নাকান উয়ার চখুত শ্রেষ্ঠ।

[১৯] মোর আদরের ভাই বইনিলা, মোর এই কতাটা শোন, তোমরালা সগায় শুনিবার বাদে আগ্রহ হন, কিন্তু তোমরালা পচপচ করি কতা না কন আর চট করি রাগ না হন।

[২০] ক্যেনেনা ভগবান হামারলারটে থাকি যে পবিত্র জীবন আশা করে, সেইটা রাগের মইদ্ধো দিয়া আইসে না।

[২১] এই বাদে তোমারলার জীবন থাকি সউগ নাকানের অপবিত্র আর বেয়া জিনিস তোমারলার চাইরো পাকে আছে, সেইলাক দূর কর; আর ভগবানের বাইক্যের বিচন তোমারলার অন্তরত গাড়া হইচে, সেইটা নত-নম্র হয়া মানি নেও। পাপ থাকি মুক্তি দিবার ক্ষমতা এই বাইক্যের আছে।

[২২] খালি ভগবানের বাইক্য শুনিলেই হবে না, ঠিক নাকান কাম করি দেখের নাগিবে। যদি তোমরালা খালি ভগবানের বাইক্য শুনেন আর সেই মতন কাম না করেন, তাইলে তোমরালা নিজেই নিজক ঠকের ধরচেন।

২৩-২৪ যায় খালি সেই বাইক্য শোনে আর সেই নাকান কাম না করে, উয়ায় এমন মানষির নাকান, যায় আয়নাত নিজের মুখ দেখি চলি যায় আর স্যেলায় স্যেলায় ভুলি যায়।

২৫ কিন্তু সেই মানষি আসল সুখী যায় বিধির বিধান মানে, যেইলা মানষিরটে মুক্তি নিয়া আইসে সেইলাত ভাল করি মন দেয় আর শোনে সেইলা ভুলিও না যায়, এইলা বাধ্যতায় উয়াক সুখী করি তোলে।

২৬ কাঙো যদি নিজক ধার্মিক মনে করে আর নিজের জিবাক না সামলায় তাইলে উয়ায় নিজক ঠকায়। উয়ার সউগ ধর্ম-কর্ম বেকার।

২৭ বিধুয়া আর অনাথলার দুঃখ-কষ্টর সমায় উমারলার দেখাশুনা করা আর দুনিয়ার সউগ নাকানের নোংরামি থাকি নিজক দূরত থোয়ায় হইলেক হামার স্বর্গের বাপ ভগবানের চোখুত খাটি আর সচাং ধর্ম।

২ মোর আদরের ভাই-বইনিলা, তোমরালা হামারলার মহিমাময় প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপরা বিশ্বাস করেন, এই বাদে তোমরালা সগাকে সমান নজরে দেখ।

২ মনে কর, এক জন মানষি ভাল কাপড়-চোপড়, সোনার আংটি পিন্দি সমিতির সভাত আসিলেক; আর এক জন গরীব মানষিও মইলা কাপড়-চোপড় পিন্দি আসিলেক।

৩ স্যেলা তোমরা যদি ওই ভাল কাপড়-চোপড় পেন্দা মানষিটাক বেশী সন্মান দেখেয়া কন, "তোমরা এই ভাল জাগাত বইসো," আর ওই গরীব মানষিটাক কন, "তোমরা ওটেকোনা খাড়া হয়া রন" বা "এটে মোর ঠ্যেংএর বগলোত আসি বইসো,"

৪ তাইলে তোমরা কি নিজের মইদ্ধোত ছোট-বড় ভেদাভেদ তৈয়ারি করির ধরচেন না? আর বেয়া উদ্দেশ্য নিয়া বিচার করির নাগচেন না?

৫ মোর আদরের ভাই আর বইনিলা, শোনো। এই দুনিয়াত যায় যায় গরীব, বিশ্বাসোত বলবান হবার বাদে ভগবান কি উমারলাক বাছাই করি নেয় নাই? যায় যায় ভগবানক ভালবাসে উমারলাক উয়ায় যে শাসন ব্যবস্থা দিবার কতা দিচে সেই শাসন ব্যবস্থার অধিকারী হবার বাদে এই গরীব মানষিলাক কি উয়ায় বাছাই করি নেয় নাই?

৬ অথচ সেই গরীব মানষিটাক তোমরা অপমান করিচেন। কিন্তু ধনী মানষিলা কি তোমারলাক কষ্ট দেয় না আর আদালতত টানি নিয়া যায় না?

৭ যার নামের গুণে তোমারলাক ড্যেকা হয়, ধনী মানষিলা কি সেই মানিগুনী যীশুর নামে নিন্দা করে না?

৮ শাস্ত্রত নেখা আছে, "তোমার পাড়া-পড়শিক নিজের নাকান করি পিরিত কর।" তোমরালা যদি সচাং এ খ্রীষ্টের শাসন ব্যবস্থার বিধান মানি চলেন তাইলে ভাল করির ধরচেন।

৯ কিন্তু তোমরালা যদি সগাকে সমান চোখে না দেখেন তাইলে তোমরালা পাপ করির ধরচেন। বিধির বিধান স্যেলা তোমারলাক বিধান ভঙ্গকারী কয়া দোষী করে।

১০ যেই মানষি সউগ বিধান পালন করিয়াও একটা বিষয়ে পাপ করে, তায়ও সউগ বিধান অমান্য করিচে কওয়া যায়।

১১ ভগবান কইচে, “ব্যভিচার করেন না,” ফির উয়ায় এ কইচে, “খুন করেন না।” তাইলে যদি তোমরালা ব্যভিচার না করি খুন করেন তাইলে কি আইন ভঙ্গকারী হইলেন না?

১২ যেই নিয়ম মানষিক স্বাধীনতা দান করে, সেই আইন দিয়া যার যার বিচার করা হবে বুলিয়া, সঠিক কতা কন আর সঠিক জীবন যাপন কর;

১৩ ক্যেনেনা যায় দয়া করে নাই, বিচারের সমায় উয়াও দয়া পাবে না। কিন্তু যার দয়া আছে, উয়ায় বিচারের সমায় নির্ভয়ে খাড়া হয়া রবে।

১৪ মোর আদরের ভাই আর বইনিলা, যদি কাঙোয় কয় যে উয়ার বিশ্বাস আছে কিন্তু কামের মইদ্ধো দিয়া তা না দেখায় তাইলে কি লাভ? সেই বিশ্বাস কি উয়াক পাপ থাকি উদ্ধার করির পায়?

১৫ ধরি নেও, তোমারলার কোন ভাই বা বইনির ঘরত খাবারও নাই আর পিন্দিবার কাপড়ও নাই।

১৬ এই অবস্থাত যদি তোমারলার যে কাঙো উমারলাক কয়, “তোমার মংগল হউক, দুধভাত খা, জামা কাপড় পিন্দি ভাল

থাক,” অথচ উয়ার অভাব মিটিবার কোনো উপায় না করেন তাইলে ইয়াতে উয়ার কি কোনো উপকার হবে?

[১৭] ঠিক একে নাকান করি, যায় কাম বিনা বিশ্বাস করে, সেই বিশ্বাস হইলেক মরা।

[১৮] কিন্তু কাঙোয় হয় তো কবে, “তোর বিশ্বাস আছে, আর মোর কাম আছে।” মুই কইম, কাম বিনা তোর বিশ্বাস মোক দেখান। স্যেলা মুই কামের মইদ্ধো দিয়া মোর বিশ্বাস তোক দেখাইম।

[১৯] তুই এক ভগবানের বিশ্বাস করিস কি না? খুব ভাল! এমন কি অপদেবতালাও এই নাকান বিশ্বাস করে আর ভয়ে কাঁপে।

[২০] হায় রে ভোদাই! কাম বিনা বিশ্বাস যে, কোনো কামের না হয়, তুই কি চাইস যে মুই সেইটা প্রমাণ করং?

[২১] ধর, অব্রাহাম হামার চৌদ্দ গুষ্টির বাপ আছিলেক। য্যেলা উয়ার বেটা ইসহাকক বেদীর উপরা গতে দিছিলেক, স্যেলা কি সেই কামের বাদে উয়াক নির্দোষ কয়া মানি নেওয়া হয় নাই?

[২২] তোমরা তো দেখির পাবার ধরচেন যে, উয়ার বিশ্বাস কামের মইদ্ধো দিয়া পূরণ করচিলেক, আর উয়ার কাম উয়ার বিশ্বাসক ভরপুর করিচিলেক।

[২৩] এই নাকান করি সনাতন পবিত্র শাস্ত্রের কতা পূরণ হইছিলেক, “অব্রাহাম পরম ভগবানের কতা বিশ্বাস করিলেক, সেই বাদে পরম ভগবান উয়াক নির্দোষ বুলি মানি নিছিলেক।” এই বাদে উয়াক পরম ভগবানের বন্ধু কওয়া হয়।

[২৪] তাইলে তোমরালা দেখির পাবার ধরচেন, খালি বিশ্বাসের বাদে যে পরম ভগবান মানষিক নির্দোষ বুলি মানি নেয় সেইটা না হয়, কিন্তু বিশ্বাস আর কাম এই দুইটা জিনিসের বাদে পরম ভগবান মানষিক নির্দোষ বুলি মানি নেয়।

[২৫] আর বেশ্যা রাহবক ক্যেংকরি মানি নেওয়া হইছিলেক? উয়ায় যিহূদী গুপ্তচরলাক নুকি থুইয়া তার পাছত অইন্য ঘাটা দিয়া উমারলাক প্যেঠে দিছিলেক, আর এই কামের বাদে উয়াক নির্দোষ বুলি মানি নিছিলেক।

[২৬] যেমন জিউ ছাড়া দেহা মরা, ঠিক একে নাকান কাম ছাড়া বিশ্বাসও মরা।

৩

মোর ভাই-বইনিলা, তোমারলার মইদ্ধোত সগায় সমিতির মাষ্টার হবার চান না, ক্যেনেনা তোমরালা তো জানেন, হামরা সমিতির মাষ্টার এই বুলিয়া অইন্যের চায়া হামার কড়া বিচার হবে।

[২] হামরা সগায় তো নানা নাকান অন্যায় করি। যদি কাঙো নিজের মুখ সামলে অন্যায় না করে, তাইলে উয়ায় পুরাপুরি নির্দোষ, উয়ায় নিজের পুরা দেহাক সামলের পায়।

[৩] ধর, ঘোড়াক বশ মানের বাদে উয়ার মুখত লাগাম নাগাই, আর স্যেলা উয়াক খুশি মতন যেত্তি নিয়া যাবার চাই, অত্তি নিয়া যাবার পাই।

৪ আর জাহাজের কতা চিন্তা কর, জাহাজ যদিও বড়, বাতাসের জোরে ঠেলি নিয়া যাবার নাগে। তাঞো ছোট একটা হাইল ধরিয়া নাবিক যেই পাকে খুশি সেই পাকে নিয়া যায়।

৫ একে নাকান জিবাও দেহার একটা ছোট অঙ্গ হইলেও, অনেক বড় বড় কতা কয়, আর খানিক অগুন ক্যেংকরি করি বড় জঙলক ছুবি ফ্যেলায়।

৬ তেমন জিবাও ঠিক অগুনের নাকান, হামার দেহার প্রতিটা অঙ্গর থাকি জিবা অধর্মের দুনিয়া, নরকের অগুন জ্বলিয়া উঠি গোটায় দেহাটাক নাশ করে, জীবনের চলার ঘাটাত অগুন ধরে দেয়।

৭ মানষি সউগ নাকান পশু-পখি, বুকে হাটা প্রাণী আর সাগরের প্রাণীলাক দমন করে।

৮ কিন্তু কোন মানষি উয়ার জিবাক দমন করির পায় নাই। ঐটা অস্থির, বেয়া আর ভয়ানক বিষে ভরা।

৯ এই জিবা দিয়া হামরা প্রভু পিতার গুণগান করি, আর এই জিবা দিয়া ভগবানের সরূপ সিজ্জন করা মানষিক অভিশাপ দেই।

১০ হামার একে মুখ দিয়া গুণগান আর অভিশাপ বাইর হয়। মোর আদরের ভাই বইনিলা এই নাকান হওয়া উচিত না হয়।

১১ একই ঝরনার জল দিয়া তিতা আর মিষ্টি জল বাইর হয়া আইসে কি?

[১২] মোর ভাই বইনিলা, ডুমুর গছত কি জলপই ফলে? আর আংগুর গছত কি ডুমুর ফলে? তেমন নোনা জলক মিষ্টি জল বানের পান না।

[১৩] তোমারলার মইদ্ধোত জ্ঞানী আর বুদ্ধিমান কায়? উয়ায় সৎ জীবন যাপন করি নত-নম্র হয়া ভাল কাম করি অহংকার না করিয়া জ্ঞান প্রকাশ করুক।

[১৪] কিন্তু তোমারলার অন্তর যদি হিংসায় তিতা হয়া যায়, স্বার্থপরতা থাকে, তাইলে জ্ঞান নিয়া গর্ব করেন না। সচাংটাক মিছাং বানান না।

[১৫] এই নাকানের জ্ঞান ভগবান থাকি লাভ করা যায় না, এইটা দুনিয়ার জ্ঞান, জাগতিক, শয়তানের নগত ইয়ার সমন্ধ।

[১৬] ক্যেনেনা যেটেকোনা হিংসা আর স্বার্থপরতা থাকে ওটেকোনা গন্ডগোল আর সউগ নাকানের অন্যায় থাকে।

[১৭] কিন্তু যে জ্ঞান স্বর্গ থাকি আইসে সেইটা খাটি, পাছত শান্তিতে ভরপুর, ইয়াতে থাকে ধৈর্যগুণ, নত-নম্র; দয়া-মায়া আর ভাল কামের বাদে ভরপুর হয়, আর সেইটা হবে ভেদাভেদ হীন।

[১৮] যায় যায় শান্তির খোজ করে উমরালা শান্তিতে বিচন ফ্যেলায়, আর সেইটার ফল হইলেক সৎ জীবন।

৪ তোমারলার মইদ্ধোত ঝগড়া, মারামারি কোটে থাকি আইসে, তোমরা কি জানেন? যেইলা কামনা-বাসনা তোমারলার দেহার মইদ্ধোত যুদ্ধ করে এইলা থাকি আইসে।

২ তোমরা কামনা করেন কিন্তু পান না, তোমরা খুন করেন আর লোভ করেন, তোমরা ঝগড়া মারামারি করেন কিন্তু যা চান পান না। ক্যেনেনা তোমরালা ভগবানেরটে চান না।

৩ তোমরালা চাইলেও পান না, ক্যেনেনা তোমরা বেয়া উদ্দেশ্যে চায়া থাকেন। যাতে তোমারলার কামনা-বাসনা পূরণ হয়।

৪ হে অবিশ্বস্ত মানষিলা! তোমরা কি জানেন না, দুনিয়ার বন্ধু হওয়া মানে ভগবানের শত্রু হওয়া? যে কাঙো দুনিয়ার বন্ধু হবার চায়, উয়ায় নিজক ভগবানের শত্রু করি তুলে।

৫ তোমরা কি মনে করেন যে, শাস্ত্রের কতা ফলিবে না? যে পবিত্র আত্মাক ভগবান হামারলার অন্তরত দিচে, উয়ায় ভক্তি পাবার বাদে খুব আগ্রহ নিয়া বাচ্চে আছে?

৬ কিন্তু ভগবানের দয়া আরো বেশী। এই বাদে শাস্ত্রত নেখা আছে, “ভগবান অহংকারীলার বিরুদ্ধে খাড়া হবে, কিন্তু নত-নম্রলাক দয়া করে।”

৭ এই বাদে ভগবানের অধীনে থাক। শয়তানের বিরুদ্ধে খাড়া হন, তাইলে তোমারটে থাকি উয়ায় পালেয়া যাবে।

[৮] ভগবানের বগলত আইসো তাইলে ভগবানও তোমার বগলত আসিবে। পাপীর ঘর, তোমারলার জীবন থাকি পাপ দূর কর। দোমনা মানষিলা, তোমারলার অন্তর খাটি কর।

[৯] দুঃখে ভাঙি পড়িয়া কান্দো, তোমরালা হাসির বদলে কান্দো, আনন্দের বদলে শোক কর।

[১০] প্রভুর আগত নিজক নত কর, তাইলে উয়ায় তোমাক উচাত তুলি ধরিবে।

[১১] ভাই-বইনিলা, তোমরা একে অপরের গেলানি করা বন্ধ কর। যে কাঙো ভাইয়ের বিরুদ্ধে কতা কয়, আর ভাইয়ের দোষ চান্দে বেড়ায়, উয়ায় আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কতা কয়, আইন-কানুনের দোষ চান্দে বেড়ায়। যদি আইন-কানুনের দোষ চান্দে বেড়ান তাইলে তুই তো পালনকারি হল না, তুই হল বিচারক।

[১২] এক মাত্র এক জনেই আছে, যায় হামাক আইন-কানুন দিয়া বিচার করিয়া মুক্তির ঘাটা দেখের পায়, ধ্বংসও করির পায়। এই বাদে পাড়াপড়শির বিচার করির অধিকার তোর নাই।

[১৩] তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙো কয়, "আজি বা কালি হামরা অইন্য গঞ্জত যায়া এক বছর কাটামু আর ওটে ব্যবসা করি লাভ করিমু।"

[১৪] কিন্তু কালি কি হবে সেইটা তোমরালা জানেন না। তোমারলার জীবন তো কুয়াশার নাকান, যা অল্প সমায় থাকে, তার পাছত মিলি যায়।

[১৫] এই বাদে তোমারলার কওয়া দরকার, “প্রভুর ইচ্ছা হইলে, হামরালা বত্তি থাকিমু আর এটা ওটা করিমু।”

[১৬] কিন্তু এলা তোমরালা নিজের নিজের বিষয়ে অহংকারী আর গর্বে ভরপুর হইচেন। গর্ব বেয়া জিনিস।

[১৭] ফম থোন! যায় ভাল কাম জানিয়াও, আজিলি হয়া করে না, উয়ায় পাপ করে।

৫ হে ধনী মানষির ঘর, তোমরালা শোন। তোমারলার জীবনত যে ভয়ংকর দুর্দশা আসির ধরচে, তার বাদে তোমরালা কান্দো, হায় হায় কর।

[২] তোমারলার ধন পচি যাবে, ঐলার কোন দাম থাকিবে না। তোমারলার পোশাক পোকায় কাটিবে,

[৩] তোমারলার সোনা, রূপাত জং ধরিবে। এই জং এ প্রমাণ করিবে যে, তোমরালা অন্যায় করিচেন। অগুন যে নাকান করি মসং খায় ঐ নাকান করি তোমারলার দেহার মসং খায়া ফ্যালাবে। এই জমা করা ধন শ্যেষ কালে তোমারলার বিরুদ্ধে সাক্ষী দিবে।

[৪] তোমারলার খ্যেতের ফসল যে কামলালা কাটিচে, তোমরালা উমারলাক মজুরি দেন নাই। আর দেখ! এই শোষনের বিরুদ্ধে চিকরিয়া তোমারলার দোষ দিবার ধরচে, আর সউগ ক্ষমতার অধিকারী প্রভুর কানত ঐ কামলালার চেকরন পৌংচিচে।

৫ এই দুনিয়াত তোমরালা খুব আরামে দিন কাটেয়া মনের সখ মিটাইচেন। বলির বাদে নিজক পশুর নাকান করি খালি মোটা বানাইচেন।

৬ তোমরালা নির্দোষীলাক দোষী করি মারি ফ্যেলাইচেন। আর উমরালা তাঞো তোমারলাক বাধা দেয় নাই।

৭ এই বাদে হে ভাই-বইনিলা, যতক্ষণ না প্রভু আইসে ততক্ষণ পর্যন্ত ধৈর্য ধরি সউগ সহ্য কর। এক জন চাষি উয়ার খ্যেতের দামী ফসলের বাদে ক্যেংকরি ধৈর্য ধরি বাচ্চে রয়, যত দিন পর্যন্ত পইলা শ্যেষ বর্ষন না হয় ততদিন পর্যন্ত ধৈর্য ধরি বাচ্চে রয়।

৮ তোমারলারও অংকরিয়া ধৈর্য ধরা দরকার, অন্তর থির রাখো, প্রভু এলায় আসির ধরচে।

৯ ভাই-বইনিলা তোমরা এক জন অইন্য জনক দোষ দেন না। তোমরা যদি দোষ ধরা বন্ধ না করেন, তাইলে ভগবান তোমারলার দোষ ধরিবে। দেখ, বিচারকর্তা দুয়ারের বগলত খাড়া হয়া আছে।

১০ ভাই-বইনিলা যেই ভাববাদীলা ভগবানের হয়া কতা কইচে, দুঃখ-কষ্টের সমায় ক্যেংকরি ধৈর্য ধরছিলেক চিন্তা করি দেখ।

১১ যায় যায় ধৈর্য ধরি সহ্য করে, হামরা উমাক কই আশুর্বাদ পাওয়া। তোমরা ইয়োবের ধৈর্যের কতা শুনিচেন, প্রভুর কামের শ্যেষ ফল যে ভাল তাঙো দেখিচেন। প্রভুর দয়া-মায়ার শ্যেষ নাই।

১২ হে মোর ভাই-বইনিলা, বিশেষ করি তোমারলাক একটা কতা কং, তোমরালা স্বর্গ, দুনিয়ার, আর অইন্য কোন জিনিসের নামে কোন কিরা কাটেন না। তার চায়া তোমারলার যেইটা "হ্যে" সেইটা "হ্যে" হউক আর যেইটা "না" সেইটা "না" হউক, যাতে তোমারলাক বিচারত পড়ির না নাগে।

১৩ তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো কি দুঃখ ভোগ করির ধরচে? উয়ায় প্রার্থনা করুক। কাঙো কি সুখী? উয়ায় ভগবানের গুণ কীত্তন করুক।

১৪ কাঙো কি অসুখত ভুগির ধরচে? উয়ায় খ্রীষ্ট সমিতির প্রধান দেওয়ানীলাক ড্যেকাউক। উমরা প্রভুর নামে উয়ার মাথাত ত্যেল দিয়া উয়ার বাদে প্রার্থনা করুক।

১৫ বিশ্বাস করি প্রার্থনা করিলে, অসুকিয়া মানষিটা সুস্থ হবে। প্রভুই উয়াক সুস্থ করি তুলিবে। উয়ায় যদি পাপ করি থাকে প্রভু উয়াক ক্ষমা করিবে।

১৬ এই বাদে তোমরা একে অপরেরটে পাপ স্বীকার কর, আর একে অপরের বাদে প্রার্থনা কর। যাতে তোমরা সুস্থ হবার পান। যায় নির্দোষ উয়ার প্রার্থনার শক্তি আছে আর কামও হয়।

১৭ এলিয় হামার নাকান এক জন সাধারন মানষি আছিলেক। উয়ায় আকুল হয়া প্রার্থনা করিলেক যাতে ঝরি না হয়। আর সাড়ে তিন বছর দেশত ঝরি হয় নাই।

[১৮] তার পাছত উয়ায় ফির আরো প্রার্থনা করিলেক, স্যেলা দ্যাওয়া থাকি ঝরি পড়িলেক আর মাটিত ফসল ফলিলেক।

[১৯] মোর ভাই-বইনিলা, তোমারলার মইদ্ধো থাকি কাঙোয় যদি সচাং ঘাটা থাকি দূরত সারি যায় আর তোমরা কাঙোয় যদি উয়াক ফিরিয়া আনেন,

[২০] এই কতাটা ফম থোন, যদি কাঙোয় এক জন পাপী মানষিক ভুল ঘাটা থাকি ফিরি আনে, তাইলে উয়ায় উয়াক মরণ থাকি রক্ষা করে আর ম্যেলা পাপ ক্ষমা হবে॥

১ পিতর

১ মুই পিতর, প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বাছাই করা খবরিয়া। পন্ত, গালাতীয়া, কাপ্পাদকিয়া, এশিয়া আর বিথুনিয়া প্রদেশত ছড়ি ছিটি বৈদেশিয়ার নাকান যায় যায় বসবাস করির ধরচে, মুই উমারলার বাদে এই চিঠি নেখির ধরচুং।

২ স্বর্গের বাপ ভগবানের পরিকল্পনা মতন তোমারলাক বাছাই করি নিচে, আর পবিত্র আত্মা তোমারলাক পবিত্র করিচে। যার ফলে তোমরালা যীশু খ্রীষ্টের বাধ্য হইচেন আর উয়ার অক্তে ধুইয়া শুদ্ধি হইচেন। ভগবানের দয়া আর শান্তি তোমারলার ঘরত ম্যেলা করি থাকুক।

৩ প্রভু যীশু খ্রীষ্টের স্বর্গের বাপ ভগবানের গুণগান হউক। ক্যেনেনা উয়ায় যীশু খ্রীষ্টক মরণ থাকি বত্তে তুলিয়া হামারলাক ম্যেলা মায়া করিয়া নয়া জন্ম দান করিচে, তার বাদে হামরা ভরপুর জীবনের আশা পাইচি।

৪ এই বাদে ভবিষ্যতে হামরা এমন একটা ধন পাবার আশা পাইচি, সেই ধন কোনো দিনও ফুরাবে না, সেটে বেয়া ভাব কিছুই রবে না আর চিরকাল নয়া থাকিবে। এই ধন তোমারলার বাদে স্বর্গত জমা করা আছে।

৫ যত দিন তোমরালা মুক্তি না পান ভগবানের শক্তিত বিশ্বাসের মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক নিরাপদে ভাল করি থোয়া হইচে। সেই

শ্যেষ কাল প্রকাশ হবার বাদে এই মুক্তি জোগার করি থোয়া হইচে।

৬ এলা হয় তো কিছু দিনের বাদে পরীক্ষার মইদ্ধো দিয়া তোমরালা দুঃখ পাবার ধরচেন, তাও মুক্তি পাবার বাদে তোমারলার মন আনন্দে ভরি উঠচে।

৭ এইলা দুঃখ ক্যেনে আইসে জানেন? যাতে তোমারলার বিশ্বাস খাটি প্রমাণ হয়। আর যীশু খ্রীষ্ট ফিরি আইসার সমায়ে তোমরালা যাতে গুণগান, গৌরব আর মান-সন্মান পান। তোমরা তো জানেন যে, সোনা ক্ষয় হয়া গেইলেও উয়াক অগুনত ছুবিয়া খাটি করি নেওয়া হয়, কিন্তু এইটা মনে থোন, সোনার চায়াও তোমারলার বিশ্বাসের দাম ম্যেলা গুণ বেশী।

৮ যদিও তোমরালা যীশু খ্রীষ্টক দেখেন নাই, তাঙো উয়াক পিরিত করির ধরচেন। এলাও যদিও তোমরালা উয়াক দেখির পান নাই, তাও উয়াক বিশ্বাস করেন, আর যে আনন্দ তোমারলার মনত আসিচে সেইটা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। আর যে আনন্দ স্বর্গীয় মহিমায় ভরপুর, সেই আনন্দে তোমরালা আত্মহারা হবার ধরচেন;

৯ ক্যেনেনা তোমারলার মুক্তির বাদে বিশ্বাসের শ্যেষ ফল তোমরালা পাবার যাবার ধরচেন।

১০ যে মুক্তি তোমরালা লাভ করির কতা, ভাববাদীলা সেই কতা তো অনেক দিন আগতে কয়া গেইচে। উমরালা মুক্তির সমন্ধে

জানির বাদে যতন করিয়া খোজ খবর করির ধরছিলেক।

১১ য্যেলা উমারলার অন্তরত যীশু খ্রীষ্টের আত্মা আগতে সাক্ষ্য দিয়া কয়া গেইচে, খ্রীষ্টক দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির নাগিবে, তার পাছত উয়ায় মহিমা লাভ করিবে। ভগবানের খবরিয়ালা জানির চাইচে, খ্রীষ্টের সেই আত্মা কোন সমায় আর ক্যেমন অবস্থার কতা উমারলাক জানাইছিলেক।

১২ কিন্তুক ভগবান উমারলাক জানাইচে, ইয়াতে বোঝা যায় নিজের সেবা না করিয়া উমরা তোমারলার সেবা করিচিলেক। স্বর্গ থাকি প্যেঠা পবিত্র আত্মার চালনাত যায় যায় তোমারলারটে খ্রীষ্টের ভাল খবর প্রচার করিচে, উমরালা সউগ কতা তোমারলাক জানাইচে। এমন কি, সেই কতালা স্বর্গদূতলাও জানির বাদে আগ্রহ আছিলেক।

১৩ এই বাদে তোমারলার মন চ্যেতন কর আর নিজের মন দমন রাখেন। য্যেলা যীশু খ্রীষ্ট আসিবে স্যেলা তোমরালা দয়া পাবেন। আর সেই দয়া পাবার বাদে মনত সউগ আশা নিয়া বাচ্চে রন।

১৪ ভগবানের বাধ্য ছাওয়া হিসাবে তোমরা তোমারলার আগের বেয়া মনোভাব নিয়া জীবন কাটান না, স্যেলা তো তোমরা ভগবানক চেনেন নাই।

১৫ বরং তার চায়া যায় তোমারলাক ড্যেকাইচে উয়ায় যেই নাকান পবিত্র, তোমরালাও চালচলনে ঠিক উয়ার নাকান পবিত্র হন।

১৬ আর ভগবান পবিত্র শাস্ত্রত কইচে, “তোমারলাক পবিত্র হবার নাগিবে, ক্যেনেনা মুই পবিত্র।”

১৭ ভগবান কারো মুখের ভিতি চায়া দেখে না, ক্যেনেনা উয়ায় সউগ মানষির কাম অনুযায়ী বিচার করে। এই বাদে তোমরালা উয়াক যদি বাবা কয়া ড্যেকান, তাইলে এই দুনিয়াত যত দিন বৈদেশী হয়া আছেন, ততদিন উয়ার ভয়ে ভক্তি ভরে তোমরালা জীবন কাটান।

১৮ তোমরালা জানেন, জীবনের ঘাটাত চলির বাদে বাপ-ঠাকুরদাদারটে পাওয়া ফলহীন আদর্শ থাকি তোমরালা মুক্তি পাইচেন। আর সেই মুক্তি সোনা, রূপার নাকান খয় হয়া যাওয়া কোন জিনিস থাকি পান নাই।

১৯ কিন্তুক তোমরালা মুক্তি পাইচেন, নির্দোষ আর নিখুঁতিয়া ভেড়ার বাচ্চার নাকান যীশু খ্রীষ্টের দামী অক্ত দিয়া।

২০ সেইটা ঠিক করা হইচে দুনিয়া সিজ্জনের আগত, কিন্তুক এই শ্যেষ কালত যীশু খ্রীষ্ট তোমারলার বাদে এই দুনিয়াত আসিলেক।

২১ ভগবান উয়াক মরণ থাকি বত্তে তুলিয়া ভগবানের মহিমা দান করিচে। খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া তোমরালা ভগবানক বিশ্বাস করিচেন। সেই বাদে তোমারলার বিশ্বাস আর আশা ভগবানের উপরত আছে।

২২ এলা তোমরালা সচাং শিক্ষালাক মানি নিয়া তোমারলার অন্তরের ছুয়া জিনিসলা ধুইয়া ফ্যেলাইচেন, আর সেই বাদে

তোমরালা ভন্ডামি না করিয়া ভাইয়ের মতন অন্তর দিয়া পিরিত কর। এই বাদে তোমরালা গুরুভাইলার একে অপরের আপন হইচেন।

২৩ ধ্বংস হওয়া বিচি থাকি তোমরালার নয়া জন্ম না হয়, যে বিচি কোন দিন ধ্বংস হয় না সেই বিচি থাকি তোমারলার জন্ম হইচে। আর সেই বিচি হইলেক, ভগবানের চিরকালের জীবন্ত বাইক্য।

২৪ এই বাদে পবিত্র শাস্ত্রত নেখা আছে, সউগ মানষি ঘাসের নাকান, আর ঘাসের ফুলের নাকান উমারলার গৌরব; এক দিন ঘাস শুকি যায়, স্যেলা ফুলও ঝরি পড়ে;

২৫ কিন্তুক ভগবানের বাইক্য চিরকালে বত্তি রয়। আর এই বাইক্যই ভাল খবর, যা তোমারলারটে প্রচার করা হইচে।

২ অইন্যের ক্ষতি করির সউগ নাকানের ইচ্ছা, সউগ নাকানের ছলনা, ভন্ডামি, হিংসা, সউগ নাকানের গেলানির কতা-বার্তা তোমারলার অন্তর থাকি দূর করি দেও।

২ এই মাত্র জন্মা ছাওয়ার নাকান হন, তোমারলার আধ্যাত্মিক উন্নতির বাদে খাটি দুধ মনে পরানে চাও। সেই দুধ খায়া তোমরালা বাড়ি উঠিবেন আর মুক্তিও পাবেন।

৩ আর তোমরালা ইয়াতে প্রভুর সেই দয়ার গুণের স্বাদ পাইচেন।

৪-৫ এমন একটা বত্তা শিল আছে যাক ভগবান বাছাই করিচে, আর উয়ার চখুত এইটা খুব দামী, কিন্তু মানষিলা উয়াক মানি নেয় নাই। আর এই বত্তা শিলটায় হইলেক যীশু; তোমরালা যায় যায় এই বত্তা শিলটার বগলত আসিচেন, তোমারলাক দিয়া বত্তা শিলের মত ভগবানের আত্মিক মন্দির বানা হবার ধরচে। সেই বাদে তোমারলাক বামন হিসাবে ভগবানের বাদে যুদা করা হইচে, যাতে তোমরালা আত্মিক বলিদান সঁপে দিবার পান, সেই বলিদান যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া ভগবান মানি নেয়।

৬ শাস্ত্রত এই কতা নেখা আছে, দেখ, মুই একটা দামী শিল বাছাই করি নিচুং; আর সেইটা সিয়োনের এক কোণাত ভিটির শিল হিসাবে থাপন করিচুং। যায় উয়াক বিশ্বাস করিবে, উয়ায় কোনো মতে শরম খাবে না।

৭ তোমরালা বিশ্বাস করিচেন বুলিয়া সেই শিল তোমারলারটে দামী, কিন্তুক যায় যায় বিশ্বাস করে নাই, উমারলারটে এই শিলটার কোন দাম নাই। যেই নাকান শাস্ত্রত নেখা আছে: রাজ মিস্ত্রিলা যে শিলটাক বাতিল করিচে, সেইটাই সউগ চাইতে দরকারি শিল হইলেক।

৮ এইটাও নেখা আছে: এইটা এমন একটা শিল যে, মানষি সেইটাত উষ্টা খাবে, আর এই শিলটা হবে মানষির উষ্টা খাবার কারন। মানষি ভগবানের বাইক্যের অবাধ্য হয় বুলিয়া উষ্টা খায়, আর সেইটা হইলেক ভগবানের পরিকল্পনা।

[৯] তোমারলাক দিয়া বানা হইচে বামনের এক রাজ্য, ক্যেনেনা তোমরালা ভগবানের বাছাই করা গুষ্টি। ভগবান তোমারলাক মনের মত যুদা করা জাতি বানাইচে, আর তারে বাদে উয়ার আপনজন হইচেন। যায় তোমারলাক আন্ধার ঘাটা থাকি অচানক আলোর এদি ড্যেকে আনিচে, এই বাদে তোমরালা উয়ারে গুণগান করো।

[১০] এলা তোমরালা ভগবানের মানষি হইচেন, কিন্তু এক সমায় তো আছিলেন না। এক সমায় ভগবানের দয়া পান নাই, কিন্তু এলা দয়া পাইচেন।

[১১] ও মনের মত সখার ঘর, মুই তোমারলাক অনুরোধ করির ধরচুং যে, এই দুনিয়াত তোমরালা বিদেশী বুলিয়া অল্প দিনের বাদে আসিচেন। পাপ-স্বভাবের কামনা-বাসনা থাকি তোমরালা দূরত রন। এইলা তোমার আত্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

[১২] ভগবানক যায় যায় জানে না উমারলার মইদ্ধোত তোমরা সৎ হয়া চল, যাতে অন্যায়কারি কয়া তোমারলার নিন্দা করিলেও তোমারলার ভাল কামলা দেখ। আর বিচারের দিনে উমরা ভগবানের প্রশংসা করিবে।

[১৩] তোমরালা প্রভুর প্রতি বাধ্য হয়া মানষির নিয়োগ করা শাসনকর্তালার বাধ্য হয়া থাকেন, রাজা প্রধান বুলিয়া উয়ার অধীনে থাকেন।

১৪ অন্যায়কারীলাক শাস্তি দিবার আর যায় ভাল কাম করে উমার গুণগান করির বাদে রাজা যে শাসনকর্তালাক প্যেঠায় উমারো অধীনে থাক।

১৫ ভগবানের ইচ্ছা এই যে, তোমরালা ভাল কাম করিয়া ভোদাই মানষিলা উমারলার নির্বুদ্ধিয়ার নাকান কতা বন্ধ করি দেও।

১৬ স্বাধীন মানষি হিসাবে জীবন কাটান, দুষ্টামি চাপা দিবার বাদে সেই স্বাধীনতা ব্যবহার করেন না। তার বদলে ভগবানের সেবক হিসাবে জীবন কাটান।

১৭ সউগ মানষিক মান দিয়া চল, তোমরালা গুরু ভাইলাক পিরিত কর, আর ভগবানক ভয় খাও, রাজাকো মান দিয়া চল।

১৮ চাকরলাক কং, তোমরালা মালিকোক সন্মান দিয়া উয়ার নিয়ম মানি চল। যায় ভাল আর দয়ালু খালি উয়াক মানি চলিলে হবে না, যেই মালিক কঠুর উয়াকও সন্মান দিবার নাগিবে।

১৯ যদি কাঙো অন্যায্য ভাবে কষ্ট ভোগ করে আর ভগবানক ফম থুইয়া সেইলা সহ্য করে, তাইলে ভগবানের চখুত সেইটা গুণগানের যোগ্য।

২০ আর কোন বেয়া কাম করিয়া যদি ডাং খান, সেইলা সহ্যও করেন, তাইলে কি তোমরালা কোন দিন গুণগান পাবেন? কিন্তু যদি তোমরালা ভাল কাম করিয়াও দুঃখ-কষ্ট ভোগ করি সহ্য করেন, স্যেলা ভগবানের চখুত সাব্বাসির বিষয়।

২১ এই বাদে ভগবান তোমারলাক ড্যেকাইচে, ক্যেনেনা খ্রীষ্ট তোমারলারটে এক নমুনা থুইয়া গেইচে, উয়ায় তোমারলার বাদে দুঃখ-ভোগ করিচে। যাতে তোমরালা ঐ আদর্শ মনত নিয়া উয়ার মত চলির পান,

২২ "যার মুখত কোন ছল চাতুরী কতা আছিলেক না, আর যায় কোন দিনও পাপ করে নাই।"

২৩ য্যেলা মানষি খ্রীষ্ট যীশুক অপমান করিচে, স্যেলা উয়ায় কাঙোকে কোন দিন অপমান করে নাই। আর দুঃখ ভোগের সমায় কাঙোরো বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিবার বাদে ভয়ও দেখায় নাই। কিন্তুক যায় ন্যায় বিচার করে উয়ার হাতত নিজক সঁপে দিচে।

২৪ আর যীশু ক্রুশত নিজের দেহা সঁপে দিয়া হামারলার সউগ পাপের বোঝা উবাইলেক, যাতে করি হামরা পাপের ঘাটা থাকি ফিরি আসিয়া নির্দোষ জীবন যাপন করি। উয়ার দেহার আঘাত তোমারলাক সুস্থ করিচে।

২৫ তোমরা ভুল ঘাটাত যাওয়া ভেড়ার নাকান, কিন্তুক তোমরা এলা তোমারলার মনের রাখোয়াল আর দেওয়ানীরটে ফিরি আসচেন।

৩ সেই নাকান করি তোমরালা যায় যায় ভার্জা, নিজের নিজের সোয়ামির অধীনে চল, উমারলার মইদ্ধে কাঙো কাঙো ভগবানের বাইক্যত বিশ্বাস না করিলেও তোমারলার চালচলন যাতে

উমারলাক খ্রীষ্টের ভিতি টানে। ইয়াতে তোমারলাক একটা কতাও কবার নাগবে না। ক্যেনেনা উমরালায় তোমারলার পবিত্র জীবন আর ভগবানের পতি ভক্তি দেখির পাবে।

৩ নানা নাকানের দামী জিনিস দিয়া সাজিয়া চুলির বেনীর খোপা, গয়নাগাটি আর ভাল ভাল কাপড়-চোপড় পিন্দিয়া বায়রার সাজ পোশাক দিয়া নিজক সাজেবার বাদে ব্যস্ত না হন,

৪ বরং তোমরালা যদি নিজক নষ্ট না হওয়া নরম আর শান্ত স্বভাব দিয়া তোমারলার অন্তরক সাজান, ভগবানের চখুত সেইটায় দামী হবে।

৫ আগের কালত ভগবান ভক্ত ভার্জালা ভগবানের উপরা ভরসা থুইয়া নিজেই সুন্দরী সাজিচে। উমরালা নিজ নিজ সোয়ামির অধীনত থাকিয়া এই নাকান করি নিজক সাজাই ছিলেক।

৬ যেমন শ্রীমতি সারা অব্রাহামের অধীন থাকিয়া উয়াক প্রভু বুলি ড্যেকাইচে। তোমরালা যদি ভীতু না হয়া যেইটা ঠিক সেইটায় করেন, তাইলে প্রমাণ হবে যে, তোমরালা সারার যোগ্য ছাওয়া।

৭ ঠিক একে নাকান সোয়ামীলাও, তোমরালা বুদ্ধি বিচার করি ভার্জার নগত সংসার করো। উমরালা তোমার জীবনের সঙ্গী, আর উমরালাও তোমারলার নগত ভগবানের দয়ার দান হিসাবে জীবন পাবে। ভার্যালা তোমারলার তুলনায় দুর্বল পাত্র, এইবাদে উমারলাক সন্মান দিয়া চল যাতে তোমারলার প্রার্থনাত বাধা না পায়।

৮ তোমারলাক কবার ধরচুং, সগায় একমনা হন। তোমরালা একে অপরের দুঃখে দুঃখী হন, ভাই-বইনিলার সোদে পিরিতির ভাব দেখেয়া দয়ালু আর নম্র হন।

৯ যায় তোমারলাক গালি পারে উয়াক তোমরালা ফিরিয়া গালি পারেন না, আর যায় তোমারলার পতি অন্যায় করে, তোমরালা উয়ার অন্যায়ের বদলে পতিশোধ নেন না। বরং প্রার্থনা করি উমার বাদে আশুর্বাদ চাও, ক্যেনেনা ভগবান তোমারলাক আশুর্বাদ দিবার বাদে ড্যেকাইচে।

১০ শাস্ত্রত নেখা আছে, যায় সুখী জীবন কাটের চায়, আর ভাল দিন দেখিবার আশা করে, বেয়া কতা থাকি উয়ায় জিবাক দূরত থুক, আর ঠোটক ছল-চাতুরী কতা থাকি সামলাউক।

১১ উয়ায় বেয়া কাম থাকি দূরত থাকুক, আর ভাল কাম করুক; শান্তির চেষ্টা করুক, উয়ার পাছ না ছাড়ুক।

১২ ক্যেনেনা যায় যায় সঠিক ঘাটা দিয়া চলে, প্রভুর নজর উমার ভিতি আছে, উমারলার প্রার্থনা শুনির বাদে উয়ার কান খোলায় আছে; কিন্তুক যায় যায় বেয়া কাম করে, প্রভু উমার বিরুদ্ধে খাড়া হয়।

১৩ যদি তোমরালা ভাল কাম করির বাদে আকুল হন তাইলে কায় তোমার ক্ষতি করিবে?

১৪ ভগবানের ইচ্ছামত চলির যায়া যদি তোমরালা কষ্টভোগও করেন, তাইলে তোমরালা ভগবানের আশুর্বাদ পাবেন। যায় যায়

তোমারলাক দুঃখ-কষ্ট দেয়, তোমরা উমারলার ভয়ে ভীতু না হন, আর অস্থিরও না হন,

১৫ বরং খ্রীষ্ট যীশুক প্রভু হিসাবে অন্তরত জাগা দেও। যদি কাঙোয় তোমারলার আশা-ভরসা নিয়া প্রশ্ন করে, তাইলে উয়াক জবাব দিবার বাদে সউগ সমায় সাজিয়া রন, কিন্তু এই জবাব নত-নম্র হয়া শ্রদ্ধা করি দেন।

১৬ তোমারলার বিবেক ঝকঝকা থোন, যাতে খ্রীষ্টের মানষি বুলিয়া তোমারলার ভাল চাল-চলনের যায় যায় নিন্দা করে, উমরা যেনে নিন্দা করিচে বুলিয়া শরম খায়।

১৭ বেয়া কাম করিয়া কষ্ট পাওয়ার চায়া বরং ভগবানের ইচ্ছায় ভাল কাম করি কষ্ট পাওয়া শত গুণে ভাল।

১৮ হামারলার সউগ পাপের বাদে খ্রীষ্ট একবারেই মরছিলেক। এই নির্দোষী মানষিটা দোষী মানষিলাক ভগবানেরটে নিয়া যাবার হামার পাপের বাদে নিজের জীবন ক্রুশত সঁপে দিলেক। উয়াক শরীলের দিক দিয়া মারি ফ্যেলা হইচে, কিন্তুক আত্মায় উয়াক জীবন দেওয়া হইচে।

১৯ আর উয়ায় আত্মাতে যায়া বন্দী আত্মালারটে প্রচার করিচিলেক।

২০ ম্যেলা দিন আগের কতা, য্যেলা ভগবান নোহের জাহাজ গড়ের সমায়ে ধৈর্য ধরি বাচ্চে আছিলেক, স্যেলা যায় অবাধ্য

হইছিলেক এই আত্মালা উমারেই। সেই জাহাজত মাত্র অল্প কয়জন, মাত্র আটজন বানা থাকি রক্ষা পাইচে।

২১ আর সেই জল দীক্ষা দেওয়ার নাকান যা এলা তোমারলাক দেয়। জলের দীক্ষা যে তোমারলার মইলা দূর করে তা কিন্তুক না হয়; এইটা হইলেক ভগবানেরটে সৎ বিবেক রক্ষা করির একটা নমুনা। যীশু খ্রীষ্টের মরণ থাকি ফির বত্তি উঠার মইদ্ধো দিয়া তোমারলাক মুক্ত করা হয়।

২২ প্রভু যীশু স্বর্গ গেইচে আর ভগবানের ডাইন পাকে আছে, স্বর্গদূতলা, ক্ষমতাবানলা আর অধিকারিলা উয়ার অধীনত আছে।

৪ এই বাদে কবার ধরচুং যে, যীশু খ্রীষ্ট মরার সমায় য্যেলা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিলেক, স্যেলা তোমরালাও একে নাকান করি একে মন নিয়া মনটাক গড়ান। ক্যেনেনা যায় দেহাত দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, তাতে জানা যায় উয়ায় পাপের ঘাটা ছাড়ি দিচে।

২ এই বাদে এই দুনিয়াত শ্যেষ জীবনটা উয়ায় দুনিয়ার লোভ নালসার তৃপ্তি করি কাটায় না, ভগবানের ইচ্ছা পালন করি কাটায়।

৩ যায় যায় ভগবানক জানে না উমারলার নাকান তোমরালাও আগত যথেষ্ট বেয়া কাম করি, বিশৃঙ্খল জীবন, বেয়া কামনা-বাসনার মইদ্ধোত থাকি, মদ খায়া মাতলামি, রং তামশা করি আর প্রতিমা পূজা করি জীবন কাটাইচেন।

৪ এলা সেই মানষিলা দেখিয়া অচানক হয়, তোমরালা উমারলার বিশৃঙ্খল জীবন মানি নিয়া উমারলার সোদে একটে হন নাই। এই বাদে উমরালা তোমারলার বিরুদ্ধে নিন্দা করিয়া কতা কয়।

৫ কিন্তুক যায় বত্তা আর মরা মানষিলার বিচার করির বাদে সাজি আছে, উয়াকে উমার হিসাব দিবার নাগিবে।

৬ আর মরা মানষিলারটেও তো যীশুর ভাল খবর প্রচার করা হইচে, যেন উমরালাও দেহা ধারি মানষির নাকান বিচার করা হইলেও, আত্মায় উমরালা যাতে ভগবানের সাথে বত্তি থাকির পায়।

৭ এলা সউগলার শ্যেষ কাল বগলত আসিচে। সেই বাদে তোমারলার মন থির কর আর নিজক দমনে রাখ যাতে প্রার্থনা করির পান।

৮ আর সউগ চাইতে ভাল কতা হইলেক, তোমরালা একে অপরক মন দিয়া পিরিত কর, ক্যেনেনা ম্যেলা পাপ থাকিলেও পিরিত সেই পাপ ঢাকি থোয়।

৯ কোনো নাকান বিরক্ত বোধ না করিয়া তোমরালা একে অপরক সাগাই হিসাবে গ্রহন কর।

১০ আর পতিটা মানষি নানা নাকানের বরদান পায়া শিষ্য হয়া কাম করির ধরচে। আর সেইলা একে অপরের সেবা করির বাদে ব্যবহার কর।

[১১] যদি কাঙো প্রচার করির বরদান পায়, ভগবান নিজের মুখে যে কতা কইচে, উয়ায় সেই নাকান করি প্রচার করুক। কাঙোয় যদি সেবা করির বরদান পায়, উয়ায় ভগবানের দেওয়া বরদান দিয়ায় সেবা করুক। যেনে যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া সউগ কিছুতে ভগবানের গৌরব হয়। সউগ মহিমা আর শক্তি চিরকাল উয়ারে। আমেন।

[১২] ও মনের মত সখার ঘর, তোমারলাক এলা অগুনের মইদ্ধোত যাচাই করা হবার ধরচে, ইয়াতে অচানক হন না যে, তোমারলার উপরত আজব কিছু হবার ধরচে।

[১৩] তোমরালা যে খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্টের ভাগীদার হবার ধরচেন, এই বাদে আনন্দ কর, যেলা উয়ায় আপন মহিমায় প্রকাশিত হবে, স্যেলা তোমরাও আনন্দে ভরপুর হও।

[১৪] খ্রীষ্টের বাদে যদি তোমরালা অপমানিত হন তাইলে তোমরালা আশুর্বাদ পাইচেন, ক্যেনেনা ভগবানের মহিমার আত্মা তোমারলার উপরাত আছে।

[১৫] তোমারলার মইদ্ধে কাঙো খুনী, চোর, অন্যায়কারি হয়া বা এমন কি অইন্যের কামত নাক গলেয়া দুঃখ-কষ্ট ভোগ না করুক।

[১৬] কিন্তুক যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য হয়া কাঙো যদি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, ইয়াতে উয়ায় শরম না খাউক, বরং তোমরা যীশু খ্রীষ্টের মানষি বুলিয়া ভগবানের গুণগান কর।

[১৭] ফম থোন, বিচার শুরু হবার সমায় আসিচে, আর সেইটা শুরু হবে ভগবানের পরিবারের মানষিলার থাকি। আর সেই বিচার যদি হামারলার থাকি শুরু করা হয়, তাইলে যায় যায় ভগবানের দেওয়া ভাল খবর মানি নেয় নাই, উমারলার দশা কি নাকান হবে?

[১৮] শাস্ত্রত নেখা আছে, সঠিক ঘাটা দিয়া চলা মানষিলার মুক্তি পাওয়া যদি এত কঠিন হয়, তাইলে যায় যায় ভক্তিহীন আর পাপী, উমারলার দশা কি নাকান হবে?

[১৯] এইবাদে যায় যায় ভগবানের ইচ্ছায় দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে, উমরালা সৎ আচরন করিতে করিতে নিজের নিজের পরান সিজ্জন কর্তার হাতত সঁপে দেউক।

৫ খ্রীষ্টের যে গৌরব প্রকাশ হবে, মুই উয়ার ভাগীদার, আর খ্রীষ্টের দুঃখ-কষ্ট ভোগের বাদে মুই সাক্ষী। সেই বাদে তোমারলার মাঝত যায় যায় সমিতির দেওয়ানী, মুই উমারলাক এক জন দেওয়ানী হিসাবে উপদেশ দিবার ধরচুং,

[২] তোমারলার মাঝত ভগবানের যে ভেড়ার দল আছে, তোমরালা উয়ার দেখাশুনা কর। দেখাশুনা করা মানে, উমারলাক যে জোর করি দেখাশুনা করির কওয়া হবার ধরচে সেইটা না হয়, বরং নিজের ইচ্ছাতেই কর, ভগবান তোমারলারটে সেইটায় চায়। লাভের আশায় এই কাম করেন না, কিন্তুক আগ্রহ নিয়া কর।

৩ তোমারলার নিচা পদত যায় যায় কাম করে, উমারলার মালিক না সাজেন, বরং এমন হন যাতে তোমারলাক দেখিয়া উমরালা শিখির পায়।

৪ আর যেয়লা প্রধান রাখোয়াল দেখা দিবে, সেয়লা তোমরালা জয়ের মালা হিসাবে মহিমার ভাগীদার হবেন। আর সেটা কোনো দিনও শেষ হবে না।

৫ একে নাকান করি গাবুর চেংড়ালা, তোমরালাও দেওয়ানীলার অধীনে থাক। তোমরা সগায় নত-নম্র হয়া একে অপরের সেবা কর, ক্যেনেনা শাস্ত্রের কতা মতন, “ভগবান অহংকারীলার বিরুদ্ধে খাড়া হয়, কিন্তুক নত-নম্র মানষিলাক দয়া করে।”

৬ সেই বাদে ভগবানের ক্ষমতার আগত নিজক নত কর, যাতে সঠিক সমায়ে উয়ায় তোমারলার মাথা উচা করে।

৭ তোমারলার সউগ চিন্তা-ভাবনার ভার ভগবানের উপরাত দেও, ক্যেনেনা উয়ায় তোমারলার বাদে চিন্তা করে।

৮ সউগ সমায় সাবধান থাকো আর নিজক দমনে রাখ। ক্যেনেনা তোমারলার শত্রু শয়তান সিংহের নাকান করি কাক যে খায়া ফ্যেলাবে, তারে বাদে উয়ায় চান্দে বেড়ের ধরচে।

৯ শয়তানের বিরুদ্ধে খাড়া হবার চাইলে বিশ্বাসে থির থাকির নাগিবে। ক্যেনেনা তোমরা জানেন যে, গোটায় দুনিয়াত তোমারলার গুরু ভাইলা একে নাকান দুঃখ-কষ্ট ভোগ করির ধরচে।

[১০] যায় সউগ নাকান দয়া করার ভগবান, উয়ায় তোমারলাক চিরদিনের গৌরবের ভাগীদার হবার বাদে ড্যেকাইচে। ক্যেনেনা তোমরালা খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হইচেন। তোমরালা অল্প কয় দিন দুঃখ-কষ্ট ভোগ করিবার পাছত ভগবান নিজেই তোমারলাক পাকাপোক্ত করিবে, থির থুবে, সবল বানাইবে আর শক্ত ভিটির উপরা তোমারলাক খাড়া করাইবে।

[১১] উয়ার ক্ষমতা চিরকালে থাকুক। আমেন।

[১২] মুই যাক গুরু ভাই মনে করং, উয়ার নাম শিলাস, আর উয়াক দিয়া মুই এই চিঠি খানত অল্প কতা তোমারলারটে নেখিলুং, যেনে মুই তোমারলাক উৎসাহ দিবার পাং আর ভগবানের সচাং দয়ার সাক্ষ্য তোমারলাক দিবার পাং। এই বাদে তোমরালা ভগবানের এই দয়ার মইদ্ধো দিয়া থির থাকি বসবাস কর।

[১৩] তোমারলার সাথে ভগবান যাক যাক বাছাই করি নিচে, বাবিলের এটেকার সমিতির মানষিলাও তোমারলাক পিরিতি জানাইচে, আর মোর বেটা মার্কও তোমারলাক মঙ্গল কামনা করিয়া পিরিতি জানাইচে।

[১৪] পিরিতির মনভাব নিয়া তোমরালা একে অপরক মঙ্গল কামনা জানান। তোমরালা যায় যায় খ্রীষ্টের নগত যুক্ত হইচেন, তোমারলার উপরা শান্তি নামি আসুক॥

২ পিতর

১ মুই শিমন পিতর, যীশু খ্রীষ্টের এক জন চাকর আর বাছাই করা খবরিয়া। হামারলার ভগবান আর মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্ট ন্যায়বান, সেই বাদে তোমরালাও হামারলার নাকান দামী বিশ্বাস পাইচেন। এই বাদে মুই তোমারলারটে এই চিঠিখান নেখির ধরচুং।

২ ভগবান আর প্রভু যীশুক ভাল করি জানির ফলে তোমারলার উপরা বেশী করি দয়া আর শান্তি নামি আসুক।

৩ যীশু উয়ার নিজের মহিমা আর ভাল গুণের মইদ্ধো দিয়া হামারলাক ড্যেকাইচে। হামার যীশু খ্রীষ্টের জ্ঞান দিয়া, উয়ার আধ্যাত্মিক ক্ষমতা দিয়া সউগ জিনিস হামারলার যেইলা দরকার সেইলা দান করিচে। যাতে ভগবানের ইচ্ছাতে জীবন যাপন করির পারি।

৪ সেইলা দিয়া হামারটে মূল্যবান মহান প্রতিজ্ঞা করি হামারলাক দিচে, ইয়ার উদ্দেশ্য হইলেক, মানষির বেয়া চিন্তা ভাবনার কারনে দুনিয়াত যেই বেয়া জিনিস জমা হইচে, সেইলার থাকি যাতে বিরি আসির পান, ভগবানের স্বভাবের ভাগীদার হন।

৫ এই বাদে খুব আগ্রহী হয়া তোমারলার বিশ্বাস বাড়েয়া ভাল স্বভাব, ভাল স্বভাবের সোদে জ্ঞান বাড়ান,

৬ জ্ঞান বাড়েয়া নিজক দমন কর আর নিজক দমনে থুইয়া ধৈর্য ধর। ধৈর্য বাড়েয়া ভগবানক ভক্তি কর।

৭ অন্তরত ভক্তি বাড়েয়া ভাই-বইনিলাক অন্তরঙ্গ বাড়াও আর অন্তরঙ্গ বাড়েয়া পিরিতি কর।

৮ যদি তোমারলার অন্তরত এই সউগ গুণ থাকে আর সেইলা যদি উথুলি পরে, তাইলে প্রভু যীশু খ্রীষ্টক জানিবার কাম তোমারলার বিফল আর অকামের হবে না।

৯ আর যে মানষিলার অন্তরত এই গুণলা নাই উয়ায় বেশী দূর দেখির পাবে না। ক্যেনেনা উয়ায় চখু থাকিতেও কানা। উয়ায় ভুলি গেইচে যে, উয়াক আগত পাপ থাকি ক্ষমা করা হইচে।

১০ এই বাদে ভাই বইনিলা, ভগবান যে তোমারলাক ড্যেকাইচে আর বাছাই করি নিচে সেইলা নিশ্চিত করি তুলি ধরিবার আরো বেশী করি মনযোগ দেও। এইলা ভাল করি মনযোগ দিলে কোনো দিনও উষ্টা খাবেন না।

১১ স্যেলা হামারলার প্রভু আর মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টের চিরকালের শাসনত সোন্দের অধিকার তোমারলাক দেওয়া হবে।

১২ এই বাদে মুই সউগ সমায় এই বিষয় তোমারলাক ফম করি দিবার ধরচুং। সচাং তোমরালা তো এইলা জানেন আর যেই সইত্য তোমারলাক দেওয়া হইচে সেইটাত মজবুত থাকেন।

১৩ কিন্তুক মুই মনে করং যে, যত দিন মুই মাটির দেহা নিয়া থাকিম ততদিন মোর উচিত এই বিষয়লাত তোমারলাক জাগেয়া

তোলা।

১৪ ক্যেনেনা মুই আর বেশী দিন এই দেহা নিয়া থাকিম না, সেইটা প্রভু যীশু মোক ভাল করি জানে দিচে।

১৫ মোর মরণের পাছত যাতে তোমরালা এইলা বিষয় মনত ধরি থুবার পান, মুই এই বাদে মরণ বত্তন চেষ্টা করিম।

১৬ হামারলার প্রভু যীশুর শক্তি আর উয়ায় ফির আসিবার সমন্ধে তোমারলাক যেইলা জানে যাবার ধরচি, সেইলা হামরা কোনো নাকান ফাকুয়া গল্প কই নাই। হামরালা উয়ার মহিমা নিজের চখু দিয়া দেখচি।

১৭ "ইয়ায় মোর মনের বাছাই করা বেটা, ইয়ার উপরা মুই সন্তুষ্ট," স্বর্গের এই বাণীর মইদ্ধো দিয়া জানা যায় যে, উয়ায় স্বর্গের বাপ ভগবানেরটে থাকি মান সন্মান গৌরব লাভ করিচে।

১৮ যে্যেলা হামরালা উয়ার সোদে সেই পবিত্র পাহাড়ত আছিলং, সে্যেলা স্বর্গ থাকি এই বাণীলা নিজের কানে শুনছিলং।

১৯ ভগবানের খবরিয়ালা যেইলা কতা কইচে, হামরা সেইলা বিষয়ে নিশ্চিত, ঐলা বিষয়ত তোমারলার মনযোগ দেওয়া দরকার। উমরা যেইলা কইচে, সেইলা হইলেক আন্ধার জাগাত ভইভইয়া আলোর নাকান, খ্রীষ্ট তোমারলার অন্তরত ভোরের তারার নাকান আলো দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত আন্ধার ততক্ষণ পর্যন্ত আলো দেয়।

[২০] তাইলে এই গুরুত্বপূর্ণ কতাটা ফম থোন যে, শাস্ত্রের মইদ্ধোত ভগবানের কোনো কতা ভগবানের খবরিয়ালার নিজের মন গড়া বিষয় না হয়।

[২১] ক্যেনেনা কোন ভাববাদী নিজের ইচ্ছামত কোনো ভাববাণী কয় নাই, কিন্তুক পবিত্র আত্মার চালনায় ভগবানের দেওয়া কতালা কইচে।

২ কিন্তুক ইস্রায়েলীলার মইদ্ধোত যেমন ভন্ড ভাববাদী আছিলেক, তেমন তোমারলার মইদ্ধোত ভন্ড গুরুও থাকিবে। উমরালা গোপনে এমন ভুল শিক্ষা নিয়া আসিবে যেইলা মানষির জীবন ধ্বংস করিবে, এমন কি উমারলাক যেই প্রভু অক্ত দিয়া কিনি মুক্ত করিচে তাকো অস্বীকার করিবে। এই নাকান করি উমরালা খুব তারাতারি নিজের উপরা ধ্বংস ড্যেকে আনিবে।

[২] ম্যেলো মানষি ভন্ড গুরুলার লম্পটতা দেখা দেখি উমারলার ঘাটাত চলিবে। উমারলার বাদে মানষিলা সচাং ঘাটার নিন্দা করিবে।

[৩] লোভ নালসার বশত পরি ছল চাতুরির কতা কয়া উমরালা নিজের নিজের বাদে তোমারলাক কামত নাগাবে। উমারলার শাস্তি উমারলার উপরা ম্যেলো দিন ধরি ঝুলির ধরচে। উমারলার ধ্বংস যে আসিচে, সেইটা চুপ করি বসি নাই।

৪ ঠিক সেই নাকান করি যে্যেলা স্বর্গদূতলা পাপ করিচিলেক স্যেলা ভগবান উমারলাকও ক্ষমা করে নাই, বরং নরকের আন্ধারত বিচারের বাদে থুইয়া দিচে।

৫ আর উয়ায় পুরান দুনিয়াক দয়া করে নাই, যায় যায় ভগবানক ভক্তি করা বন্ধ করি দিচে, উমারলার উপরা জলের বানা আনছিলেক। কিন্তুক নোহ আর দোসরা সাত জনক ভগবান রক্ষা করিচে। এই নোহ প্রচার করিচিলেক যে, ভগবানের ইচ্ছা মতন চল।

৬ সদোম আর ঘমোরা গঞ্জের মানষিলাক ভগবান অগুন নাগেয়া ছোবা দিয়া ধ্বংস করি শাস্তি দিছিলেক। যায় যায় ভগবানক ভক্তি ভরে পিরিত করে নাই উমারলার অবস্থা সদোম আর ঘমোরার মত, সেইটা তোমারলার বাদে নমুনা।

৭ কিন্তুক ঐ গঞ্জ থাকি শ্রী লোটক ভগবান উদ্ধার করিচে। উয়ায় ভগবান ভক্ত আছিলেক, সেই গঞ্জের মানষিলা আইন-কানুন না মানিয়া লম্পটকারীর জীবন যাপন করিয়া লোটক যাতনা দিছিলেক।

৮ আর ঐ ভগবান ভক্ত মানষিটা দিনের পর দিন উমারলার সোদে থাকিয়া উমারলার কাম দেখছিলেক আর উমারলার কতাও শুনছিলেক। উমারলার আইন-কানুনের বিরুদ্ধে কাম দেখিয়া লোট অন্তরত খুব দুঃখ-কষ্ট পাইছিলেক।

৯-১০ এই নাকান ঘটনালা থাকি দেখা যায় যে, যায় যায় প্রভুক ভক্তি ভরে পিরিত করে, উমারলাক উয়ায় পরীক্ষাত পরিলেও রক্ষা করে। আর যায় যায় দুষ্ট আর বিশেষ করি যায় যায় পাপ স্বভাবের মন্দ ইচ্ছায় চলে, আর মহিমাময় অধিকারিলার আদেশ তুচ্ছ মনে করে, ভগবান উমারলাক শাস্তি দিবার বাদে বিচারের দিন পর্যন্ত ঠিক করি থুইচে। আর এই নাকান ভন্ড গুরুলা খুব সাহসী হয়। উমরালা নিজের ইচ্ছামত চলে আর স্বর্গের স্বর্গদূতলাক অপমান করিতেও ভয় খায় না।

১১ স্বর্গদূতলা শক্তি আর ক্ষমতাত বড় হয়াও ঐ ভন্ড গুরুলার বিরুদ্ধে প্রভুরটে কোনো নালিশ করে না, উমারলার সমন্ধে নিন্দা করে না।

১২ কিন্তুক এই ভন্ড গুরুলা চিন্তা ভাবনা হীন পশুর নাকান, উমারলার জন্ম হইচে ফান্দত পরির আর নাশ হবার বাদে। উমরা না বুঝিয়া নিন্দা করে। আর জঙলের পশুলার নাকান করি উমরালাও এক দিন নাশ হয়া যাবে।

১৩ উমারলার বেয়া কামের পাওনা শাস্তি পাবে। এই ভন্ড গুরুলা দিনের বেলা খাবারের ঘরত বসিয়া মদ খায়া মাতলামি করির আনন্দ পায়। যেলা উমরালা তোমারলার সোদে খাবার বইসে, স্যেলা হৈ-হল্লা করি মদ খাইতে খাইতে উমার কামনায় উমরা খাওয়া-দাওয়ার মইদ্ধো দিয়া নইজ্জা আর অসন্মান আনে।

[১৪] উমারলার চখু কামনা-বাসনায় আর ব্যভিচারে ভরা। উমরালা কোনো দিনও পাপ কাম করা বন্ধ করে নাই, দুর্বলমনা মানষিলাক লোভ দেখেয়া পাপের ফান্দত ফ্যেলায়। এই মানষিলার অন্তর লোভ নালসায় পাকা। এই বাদে উমারলার উপরা শাও নামি আসিবে।

[১৫] এই ভন্ড গুরুলা শ্রী বিয়োরের বেটা বিলিয়মের মত ভাল ঘাটা ছাড়িয়া বেয়া ঘাটাত গেইচে। উয়ায় বেয়া কামের বেতন পছন্দ করে।

[১৬] কিন্তুক বিলিয়ম উয়ার মন্দ কামের বাদে একটা বোবা গাধার ধমক খাইছিলেক। গাধা পশু হয়া ক্যেংকরি কতা কইলেক! এই গাধা মানষির নাকান করি কতা কয়া উয়ার পাগলামি বন্ধ করি দিলেক।

[১৭] এই ভন্ড গুরুলা শুকি যাওয়া ঝরনার নাকান, হুরকাত উড়িয়া বেড়া উড়ানি ম্যেঘের নাকান। উমারলার বাদে ঘোর আন্ধারের জাগা বানা আছে।

[১৮] ইমরালা ফাউকসালি বড় বড় কতা কয়া বেড়ায় আর মানষির মনত পাপ ভাব কামনা বাসনার ইচ্ছা জাগেয়া তোলে। উমরালা এই নাকান মানষিলাক ভুল ঘাটা দিয়া নিয়া যায় আর পাপের ফান্দোত ফ্যেলায় এইলা থাকি এলা বিরি আসিয়া আরো ঐলাতে যাবার ধরচে।

[১৯] আর এই ভন্ড গুরুলা স্বাধীনতা দিবার বাদে মানষিলারটে প্রতিজ্ঞা করিয়া এদিয়া উমরা নিজেই জঘন্য কামত বন্দী। ক্যেনেনা কাঙো যদি কোনো কিছুরটে হার মানে, তাইলে উয়াক উমারলার বন্দী হিসাবে থাকির নাগিবে।

[২০] যায় যায় প্রভু আর মুক্তিদাতা যীশু খ্রীষ্টক অন্তরত জ্ঞান লাভ করি দুনিয়া ধ্বংসের হাত থাকি বিরিয়া আসি আরো যদি উমরালা আগিলা পাপের জীবনত ফিরি পতন হয়, তাইলে উমারলার আগের দশার থাকি শ্যেষ দশা আরো বেয়া হবে।

[২১] যে পবিত্র শিক্ষা উমরালা লাভ করিচিলেক, যদি উমরালা সেই পবিত্র শিক্ষা থাকিয়া দূরত সারি যায় তাইলে উমারলার সেই সচাং ঘাটা না জানায় ভাল আছিলেক।

[২২] ফম থোন, একটা খনার বচন আছে, এইটা ভন্ড গুরুলার বাদে খাটে, "কুকুর নিজের বমি ফিরিয়া খায়, শুয়োরক হাজার বার গাও ধোয়াইলেও কাঁদোত গড়াগড়ি দেয়।"

৩ আদরের সখালা, তোমারটে এইখান মোর দ্বিতীয় চিঠি। মোর এই দুইখান চিঠিত তোমারলাক ফম করি দিয়া তোমারলার খাটি অন্তরত সচাং চিন্তা ভাবনা জাগেয়া তুলির চাং।

[২] আগিলা দিনলাত পবিত্র ভাববাদীলা যে কতালা কয়া গেইছিলেক, সেইলা আদেশ হামার প্রভু আর মুক্তিদাতার প্যেঠা

খবরিয়ালার মইদ্ধো দিয়া কওয়া হইচে। সেইলা তোমারলাক ফম করি দিবার চেষ্টা করির ধরচুং।

৩ পইলাতে তোমারলার বুঝির নাগিবে, শ্যেষকালে এইলা কতা মানষিলা শুনিয়া তোমারলারটে আসিয়া ঠাট্টা করিবে। উমরালা নিজের খেয়াল খুশি মত কামনা বাসনার হাবিলাস করিবে।

৪ স্যেলা উমরালা কয়া বেড়াবে, "উয়ায় যে আসিবার বাদে প্রতিজ্ঞা করিচিলেক, সেইটা কদ্দিন? দুনিয়া সিজ্জনের সমায় থাকি যেই নাকান চলির ছিলেক, সেই নাকান হামারলার বাপ ঠাকুরদার মরণের পাছত থাকি সৌগে তো একে নাকান চলির ধরচে।"

৫ এই মানষিলা ইচ্ছা করি ভুলি যায়, ম্যেলা দিন আগত ভগবান উয়ার বাইক্য দিয়া দ্যাওয়া সিজ্জন করিচিলেক, জল দিয়া আর জলের মইদ্ধো থাকিয়া এই দুনিয়া সিজ্জন হইছিলেক।

৬ সেই সমায় বানার জলে দুনিয়া ধ্বংস হইছিলেক।

৭ আর ভগবানের একেই বাইক্য দিয়া এলাকার দুনিয়া আর দ্যাওয়া ছোবা দিবার বাদে থোয়া হইচে। ভগবানক ভক্তি করে না এই মানষিলার বিচার আর ধ্বংসের দিন পর্যন্ত রক্ষা করা হবে।

৮ কিন্তুক আদরের সখালা, এই কতা ভুলি যান না, প্রভুরটে এক দিন এক হাজার বছরের সমান আর এক হাজার বছর এক দিনের সমান।

৯ কাঙো কাঙো মনে করে যে, প্রভু উয়ার প্রতিজ্ঞা পূরণ করির দেরি করির ধরচে। কিন্তুক সেইটা ভাবা ঠিক না হয়। ক্যেনেনা উয়ায় চায় না যে, কাঙো ধ্বংস হয়া যাউক। উয়ায় চায় যায় পাপ করিচে উয়ায় মন ফিরাউক।

১০ কিন্তুক প্রভু এক দিন চোরের নাকান করি আসিবে। সেদিন দ্যাওয়া হু হু শব্দ করি বিনাশ হয়া যাবে। চান, বেলা, তারা এইলা ছাড়াও এই দুনিয়া আর দুনিয়ার মইদ্ধোত যা কিছু আছে সউগে অগুনত ছোবা যাবে।

১১ এই নাকান করি য্যেলা সৌগে ধ্বংস হয়া যাবে, স্যেলা চিন্তা কর, কি নাকানের মানষি হওয়া দরকার। এই বাদে তোমারলার পবিত্র হয়া জীবন যাপন করা আর ভগবানের সেবার কাম করা উচিত।

১২ আর আকুল হয়া ভগবানের সেই দিনের বাদে বাচ্চে থাকা উচিত, যেদিন দ্যাওয়ার সউগ কিছু অগুন দিয়া ছোবা যায়া ধ্বংস হবে, চান, বেলা, তারা সৌগে অগুনে গলি যাবে।

১৩ কিন্তুক ভগবান হামারলার বাদে এক নয়া দ্যাওয়া আর একটা নয়া দুনিয়া সিজ্জন করিবে বুলিয়া কতা দিছিলেক। এই কতা পূরণ হবার বাদে হামরা বাচ্চে আছি, আর ওটেকোনা সগায় সৎ জীবন যাপন করে।

১৪ আদরের সখালা, তোমরালা এলা এইলা ঘটনা ঘটিবার বাদে বাচ্চে আছেন, ঐ দিন তোমরালা নিখুঁতিয়া আর খাটি হয়া আর

ভগবানের সোদে শান্তিতে থাকির পাবেন।

১৫ ফম থোন, মানষিক পাপ থাকি মুক্তির সুযোগ দিবার বাদে হামারলার প্রভু ধৈর্য ধরি আছে। হামার আদরের ভাই পৌল ভগবানের জ্ঞানে তোমারলাক এই বিষয়ে নেখিচে।

১৬ উয়ার সউগ চিঠিলাত উয়ায় এই বিষয়লা সমন্ধে নেখে। এই চিঠিলার কিছু কিছু জিনিস আছে, যেইলা বোঝা কঠিন। সেই বাদে যায় যায় শিষ্য হয়া ভাল শিখির পায় নাই, যার যার মন অস্থির, উমরালা দোসরা দোসরা শাস্ত্রের নাকান এই জিনিসলার মানে ঘুরিয়া কয়া নিজে নিজের ধ্বংস ড্যেকে আনে।

১৭ আদরের সখালা, তোমরালা এইলা কতা আগত জানির পাইচেন বুলিয়া সাবধান হন। যাতে পাজি মানষিলা তোমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবার না পায়। নিজের অন্তরত বিশ্বাস নিয়া দূরত সারি না রন।

১৮ বরং তোমরালা হামারলার প্রভু মুক্তিদাতা যীশুর দয়াত, আর উয়ার জ্ঞানে অবশ্যই বড় হন। এলা থাকি চিরকাল উয়ারে গৌরব হউক। আমেন॥

১ যোহন

১ পইলা থাকি যায় ছিলেক, যার মুখের কতা হামরা শুনি আসছি, যাক নিজের চোখে দেখচি, যাক ভাল করি মনযোগ দিয়া নজর দিচি, যাক নিজের হাত দিয়া নারচি, এইটে কোনা হামরালা সেই জীবন্ত বাইক্যের বিষয়ে নেখির ধরচি।

২ আর সেই জীবন প্রকাশ হইলেক। হামরা উয়াক দেখিয়া উয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার ধরচি। যায় স্বর্গের বাপেরটে আছিলেক আর হামারলারটে প্রকাশ হইলেক, সেই অমৃত জীবনের খবর তোমারলাক জানের ধরচি।

৩ হামরা যেইটা দেখিচি আর শুনিচি, উয়ার সমন্ধে তোমারলাক জানের ধরচি। যাতে তোমার আর হামার মইদ্ধোত একটা যোগাযোগ সমন্ধ গড়ি ওটে, হামরালা সেইলায় জানের ধরচি। হামারলার এই যোগাযোগ সমন্ধটা হইলেক স্বর্গের বাপ আর উয়ার বেটা যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধোত।

৪ হামারলার আনন্দ যাতে ভরপুর হয়া ওটে এই বাদে তোমারলাক নেখির ধরচি।

৫ এই কতা হামরা প্রভু যীশুরটে শুনিয়া তোমারলাক জানের ধরচি যে, ভগবান হইলেক আলো উয়ার মইদ্ধোত কোন আন্ধার নাই।

৬ যদি হামরালা কই ভগবান আর হামারলার মইদ্ধোত যোগাযোগের সমন্ধ আছে, কিন্তুক এদিয়া হামরালা আন্ধার ঘাটা দিয়া যাবার ধরচি, তাইলে হামরালা মিছাং কতা কবার ধরচি, সচাং ঘাটা দিয়া চলি না।

৭ কিন্তুক ভগবান যেই নাকান আলোত আছে সেই নাকান হামরালা যদি আলোত চলি, তাইলে জানির পামু হামারলার মইদ্ধোত যোগাযোগ সমন্ধ আছে আর ভগবানের বেটা যীশুর অক্ত দিয়া হামারলার সউগ পাপ ধুইয়া শুদ্ধি করে।

৮ যদি কই হামারলার মইদ্ধোত কোনো পাপ নাই, তাইলে হামরালা নিজক ফাকি দিবার ধরচি। ইয়াতে এটায় বুঝা যায় যে, হামারলার অন্তরত ভগবানের সচাং শিক্ষা নাই।

৯ যদি হামরা হামারলার পাপ স্বীকার করি তাইলে উয়ায় স্যেলায় হামারলার পাপ ক্ষমা করে, আর সউগ অন্যায় থাকি শুদ্ধি করে, ক্যেনেনা উয়ায় বিশ্বস্ত আর ন্যায় বিচারক।

১০ কিন্তুক হামরা যদি কই, পাপ নাই করি তাইলে হামরা ভগবানক মিথ্যাবাদী বানাই, আর উয়ার বাইক্য হামারলার অন্তরত নাই।

২

মোর আদরের ছাওয়ালা, তোমরালা যাতে পাপ না করেন, এই বাদে মুই তোমারলারটে এইলা কতা নেখির ধরচুং। কিন্তুক যদি কাঙো পাপ করি, তাইলে স্বর্গের বাপেরটে হামারলার পক্ষ হয়া

কতা কবার বাদে এক জনে আছে; উয়ায় যীশু খ্রীষ্ট, যায় ন্যায়বান।

[২] যীশু হামারলার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিলেক। আর উয়ায় নিজেই সেই প্রায়শ্চিত্ত, খালি হামারলার পাপ না হয়, কিন্তুক গোটায় দুনিয়ার পাপ দূর করির বাদে উয়ায় নিজের জীবন সঁপে দিচে।

[৩] হামরা যদি উয়ার আদেশ পালন করি চলি, তাইলে হামরা সচাং করি বুঝিচি যে, উয়াক হামরালা চিনি।

[৪] যায় কয়, "মুই উয়াক চেনং," আর উয়ার আদেশ পালন না করে, উয়ায় মিথ্যাবাদী; উয়ার অন্তরত সচাং শিক্ষা নাই।

[৫-৬] কিন্তুক যায় উয়ার বাইক্য পালন করে উয়ার অন্তরত সচাং ভগবানের পিরিত পুরাপুরি আছে। যদি কাঙো কয় যে, উয়ায় ভগবানের নগত আছে তা হইলে উয়ারও উচিত যীশু যেংকরি চলছিলেক অংকরি চলা। এইলা থাকি হামরা জানির পাই যে, হামরা উয়ার সোদে আছি।

[৭] আদরের ছাওয়ালা, মুই তোমারলারটে কোনো নয়া আদেশের কতা নেখং নাই, বরং পইলা থাকি যে আদেশ আছিলেক সেই পুরান আদেশের কতালা মুই নেখির ধরচুং। তোমরা যেই কতালা আগত শুনিচেন, সেইলায় হইলেক পুরান আদেশ।

[৮] যে আদেশের কতা এলা মুই তোমারলারটে নেখির ধরচুং, সেইলা পুরান হইলেও নয়া। এই আদেশ যে সচাং সেইটা যীশু

খ্রীষ্টের মইদ্ধোত আর তোমারলার জীবনত দেখা গেইচে, ক্যেনেনা আন্ধার ঘুচি যাবার ধরচে আর সেই আসল আলো এলা জ্বলির ধরচে।

৯ যেই মানষি কয় উয়ায় আলোত আছে, কিন্তুক নিজের ভাই বইনিক ঘিন খায় উয়ায় এলাও আন্ধারত পরি আছে।

১০ যায় উয়ার নিজের ভাই বইনিক পিরিতি করে উয়ায় আলোত থাকে, আর উয়ায় কোনো দিনও উষ্টা খাবে না।

১১ কিন্তুক যায় উয়ার নিজের ভাই বইনিক ঘিন খায় উয়ায় এলাও আন্ধারত পরি আছে আর আন্ধারের ঘাটা দিয়া চলা ফিরা করির ধরচে। উয়ায় জানে না উয়ায় কোটে যাবার ধরচে, ক্যেনেনা আন্ধার উয়াক কানা করি দিচে।

১২ হে মোর আদরের ছাওয়ালা, মুই তোমারলারটে নেখির ধরচুং, যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া তোমারলার পাপ ক্ষমা করা হইচে।

১৩ যায় যায় এলা বাপ হইচেন, মুই তোমারলারটে নেখির ধরচুং, যায় পইলা থাকি উয়াক তোমরা চেনেন। গাবুর চেংড়ালা মুই তোমারলারটে নেখির ধরচুং, তোমরালা শয়তানক হারেয়া জয় লাভ করিচেন।

১৪ ছাওয়ালা, মুই তোমারলাক নেখির ধরচুং, তোমরালা স্বর্গের বাপ ভগবান চেনেন। যায় যায় এলা বাপ হইচেন, মুই তোমারলাক নেখির ধরচুং, যায় পইলা থাকি আছে উয়াক তোমরালা চেনেন।

গাবুর চেংড়ালা, মুই তোমারলাক নেখির ধরচুং, তোমরা শক্তিবান, ভগবানের বাইক্য তোমারলার অন্তরত আছে, আর তোমরা শয়তানক হারে দিয়া জয় লাভ করিচেন।

১৫ তোমরালা এই দুনিয়া আর দুনিয়ার কোনো কিছুক পিরিত না করেন। যদি কাঙো দুনিয়াক পিরিত করে তাইলে উয়ায় স্বর্গের বাপক পিরিত করে না।

১৬ ক্যেনেনা দুনিয়ার মইদ্ধোত যেইলায় আছে সেইলা হইলেক, দেহার কামনা, চখুর লোভ আর সংসারি বিষয়ে অহংকার, এইলা কোনোটাও স্বর্গের বাপেরটে থাকি আইসে না, এইলা দুনিয়া থাকি আইসে।

১৭ এই দুনিয়া উয়ার কামনা-বাসনাত ভাসি যাবার ধরচে, কিন্তুক যায় ভগবানের ইচ্ছা পালন করে তায় চিরকাল বত্তি রবে।

১৮ আদরের ছাওয়ালা, এইটা শ্যেষ কাল। তোমরালা শুনির ধরচেন যে, এক জন খ্রীষ্ট বিরোধী আসির ধরচে, একে নাকান এলায় খ্রীষ্টের ম্যেলা শত্রু ইয়ার মইদ্ধে আসিচে। এই বাদে হামরালা বুঝির পাবার ধরচি যে, এইটায় শ্যেষ কাল।

১৯ যীশু খ্রীষ্টের এই শত্রুলা হামারলার মইদ্ধো থাকি বাইর হয়া গেইচে। উমরালা কিন্তুক হামার মানষি আছিলেক না। যদি উমরালা হামার মানষি হইলেক হয়, তাইলে উমরা হামার নগত রইলেক হয়, কিন্তু উমরালা বাইর হয়া গেইচে বুলিয়া বুঝা যাবার ধরচে, উমরা কাঙো হামার না হয়।

২০ কিন্তুক তোমারলাক তো পবিত্রজন বরণ করিচে, তার মানে পবিত্র আত্মাক পাইচেন আর তোমরালা সগায় সচাং শিক্ষাটাক জানির পাইচেন।

২১ মুই এইটা কয়া তোমারলাক নেখং নাই যে, তোমরালা সচাং শিক্ষাটা জানেন না। কিন্তু তোমরা সচাংটা জানেন আর এইটাও জানেন যে, সচাং থাকি মিছাং আইসে না। আর এই বাদে তোমারলারটে নেখিলুং।

২২ যায় কয়, যীশু বাছাই করা রাজা না হয়, উয়ায় মিথ্যাবাদী ছাড়া আর কি? যায় স্বর্গের বাপ আর বেটাক অস্বীকার করে উয়ায় তো খ্রীষ্টের বিরোধী

২৩ যায় যায় বেটাক অস্বীকার করে উয়ার সোদে বাপের কোন সমন্ধ নাই, কিন্তুক যায় বেটাক স্বীকার করে উয়ার সোদে বাপেরও সমন্ধ আছে।

২৪ পইলা থাকি তোমরালা যেইলা শুনি আসচেন সেইলা যাতে তোমারলার অন্তরত রয়। পইলা থাকি তোমরালা যেইলা শুনির ধরচেন সেইলা যদি তোমার অন্তরত থাকে তাইলেই তোমরালা বেটা আর বাপের সোদে একটে থাকিবেন।

২৫ আর এইটায় হইলেক অমৃত জীবন, যেইটা খ্রীষ্ট হামারলাক দিবার প্রতিজ্ঞা করিচে।

২৬ যায় যায় তোমারলাক বেয়া ঘাটা দিয়া নিয়া যাবার চেষ্টা করির ধরচে, মুই উমারলার সমন্ধে তোমারলাক এইলা কতা

নেখিলুং।

২৭ কিন্তুক তোমরালা তো খ্রীষ্টেরটে থাকি বিশেষ বরদান পাইচেন, মানে পবিত্র আত্মাক পাইচেন। উয়ায় তোমারলার অন্তরত থাকে। সউগ বিষয় তোমারলাক পবিত্র আত্মা শিক্ষা দিবার ধরচে। এই বাদে তোমারলার দোসরা কাওোর শিক্ষার দরকার নাই। উয়ায় এক মাত্র সচাং, উয়ারটে খানিকো মিছাং নাই। এই বাদে পবিত্র আত্মা যেংকরি তোমারলাক খ্রীষ্টের সোদে থাকির শিক্ষা দেয়, অংকরি খ্রীষ্টের সোদে থাকো।

২৮ আদরের ছাওয়ালা, মুই এই বাদে কবার ধরচুং, তোমরালা খ্রীষ্টের মইদ্ধোত রন যাতে য্যেলা উয়ায় ফিরি আসিবে স্যেলা যাতে হামার মনত সাহস থাকে আর শরম খাবার না নাগে।

২৯ যদি তোমরালা জানিলেন হয় যে, উয়ায় ন্যায়বান তাইলে এইটাও জানি রাখো যে, যায় যায় ভাল কাম করির বাদে নিজক ব্যস্ত রাখে, ভগবান থাকি উমারলার জন্ম হইচে।

৩ খানিক ভাবি দেখো, স্বর্গের বাপ হামারলাক কত পিরিতি করে! উয়ায় হামারলাক উয়ার ছাওয়া বুলি ড্যেকায়, আসলে হামরালা উয়ারে ছাওয়া। এই বাদে দুনিয়া হামারলাক চেনে না, ক্যেনেনা এই দুনিয়া প্রভুক মানি নেয় নাই।

২ আদরের ছাওয়ালা, এলা হামরালা ভগবানের ছাওয়া, কিন্তুক আরো কি হমু সেইলা এলাও জানিনা। খালি হামরালা জানি,

যে্যেলা খ্রীষ্ট আসিবে স্যেলা হামরা উয়ারে নাকান হমু, ক্যেনেনা উয়ায় আসলে যেই নাকান আছে ঐ নাকানে উয়াক দেখির পামু।

৩ যায় যায় খ্রীষ্টের উপরা এই আশা করে উয়ায় নিজক খাটি করিতে থাকে, যেমন যীশু খাটি।

৪ যায় যায় পাপ করে উমরালা ভগবানের বিধির বিধান পালন না করে। ফম থোন, ভগবানের নিয়ম না মানায় পাপ।

৫ তোমরালা জানেন, হামারলাক পাপ থাকি মুক্তি করির বাদে খ্রীষ্ট এই দুনিয়াত আসিচে। উয়ার অন্তরত কোন পাপ নাই।

৬ যায় যায় খ্রীষ্টের মইদ্ধোত থাকে, উমরা পাপ করে না। আর যায় যায় পাপত পড়ি আছে উমরালা যীশুক দেখির পায় নাই আর চিনির পায় নাই।

৭ আদরের ছাওয়ালা, কাঙো যাতে তোমারলাক বেয়া ঘাটা দিয়া নিয়া না যায়। তোমার ভাল কাম থাকি বুঝা যায় তোমরা ন্যায়বান যেই নাকান যীশু ন্যায়বান তোমরাও ন্যায়বান।

৮ যায় পাপ করিতে থাকে উয়ায় শয়তানের, ক্যেনেনা শয়তান পইলা থাকি পাপ করি আসচে। শয়তানের কামক ধ্বংস করির বাদে ভগবানের বেটা যীশু আসিচে।

৯ ভগবান থাকি যার জন্ম হইচে, উয়ায় পাপত পরি থাকে না। ক্যেনেনা ভগবানের স্বভাব উয়ার মইদ্ধোত আছে। ভগবানেরটে থাকি জন্ম হইচে বুলিয়া উয়ায় পাপী জীবন কাটের পায় না।

১০ যায় যায় ভাল কামত ব্যস্ত থাকে না আর উয়ার গুরু ভাই বইনিলাক পিরিতি করে না, উমরা ভগবানের ছাওয়া না হয়। এইটা থাকি জানা যায় যে, কায় ভগবানের ছাওয়া আর কায় শয়তানের ছাওয়া।

১১ পইলা থাকি যে কতা শুনি আসচেন, সেইটা হইলেক হামারলার একে অপরক পিরিতি করা দরকার।

১২ সেই বাদে মুই কবার ধরচুং হামরা যাতে কয়িনের নাকান না হই। কয়িন শয়তানের মানষি আছিলেক, এই বাদে উয়ায় নিজের ভাই হেবেলক খুন করিচে। কিসের বাদে উয়ায় ভাইয়োক খুন করিচে? ক্যেনেনা উয়ায় বেয়া কাম করি বেড়াইচে, আর উয়ার ভাই ভাল কাম করিচিলেক।

১৩ ভাই বইনিলা, দুনিয়ার মানষিলা যদি তোমারলাক ঘিন খায়, তার বাদে অচানক না হন।

১৪ হামরালা গুরু ভাই বইনিলাক পিরিত করি বুলিয়া বুঝির পাবার ধরচি, হামরালা মরণ পার হয়া জীবনত আসছি। যায় যায় পিরিত না করে, উমরালা এলাও মরণের ঘাটাত পরি আছে।

১৫ যায় নিজের ভাই বইনিলাক ঘিন খায় উয়ায় এক জন খুনী। কোনো খুনীর ভিতরত অমৃত জীবন থাকে না, সেইটা তোমরালা সগায় জানেন।

১৬ খ্রীষ্ট হামারলার বাদে নিজে পরান দিছিলেক, এই বাদে পিরিতি কি সেইটা হামরালা জানির পাইচি। তাইলে গুরু ভাই

বইনির বাদে নিজের পরান দেওয়া হামারলারও উচিত।

[১৭] যার এই দুনিয়াত বত্তি থাকির নাকান সয়-সম্পত্তি আছে, উয়ায় উয়ার ভাই বইনির অভাব দেখিয়াও যদি চখু মুঞ্জিয়া রয়, তাইলে ক্যেংকরি উয়ার অন্তরত ভগবানের পিরিতি থাকির পায়?

[১৮] ছাওয়ালা, হামরালা খালি মুখতে পিরিতের কতা না কয়া, কামের মইদ্ধো দিয়া সচাং পিরিত দেখাই।

[১৯-২০] স্যেলা হামরালা জানির পামু যে, হামরালা সচাংয়ের নগত আছি। এইলা ছাড়া কোনো ব্যাপারে যদি হামারলার অন্তর হামারলাক দোষী করে, তাইলে ভগবানের আগত হামারলার অন্তরক হামরা সান্তনা দিবার পামু। আর ভগবান তো হামারলার অন্তরের চায়াও মহান, উয়ায় সউগ কিছুই জানে।

[২১] আদরের ছাওয়ালা, হামারলার অন্তর যদি হামারলাক দোষী না করে, তাইলে হামরালা ভগবানের আগত থাকিবার সাহস পামু।

[২২] স্যেলা ভগবানেরটে যা কিছু চামু ঐলা সউগ কিছু পামু, ক্যেনেনা উয়ায় যেইলা আদেশ দিচে, সেইলা হামরালা পালন করচি, আর উয়ায় যেইলা কামের বাদে সন্তুষ্ট হয় হামরা সেইলায় করি।

[২৩] এই আদেশ হইলেক, হামরালা যাতে উয়ার বেটা প্রভু যীশু খ্রীষ্টক বিশ্বাস করি। আর একে অপরক পিরিতি করি, যেই নাকান উয়ায় আদেশ দিচে।

২৪ যায় যায় ভগবানের আদেশ পালন করে উমরা উয়ার মইদ্ধোত থাকে আর উয়াও উমার অন্তরত থাকে। ভগবান যে হামার অন্তরত আছে ক্যেংকরি জানির পামু? যে পবিত্র আত্মা হামারলাক দান করিচে, সেই পবিত্র আত্মার মইদ্ধো দিয়া হামরা জানির পাই যে, উয়ায় হামার অন্তরত আছে।

৪ মোর আদরের ছাওয়ালা, তোমরালা সউগ আত্মালাক বিশ্বাস না করেন, তোমরা বরং যাচাই করি দেখ যে, উমরা ভগবান থাকি আসচে কিনা। ক্যেনেনা এই দুনিয়াত ম্যেলা ভন্ড ভাববাদী বিরাইচে।

২ ভগবানের আত্মাক তোমরা ক্যেমন করি চিনির পাবেন? যেই আত্মা স্বীকার করে যীশু খ্রীষ্ট মানষি হয়া আসচে, সেই আত্মাটায় ভগবান থাকি আসচে।

৩ কিন্তুক যেই আত্মা যীশুক অস্বীকার করে সেই আত্মা ভগবান থাকি আইসে নাই, অস্বীকার করা আত্মা খ্রীষ্টের বিরোধী এই আত্মা যে আসচে সেইটা তোমরা শুনিচেন আর আসলে সেই আত্মা এলাও এই দুনিয়াত আছে।

৪ মোর আদরের ছাওয়ালা তোমরা ভগবানের মানষি, এই বাদে তোমরালা ভণ্ডলাক হাড়েয়া জিতি আসচেন। ক্যেনেনা তোমারলার অন্তরত যে আত্মা আছে উয়ায় এই দুনিয়ার আত্মার চায়াও মহান।

[৫] সেই ভণ্ডলা এই দুনিয়ার; সেই বাদে উমরা এই দুনিয়ার কতা কয়, আর দুনিয়া উমার কতা শোনে।

[৬] কিন্তুক হামরা ভগবানের মানষি, ভগবানক যায় চেনে উয়ায় হামারলার কতা শোনে, কিন্তুক যায় ভগবানের না হয়, উয়ায় হামারলার কতা শোনে না। ইয়াতে হামরা সচাং আত্মা আর ছলনার আত্মা চিনির পারি।

[৭] মোর আদরের ছাওয়ালা, আইস, হামরা একে অপরক পিরিতি করি, ক্যেনেনা পিরিতি ভগবানেরটে থাকি আইসে। যায় যায় পিরিত করে, ভগবান থাকি উমারলার জন্ম হইচে আর উমরালা ভগবানক চেনে।

[৮] যায় যায় পিরিত করে না, উমরা ভগবানক চেনে না, ক্যেনেনা ভগবান নিজেই পিরিতি।

[৯] ভগবান হামারলার প্রতি উয়ার পিরিতি এই নাকান করি দেখাইচে যে, উয়ায় উয়ার একনায় মাত্র বেটাক এই দুনিয়াত প্যেঠাইলেক, যাতে উয়ার মইদ্ধো দিয়া হামরা অমৃত জীবন লাভ করি।

[১০] হামরা যে ভগবানক পিরিত করচি খালি সেইটা না হয়, উয়ায় হামাক পিরিত করিয়া উয়ার বেটাক প্যেঠেয়া দিচে। যাতে বেটা উয়ার নিজের জীবন হামারলার পাপের প্রায়শ্চিত্তের বলির বাদে সঁপে দিয়া হামারলার পাপ দূর করিয়া ভগবানক সন্তুষ্ট করে। এইটায় হইলেক পিরিতি।

[১১] আদরের ছাওয়ালা, ভগবান যেহেতু হামারলাক পিরিত করিচে, সেহেতু হামারলারও একে অপরক পিরিত করা উচিত।

[১২] কাঙো কোন দিন ভগবানক দেখে নাই। যদি হামরা একে অপরক পিরিত করি, তাইলে বুঝা যাবে যে, ভগবান হামারলার অন্তরত আছে। আর উয়ার পিরিত হামারলার অন্তরত পুরাপুরি কামের ফল ধরচে।

[১৩] উয়ার আত্মা হামারলাক দান করিচে, ইয়াতে হামরা জানির পাবার ধরচি যে, হামরা উয়ার মইদ্ধোত আছি আর উয়ায় হামার অন্তরত আছে।

[১৪] হামরা দেখিচি আর সাক্ষী দিবার ধরচি যে, স্বর্গের বাপ উয়ার বেটাক দুনিয়ার মুক্তিদাতা হিসাবে প্যেঠাইচে।

[১৫] যে কাঙো স্বীকার করে যীশু ভগবানের বেটা, ভগবান উয়ার মইদ্ধোত আছে আর উয়াও ভগবানের মইদ্ধোত আছে।

[১৬] হামরা জানি ভগবান হামাক পিরিত করে আর উয়ার পিরিতির উপরাত হামারলার ভরসা আছে। ভগবান নিজেই পিরিত। পিরিতির মইদ্ধোত যায় থাকে উয়ায় ভগবানের মইদ্ধোত থাকে আর ভগবান উয়ার মইদ্ধোত থাকে।

[১৭] এই নাকান করি হামারলার অন্তরত পিরিত পুরাপুরি কামের ফল ধরচে। এই বাদে বিচারের দিনত হামরা সাহস পামু, ক্যেনেনা যীশু এই দুনিয়াত আছিলেক আর হামরাও এই দুনিয়াত একে নাকান আছি।

১৮ এই পিরিতির মইদ্ধোত কোনো ভয় নাই, খাটি পিরিত ভয় দূর করি দেয়। ক্যেনেনা ভয়ের নগত শাস্তির চিন্তা জড়ে থাকে। যায় ভয় খায় উয়ার মইদ্ধোত পিরিতি পুরাপুরি ফল ধরে নাই।

১৯ উয়ায় হামারলাক পইলা পিরিত করিচে বুলিয়া হামরা পিরিতি করির ধরচি।

২০ যায় কয় যে উয়ায় ভগবানক পিরিত করে, কিন্তুক এদিয়া উয়ার গুরু ভাই বইনিলাক ঘিন খায়, উয়ায় মিথ্যাবাদী; ক্যেনেনা যায় চখুত দেখা ভাই বইনিলাক পিরিত করে না, উয়ায় দেখা না যাওয়া ভগবানক ক্যেংকরি পিরিত করির পায়?

২১ হামরা উয়ারটে থাকি এই আদেশ পাইচি, যায় ভগবানক পিরিত করে, উয়ায় গুরু ভাই বইনিলাক পিরিত করুক।

৫ যায় যায় বিশ্বাস করে যীশুই বাছাই করা রাজা, উমরালায় হইলেক ভগবানের ছাওয়া। যে কাঙো বাপক পিরিত করে, উয়ায় ছাওয়ালাকও পিরিত করে।

২ একে নাকান য্যেলা হামরা ভগবানক পিরিত করি আর উয়ার আদেশ পালন করি, স্যেলা জানির পাই যে, ভগবানের ছাওয়ালাকও হামরা পিরিত করি।

৩ ভগবানের আদেশ পালন করায় হইলেক ভগবানক পিরিত করা। উয়ার আদেশ মানা কোনো কঠিন কাম না হয়।

৪ ক্যেনেনা ভগবানের প্রতিটা ছাওয়া এই দুনিয়ার উপরাত জয় লাভ করে। আর দুনিয়ার উপরাত যেইটা জয় লাভ করিচে, সেইটা হইলেক হামার বিশ্বাস।

৫ যায় যায় বিশ্বাস করে, যীশু ভগবানের বেটা, উমরালায় খালি এই দুনিয়ার উপরাত জয় লাভ করে।

৬ ইয়ায় যীশু খ্রীষ্ট, যায় জল আর অক্তের মইদ্ধো দিয়া আসিচে। খালি জলের মইদ্ধো দিয়া না হয়, কিন্তুক জল আর অক্তের মইদ্ধো দিয়া আসিচে। পবিত্র আত্মা এই সমন্ধে সাক্ষ্য দেয়, ক্যেনেনা পবিত্র আত্মা নিজেই সচাং।

৭ যীশুর সমন্ধে তিন জন সাক্ষ্য দিবার ধরচে,

৮ পবিত্র আত্মা, জল, আর অক্ত এই তিন জনের সাক্ষ্য এক।

৯ অনেক সমায় হামরা মানষির সাক্ষ্য মানি নিবার পাই, কিন্তুক ভগবানের সাক্ষ্য তো অনেক মজবুত। আর উয়ায় উয়ার বেটার সমন্ধে সেই সাক্ষ্যই দিচে।

১০ ভগবানের বেটার উপরাত যায় বিশ্বাস করে, উয়ার অন্তরত সেই সাক্ষ্য আছে। যায় যায় ভগবানক বিশ্বাস না করে, উমরা ভগবানক মিথ্যাবাদী বানাইচে, ক্যেনেনা ভগবান উয়ার বেটার সমন্ধে সাক্ষ্য দিচে, আর উমরা সেইটা বিশ্বাস করে নাই।

১১ সেই সাক্ষ্য এই যে, ভগবান হামারলাক অমৃত জীবন দিচে, আর সেই জীবনটা উয়ার বেটার মইদ্ধোত আছে।

[১২] ভগবানের বেটাক যায় পাইচে, উয়ায় জীবন পাইচে, কিন্তুক যায় ভগবানের বেটাক পায় নাই, উয়ায় জীবন পায় নাই।

[১৩] যায় যায় তোমরালা ভগবানের বেটার উপরাত বিশ্বাস করেন, মুই তোমারলারটে এই সমন্ধে নেখিলুং, যাতে তোমরা জানির পান যে তোমরালা অমৃত জীবন পাইচেন।

[১৪] ভগবানের উপরা হামার এই ভরসা আছে যে, হামরা যদি উয়ার ইচ্ছা মতন কোন কিছু চাই, তাইলে উয়ায় হামার কতা শোনে।

[১৫] আর হামরা যদি সচাং করি জানি যে, উয়ায় হামার কতা শোনে তাইলে এইটা বুঝির নাগিবে, যেনে হামরা যেইটা চাবার ধরচি সেইটা পাইচি।

[১৬] যদি কাঙো উয়ার গুরু ভাই বইনিক এমন কোন পাপ করির দেখে, যেইটার পরিণাম আত্মিক মরণ। তাইলে উয়ায় উয়ার ভাই বইনির বাদে প্রার্থনা করিবে, আর ইয়াতে ভগবান উয়াক জীবন দিবে। মুই এইটে উমারলার কতা কবার ধরচুং, কিন্তুক এমন পাপ আছে যেইলা আত্মিক মরণের ঘাটাত নিয়া যায়, মুই সেইলার ব্যাপারে তোমারলাক প্রার্থনা করির কবার ধরচুং না।

[১৭] সউগ নাকানের অন্যায় হইলেক পাপ, কিন্তুক সউগ পাপের পরিণাম আত্মিক মরণ না হয়।

[১৮] হামরা জানি ভগবান থাকি যার জন্ম হইচে, উয়ায় পাপত পড়ি রয় না। ভগবান উয়াক রক্ষা করিবে। আর শয়তান উয়াক

নারিবারও পাবে না।

[১৯] হামরা জানি যে, হামরা ভগবানের মানষি আর গোটায় দুনিয়া শয়তানের খপ্পরত পড়ি আছে।

[২০] হামরা এইটাও জানি যে, ভগবানের বেটা আসিয়া হামারলাক বুঝির শক্তি দিচে, যাতে সচাং ভগবানক চিনির পাই। আর হামরা উয়ার সোদে যুক্ত। মানে উয়ার বেটা যীশু খ্রীষ্টের সোদে একটে আছি। উয়ায় সচাং ভগবান আর উয়ায় অমৃত জীবন।

[২১] আদরের ছাওয়ালা, তোমরালা মূর্তি পূজা থাকি দূরত থাক॥

২ যোহন

১ ভগবান যাক বাছাই করিচে ঐ শ্রীমতি আর উয়ার ছাওয়ালারটে মুই দেওয়ানী এই চিঠি নেখিলুং। ভগবান সচাং বুলিয়া, তারে বাদে মুই তোমারলাক সগাকে পিরিতি করং। মুই যে খালি তোমারলাক পিরিতি করং সেইটা কিন্তুক না হয়, কিন্তুক যায় যায় ভগবানের সচাং শিক্ষা জানির পাইচে উমরা সগায় তোমারলাক পিরিত করে।

২ এই সচাং শিক্ষা হামারলার অন্তরত আছে আর এইটা চিরকাল ধরি হামারলার নগত থাকিবে।

৩ স্বর্গের বাপ ভগবানেরটে আর সেই বাপের বেটা যীশু খ্রীষ্টেরটে থাকি সচাং পিরিতির মইদ্ধো দিয়া দয়া, করুণা, আর শান্তি হামারলার নগত থাকিবে।

৪ স্বর্গের বাপ যেই নাকান নিয়ম দিচে ঐ নিয়মের নাকান করি তোর কয়জন ছাওয়ালা সচাং ঘাটা দিয়া চলির ধরচে এই দেখিয়া মুই খুশি হলুং।

৫ হামরা যাতে একে অপরক পিরিত করি এইটায় হইলেক মোর মিনতি। মোর আদরের শ্রীমতি, মুই যেইটা নেখিচুং সেইটা কোন নয়া আদেশ না হয়। এই আদেশ হামরা পইলা থাকি পায়া আসছি।

৬ পিরিত হইলেক ভগবানের আদেশ মত চলা। তোমরা পইলা থাকি যে আদেশের কতা শুনি আসির ধরচেন, সেই মতই তোমরালা পিরিতির ঘাটাত চল।

৭ দুনিয়াত এমন ম্যেলা মানষি বাইর হইচে উমরা ছল-চাতুরী করি বেরায়। যীশু খ্রীষ্ট যে মানষি হয়া আসিচে সেইটা উমরালা স্বীকার করে না। এই নাকান মানষিলায় হইলেক ছলনাকারী আর খ্রীষ্টের বিরোধী

৮ তোমরা সাবধান থাকেন তোমরালা যাতে যীশুর ঘাটার চলার খাটনির ফল না হারান, সেইটা যাতে পুরুস্কার হিসাবে লাভ করির পান।

৯ যায় যায় খ্রীষ্টের দেওয়া শিক্ষার সীমনা ছাড়িয়া যায় আর ঐ শিক্ষা মনত থির রাখে না, উমারলার অন্তরত ভগবান নাই। কিন্তুক যায় ঐ শিক্ষা মনত থির রাখে, উমার অন্তরত স্বর্গের বাপ আর উয়ার বেটা দুইজনে আছে।

১০ যদি কোন গুরু সমিতিত আসিয়া তোমারলাক ঐ শিক্ষা না দেয়, তাইলে উয়াক তোমরালা বাড়িত সোন্দের না দেন। আর মঙ্গল কামনাও না জানান।

১১ যায় উয়াক মঙ্গল কামনা জানায় উয়ার বেয়া কামেরও ভাগ নেয়।

১২ যদিও তোমারলারটে মোর ম্যেলা কতা নেখিবার আছে, তাঙো কাগজ আর কালি দিয়া সেইটা নেখির না চাং। ইয়ার চায়া

মুই তোমারলার ওটে কোনা যায়া মুখামুখি কতা কবার আশা করির ধরচুং। যাতে হামারলার আনন্দ পূরণ হয়।

[১৩] ভগবানের বাছাই করা তোর বইনির ছাওয়ালাও তোক মঙ্গল কামনা জানের ধরচে॥

৩ যোহন

১ মোর পরানের সখা শ্রী গাইয় যাক মুই সচাং করি পিরিত করং, উয়ার বাদে সেই দেওয়ানী হয়া মোর চিঠি।

২ আদরের সখা, মুই প্রার্থনা করং যাতে তুই সউগ কিছুতে ভাল করি চলির পাইস। যেই নাকান তুই আত্মাত ভাল করি চলির ধরচিস, তেমনি সেই নাকান করি তোর দেহাও যাতে ভাল করি চলির পায়।

৩ মুই খুব আনন্দ পালুং যে্যেলা কয়েক জন শিষ্য ভাই তোর বিষয়ে এই সাক্ষ্য দিলেক যে, ভগবানের সচাং শিক্ষার প্রতি তুই বিশ্বস্ত আছিস আর ঐ অনুসারে চলির ধরচিস।

৪ মোর আদরের ছাওয়ালা যে সচাং ঘাটাত চলির ধরচে এই কতা শোনার পাছত ইয়ার থাকি বড় আনন্দ আর নাই।

৫ আদরের সখা, না চিনিয়াও শিষ্য ভাইলার বাদে তুই যা করিচিস সেইটা বিশ্বস্ত হয়ায় করিচিস।

৬ সমিতির সগারে আগত উমরা তোর পিরিতির কতা কইচে। ভগবান যাতে সন্তুষ্ট হয়, সেই নাকান করি তুই উমাক যতন করিয়া আরো যাবার ব্যবস্থা করি দিলে ভাল করিবু।

৭ উমার যাত্রা খ্রীষ্টের উদ্দেশ্যে আর যায় প্রভুর শিষ্য হয় নাই উমারটে উমরা কোন কিছুই নেয় নাই।

[৮] এই বাদে এই নাকান মানষির সাহায্য করা হামার দরকার। যাতে ভগবানের সচাং শিক্ষার হামরাও উমার কামের ভাগী হই।

[৯] মুই সমিতিরটে একটা চিঠি নেখিচিলুং, কিন্তুক শ্রী দিয়ত্রিফেস উমারলার নেতা হবার চায়, উয়ায় হামার কতা না মানে।

[১০] এই বাদে উয়ায় কি করিচে মুই গেইলে সেইলা সগাকে জানাইম। উয়ায় মোর বিরুদ্ধে হিংসা করি ম্যেলা মিছা কতা কইচে। ইয়াতে উয়ায় খুশি হয় নাই, খুশি না হয়া শিষ্য ভাইলাক মানি নাই নেয়। আর যায় যায় উমারলাক মানি নিবার চাইচে উমারলাক উয়ায় বাধা দিবার ধরচে, আর সমিতি থাকি নিকিলি দিবার ধরচে।

[১১] আদরের সখা, বেয়ার পাছত না যায়া বরং ভালের পাছত চল। যায় ভাল কাম করে উয়ায় ভগবানের মানষি আর যায় বেয়া কাম করে উয়ায় ভগবানক দেখে নাই।

[১২] সগায় দিমিত্রিয়র গুণগান গাইচে আর সচাংএ নিজেই হইলেক উয়ার সাক্ষী। হামরাও উয়ার গুণগান করির ধরচি। তুই জানিস হামরা যেইটা কই সেইটা সচাং।

[১৩] মোর ম্যেলা কতা তোক নেখিবার আছে কিন্তুক কলমের কালি দিয়া সেইটা মুই নেখির না চাং।

[১৪] আশা করং খুব তাড়াতাড়ি তোক দেখির পাইম আর স্যেলা মুখামুখি হয়া কতা কবার পামু।

[১৫] তোমারলার শান্তি হউক। তোর সখালা তোক মঙ্গল কামনা জানের ধরচে। ওটেকার সখালাক সগাকে আলদা আলদা করি হামরালার মঙ্গল কামনা জানাইস॥

যুদাস

১ মুই শ্রী যুদাস, যীশু খ্রীষ্টের এক জন চাকর আর যাকবের ভাই। স্বর্গের বাপ ভগবান পিরিত করিয়া যাক যাক ড্যেকাইচে আর যীশু খ্রীষ্ট যাক যাক বত্তে থুইচে, মুই উমারলার বাদে এই চিঠিখান নেখির ধরচুং।

২ ভগবান তোমারলাক ম্যেলা দয়া, শান্তি আর পিরিত দান করুক।

৩ মোর আদরের সখা-সখীলা, হামরালা সগায় পাপ থাকি মুক্তি পাইচি, মুই সেই মুক্তির ঘাটা সমন্ধে তোমারলারটে আগ্রহের সোদে নেখির চাইচোং। কিন্তুক তাও খ্রীষ্টিয় ধর্মের প্রতি বিশ্বাস থুইয়া ভগবান যেইটা উয়ার মানষিলাক চিরকালের বাদে দিচে, উয়ার হয়া তোমরালা প্রাণপরানে যুদ্ধ করিবেন এই সমন্ধে নেখা আরো দরকার মনে করিলুং।

৪ এইলার দরকার আছে, ক্যেনেনা যে মানষিলার শাস্তি সমন্ধে আগতে শাস্ত্রত নেখা হইছিলেক, উমরালা তোমারলার ভিতিরাত চুপ করিয়া সোন্দাইচে। ভগবানের অচানক দয়া পায়া উমরা লম্পটতায় জীবন যাপন করির ধরচে, ভগবানের দয়াক উমরা বাহানা মনে করে আর হামারলার এক মাত্র প্রভুই মালিক, সেই যীশু খ্রীষ্টক উমরালা অস্বীকার করে।

৫ তোমরালা সউগ বিষয় ভাল করি জানেন, মুই তাও তোমারলার এই কতালা ফম করিয়া দিবার চাং যে, মিশর দেশ থাকি ইস্রায়েলীলাক উদ্ধার করি আনির পাছত যায় যায় বিশ্বাস করে নাই প্রভু উমারলাক ধ্বংস করিচিলেক।

৬ এইলা ছাড়া স্বর্গদূতলা যে নিজের অধিকার রক্ষা না করিয়া নিজের জাগা ছাড়ি চলি গেইছিলেক উমারলার কতা ফম কর। সেই মহাদিনের বিচারের বাদে ভগবান উমারলাক চিরকালের বাদে আন্ধারত বান্দি থুইচে।

৭ সদোম, ঘমোরা আর উমারলার বগলাবগলি সউগ গঞ্জের মানষিলাও ঠিক উমার নাকান ব্যভিচার, এমন কি, অস্বাভাবিক ব্যভিচার করচিলেক। যায় যায় চিরকালের অগুনত পুড়িবার শাস্তি পাবে ইমরা উমারলারে নমুনা হয়া আছে।

৮ একে নাকান এই ভন্ড গুরুলা স্বপন দেখিয়া নিজের দেহাক অশুদ্ধি করিচে, কোন শাসন মানে নাই আর মহান স্বর্গীয় অধিকারিলার নিন্দা করিচে।

৯ কিন্তুক প্রধান স্বর্গদূত মীখায়েল য্যেলা মোশির দেহার বিষয় নিয়া শয়তানের সোদে তর্ক করিচিলেক, স্যেলা উয়ায় উয়ার বিরুদ্ধে কোন অপমানের কতা কয়া উয়াক দোষী করির সাহস করে নাই। উয়ায় কইলেক, প্রভু যাতে তোক বাধা দেয়।

১০ কিন্তুক এই ভন্ড গুরুলা যেইলা বোঝে না সেইলার সমন্ধে বেয়া কতা কয় আর বুদ্ধিহীন পশুলার নাকান নিজের থাকি যেইটা

বোঝে সেইলাতে ধ্বংস হয়।

[১১] ধিক্কার ঐ মানষিলাক! কারন উমরা শ্রী কয়িনের ঘাটাত গেইচে! কয়িন তো উয়ার নিজের ভাইয়ক খুন করিচে। আর একে নাকান শ্রী বিলিয়ামের মত উমরা লাভের বাদে নিজেরলাক ভুলের হাতত ছাড়ি দিচে! আর শ্রী কোরহের নাকান বিদ্রোহ করিয়া ধ্বংস হয়া গেইচে!

[১২] এই মানষিলা য্যেলা দুঃসাহস নিয়া তোমারলার সমিতির ভোজত যোগ দেয়, স্যেলা তোমারলার এই ভোজের মইদ্ধোত ইমরা মইলার নাকান হয়। এই মানষিলা খালি নিজের বিষয় নিয়ায় চিন্তা করে। ইমরা বাতাসত উরি বেরা জল না হওয়া ম্যেঘের নাকান। ফল পাড়ির সমায় ফল নাই বুলিয়া শিপা সুদায় উকরি ফেলা গছের নাকান দুই পাকেই মরা।

[১৩] ইমরা ঝড়ির মইদ্ধোত সাগরের ঢেউয়ের নাকান, আর এই সাগরের ঢেউয়ের ফ্যেনার নাকান ইমার নইজ্জার কামলা ভাসি ওটে। ইমরা ঘুরি বেরা তারার নাকান, চিরকালের বাদে ঘুটঘুটা আন্ধার ইমারলার বাদে জমা করি থোয়া হইচে।

[১৪] আদমের বংশের সাত পুরুষ হনোক এই মানষিলার উদ্দেশ্যে আগতে ভবিষ্যত বাণী কইচে, “দেখ, প্রভু উয়ার হাজার হাজার পবিত্র দূতলাক নিয়া সগারে বিচার করির আসিবে।

[১৫] আর ভক্তিহীন মানষিলা ভক্তিহীন হয়া যেইলা বেয়া কাম করিচে আর সেই ভক্তিহীন পাপী মানষিলা প্রভুর বিরুদ্ধে যেইলা

কঠুর কতা কইচে, এই বাদে উয়ায় উমারলাক দোষী করির আসির ধরচে।”

[16] এই নাকানের মানষিলা সউগ সমায় অসন্তুষ্ট থাকিয়া নিজের ভাগ্যের দোষ দেয়। আর অন্তরের বেয়া কামনা-বাসনা অনুসারে চলা ফিরা করে। উমরা নিজেরলাক নিয়া অহংকার করে আর লাভের বাদে মানষিক তোষামোদ করে।

[17] কিন্তুক হে পরানের সখালা, যেইলা কতা হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের খবরিয়ালা আগতে কইচে, সেইলা তোমরা ফম করি দেখ।

[18] খবরিয়ালা তোমারলাক এই কতা কইচিলেক, ঠাট্টা করাইয়ালা শ্যেষ সমায়ত আসিবে আর উমারলার ভক্তিহীন কামনা-বাসনা নিয়া চলিবে।

[19] ইমরা তোমারলার মইদ্ধোত দলাদলি সিজ্জন করে আর উমরা নিজের ইচ্ছা মতন চলে। উমার অন্তরত পবিত্র আত্মা নাই।

[20] ও মোর পরানের সখালা, তোমরালা পরম পবিত্র ঘাটাত থির থাকিয়া নিজেরলাক গড়ি তোল। আর পবিত্র আত্মার পরিচালনায় প্রার্থনা কর।

[21] হামারলার প্রভু যীশুর দয়া যাতে তোমারলাক অমৃত জীবনত নিয়া যায় উয়ারে বাদে বাচ্চে রয়া ভগবানের পিরিতের মইদ্ধোত থাক।

[22] তোমারলার মইদ্ধোত যার যার দোমনা বিশ্বাস, উমারলাক দয়া কর।

[২৩] অগুন থাকি তুলি আনিয়া উমারলাক রক্ষা কর। পাপ স্বভাবত যার যার জীবন মইলা হইচে উমারলার অশুদ্ধি কাপড়ও ঘিন কর আর নিজক সাবধান হয়া উমারলাক দয়া কর।

[২৪] আর যায় তোমারলাক পড়ি যাওয়া থাকি রক্ষা করে আর নিজের মহিমায় নির্দোষ অবস্থায় আনন্দের সোদে তোমারলাক নিয়া আসির সক্ষম,

[২৫] উয়ায় এক মাত্র ভগবান, হামারলার মুক্তিদাতা। হামারলার প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মইদ্ধো দিয়া উয়ার গৌরব, মহিমা, শক্তি আর ক্ষমতা হউক যুগ থাকি যুগান্তর পর্যন্ত। আমেন॥

প্রকাশিত

১ যীশু খ্রীষ্টের প্রকাশিত বাইক্য ভগবান উয়াক কইলেক, যেই ঘটনালা কিছু দিনের মইদ্ধোত ঘটিবে, সেই বিষয়লা যাতে উয়ায় নিজের চাকরক জানায়। খ্রীষ্ট উয়ার দূত প্যেঠেয়া উয়ার চাকর যোহনক এইলা বিষয় জানাইলেক।

২ ভগবানের বাইক্য আর যীশু খ্রীষ্টের সাক্ষ্য সমন্ধে যোহন যেইলা দেখিচে সেইলা বিষয় এটেকোনা সাক্ষ্য দিচে।

৩ যায় এই ভাববাণী কতালা পড়ে, শোনে আর মনত গাথি থুইয়া পালন করে, উয়ায় আশুর্বাদ পায়। কারন সমায় আর বেশী নাই।

৪ মুই যোহন, এশিয়া প্রদেশের সাতটা খ্রীষ্ট সমিতিরটে নেখির ধরচুং। ভগবান যায় আছে, আছিলেক আর আসির ধরচে, উয়ায়, উয়ার সিংহাসনের আগত থাকা সাতটা আত্মা, আর যীশু খ্রীষ্ট সমিতিলাক দয়া আর শান্তি দান করুক।

৫ যীশুই বিশ্বস্ত সাক্ষী আর উয়ায় মরণ থাকি পইলা বত্তি উঠিচে। উয়ায় দুনিয়ার রাজালার শাসনকর্তা। উয়ায় হামারলাক পিরিত করে আর নিজের অক্ত দিয়া পাপ থাকি মুক্ত করিচে।

৬ উয়ায় হামারলাক নিয়া ভগবানের শাসন গড়ে তুলিচে। আর উয়ার স্বর্গের বাপ ভগবানের সেবা করির বাদে হামারলাক বামন

বানাইচে। চিরকাল ধরি যীশু খ্রীষ্টের গুণগান হউক, চিরকাল উয়ার ক্ষমতা থাকুক। আমেন।

[৭] দেখ, উয়ায় ম্যেঘত করি আসির ধরচে, সগায় উয়াক দেখিবে। আর যায় যায় উয়াক হানছিলেক, উমরাও উয়াক দেখিবে। দুনিয়ার সউগ জাতির মানষি উয়ার বাদে জোরে জোরে কান্দিবে। সেইটায় হউক, আমেন।

[৮] প্রভু পরমেশ্বর কইচে, "মুই আলফা আর ওমিগা, যায় আছে, যায় আছিলেক, আর যায় আসির ধরচে, মুই সর্বশক্তিমান।"

[৯] মুই তোমারলার ভাই যোহন, যীশুর নগত যুক্ত হয়া মুই তোমারলার সোদে একে নাকান দুঃখ-কষ্ট, ভগবানের শাসন, আর একে ধৈর্যের ভাগী। ভগবানের বাইক্য আর যীশুর সাক্ষ্য প্রচার করিচুং বুলিয়া মোক পাটম দ্বীপত নিয়া যায়া থোয়া হইচে।

[১০] হাপ্তার পইলা প্রভুর দিনত মুই পবিত্র আত্মায় ভরপুর হলুং। এমন সমায় মোর পাছপাকে শিংগার শব্দের নাকান এক জনার খুব জোড়ে গালার আওয়াজ শুনিলুং।

[১১] উয়ায় মোক কইলেক, "তুই যেইলা দেখির ধরচিস, সেইলা একখান বইয়ত নেখি থো। আর সেইটা ইফিষ, স্মূর্ণা, পর্গাম, থুয়াতীয়া, সার্দি, ফিলাদিলফিয়া আর লায়দিকেয়া—এই সাতটা গঞ্জের সাতটা খ্রীষ্ট সমিতিরটে প্যেঠে দে।"

[১২] আর যায় এই বাণী দিবার ধরছিলেক, উয়াক দেখির বাদে ঘুরিলুং, ঘুরিয়া দেখিলুং সোনার সাতটা বাতি,

[১৩] সেই বাতিলার মইদ্ধোত বাছাই করা মানষিটার নাকান কাঙো এক জন খাড়া হয়া আছে। উয়ার পেন্দোনত আছিলেক ঠ্যাং পর্যন্ত লম্বা পাঞ্জাবি। উয়ার বুকত আছিলেক সোনালী এক পট্টি।

[১৪] উয়ার মাথা আর উয়ার চুলি ভেড়ার লোমের নাকান আর বরফের মত সাদা আছিলেক। আর উয়ার চখু অগুনের শিখার মত আছিলেক।

[১৫] উয়ার ঠ্যাং আছিলেক অগুনত ছুবিয়া পরিস্কার করা পিতলের নাকান চকচকা, আর উয়ার গালার স্বর আছিলেক জোড়ে জোড়ে কল কল করা জলের স্রোতের নাকান।

[১৬] উয়ার ডাইন হাতত সাতটা তারা ধরি থুইচে, আর মুখ থাকি একটা দোধারি ছোরা নিকলি আসির ধরছিলেক। উয়ার মুখখান বেলার নাকান ঝলমল করা।

[১৭] উয়াক দেখা মাত্রই মুই মরার মত উয়ার ঠ্যাংওত পড়ি গেলুং। স্যেলা উয়ার ডাইন হাত মোর উপরাত থুইয়া কইলেক, “ভয় না খাইস। মুইয়ে পইলা আর শ্যেষ।

[১৮] মুই মরি গেইছিলুং, আর দেখ, এলা মুই যুগ যুগ ধরি চিরকালে বত্তায় আছং; মোরটে মরণের আর যমের বাড়ির চাবিলা আছে।

[১৯] তুই যেইলা দেখিলু, যেইলা এলা ঘটির ধরচে আর পরে যেইলা ঘটিবে, এইলা নেখি থো।

২০ যেই সাতটা সোনার বাতি আর মোর ডাইন হাতত যেই সাতটা তারা তুই দেখিলু উয়ার গোপন মানে হইলেক, সাতটা তারা হইলেক সাতটা খ্রীষ্ট সমিতির দূত, সাতটা বাতি হইলেক সাতটা খ্রীষ্ট সমিতি।”

২ প্রভু মোক কইচে, “ইফিষ গঞ্জের সমিতির দূতক এই কতা নেখ, যায় নিজের ডাইন হাতত সাতটা তারা ধরিয়া সোনার সাতটা বাতির ঠগার মইদ্ধোত ঘুরি বেড়ায়, উয়ায় এই কতা কইচে:

২ “তোমারলার সউগ কাম, খাটনি আর ধৈর্যের কতা মুই জানং। এইটাও জানং যে, তোমরালা বেয়া মানষিলাক সহ্য করির পান না, আর যায় যায় খবরিয়া না হয়াও নিজক খবরিয়া কয়া দাবি করে, তোমরালা উমারলাক যাচাই করি দেখিচেন আর উমরা যে মিথ্যাবাদী সেইটার প্রমাণও পাইচেন।

৩ তোমারলার ধৈর্য আছে আর তোমরালা মোর বাদে খুব কষ্ট করচেন, হাপসান নাই।

৪ “তাঙো তোমারলার বিরুদ্ধে মোর কতা কবার আছে, মোর প্রতি তোমারলার যে পইলা পিরিত আছিলেক, তোমরালা সেইটা হারে ফ্যেলাইচেন।

৫ ভাবিয়া দেখ, তোমরা উচা থাকি কত নিচাত পরিচেন। এই অবস্থা থাকি তোমরালা মন বদলেয়া, পইলা যেইলা কাম করিচেন সেইলাত ফিরি যান। এই অবস্থা থাকি তোমরালা যদি মন না

বদলান, তাইলে মুই তোমারলারটে আসিয়া তোমারলার বাতিটা ঐ জাগা থাকি সারে ফ্যেলাইম।

৬ কিন্তুক একটা গুণ তোমারলার আছে, শ্রী নীকলায়ের শিষ্যলা যেইটা করে সেইটা তোমরালা ঘিন খান, আর মুইও ঘিন করং।

৭ "যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক। যায় জয়ী হবে উয়াক মুই ভগবানের শান্তির জাগার জীবন গছের ফল খাবার দিম।

৮ "স্মূর্ণা গঞ্জের সমিতির দূতেরটে এই কতা নেখ, যায় পইলা আর শ্যেষ, যায় মরিচে আর বত্তি উঠিচে, উয়ায় এই কতা কবার ধরচে:

৯ "মুই জানং তোর কষ্ট আর অভাবের কতা, কিন্তুক তাঙো তুই ধনী। যায় নিজেরলাক যিহূদী কয় অথচ উমরা যিহূদী না হয় বরং উমরা শয়তানের দলের মানষি, উমরা তোমারলার বিরুদ্ধে যেইটা কয় সেইটা মুইও জানং।

১০ তোমারলাক যেইলা কষ্ট ভোগ করির নাগিবে, সেইলাত একেবারে ভয় না খান। শোন, শয়তান তোমারলার মইদ্ধোত কাঙো কাঙোকো যাচাই করির বাদে জেলত থুবে। আর দশ দিন ধরি তোমরা কষ্ট ভোগ করিবেন। তোমরালা মরণ পর্যন্ত বিশ্বস্ত থাকেন, তাইলে জয়ের মালা হিসাবে মুই তোমারলাক জীবন মটুক দিম।

১১ “যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক। যায় জয় করিবে, দ্বিতীয় মরণ কোন মতেই উয়ার ক্ষতি করির পারিবে না।

১২ “পর্গাম গঞ্জের সমিতির দূতেরটে এই কতা নেখ, যারটে দুই পাকেই খুব ধারওয়ালা তলোয়ার আছে উয়ায় এই কতা কইচে:

১৩ “মুই জানং তুই কোটে থাকিস, ওটেকোনা শয়তানের সিংহাসন আছে। তাঙো তুই মোর প্রতি বিশ্বস্ত আছিস। মোর উপর থাকি তোর ভরসা হারে ফ্যেলাইস নাই। এমন কি শয়তান যেটেকোনা রয়, ওটেকোনা মোর বিশ্বস্ত সাক্ষী শ্রী আন্তিপাস তোমারলার মুখের আগত খুন হইচে, স্যেলাও তোমরালা মোর উপরাত ভরসা করছিলেন।

১৪ “তাঙো তোর বিরুদ্ধে মোর কয়েকটা কতা আছে, তোর ওটেকোনা এমন মানষিলা থাকে যায় যায় বিলিয়ামের শিক্ষা মতন চলে, বালাক রাজাক বিলিয়াম শিক্ষা দিছিলেক, যাতে উয়ায় প্রতিমার আগত থোয়া খাবার খায়। আর ব্যভিচার করির মইদ্ধো দিয়া ইস্রায়েলীলাক পাপের ঘাটাত নিয়া যায়।

১৫ এইলা ছাড়াও শ্রী নীকলায়ের শিষ্যলার শিক্ষা মতন চলে এমন কয়েক জন মানষি তোমারলার ওটেকোনা আছে।

১৬ এই অবস্থায় পাপের ঘাটা থাকি মন ফিরান, না হইলে মুই খুব পচপচে তোমারলার ওটেকোনা আসিম, আর মোর মুখের ছোরা দিয়া উমারলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিম।

১৭ “যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক। যায় জয় করে উয়াক মুই গোপন মান্না খাবার দিম। আর একটা সাদা শিল দিম। সেই শিলটার উপরাত এমন একটা নয়া নাম নেখা থাকিবে, সেইটা কাঙো জানে না। যাক দেওয়া হবে, খালি উয়ায় জানিবে।

১৮ “থুয়াতীয়া গঞ্জের সমিতির দূতেরটে এই কতা নেখ, যায় ভগবানের বেটা উয়ার চখু অগুনের শিখার মত, ঠ্যাং খুব চকচকা পিতলের মত উয়ায় এই কতা কইচে:

১৯ “মুই জানং তোমারলার কাম, তোমারলার পিরিত, তোমারলার বিশ্বাস, তোমারলার সেবা করা, আর তোমারলার ধৈর্যের কতা। আর তোমরালা আগত যেই নাকান কাম করিচেন এলা উয়ার চায়া বেশী কাম করির ধরচেন এই কতালাও মুই জানং।

২০ “তাঙো তোমারলার বিরুদ্ধে মোর কতা কবার আছে, তোমরালা ঈষেবল নামে বেটিছাওয়ার অন্যায় সহ্য করিচেন। ঈষেবল নিজক ভগবানের ভাববাদী কয়। উয়ার শিক্ষার মইদ্ধো দিয়া হামার চাকরলাক ভুলায়, যাতে উমরা ব্যভিচার করে। আর প্রতিমারটে সঁপে দেওয়া খাবার খায়।

২১ ব্যভিচার থাকি মন ফিরির বাদে মুই সমায় দিচিলুং, কিন্তুক উয়ায় মন ফিরির চায় না।

২২ এই বাদে মুই উয়াক কষ্টের বিছনাত ফ্যেলে থুইম, আর যায় যায় উয়ার সোদে ব্যভিচার করে উমরা যদি মন না ফিরায় উমারলাকও দারুন কষ্টের মইদ্ধোত ফ্যেলাইম।

২৩ আর মুই মঙ্গা আনিয়া উয়ার ছাওয়ালাক মারি ফ্যেলাইম। ইয়াতে সউগ সমিতি জানির পাবে, মুইয়ে মানষির অন্তর আর মন চান্দেয়া দেখং। মুই কাম অনুসারে সগাকে ফল দিম।

২৪ "কিন্তুক থুয়াতীয়ার বাকি মানষিলা, তোমরা যায় যায় ঐ শিক্ষা মতন না চলেন আর শয়তানের ঐ নিগূঢ় শিক্ষা কওয়া হয়, সেইটা তোমরা জানেন না। তোমারলাক মুই কবার ধরচুং তোমারলাক মুই অইন্য কোন ভার দিম না।

২৫ তোমারলার খালি যেইটা আছে মুই না আইসা পর্যন্ত সেইটা শক্ত করি ধরি থোন।

২৬ "যায় যায় জয় করে আর শ্যেষ পর্যন্ত মোর আদেশ পালন করে, বাপ যেই নাকান মোক সউগ জাতির উপরাত অধিকার দিচে, সেই নাকান অধিকার মুইও তোমারলাক দিম।

২৭ উয়ায় লোহার শূলি দিয়া জাতিলাক শাসন করিবে, আর মাটির পাত্রের মত চুরমার করিবে।

২৮ যায় জয়ী হবে উয়াক মুই ভোরের তারা দিম।

২৯ যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক।

৩ “সার্দি গঞ্জের সমিতির দূতক এই কতা নেখ, ভগবানের সাতটা আত্মা আর সাতটা তারা যায় ধরি আছে, উয়ায় কইচে: “মুই জানং তোমার কামের কতালা। তুই নাম মাত্র বত্তি আছিস, আসলে তুই মরা।

২ তুই জাগি ওঠেক, আর বাদ বাকি যেইলা আধামরা হয়া আছে সেইলাক শক্তিশালী করি তোলেক। ক্যেনেনা মোর ভগবানের নজরত তোর কোন কাম সঠিক না হয়।

৩ এই বাদে তুই যা পাইচিস আর যা শুনিচিস সেইটা ফম করিয়া পালন করেক। আর এই অবস্থা থাকি মন ফিরাও। যদি তুই জাগনা না হইস, তাইলে মুই চোরের নাকান আসিম, আর মুই কোন পলকে তোরটে আসিম তুই জানিরও পাবু না।

৪ “তাঙো সার্দিত তোর এমন কয়েক জন মানষি আছে, যায় যায় উমার চালচলন কাপড় চোপড় অপবিত্র করে নাই, এই বাদে উমরা সাদা কাপড় পিন্দিয়া মোর সোদে যাওয়া আইসা করিবে। ক্যেনেনা উমরা যোগ্য মানষি।

৫ যায় জয়ী হবে উয়ায় এই নাকান সাদা পোশাক পিন্দিবে। জীবন-বই থাকি উমার নাম কোন সমায় মুছি ফ্যেলাইম না। বরং মোর বাপ আর উয়ার স্বর্গদূতলার আগত মুই উয়াক মানি নিম।

৬ যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক।

[৭] “ফিলাদিলফিয়া সমিতির দূতক এই কতা নেখ, যায় পবিত্র আর সইত্য, যারটে দায়ূদের চাবি আছে, উয়ায় খুলিলে কাঙো বন্ধ করির পায় না, আর বন্ধ করিলে কাঙো খুলির না পায়, উয়ায় এই কতা কইচে:

[৮] “মুই জানং তোর কামের কতা। দেখেক, মুই তোর আগ পাকে একখান খোলা দুয়ার থুলুং যেইখান বন্ধ করির সাইধ্য কারো নাই। মুই জানং তোমারলার শক্তি খুব কম, কিন্তুক তাঙো তোমরালা মোর বাইক্য পালন করিচেন। আর মোক অস্বীকার করেন নাই।

[৯] যায় যায় নিজক যিহূদী কয় কিন্তুক উমার আচার আচরন যিহূদীর মত না হয়, এই শয়তানের দলের সেই বেইমান মানষিলাক মুই তোমারলারটে নিয়া আসিম, আর তোর ঠ্যাংওত ভক্তি দেওয়াইম। আর উমরা জানির পাবে যে, মুই তোক পিরিত করং।

[১০] ধৈর্য ধরির যে আদেশ মুই তোক দিচিলুং সেইটা তুই পালন করিচিস। এই বাদে এই দুনিয়াত যে যাতনার সমায় আসির ধরচে সেই সমায় মুই তোমারলাক রক্ষা করিম। যায় যায় এই দুনিয়ার, উমারলাক যাচাই করির বাদে এই যাতনা আসিবে।

[১১] “মুই তোরটে খুব পচপচে আসির ধরচুং। তোর যা আছে তা শক্ত করি ধরি থো। যাতে তোর জয়ের মটুক কাঙো কাড়ি নিবার না পায়।

১২ যায় জয়ী হবে উয়াক মুই মোর ভগবানের মন্দিরের একটা থাম্বার নাকান বানাইম। উয়ায় আর কোন দিন বায়রাত যাবে না। মুই উয়ার উপরাত মোর ভগবানের নাম আর মোর ভগবানের গঞ্জের নামলা নেখিম। সেই গঞ্জ নয়া যিরূশালেম। স্বর্গ থাকি মোর ভগবানেরটে থাকি এই গঞ্জ নামি আসিবে। যায় জয়ী হবে মুই উয়ার উপরাত মোর নয়া নামও নেখিম।

১৩ যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক।

১৪ “লায়দিকেয়া গঞ্জের সমিতির দূতক এই কতা নেখ, যায় আমেন, যায় বিশ্বস্ত আর সইত্য সাক্ষী, যায় ভগবানের সিজ্জনের মূল, উয়ায় এই কতা কইচে: “মুই তোমারলার কামের কতা জানং।

১৫ তোমরালা ঠাণ্ডাও না, গরমও না; তোমরালা হয় ঠাণ্ডা, না হয় গরম হইলে, ভাল হইলেক হয়।

১৬ এই নাকান তোমরালা কুসুম কুসুম, না গরম না ঠাণ্ডা, এই বাদে মুই তোমারলাক মোর মুখ থাকি ছ্যেপের নাকান ওগলে ফ্যেলাইম।

১৭ তোমরালা কবার ধরচেন, ‘হামরালা ধনী, ধন জমা করচি, হামারলার কোনো অভাব নাই।’ কিন্তুক তোমরালা জানেন না যে তোমরালা দুঃখী, দয়ার পাত্র, গরীব, কানা আর উলংগ।

[১৮] মুই তোমারলাক এই পরামর্শ দিবার ধরচুং, তোমরালা মোরটে থাকি অগুনত ছোবা দেওয়া খাটি সোনা কিনি নেও, যাতে ধনী হবার পারেন। মোরটে থাকি সাদা পোশাক কিনি পেন্দো, যাতে তোমারলার উলংগতার নজ্জা দেখা না যায়। মোরটে থাকি চখুত দিবার সুরমা কিনি নেও, যাতে তোমরালা দেখির পারেন।

[১৯] "মুই যাক যাক পিরিত করং, উমারলারে দোষ দেখে দ্যেং আর শাসন করং। এই বাদে এই অবস্থা থাকি মন ফিরির চেষ্টা কর।

[২০] দেখ, মুই দুয়ারত খাড়া হয়া খটখটের ধরচুং। যে কাঙো মোর আওয়াজ শুনি দুয়ার খুলি দেয়, মুই উয়ারটে যাইম। আর উয়ার সোদে খাওয়া দাওয়া করিম, উয়ায়ও মোর সোদে খাওয়া দাওয়া করিবে।

[২১] "যায় জয় করে, উয়াক মোর সোদে মোর সিংহাসনত বসির দিম। যেই নাকান মুই নিজক জয় করিচুং, মোর বাপের সোদে উয়ার সিংহাসনত বসিচুং।

[২২] যার শুনির কান আছে, পবিত্র আত্মা সমিতিলাক কি কবার ধরচে, উয়ায় শুনুক।"

৪ ইয়ার পাছত মুই নজর দিলুং আর দেখির পালুং, স্বর্গের একখান দুয়ার খোলা আছে। পইলা যে গালার আওয়াজ শুনছিলুং ঐ শিংগার শব্দের নাকান যার আওয়াজ উয়ায় মোক

কইলেক, “তুই এটেকোনা উঠি আইসেক। এইলার পাছত যেইলা নিশ্চিত ঘটিবে, সেইলা তোক মুই দেখাইম।”

২ আর স্যেলায় মুই পবিত্র আত্মাত ভরপুর হলুং আর স্বর্গত একখান সিংহাসন দেখির পালুং, সেই সিংহাসনের উপরত এক জন বসি আছে।

৩ যায় বসি আছে, উয়ায় দেখির হীরা আর সবুজ মণির নাকান; সিংহাসনের চাইরো পাকে একটা রংধনুক আছিলেক, সেইটা দেখতে একটা পান্নার নাকান।

৪ সেই সিংহাসনের চাইরো পাকে আরো চব্বিশটা সিংহাসন আছিলেক, আর সেই সিংহাসনলাত চব্বিশ জন নেতা বসি আছিলেক, উমারলার পোশাক আছিলেক সাদা আর মাথাত আছিলেক সোনার মটুক।

৫ সেই সিংহাসন থাকি বিদ্যুৎ, ভয়ংকর শব্দ আর ম্যেঘের ডাক বাইর হবার ধরছিলেক। আর সেই সিংহাসনের আগত অগুনের সাতটা বাতি জ্বলির ধরছিলেক, সেই বাতিলা হইলেক ভগবানের সাতটা আত্মা।

৬ সেই সিংহাসনের আগত খ্রীষ্টল পাথরের নাকান একেবারে ঝকঝকা একটা সাগর আছিলেক। সেই সিংহাসনলার মইদ্ধের সিংহাসনটার চাইরো পাকে চারটা বত্তা প্রাণী আছিলেক; উমারলার আগপাকে আর পাছপাকে চোখুতে ভরা।

৭ পইলা প্রাণীটার চেহারা সিংহের নাকান, দ্বিতীয়টা বাছুরের নাকান, তৃতীয়টার মুখ মানষির নাকান আর চতুর্থটা উড়ি বেড়া ভেলোয়া পখির নাকান।

৮ এই চারটা বত্তা প্রাণীর পতিটার ছয়টা করি ডানা আছিলেক, আর সউগ জাগাতে চখুই ভরা আছিলেক; আর উমরা দিন রাতি এই কতা কবার ধরচে, “সর্বশক্তিমান প্রভু পরমেশ্বর যায় চিরকাল আছিলেক, আছে আর আসির ধরচে, উয়ায় পবিত্র, পবিত্র, পবিত্র।”

৯ যায় সিংহাসনত বসি আছে, উয়ায় চিরকালে বত্তায় আছে। সেই প্রাণীলা য্যেলায় উয়ার গুণকিত্তন, সন্মান আর জয়ের গর্ব প্রকাশ করে,

১০ স্যেলায় সেই চব্বিশ জন নেতা সিংহাসনের অধিকারী, মানে যায় চিরকাল ধরি বত্তায় আছে উয়াক উবুর হয়া ভক্তি করে, এই নেতালা স্যেলা সিংহাসনের আগত উমারলার মটুক খুলি থুইয়া কবে,

১১ “হে হামারলার ভগবান, হে হামারলার প্রভু, তুইয়ে যশ, সন্মান আর ক্ষমতা পাবার যোগ্য, ক্যেনেনা তুইয়ে সউগ কিছু সিজ্জন করিচিস, আর তোর ইচ্ছাতে সেইলা সিজ্জন হইচে আর টিকি আছে।”

৫ যায় সেই সিংহাসনত বসি আছে, উয়ার ডাইন হাতত একখান মোড়ে থোয়া বই দেখির পালুং। বইয়ের ভিতিরাত আর বায়রাত নেখা আছিলেক আর সাতটা সীলমোহর দিয়া বন্ধ করা আছিলেক।

২ পাছত মুই এক জন শক্তিশালী স্বর্গদূতক জোর গালায় এই কতা কবার শুনলুং, কায় এই সীলমোহরলা ভাঙি বইখান নিকলি আনির যোগ্য?

৩ কিন্তুক কি স্বর্গত, কি দুনিয়াত, কি পাতালত কাঙো ঐ মোড়ে থোয়া বইখান খুলির পাইলেক না, আর বইখানের ভিতিরাও কাঙো দেখির পাইলেক না।

৪ স্যেলা মুই খুব কান্দির নাগিলুং, ক্যেনেনা মোড়ে থোয়া বইখান খুলিয়া পড়িবার যোগ্য কাঙোকে পাওয়া গেইলেক না।

৫ পাছত নেতালার মইদ্ধো থাকি মোক এক জন কইলেক, “কান্দিস না। যিহূদা বংশের সিংহ, যায় দায়ূদের বংশধর, উয়ায় জয়ী হইচে। উয়ায় ঐ সাতটা সীলমোহর ভাঙিয়া বইখান নিকলি আনির পারে।”

৬ পাছত মুই দেখিলুং, ঐ সিংহাসনের আর চারটা প্রাণীর মইদ্ধে আর নেতালার মইদ্ধোত একটা ভেড়ার বাচ্চা খাড়া হয়া রবার দেখিলুং। সেই ভেড়ার বাচ্চাটাক মারি ফ্যেলের দেখা যায়। ঐ ভেড়ার বাচ্চাটার সাতটা শিং আর সাতটা চখু আছিলেক।

ভগবানের যেই সাতটা আত্মাক দুনিয়ার সউগ জাগাত প্যেঠে দেওয়া হয় এই চখুলা হইলেক ভগবানের সেই সাতটা আত্মা।

৭ পাছত ঐ ভেড়ার বাচ্চাটা আসিয়া, যায় সিংহাসনত বসি আছিলেক উয়ার ডাইন হাত থাকি বইখান নিলেক।

৮ বইখান নিবার পাছত সেই চারজন বত্তা প্রাণী আর চব্বিশ জন নেতা ভেড়ার বাচ্চাটার আগপাকে উবুর হইলেক। উমার সগারে হাতত একটা করি বীণা আর একটা ধূনা ভর্তি সোনার বাটি আছিলেক; সেই ধূনা হইলেক ভগবানের মানষিলার প্রার্থনা।

৯ আর উমরা একটা নয়া গান করিলেক, "তুইয়ে ঐ বইখান নিয়া উয়ার সীলমোহরলা খুলিবার যোগ্য; ক্যেনেনা তোক মারি ফ্যেলা হইচে, তুইয়ে তোর অক্ত দিয়া প্রতিটা বংশক, ভাষা, দেশ আর জাতির মইদ্ধো থাকি ভগবানের বাদে মানষিলাক কিনিছিস;

১০ তুই উমারলাক নিয়া একটা রাইজ্য গড়ে তুলিচিস, আর হামারলাক ভগবানের সেবা করির বাদে বামন বানাইচিস, উমরা এই দুনিয়ার উপরাত শাসন করিবে।"

১১ পরে মুই চায়া দেখিলুং, আর ঐ সিংহাসনের, বত্তা প্রাণীলার আর নেতালার চাইরো পাকে ম্যেলা স্বর্গদূতের গালার আওয়াজ শুনির পাইলুং; উমরা সংখায় হাজার হাজার, কোটি কোটি।

১২ উমরা জোরে জোরে চিকরিয়া কইলেক, "যেই ভেড়ার বাচ্চাটাক মারি ফ্যেলা হইচে, উয়ায়ে ক্ষমতাবান আর ধন, জ্ঞান, শক্তি, সন্মান, মহিমা আর আশুর্বাদ পাবার যোগ্য!"

১৩ তার পাছত স্বর্গত, দুনিয়াত, পাতালত আর সাগরত যত প্রাণী আছে, এমন কি সেইলার মইদ্ধোত যা কিছুই আছে সগাকে মুই জোড়ে জোড়ে গান করির শুনিলুং, “যায় সিংহাসনত বসি আছে, উয়ার বাদে আর ভেড়ার বাচ্চাটার বাদে আশুর্বাদ, সন্মান, মহিমা, ক্ষমতা চিরকাল থাকুক।”

১৪ সেই চারটা প্রাণী কইলেক, “আমেন।” আর তার পাছত সেই নেতালা উবুর হয়া ভক্তি দিলেক।

৬ তার পাছত মুই দেখিলুং, যেয়েলা সেই ভেড়ার বাচ্চাটা ঐ সাতটা সীলমোহরের মইদ্ধে পইলা সীলমোহরটা খোলাইলেক, আর মুই সেই চারজন প্রাণীর মইদ্ধে এক জনক ম্যেঘের গর্জনের মত আওয়াজ করির শুনিলুং, “আইসেক।”

২ মুই নজর দিলুং, আর দেখ, একটা সাদা ঘোড়া দেখিলুং, যায় ঐ ঘোড়াটার উপরাত বসি আছিলেক, উয়ার হাতত একখান ধনুক আছিলেক। উয়াক একটা জয়ের মটুক দেওয়া হইলেক, আর উয়ায় জয়ী বীরের মত বাইর হয়া জয় করিতে করিতে চলির নাগিলেক।

৩ ভেড়ার বাচ্চাটা যেয়েলা দ্বিতীয় সীলমোহরটা খোলাইলেক, স্যেলা দ্বিতীয় বক্তা প্রাণীটাক কবার শুনিলুং, “আইসেক।”

৪ পাছত অগুনের নাকান নাল অইন্য একটা ঘোড়া বাইর হয়া আসিলেক, যায় ঐ ঘোড়ার উপরাত বসিয়া আছিলেক, উয়াক

দুনিয়া থাকি শান্তি তুলি নিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলেক, যাতে মানষি একে অপরক মারি ফ্যালায়। উয়াক একখান বড় তলোয়ার দেওয়া হইলেক।

৫ ভেড়ার বাচ্চাটা য্যালা তৃতীয় সীলমোহর খোলাইলেক, স্যালা মুই তৃতীয় বত্তা প্রাণীটাক কবার শুনিলুং, “আইসেক।” ইয়ার পাছত মুই একটা কালা ঘোড়া দেখির পালুং, যায় ঐ ঘোড়ার উপরাত বসি আছিলেক, উয়ার হাতত একখান দাড়ি পাল্লা আছিলেক,

৬ আর মুই চারটা প্রাণীর মইদ্ধো থাকি কাঙোকো কবার শুনলুং, “এক জন কামলার এক দিনের কামাইওত খালি এক কেজি গম বা তিন কেজি যব পাওয়া যায়। কিন্তুক ত্যাল আর আংগুর রস তুই নষ্ট না করিস।”

৭ ভেড়ার বাচ্চাটা য্যালা চতুর্থ সীলমোহরটা খোলাইলেক, স্যালা মুই বত্তা প্রাণীটাক কবার শুনলুং, “আইসেক।”

৮ আর মুই ফ্যাকসা রং এর একটা ঘোড়া দেখির পালুং। যায় ঐ ঘোড়ার উপরাত বসি আছিলেক, উয়ার নাম মরণ। আর যমের বাড়িটাও উয়ার সোদে যাবার নাগিলেক। দুনিয়ার চাইর ভাগের একভাগের উপরাত উমাক ক্ষমতা দেওয়া হইলেক, যাতে উমরা ছোরা, আকাল, মরণ আর বনুয়া জন্তু দিয়া মানষিলাক মারি ফ্যালায়।

[৯] য্যেলা উয়ায় পঞ্চম সীলমোহর খোলাইলেক স্যেলা মুই বেদীর নিচাত এমন সউগ মানষির আত্মা দেখির পালুং, যাক যাক ভগবানের বাইক্য আর সাক্ষ্য দিবার বাদে মারি ফ্যেলা হইচে।

[১০] উমরা জোরে জোড়ে চিকিরিয়া কবার নাগিলেক, "হে পবিত্র আর সইত্যবান রাজা, যায় যায় এই দুনিয়ার, উমারলার বিচার করির আর হামারলার অক্তের শোধ নিবার তুই আর কত দেড়ি করিবু?"

[১১] স্যেলা উমারলাক সগাকে সাদা পোশাক দেওয়া হইলেক, আর কওয়া হইলেক, উমার কামের ভাগিদারী আর ভাইলাক, যাক যাক উমার নাকান করি তারাতারি মারি ফ্যেলা হবে, উমার সংখ্যা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উমরা যাতে আর অল্প কিছু কাল বাচ্চে রয়।

[১২] ইয়ার পাছত মুই দেখিলুং, উয়ায় য্যেলা ষষ্ঠ সীলমোহর খোলাইলেক, স্যেলা দারুন ভুইচাল হইলেক। বেলা একেবারে কালা হয়া গেইলেক, আর গোটায় চানটা অক্তের নাকান নাল হয়া উঠিলেক।

[১৩] জোড়ে জোড়ে কাল বৈশাখীর হুরকা হইলে যেই নাকান গছ থাকি ফল অসমায়ে পড়ি যায়, ঠিক সেই নাকান দ্যাওয়া থাকি তারালা দুনিয়ার উপরাত খসি পড়িচে।

[১৪] মোড়ে থোয়া বইয়ের নাকান দ্যাওয়াটা গোটো হয়া গেইলেক। আর প্রতিটা পাহাড় আর দ্বীপ নিজের নিজের জাগা থাকি সারি

গেইলেক।

[১৫] দুনিয়ার সউগ রাজা আর প্রধান মানষি, সেনাপতি, ধনী আর শক্তিশালী মানষি আরো সগারে চাকর আর স্বাধীন মানষিলা পাহাড়ের গুহাত শিলের আওডালত নুকাইলেক।

[১৬] উমরা পাহাড় আর শিললাক কইলেক, "হামারলার উপরাত পড়েক, আর যায় এই সিংহাসনত বসি আছে, উয়ার মুখের আগ থাকি আর ভেড়ার বাচ্চার গোসা থাকি হামারলাক নুকি থো।

[১৭] ক্যেনেনা উমারলার গোসার সেই মহাদিন আসিলেক, আর কায় উমার আগত খাড়া হয়া রবার পায়?"

৭ ইয়ার পাছত মুই চাইর জন স্বর্গদূতক দুনিয়ার চাইর কোণাত খাড়া হয়া রবার দেখিলুং, উমরা দুনিয়ার চাইর কোণার বাতাস আটকে থুইচে, যাতে দুনিয়া, সাগর আর গছের উপরাত বাতাস না বয়া যায়।

[২] মুই আর এক জন স্বর্গদূতক পুবপাক থাকি উঠি আসির দেখিলুং, উয়ারটে বত্তা ভগবানের সীলমোহর আছিলেক; যে চাইর জন স্বর্গদূতক দুনিয়া আর সাগরের ক্ষতি করির ক্ষমতা দেওয়া হইচে, সেই চাইর জন স্বর্গদূতক উয়ায় খুব জোড়ে চিকরিয়া কইলেক,

[৩] "হামারলার ভগবানের চাকরলার কপালত সীলমোহর না দেওয়া পর্যন্ত দুনিয়া, সাগর বা গছগচালির হানি না করিস।"

৪ আর মুই সেই সীলমোহর করা মানষিলার সংখ্যা শুনিলুং। ইস্রায়েলীলার সউগ গুষ্টির মইদ্ধো থাকি মোট এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানষিক সীলমোহর করা হইচে,

৫ যিহূদা গুষ্টির বারো হাজার; রূবেণ গুষ্টির বারো হাজার; গাদ গুষ্টির বারো হাজার;

৬ আশের গুষ্টির বারো হাজার; নপ্তালি গুষ্টির বারো হাজার; মনঃশি গুষ্টির বারো হাজার;

৭ শিমিয়োন গুষ্টির বারো হাজার; লেবি গুষ্টির বারো হাজার; ইষাখর গুষ্টির বারো হাজার;

৮ সবূলূন গুষ্টির বারো হাজার; যোষেফ গুষ্টির বারো হাজার; বিন্যামীন গুষ্টির বারো হাজার। সাদা পোশাক পেন্দা মানষির ভিড়

৯ ইয়ার পাছত মুই দেখিলুং, পতিটা জাতি, গুষ্টি, দেশ আর ভাষার মইদ্ধো থাকি এত মানষির ভিড় যে, উমারলার সংখ্যা কাঙো গণতি করির পাইলেক না। সাদা পোশাক পিন্দিয়া উমরা সেই সিংহাসন আর ভেড়ার বাচ্চার আগত সন্মান জানের বাদে, খেজুরের পাত হাতত নিয়া খাড়া হয়া আছিলেক।

১০ উমরা জোড়ে চিকরিয়া কবার ধরচে, “যায় সিংহাসনত বসি আছে, সেই ভগবান আর ভেড়ার বাচ্চারটে হামারলার মুক্তির ঘাটা আছে।”

১১ আর স্বর্গদূতলা সগায় সেই সিংহাসনের, নেতালার আর চাইরটা বক্তা প্রাণীর চাইরো পাকে খাড়া হয়া রইলেক; উমরা

সিংহাসনের আগত উবুরি হয়া ভগবানক ভক্তি দিয়া কইলেক,

১২ “আমেন। গুণগান, মহিমা, জ্ঞান, ধন্যবাদ, সন্মান, ক্ষমতা আর শক্তি চিরকাল ধরি হামারলার ভগবানের হউক। আমেন।”

১৩ স্যেলা নেতালার মইদ্ধো থাকি এক জন মোক কইলেক, “সাদা পোশাক পেন্দা এই মানষিলা কায়? আর ইমরা কোটে থাকি আসিচে?”

১৪ মুই উয়াক কলুং, “সেইটা তো তোমরা ভাল করি জানেন।” উয়ায় মোক কইলেক, “সেই ভয়ংকর কষ্টের মইদ্ধো দিয়া যায় যায় আসিচে, উমরা হইলেক ইমরায়। ভেড়ার বাচ্চার সঁপে দেওয়া অক্ত দিয়া উমারলার জীবন ধুইয়া পবিত্র করিচে বুলিয়া ইমার পোশাক সাদা হইচে।

১৫ এই বাদে ইমরা ভগবানের সিংহাসনের আগত আছে আর স্বর্গের মন্দিরত দিন রাতি উয়ার সেবা করির ধরচে। যায় সিংহাসনের উপরাত বসি আছে, উয়ায় ইমারলাক রক্ষা করির বাদে উয়ার নিজের তাম্বু টাঙাবে।

১৬ ইমার আর ভোগ নাগিবে না, টিস্সাও নাগিবে না, বেলার তেজ আর ইমার দেহার ক্ষতি করিবে না।

১৭ ক্যেনেনা সেই ভেড়ার বাচ্চা যায় সিংহাসনত আছে, উয়ায় ইমারলার রাখোয়াল হবে। বত্তা জলের জোয়ারেরটে উয়ায় ইমারলাক নিয়া যাবে, আর ভগবান ইমারলার চখুর জল মুছি দিবে।”

৮ আর ভেড়ার বাচ্চা যে্যেলা সপ্তম সীলমোহর খুলিলেক, সে্যেলা স্বর্গত পেরায় আধা ঘণ্টা ধরি কোন শব্দ শোনা গেইলেক না।

২ সে্যেলা সেই সাত জন স্বর্গদূত ভগবানের সামনাত খাড়া হয়া রবার মুই দেখির পাইলুং। উমারলার হাতত সাতটা শিঙ্গা দেওয়া হইলেক।

৩ পাছত আরেক জন স্বর্গদূত আসিয়া বেদীর বগলত খাড়া হইলেক। উয়ার হাতত একটা সোনার ধূপবাতি আছিলেক। উয়াক মে্যেলা ধূনা দেওয়া হইলেক। যাতে উয়ায় সিংহাসনের আগত সোনার ধূপবাতি বেদীর উপরত ভগবানের সউগ মানষিলার প্রার্থনার সোদে সেই ধূনা সঁপে দেয়।

৪ পবিত্র মানষিলার প্রার্থনার সোদে দূতের হাত থাকি ধূনার ধূপবাতির ধূমা ভগবানের সামনাত উঠির নাগিলেক।

৫ সে্যেলা স্বর্গদূত বেদী থাকি অগুন নিয়া ধূনার ধূপবাতিটা ভরেয়া দুনিয়াত ফে্যেলে দিলেক। ইয়াতে মে্যেঘের গর্জন, দ্যাওয়ার ঝিলিক, বিজলী পরির শব্দ, আর ভুইচাল হইলেক।

৬ যে সাত জন স্বর্গদূতের হাতত সাতটা শিংগা আছিলেক, উমরা শিংগা বাজের সাজিয়া রইলেক।

৭ পইলা স্বর্গদূত উয়ার শিংগা বাজেবার পাছত, অক্ত মাখা শিলা ঝড়ি আর অগুন দুনিয়াত ফে্যেলা হইলেক, ইয়াতে তিন ভাগের

একভাগ ভুই, তিন ভাগের এক ভাগ গছপালা আর সউগ সবুজ ঘাস ছোবা গেইলেক।

৮ ইয়ার পাছত দ্বিতীয় স্বর্গদূত শিংগা বাজাইলেক, স্যেলা মস্তবড় জলন্ত পাহাড়ের নাকান একটা জিনিস সাগরত ফ্যেলা হইলেক;

৯ আর সাগরের তিন ভাগের একভাগ জল অক্ত হয়া গেইলেক, আরো সাগরের মইদ্ধোত তিন ভাগের একভাগ বত্তা প্রাণীলা মরিলেক, আর তিন ভাগের একভাগ জাহাজ ধ্বংস হইলেক।

১০ তার পাছত তৃতীয় স্বর্গদূত শিংগা বাজাইলেক, স্যেলা একটা বড় তারা বাতির নাকান জ্বলিতে জ্বলিতে দ্যাওয়া থাকি পড়িলেক, আর তিন ভাগের একভাগ নদী নালার আর জলের জোয়ারের উপরত পড়িলেক।

১১ ঐ তারাটার নাম আছিলেক সোমরাজ। তিন ভাগের একভাগ নদ-নদী আর জোয়ারের উপরত তারাটা পড়িলেক, ইয়াতে তিন ভাগের এক ভাগ জল তিতা হয়া গেইলেক, আর ঐ তিতা জল খায়া ম্যেলা মানষি মরিলেক।

১২ ইয়ার পাছত চতুর্থ স্বর্গদূত শিংগা বাজাইলেক, ইয়াতে বেলার তিন ভাগের একভাগ আর চানের তিন ভাগের একভাগ আর তারালার তিন ভাগের এক ভাগ হানি হয়া গেইলেক, দিনের তিন ভাগের এক ভাগ কোন আলো দেখা গেইলেক না আর রাতির তিন ভাগের এক ভাগ একে নাকান হইলেক।

১৩ পাছত মুই নজর দিলুং, একটা ভেলোয়া পখি দ্যাওয়ার মইদ্ধো দিয়া উড়ি যাবার ধরচে, আর সেই ভেলোয়াটাক জোড়ে জোড়ে কবার শুনিলুং, "যেলো অইন্য যেই তিন জন স্বর্গদূত শিংগা বাজের যাবার ধরচে, উমার শিংগার আওয়াজ হইলে স্যেলা যায় যায় এই দুনিয়ার উমারলার বিপদ, বিপদ, বিপদ হবে।"

৯ ইয়ার পাছত পঞ্চম দূত শিংগা বাজাইলেক, আর মুই দেখিলুং একটা তারা দ্যাওয়া থাকি দুনিয়াত পড়িলেক; ঐ তারাটাক অতল খালের চাবি দেওয়া হইলেক।

২ তারাটা স্যেলা অতল খালটা খোলাইলেক, ইট ভাটা থাকি যেমন ধূমা বাইর হয়, ঠিক একে নাকান করি ঐ খালটা থাকি ধূমা বাইর হবার নাগিলেক। ঐ খালটার ধূমায় বেলা আর দ্যাওয়া আন্ধার হয়া গেইলেক।

৩ আর ঐ ধূমার মইদ্ধো থাকি ম্যেলা বড় পংগপাল বাইর হয়া দুনিয়াত আসিলেক। ঐ পংগপাললাক দুনিয়ার বিষ কাকড়ার নাকান ক্ষমতা দেওয়া হইলেক।

৪ উমারলাক কওয়া হইলেক, উমরা যাতে দুনিয়ার কোন ঘাস বা সবুজ কোন কিছু আর কোন গছের হানি না করে। যার কপালত ভগবানের সীলমোহর নাই, খালি সেই মানষিলারে হানি করে।

৫ এই মানষিলাক মারি ফ্যেলের ক্ষমতা উমারলাক দেওয়া হইলেক না, খালি পাচ মাস পর্যন্ত যন্তনা দিবার ক্ষমতা উমাক দেওয়া হইলেক। বিষ কাকড়া য্যেলা কোন মানষিক স্যেল দেয় স্যেলা যেই নাকান যন্তনা হয় এই বড় পংগপাললার দেওয়া যন্তনা ঠিঁক একে নাকান।

৬ ঐ সমায় মানষিলা মরণ খুজিবে, কিন্তুক কোন মতে উদ্দিশ পাবে না। উমরা মরির চাবে কিন্তুক মরণ উমারটে থাকি পালাবে।

৭ ঐ বড় পংগপাললা দেখির যুদ্ধের বাদে সাজে থোয়া ঘোড়ার মত। উমার মাথাত সোনার মটুকের মত এক নাকানের জিনিস আছিলেক। আর উমার মুখের চেহারা আছিলেক মানষির নাকান।

৮ উমার চুলি আছিলেক বেটিছাওয়ার চুলির নাকান, আর উমার দাঁত সিংহর দাতের মত।

৯ উমারলার বুকত লোহার বুক পাটার পোশাকের নাকান পোশাক আছিলেক। ম্যেলা ঘোড়া একসোদে যুদ্ধের রথ টানি নিয়া গেইলে যেই নাকান আওয়াজ হয় উমার ডানার আওয়াজ একে নাকান আছিলেক।

১০ উমারলার নেটু বিষ কাকড়ার স্যেল দেওয়া নেটুর নাকান আছিলেক। পাচ মাস পর্যন্ত মানষিলার হানি করির ক্ষমতা উমার নেটুত আছিলেক।

[১১] ঐ অতল খালের দূতেই আছিলেক পংগপাললার রাজা। ইব্রীয় ভাষায় এই দূতের নাম আবদ্দোন আর গ্রীক ভাষাত আপল্লুয়ন, ইয়ার মানে ধ্বংসকারী।

[১২] পইলা বিপদ শ্যেষ হইল; ইয়ার পাছত আরো দুইটা বিপদ আসির ধরচে।

[১৩] পাছত ষষ্ঠ স্বর্গদূত উয়ার শিংগা বাজাইলেক, ভগবানের সামনাত যে সোনার বেদী আছে সেই বেদীর চারটা শিং থাকি মুই এক জনাক কতা কবার শুনিলুং। যারটে শিংগা আছিলেক সেই ষষ্ঠ দূতক কইলেক,

[১৪] "যেই চাইর জন দূত ইউফ্রেটিস মহানদীত বান্দা আছে উমারলাক খালাস করেক।"

[১৫] সেই চাইর জন দূতক বছর, মাস, দিন আর ঘণ্টার বাদে সাজে থোয়া হইছিলেক। উমারলাক খালাস করা হইলেক, যাতে উমরা তিন ভাগের এক ভাগ মানষিক মারি ফ্যালায়।

[১৬] পাছত মুই শুনির পালুং, ঘোড়াত চড়া সেনা আছিলেক বিশ কোটি।

[১৭] দর্শনত যেইলা ঘোড়া আর ঐলার উপরাত যাক যাক মুই দেখিলুং, উমার চেহারা এই নাকানের আছিলেক, উমার বুক বাঁচের বাদে পোশাক আছিলেক অগুনের মত নাল, নীলুয়া আর গন্ধকের মত হলদিয়া রংএর। ঘোড়ালার মাথা আছিলেক সিংহর

মাথার নাকান আর ঐলার মুখ দিয়া অগুন, ধূমা, আর গন্ধক বাইর হবার ধরছিলেক।

১৮ অগুন, ধূমা, আর গন্ধক এই তিনটা আঘাতের মইদ্ধো দিয়া তিন ভাগের একভাগ মানষিক মারি ফ্যেলা হইলেক।

১৯ এই ঘোড়ালার মুখত আর নেটুত শক্তি আছিলেক, ক্যেনেনা উমারলার নেটু ছিল সাপের নাকান। এই নেটুর মাথা দিয়ায় উমরালা মানষিলার হানি করির ধরছিলেক।

২০ কিন্তুক এইলা আঘাতের পাছত যেইলা মানষি বত্তি রইলেক উমরা নিজেরলার কুকর্ম থাকি মন ফিরাইলেক না, উমরালা অপদেবতার আর প্রতিমা পূজা করিতেই থাকিলেক। যদিও ঐলা সোনা, রূপা, পিতল, শিল আর খুটা দিয়া গড়া আর এইলা দেখির, শুনির, হাটির না পায়।

২১ এইলা ছাড়াও খুন, যাদুবিদ্যা, ব্যভিচার আরো চুরি করা থাকিয়াও উমরা মন ফিরাইলেক না।

১০ পাছত মুই আরেক জন শক্তিমান দূতক স্বর্গ থাকি নামি আসির দেখিলুং। উয়ার পোশাক আছিলেক ম্যেঘ, আর উয়ার মাথার উপরত আছিলেক রংধনুক। উয়ার মুখ বেলার নাকান চকচকা, আর ঠ্যাং আছিলেক অগুনের থামের নাকান।

২ উয়ার হাতত ছোট একখান বই মেলে থোয়া আছিলেক। উয়ায় ডাইন ঠ্যাং সাগরত আর বাম ঠ্যাং ডাঙাত থুইয়া,

৩ সিংহর নাকান জোড়ে চিকরিলেক। উয়ার চেকরনের সাথে সাথে সাতটা বিজলীর আওয়াজ হইলেক।

৪ যে্যলা সাতটা বিজলীর আওয়াজ শুনাইলেক সে্যলা মুই নেখির বাদে সাজি আছং। কিন্তুক স্বর্গ থাকি মোক এই কতা কওয়া হইলেক, “সাতটা বিজলী এই কতা কইলেক, এইলা না নেখিস, শিল করি গোপন থো।”

৫ যেই স্বর্গদূতক মুই সাগরত আর ডাঙাত খাড়া হয়া রবার দেখিলুং, উয়ায় উয়ার ডাইন হাত স্বর্গের পাকে তুলিলেক।

৬ যায় চিরকাল ধরি বত্তায় আছে। আর দ্যাওয়া, দুনিয়া, সাগর আর ঐলার মইদ্ধোত যেইলা আছে সউগ সিজ্জন করিচে, উয়ার নামে ওই স্বর্গদূত কিরা কাটিয়া কইলেক, “আর বেশী দেরি হবার না হয়।

৭ কিন্তুক সপ্তম স্বর্গদূত শিংগা বাজের দিন ভগবানের গোপন উদ্দেশ্য পূরণ হবে। ভগবান উয়ার নিজের চাকরলারটে, মানে ভাববাদীলারটে যেইলা জানাইছিলেক, এইটা ঠিক সেই নাকানে হবে।”

৮ মুই স্বর্গ থাকি যাক কতা কবার শুনছিলুং, উয়ায় আরো মোক কইলেক, “যেই স্বর্গদূত সাগর আর ডাঙাত খাড়া হয়া আছে, উয়ারটে যায়া উয়ারটে থাকি খোলা বইখান নেক।”

৯ সে্যলা মুই সেই স্বর্গদূতেরটে যায়া ঐ ছোট মোড়ে থোয়া বইখান মোক দিবার কলুং, উয়ায় মোক কইলেক, “বইখান নিয়া

খায়া ফ্যালাও। এইটা তোর মুখত মধুর নাকান মিষ্টি নাগিবে কিন্তুক তোর প্যেটক তিতা করি তুলিবে।”

১০ স্যেলা মুই স্বর্গদূতের হাত থাকি ঐ বইখান নিয়া খায়া ফ্যেলালুং; খাবার সমায় মোর মুখত মধুর নাকান মিষ্টি নাগিলেক। কিন্তুক খাবার পাছত মোর প্যেটত তিতার নাকান মনে হইলেক।

১১ তার পাছত মোক উমরা কইলেক, “তোক আরো ম্যেলা দেশ, জাতি, ভাষা আর রাজার বিষয়ে ভাববাণী কবার নাগবে।”

১১

ইয়ার পাছত একটা মাপিবার নাটি মোক দেওয়া হইল, আর কইলেক, “ওঠেক! ভগবানের মন্দিরটা মাপেক আর বেদীটাও মাপেক আর যায় যায় ওটে ভগবানের গুণগান করে উমারলার সংখ্যা গণতি করেক।

২ কিন্তুক মন্দিরের বায়রা চত্বর খান বাদ দিস, মাপিস না, ক্যেনেনা ঐখান অযিহূদী জাতিলাক দেওয়া হইচে। উমরা বিয়াল্লিশ মাস ধরি পবিত্র গঞ্জটা ঠ্যেং দিয়া খচিবে।

৩ কিন্তুক মুই মোর দুই জন সাক্ষীক এমন কাম দিম, যার ফলে উমরা চটের কাপড় পিন্দিয়া এক হাজার দুইশ ষাইট দিন ধরি ভবিষ্যত বাণী কবে।”

৪ সেই দুই জন সাক্ষী হইলেক দুইটা জলপই গছ আর দুইটা নেম্পোর ঠগা, যায় যায় দুনিয়ার প্রভুর আগত খাড়া হয়া আছে।

৫ কাঙো যদি উমার হানি করির চায় তাইলে উমার মুখ থাকি অগুন বাইর হয়া ঐ শত্রুলাক ছুবিবে; যে কাঙো উমার হানি করির চায়, উমাক এই নাকান করি মরির নাগবে।

৬ এই মানষিলা যত দিন ভবিষ্যত বাণী করিবে, ততদিন দ্যাওয়া থাকি জল পরিবে না। দ্যাওয়া থাকি জল বন্ধ করির ক্ষমতা উমার থাকিবে। জলক অক্ত করির যত বার ইচ্ছা ততবার যেমন করি হউক। দুনিয়াত সউগ নাকানের আঘাত করির ক্ষমতাও উমার থাকিবে।

৭ উমার সাক্ষ্য দেওয়া শ্যেষ হইলে অতল খাল থাকি একটা জন্তু উঠি আসি উমারলার সোদে যুদ্ধ করিবে, আর উমারলাক হারে দিয়া মারি ফ্যেলাবে।

৮ উমার প্রভুক যেই গঞ্জত ক্রুশত দেওয়া হইছিলেক সেই মহানগরের ঘাটাত উমারলার দেহা পড়ি রবে। সেই গঞ্জটার নাম আসলে সদোম আর মিশর না হয়, তাঙো একে নাকান বুলিয়া সেই গঞ্জটাক সদোম আর মিশর কওয়া হয়।

৯ স্যেলা সউগ দেশ, বংশ, ভাষা আর জাতির মইদ্ধো থাকি মানষিলা সাড়ে তিন দিন ধরি ঐ মরা দেহালা দেখিবে। উমরা উমার দেহালাক সমাধিত দিবার দিবে না।

১০ সেই সাক্ষীলা মরি গেইচে এই বাদে যায় যায় এই দুনিয়ার উমরা খুশি হবে আর আনন্দ করিবে। মানষিলা একে অপরেরটে

উপহার প্যেঠাবে, ক্যেনেনা এই দুই জন ভাববাদী দুনিয়ার মানষিলাক যাতনা দিলেক হয়।

১১ কিন্তুক সেই সাড়ে তিন দিন পাছত, ভগবানের দেওয়া জিউয়ের পরাণবায়ু উমার মইদ্ধোত সোন্দাইলেক, ইয়াতে নিঃশ্বাস ফিরি পায়া উমরা ঠ্যেংয়ত ভর দিয়া খাড়া হইলেক, স্যেলা যায় যায় উমারলাক দেখিলেক উমরা খুব ভয় খাইলেক।

১২ তার পাছত সেই দুই জন সাক্ষী স্বর্গ থাকি কওয়া এই কতা শুনিলেক, "এদিয়া উঠি আইসো!" স্যেলা উমরা একখান ম্যেঘত করি স্বর্গত চলি গেইলেক, আর উমার শত্রুলা দেখিলেক।

১৩ সেই সমায় দারুন ভৈচাল হইলেক আর ঐ গঞ্জটার দশ ভাগের এক ভাগ ভাঙি পড়িলেক, ঐ ভৈচালত সাত হাজার মানষি মরিলেক, ইয়াতে বত্তি থাকা বাকি মানষিলা ভয়ে স্বর্গের ভগবানের মহিমা করির নাগিলেক।

১৪ এই নাকান করি দ্বিতীয় বিপদ পার হইলেক, আর দেখ খুব পচপচে তৃতীয় বিপদ আসির ধরচে।

১৫ তার পাছত সপ্তম স্বর্গদূত শিঙ্গা বাজাইলেক, স্যেলা স্বর্গত খুব জোড়ে এই নাকান বাণী হইলেক, "দুনিয়ার শাসন এলা হামারলার প্রভু আর বাছাই করা রাজার হইচে, উয়ায় চিরকাল ধরি শাসন করিবে।"

১৬ যেই চব্বিশ জন নেতা ভগবানের আগত উমারলার সিংহাসনত বসিছিলেক উমরা উবুরি হয়া ভগবানক ভক্তি করিয়া

ভগবানের গুণকিত্তন করিয়া কবার নাগিলেক,

১৭ “হে প্রভু সর্বশক্তিমান ভগবান, তুই আছিস আর তুই আছিলু, হামরা তোর গুণগান করির ধরচি, ক্যেনেনা তুই তোর মহাক্ষমতা নিয়া শাসন করির শুরু করিচিস।

১৮ সউগ জাতি গোসা হইচে আর তোর গোসা দেখের সমায়ও হইচে, মরা মানষিলার বিচার করির সমায় আসিচে। তোর চাকরলার মানে ভাববাদীলার, তোর পবিত্র মানষিলার আর ছোট বড় সগায় যায় যায় তোক ভক্তি করে উমারলাক পুরুস্কার দিবার সমায় হইচে। এইলা ছাড়াও যায় যায় দুনিয়ার নাশ করিচে, উমারলাকো নাশ করির সমায় আসিচে।”

১৯ পাছত স্বর্গের মন্দিরের দুয়ার খোলা হইলেক, আর ওটে ভগবানের চুক্তির সিন্দুকটা দেখা গেইলেক, স্যেলা বিদ্যুৎ চমকাইলেক আর ভয়ংকর ম্যেঘের আওয়াজ আর বিজলী পড়িলেক, ভৈচাল হইলেক আর ভয়ংকর শিলা ঝড়ি হইলেক।

১২ ইয়ার পাছত স্বর্গত একটা বড় চিন দেখা গেইলেক। এক জন বেটিছাওয়ার পেন্দা আছিলেক বেলা আর ঠ্যেংএর তলাত আছিলেক চান। উয়ার মাথাত আছিলেক বারোটা তারা দিয়া গাথা একটা মটুক।

২ উয়ায় গাওভারী আছিলেক আর প্রসব বিষে চিকরির ধরছিলেক,

৩ ইয়ার পাছত স্বর্গত আর একটা চিন দেখা গেইলেক, অগুনের নাকান নাল একটা বড় দানব। উয়ার সাতটা মাথা, দশটা শিং আর মাথালাত সাতটা মটুক আছিলেক।

৪ উয়ার নেটু দিয়া উয়ায় দ্যাওয়ার তিন ভাগের এক ভাগ তারা টানি আনিয়া দুনিয়াত ঢ্যেলে ফ্যেলে দিবার ধরছিলেক। যেই বেটিছাওয়াটার ছাওয়া হবার ধরছিলেক দানবটা উয়ার আগত খাড়া হয়া আছিলেক, যাতে ছাওয়াটা জন্মা মাত্রই উয়ায় খায়া ফ্যেলের পায়।

৫ বেটিছাওয়াটার একটা বেটা হইল; সেই বেটাটায় লোহার নাটি দিয়া সউগ জাতিক শাসন করিবে। সেই ছাওয়াটাক ভগবানেরটে আর উয়ার সিংহাসনেরটে আনা হইলেক।

৬ আর ঐ বেটিছাওয়াটা নিধুয়া পাথারত পালে গেইলেক; ঐ নিধুয়া পাথারত ভগবান একখান জাগা ঠিক করি থুইচে যাতে এক হাজার দুইশো ষাইট দিন উয়ায় ওটেকোনা যতন পায়।

৭ তার পাছত স্বর্গত যুদ্ধ হইলেক; মীখায়েল আর উয়ার অধীনের দূতলা, ঐ দানব আর উয়ার দূতলাও যুদ্ধ করিলেক,

৮ কিন্তুক ঐ দানবটা জয়ী হবার পারিলেক না, স্বর্গত উমারলাক আর থাকির দেওয়া হইলেক না।

৯ স্যেলা ঐ বিরাট দানবটাক আর উয়ার সোদে উয়ার দূতলাক দুনিয়াত ফ্যেলে দেওয়া হইলেক। এই দানবটা হইলেক সেই পুরান

সাপ যাক শয়তান কওয়া হয়। উয়ায় দুনিয়ার সউগ মানষিলাক ভুল ঘাটাত নিয়া যায়।

[১০] স্যেলা মুই স্বর্গ থাকি জোড়ে একটা আওয়াজ শুনিলুং, “এলা মুক্তি, শক্তি আর হামারলার ভগবানের শাসন আর উয়ার বাছাই করা রাজার ক্ষমতা আসিচে, ক্যেনেনা যেই শয়তান সউগ সমায় হামার ভাই বইনিলার দোষ দিবার ধরছিলেক উয়াক স্বর্গ থাকি ফ্যেলে দেওয়া হইছিলেক।

[১১] ভেড়ার বাচ্চার অক্ত আর ভগবানের বাইক্যের সাক্ষ্য দিয়া উমরালা উয়াক হারে দিবার ধরছিলেক। উমরা ভগবানের বাইক্যের কারনে নিজক বেশী পিরিত করে নাই এই বাদে উমরা জীবন দিবার রাজি হইচে।

[১২] এই বাদে হে স্বর্গ, আনন্দিত হন, তোমরালা যায় যায় ওটেকোনা রন, আনন্দিত হন। কিন্তুক দুনিয়া আর সাগর ধিক্কার দ্যেং তোমারলাক! ক্যেনেনা শয়তান তোমারলার উপরত নামি আসিচে। উয়ায় জানে উয়ার দিন শ্যেষ হবার ধরচে, এই বাদে শয়তান গোসা হয়া ফুলি উঠিচে।”

[১৩] পরে ঐ দানবটা য্যেলা বুঝির পারিলেক যে, উয়াক দুনিয়াত ফ্যেলে দেওয়া হইচে, স্যেলা যেই বেটিছাওয়াটার ছাওয়া হইছিলেক, দানবটা উয়ার পাছ ধরিলেক।

[১৪] স্যেলা ঐ বেটিছাওয়াটাক বড় ভেলোয়া পখির দুইটা ড্যেনা দেওয়া হইলেক, যাতে উয়ায় নিধুয়া পাথারত উয়ার ঠিক করা

জাগাত উরি যাবার পারে। ওটেকোনা ঐ দানবের চখুর আওডালত এক মেয়াদ, দুই মেয়াদ আর আধা মেয়াদ উয়ার যতন নেওয়া হবে।

১৫ স্যেলা ঐ দানবটা নিজের মুখ থাকি নদীর জলের স্রোতের নাকান বির করিলেক, যাতে বেটিছাওয়াটাক ভাসে নিয়া যাবার পারে।

১৬ আর ভুঁই ঐ বেটিছাওয়াটাক সাহায্য করিলেক, দানব নিজের মুখ থাকি যেই জলের স্রোত বাইর করির ধরছিলেক, ভুঁই ফাকা হয়া দানবের মুখ থাকি জললা টানি নিলেক।

১৭ আর সেই বেটিছাওয়াটার পতি দানবটা খুব গোসা হইলেক। এই বাদে বেটিছাওয়ার গুষ্টির বিরুদ্ধে নড়াই করির গেইলেক। উয়ার গুষ্টি হইলেক, যায় যায় ভগবানের আদেশ পালন করে আর যীশুর সাক্ষ্য কয়া থির রয়।

১৮ তার পাছত দানবটা সাগরের পাড়ত খাড়া হইলেক।

১৩

ইয়ার পাছত মুই দেখিলুং একটা জন্তু সাগরের মইদ্ধো থাকি উঠি আসিল। ঐ জন্তুটার দশটা শিং আর সাতটা মাথা আছিলেক। ঐ শিংলার উপরাত দশটা মটুক আছিলেক আর মাথালার উপরাত ভগবানক অপমান করির বাদে নানা নাকানের নাম নেখা আছিলেক।

২ ঐ জন্তুটা দেখিবার আছিলেক চিতা বাঘের নাকান আর উয়ার ঠ্যেংলা আছিলেক ভাল্লুকের ঠ্যেংএর নাকান, মুখটা আছিলেক সিংহের মুখের নাকান। আর ঐ দানবটা উয়ার শক্তি, সিংহাসন আর অধিকার ঐ জন্তুটাক দিলেক।

৩ জন্তুটার একটা মাথাত এমন একটা আঘাত আছিলেক যার ফলে জন্তুটা মরার নাকান হইছিলেক, কিন্তুক সেই আঘাতটা ভাল হয়া গেইছিলেক। ইয়াতে দুনিয়ার সউগ মানষিলা অচানক হয়া জন্তুটার পাছে পাছে যাবার নাগিলেক।

৪ দানবটা ঐ জন্তুটাক অধিকার দিচে এই বাদে মানষিলা ঐ দানবটাক ভগবানের নাকান সন্মান দিয়া ভক্তি করিলেক, আর জন্তুটাকো একে নাকান সন্মান দিয়া ভক্তি করি কইলেক, "এই জন্তুটার নাকান ক্ষমতা ওয়ালা কায় আছে? আর কায় উয়ার সোদে যুদ্ধ করির পারে?"

৫ অহংকার করির আর অপমান করিবার বাদে জন্তুটাক কতা কবার অধিকার দেওয়া হইলেক। আর বিয়াল্লিশ মাস পর্যন্ত কাম করির ক্ষমতা উয়াক দেওয়া হইলেক।

৬ স্যেলা ঐ জন্তুটা ভগবানের বিরুদ্ধে নিন্দা করির নাগিলেক, উয়ার নামের, উয়ার তাম্বুর আর স্বর্গত যায় রয় উমারলারও বিরুদ্ধে খুব অহংকারী কতা কয়া অপমান করির নাগিলেক।

৭ ভগবানের মানষিলার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া উমারলাক জয় করি নিবার ক্ষমতা দেওয়া হইলেক। আর প্রতিটা বংশ, দেশ, ভাষা

আর জাতির মানষিলার উপরাত উয়াক ক্ষমতা দেওয়া হইলেক।

৮ এই দুনিয়া শুরু থাকি যার যার নাম বলি হওয়া ভেড়ার বাচ্চার জীবন বইয়ত নেখা আছে উমরা ভক্তি করে নাই। কিন্তুক যার যার নাম জীবন বইয়ত নেখা নাই উমরা সগায় ঐ জন্তুটাক ভক্তি করে।

৯ যার শুনির কান আছে, উয়ায় শুনুক!

১০ যার বন্দী হবার কতা আছে উয়ায় বন্দী হবে, যার ছোরা দিয়া খুন হবার কতা উয়ায় খুন হবে। এই বাদে ভগবানের মানষিলার ধৈর্য আর বিশ্বাস দরকার।

১১ ইয়ার পাছত মুই জমি থাকি আর একটা জন্তুক উঠি আসির দেখিলুং। ভেড়ার নাকান উয়ার দুইটা শিং আছিলেক। কিন্তুক উয়ায় দানবের নাকান কতা কবার ধরছিলেক।

১২ এই জন্তুটা পইলা জন্তুটার হয়া উয়ার সউগ অধিকার ব্যবহার করির ধরছিলেক। দুনিয়া আর দুনিয়ার সউগ মানষিলাক বাধ্য করিলেক ঐ পইলা জন্তুটাক ভক্তি করির। ঐ জন্তুটাক আঘাত দেওয়া হইচে আর আঘাতটা ভাল হয়া গেইচে।

১৩ উয়ায় বড় বড় অচানক কাম করির নাগিলেক, এমন কি মানষিলার চখুর আগত দ্যাওয়া থাকি এই দুনিয়াত অগুন নামেয়া আনিলেক।

১৪ ঐ পইলা জন্তুটার হয়া যেইলা অচানক কাম করির ক্ষমতা দেওয়া হইছিলেক সেইলা করিয়া মানষিলাক ভুল ঘাটাত নিয়া

যাবার ধরছিলেক। পইলা জন্তুটা ছোরার গুতা খায়াও বত্তিচে। দ্বিতীয় জন্তুটা মানষিলাক কইলেক, যাতে উয়ার একটা মূর্তি গড়ায়।

১৫ আর উয়াক এই নাকান ক্ষমতা দেওয়া হইলেক যে, ঐ মূর্তির মইদ্ধোত নিঃশ্বাস দেয় যাতে মূর্তি কতা কয়। আর যায় যায় ঐ মূর্তিটাক ভগবানের সন্মান দিয়া ভক্তি দিবার না হয়, উমারলাক মারি ফ্যালের পারে।

১৬ উয়ায় ছোট-বড়, ধনী-গরীব, স্বাধীন আর চাকর সগারে ডাইন হাতত না হইলে কপালত একটা চিন নিবার বাধ্য করিলেক।

১৭ আর যায় জন্তুটার চিন ধারন না করে, উমরা কোন কিছু কিনির বা বেচের অধিকার পাইলেক না। ঐ চিনটা হইলেক ঐ জন্তুটার নাম বা উয়ার নামের সংখ্যা।

১৮ এইলা বুঝির বুদ্ধির দরকার। যার বুদ্ধি আছে উয়ায় ঐ জন্তুটার সংখ্যা গুণিয়া দেখুক, ক্যেনেনা ঐটা একটা মানষির নামের সংখ্যা। আর ঐ সংখ্যাটা হইলেক ছয় শো ছেষট্টি।

১৪

ইয়ার পাছত মুই এক নজর দেখিলুং, ঐ ভেড়ার বাচ্চাটা সিয়োন পাহাড়ের উপরা খাড়া হয়া আছে। উয়ার সোদে আছে এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানষি, উমারলার কপালত উয়ার নাম আর উয়ার বাপের নাম নেখা আছে।

২ পাছত মুই স্বর্গ থাকি বয়া যাওয়া জলের স্রোতের নাকান কল কল আর বিজলী পড়ির আওয়াজের নাকান একটা আওয়াজ শুনিলুং। যেই আওয়াজ মুই শুনিলুং সেইটা আছিলেক বীণা বাজাইয়ালার বীণার আওয়াজের নাকান।

৩ উমরা সিংহাসনের আগত আর ঐ চারজন বত্তা প্রাণী আর ঐ নেতালার আগত উমরা একটা নয়া গান করির ধরছিলেক। দুনিয়া থাকি কেনা এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানষি ছাড়া আর কাঙো এই গান শিখির পাইলেক না।

৪ এই এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার মানষি বেটিছাওয়ালার সোদে ব্যভিচার করি নিজেরলাক অশুদ্ধি নাই করে, ইমরা খাটি। ভেড়ার বাচ্চা যেটেকোনা যায় উমরাও পাছে পাছে যায়। ইমরা ভগবানের আর ভেড়ার বাচ্চারটে পইলা ফল হিসাবে সঁপে দিবার বাদে মানষিলার মইদ্ধো থাকি উমারলাক কিনি নেওয়া হইচে।

৫ আর উমরা কোন দিন মুখ দিয়া মিছাং কতা কয় নাই। উমারলার মইদ্ধোত কোন দোষ পাওয়া যায় নাই।

৬ পাছত মুই এক জন স্বর্গদূতক দ্যাওয়ার মইদ্ধোত উড়িবার দেখিলুং। দুনিয়াত বসবাসকারী পতি জাতি, বংশ, ভাষা, দেশের মানষিলারটে প্রচার করির বাদে উয়ারটে চিরকালের ভাল খবর আছিলেক।

৭ উয়ায় চিকরিয়া এই কতা কইচিলেক, “ভগবানক ভয় কর আর উয়ার গুণগান কর, ক্যেনেনা উয়ার বিচার করির সমায় হইচে।

যায় দ্যাওয়া, ভুঁই, সাগর, আর জোয়ারের সিজ্জন করিচে উয়ার আরাধনা কর।”

[৮] ইয়ার পাছত দ্বিতীয় আরেক জন স্বর্গদূত উয়ার পাছে পাছে আসিয়া কইলেক, “সেই নাম করা বাবিল গঞ্জ নাশ হয়া গেইচে! যে গঞ্জ সউগ জাতিক মাগীবাজি করাইচে, সেইটা নাশ হয়া গেইচে আর সউগ জাতি শাস্তি পাইচে।”

[৯] ইয়ার পাছত তৃতীয় আরেক জন দূত উমারলার পাছে পাছে আসিয়া জোড়ে কইলেক, “কাঙো যদি ঐ জন্তুর আর উয়ার মূর্তির পূজা করে আর উয়ার চিন কপালত বা হাতত নেয়,

[১০] তাইলে উয়াক ভগবানের গোসার মদ খাওয়া খাবে। এই মদের সোদে জল না মিশিয়া ভগবানের গোসার নোটাত ঢালি দেওয়া হইচে। পবিত্র স্বর্গদূতলার আর ভেড়ার বাচ্চার চখুর আগত অগুন আর গন্ধক দিয়া ঐ মানষিক যন্তনা দেওয়া হবে।

[১১] যেই অগুন এই মানষিলাক যন্তনা দিবে সেই অগুনের ধূমা চিরকাল উঠিতে থাকিবে। যেই মানষিলা ঐ জন্তু আর উয়ার মূর্তির পূজা করিবে আর উয়ার নামের চিন নিবে উয়ায় রাতি দিনে জিরান পাবার না হয়।”

[১২] যায় যায় ভগবানের আদেশ পালন করে আর যীশুর পতি বিশ্বস্ত রয় ভগবানের সেই মানষিলার এই নাকান অবস্থার মইদ্ধেও ধৈর্যের দরকার।

১৩ ইয়ার পাছত মুই স্বর্গ থাকি এক জনাক কবার শুনিলুং, "এই কতা নেখেক, এলা থাকি যায় যায় প্রভুর নগত যুক্ত থাকিয়া মরিবে উমরা আশুর্বাদ পাওয়া।" পবিত্র আত্মা এই কতা কইচে, "হ্যাঁ, উমরা আশুর্বাদ পাওয়া। উমারলার পরিশ্রম থাকি উমরা জিরান পাবে, ক্যেনেনা উমারলার কামের ফল উমারলার সোদে রবে।"

১৪ পাছত মুই একখান সাদা ম্যেঘ দেখির পালুং। আর ঐ ম্যেঘের উপরত বাছাই করা মানষির নাকান কাঙো এক জন বসি আছিলেক। উয়ার মাথাত জয়ের সোনার মটুক আছিলেক আর হাতত আছিলেক ধার ওয়ালা কাচি।

১৫ পাছত আর এক জন দূত মন্দির থাকি বাইর হয়া আসিলেক আর যায় ম্যেঘের উপরত বসি আছে উয়াক জোরে চিল্লিয়া কইলেক, "ফসল কাটির সমায় হইচে, দুনিয়ার ফসল পুরাপুরি পাকি গেইচে! তোমার কাচি নাগান, ফসল কাটো।"

১৬ স্যেলা যায় ম্যেঘের উপরত বসিয়া আছিলেক উয়ায় নিজের কাচি নাগাইলেক আর দুনিয়ার ফসল কাটা হইলেক।

১৭ পাছত স্বর্গের মন্দির থাকি আর এক জন দূত বাইর হয়া আসিলেক। উয়ারটেও একখান ধার ওয়ালা কাচি আছিলেক।

১৮ ইয়ার পাছত বেদী থাকি আর এক জন দূত বাইর হয়া আসিলেক। অগুনের উপরত উয়ার ক্ষমতা আছিলেক। যেই দূতটারটে ধার ওয়ালা কাচিখান আছিলেক উয়ায় কাচি ধরা

দূতটাক জোড়ে ড্যেকেয়া কইলেক, “তোর ধার ওয়ালা কাচি নাগাও আর দুনিয়ার আংগুর গছ থাকি আংগুরের থোকালা কাটি জড়ো করেক। ক্যেনেনা আংগুর পাকি গেইচে।”

১৯ স্যেলা ঐ দূতটা দুনিয়াত উয়ার নিজের কাচি নাগাইলেক আর দুনিয়ার আংগুর কাটি জড়ো করিলেক। তার পাছত আংগুর রস করির বাদে একটা খালত থুইয়া দিলেক। এই আংগুর রস করির খালটায় হইলেক ভগবানের ভয়ংকর গোসার একটা চিন।

২০ গঞ্জের বায়রাত আংগুরের রস বানের খালত রস বানের সমায় আংগুর থাকি অক্ত বাইর হয়া আসিলেক। আর এত অক্ত হইলেক যে ঘোড়ালার লাগাম পর্যন্ত উঠিলেক। ইয়াতে একশ আশি মাইল পর্যন্ত সউগ জাগা অক্তে ডুবি গেইলেক।

১৫ পাছত মুই স্বর্গত একটা মহান আর অচানক চিন দেখিলুং যে, সাত জন স্বর্গদূত সাতটা আঘাত নিয়া আসির ধরচে। ঐ আঘাতলা শ্যেষ আঘাত আছিলেক, ক্যেনেনা এইলা দিয়া ভগবানের গোসা শ্যেষ হইলেক।

২ মুই অগুন দিয়া মিশা একটা কাইচের সাগরের নাকান দেখিলুং, ভগবানের দেওয়া বীণা হাতত নিয়া মানষিলা ঐ কাইচের সাগরের বগলত খাড়া হয়া আছে। আর ঐ মানষিলা আছিলেক যায় যায় ঐ জন্তু, উয়ার মূর্তি আর উয়ার নামের সংখ্যার উপরত জয় লাভ করিচে তায় তায়।

৩ উমরা ভগবানের চাকর মোশির আর ঐ ভেড়ার বাচ্চার এই গান করিচে, “সর্বশক্তিমান প্রভু ভগবান, তোর নিলা খেলা কত মহান আর কত অচানক! হে সউগ জাতির রাজা, কত ন্যায় আর সইত্য তোর ঘাটা!

৪ হে প্রভু, এমন কায় আছে যে তোক ভয় না খায়? আর তোর নামের গুণগান কায় না করিবে? খালি তুইয়ে তো পবিত্র। সউগ জাতি তোরটে আসিবে, সগায় তোর সেবা করিবে, ক্যেনেনা তোর ন্যায় বিচার প্রকাশ পাইচে।”

৫ আর ইয়ার পাছত মুই দেখিলুং, স্বর্গত মন্দিরটা মানে পবিত্র তাম্বুটা, খোলা হইলেক।

৬ স্যেলা ঐ সাতটা আঘাতের মালিক সপ্ত দূত মন্দির থাকি বাইর হয়া আসিলেক। উমার পরিস্কার ঝকঝকা কাপড় পেন্দা আছিলেক আর বুকত বান্দা আছিলেক সোনার পট্টি।

৭ ঐ চারজন বত্তা প্রাণীর এক জন ঐ সাত জন স্বর্গদূতক সাতটা সোনার বাটি দিলেক। ভগবান, যায় যুগ যুগ ধরি চিরকাল বত্তি আছে ঐ বাটিলা উয়ার গোসাত ভরপুর আছিলেক।

৮ ইয়াতে ভগবানের মহিমা আর শক্তি থাকি যে ধূমা বাইর হবার ধরছিলেক ঐ ধূমায় মন্দিরটা ভর্তি হইলেক। ঐ সাত জন স্বর্গদূতের সাতটা আঘাত শ্যেষ না হওয়া পর্যন্ত কাঙোয় ঐ মন্দিরত সোন্দের পারিলেক না।

১৬ তার পাছত মুই মন্দির থাকি একটা জোড়ে আওয়াজ শুনিলুং, ঐ সাত জন দূতক জোড়ে কইলেক, “তোমরালা যাও, ভগবানের গোসায় ভরা ঐ সাতটা বাটি দুনিয়াত উবুর করি ঢালি দেও।”

২ স্যেলা পইলা দূত যায়া উয়ার নিজের বাটিটা ভুঁইয়ের উপরত উবুর করি ঢালি দিলেক, ইয়ার ফলে যার যার উপরত ঐ জন্তুটার চিন আছিলেক আর যায় যায় জন্তুর মূর্তি পূজা করে উমার দেহাত খুব বিষ হওয়া ঘাউয়া হইলেক।

৩ দ্বিতীয় দূত উয়ার বাটিটা সাগরের উপরত ঢালিলেক, ইয়াতে সাগরের জল মরা মানষির অক্তের নাকান হইলেক, সউগ বত্তা প্রাণী আর সাগরের সউগ প্রাণী মরিলেক।

৪ ইয়ার পাছত তৃতীয় দূত নদ-নদী আর জোয়ারের উপরত উয়ার নিজের বাটিটা ঢালি দিলেক, ইয়াতে ঐলা অক্ত হয়া গেইলেক।

৫ স্যেলা মুই জলের দূতের এই কতা শুনিলুং, “হে পবিত্র, তুই আছিস, তুই আছিলু। তুই ন্যায়বান, ক্যেনেনা তুই এইলা শাস্তি দিচিস;

৬ এই মানষিলা ভগবানের মানষিলাক আর ভাববাদীলাক খুন করিচে। এই বাদে উমারলাক তুই এই অক্ত খাবার দিচিস, আর এইটায় উমারলার বাদে উপযুক্ত হইচে।”

৭ পাছত মুই বেদী থাকি এক জনাক এই কতা কবার শুনিলুং, “হে সর্বশক্তিমান, প্রভু ভগবান, তোর সউগ বিচার সইত্য আর

ন্যায্য।”

[৮] চতুর্থ দূত বেলার উপরত নিজের বাটিটা ঢালিলেক; ইয়াতে অগুন দিয়া মানষিলাক ছোবা দিবার ক্ষমতা বেলাক দেওয়া হইলেক।

[৯] স্যেলা দারুন তাপে মানষিলার দেহা ছোবা গেইলেক, আর উমরা সেই ভগবানের নামের নিন্দা করির নাগিলেক। উয়ার মহিমা করির বাদে মন ফিরাইলেক না, যদিও ভগবানের এই সউগ আঘাতের উপরা অধিকার আছে।

[১০] পাছত পঞ্চম দূত ঐ পশুর সিংহাসনের উপরত উয়ার বাটি ঢালিলেক, ইয়াতে জন্তুটার শাসনত আন্ধার নামি আসিলেক, আর মানষিলা যন্তনাত নিজের নিজের জিবা কামড়ের নাগিলেক,

[১১] এই যন্তনা আর ঘাউয়ার বাদে উমরা ভগবানের নিন্দা করির নাগিলেক, কিন্তুক উমরা উমার বেয়া কাম থাকি মন ফিরাইলেক না।

[১২] পাছত ষষ্ঠ দূত ইউফ্রেটিস মহানদীত নিজের বাটিটা ঢালিলেক, ইয়াতে পূব দেশ যাবার বাদে নদীর জল শুকি গেইলেক। যাতে বেলা উঠার জাগা থাকি রাজালার আসিবার ঘাটা গড়া হয়।

[১৩] স্যেলা মুই দেখিলুং, ঐ দানবের মুখ, জন্তুর মুখ আর ভন্ড ভাববাদীর মুখ থাকি ব্যাঙের নাকান তিনটা বেয়া আত্মা বাইর হইলেক।

১৪ ঐ অপদেবতালা অচানক অচানক কাম করচিলেক; সর্বশক্তিমান ভগবানের মহাদিনের যুদ্ধ করির বাদে উমরা গোটায় দুনিয়ার রাজালাক একটে করিলেক।

১৫ যীশু কবার ধরচে, “দেখ, চোর যেই নাকান করি আইসে মুই ওই নাকান করি আসিম; যায় জাগনা থাকে আর নিজের পোশাক পিন্দি রয়। সেই মানষিটায় আশুর্বাদ পাওয়া, উয়াক উলংগ হয়া ঘুরি বেড়ের না নাগে আর মানষি উয়ার নইজ্জা দেখির পায় না।”

১৬ ইব্রীয় ভাষাত যেই জাগাখানক হর্‌মাগিদোন কয়, অপদেবতালা ঐ রাজালাক ওটেকোনা একটে করিলেক।

১৭ পাছত সপ্তম দূত দ্যাওয়ার উপরত উয়ার নিজের বাটিটা ঢালিলেক, ইয়াতে মন্দিরের মইদ্ধো থাকি আর সিংহাসন থাকি জোড়ে জোড়ে এই কতালা কইলেক, “যেইটা হবার সেইটা হয়া গেইচে।”

১৮ স্যেলা বিজলী চমকের নাগিলেক, গুড়ুম-গুড়ুম শব্দ আর ম্যেঘের আওয়াজ হবার নাগিলেক। আর নিদারুন ভুইচাল হইলেক, দুনিয়াত মানষি সিজ্জনের পর থাকি এই নাকান ভুইচাল কোন দিনও নাই হয়।

১৯ ইয়াতে নাম করা গঞ্জটা তিন ভাগ হয়া গেইলেক, আর নানা নাকান জাতির গঞ্জলা ভাঙি গেইলেক; স্যেলা নাম করা বাবিলের কতা ভগবানের ফম হইলেক। আর ভগবানের গোসা ভয়ংকর মদের বোতলত ভর্তি হয়া বাবিলক খাবার দিলেক।

২০ আর পতিটা দ্বীপ পালে গেইলেক, পাহাড়লাকও আর দেখা গেইলেক না।

২১ আর দ্যাওয়া থাকি মানষির উপরত বড় বড় শিল পড়িরার নাগিলেক, উয়ার পতিটার ওজন আছিলেক আনুমানিক এক মণ; ইয়াতে মানষিলা শিলের আঘাত পায়া ভগবানের নিন্দা করির নাগিলেক; ক্যেনেনা এই শিলের আঘাত ভয়ংকর আছিলেক।

১৭ যে সাত জন স্বর্গদূতের হাতত সাতটা বাটি আছিলেক, উমারলার মইদ্ধো থাকি এক জন আসিয়া মোক কইলেক, "আইসেক, ম্যেলা জলের উপরত যে গঞ্জটা মহাবেশ্যার নাকান বসি আছে, মুই উয়ার শাস্তি তোক দেখাং।

২ দুনিয়ার রাজালা উয়ার সোদে ব্যভিচার করচিলেক, আর যায় যায় এই দুনিয়ার, উমরা বেশ্যার রং রসে মাতাল হইচে।"

৩ ইয়ার পাছত ঐ স্বর্গদূত মোক নিধুয়া পাথারত নিয়া গেইলেক। স্যেলা মুই পবিত্র আত্মার চালনাত আছিলুং। ওটেকোনা মুই এক জন বেটিছাওয়াক নাল রংগের জন্তুর উপরাত বসির দেখিলুং; ভগবানক অপমান করির বাদে ম্যেলা নাম জন্তুটার দেহাত নেখা আছিলেক। উয়ার সাতটা মাথা আর দশটা শিং আছিলেক।

৪ ঐ বেটিছাওয়াটা নাল আর বাইগুনিয়া রংগের কাপড় পিন্দি আছিলেক, আর উয়ার দেহাত সোনা, দামী দামী শিল আর মুক্তার গয়না আছিলেক, উয়ার হাতত একটা জল খাবার সোনার

বাটি আছিলেক, ঐ বাটিটা ব্যভিচারের ঘিনের জিনিস দিয়া ভর্তি আছিলেক।

৫ উয়ার কপালত এই নাম নেখা আছিলেক, একটা গোপন সইত্য, “নাম করা বাবিল, দুনিয়ার বেশ্যালার আর সউগ নাকান ঘিনের জিনিসের মাও।”

৬ মুই আরো দেখিলুং, ঐ বেটিছাওয়াটা ভগবানের মানষিলার অক্ত আর যায় যায় যীশুর বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার ধরচে উমারলার অক্ত খায়া মাতাল হয়া আছে। উয়াক দেখিয়া মুই অচানক হলুং।

৭ স্যেলা সেই দূতটা মোক কইলেক, “তুই ক্যেনে অচানক হলু? মুই ঐ বেটিছাওয়া আর যেই জন্তুটা উয়াক উবি নিয়া বেড়ের ধরচে, যার সাতটা মাথা আর দশটা শিং, ঐ জন্তুটার গোপন কতালা মুই তোক জানাইম।

৮ তুই যেই জন্তুটা আগত দেখিছিস, সেইটা আগত আছিলেক কিন্তুক এলা নাই। উয়ায় অতল খাল থাকি উঠি আসিয়া চিরকালের বাদে নাশ হবে। স্যেলা দুনিয়ার বসবাসকারী যার যার নাম দুনিয়া সিজ্জনের সমায় থাকি জীবন বইয়ত নেখা হয় নাই, উমরা ঐ জন্তুটা দেখিয়া অচানক হবে। ক্যেনেনা জন্তুটা আগত আছিলেক এলা নাই, ফির আরো দেখা যাবে।

৯ এলা যেইলা কওয়া হবে সেইলা বুঝির বাদে বুদ্ধির দরকার। সেই সাতটা মাথা হইলেক সাতটা পাহাড় যার উপরত বেটিছাওয়াটা বসি আছে; ঐ সাতটা মাথা সাত জন রাজাও;

[১০] সেই রাজালার মইদ্ধোত আগতে পাঁচজন শ্যেষ হয়া গেইচে, এক জন এলাও আছে, আর এক জন এলাও আইসে নাই; ঐ রাজা আসির পাছত উয়াক কিছু কাল থাকির নাগিবে।

[১১] আর যে জন্তুটা আগত আছিলেক, কিন্তুক এলা নাই, ঐ সাত জনের মইদ্ধে উয়ায় এক জন হইলেও অষ্টম রাজা। উয়ায় চিরকালের বাদে নাশ হবে।

[১২] "আর যে দশটা শিং তুই দেখিছিস, সেইলা হইলেক দশ জন আলদা রাজা; উমরা এলাও শাসন করা শুরু করে নাই, উমরা ঐ জন্তুটার সোদে অল্প সমায়ের বাদে রাজা হিসাবে শাসন করির ক্ষমতা পাবে।

[১৩] উমরা সগায় একমনা, উমারলার ক্ষমতা আর উমার অধিকার সগায় ঐ জন্তুটাক দেয়।

[১৪] উমরা ভেড়ার বাচ্চাটার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবে, ভেড়ার বাচ্চাটা উমারলাক হারে দিবে, ক্যেনেনা উয়ায় প্রভুলার প্রভু আর রাজালার রাজা। যাক যাক ড্যেকা হইচে আর বাছাই করি নেওয়া হইচে, যায় যায় বিশ্বস্ত উমরালায় উয়ার সাথত থাকিবে।"

[১৫] পাছত স্বর্গদূত মোক কইলেক, "তুই যে জল দেখিছিস, যার উপরত ঐ বেশ্যা বসি আছে, ঐ জল হইলেক ম্যেলা দেশ, ম্যেলা মানষি, ম্যেলা জাতি আর ম্যেলা ভাষা।

[১৬] তুই যে দশটা শিং দেখিছিস, সেইলা আর জন্তুটা ঐ বেশ্যাটাক ঘিন করিবে। উমরা উয়াক ফকির আর নেংটা করিবে

আর উয়ার মসং খাবে। ইয়ার পাছত উয়াক অগুন দিয়া ছোবা দিবে।

[১৭] ইয়ার কারন হইলেক, ভগবান উমারলার অন্তরত এমন ইচ্ছা দিচে যাতে উয়ার বাইক্য সফল হয়। ইয়ার ফলে উমরা একমন হয়া ঐ জন্তুটারটে উমারলার সউগ ক্ষমতা দান করিবে। যাতে ভগবানের বাইক্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত, উয়ায় শাসন করির পারে।

[১৮] আর যেই বেটিছাওয়াটাক তুই দেখিছিস, সেইটা হইলেক একটা নাম করা মহানগর, যায় দুনিয়ার সউগ রাজালার উপরত শাসন করির ধরচে।”

১৮

ইয়ার পাছত মুই আরেক দূতক স্বর্গ থাকি নামি আসির দেখিলুং। উয়ার দারুন অধিকার আছিলেক আর উয়ার মহিমায় দুনিয়া ঝলমল করির নাগিলেক।

[২] উয়ায় খুব জোড়ে চিকরিয়া কইলেক, “সেই নাম করা বাবিল গঞ্জ নাশ হয়া গেইচে! ঐটা এলা ভূত পেত্তানির থাকির জাগা হবে, আর ভূত পেত্তানির আড্ডা দিবার জাগা হবে, সউগ অশুদ্ধি আর জঘন্য পখিলার ভাসা হইচে।

[৩] সউগ জাতিক উয়ায় মাগীবাজি করেয়া, উয়ার সোদে উমরাও শাস্তি পাইচে। দুনিয়ার রাজালা উয়ার সোদে ব্যভিচার করিচে,

আর উয়ার স্বৈরাচারের ফলে দুনিয়ার ব্যবসায়ীলা লাভবান হইচে।”

৪ ইয়ার পাছত মুই স্বর্গ থাকি আর এক জনাক কবার শুনিলুং, “হে মোর মানষিলা, বাবিল থাকি বাইর হয়া আইসো, যাতে তোমরালা উয়ার পাপের ভাগী না হন। আর উয়ার যেইলা দন্ড সেইলা যাতে তোমারলাক ভোগ করির না নাগে।

৫ ক্যেনেনা উয়ার পাপ এত বেশী আছিলেক যে, দ্যাওয়া পর্যন্ত জমা করি থোয়া হইচে, আর উয়ার বেয়া কামের কতা ভগবান ফম করিচে।

৬ বাবিল যেই নাকান ব্যবহার করিচে তোমরাও উয়ার পতি ঐ নাকান ব্যবহার কর; উয়ার কামের ফল পুরাপুরি উয়াক দেও; উয়ায় যেই বাটিত অইন্য মানষিলার বাদে দুঃখের খাবার মিশির ধরছিলেক, ঐ বাটিত উয়াক দুইগুণ প্রতিফল দেও।

৭ উয়ায় নিজের বিষয় যত বেশী গর্ব আর রং তামশা করির ধরছিলেক, উয়াক তত যন্তনা আর শোক দেও। ক্যেনেনা উয়ায় মনে মনে ভাবির ধরচে, ‘মুই রাণী হয়া সিংহাসনত বসি আছং, মুই তো বিধুয়া না হং, কোন মতে শোক করিম না।’

৮ এই বাদে একে দিনে সউগ আঘাত উয়ার উপরত আসিবে, আর সেইলা হইলেক মরণ, শোক, আর মঙ্গা। অগুন দিয়া উয়াক ছুবি ফ্যেলা হবে, ক্যেনেনা যায় উয়ার বিচার করিবে, ঐ প্রভু পরমেশ্বর শক্তিমান।”

৯ দুনিয়ার যে সউগ রাজালা উয়ার সোদে ব্যভিচার আর রং তামশা করি জীবন যাপন করির ধরছিলেক, উমরা উয়াক ছোবা দিবার সমায় ধূমা দেখিয়া কান্দিবে আর কপাল চাপরাবে।

১০ উয়ার যাতনার ভয়ে উমরা দূরত খাড়া হয়া কবে, "হায় রে নগর বাবিল, হায়! ঐ নাম করা গঞ্জ, ক্ষমতায় ভরা ঐ গঞ্জ! এক পলকে তোর বিচার হইলেক!"

১১ আর দুনিয়ার ব্যবসায়ীলাও উয়ার বাদে কান্দিবে, আর শোক করিবে, ক্যেনেনা উমারলার বেচের আনা জিনিস আর কাঙো কিনিবে না।

১২ উমারলার ঐলা জিনিসের মইদ্ধোত আছে, সোনা, রূপা, দামী শিল আর মণিমুক্তা, মিহি মসীনার কাপড়, বাইগুনি রংএর কাপড়, রেশমি আর নাল কাপড়, চন্দন খুটার আর হাতীর দাতের বানা নানান জিনিস, খুব দামী খুটার বানা আর পিতল, লোহা আর মার্বেল শিল দিয়া বানা নানান জিনিস,

১৩ দালচিনি, এলাচ, ধূপ, আতর, আর গন্ধরস, আংগুর রস, জলপই এর ত্যেল, ময়দা আর গম, গরু আর ভেড়া, ঘোড়া আর গাড়ি আর চাকর। আরো কেনা গোলাম।

১৪ ঐ ব্যবসায়ীলা কবে, "যে ফল তুই লাভ করির চাইছিস সেইটা তোরটে থাকি দূরত সারি গেইচে। তোর সৌন্দর্য আর সাজ পোশাক ধ্বংস হয়া গেইচে, মানষি আর কোন দিনও ঐলা ফিরি পাবার না হয়।"

১৫ ঐ সউগ জিনিসের ব্যবসায়ীলা উমার ধনে ধনবান হইছিলেক, উমরা উয়ার যন্তনার ভয়ে দূরত খাড়া হয়া কান্দি কান্দি, শোক করিতে করিতে কবে,

১৬ "হায়, হায়! এই কি হাল মহানগরীর! মিহি মসীনার কাপড় আর বাইগুনিয়া আর নাল কাপড় পেন্দা আছিলেক, আর সোনা, দামী শিল আর মুক্তা অলংকার দিয়া সাজ গোজ করা আছিলেক ঐ নাম করা গঞ্জ!

১৭ এত অল্প সমায়ের মইদ্ধোত তোর সেই ধন সম্পদের ভান্ডার নষ্ট হইচে!" আর জাহাজের কান্ডারী, জলের ঘাটার যাত্রীলা, নাবিকলা আর সাগরত যায় যায় ব্যবসা করে উমরা সগায় দূরত খাড়া হয়া রইলেক।

১৮ আর উয়ার ধূমা উপরত দেখিয়া উমরা চিকরিয়া কইলেক, "ঐ নাম করা গঞ্জটার নাকান কায় আছে?"

১৯ উমরা উমারলার মাথাত ধূলা মাখিয়া খুব জোরে চিকরিয়া কান্দি কান্দি, শোক করিতে করিতে কইলেক, "হায়! হায়! ঐ নাম করা গঞ্জ, হায়! সাগরত যার যার নাও আছে উমরা উয়ার ধনেই ধনবান হইচে, তোমারলার এই কি দুর্দশা, আজি অল্প সমায়ে পতন হয়া গেইল!"

২০ স্যেলা ঐ স্বর্গদূত কইলেক, "হে স্বর্গ, ঐ গঞ্জের পতনের আনন্দ কর! হে প্রভুর মানষিলা, খবরিয়ালা আর ভাববাদীলা,

আনন্দ কর! তোমারলার বিরুদ্ধে উয়ায় যেই নাকান করচিলেক, এই বাদে ভগবান উয়ার বিচার করি শাস্তি দিচে।”

২১ পাছত এক জন শক্তিমান স্বর্গদূত বড় জাতার নাকান একটা শিল সাগরত ফ্যেলে দিয়া কইলেক, “এই নাকান করি ঐ নাম করা বাবিলক ফ্যেলে দেওয়া হবে, উয়াক আর কোন দিনও পাওয়া যাবে না।

২২ হে বাবিল গঞ্জ, তোর মইদ্ধোত যায় যায় বীণা বাজায়, গিদাললা, বাঁশী আর শিঙ্গা বাজাইয়ালা, উমারলার আওয়াজ আর কোন দিন তোর মইদ্ধোত শোনা যাবার না হয়; আর কোন দিন তোর মইদ্ধোত পাকা মিস্ত্রি পাওয়া যাবার না হয়; জাতার আওয়াজ আর কোন দিন শোনা যাবার না হয়;

২৩ বাতির আলো আর কোন দিন তোর মইদ্ধোত জ্বলিবে না, বর কইনার গালার আওয়াজ আর কোন দিন শোনা যাবে না। তোর ব্যবসায়ীলা দুনিয়াত নাম করা আছিলেক, আর সউগ জাতিই তোর যাদুর মায়াত মজিলেক হয়।

২৪ ভাববাদীলাক, ভগবানের মানষিলাক আর যত মানষিক এই দুনিয়াত মারি ফ্যেলা হইচে, উমারলার অক্ত এই বাবিলত পাওয়া গেইলেক। এইবাদে তোর বিচার ঠিক করা আছে।”

১৯

এই ঘটনালা ঘটির পাছত স্বর্গত মুই ম্যেলা মানষির চিল্লানি শুনিলুং। উমরা কবার ধরছিলেক, “হাল্লেলূয়া! পরমপ্রভুর

গুণগান কর, মুক্তি, মহিমা আর ক্ষমতা, সউগে হামারলার ভগবানের,

২ ক্যেনেনা উয়ার বিচার সইত্য আর ন্যায্য। যেই গঞ্জ উয়ার মাগীবাজি দিয়া গোটায় দুনিয়াক অশুদ্ধি করিচে, ঐ গঞ্জক ভগবান শাস্তি দিচে আর উয়ার চাকরলার ন্যায় বিচার করিচে।”

৩ উমরা দ্বিতীয় বার কইলেক, “পরমপ্রভুর গুণগান কর! চিরকাল সেই বেশ্যার অগুনের ধূমা উঠিতে থাকিবে।”

৪ ভগবান, যায় সিংহাসনত বসিয়া আছে উয়াক ঐ চব্বিশ জন নেতা আর চাইর জন জীবন্ত প্রাণী উবুর হয়া ভক্তি দিয়া কইলেক, “আমেন। হাল্লেলূয়া!”

৫ স্যেলা সিংহাসন থাকি এক জন কইলেক, “ভগবানের চাকরলা আর তোমরা যায় যায় ভক্তিপূর্ণ ভয় করেন, তোমরা ছোট বড় সগায় হামারলার ভগবানের গুণগান কর।”

৬ তার পাছত মুই ম্যেলা মানষির ভিড়ের আওয়াজ জোড়ে জোড়ে বয়া যাওয়া সাগরের ঢেউয়ের গর্জন, খুব জোড়ে ম্যেঘের আওয়াজের নাকান এক বাণী শুনিলুং, “পরমপ্রভুর গুণগান কর; হামারলার সর্বশক্তিমান প্রভু ভগবান শাসন করির শুরু করি দিচে।

৭ আইস, হামরা মনের খুশিতে খুব আনন্দ করি, আর উয়ার গুণগান করি, ক্যেনেনা ভেড়ার বাচ্চাটার বিয়াও করির সমায় হইচে, আর উয়ার কইনা নিজেই সাজিয়া আছে।

৮ সাদা ধপধপা পরিস্কার মসীনার শাড়ী উয়াক দেওয়া হইচে।" সেই মসীনার শাড়ী হইলেক ভগবানের মানষিলার ভাল কাম।

৯ পাছত স্বর্গদূত মোক কইলেক, "তুই নেখেক, ভগবানের এইলা বাইক্য সউগে সইত্য, যায় যায় ভেড়ার বাচ্চার বিয়ার বউ ভাতের নিমন্তন পাইচে উমরায় আশুর্বাদ পাওয়া।"

১০ স্যেলা মুই ভক্তি দিবার বাদে উয়ার ঠ্যেংয়ত পড়িলুং। ইয়াতে উয়ায় মোক কইলেক, "দেখ, এই নাকান কাম না করিস, মুই তোর নাকান সহকর্মী। তোর গুরু ভাই-বইনিলা, যায় যায় যীশুর সাক্ষ্য কয়া থির রয় মুইও উমারলার মইদ্ধে এক জন। খালি ভগবানকে ভক্তি কর। ক্যেনেনা ভাববাদীলার আসল শিক্ষা হইলেক যীশুর সাক্ষ্য।"

১১ পরে মুই দেখিলুং স্বর্গের দুয়ার খোলা আছে আর ওটেকোনা একটা সাদা ঘোড়া আছে যায় উয়ার উপরাত বসিয়া আছে, উয়ার নাম হইলেক বিশ্বস্ত আর সচাং। উয়ায় অধার্মিকের বিরুদ্ধে ন্যায় যুদ্ধ আর বিচার করে।

১২ উয়ার চখু আছিলেক অগুনের ফুলকির নাকান, আর মাথাত আছিলেক ম্যেলা মটুক। উয়ার একটা নাম নেখা আছে, যেইটা উয়ায় ছাড়া অইন্য কাঙো জানে না।

১৩ উয়ার পেন্দা আছিলেক অক্তত ডুবা কাপড়। আর ভগবানের বাইক্য নামে উয়ায় পরিচিত।

১৪ স্বর্গের সেনালা ধপধপা মসীনার কাপড় পিন্দি আর সাদা ঘোড়াত চড়ি উয়ার পাছে পাছে যাবার ধরছিলেক।

১৫ উয়ায় যাতে সউগ জাতিক আঘাত করির পারে এই বাদে উয়ার মুখ দিয়া একখান ধার ওয়ালা ছোরা বাইর হয়া আসির ধরছিলেক। উয়ায় সউগ জাতিক লোহার নাটি দিয়া মানে সর্ব ক্ষমতার অধিকার নিয়া শাসন করিবে। আর আংগুর রস করির খালত উয়ায় ঠ্যাং দিয়া মথলেয়া আংগুর রস নিকলাবে, আর ঐ রস করিবার খালটা আছিলেক শক্তিমান ভগবানের ভয়ংকর গোসা।

১৬ উয়ার কাপড়ত আর চরুত এই নাম নেখা আছে, "রাজালার রাজা আর প্রভুলার প্রভু।"

১৭ পাছত এক জন দূতক বেলার মইদ্ধোত খাড়া হয়া রবার দেখিলুং, যেইলা পখি দ্যাওয়ার মইদ্ধোত উড়ির ধরছিলেক, ঐলাক উয়ায় জোড়ে জোড়ে চিকরিয়া কবার ধরচে, "আইস, ভগবানের মহাভোজ খাবার বাদে একটে জড়ো হও।

১৮ যাতে রাজালার, সেনাপতিলার, বীর মানষিলার, ঘোড়া আর ঘোড়াত চড়া মানষিলার, স্বাধীন আর চাকরলার, ছোট, বড় সউগ মানষির মসং খাও।"

১৯ তার পাছত মুই দেখিলুং, যায় ঐ ঘোড়ার উপরত বসি আছিলেক, উয়ার আর উয়ার সেনালার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করির বাদে

সেই জন্তুটা আর দুনিয়ার রাজালা আর উমারলার সেনালা জড়ো হইচে।

২০ ইয়াতে ঐ জন্তুটাক ধরা হইলেক আর যেই ভন্ড ভাববাদী উয়ার হয়া অচানক কাম করে উয়াকও ধরা হইলেক। যায় যায় ঐ জন্তুটার চিন নিছিলেক আর উয়ার মূর্তির পূজা করির ধরছিলেক সেই ভন্ড ভাববাদী সেইলা অচানক কাম দিয়া উমারলাক ভুলিয়া থুইছিলেক। উমাক দুই জনকে জলন্ত গন্ধকের অগুনত জ্যান্ত অবস্থায় ফ্যেলে দেওয়া হইলেক।

২১ যায় ঐ সাদা ঘোড়াত চড়ি আছিলেক, উয়ার মুখ থাকি যে ছোরা বাইর হয়া আসছিলেক ঐ খান দিয়া উমারলার অইন্য সঙ্গীলাক মারি ফ্যেলা হইলেক; ফলে সউগ পখিলা তৃপ্তি করি উমারলার মসং খাইলেক।

২০ পাছত মুই স্বর্গ থাকি এক দূতক নামি আসির দেখিলুং, উয়ার হাতত অতল খালের চাবি আর বড় একখান শিকল আছিলেক।

২ ঐ আদিম সাপ যাক দিয়াবল আর শয়তান কয় ঐ দানবক উয়ায় এক হাজার বছরের জইন্যে শিকল দিয়া বন্দী করিয়া অতল খালত ফ্যেলে দিলেক,

৩ আর অতল খালের মুখ বন্ধ করি সীল করি দিলেক; যাতে এক হাজার বছর পূরণ না হওয়া পর্যন্ত দুনিয়ার জাতিলাক ভুল

ঘাটাত নিয়া যাবার না পারে; তার পাছত অল্প দিনের বাদে উয়াক ছাড়ি দেওয়া হবে।

[৪] ইয়ার পাছত মুই কয়টা সিংহাসন দেখিলুং, আর যায় যায় ঐলার উপরত বসি আছিলেক উমারলার হাতত বিচারের অধিকার দেওয়া হইছিলেক, ভগবানের বাইক্য আর যীশুর সাক্ষ্য কবার বাদে উমারলার মাথা কাটি ফ্যেলা হইচে। আর যায় যায় সেই জন্তুর আর উয়ার মূর্তির পূজা নাই করে, আর কপালত আর হাতত উয়ার চিন নাই দেয়, মুই উমার আত্মালাক দেখির পাইলুং। উমরা বত্তি উঠিয়া এক হাজার বছর খ্রীষ্টের সোদে শাসন করিলেক।

[৫] ঐ এক হাজার বছর পূরণ না হওয়া পর্যন্ত, বাকি মরালা ফির বত্তি উঠিলেক না। এইটায় হইলেক পইলা ফির বত্তি উঠা।

[৬] পইলা ফির বত্তি উঠাত যায় অংশ নিবে, উয়ায় আশুর্বাদ পাওয়া আর পবিত্র; উমার উপরত দ্বিতীয় মরণের কোন ক্ষমতা নাই; কিন্তুক উমরা ভগবানের আর খ্রীষ্টের বামন হবে, আর সেই এক হাজার বছর উয়ার সোদে শাসন করিবে।

[৭] এক হাজার বছর শ্যেষ হয়া যাবার পাছত শয়তানক জেল থাকি ছাড়ি দেওয়া হবে।

[৮] উয়ায় স্যেলা দুনিয়ার জাতিলাক, শ্রী গোগ, আর শ্রী মাগোগক ভুল ঘাটাত নিয়া যাবে আর যুদ্ধের বাদে উমারলাক একসোদে জড়ো করিবে। ঐ সেনালার সংখ্যা হবে সাগরের বালার নাকান।

৯ মুই দেখিলুং, দুনিয়ার নানা প্রান্ত থাকি আসিয়া ভগবানের মানষিলার ডেরা আর মনের মত গঞ্জটাক ঘেরাও করিলেক। স্যেলা স্বর্গ থাকি অগুন নামি আসি সেনালাক ছুবি ফ্যেলাইলেক।

১০ শয়তানক জ্বলা গন্ধকের হ্রদত ফ্যেলে দেওয়া হইলেক, উয়ায় উমারলাক ভুল ঘাটাত নিয়া গেইচে। ওটেকোনা ঐ জন্তু আর ভন্ড ভাববাদীও আছে; উমরা ওটে চিরকাল ধরি দিন রাতি যন্তনা ভোগ করিবে।

১১ পরে মুই একটা বড় সাদা সিংহাসন আর যায় উয়ার উপরত বসি আছে, উয়াক দেখিলুং, উয়ার সামনা থাকি দ্যাওয়া আর দুনিয়া পালাইলেক; উমারলার নুকির বাদে আর কোন জাগা রইলেক না।

১২ তার পাছত মুই দেখিলুং, ছোট, বড় সউগ মরা মানষি ঐ সিংহাসনের আগত খাড়া হয়া আছে; ইয়ার পাছত কতলা বই খোলা হইলেক। আর তার পাছত আরেক খান বই খোলা হইলেক, ঐখান আছিলেক জীবন বই। মরা মানষিলার কাম সমন্ধে ঐ বইলাত যেই নাকান নেখা আছিলেক সেই অনুসারে বিচার হইলেক।

১৩ যেই মরা মানষিলা সাগরত আছিলেক উয়ায় ঐলাক ফিরি দিলেক আর যমের বাড়িত যেই মরা মানষিলা আছিলেক, যমের বাড়িও ঐলাক ফিরি দিলেক। আর সগাকে নিজের নিজের কাম অনুসারে বিচার করা হইলেক।

[১৪] মরণক আর যমের বাড়িক অগুনের হ্রদত ফ্যালে দেওয়া হইলেক; এই অগুনের হ্রদত ছোবা যাওয়ায় হইলেক দ্বিতীয় মরণ। [১৫] আর যার যার নাম জীবন বইয়ত পাওয়া গেইলেক না, উমারলাকও অগুনের হ্রদত ফ্যালে দেওয়া হইলেক।

২১ ইয়ার পাছত মুই একটা নয়া দ্যাওয়া আর একটা নয়া দুনিয়া দেখিলুং, পইলা দ্যাওয়া আর পইলা দুনিয়া মুছি গেইচে, কোন সাগরও আর নাই।

[২] মুই দেখিলুং, পবিত্র গঞ্জ, নয়া যিরূশালেম, স্বর্গ থাকি আর ভগবানেরটে নামি আসির ধরচে। কইনাক যেই নাকান করি বরের বাদে সাজ গোজ করা হয়, এই গঞ্জটাকও ঠিক একে নাকান করি সাজা হইচে।

[৩] পাছত মুই সিংহাসন থাকি এক জনাক জোড়ে কবার শুনিলুং, "দেখ! এলা মানষির মইদ্ধোত ভগবানের থাকির জাগা হইচে; উয়ায় মানষির সোদে থাকিবে, আর উমরা উয়ার নিজের মানষি হবে। উয়ায় নিজেই উমারলার সোদে থাকিবে আর উমারলার ভগবান হবে।

[৪] উয়ায় সগারে চখুর জল মুছি দিবে। মরণ আর হবার না হয়, দুঃখ, কান্দন আর যন্তনা রবে না। ক্যেনেনা আগের সউগ ঘটনালা মুছি গেইচে।"

৫ আর যায় সিংহাসনত বসি আছিলেক, উয়ায় কইলেক, “দেখ, মুই সউগে নয়া করি সিজ্জন করির বাদে এইলা করিচুং।” পাছত উয়ায় কইলেক, “নেখেক, এই কতালা বিশ্বাসযোগ্য আর সচাং।”

৬ উয়ায় মোক আরো কইলেক, “শ্যেষ হইচে; মুই আলফা আর ওমিগা, শুরু আর শ্যেষ। যার টিস্সা নাগচে, উয়াক মুই জীবন্ত জলের জোয়ার থাকি বিনা পাইসায় জল খাবার দিম।

৭ যায় জয়ী হবে, উয়ায় এই সউগলার অধিকারী হবে; আর মুই উয়ার ভগবান হইম, উয়ায় মোর বেটা হবে।

৮ কিন্তুক যায় যায় ভীতু, অবিশ্বাসী, ঘিনের তুল্য, খুনী, ব্যভিচারী, যাদুকর, প্রতিমা পূজাইয়ালা আর সউগ মিথ্যাবাদীলার জ্বলা অগুন আর গন্ধকের হ্রদত থাকায় হবে উমারলার দ্বিতীয় মরণ।”

৯ আর যেই সাতটা দূতেরটে সাতটা শ্যেষ আঘাতে ভরা সাতটা বাটি আছিলেক, উমারলার মইদ্ধো থাকি এক জন দূত আসি মোক কইলেক, “আইসেক, মুই তোক সেই কইনাক, ভেড়ার বাচ্চার বউওক দেখাইম।”

১০ ইয়ার পাছত ঐ স্বর্গদূত মোক এক খুব উচা পাহাড়ত নিয়া গেইলেক, স্যেলা মুই পবিত্র আত্মাত ভরপুর হইছিলুং, ভগবানের মহিমাত চকচকা যে পবিত্র গঞ্জ যিরূশালেম স্বর্গ থাকি নামি আসচে সেইটা উয়ায় মোক দেখাইলেক।

[১১] ঐ গঞ্জটা হইলেক ভগবানের মহিমায় পরিপূর্ণ আর দামী মণি মুক্তার নাকান চকচকা কাইচের গিলাস, দামী হীরার নাকান।

[১২] ঐ গঞ্জত একটা বিরাট উচা দেওয়াল আর বারো খান দুয়ার আছিলেক। ঐ দুয়ারলাত বারো জন স্বর্গদূত পাহাড়া দিবার ধরচে, ইস্রায়েল জাতির বার বংশের নাম ঐ দুয়ারলাত নেখা আছিলেক।

[১৩] দুয়ারলার পুবপাকে তিনখান দুয়ার, উত্তর পাকে তিনখান দুয়ার, দক্ষিন পাকে তিনখান দুয়ার, আর পশ্চিম পাকে তিনখান দুয়ার আছিলেক।

[১৪] ঐ গঞ্জের দেওয়ালত বারটা ভিত্তির শিল আছিলেক, আর সেইলার উপরাত ভেড়ার বাচ্চার বারজন খবরিয়ার বারটা নাম নেখা আছিলেক।

[১৫] আর যায় মোর সোদে কতা কবার ধরছিলেক, উয়ার হাতত একটা মাপিবার সোনার নাটি আছিলেক। যাতে উয়ায় ঐ গঞ্জটা আর দুয়ারলা আর দেওয়াললাক মাপির পারে।

[১৬] ঐ গঞ্জটা চাইর কোনা, লম্বায় আর চওড়ায় সমান। পরে ঐ নাটিটা দিয়া গঞ্জটা মাপিলেক সেইটা দেখা গেইলেক লম্বা চওড়ায় আর উচায় বার হাজার তীর মারার পরিমাণ হইলেক।

[১৭] আর দেওয়ালটা মাপির পাছত চওড়ায় একশ চুয়াল্লিশ হাত হইলেক। মানষি যেই নাকান মাপে ঐ স্বর্গদূত একে নাকান করি মাপিচে।

[১৮] হীরা দিয়া দেওয়াল খান গড়া হইছিলেক আর গঞ্জটা আছিলেক ঝকঝকা কাইচের খাটি সোনা দিয়া গড়া।

[১৯] গঞ্জের দেওয়ালের ভিত্তিলা সউগ নাকানের দামী শিল দিয়া সাজা আছিলেক। পইলা ভিত্তিটা হীরার, দ্বিতীয়টা নীলকান্তমণির, তৃতীয়টা তাম্রমণির, চতুর্থটা পান্নার,

[২০] পঞ্চমটা সূর্যকান্তমণির, ষষ্ঠ সার্দীয়মণির, সপ্তম পোখররাজের, অষ্টম বৈদুর্যমণির, নবম পীতমণির, দশম উপলের, একাদশ ফিরোজামণির আর দ্বাদশ পদ্মরাগের।

[২১] বারখান দুয়ারত আছিলেক বারটা মুক্তা, পতিটা দুয়ার এক একটা মুক্তা দিয়া গড়া আছিলেক। গঞ্জের ঘাটাটা ঝকঝকা কাইচের নাকান খাটি সোনা দিয়া গড়া আছিলেক।

[২২] মুই ঐ গঞ্জটাত কোন মন্দির দেখির পালুং না। ক্যেনেনা সর্বশক্তিমান প্রভু ভগবান আর ভেড়ার বাচ্চাটা নিজেই আছিলেক ঐ গঞ্জের মন্দির।

[২৩] ঐ গঞ্জটাত আলো দিবার বাদে বেলার বা চানের দরকার নাই। ক্যেনেনা ভগবানের মহিমা ওটেকোনা আলো দেয়, আর ভেড়ার বাচ্চাটায় হইলেক ওটেকার বাতি।

[২৪] আর সউগ জাতি উয়ার আলোতে যাওয়া আইসা করিবে, আর দুনিয়ার রাজালা উমার জাকজমক নিয়া ঐ গঞ্জত আসিবে।

[২৫] দিনের বেলাত ওটেকার দুয়ারলা কোন দিন বন্ধ থাকিবে না আর ওটেকোনা রাতিও হবার না হয়।

২৬ সউগ জাতিক জাকজমকত আর সন্মানত ওটেকোনা আনা হবে।

২৭ অশুদ্ধি কোন কিছু জঘন্য কাম করে আর মিছাং কতা কয় এই নাকান কোন মানষি ওটেকোনা সোন্দের পাবার না হয়। যার যার নাম ভেড়ার বাচ্চার জীবন বইয়ত নেখা আছে, উমরায় খালি ওটে সোন্দের পাবে।

২২

তার পাছত ঐ স্বর্গদূত মোক "জীবন জলের নদী" দেখাইলেক। সেইটা কাইচের নাকান চকচকা, ঐটা ভগবানের আর ভেড়ার বাচ্চার সিংহাসন থাকি বাইর হয়া রাজপথের মইদ্ধো দিয়া বয়া যাবার ধরছিলেক।

২ ঐ নদীর এপার ওপার দুই পারতে জীবন গছ আছে। ঐ গছত বারো নাকানের ফল ধরে। পতি মাসেই ফল ধরে আর উয়ার পাত দিয়া ঔষধ বানেয়া সউগ জাতি সুস্থ হয়।

৩ ওটে শাও আর রবে না। ভগবানের ভেড়ার বাচ্চার সিংহাসন ঐ গঞ্জত রবে আর উয়ার চাকরলা উয়ার সেবা করিবে।

৪ উমরা উয়ার মুখ দেখির পাবে আর উয়ার নাম উমারলার কপালত নেখা থাকিবে।

৫ ওটেকোনা রাতি আর হবার না হয় আর উমারলার বাতির আলো বা বেলার আলোর দরকার নাই। ক্যেনেনা প্রভু ভগবান নিজেই উমার আলো হবে। উমরা চিরকাল শাসন করিবে।

৬ পাছত স্বর্গদূত মোক কইলেক, “এইলা কতা বিশ্বাসযোগ্য আর সচাং; প্রভু ভগবান নিজে ভাববাদীলার মইদ্ধো দিয়া কতা কইচে। উয়ায় উয়ার দূতক প্যেঠে দিচে। যেইলা অল্প কিছু কালের মইদ্ধে নিশ্চিত করি ঘটিবে, সেইলা উয়ার চাকরলারটে কবার বাদে ভগবান উয়ার দূতক প্যেঠাইচে।”

৭ যীশু কইচে, “দেখ, মুই খুব পচপচে আসির ধরচুং। যায় এই বইয়ের ভাববাদীর বাইক্যলা পালন করে, উয়ায় আশুর্বাদ পাওয়া।”

৮ মুই যোহন এইলা সউগ দেখিলুং আর শুনিলুং। ওই স্বর্গদূত মোক এইলা দেখাইলেক, মুই উয়াক ভক্তি দিবার বাদে উয়ার ঠ্যেংয়ত উবুর হলুং,

৯ কিন্তুক উয়ায় মোক কইলেক, এই থামেক, মুই তোমারলার আর তোমার গুরু ভাইলার মানে ভাববাদীলার আর যায় যায় এই শাস্ত্রের কতা পালন করে মুইও তোমারলার নাকান একটা চাকর। খালি ভগবানকে ভক্তি কর।

১০ তার পাছত উয়ায় মোক কইলেক, এই বইয়ের সউগ কতা মানে, ভগবানের বাইক্য গোপন না থুইস। ক্যেনেনা সমায় একেবারে বগলত আসচে।

১১ যায় অন্যায়কারি উয়ায় ইয়ার পাছত অন্যায় করুক। যায় পাজি উয়ায় পাইজামী করিতে থাকুক, সৎ মানষি সৎ কাম

করিতে থাকুক; আর যায় পবিত্র উয়ায় এইলার পাছতও পবিত্র থাকুক।

১২ যীশু কইলেক, “দেখ, মুই পচপচে আসির ধরচুং, আর যার যেই নাকান কাম, উয়াক তেমন ফল দিম।

১৩ মুই আলফা আর ওমিগা, আরম্ভ আর শ্যেষ।”

১৪ যায় যায় নিজের নিজের পোশাক ধুইয়া ফ্যেলায় আশুর্বাদ পাওয়া উমরায়, উমরা জীবন গছের ফল খাবার অধিকারী হয়। আর দুয়ার দিয়া গঞ্জত সোন্দের পাবে।

১৫ শুয়োরের নাকান জঘন্য মানষি, যাদুকর, ব্যভিচারী, খুনী, প্রতিমা পূজাকরাইয়া, আর যায় যায় মিছাং ভাল পায় আর মিছাং রটেয়া বেরায় উমরা সগায় বায়রাত পরি রবে।

১৬ মুই যীশু মোর নিজের দূতক প্যেঠালুং, যাতে উয়ায় তোমারলারটে সমিতির বাদে সাক্ষ্য দিবার পারে। মুই দায়ূদের মূল আর গুষ্টি, ভোরের ভলভলা তারা।

১৭ পবিত্র আত্মা আর কইনা কবার ধরচে, আইস! যায় শোনে উয়ায়ও কউক আইস! আর যার টিস্সা নাগচে উয়ায় আসুক, আর যায় জল খাবার চায় উয়ায় বিনা পাইসায় জীবন জল খায়া যাউক।

১৮ যেই মানষি এই বইয়ের লেখা ভাববানীর সউগ বাইক্য শোনে, মুই উয়ারটে এই সাক্ষ্য দিবার ধরচুং, কাঙো যদি ইয়ার

সোদে কোন যোগ করে তাইলে ভগবানও এই বইয়ের সউগ ঘাত উয়ার জীবনত যোগ করিবে।

১৯ আর যদি এই বইয়ের ভাববানীর বাইক্য থাকি কাঙো কোন কতা বাদ দেয় তাইলে ভগবানও এই বইয়ের জীবন গছ আর পবিত্র গঞ্জের অধিকার উয়ারটে থাকি বাদ দেওয়া হবে।

২০ যায় এই বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়, উয়ায় কবার ধরচে, “সচাং মুই পচপচে আসির ধরচুং।” আমেন; প্রভু যীশু, আইস!

২১ প্রভু যীশুর আশুর্বাদ ভগবানের সউগ মানষিলার সাথে সাথে থাকুক। আমেন॥